স্বল্প মূল্যে প্রাপ্য। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষাতেই প্রকাশ করা আবশ্যক।

জানিলাম, একখানি পত্রের প্রয়োজন; ধর্ম্ম বিষয়ক পত্রের প্রয়োজন; বাঙ্গালা ভাষায়ও প্রয়োজন। কিন্তু পড়ে কে? এ কথার সদুত্তর দেওয়া সহজ নয়। যদি বলেন, পড়া উচিত কার্? তাহা হইলে অনায়াসেই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কারণ আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কৃতবিদ্য বা অস্বশিক্ষিত, সকলেরই ধর্ম্ম বিষয়ক পত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কথা তো তা নয়; ফলে পড়বে কে?

হয় তো সুশিক্ষিত মহাত্মারা **বঙ্গমিহিরকে** আদরের ধন বলিয়া গণনা করিবেন না। অন্য কোন দোষ না থাকিলেও, "বাঙ্গালা," এই দোষই তাঁহাদের বিবেচনায় যথেষ্ট। একেই তো বাঙ্গালা ভাষার "মা বাপ" নাই, তাহাতে আবার ইংরাজী বিদ্যাভিমানী মহাশয়দের নিকট বাঙ্গালার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। কাহার২ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি এতদূর বিদ্বেষ যে, বাঙ্গালা উঠে গেলেই বাঁচেন। তাঁরা যে বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত পত্রাদির আদর করিবেন, এমত বিবেচনা হয় না। তাঁহারা সকলেই অশ্রদ্ধা করিবেন, ইহা বলি না, কিন্তু অনেকেই করিবেন, বোধ হয়।

তবে বাকি রহিলেন কারা? যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করেন নাই, তাঁরা ও স্ত্রীলোক। ইহাঁদের সংখ্যা অল্প নহে। বোধ হয়, ত্রিশ সহস্রের ন্যূন হইবে না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, ইহাঁদের অনেকেই লেখা পড়া জানেন না। লেখা পড়া না শিখিলে আপনারাও উন্নত হইতে পারিবেন না এবং অন্যেরও মঙ্গল করিতে পারিবেন না। কিঞ্চিৎ শিক্ষিত না হইলে ঈদৃশ পত্রাদির পাঠক হইতেও পারেন না। পুনশ্চ আমাদের স্ত্রীলোকেরা অনেকে শিক্ষিতা বটে, কিন্তু অধ্যয়ন-বিমুখ। সুতরাং পাঠক পাঠিকার সংখ্যা অধিকতর ন্যূন হইয়া আসিল।

এক বিশেষ বিঘ্ন এই, যাঁহারা ঈদৃশ পত্রাদি গ্রহণ করিতে সক্ষম, তাঁহারা অনিচ্ছু এবং যাঁহারা অক্ষম, তাঁহারাই ইচ্ছুক, এবং তাঁহাদের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। এ জন্যই বোধ হয়, লোকে এরূপ কার্য্যে সচরাচর হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু সেই জন্য এমন বলিতেছি না যে, খ্রীষ্ট সমাজভুক্ত বহু সংখ্যক জনগণের মধ্যে দুই একখানি ধর্ম্ম বিষয়ক মাসিকপত্র প্রচলিত হইতে পারে না। হইতে পারে, এমত আমাদের বিশ্বাস; হলে ভাল হয়, দেশের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়াই আমরা স্বল্পমূল্যে **বঙ্গমিহির** প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তবে কি না, কৃতবিদ্য মহোদয়গণের আনুকূল্য প্রয়োজন;—প্রবন্ধ রচনাতেই কি, পত্র গ্রহণেই কি, উৎসাহ দানেই কি, আর সকলকে গ্রাহক হইবার জন্য পরামর্শ দানেই কি, সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য আবশ্যক।

এতদ্ব্যতীত, দেশস্থ অপরাপর ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত মহোদয়গণের মনোরঞ্জনার্থও আমরা যত্ন পাইব। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম দেশে প্রচলিত, সেই সকল ধর্ম্মের মত, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান. সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য; তাহাতে দুইটী

উপকার সম্ভাবনা। প্রথম, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি দেশস্থগণের মঙ্গল সাধন ও তাঁহাদিগের সাহায্য লাভ; এবং দ্বিতীয়, খ্রীষ্ট সমাজভুক্ত জনগণের দেশীয় ধর্ম্মের জ্ঞান বৃদ্ধি।

কৃত বিদ্যগণের পাঠ যোগ্য প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া বাঙ্গালার আদর বাড়ানও আমাদের উদ্দেশ্য। "সাহেবী বাঙ্গালা" আর "খ্রীষ্টানী বাঙ্গালা" এ অপবাদ আমরা অনেক বার শুনি। অধুনাতন অধিক না হউক, তথাপি ইহা যে একবারে শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহা নহে। ফলতঃ সুশিক্ষিত খ্রীষ্ট ভক্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা রচনা করেন না, সুতরাং ইংরাজ কয়েক জন খ্রীষ্টীয়-বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি সাধনে যত্নশীল হইতে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়াই, আমাদের মাতৃভাষার এত দুর্দ্দশা। আমরা তাঁহাদের (ইংরাজদের) দোষ দিতেছি না, তাঁহারা আমাদের কার্য্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; কিন্তু আমাদের কার্য্য তাঁহারা করিয়াছেন বলিয়াই খ্রীষ্টীয় বাঙ্গালা সাহিত্যের এত অগৌরব। এটী অপ্রাকৃতিক অবস্থা। এই কলঙ্ক যথাসাধ্য বিদূরিত করিতে আমরা সযত্ন থাকিব।

ঈদৃশ দুরূহ উদ্দেশ্য সুসাধন করা সহজ ব্যাপার নহে। "এক যাত্রায় পৃথক ফল" লাভ করা অতীব কঠিন। আমরা কেবল এই বলিতে পারি, ঈশ্বর সাহায্যে চেষ্টা পাইব; সাধ্যমতে ক্রটি করিব না। মনোহর উপন্যাস, কি অভিনব সংবাদ, সুমিষ্ট কবিতা কি সুরচিত প্রবন্ধ, সকলই **বঙ্গমিহিরে** প্রকাশিত হইবেক। রচনা বিচিত্রতাও থাকিবেক, কারণ পাঁচ জনে মিলিয়া, পত্রের উদেশ্য ও দেশ কালপাত্র বিবেচনায় ইহার কলেবর পূর্ণ করিব। ভরসা করি, পঞ্চ ব্যঞ্জন যোগে আহারে যাদৃশ তৃপ্তি জন্মে, পাঁচ প্রকার বিষয়ে লিপি কৌশল-পূর্ণ পাঁচজনের আনুকূল্যে **বঙ্গমিহিরও** পাঠক পাঠিকাগণের হিতকর ও সন্তোষোৎপাদক হইবেক। অলমতি বিস্তরেণ।

খ্রীষ্টের নাম ও উপাধি।

আকাশমণ্ডলে যদ্রূপ তারকাবলী বিকীর্ণ রহিয়াছে, যে স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই স্থানেই যদ্রূপ কোন না কোন একটি আমাদিগের নয়নপথে পতিত হয়, সমগ্র ধর্ম্মপুস্তকে, বিশেষতঃ নূতন নিয়ম মধ্যে, সেই রূপ খ্রীষ্টের বিবিধ নাম ও উপাধি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; প্রায় যে পত্র খুলি, সেই পত্র মধ্যেই আমরা সেই মধুময় পরিত্রাতাকে দেখিতে পাই। আদিপুস্তক হইতে প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য পর্য্যন্ত ধর্ম্মপুস্তকের সমস্ত অংশ আমাদের বাক্যের সাক্ষ্য প্রদান

করিতেছে। মূসা, দায়ূদ, স্থলেমান, যিশায়িয়, যিরিমিয়, দানিয়েল, মীখা, মালাখি; মথি, মার্ক, লূক, যোহন,পৌল, পিতর, সকলেই আমাদের সাক্ষী; সকলেই সেই কুমারী-গর্ভজাত ঈশ-মনুষ্য যীশুর বিষয় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন, সকলেই বলিতেছেন, আইস; আইস, অমৃত জল পান কর; আইস, আত্মার ক্ষুধা নিবারণ কর; আইস, জীবনের সার্থকতা সাধন কর; আইস, অনন্ত সুখের অধিকারী হও। মূসা লিখিলেন, "নারীর সন্তান সর্পের মস্তকে আঘাত করিবে"। (আ ৩; ১৫।) পুনশ্চ; "যাহার নিকটে লোকদের সমাগম হইবে, সেই শীলোর (সান্ত্বনাকারির) আগমন যাবৎ না হয়, তাবৎ যিহূদা হইতে রাজদণ্ড ও তাহার বংশ হইতে বিচারাধ্যক্ষতা যাইবে না"। (আ ৪৯; ১০।) দায়ূদ লিখিলেন, "পরমেশ্বর আমার প্রভুকে কহিলেন, আমি যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি, তাবৎ তুমি আমার দক্ষিণে বৈস"। (গী ১১০; ১।) স্থলেমান লিখিলেন, "আমার প্রিয় ব্যক্তি কর্পূর বৃক্ষের গুচ্ছস্বরূপ, তাহা রাত্রিতে আমার বক্ষঃস্থলে থাকে। আমার প্রিয় আমার কাছে ঐন্‌গিদীর দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের এক পুষ্পগুচ্ছস্বরূপ"। (পর ১;১৩, ১৪।) যিশায়িয় লিখিলেন, "আমাদের নিমিত্তে এক বালক জন্মিবে, ও আমাদিগকে এক পুত্র দত্ত হইবে; তাঁহার স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার সমর্পিত হইবে; ও তাঁহার নাম আশ্চর্য্য ও মন্ত্রী ও বলবান ঈশ্বর ও অনন্তকালীয় পিতা ও শান্তিরাজ হইবে"। (যিশ ৯; ৬।) যিরিমিয় লিখিলেন, "পরমেশ্বর কহেন, সেই সময়ে ও সেই দিনে আমি দায়ূদের বংশে ধর্ম্মস্বরূপ এক পল্লবকে উৎপন্ন করিব, ও তিনি পৃথিবীতে ন্যায় ও ধর্ম্ম প্রচলিত করিবেন"। (যির ৩৩; ১৪, ১৫।) দানিয়েল লিখিলেন, "পরে আমি দেখিলাম, কএক সিংহাসন স্থাপিত হইল, এবং অনেক দিনের এক বৃদ্ধ উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার বস্ত্র হিমানীর ন্যায় শুক্লবর্ণ এবং কেশ পরিষ্কৃত মেষলোমের তুল্য; তাঁহার সিংহাসন অগ্নিশিখার ন্যায়, ও তাঁহার চক্র সকল প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়"। (দা ৭; ৯।) মীখা বলিলেন, "হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদা দেশের সকল রাজধানী অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও তোমার মধ্যহইতে ইস্রায়েলের এক রাজা উৎপন্ন হইবেন"। (মী ৫; ২।) মালাখি লিখিলেন, "দেখ, আমি আপন দূতকে প্রেরণ করিব, সে আমার অগ্রে যাইয়া পথ প্রস্তুত করিবে; এবং তোমরা যে প্রভুর অন্বেষণ করিতেছ, তিনি অকস্মাৎ আপন মন্দিরে আসিবেন; সৈন্যাধ্যক্ষ পরমেশ্বর কহেন, দেখ, যাঁহাতে তোমাদের সন্তোষ আছে, সেই নিয়মের দূত আসিবেন"। (মাল ৩; ১।) মথি লিখিলেন, "তাহাতে শিমোন্ পিতর উত্তর করিল, তুমি অমর ঈশ্বরের পুত্র অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা"। (ম ১৬; ১৬।) মার্ক লিখিলেন, "আমি তোমাকে চিনি, তুমি ঈশ্বরের সেই পবিত্র লোক"। (মা ১; ২৪।) লূক লিখিলেন, "যে রাজা প্রভুর নামে আসিতেছেন, তিনি ধন্য; স্বর্গে শান্তিভোগ এবং সর্ব্বোপরিস্থ স্থানে জয়ধ্বনি

হউক"। (লূ ১৯ ; ৩৮।) পুনশ্চ; "অন্য কাহারো নিকট পরিত্রাণ নাই; কারণ আকাশ মণ্ডলের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত আর কোন নাম নাই, যাহাদ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হয়"। (প্রে ৪ ; ১২।) যোহন লিখিলেন, "আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং সেই বাক্য ঈশ্বর। ঐ বাক্য মনুষ্যাবতার হইলেন"। (যো ১; ১,১৪।) পুনশ্চ; "তাহাতে সেই প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন আমাকে কহিল, রোদন করিও না; দেখ, যিনি যিহূদাবংশীয় সিংহ ও দায়ূদের মূলস্বরূপ, তিনি সেই পত্রিকা ও তাহার সপ্ত মুদ্রা খুলিবার নিমিত্ত জয়ী হইয়াছেন"। (প্র ৫; ৫।) পৌল অনুরাগ, প্রেম, ও ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার জীবন খ্রীষ্ট, ও মরণ লাভ"। (ফিলি ১; ২১।) পিতর লিখিলেন, "পূর্ব্বে তোমরা হারাণ মেষের ন্যায় ছিলা, কিন্তু সম্প্রতি তোমাদের আত্মার অধ্যক্ষ মেষপালকের নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছ"। (১ পি ২; ২৫।) ধর্ম্মপুস্তকোদ্ধৃত উপরোক্ত সমস্ত বচনই খ্রীষ্টের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, অপর সহস্র২ বচনও সেইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, সকল গুলির মধ্যেই খ্রীষ্ট বিরাজিত রহিয়াছেন।

আমরা প্রথমতঃ খ্রীষ্টের নামাবলী ও উপাধিসমূহ তিন অংশে বিভক্ত করিব; তৎপরে তাহার কয়েকটী হইতে আমরা কি উপকার লাভ করিতে পারি, তাহা বিবেচনা করিব।

১। খ্রীষ্টের নাম ও উপাধির বিভাগ।

প্রথমতঃ, তাঁহার কতকগুলি বিশেষ নাম ও উপাধি আছে। তাহার মধ্যে আবার কতকগুলি (ক) সম্পূর্ণ ঐশিক, কতকগুলি (খ) কেবল তাঁহাতেই বর্ত্তে।

দ্বিতীয়তঃ, পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টে কতকগুলি নাম আরোপিত হইয়াছে, বা তাঁহাকে কতকগুলি বিষয়ের সহিত তুলনা করা গিয়াছে; সেই সমস্তকে তাঁহার বিশেষ নাম বা বিশেষ উপাধি বলা যাইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, তিনি আপনি আপনাকে কতকগুলি বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সেই সমস্ত যদিও তাঁহার নাম ও উপাধির মধ্যে গণিত হইতে পারে না, তথাচ আমাদিগের প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিবেচ্য বোধ হইতেছে।

প্রথমতঃ, খ্রীষ্টের বিশেষ নাম ও উপাধি।

(ক) যে গুলি সম্পূর্ণ ঐশিক।

ঈশ্বর। ১তী ৩; ১৬। ইব্র ১; ৮।
পরমেশ্বর। যিশ ৪০; ৩।
সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর। রো ৯, ৫।
মহান্ ঈশ্বর। তীত ২; ১৩।
সত্যময় ঈশ্বর। ১ যো ৫; ২০।
বলবান ঈশ্বর। যিশ ৯; ৬।
অদ্বিতীয় পরমজ্ঞানী ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর। যিহূ ২৫ পদ।
আমাদের ঈশ্বর ও ত্রাণকর্ত্তা। ২ পি ১; ১।
আমাদের পুণ্যস্বরূপ পরমেশ্বর। যির ২৩; ৬।

ক ও ক্ষ, আদি এবং অন্ত। প্র ২১ ; ৬।
অনন্ত কালব্যাপী রাজা। লূ ১ ; ৩৩।
অনন্ত কালীয় পিতা। যিশ ৯ ; ৬।
বিভবাধিকারী প্রভু। ১ ক ২ ; ৮।
সর্ব্বাধিকারী। ইব্র ১ ; ২।
সকলের প্রভু। প্রে ১০ ; ৩৬।
প্রভুদের প্রভু, ও রাজাদের রাজা।
প্র ১৭ ; ১৪। ১৯ ; ১৬।
সর্ব্বস্রষ্টা। কল ১ ; ১৬, ১৭।
জীবনের অধিপতি। প্রে ৩ ; ১৪, ১৫।
ভূমণ্ডলস্থ রাজাদের অধিপতি।
প্র ১ ; ৫।
অদ্বিতীয় সম্রাট। ১ তী ৬ ; ১৫।

(*খ*) যে গুলি কেবল তাঁহাতেই বর্ত্তে।

অগ্রগামী। ইব্র ৬ ; ২০।
অগ্রগামী ব্যবস্থাপক। যিশ ৫৫ ; ৪।
অধিপতি। প্রে ৫ ; ৩১।
অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা। ম ১৬ ; ১৬।
আত্মার অধ্যক্ষ। ১ পি ২ ; ২৫।
আমেন্। প্র ৩ ; ১৪।
আশ্চর্য্য। যিশ ৯ ; ৬।
ইম্মানূয়েল। যিশ ৭ ; ১৪।
ইস্রায়েলের ধর্ম্মস্বরূপ। ঐ ৪১ ; ১৪।
ইস্রায়েলের রাজা। যো ১ ; ৪৯।
ইস্রায়েলের সান্ত্বনা। লূ ২ ; ২৫।
ঈশ্বরের পুত্র। দা ৩ ; ২৪, ২৫।
ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র। যো ১ ; ১৮।
ঈশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তি। গী ২ ; ২।
ঈশ্বরের গৃহাধ্যক্ষ। ইব্র ১০ ; ২১।
ঈশ্বরের পবিত্র লোক। লূ ৪ ; ৩৪।
ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি। কল ১ ; ১৫।
ঈশ্বরের বাক্য। প্র ১৯ ; ১৩।
ঈশ্বরের মেষশাবক। যো ১ ; ২৯।
ঈশ্বরের মনোনীত লোক। যিশ ৪২; ৪।
ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞান। ১ ক ১ ; ২৪।
ঈশ্বরের সেবক। যিশ ৪২ ; ৪।
ঈশ্বরের সৃষ্টির আদিকর্ত্তা। প্র ৩ ; ১৪।
উজ্জ্বল প্রভাতীয় নক্ষত্র। প্র ২২ ; ১৬।
উন্নুই। সিথ ১৩ ; ১।
ঊর্দ্ধ স্থানের দিবাকর। লূ ১ ; ৭৮।
কোণের প্রস্তর। যিশ ২৮ ; ১৬।
জীবৎ প্রস্তর। ১ পি ২ ; ৪।
জীবনের আকর। যো ১ ; ৪।
জীবনের বাক্য। ১ যো ১ ; ১।
জ্যেষ্ঠাধিকারী। ইব্র ১ ; ৬।
ত্রাণকর্ত্তা। লূ ২ ; ১১।
ত্রাণের আদিকর্ত্তা। ইব্র ২ ; ১০।
দায়ূদ। যির ৩০ ; ৯। হো ৩ ; ৫।
দায়ূদের বংশ। প্র ২২ ; ১৬।
দায়ূদের মূল। প্র ২২ ; ১৬।
দায়ূদের সন্তান। ম ৯ ; ২৭।
ধর্ম্মসূর্য্য। মাল ৪ ; ২।
ধাতু পরিষ্কারকের অগ্নি। মাল ৩ ; ২।
ধার্ম্মিক পল্লব। যির ২৩ ; ৫।
নাসরীয়। ম ২ ; ২৩।
নিয়মের দূত। মাল ৩ ; ১।
নিস্তারপর্ব্বীয় মেষ। ১ ক ৫ ; ৭।
পবিত্র ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। প্রে ৩ ; ১৪।
পরার্থপ্রার্থক। ইব্র ৭ ; ২৫।
পল্লব। সিখ ৬ ; ১২।
পারমার্থিক শৈল। ১ ক ১০, ৪।
প্রকৃত দীপ। যো ১ ; ৯।
প্রতিভূ। ইব্র ৭ ; ২২।
প্রভু। মা ১১ ; ৩।
প্রেরিত। ইব্র ৩ ; ১।

বর। ম ৯ ; ১৫ ।
বাক্য। যো ১ ; ১, ১৪ ।
বিশ্বাস্য ও সত্য সাক্ষী। প্র ৩ ; ১৪ ।
বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা ও সাধনকর্ত্তা ।
ইব্র ১২ ; ২ ।

ভবিষ্যদ্বক্তা। লূ ২৪ ; ১৯ ।
ভিত্তিমূল। ১ ক ৩ ; ১১ ।
মণ্ডলীর মস্তক। কল ১ ; ১৮ ।
মধ্যস্থ। ১ তী ২ ; ৫ ।
মনুষ্যপুত্র। ম ৮ ; ২০ ।
মল্কীষেদক। ইব্র ৭ ; ১, ৩ ।
মশীহ। যো ১ ; ৪১ ।
মহাযাজক। ইব্র ৬ ; ২০ । ৭ ; ২৬ ।
মুক্তিদাতা। আয়ূ ১৯ ; ২৫ ।
মৃতগণের মধ্যে প্রথমজাত। প্র ১ ; ৫ ।
মেষপালক। ইব্র ১৩ ; ২০ ।

যিশয়ের মূল। যিশ ১১ ; ১০ ।
যিহূদাবংশীয় সিংহ। প্র ৫ ; ৫ ।
যিহূদীয়দের রাজা। ম ২ ; ১,২ ।
যীশু। ম ১ ; ২১ ।
রজতের ক্ষার। মাল ৩ ; ২ ।
রাজা। ম ২১ ; ৫ । মী ৫ ; ২ ।
শক্তিমান্ ত্রাণকর্ত্তা। লূ ১ ; ৬৯ ।
শান্তিকর্ত্তা। ১ যো ২ ; ১ ।
শান্তিরাজ। যিশ ৯ ; ৬ ।
শেষ আদম ও দ্বিতীয় মনুষ্য ।
১ ক ১৫ ; ৪৫, ৪৭ ।
শোধক। মাল ৩ ; ৩ ।

সত্যবাদী। প্র ১৯ ; ১১ ।
সত্যময়। প্র ৩ ; ৭ ।
সর্ব্বোপরিস্থের পুত্র। লূ ১ ; ৩২ ।
সাক্ষী। যিশ ৫৫ ; ৪ ।

দ্বিতীয়তঃ, পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টে যে সমস্ত নাম আরোপিত হইয়াছে, বা যে সমস্ত বিষয়ের সহিত তাঁহাকে তুলনা করা গিয়াছে ।

নারীর বংশ বা সন্তান। আ ৩ ; ১৫ ।
শীলো। আ ৪৯ ; ১০ ।
তারা ও রাজদণ্ড। গ ২৪ ; ১৭ ।
কর্পূর বৃক্ষের গুচ্ছ ও পুষ্পগুচ্ছ ।
পর ১ ; ১২, ১৩ ।
শারোণের গোলাপ ও নিম্নভূমির শোশন্ পুষ্প। পর ২ ; ১ ।
দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য ।
পর ৫ ; ১০ ।
অনেক দিনের এক বৃদ্ধ। দা ৭ ; ৯ ।
সর্ব্বজাতীয়ের অভিলষিত পাত্র ।
হগ ২ ; ৭ ।

তৃতীয়তঃ, খ্রীষ্ট আপনি আপনাকে যে সমস্ত বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন ।

জীবনদায়ক খাদ্য। যো ৬ ; ৩৫ ।
জগতের দীপ। যো ৮ ; ১২ ।
দ্বার। যো ১০ ; ৭, ৯ ।
উত্তম মেষপালক। যো ১০ ; ১১ ।
উত্থিতি ও জীবন। যো ১১ ; ২৫ ।
পথ ও সত্যতা ও জীবন। যো ১৪ ; ৬ ।
প্রকৃত দ্রাক্ষালতা। যো ১৫ ; ১ ।

স্বর্গের সোপান। যীশু "আরো কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ইহার পরে তোমরা স্বর্গকে মুক্ত এবং ঈশ্বরের দূতগণকে মনুষ্য পুত্র দিয়া উঠিতে ও নামিতে দেখিবা"। (যো ১ ; ৫১ ।) এই পদটি পড়িবা মাত্রেই আমাদিগের যাকুবের (আ ২৮ ; ১২ ।) স্বপ্নদৃষ্ট সোপানের কথা মনে পড়ে ।

খ্রীষ্ট আপনাকে যে এই স্থলে সেই সোপানের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

পিত্তল সর্প। "এবং মূসা যেরূপ প্রান্তরে সর্পকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়াছিল, (গ ৪; ৯।) তদ্রূপ মনুষ্য পুত্রকেও উত্থাপিত হইতে হইবে"। (যো ৩; ১৪।) খ্রীষ্ট এই স্থলে আপনাকে সেই গণনাপুস্তকোল্লেখিত পিত্তল সর্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

আমরা যত দূর পারিয়াছি, ধর্ম্ম পুস্তকোল্লেখিত খ্রীষ্টের বিবিধ নাম ও উপাধি ততদূর সংগৃহীত করিয়াছি। কিন্তু বিমানমণ্ডলস্থ তারকাপুঞ্জের সকল গুলিই কি ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিপথে পতিত হয়? বৃহদাকার নক্ষত্র গুলিই আমরা সহজে দেখিতে পাই, ক্ষুদ্রকায় গুলি দেখিতে দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের আবশ্যক। আমরা সেই রূপ যত অধিক বিশ্বাস ও ঈশ্বর ভক্তির সহিত ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করি, খ্রীষ্টের নাম ও উপাধি তাহাতে তত অধিক দেখিতে পাই। সামান্য চক্ষে একটি ক্ষুদ্রকায় নক্ষত্র না দেখিতে পাইলেও দূরবীক্ষন সহকারে দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট আমাদিগের সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি আমাদিগের পালক, পিতা, স্বামী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, বন্ধু, ভবিষ্যদ্বক্তা, যাজক, রাজা, প্রভু, জীবন, পথ, শেষগতি; তিনি আমাদিগের আত্মার চিকিৎসক, তিনি আমাদিগের মুক্তিদাতা, তিনি আমাদিগের মশীহ, তিনি আমাদিগের যীশু; তিনি আমাদিগের শান্তিকর্ত্তা, অগ্রগামী, প্রতিভূ, ইষ্টপ্রার্থক, ও অদ্বিতীয় মধ্যস্থ; তিনি আমাদিগের সান্ত্বনাকারী, ও ত্রাণের আদিকর্ত্তা; তিনি ঈশ্বর, পরমেশ্বর, সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর, মহান্ ঈশ্বর, সত্যময় ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর; তিনি সর্ব্বস্রষ্টা, ক ও ক্ষ, আদি এবং অন্ত, অনন্তকালব্যাপী রাজা, প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা, বিভবাধিকারী প্রভু, এবং জীবনের অধিপতি; তিনি আমাদের সহিত ঈশ্বর, ঈশ্বরের বাক্য, ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র, ঈশ্বরের গৃহাধ্যক্ষ, ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞান, ঈশ্বরের সৃষ্টির আদিকর্ত্তা; তিনি ঈশ্বরের মনোনীত লোক, ঈশ্বরের নিয়মের দূত, ঈশ্বরের মেষশাবক ও জ্যেষ্ঠাধিকারী; তিনি শেষ আদম ও দ্বিতীয় মনুষ্য, এবং মনুষ্যের পুত্র; তিনি দায়ূদ, দায়ূদের পুত্র, ও যীশয়ের মূল; তিনি ঊর্দ্ধ স্থানের দিবাকর, ও ধর্ম্মসূর্য্য; তিনি যিহূদাবংশীয় সিংহ, ভিত্তিমূল, উনুই, আশ্চর্য্য, মন্ত্রী, শান্তিরাজ, জীবৎ ও কোণের প্রস্তর, প্রকৃত দীপ, অধিপতি, বর; তিনি যিহূদীয়দের রাজা, ইস্রায়েলের রাজা, ইস্রায়েলের সান্ত্বনা, ও সর্ব্বজাতীয়েরই অভিলষিত পাত্র; তিনি কর্পূর বৃক্ষের গুচ্ছ ও পুষ্পগুচ্ছ; তিনি শারোণের গোলাপ, নিম্নভূমির শোশন্ পুষ্প, ও দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য; তিনি শীলো, তারা ও রাজদণ্ড, এবং অনেক দিনের এক বৃদ্ধ; তিনি সত্যময়, এবং সত্য ও বিশ্বাস্য সাক্ষী; তিনি জীবনদায়ক খাদ্য, অমৃতজল, দ্বার, উত্তম মেষপালক, প্রকৃত দ্রাক্ষালতা, উত্থিতি ও জীবন, এবং স্বর্গের সোপান। যে পুরুষের সহিত যাকুব পিনূয়েলে মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন, (আ

৩২ ; ২৪-৩০) তিনি খ্রীষ্ট ; যে দূতের সহিত মানোহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, (বি ১৩; ১৫-২৩) ও যিনি বলিলেন, "আমার নাম আশ্চর্য্য", তিনিও খ্রীষ্ট।

২। খ্রীষ্টের নাম ও উপাধি হইতে উপকার লাভ।

"ঈশ্বর, সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর, মহান্ ঈশ্বর" ইত্যাদি। ধর্ম্মপুস্তকে নানা স্থলে স্পষ্ট-রূপে খ্রীষ্টকে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর বলা হইয়াছে ; ঈশ্বরের নাম, ঈশ্বরের গুণ, ঈশ্বরের কর্ম্ম তাঁহাতে আরোপিত হই-য়াছে ; ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের যে সমস্ত সম্বন্ধ, তাহাও তাঁহাতে আরোপ করা গিয়াছে। ইহাতে কি বিশ্বাসীর নিকটে খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ হইতেছে না? একত্ববাদীরা যে নিতান্ত ভ্রান্ত, তাঁহা-দের মত যে কোন মতেই বিশ্বাসের যোগ্য নহে, ইহাতে কি তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে না? "আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং সেই বাক্য ঈশ্বর। ঐ বাক্য মনুষ্যাবতার হইয়া আমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়াছেন"। এই পদে নরা-বতার খ্রীষ্ট যে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যে অনাদি, ঈশ্বরের সহিত অনাদি ছিলেন, তাহা কি সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দিতেছে না? যাঁহারা ধর্ম্মপুস্তককে ঈশ্বরের নিঃশ্বসিত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, অথচ খ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলেন না, তাঁহারা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, সে বিষয়ে কি কোন সংশয় হইতে পারে? ত্রিত্ববাদী ভ্রাতৃগণ, উল্লাস কর, তোমাদের খ্রীষ্ট প্রকৃত ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর! আবার সহজজ্ঞান-সর্ব্বস্ব আধুনিক ব্রাহ্ম অধ্যাপকগণ বলেন, পৃথিবীতে যত মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করি-য়াছেন, খ্রীষ্টের ন্যায় কেহই জ্ঞানী, পরোপকারী, ও ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন না। স্বীকার না করিলেই নয় বলিয়া এই কথাটী তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন ; কেননা খ্রীষ্টের চরিত্র কল্পনা-প্রসূত হইতে পারে না, এমন চরিত্র কে কল্পনা করিবে, কে কল্পনা করিতে পারে? ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্টকে মনুষ্য বলেন, মনুষ্যের আদর্শ বলেন, ঈশ্বরপরিচিত, কেহ২ ঈশ্বরপ্রেরিত মনুষ্য বলেন। কিন্তু খ্রীষ্টকে মনুষ্য বলিতে গেলে, তাঁহাকে কখনই মনুষ্যের আদর্শ বলা যায় না, তাঁহাকে ঈশ্বর-বিদ্বেষী, ঈশ্বর-নিন্দক বলিতে হইবেই হইবে। তিনি কতস্থলে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়া-ছেন ; "আমি এবং পিতা উভয়ই এক" এই রূপ ভাব তিনি কত স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু খ্রীষ্টকে ঈশ্বর-বিদ্বেষী, ঈশ্বর-নিন্দক বলিতে কাহারো সাহস হয় না ; তবে তিনি নিতান্তই ঈশ্বর, স্বয়ং স্বয়ম্ভু ঈশ্বর।

"সর্ব্বজাতীয়ের অভিলষিত পাত্র"। হাঁ সকল জাতিরই খ্রীষ্টেতে আবশ্যক। কেবল সকল জাতির কেন? সকল ব্যক্তি-রও,—বালক কি বৃদ্ধ, দরিদ্র কি ধনী, মূর্খ কি জ্ঞানী, উচ্চপদান্বিত কি সামান্য অবস্থাপন্ন। যিনি পরিত্রাণ চান, তাঁহা-রই পরিত্রাতার আবশ্যক ; পরিত্রাতা ভিন্ন পরিত্রাণ নাই। "অন্য" কাহারো নিকট পরিত্রাণ নাই ; কারণ আকাশ-মণ্ডলের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত আর কোন নাম নাই, যাহাদ্বারা আমদিগকে

পরিত্রাণ পাইতে হয়”, ইহা শাস্ত্রের লিখন। খ্রীষ্ট আপনিও বলিয়াছেন, “আমিই পথ ও সত্যতা ও জীবন; আমা-দিয়া না গেলে কেহ পিতার নিকটে উপস্থিত হয় না”। তবে কেবল সকল জাতির নয়, সকল ব্যক্তিরও খ্রীষ্টেতে আবশ্যক। স্বাস্থ্য নাই, ধন নাই, মান নাই, সুখ নাই, বন্ধু নাই, বিদ্যা নাই, তথাচ স্বর্গে যাইতে পার; কিন্তু খ্রীষ্টহীন অবস্থায় কখনই স্বর্গে যাইতে পার না। তিনি সকল জাতিরই অভিলষিত পাত্র, তবে কি আমাদের আত্মার অভিলষিত পাত্র নন? যদি এই প্রাণের বন্ধুকে না ভাল বাসি, কাহাকে আর ভাল বাসিব? যদি এই সর্ব্বজাতির অভিলষিত পাত্রকে না চাই, আর কাহাকে চাহিব? যদি এই শান্তিরাজকে বহুমূল্য জ্ঞান না করি, আর কাহাকে বহুমূল্য জ্ঞান করিব? তিনি ঈশ্বরের পুত্র, মহিমান্বিত ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি, দিব্য দূতগণ তাঁহার সেবক। তিনি বিভবের বিভব, মুকুটের মুকুট, স্বর্গের স্বর্গ; তিনি অন্ধকারে আলোক, দুঃখে আনন্দ, দারিদ্র্যে ধন, মৃত্যুতে জীবন। তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোহর! তিনিই আমাদিগের সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিতে, বিপদে আমাদিগকে রক্ষা করিতে, আমাদিগের আত্মার পরিত্রাণ করিতে, এবং আমাদিগকে সর্ব্বসুখাস্পদ স্বর্গে লইয়া যাইতে পারেন। অতএব তাঁহাতেই আমরা যেন আমাদিগের জীবনোৎসর্গ করি।

“ইম্মানূয়েল, আমাদের সহিত ঈশ্বর”। ঈশ্বর মনুষ্য হইলেন, মনুষ্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার দয়া উথলিয়া পড়িল, তিনি স্বর্গের বিভব, স্বর্গের ঐশ্বর্য্য, স্বর্গের গৌরব ত্যাগ করিলেন, আমাদিগের অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস হইলেন। কি অপরিসীম দয়া! কি অতুল প্রেম! কি নরদুর্লভ নম্রতা! আইস ইহা হইতে আমরা সকলে নম্রতা, ও পরোপকার ব্রত পালন করিতে শিক্ষা করি।

“পারমার্থিক শৈল”। খ্রীষ্ট আমাদিগের পারমার্থিক শৈল। প্রার্থনা-হস্তে তাঁহার গাত্রে আঘাত কর, করুণা-প্রবাহ নির্গত হইবে, আত্মার তৃষ্ণা নিবারিত হইবে।

“উত্তম মেষপালক”। আমরা সকলে মেষসদৃশ সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু আমাদিগের কিছুরই অভাব হইবে না, ঈশ্বর আমাদিগের পালক। যে গর্জ্জনকারী সিংহ আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদিগের পালক তাহা হইতেও বলবান। নির্ভয়চিত্তে বিচরণ কর, কিন্তু যূথভ্রষ্ট হইও না, পালককে ছাড়িয়া চলিয়া যাইও না, তাহা হইলেই সিংহগ্রাসে পতিত হইবে।

“প্রকৃত দ্রাক্ষালতা”। ঐ যে একটী বিশুষ্কপ্রায় ক্ষুদ্র শাখা দেখিতেছ— দেখিতেছ, উহার পত্রগুলি ম্রিয়মাণ; দেখিতেছ, উহার আর সে পূর্ব্বের কান্তি নাই; দেখিতেছ, মধ্যাহ্ন দিবাকরের দুর্ব্বিষহ করপ্রহারে উহা দগ্ধকলেবর হইয়াছে। উহার এ অবস্থা কেন? বৃক্ষচ্যুত হইয়াছে, বৃক্ষের সহিত আর সংলগ্ন নাই, এখন ধরা-দেহ হইতে প্রাণ-প্রবাহ আকর্ষণ করিতে অশক্ত। অতএব বৃক্ষচ্যুত হইও না, খ্রীষ্টেতে সংলগ্ন থাক,

ফল পুষ্পে বিভূষিত হইবে। বৃক্ষচ্যুত হও, বিশুষ্ক হইবে, কিছু দিন পরে নরক-বহ্নির ভক্ষ্য হইবে।

"সুনাম বহুমূল্য সুগন্ধি তৈল অপেক্ষা উত্তম", কিন্তু যীশুর নাম সকল নামাপেক্ষা অধিক সৌগন্ধবিশিষ্ট। তুমি কি অভিজ্ঞতা দ্বারা এই নামের মধুরত্ব বুঝিতে পার নাই? হৃদয়কন্দর ভাবনায় পূর্ণ, আশাশূন্য, চারি দিক অন্ধকার দেখিতেছ, কোনই পার্থিব পদার্থ হইতে আশারশ্মি বিকীর্ণ হইয়া এই ঘোরান্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে না, বোধ হইতেছে সকলেই ছাড়িয়া গিয়াছে, কেহই তোমার আত্মার মঙ্গল চেষ্টা করিতেছে না; এমন সময়ে, এই মধুর নামের অতুল শক্তি তুমি কি কখন অনুভব কর নাই? আহা! এই দ্ব্যক্ষর নামমধ্যে দিব্য দূতের পক্ষসঞ্চালন শব্দাপেক্ষা চিত্তুতুষ্টিকর, মনমুগ্ধকর শব্দ, দিব্যদূতের বীণা-রবাপেক্ষা সুমধুর রব রহিয়াছে। শোক-সন্তপ্ত চিত্ত সান্ত্বনা করিতে, ভগ্ন অন্তঃকরণ সুস্থ করিতে, হতাশ হৃদয়ে শান্তি ও সুখ উদয় করিতে, শুদ্ধ এই নামেরই শক্তি আছে। কেবল তাহাই নয়। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনীভূত, সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্রোহী, সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বর-বিদ্বেষী অন্তঃকরণকে ইহা মার্জ্জনা ও ঈশ্বরানুগ্রহ দান করিতে পারে। তাঁহার নাম যীশু, কেননা তিনি আপন লোকদিগকে তাঁহাদিগের পাপের অধমত্ব,শক্তি, আধিপত্য, ও ফল হইতে মুক্তি দিতে আইলেন। তবে কি সেই নাম তোমার মধুর বোধ হয় না? তবে কি সেই নাম শুনিয়া তোমার হৃদয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হয় না? আমরা মনের সহিত যাঁহাকে ভাল বাসি, তাঁহার নাম শুনিবামাত্র আনন্দিত হই। সহস্র২ শব্দ হইতেছে, সহস্র২ নাম উচ্চারিত হইতেছে, তথাপি সেই নামটী মাত্র শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল, হৃদয়ও নৃত্য করিয়া উঠিল, মনোমধ্যে কতই ভাবের, কতই আহ্লাদের উদয় হইতে লাগিল! প্রাণের বন্ধু যীশুর নাম শুনিয়াও ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তানদিগের মনে এইরূপ ভাবের উদয় হয়। ঈশ্বর তাঁহাদিগের আত্মার মঙ্গলের নিমিত্ত যে মহৎ কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত মার্জ্জনা ও শান্তির প্রতিজ্ঞা দিয়াছেন, এই নামধরের সহিত মধ্যে২ হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করত আলাপ করিয়া তাঁহাদিগের চিত্ত যে সমস্ত অনির্ব্বচনীয় সুখ ভোগ করিয়াছে, ত্রাণকর্ত্তার সন্নিকটে, ত্রাণকর্ত্তার প্রেমসহবাসে, যে অনন্তকালব্যাপী সুখবাস তাঁহারা আশা করিতেছেন, সেই সমস্তই এই নাম শুনিবামাত্র তাঁহাদিগের হৃদয়ে উদয় হয়। তাঁহাদিগের দুঃখের বিনোদন হয়, তাঁহাদিগের ক্ষত সুস্থ হয়, তাঁহাদিগের ভয় বিদূরিত হয়। তাঁহারা এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন; আহ্লাদে তাঁহাদিগের শরীর লোমাঞ্চিত হয়। এই নামধরই আমাদিগকে আমাদিগের পাপ হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন, ইনিই আমাদিগের আত্মার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বন্ধু, ইনিই বহুমূল্য লোভনীয় মুক্তা, যাঁহারা এমন কথা বলিতে পারেন, তাঁহারা কেমন সুখী, তাঁহারা কেমন ধন্য!!

১

অমূল্য যীশুর নাম, অমূল্য রতন,
বিশ্বাসীর কর্ণে আহা মধুর কেমন !
হৃদয়ের ক্ষত যত শুকাইয়া যায়,
অন্তরের দুঃখ সব অন্তরে পলায়।

২

ভাবনা-আকুল হলে হৃদয়-কন্দর,
সান্ত্বনা প্রদানে ভক্তে এ নাম সুন্দর ;
ক্ষুধিত আত্মার সুধা, তৃষিতের জল,
শ্রান্তজন শান্তি ইহা, দুর্ব্বলের বল।

৩

হে যীশু, পালক মম, পতি, বন্ধু, প্রাণ,
মম ভাবীবক্তা, রাজা, যাজক-প্রধান,
মম প্রভু মম পথ, মম শেষগতি,
লহ ভক্তি উপহার, ওহে আত্মাপতি !

৪

পাপপূর্ণ বটে আমি,—তোমারি কারণ
ঈশ্বর প্রার্থনা মম করেন শ্রবণ ;
মিছে দোষে শয়তান, নাহি আর ভয়,
ঈশ্বর তনয়, আমি ঈশ্বর তনয়।

৫

রহ প্রভু সন্নিধান, হয়ো না অন্তর,
তোমার বিরহে বড় ব্যথিত অন্তর ;
তুমি মম প্রাণ বন্ধু, হৃদয়ের ধন,
নিশিযোগে শশি মম, দিবসে তপন।

শ্রীনিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সরলা।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার নাম হরনাথ ঘোষ। আমি বাঙ্গালি বটে, কিন্তু আমার জন্ম বঙ্গদেশে হয় নাই। আমার পিতার নাম গোপীনাথ ঘোষ। তিনি মণিপুরের রাজার দেওয়ান ছিলেন। সেই খানেই আমার জন্ম হয়। মণিপুর দেশ কাছাড় জিলার পূর্ব্বাংশে স্থিত। মণিপুর একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। তথায় এক রাজা আছেন। সেখানে এক দল সৈন্য থাকে। এক জন সাহেব তাহাদের কর্ত্তা। তথায় আর ইংরাজ নাই। সেই দেশীয় লোকদিগকে মণিপুরী বলে। তাহারা অত্যন্ত সুশ্রী ও অনেক বিষয়ে সভ্য। তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। বিধবা বিবাহ হয়। ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ের কন্যা, ও ক্ষত্রিয়ে ব্রাহ্মণের কন্যা, বিবাহ করে।

আমার জন্মের মাস কতক পরে আমার মাতার মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যু হইলে এক জন মণিপুরীয় স্ত্রীলোক আমাকে প্রতিপালন করে। আমার যখন ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম, তখনও আমি তাহাকে "মা" বলিয়া সম্বোধন করিতাম। বাবা তাহাকে হরিদাসী বলিয়া ডাকি-

তেন, সুতরাং জানিতাম, তাহার নাম হরিদাসী। কিন্তু তাহাকে হরিদাসী বলিয়া ডাকিতে আমি একটু কুণ্ঠিত হইতাম। মাতার মৃত্যুর পর বাবা আর বিবাহ করেন নাই। তাহাতে জানিতাম, বাবা মাকে বড় ভাল বাসিতেন।

মণিপুরে স্কুল নাই, পাঠশালা নাই। বাবাই আমাকে বাঙ্গলা ও ইংরাজী শিখাইতেন। বাবা বড় অধিক ইংরাজী জানিতেন না; যাহা জানিতেন, তাহা শিখিতে আমার অধিক কাল লাগিল না। তৎকালে মণিপুরে কর্ণেল হামিল্টন ছিলেন। তাঁহার মেম আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। এখন বুঝিতে পারি, সেই জন্য তিনি ছেলে ভাল বাসিতেন। বাবা আমাকে সেই মেমের কাছে পড়িতে দিলেন। আমি মেমের কাছে ইংরাজী শিখিতে লাগিলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম আট বৎসর।

আমাদের এক ঘর প্রতিবাসী ছিল। প্রতিবাসীর নাম মহাদেব পাঁড়ে। মহাদেব পাঁড়ে পল্টনের সুবাদার। ইনি এক জন পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ, দিল্লীর নিকটে নিবাস। ইনি মণিপুরে আসিয়া এক মণিপুরী ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ব্ভে ইহাঁর এক বালিকা জন্মে। বালিকার নাম সরলা। আমি যে সময়ে মেমের নিকট ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করি, তখন সরলার বয়ঃক্রম ছয় বৎসর। আর তখন সরলার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। যে স্ত্রীলোকটী সরলাকে প্রতিপালন করিত, সরলা তাহাকে পিসি বলিয়া ডাকিত। আমিও তাহাকে পিসি বলিতাম। সরলার পিতার সঙ্গে আমার পিতার বড় সখ্য ছিল। তাঁহারা দুই জনে বসিয়া পাশা খেলিতেন। আমরা কাছে বসিয়া থাকিতাম। বাবা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি সরলার পিতাকে জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিও। আমি, সুতরাং, মহাদেব পাঁড়েকে জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিতাম। মহাদেব পাঁড়ে সংস্কৃত ভাষায় এক জন পণ্ডিত। তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার সরলা সংস্কৃত শিখিয়া লীলাবতীর ন্যায় বিদ্যাবতী হয়। এই জন্য তিনি নিজে তাহাকে সংস্কৃত শিখাইতে আরম্ভ করেন। আর ইংরাজী ও সূচি কর্ম্ম শিখিবার জন্য মেমের কাছে পাঠাইয়া দিতেন। আমরা দুই জনে মেমের কাছে পড়িতাম। আরো কয়েকটী মণিপুরী বালিকা মেমের কাছে পড়িত, কয়েকটী সিপাহীর মেয়েও পড়িত, কিন্তু তাহাদের কেহই সরলার ন্যায় সুন্দরী ছিল না। সরলা এমন সুন্দরী ছিল যে, মেম এক দিন তাহাকে ইংরেজ বালিকার পোষাক পরাইয়া দেন। তাহা দেখিয়া কর্ণেল সাহেব বলেন যে, ইংরাজ বালিকাতে ও সরলাতে বড় প্রভেদ নাই। ফলতঃ সরলা বড় সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী ছিল। আর আমিও বড় কুশ্রী ছিলাম না। আপনার রূপের ব্যাখ্যা আপনি করিলে পাঠকেরা হাসিবেন, তজ্জন্য তাহা করিব না। সংক্ষেপে বলি, আমি কুশ্রী ছিলাম না।

আমরা দুই প্রহরের সময়ে প্রতি দিন মেমের কুঠীতে পড়িতে যাইতাম। যাইবার সময় আমি সরলাকে তাহাদের বাটী হইতে ডাকিয়া লইয়া যাইতাম।

গ্রীষ্ম কালে সরলা আর আমি এক ছাতি মাথায় দিয়া যাইতাম। সরলার খোঁপায় যে গোলাপ ফুল থাকিত, আমি তাহার সুবাস গ্রহণ করিতেং যাইতাম। আর সরলার কানে সোনার দুল কেমন করিয়া দুলিত, তাহা দেখিতেং যাইতাম। সরলার খোঁপা হইতে একটী কুসুম কখন পড়িয়া গেলে, আমি তুলিয়া পরাইয়া দিতাম। পড়া হইয়া গেলে চারিটার পরে, আবার তেমনি করিয়া আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম।

এই রূপে আমরা বাল্যকালে লেখা পড়া শিখিতাম। আমাদের বাগানে নানা জাতি ফুল ফুটিত। প্রতি দিন প্রাতে সরলা ডালা হাতে করিয়া ফুল তুলিতে আসিত, আমিও তাহার সঙ্গেং ফুল তুলিতাম। বাবা শিবপূজা করিতেন, আমি তাঁহার জন্য ফুল তুলিতাম। সরলা তাহার পিতার জন্য তুলিত। আর নিজের জন্যও তুলিত। মণিপুরী বালিকারা বড় ফুল ভাল বাসে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই রূপে আট বৎসর গত হইল। আমি বড় হইলাম, সরলাও বড় হইল। আমার বয়ঃক্রম এখন ষোড়শ বৎসর, সরলার চতুর্দ্দশ বৎসর। এখন আমরা এক প্রকার লেখা পড়া শিখিয়াছি। আমরা এখন ইংরাজীতে পত্রাদি লিখিতে পারি, কথা বার্ত্তাও কহিতে পারি। আর সহজং ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া বুঝিতে পারি। এখন আমরা আর এক ছাতার তলে যাওয়া আসা করি না। এখন আর আমরা বকুল তলায় বসিয়া খেলা করি না। এখন আর আমরা এক সঙ্গে গান করি না। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তোমরা কি এতই বিদ্বান হইয়াছ যে, এ সকল করিতে আর ইচ্ছা হয় না? ইচ্ছা হয়, আর তাহা করিলে, বোধ হয়, একটু সুখও হয়, কিন্তু তাহা করিতে কুণ্ঠিত হই। ভাবি, লোকে দেখিয়া কি বলিবে? এখন আর সরলা আমার সঙ্গে তেমন নিঃশঙ্ক ভাবে কথা কহে না। যদি কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয়, মুখ পৃথিবী পানে রাখিয়া অতি মৃদু ভাবে কহে, আর কহিয়াই সরিয়া যায়। পূর্ব্বের মতন নিকটে আসিয়া কথা কহে না। পূর্ব্বের মতন হাসিয়াং কথা কহে না। পূর্ব্বের মতন হাত ধরিয়া আপনাদের বাটীতে লইয়া যায় না। পূর্ব্বের মতন আদর করিয়া আপনার খাদ্য সামগ্রীর অংশ দেয় না। এ যেন সে সরলা নয়; এ যেন আর কেহ। আমিও সরলার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতে সঙ্কুচিত হইতাম। অথচ সরলার সঙ্গে কথা কহিতে, সরলার গান শুনিতে, বড় ইচ্ছা হইত। এখন পড়িবার সময় সরলা মেমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসে, আমি বাম পার্শ্বে বসি। আমি একটু দূরে বসি। কিন্তু যখন শিশু ছিলাম, তখন সরলা আর আমি পাশাপাশি বসিতাম। যত বয়ঃক্রম অধিক হইল, ততই দূরে বসিতে লাগিলাম। অবশেষে পাশাপাশি হইয়া বসাও বন্ধ হইল। সরলা যখন পড়িত, আমার কান তখন এক মনে তাহাই

শুনিত। বার২ সরলার দিকে তাকাইতাম না, পাছে মেম কিছু মনে ভাবেন। আর আমি যখন পড়িতাম, সরলা তখন শিল্প কার্য্য করিত; আমি নয়নপ্রান্তে দেখিয়াছি, সরলাও তখন আমার মুখপ্রতি চাহিয়া আছে।

যখন মেমের সাক্ষাতে থাকিতাম, তখন সরলা আমার সহিত অপেক্ষাকৃত নিঃশঙ্ক ভাবে কথা কহিত; কিন্তু একাকিনী তাহা করিত না। আমাকে পথে যাইতে দেখিলে, সরলা এক দৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিত, কিন্তু চক্ষে২ পড়িলে, অমনি নয়ন পৃথিবীপানে প্রয়োগ করিত।

অনেক সময়ে আপনার প্রয়োজনানুসারে সরলাকে আমার সহিত কথা বলিতে হইত। সরলা বাঙ্গালা শিখিয়াছিল, আমিই তাহার শিক্ষক। এখন আর শিক্ষকের প্রয়োজন নাই; কিন্তু সে দেশে বাঙ্গালা পুস্তক আমার নিকট ভিন্ন পাওয়া যাইত না। সুতরাং সরলাকে আমার সঙ্গে অনেক সময়ে কথা কহিতে হইত।

লোকের দৃষ্টিতে আমরা এখন যুবক যুবতী হইয়াছি। কিন্তু আমাদের শিক্ষয়িত্রী, যিনি আমাদিগকে আপনার সন্তানবৎ স্নেহ করেন, তাঁহার দৃষ্টিতে ও মণিপুর দেশের রীত্যনুসারে আমরা এখনও বালক বালিকা। সরলা বকুলতলায়—যে বকুলতলায় বসিয়া আমরা বাল্য ক্রীড়া করিতাম,—সেই বকুলতলায় বসিয়া গান করিত। কিন্তু আমাকে আসিতে দেখিলে নীরব হইত। সরলা প্রাতে আমাদের বাগানে পুষ্প চয়ন করিতে আসিত, কিন্তু আমি গেলে চলিয়া যাইত।

সরলার সঙ্গে আমার এখন এই রূপ ভাব হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এক দিন প্রদোষে মহাদেব পাঁড়ে আমাদের বাটীতে আসিয়া আমার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, কলিকাতা হইতে হুকুম আসিয়াছে, আমাদিগকে সপ্তাহের মধ্যে ঢাকায় রওনা হইতে হইবে। আর এক দল সিপাহী এখানে আসিতেছে। আর এক নূতন সাহেব আসিতেছেন, তাঁহার নাম কাপ্তান হারিসন। শনিবার দিন সেই পল্টন এখানে পঁহুছিবে, আমরা সোমবার প্রাতে রওনা হইব।

পর দিন আমাদের মেমও তাহাই বলিলেন। তিনি আরো বলিলেন, তোমাদের আর পড়িতে আসিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা পরশ্ব দুই প্রহরের সময় আমার নিকট আসিও, সাহেব তোমাদের ছবি তুলিবেন।

পরশ্ব দিন যথা সময়ে আমরা মেমের নিকট গেলাম। মেম আমাদের দুই জনকে একটী কামিনী গাছের তলায় দাঁড় করাইলেন। আমি এক খানি পুস্তক হাতে করিয়া দাঁড়াইলাম। সরলা যে ভাবে দাঁড়াইল, তাহা অতি চমৎকার; সরলার পরিচ্ছদও চমৎকার। সরলা এক খানি বিচিত্র মণিপুরী কাপড় পরিয়াছে। তাহার উপরে ওড়না। ওড়না শিরোদেশ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত পড়িয়াছে।

খোঁপায় কয়েকটী গোলাপ কুসুম। কর্ণে সুবর্ণ দুল। হস্তে সুবর্ণ বলয়। সরলা একটী গোলাপের গুচ্ছ হাতে করিয়া ঈষৎ বক্রভাবে, গ্রীবাদেশ ঈষৎ বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ভাবে আমাদের প্রতিকৃতি গ্রহণ করা হইল। আবার সেই প্রতিকৃতির একং খণ্ড মেম পর দিন আমাদিগকে দান করিয়া কহিলেন, ইহা যতনে রাখিও।

যাইবার পূর্ব্ব দিন মেম আমার পিতাকে ডাকাইয়া আমাকে ঢাকায় কোন স্কুলে পাঠাইয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। আমার পিতা ইতিপূর্ব্বেই আমাকে ঢাকায় পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সোমবারে পল্টন গেল। সাহেব গেলেন, মেম গেলেন, সরলাও গেল। যাইবার পূর্ব্ব দিন বৈকালে সরলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সরলা, রাজবাটীতে যে গোবিন্দজী নামে দেবতা স্থাপিত আছে, সেই দেবতা দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিল, গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দেখিলাম, আজি সরলার বদন একটু মলিন। আমি বলিলাম, "সরলে, আমার যে বাঙ্গালা বই গুলি তোমার কাছে আছে, তা আর ফিরে দিতে হবে না। সেই গুলি দেখে তুমি আমায় মনে করিও।" সরলা বলিল, "ইহাতে আমি অনুগৃহীত হইলাম—কিন্তু মনে করিবার আর এক জিনিস আছে—সেই ফটগ্রাফ্।"

আর কোন কথা হইল না। সরলা আবার মস্তক নত করিয়া মৃদু মৃদু পাদক্ষেপে চলিয়া গেল। এখন আমার মন বড় ব্যাকুল হইল। আমি যখন দুই প্রহরের সময় একাকী গৃহে পুস্তক খুলিয়া বসিতাম, তখন যেন কোন বস্তুর অভাব অনুভূত হইত। বোধ হইত, যেন কিছু হারাইয়াছি। বোধ হইত, যেন আমার মনস্তুষ্টির জন্য আর কিছু চাই। পড়া শুনা ভাল লাগিত না। পুস্তক সম্মুখে করিয়া কেবল ভাবিতাম। কি ভাবিতাম, তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু সদাই অন্য মনস্ক থাকিতাম। কখনং নূতন পল্টন দেখিতে যাইতাম। যে বাটীতে মহাদেব পাঁড়ে থাকিতেন, সে বাটীতে এখন নূতন সুবাদার থাকে। তাহার নাম খান সিংহ। সে বাটীতে যাইতাম। যে বকুলতলায় সরলা বসিয়া গান করিত, সে বকুলতলায় যাইতাম। নির্ঝরের যে ঘাটে, যে প্রস্তর খণ্ডের উপরে বসিয়া সরলা স্নান করিত, আমি সেই ঘাটে স্নান করিতাম—যে কামিনীতলায় দাঁড় করাইয়া মেম আমাদের ছবি তুলিয়াছিলেন, সেই কামিনীতলায় যাইয়া দাঁড়াইতাম। সরলাকে যেং পুস্তক পড়িতে দিয়াছিলাম, তাহা পড়িতাম—বড়ং গোলাপ ফুল তুলিতাম—আবার অন্য নানাবিধ ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতাম। ফটগ্রাফ খান সর্ব্বদা খুলিয়া দেখিতাম। দেখিলে আনন্দ হইত; বারং দেখিতাম। কেন যে এ সকল করিতাম, তাহা তখন বুঝিতাম না, এখন বুঝি। এইরূপে বড় অসুখে কাল কাটাইতাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূজার পরে আমি ঢাকায় প্রেরিত হইলাম। কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। মন দিয়া পড়া শুনা করিতে লাগিলাম। ঢাকায় অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, মণিপুরে যে পল্টন ছিল, তাহা এক্ষণে ঢাকায় আছে। এক দিন দুই প্রহরের সময় দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া মহাদেব পাঁড়ের গৃহে গেলাম। তখন তিনি গৃহে ছিলেন না। সরলা গৃহে ছিল। তাহার পিসিও গৃহে ছিল। আমাকে তাহার পিসি গৃহ মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল। দেখিলাম, সরলা এক চারপাই-য়ের উপরে বসিয়া কার্পেট বুনিতেছে। —সরলা অত্যন্ত কৃশ হইয়াছে। জিজ্ঞাসিলাম, "সরলে, তুমি এত কৃশ হইয়াছ কেন? কোন অসুখ হইয়াছে কি?" সরলা কহিল, "কোন পীড়া হয় নাই। কিন্তু মণিপুর থেকে এসে অবধি মনে যেন কিছুই ভাল লাগে না।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম, "আমাদের মেম কোথায় থাকেন?"

সরলা আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা একটী দ্বিতল বাটী দেখাইয়া বলিল, "ঐ বাটীতে থাকেন। আমি এখন প্রত্যহ প্রাতঃকালে পড়িতে যাই।"

এই কথার পর প্রায় আরো দশ মিনিট আমাদের কথোপকথন হইল। আমার ঢাকায় আসিবার বিবরণ বলিলাম। শুনিয়া সরলা সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু বলিল, "আমাদের এখানে অধিক দিন থাকা হবে না। বাবা বলিয়াছেন, আমাদের হয় ত জলপিগুরিতে যাওয়া হইবে।"

এমন সময়ে মহাদেব পাড়ে গৃহে আসিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বড় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। আমাকে জল খাবার আনাইয়া দিলেন। অনন্তর আমি মেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বাসায় আসিলাম।

এই রূপে বার কতক আমি মহাদেব পাঁড়ের বাসাতে যাতায়াত করিলাম। যে দিন যাইতাম, সেই দিন সরলার সঙ্গে দেখা হইত, আলাপ হইত। কিন্তু শেষে এক দিন পিসি বলিল, "কর্ত্তা তোমাকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন। সরলার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।"

ফলতঃ সরলার সঙ্গে সে দিন আমার সাক্ষাৎ হইল না। সরলাকে গৃহাভ্যন্তরে দেখিলাম। কিন্তু সেও আমার সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ করিল না।

তাহার পরে আর এক দিন দুর্গ মধ্যে গিয়াছিলাম। মহাদেব পাঁড়ে যে বাড়ীতে থাকিতেন, সে বাটীতে গিয়াছিলাম; কিন্তু শুনিলাম, তিনি জলপিগুরিতে গিয়াছেন। শুনিয়া বিষণ্ণ বদনে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। আবার বিষণ্ণভাব ধারণ করিলাম। আবার অন্যমনস্ক হইলাম। আবার নদীর তীরে, গির্জার মাঠে, বাগানে, বৃক্ষতলে বেড়াইতে, বসিতে ও বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ইহার পরেও দুর্গ মধ্যে কয়েক বার গিয়াছিলাম। জলপিগুরি কতদূর, কি প্রকারে যাওয়া যায়। এই সকল অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

মাস কতক পরে আমাদের স্কুল বন্ধ হইল। স্থির করিলাম, জলপিগুরি যত

দূরই হউক, আমি সেখানে যাইব। এই স্থির করিয়া যাত্রা করিলাম। কয়েক দিন পরে জলপিগুরিতে পঁহুছিলাম। অনুসন্ধান করিয়া মহাদেব পাঁড়ের বাটীতে গেলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মহাদেব পাঁড়ে আমাকে দেখিয়া বড় একটা সমাদর করিলেন না। সামান্য ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,"তুমি কোথায় যাইতেছে?"

আমি বলিলাম, "স্কুল বন্ধ হওয়াতে এই খানে বেড়াইতে আসিয়াছি।"

"অদ্য কোথায় থাকিবে?"

"তাহাই ভাবিতেছি।"

"তবে এই খানে থাক।"

আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। রাত্রি প্রহরেক হইল, তথাপি আমি একবারও সরলাকে দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে তাহার স্বর শুনিতে পাইলাম। বাটীতে আরো দুই জন লোক দেখিতে পাইলাম। তাহার এক জন অতি সুপুরুষ ও অল্প বয়স্ক। এক জন ভৃত্য বলিল, এই যুবকের সঙ্গে সরলার বিবাহ হইবে। শুনিয়া আমি বিষাদিত হইলাম।

ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঐ যুবকের নাম বনোয়ারী লাল। উহারও পল্টনে চাকরি হইয়াছে। এ যুবক ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই সুবাদারের বাটীতেই বাস করে। উহার ভ্রাতা আমাকে অনেক যত্ন করিল। আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিল। আমি এখানে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছি, তাহাও জিজ্ঞাসা করিল। যত্ন করিয়া ভৃত্যের দ্বারা আমার আহার সামগ্রী আনিয়া দিল। তাহার আদেশ মতে ভৃত্য এক খানি চার পাইতে আমার শয্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। আমি আহারান্তে তাহাতে শয়ন করিলাম। সে গৃহে আর কেহ ছিল না। পথ শ্রান্তি নিবন্ধন সত্বরই আমার নিদ্রা হইল। আমি অত্যন্ত গভীর নিদ্রায় মগ্ন আছি, এমন সময়ে শিরোদেশে কোমল হস্ত প্রচার অনুভব করিলাম। আমি জাগ্রত হইলাম। জাগিয়া শিরোদেশে প্রচারিত হস্ত ধরিলাম। ধরিবা মাত্র অনুভব হইল যে, এ স্ত্রীলোকের হস্ত। জিজ্ঞাসিলাম, "তুমি কে?"

"আমি সরলা।"

আমি উঠিয়া বসিলাম। আবার কহিলাম, "সরলে, তুমি এখানে কেন?"

"একটী কথা বলিতে—তোমার প্রাণ বাঁচাইতে"

"আমার প্রাণ বাঁচাইতে?—সে কি?"

"যদি বাঁচিতে চাও ত পলাও।"

"কেন?"

"তোমাকে মারিয়া ফেলিবার পরামর্শ হইয়াছে; তুমি পলাও। আমি যাই—বেঁচে থাকি ত দেখা হবে। তুমি পলাও।"

এই বলিয়া সরলা চলিয়া গেল। আমি মুহূর্ত্ত কাল হত বুদ্ধি হইয়া রহিলাম। পরে সরলার কথা মতে গৃহহইতে নীরবে বাহির হইলাম। গৃহের অনতিদূরে একটা বাগান ছিল। সেই বাগানাভিমুখে ঊর্দ্ধ শ্বাসে দৌড়িলাম। বাগানে একটা ভগ্ন শিব মন্দির দেখিতে পাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন রাত্রি দুই প্রহর। আমার সমস্ত

শরীর কাঁপিতে লাগিল। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতে লাগিল। আমার জীবনে এই প্রথম বিপদ। রাত্রি ভয়ানক অন্ধকার।

এই ভাবে অনেক ক্ষণ রহিলাম। প্রায় দুই ঘটিকা পরে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম। দেখিলাম, দুই জন মনুষ্য একটা শব স্কন্ধে করিয়া মন্দিরের অনতিদূরে আনিয়া রাখিল। রাখিয়া এক গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে শব নিহিত করিয়া চলিয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি আরো ভীত হইলাম। ক্রমে আমি অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলাম। প্রভাত কালে আমার চেতনা হইল। বাহির হইয়া বাজারে গেলাম। এক মুদির দোকানে অবস্থিতি করিলাম। পরে স্নান আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে রাত্রিকালের ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে মুদি আসিয়া আমার নিকট আরো বিস্ময়কর ঘটনা বিবৃত করিল। মুদি বলিল যে, গত রাত্রে মহাদেব পাঁড়ে সুবাদারের বাটীতে খুন হইয়াছে। সুবাদারের এক পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে, সেই মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য পশ্চিম দেশ হইতে এক সুন্দর বর আনা হইয়াছিল। সে বর সুবাদারের বাটীতেই থাকিত। কিন্তু মেয়েটা ইহাকে বিবাহ করিতে চাহে না। এক জন বাঙ্গালি বাবুর সঙ্গে ঢাকায় তাহার ভাল বাসা হয়, সেই বাবু কল্য রাত্রে উহাদের বাটীতে আসিয়াছিল, বরের ভাই তাহা জানিতে পায়; জানিতে পারিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার অভিলাষে সুবাদারের বাটীতে যত্ন করিয়া রাখে। বরের বিছানাতে তাহাকে শুইতে দিয়াছিল। কিন্তু সে কোন প্রকারে টের পাইয়া পলাইয়া যায়। বর অনেক রাত্রে পাহারা দিয়া আসিয়া সেই বিছানায় শুইয়াছিল, বরের ভ্রাতা ও তাহার সঙ্গী আর এক জন তাহাকে সেই বাঙ্গালি বাবু মনে করিয়া কাটিয়া ফেলে। কাটিয়া এক বাগানে নিয়া পুতিয়া রাখে। প্রাতঃকালে সব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা শুনিয়া, আমার হৃৎকম্প হইল। আমি জলপিগুরি হইতে পলায়নের পথ দেখিতে লাগিলাম। ফলতঃ আমি সেই দিনই ঢাকায় যাত্রা করিলাম। ঢাকায় আসিয়া বাবার পত্র পাইলাম। তিনি আমাকে কলিকাতায় যাইয়া মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিদ্যা শিখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার পরামর্শ শুনিয়া কাল বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্মের সূত্রপাত।

ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিবৃত্তের প্রথমাংশ কাল্পনিক উপন্যাসে জড়ীভূত। কোন্ মহাত্মা এই সুবিস্তৃত রাজ্যমধ্যে সর্ব্ব প্রথমে খ্রীষ্টের অমূল্য ধর্ম্ম বিঘোষিত করেন, কোন্ স্থানের লোক প্রথমে সেই পাপী-বন্ধু পরিত্রাতার পদাবনত হয়, তাহা জানিবার আমাদিগের কোনই উপায় নাই। আমরা এই মাত্র জ্ঞাত আছি, খ্রীষ্টাব্দের অনেক কাল পূর্ব্বাবধি বাণিজ্যোপজীবী মিস্রীয় ও ফিনিসীয় নাবিকগণ সমুদ্রপথ দিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলে আগমন করিতেন। স্বদেশ-সম্ভূত দ্রব্য সমূহে পরিতৃপ্ত হইয়া, ক্রমে২ ভোগবিলাসী মিস্রীয়গণ বাণিজ্যার্থে বিদেশ গমনে বিমুখ হইলেন; সুতরাং অনেক কালাবধি ফিনিসীয় বণিকগণ নিষ্কন্টকে এই সমুর্ব্বরা বিভবশালী রাজ্যের সহিত বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। ফিনিসিয়ার রাজধানী তায়র নগরের উত্তরোত্তর সৌভাগ্যবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যিহূদীয়েরা পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌভাগ্যসঞ্চার দেখিয়া ফিনিসীয়দের ন্যায় বাণিজ্যকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে প্রোৎসুক হইলেন, এবং দায়ূদ ও সুলেমান নৃপদ্বয়ের রাজত্ব কালে ব্যবসায়োপলক্ষে জলপথে নানা দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা সেই সময়ে যে ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়।

খ্রীষ্টজন্মের পঞ্চ শত বৎসর পূর্ব্বে পারস্যাধিপতি দেরায়স্ হিস্তাস্পেস্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু ইহাতে বিশেষ ফলোৎপত্তি হয় নাই। অন্যান্য দেশীয় পণ্ডিতগণ পূর্ব্বে এই মহাদেশের বিষয়ে যেরূপ অজ্ঞ ছিলেন, এখনও সেইরূপ রহিলেন। দেরায়সের সার্দ্ধৈক শতাব্দী পরে শূরাগ্রগণ্য শিকন্দর শাহ ভারতবর্ষে আপনার লোকবিশ্রুত যুদ্ধ যাত্রা করিয়া বিবিধ মঙ্গলের সূত্রপাত করেন। ইউরোপে আশিয়াখণ্ডস্থ দেশ সমূহের জ্ঞান-প্রচার তাঁহা হইতেই আরম্ভ হয়; তিনিই প্রথমে প্রকৃষ্টরূপে বাণিজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করেন। ফিনিসীয়দের এতাদৃশ সৌভাগ্যবৃদ্ধি যে কেবল বাণিজ্য প্রসাদাৎ, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন; বুঝিতে পারিয়াই মিসর-বিজয়ের অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপ খণ্ডের বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থে আলেক্জাণ্ড্রিয়া নামক নগর স্থাপিত করিলেন। এই নগর ক্রমে২ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল, আশিয়াখণ্ডের বাণিজ্যের সর্ব্ব প্রধান বিপণি হইল, এবং ইউরোপের নবোদিত ধর্ম্মের সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ হইল। কিন্তু পৃথিবীতে কিছুই অবিনশ্বর নহে; কালক্রমে গ্রীকদিগের প্রতাপ পরিহীয়মাণ হইল, এবং রোমকেরা সসাগরা ধরার প্রায় সর্ব্বস্থানে আপনাদিগের প্রভুত্ব সংস্থাপিত করি-

লেন। খ্রীষ্টজন্মের ত্রিংশ বৎসর পূর্ব্বে প্রবলপ্রতাপ অক্টেভিয়স্ আলেক্জাণ্ড্রিয়া হস্তগত করিয়া সমগ্র মিসর দেশ রোমকরাজ্যাধীন করিলেন।

গ্রীকদিগের ন্যায় রোমকেরাও অতিশয় বাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন। প্রথমতঃ মহাবীর শিকন্দর শাহ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত পথদ্বয় দ্বারা তাঁহারা বাণিজ্যার্থে ভারতবর্ষে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হয় পারস্যদেশের অভ্যন্তর দিয়া স্থলপথে, নয় ক্ষুদ্র২ অর্ণবযান করিয়া আরব্য উপসাগরের উত্তর প্রান্ত দিয়া জলপথে, গমনাগমন করিতেন। কিন্তু খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চাশৎ বৎসরে, হিপালস্ নামক জনৈক সাহসী মিস্রীয় জাহাজাধ্যক্ষ, এই সুদীর্ঘ জলপথ পরিত্যাগ করত, নির্ভীকচিত্তে তরঙ্গাকুল আরব্য উপসাগরের মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া, অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে মালবার উপকূলস্থিত মুসরিস্ নামক এক বন্দরে উপস্থিত হইলেন। মুসরিস্ বন্দর কোথায় ছিল, তাহা এক্ষণে স্থির করা নিতান্ত দুরূহ। সে যাহা হউক, এই সুগম পথ আবিষ্কৃত হওয়াতে বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইল। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে রোমকদিগের শতাধিক অর্ণবযান লোহিত সাগর হইতে যাত্রা করিয়া মালবার উপকূলে বা লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষের সুমূল্য রেশম, নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য, ও মণিমুক্তার বিনিময়ে রোমকেরা স্বদেশ-সুলভ স্বর্ণ রৌপ্য, ও স্বর্ণ রৌপ্য অপেক্ষা বহুমূল্য এক রত্ন দান করিতেন। তাঁহারা পরিত্রাতার জন্ম, দুঃখ, যন্ত্রণা, ও তদ্দত্ত অমূল্য ধর্ম্মের কথা ভ্রান্ত পৌত্তলিক ভারত-নিবাসীদিগের নিকট প্রচারিত করিতেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন্ মহাত্মা সর্ব্ব প্রথমে এই সুবিস্তৃত রাজ্যমধ্যে খ্রীষ্টের অমূল্য ধর্ম্ম প্রচারিত করেন, তাহা জানিবার আমাদিগের কোনই উপায় নাই। মণ্ডলীর সর্ব্ব প্রথম ইতিহাসলেখক সুবিজ্ঞ ইউসিবিয়স্ বলেন, সাধু বর্থলময় ভারতবর্ষে সুসমাচার প্রচারিত করেন। কিন্তু আপনার কথার যৌক্তিকতা স্থির করিতে তিনি কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন নাই। অতএব ভারতবর্ষে সাধু বর্থলময় কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি না।

কেহ২ বিশ্বাস করেন, খ্রীষ্টের অন্যতর শিষ্য সাধু থোমা ভারতবর্ষস্থ খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সংস্থাপক। এই কথাটি আপাততঃ আহ্লাদজনক হইলেও বিশ্বসনীয় নহে। সাধু থোমার এক অতি পুরাতন জীবন বৃত্তান্তে লিখিত আছে, একদিন ত্রাণকর্ত্তা আপনি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "গণ্ডোফোরস্ নামক ভারতবর্ষের জনৈক রাজা শিল্পবিদ্যা-নিপুণ কোন পুরুষের অন্বেষণার্থ সিরিয়া দেশে আপনার এক কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিবেন। আমি তাহার সঙ্গে তোমাকে পাঠাইয়া দিব"। থোমা উত্তর করিলেন, "আপনকার অপর যে স্থানে ইচ্ছা আমাকে পাঠাইয়া দিন, কিন্তু ভারতবর্ষে পাঠাইবেন না"। কিন্তু ত্রাণকর্ত্তা তাঁহাকে ভারতবর্ষে যাইতে পুনরায় আদেশ করাতে, তিনি স্বীকৃত হইলেন; এবং

সেই রাজকর্ম্মচারীর আগমনান্তর তাঁহারা দুই জনে এক অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া অত্র দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি থোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোমকদিগের অট্টালিকার ন্যায় তুমি আমার নিমিত্তে এক রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত করিতে পার"? থোমা প্রাসাদ নির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হওয়াতে, তদ্রাজ্য মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন, এক উপাসনা গৃহ নির্ম্মিত করিলেন, এবং কাহাকে কাহাকে বাপ্তাইজিতও করিলেন। মিগ্‌দোনিয়া নাম্নী রাজার ভগিনী থোমা-প্রচারিত ধর্ম্মে বিশ্বাস করিলেন।

এটী যে সম্পূর্ণ অলীক উপন্যাস,তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না; কিন্তু থোমার বিষয়ে এই রূপ অনেক কাল্পনিক উপন্যাস প্রচলিত আছে। কথিত আছে, আরব দেশে ও সকোট্রা দ্বীপে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত করিয়া থোমা মালবার উপকূলস্থিত ক্রাঙ্গাণোর নগরে উপস্থিত হয়েন। ক্রাঙ্গাণোরে বহুসংখ্যক খ্রীষ্টমণ্ডলী সংস্থাপিত করত, কুইলনে যাত্রা করিয়া, তথায় অনেক লোককে বাপ্তাইজিত করেন। অবশেষে করোমণ্ডল নামক অপর উপকূলে উপনীত হইয়া, মালিয়াপুর নগরে অবস্থিতি করণান্তর, তথাকার রাজা ও তাঁহার সমস্ত প্রজাকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী করেন। মালিয়াপুর হইতে তিনি চীনদেশে যাত্রা করেন; তাঁহার প্রচারে সে স্থানেও অনেকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। চীন দেশ হইতে মালিয়াপুরে প্রত্যাগমন করিলে, সেই স্থানস্থ দুই জন ব্রাহ্মণ, তাঁহার প্রতি জাতক্রোধ হইয়া, অনেক লোক সঙ্গে লইয়া, প্রস্তরাঘাতে তাঁহার প্রাণ বধ করেন।

আবার ম্যাফিয়স্ নামক এক জন পর্ত্তুগিশ ইতিহাস-লেখক সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত থোমাকৃত অনেক অলৌকিক ক্রিয়ার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে থোমা কি প্রকারে কতিপয় সুবিজ্ঞ যাজকের মনোপরিবর্ত্তন, কি প্রকারে মালিয়াপুর নগরে এক উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণ, কি প্রকারে মৃতগণের জীবনদান, ও কি প্রকারে অবশেষে ধর্ম্মের নিমিত্ত আপনার প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাহা এই ইতিহাস-লেখক সবিস্তারে বর্ণিত করিয়াছেন। সুবিখ্যাত দেশপর্য্যটক মার্কো পলো বলেন, এক দিন থোমা বনমধ্যে প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে দৈবযোগে এক ব্যাধের শরাঘাতে তাঁহার প্রাণাবশেষ হয়। অদ্যাবধি মান্দ্রাজে "সেন্ট থোমা" নামে একটী পর্ব্বত আছে। সিরীয় ও রোমীয় সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে, ঐ পর্ব্বতে সাধু থোমা নিহিত হয়েন। কিন্তু থোমাবিষয়ক উপরোক্ত সমস্ত কথা কাল্পনিক বোধ হইবার বিশিষ্ট কারণ আছে।

যিরূশালমের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য সফ্রোনিয়স্ বলেন যে, প্রেরিতদিগের ক্রিয়ায় ফিলিপ কর্ত্তৃক বাপ্তাইজিত যে নপুংশকের কথা লিখিত আছে, তিনি লঙ্কাদ্বীপে ধর্ম্ম প্রচারার্থ আইসেন, ও সেই দ্বীপস্থ লোকেরা তাঁহার প্রাণবধ করে। এটীও যে কাল্পনিক উপন্যাস, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল কি না, আমরা স্থির বলিতে পারি না। কিন্তু দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষাংশে যে ভারতভূমির দক্ষিণ উপকূলস্থ অবিশ্বাসীগণের কাছে মঙ্গল সমাচার বিঘোষিত হয়, তাহা আমরা ইতিহাস পাঠে অবগত হইতে পারি। এই মঙ্গল সমাচার যে কোন মহাত্মার মুখনিঃসৃত হউক না কেন, অকৃতজ্ঞ ভূমিতে পতিত হয় নাই। লঙ্কাদ্বীপস্থ মুক্তাধারী, এবং মালবার ও করোমণ্ডল উপকূলস্থ কৃষিজীবী লোকদিগের মধ্যে অনেকে, মিথ্যা দেব দেবীর উপাসনা পরিত্যাগ করত, খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হইতে লাগিল।

মিস্রীয় নাবিকগণের প্রমুখাৎ এই সুসংবাদ শ্রবণ করিয়া আলেক্‌জাণ্ড্রিয়াস্থ খ্রীষ্টভক্তগণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। সেই সময়ে দিমিত্রিয়স্ নামা এক ব্যক্তি আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া বিভাগের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য, এবং প্যান্টিনস্ নামক এক জন খ্রীষ্টাশ্রিত কৃতবিদ্য দার্শনিক তৎস্থলস্থ সুবিখ্যাত বুধমণ্ডলীর অধ্যক্ষ ছিলেন। সুদূরবর্ত্তী পৌত্তলিকগণ সুসমাচার শ্রবণে লালায়িত হইয়াছে, ও কাতরস্বরে এক জন খ্রীষ্টাশ্রিত উপদেশক যাচ্ঞা করিতেছে, জানিতে পারিয়া প্যান্টিনস্, আপনার মহামান্য পদ পরিত্যাগ করত, সভ্যদেশসুলভ সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ধর্ম্ম প্রচারার্থে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আগমন করিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া কি করিয়াছিলেন, এবং কিরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা বলা সুকঠিন। তাঁহার উপদেশাবলী সর্ব্বদা ধর্ম্মপুস্তক-সঙ্গত হইত কি না, সে বিষয়ে অনেকের বিশেষ সংশয় আছে। কিন্তু তাঁহার যে অচল ভক্তি, প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ, ও অসাধারণ ঔদার্য্য ছিল, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তিনি এই মহাদেশের কোন্ বিশেষ স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ও আপনার কার্য্যে কতদূর কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট রূপে জানিবার উপায় না থাকিলেও আমাদিগের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে প্রথম খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকের পরিশ্রম একবারে ব্যর্থ হয় নাই। এদেশে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া প্যান্টিনস্ আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ায় প্রতিগমন করেন।

প্যান্টিনসের পরে কোন্ মহাত্মা এ দেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করেন, তাহা বলা দুঃসাধ্য। তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উন্নতির ইতিহাস বিষয়ে আমরা প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুবিখ্যাত কনস্তান্তীন্ রোম-রাজ্যাধীশ্বর হয়েন। তাঁহার যত্নে খ্রীষ্টধর্ম্মের অনেক উন্নতিসাধন হয়; তিনিই প্রথমে ইহা রাজধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত করেন। তাঁহার আদেশক্রমে নীস্ নগরে এক মহাসভা হয়। সেই সভায় সমবেত ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে যোহানিস্ নামক এক ব্যক্তি, পারস্য রাজ্যের ও ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যরূপে আপনার পরিচয় দেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, সেই সময়ে ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টমণ্ডলী নিতান্ত শীর্ণকায় ছিল না। ইহার ত্রিশ বৎসর পরে,

ফ্রুমেন্‌সিয়স্ নামক এক জন তায়রের লোক, আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার প্রধানাচার্য্য আথেনেসিয়স কর্ত্তৃক ধর্ম্ম প্রচারার্থ এই দেশে প্রেরিত হইয়া, ছিন্ন ভিন্ন খ্রীষ্টাশ্রিতবর্গকে একত্রিত করেন। এই ব্যক্তির সবিশেষ বিবরণ এ স্থলে লেখা আবশ্যক।

মেরোপিয়স্ নামা এক জন সুবিজ্ঞ খ্রীষ্টাশ্রিত দার্শনিক, ভারতবর্ষের নানা প্রকার অদ্ভুত বিবরণ শ্রবণ করিয়া, এ দেশে আগমনার্থ নিতান্ত অভিলাষী হইলেন; এবং আপনার তরুণবয়স্ক দুই জন পরিজন সঙ্গে লইয়া এই মহাদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অভিলাষ পূর্ণ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমনোন্মুখ হইয়াছেন, এমন সময়ে কতিপয় নিষ্ঠুর দুরাচার তাঁহার, ও জাহাজস্থ নাবিকসমূহের প্রাণ হিংসা করিল; কেবল তরুণবয়স্ক পরিজনদ্বয় রক্ষা পাইল। দুরাচারেরা ফ্রুমেন্‌সিয়স্ ও ইডিসিয়স্ নামা এই যুবকদ্বয়কে আপনাদিগের রাজসদনে লইয়া গেল। রাজা, যুবকদ্বয়ের প্রতি অনুকূল হইয়া, উভয়কেই আপন কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিন পরে রাজা একটী অপ্রাপ্তব্যবহার পুত্র রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে, রাণী বিদেশীয় যুবকদ্বয়কে রাজপুত্রের অভিভাবক হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা এই প্রস্তাবে সম্মত হন; সুতরাং ফ্রুমেন্‌সিয়স্ রাজ্যের এক প্রকার অধীশ্বর হইলেন। ফ্রুমেন্‌সিয়স্ এই সমুন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হইলেন না। তিনি তত্রত্য খ্রীষ্টাশ্রিতগণের রক্ষক স্বরূপ হইলেন, এবং উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণাদি অনেক সৎকার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু সময়ক্রমে রাজপুত্র বয়োপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। ফ্রুমেন্‌সিয়স্ ও ইডিসিয়স্ স্বদেশ প্রতিগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। ইডিসিয়স্ তায়রে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু ফ্রুমেন্‌সিয়স্, আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ায় গমন পূর্ব্বক, আথেনেসিয়সের সহিত সাক্ষাৎ করত, ভারত উপকূলস্থ খ্রীষ্টাশ্রিতজনগণের জন্য এক জন সুবিজ্ঞ ধর্ম্মোপদেশক প্রেরণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। আথেনেসিয়াস্ তাঁহাকেই ভারতবর্ষে পাঠাইতে অভিলাষ প্রকাশ করাতে, তিনি পুনরায় এই দেশে আগমন করিলেন। এরূপ কিংবদন্তী, ফ্রুমেন্‌সিয়স্ ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করত, অনেককে খ্রীষ্টধর্ম্মে আনীত, ও অনেক উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণ করেন।

পঞ্চ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্মের উন্নতি বিষয়ে অতি অল্পই বিশ্বাসযোগ্য লিখিতপ্রস্তাব আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে, কস্‌মাস্ নামক এক জন আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ানিবাসী বণিক, ভারতবর্ষে আগমন করিয়া যে২ স্থান দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সমস্তের বিবরণ লেখেন। তিনি লঙ্কাদ্বীপে একটী খ্রীষ্টমণ্ডলী ও কতিপয় ধর্ম্মোপদেশককে দেখেন, মালবার উপকূলে অনেক খ্রীষ্টভক্ত দেখিতে পান, এবং কালিয়ানা নগরে পারস্য দেশ হইতে আগত এক জন প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যের সহিত তাঁহার

সাক্ষাৎ হয়। এই সময় আরব ও পারস্য দেশ অতিক্রান্ত করিয়া, উত্তরাঞ্চল দিয়াও ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইতেছিল।

কস্‌মাস্ ভারতবর্ষস্থ যে সমস্ত খ্রীষ্টাশ্রিতের বর্ণনা করেন, তাঁহারা নেষ্টোরিয়সের মতাবলম্বী, ও সিরিয়সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কতদূর পর্য্যন্ত উক্ত মতের অনুমোদন করিতেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এই দেশীয় খ্রীষ্টভক্তদল তখন নেষ্টোরীয় মতাবলম্বী পারস্য দেশস্থ পেট্রিয়ার্কের অধীন ছিলেন, সুতরাং তাঁহারাও যে নেষ্টোরিয়সের মত গ্রহণ করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি ?

নেষ্টোরিয়স্ সিরিয়া দেশান্তর্গত জারমেনেশিয়া নগরে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু আন্টিয়ক্ নগরে তাঁহার বিদ্যাভ্যাস হয়। এই স্থলে প্রথমে তিনি ধর্ম্মোপদেশক পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার ঈশ্বরভক্তি, ধর্ম্মানুরাগ, ও প্রচারপ্রণালী দৃষ্টে রোম-রাজ্যেশ্বর দ্বিতীয় থিয়োডিসিয়স্ ৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে কনস্তান্তিনোপেলের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য করিলেন। এই সময়ে খ্রীষ্টমণ্ডলী অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। কতকগুলি কুসংস্কারাপন্ন লোক মরিয়মের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা মরিয়মকে "ঈশপ্রসূ" বলিয়া সম্বোধন করিত। নেষ্টোরিয়স স্বীয় সমুন্নত পদে আরোহণ করিয়া, অযুক্তিসিদ্ধ অনুরাগে পূর্ণ হইয়া, এই কুসংস্কারাপন্ন লোকদিগের প্রতি তাড়না করিতে লাগিলেন। তিনি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে ও মনুষ্যত্বে বিশেষ প্রভেদ দেখাইয়া, মরিয়মকে যে "ঈশপ্রসূ" বলা নিতান্ত অবিধেয়, তাহা বুঝাইতে লাগিলেন। মরিয়ম মনুষ্য-খ্রীষ্টের মাতা, কিন্তু যে ঐশিক পুরুষ মনুষ্যের দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, মরিয়ম তাঁহার মাতা নহেন, নেষ্টোরিয়সের এই দৃঢ় প্রতীতি ছিল। এই বিশ্বাসটী কিছু অন্যায় নহে, কিন্তু রোমীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মোন্মত্তেরা নেষ্টোরিয়স্‌কে ঈশ্বর-বিদ্বেষী বোধ করিতে লাগিলেন; তাঁহারা ভাবিলেন, ইনি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন না। এই কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া, তাঁহারা ইফিস্ নগরে এক মহাসভা করিলেন, এবং নেষ্টোরিয়স্‌কে পদচ্যুত করিয়া নগর হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে নেষ্টোরিয়সের মৃত্যু হয়।

কিন্তু কোন ঘোর ভীমমূর্ত্তি বারিদখণ্ড যেমন কখন২ কিছুক্ষণের জন্য সুধাকরকে আচ্ছাদিত করে, সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে মহম্মদের অলীক ধর্ম্ম সমুদিত হইয়া, সেইরূপ কিছুকালের নিমিত্ত আশিয়াখণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ সমাচ্ছন্ন করিল। এই আরবীয় ধর্ম্মোন্মত্তের মত, মনুষ্যের পাপিষ্ঠ স্বভাবের অনুরূপ হওয়াতে, অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হইয়া, অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই ভূমধ্যস্থ সাগরের উপকূল হইতে চীন দেশাবধি ব্যাপ্ত হইল। সুতরাং খ্রীষ্টমণ্ডলীর ক্ষমতার হ্রাস হইতে লাগিল। যে বাণিজ্য প্রসাদে এই দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল, তাহা দুর্দ্দান্ত মুসলমানদিগের হস্তগত হইয়া ম্রিয়মাণ হইতে লাগিল; ভীমবিক্রম মুসলমানেরা

তরবারি হস্তে লইয়া, একাগ্রচিত্তে চতুর্দ্দিগে আপনাদিগের মিথ্যা ধর্ম্ম বিস্তারে ব্যাপৃত হইল; খ্রীষ্টের অমূল্য ধর্ম্মের অনেক ক্ষতি হইতে লাগিল। মুসলমানেরা মিসর দেশ জয় করিয়া আলেক্জাণ্ড্রিয়া নগর হস্তগত করাতে, ইউরোপীয়দিগের পক্ষে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করা দুষ্কর হইয়া উঠিল।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে দুইটী বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হয়, কিন্তু এই ঘটনাদ্বয়েরও সুপরিষ্কৃত জ্ঞানলাভ হইতে আমরা বঞ্চিত। অষ্টম শতাব্দীর শেষাংশে ভারতবর্ষীয় খ্রীষ্টমণ্ডলী, সিলুসিয়ার পেট্রিয়ার্কের অধীনে থাকাতে, নেষ্টোরীয় মতাবলম্বী ছিল। এই সময়ে থোমা ক্যানা নামক এক জন আর্ম্মাণিজাতীয় বণিক মালবার উপকূলে আসিয়া বসতি করেন। ইনি এক জন অতিশয় ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে দেশীয় পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণ খ্রীষ্টাশ্রিতগণের প্রতি অনেক অত্যাচার করিতেন; কিন্তু থোমার যত্নে ও সাহায্যে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক নিরাপদে, ও সুখ সচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। থোমা ভারতবর্ষে দুইবার বিবাহ করেন, এবং পত্নীদ্বয়েরই গর্ব্ভজাত অনেক সন্তান সন্ততি, এবং বিপুল ঐশ্বর্য্য রাখিয়া যান। কেহ২ বিশ্বাস করেন, ভারতবর্ষে খ্রীষ্টের প্রেরিত সাধু থোমা কর্ত্তৃক ধর্ম্মপ্রচারের উপন্যাস, ইহাঁরি জীবনবৃত্তান্ত হইতে কল্পিত। এইরূপ অনুমানের যৌক্তিকতা আমরা বুঝিতে পারি না।

নবম শতাব্দীতে যে বিশেষ ঘটনা হয়, তাহাও সাধু থোমা সম্বন্ধীয়। লিখিত আছে, ব্রিটেনেশ্বর পরিণামদর্শী সুবিজ্ঞ আল্ফ্রেড, ৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, সাধু থোমার সমাধিস্থান দর্শনার্থ, কতিপয় দূত প্রেরণ করেন। দূতগণ, সেই পবিত্র স্থানে উপনীত হইয়া যথাবিধি উপাসনা সমাপনান্তর, মণি মুক্তাদি সুমূল্য দ্রব্যজাত সঙ্গে লইয়া, স্বদেশে প্রতিগমন করেন। এই বৃত্তান্তটী বোধ হয় অলীক নহে; তবে আল্ফ্রেডের দূতগণ ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। গিবন্ প্রভৃতি সুবিখ্যাত ইতিবেত্তারা বলেন, তাঁহারা কেবল আলেক্জাণ্ড্রিয়া অবধি আসিয়া, সেই স্থান হইতেই উপরোক্ত দ্রব্যজাত ও থোমা বিষয়ক উপন্যাসগুলি সংগৃহীত করেন।

এই সময় হইতে অনেক বৎসরাবধি, ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্মের উন্নতির ইতিহাসে অতি অল্পই বিশেষ ঘটনা দৃষ্ট হয়। মহম্মদের অলীক ধর্ম্ম প্রচারনিবন্ধন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের তেজের অনেক হ্রস্বতা হইয়াছিল, কিন্তু দশম শতাব্দীতে সেই মন্দীভূত তেজ পুনরুদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে খ্রীষ্টাশ্রিতগণের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হয় যে, পৌত্তলিক রাজগণের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া, তাঁহারা এক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করত, আপনাদিগের মধ্য হইতে এক জনকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ভারতবর্ষে এই প্রথম খ্রীষ্টাশ্রিত রাজার নাম বেলিয়ারিটিস্। এইরূপে সেই খ্রীষ্টাশ্রিতেরা কিছু কাল স্বাধীনভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে একজন খ্রীষ্টীয় রাজা নিঃসন্তান

হওয়াতে, এক পৌত্তলিক যুবরাজকে দত্তকপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতেই ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় রাজ-বংশের অবশেষ হইল।

আশা।

দূর লোকবার্ত্তাবাহী মানসরঞ্জিনী,
হে সুর সুন্দরী আশা, তোমার প্রসাদে
থাকি দূরে ধরাতলে, ভুঞ্জি আমি কুতূহলে,
বিমল স্বরগ সুখ মনের আহ্লাদে;—
মন-মরু-ভূমে তুমি সুধাপ্রবাহিনী।

২

হে আশা, যে দেশে নাই যাতনা ভীষণ,
সে দেশবারতা তুমি এ দাসের কানে,
কহ সদা এ মিনতি, হে সুর সম্ভবা সতি,
বসন্ত-বারতা যথা সুমধুর গানে,
গাহি পিকবর তোষে বসুধার মন।

৩

সকলি চঞ্চল ভবে, সকলি অসার
পাপরঙ্গভূমি এই পৃথিবী মণ্ডল;
পরহিংসা পরদ্বেষ, নাহি শান্তি, সুখ লেশ,
নানা রঙ্গে ক্রীড়া করে মানব সকল,
নানাভাবে বহে নরে যাতনার ভার।

৪

মানস রঞ্জিনী কর্য্যে তোরে লো ধরণি,
সাজাইলা সৃষ্টিকর্ত্তা বিবিধ ভূষণে!
নদীরূপে বর গলে, হীরকের হার দোলে,
ভূষিলা সীমন্ত দেশ কুসুম রতনে;
মানবে করিল তোরে দুঃখের জননী।

৫

মনে যার নাহি সুখ, বিফল তাহার
সুবর্ণ মন্দিরে বাস, সুখাদ্য ভোজন,
মন যার পাপে ভরা, তারে এ সুন্দর ধরা,
না পারে যোগাতে সুখ, আনন্দ কখন;
হেম অট্টালিকা তার অসুখ আধার।

কিন্তু আশা, তুমি যার মনোসরোবরে
কমলিনীরূপে সদা করহ বিরাজ;
সেই সুখী ধরাতলে, হে আশা তোমার বলে,
হেরে সে আনন্দময় স্বর্গীয় সমাজ,
ঊর্দ্ধ দিকে মন তার সদা দৃষ্টি করে।

৭

পাতো নাই যার মনে স্বর্ণ সিংহাসন,
এ ভবে বিষম দুঃখী বলি আমি তারে!
হায়, সেই অভাজন চিরতরে নিমগন
অতল জলধিসম সংসার পাঁথারে;
সেই বলে এ জীবন নিশার স্বপন।

৮

যদিও নিবদ্ধ আমি এ দুঃখ পিঞ্জরে,
যদিও সয়েছি আমি বহু অবিচার,
নানা লোকে নানা ছলে,মোরে কত কথা বলে,
মুখে বন্ধু, কিন্তু মনে করে অপকার;
তবু সুখস্রোত বহে এ মম অন্তরে।

৯

জাগ্রতে শয়নে দেখি স্বপনে সে দেশ,
জন্মভূমি তরে যথা প্রবাসীর মন,
ভাবি সুখ করে মনে, কষ্ট সহি প্রতিক্ষণে,
আশা আছে পরকালে পাব শান্তিধন;
মরণের সহ হবে যাতনার শেষ।

১০

বিজয়ি অরাতিগণে যথা বীর বর,
নিজ গৃহে আসি করে আনন্দের গান,
পরাভবি এ সংসারে, যাইয়া নিজ আগারে,
আমিও ধরিব সুখে আনন্দের তান;
স্বর্গবাসীসহ স্বর্গে রব নিরন্তর।

১১

যে না মানে পরকাল অহঙ্কারে মাতি,
ভাবে যে ফুরাবে সব দেহের পতনে;
হায় সেই ভ্রান্ত নরে, আত্মপ্রবঞ্চনা করে,
কি আছে সান্ত্বনা তার সংসার পীড়নে ?
মম মন তার তরে কাঁদে দিবারাতি।

১২

হে আশা, অমৃত ভাষে কহিও সে জনে,
"মরেছে রে যীশু তোরে তারিবার তরে !
উদাসীন কেন তবে, পরকালে সুখী হবে,
ভজ তাঁরে ভক্তি ভাবে আপন অন্তরে;
ভাবিসুখ আশে রহ পরিতুষ্ট মনে।"

রাহা।

মুক্তি-তত্ত্ব।

মানব জাতির ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে তিনটী সংস্কার আছে। ঐ সংস্কারত্রয়ের পরস্পর সম্বন্ধ, তাহাদের সহিত মনুষ্য জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠানের সম্বন্ধ, এবং তাহাদের মূল কারণ, বিবরণ ও ফলের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে সকলেরি প্রতীতি জন্মিবে যে, ঐ সংস্কারত্রয় বাস্তবিক এবং তাহাদের আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রথম সংস্কার।

মনুষ্য ধর্ম্মপ্রবণ জীব।

মনুষ্যের প্রকৃতি ও অবস্থা বিবেচনা করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ঈশ্বরের উপাসনা-স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে। কাল্পনিক বা অকাল্পনিক রূপে তিনি উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মপ্রবণতা বিদ্যমান থাকাতেই, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রবণ জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার হইতেই হউক, বা কার্য্যকারণ জ্ঞানানুসারেই হউক, অথবা আদিকালের মনুষ্য পরম্পরাগত ইতিহাস জ্ঞান হইতেই হউক, ঐ স্পৃহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধরা মণ্ডলের যে কোন দেশে যে কোন স্থানে মানবের বসতি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় অবশ্যই কোন না কোন প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মের রাশি২ নিদর্শন দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীন নাবিকেরা কোন২ উপদ্বীপ বাসীদিগকে ধর্ম্মবিহীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিত বটে, কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সে তাহাদের ভ্রম মাত্র। ফলতঃ সর্ব্ব দেশীয়, সর্ব্ব কালীন ও সর্ব্ব অবস্থাপন্ন মানব কুল, স্ব২ স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কোন না কোন প্রকার ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে অবশ্যই রত হয়েন।

দ্বিতীয় সংস্কার।

উপাসক উপাস্য পদার্থের অনুকরণ করে।

উপাসক সম্প্রদায় স্ব২ উপাস্য পদার্থকে আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদনু-

রূপ আচরণ করেন, সুতরাং ক্রমেং তাঁহাদের চরিত্র উপাস্য পদার্থের অনুরূপ হইয়া উঠে। তাঁহারা স্বং চরিত্রের যেং অংশ ইষ্টদেবতার চরিত্রের তুল্য বোধ করেন, তাহাই উৎকৃষ্ট, অপরাপর অংশ দূষিত, সুতরাং পরিত্যজ্য জ্ঞান করেন। উপাসক মাত্রেই উপাস্য পদার্থের প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করেন, এবং এই মনোরথ সুসম্পন্ন করিতে হইলে, উপাস্য দেবের বাসনানুসারে কার্য্য করা ও তাঁহার অনুরূপ হইতে চেষ্টা পাওয়া যে নিতান্ত যুক্তিসিদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। এই কারণেই তাবৎ উপাসক সম্প্রদায় সর্ব্বাংশে স্বীয় ইষ্টদেবের সদৃশ গুণ সম্পন্ন হইতে কায় মনোবাক্যে চেষ্টা করেন।

বিভিন্ন দেশের দেব সেবকগণের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, তত্তদ্দেশীয় দেবগণ যেরূপ গুণান্বিত, উপাসকগণও তদ্রূপ গুনসম্পন্ন ছিলেন। ইউরোপের উত্তরাংশবাসী রোম রাজ্যের উন্মূলনকারী সিথিয়ান প্রভৃতি জাতিরা ওদিন ও থরাদি দেবের অর্চ্চনা করিত। ঐ দেবতাগণ পুরাকালে শোণিতপ্রিয় নৃশংস বীর ভূপতি ছিলেন; লোকান্তরিত হইলে দেবতারূপে পূজিত হইতে লাগিলেন। সিথিয়ান প্রভৃতি উপাসক বর্গ দয়া দাক্ষিণ্য শূন্য পশুর ন্যায় অতি গর্হিত নর হত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত ও আনন্দিত হইত। তাহাদের এরূপ সংস্কার ছিল যে, মানব পীড়াগ্রস্থ হইয়া মরিলে স্বর্গ সুখ ভাগী হয় না; এবং তাহাদের মধ্যে এরূপ কিম্বদন্তীও ছিল যে, এক জন প্রধান বীর নৃপতি বহু মানব বংশ ধ্বংস করিয়া পরিশেষে আত্মঘাতী হয়েন। এই সকল কারণেই তাহারা রণ মৃত্যু এবং আত্মহত্যাকে স্বর্গসাধন জ্ঞান করিত; সুতরাং যাহারা রণশায়ী না হইত, তাহারা আত্মহত্যাদ্বারা জীবন বিসর্জ্জন করিত।

যদিও গ্রীক্ ও রোমকেরা সদ্গুণ আরোপ করিয়া তাহাদের দেবতাদিগকে সদ্গুণান্বিত রূপে বর্ণনা করিত বটে, তথাপি তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অশেষ দোষে দূষিত ছিল, সুতরাং গ্রীক্ ও রোমকেরাও ঐ দেবতাগণের অনুকরণ করিয়া আপনাদিগকে অশেষ দোষান্বিত করিত। কোনং জাতি স্বং উপাস্যদেবগণকে কুৎসিত গুণসম্পন্ন জানিয়া তাঁহাদের মনস্তুষ্টি জন্য আপনারাও বিবিধ অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত। মিসর দেশীয় লোক ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। তাহারা পশ্বাদির উপাসক ছিল; এই কারণেই তাহারা পশুবৎ অতি ঘৃণিত কদর্য্য কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকিত। পশু পক্ষী পতঙ্গ সরীস্পাদি জীবগণের প্রতিকৃতি তদ্দেশের নানা স্থানে অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তি অতীব কুৎস্মিত। সুতরাং তদুপাসকদিগের চরিত্র যে অতীব অপবিত্র ও পাপাবদ্ধ ছিল, তাহাতে সন্দেহের লেশ মাত্র হইতে পারে না।

পূর্ব্বকালীন প্রাচীন জাতিরা ভীনা দেবীর পূজা করিত। ইন্দ্রিয় সুখ লালসা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া দেবীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছিল। তাঁহার সেবার্থে যে

সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত, তাহা অবক্তব্য এবং অশ্রোতব্য। গ্রীশ দেশের চক্ষুঃস্বরূপ করিন্থ নগরের যে রমণীরা ঐ দেবীর পরিচারিকা ছিল, তাহারা অসচ্চরিত্রা ও ব্যভিচারিণী। দেবীর পূজার নিমিত্ত যত ধন ব্যয় হইত, উহার অধিকাংশ পূর্ব্বোক্ত অধর্ম্ম অনুষ্ঠান দ্বারা সঞ্চিত হইত। অতএব এরূপ নগরের লোক সকল লম্পট ও দুশ্চরিত্র ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন জাতিরা কল্পনাবলে প্রধান২ দেবগণকে সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্ব ব্যাপিত্বাদি অলৌকিক গুণে ভূষিত করিত বটে, কিন্তু তাহাদিগকে সৎস্বভাবান্বিত বলিয়া কদাপি নির্দ্দেশ করিত না। রোমকদিগের জুপিটরদেব ইহার প্রমাণস্থল। ঐ দেবাগ্রগণ্য জুপিটর দেবের চরিত্র প্রকাশক মুদ্রা প্রকাশ করিতে হইলে, তাহার এক দিক সর্ব্ব শক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপিত্ব এবং ন্যায়াদি গুণে ও বিপরীত দিক ভ্রান্তি, প্রতিবিধিৎসা এবং ইন্দ্রিয় সুখ লালসাদি দোষে পূর্ণ করা কর্ত্তব্য।

বহুকালাবধি কাল্পনিক ধর্ম্ম প্রচলিত থাকাতে এই বঙ্গ ভূমি পাপভারাক্রান্তা হইয়া উঠিয়াছে। এদেশীয় লোক কোন্ বিষয় সত্য, কোন্ বিষয় অসত্য, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, এ বিবেচনা পরিত্যাগ করিয়া, কেবল আমোদ ও লোকরঞ্জন হইলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন। ইহাঁরাও গ্রীশ রোমাদি দেশের দেবতার ন্যায় কোন দেবতাকে নানা দোষ যুক্ত করিয়া আপনারা যেরূপ দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছেন, তাহা সহজে অপনীত হইবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্দেশীয় কাল্পনিক ধর্ম্মাবলম্বীরা ধর্ম্ম উপলক্ষে দেবতাদিগের অধিকন্তু আপনাদিগের মনস্তুষ্টিজনক যে সকল কুৎসিত আচরণ করিয়া থাকেন, তাহা সাধু সমাজে ব্যক্ত করিতে লজ্জা বোধ হয়। এরূপ ধর্ম্মাচরণে সাধুবৃত্তি উত্তেজিত না হইয়া, বরং কদর্য্য ইন্দ্রিয় সুখ লালসাই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এদেশের প্রত্যেক দেবার্চ্চনাতে নূতন প্রকার ঘৃণিত জঘন্য আমোদ প্রমোদ, ও নূতন প্রকার পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দোলযাত্রাতে আত্মীয় স্বজন সকলে একত্র মিলিয়া পরস্পর ক্রীড়া দ্বারা আপাদ মস্তক রক্তিম বর্ণ করত প্রবীণ বয়সে বাল্য লীলা প্রকাশ করা ও শ্যামসুন্দর মদনমোহনের গুণ সংকীর্ত্তনের সঙ্গে ও বিবিধ প্রকার সঙ্গীত-রসোল্লাসে মগ্ন হওয়া; স্নানযাত্রা মহোৎসবে ধর্ম্মের নামে ভাগীরথীস্রোতে সুচিত্র শোভনতম তরণীরাজি ভাসমান করিয়া, সুবেশ ধারিণী বারাঙ্গনাগণ সঙ্গে মাদকমদে উন্মত্ত হইয়া দীর্ঘ চীৎকার ও উল্লাস কোলাহল দ্বারা জল কল্লোল ধ্বনিকে অতিক্রমণ পূর্ব্বক, অশেষ প্রকার নির্লজ্জ ব্যবহার করা; নন্দনন্দনের জন্মোৎসবে তরল কর্দ্দমান্বিত ক্ষেত্রোপরি গাত্রপাত পূর্ব্বক লুণ্ঠিত প্রতিলুণ্ঠিত হইয়া, ক্ষণেং বাহু দ্বয় উন্নত করত, শ্রীকৃষ্ণের গুণ-সংকীর্ত্তনচীৎকার দ্বারা মুহুর্মুহুঃ উল্লম্ফন করা; এবং দুর্গোৎসবাদি দেবোৎসবে বাদ্যোদ্যম, নৃত্যগীতাদির বর্ণনাতীত উৎসাহ, উল্লাস কোলাহলদ্বারা আমোদ প্রবাহে

সন্তরণ করা ; এই সকল প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ এদেশীয় দেবার্চ্চক দিগের ব্যবহার। এবম্প্রকার লোক রঞ্জন, ও আমোদ সম্ভোগের অভিলাষ এদেশের চলিত ধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব এ প্রকার ধর্ম্মাচরণে যে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও সাধুবৃত্তি সমুদায় একবারে কলুষিত হয়, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পৌত্তলিক ও কাল্পনিক ধর্ম্মের অমঙ্গলোৎপাদিকা শক্তি ও দেবগণের কুৎসিতাচারের বিষয়ে যাহা লিখিত হইল, তাহা যে যথার্থ, তদ্বিষয়ে গ্রীক্ ও রোমীয় প্রাজ্ঞবর পণ্ডিতেরা ভূরি২ সাক্ষ্য দান করেন। তন্মধ্যে কয়েকটী এই স্থানে উদ্ধৃত হইল। প্লেটো কহেন—"শিশুগণ উপাস্য দেবতাদিগের অসাধু চরিত্রের বিবরণ শ্রবণ করিলে দুশ্চরিত্র হইতে পারে, অতএব প্রকাশ্যস্থলে বা বালক বালিকাগণের সমক্ষে ঐ প্রস্তাবের আন্দোলন করা নিতান্ত অবিধেয়।" আরিষ্টটল্ বলেন—"প্রকাশ্য স্থলে কদাচার বিশিষ্টা প্রস্তরময়ী বা চিত্রময়ী প্রতিকৃতি সংস্থাপন করা অকর্ত্তব্য, কিন্তু মন্দির মধ্যে রাখিতে বাধা নাই।" ঐ সুবিজ্ঞ আরিষ্টটল্ পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এক জন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি তিনি উক্ত বচনাদিদ্বারা পৌত্তলিক ধর্ম্মজনিত কদর্য্য আচার ব্যবহারের পোষকতা করিয়াছেন। হায়! সত্যের সরল পথ প্রদর্শন করা যাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহারাই ভ্রমজালে আপনাদিগকে ইচ্ছা পূর্ব্বক বদ্ধ করেন!!

গ্রীশ ও রোমদেশে পৌত্তলিক ধর্ম্ম ক্রমশঃ এত প্রবল হইয়াছিল যে, তথাকার কি প্রধান কি অপ্রধান, সকলেই উহা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মাঃ টোলক্ তাঁহাদের বিষয়ে এই রূপ কহেন, "পূর্ব্বোল্লিখিত দেশদ্বয়ে যখন নানাবিধ দেবতার উপাসনা ও বিবিধ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত, তখন অবশ্যই বোধ হইতে পারে যে, তথায় অন্ততঃ একটীও উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব চর্চ্চা, ও তাৎকালিক ইতিহাস-লেখকগণের গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, বস্তুতঃ তথায় একটীও সদ্ভাবের আবির্ভাব হয় নাই।" প্রভৃত্যতঃ পিত্রনিয়স্ রচিত গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বতন লোকেরা দেবালয়ে গমন করিয়া রজনী-যোগে ব্যভিচারার্থে এবং চৌর্য্যাদি গর্হিত কর্ম্ম সাধনার্থে বর যাচ্ঞা করিত। পণ্ডিতবর সেনিকা কহেন—"এই কালের লোক সকল কি উন্মত্ত! তাহারা দেবতাগণের নিকটে বর যাচ্ঞাকালে অতি অশ্লীল বাক্য সকলও প্রয়োগ করে, কিন্তু কোন মনুষ্য নিকটস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধ হয়। হায়! কি পরিতাপ! মনুষ্যের যাহা অশ্রোতব্য, তাহা তাহারা দেবতাগণের নিকটে অম্লান বদনে প্রকাশ করে!" তিনি পুনশ্চ কহেন, "এই সকল লোকের আচার ব্যবহার ও কার্য্য কলাপ বিবেচনা করিলে, তাহাদিগকে নিতান্ত কদাচারী, অভদ্র ও উন্মত্ত বই আর কি বলা যাইতে পারে? গ্রীশ ও রোম দেশের সমধিক সৌভাগ্য

কালে পৌত্তলিক ধর্ম্মের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

আধুনিক পৌত্তলিক ধর্ম্ম যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্টকর, তাহা বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই, কেননা সকলেই উহা জ্ঞাত আছেন। শৈবদল অর্থাৎ শিবের উপাসক বর্গকে সিদ্ধি পানে ও গাঞ্জা সেবনে অনুরত দেখিতে পাওয়া যায়। কালীর বামাচারী ভক্তদল সুরাপানে বিলক্ষণ নিপুণ। এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে বিশুদ্ধ চরিত্র অতি বিরল। ওর্ক্নি নামে এই বঙ্গ ভূমির এক জন ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি লেখেন, —"নরহত্যাকারী, তস্কর, এবং ব্যভিচারীরা সকলেই কালীদেবীর প্রসন্নতা লাভ করিতে কায় মনোবাক্যে যত্ন করে। ইহাদের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ ব্যতীত কোন প্রকার কুকর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না। কালীর উপাসকগণের হৃদয় পাষাণ সদৃশ কঠিন হইয়া উঠে, সুতরাং সর্ব্ব প্রকার নিষ্ঠুরতাচরণে তাহারা তৎপর হয়।"

পৌত্তলিক ধর্ম্ম যে মানবজাতির অপরিসীম অনিষ্ট সম্পাদন করিয়াছে, তাহা এক্ষনে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল। কোন্ স্থানে, কি প্রকারে, এবং কোন্ সময়ে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা সম্প্রতি আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তাহার বিষময় ফল যে সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা সংক্ষেপে দর্শিত হইল। উহার উপাস্য দেবতাবর্গ হয়, মৃতবীর-নৃপতিগণ, নয়, মনঃকল্পিত অবয়ববিশিষ্ট কুপ্রবৃত্তিরূপ রিপুচয়; উহারা সকলেই সদ্গুণ বর্জ্জিত ও প্রচুর দোষ সম্পন্ন। সুতরাং পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী মানব, ধর্ম্মস্পৃহা প্রবাহে পতিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে কলুষিত ও হৃদয়কে দূষিত ও কলঙ্কিত করিয়াছেন।

তৃতীয় সংস্কার।

মনুষ্যের নিজ ক্ষমতা এবং জ্ঞানদ্বারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম হইতে উদ্ধার অসম্ভব।

পৌত্তলিক ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত, প্রাচীন পৌত্তলিক পণ্ডিতগণের গ্রন্থসমূহ এবং মানব প্রকৃতি আলোচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, উল্লিখিত সংস্কার বাস্তবিক।

প্রথমতঃ। পৃথিবীতে প্রবেশাবধি পৌত্তলিক ধর্ম্ম ক্রমশঃ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মনুষ্যের উহা প্রতিরোধ করা দূরে থাকুক, বরং উহাই তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছে। অতি প্রাচীন কালাবধি খ্রীষ্ট শক পর্য্যন্ত মানব সমাজে অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে, কতশত অসভ্যজাতি সভ্যতাপদে অধিরূঢ় হইয়াছে, কত সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছে, কত রাজ কুল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু পৌত্তলিক ধর্ম্ম উত্তরোত্তর বিস্তীর্ণ হইয়া মহানর্থের নিদানীভূত হইয়া উঠিয়াছে। অনুসন্ধানদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রথমে পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীগণের উপাস্যপদার্থ অতি যৎসামান্য ও অল্পসংখ্যক ছিল, এবং তাহাদের উপাসনাও অপেক্ষাকৃত দোষশূন্য ছিল। প্রথমে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্মান পদার্থ, তৎপরে মঙ্গলপ্রদ মনুষ্য, পশু পক্ষী ও অন্যান্য পদার্থ, এবং পরিশেষে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি সকল উপাস্য পদার্থরূপে

পরিগণিত ও পূজিত হইয়াছিল। ঐ প্রতিমূর্ত্তিগণের সংখ্যা প্রথমে অতি অল্প ছিল, ক্রমশঃ তাহারও বৃদ্ধি হইয়াছে। কোন২ জাতির মধ্যে প্রতিমূর্ত্তির অর্চ্চনা প্রথা রোম নগর সংস্থাপনের পরে প্রচলিত হইয়াছে। প্রথমে ঐ সমস্ত মূর্ত্তি সুদৃশ্য ও বস্ত্রাবৃত ছিল; কিন্তু কাল-সহকারে কদর্য্য ও নগ্নবৎ হয়। ঐ সকল জঘন্য মূর্ত্তি যে মানব সমাজের কত হানি করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

দ্বিতীয়তঃ। মহাবল পরাক্রান্ত আগস্ত কৈসরের রাজত্বকালে রোম্—এবং পেরিক্লিশ ও আল্‌সিবায়েডিশ্ মহাত্মাদ্বয়ের শাসন সময়ে গ্রীশ্—এই দুই প্রদেশ যদিও সমধিক-উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, তথাপি তত্রত্য লোক সকল সেই২ সময়ে যেরূপ দেবার্চ্চনায় আসক্ত ছিল এবং তাহাদের মনোবৃত্তি সকল যেরূপ কলুষিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে কস্মিন্‌কালেও কোন প্রদেশে তাদৃশ হয় নাই। উল্লিখিত দেশদ্বয়, তদন্তঃপাতী নগর ও গ্রামস্থ লোকদিগের অতিঘৃণিত অবক্তব্য কদাচার সম্পন্ন করিবার রঙ্গভূমিস্বরূপ ছিল। বহুদর্শী মাঃ যোহন্ তৎকালের বিষয়ে কহেন—"দুরাচার সম্রাটগণ দেব-পদবীতে আরূঢ় হওয়াতে, দেবগণের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তৎকালীন নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা যদিও জগৎসৃজন বিষয়ে নানা তর্ক বিতর্ক করিতেন বটে, তথাপি তাঁহারা পবিত্র সত্য সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না।"

ঐ সময়ে কোন কোন পণ্ডিতমণ্ডলী পৌত্তলিকধর্ম্মের দূষণাবহ প্রভাব দূর করিবার নিমিত্ত, নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ দেবচরিত্র সকল রূপক বর্ণনা বা উপন্যাস বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ দেবতাগণের অস্তিত্ব ও পরকালের অবশ্যম্ভাবিতা অস্বীকার করিয়া প্রকৃত নাস্তিকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ পণ্ডিতের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। তাঁহারা যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা দোষরাশির প্রতীকার না হইয়া বরং আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। এ বিষয়ে একজন প্রাচীন পণ্ডিতের মত এস্থানে উদ্ধৃত হইল। হালিকার্‌নেসস্ নিবাসী দায়নিসিয়স্ কহেন—"এবম্বিধ পণ্ডিতের সংখ্যা অতি অল্প বটে, কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ও উপদেশ শ্রবণে অধিকাংশ লোকই মূর্খতা হ্রদে নিমগ্ন হইয়া বিপরীত ফলভাগী হইতেছে। হয় তাহারা দেবতাগণের দৃষ্টান্তানুসারে ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়, নয় দেবতাগণকে দুশ্চরিত্র বলিয়া পরিত্যাগ করত প্রকৃত নাস্তিক হইয়া উঠে।" জগদ্বিখ্যাত সিসিরো কহেন—"উহারা ঐশ্বরিক সদ্গুণ পুঞ্জ মনুষ্যে আরোপ না করিয়া, মনুষ্যের দোষবর্গ দেবগণেতে আরোপ করে। সুতরাং ঐ সকল দেবতার দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হওয়াতে মনুষ্যগণ অত্যন্ত দূষিত হয়।"

এস্থানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, পূর্ব্বতন কোন২ ধীমান পণ্ডিতবর পৌত্তলিক ধর্ম্মের দূষণাবহ প্রভাব সম্যকরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই উহা নিবারণ করিতে বা

তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন নূতন বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

তৃতীয়তঃ। মানব-প্রকৃতি চর্চ্চা করিলে বোধ হয় যে, মনুষ্য নিজ ক্ষমতা দ্বারা পৌত্তলিক ধর্ম্মের করালগ্রাস হইতে উদ্ধার হইতে পারেন না। যদি কখন ঐ মহৎ কার্য্য সাধিত হয়, তাহা অবশ্যই মানবস্বভাবোচিত কোন উপায় দ্বারা হইবে, সন্দেহ নাই; কেননা মনুষ্য স্বীয় স্বাভাবিক শক্তি-বিরহিত হইয়া অন্য কোন শক্তি সম্পন্ন হইলে, আর মনুষ্যপদ বাচ্য থাকেন না। ফলতঃ কোন অপাপবিদ্ধ, নির্ম্মল ও শান্তস্বভাব আরাধ্য পদার্থ স্থির করিয়া তাঁহাতেই মনকে একান্ত নিয়োজিত করা, মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু নির্দ্দোষ, সদ্গুণ-সম্পন্ন উপাস্য পদার্থ উদ্ভাবিত করা ভ্রষ্ট মানবের স্বভাবাতীত, সুতরাং অসাধ্য; কেননা মানব-প্রকৃতি যত উৎকৃষ্ট হউক না কেন, তথাপি অশুদ্ধ, সুতরাং তাহা দ্বারা পরিশুদ্ধ আরাধ্য অন্বেষিত বা কল্পিত হওয়া কদাচ সম্ভব নহে।

এক্ষণে দর্শিত হইল যে, নিজ শক্তি ও জ্ঞানদ্বারা মনুষ্যের পরিত্রাণ সাধিত হইতে পারে না। উক্ত পরিত্রাণের সাধন জন্য দুইটী বিষয় আবশ্যক, কিন্তু সেই দুইটীই মনুষ্যের সাধ্যাতীত। প্রথম আবশ্যক বিষয়। কোন শুদ্ধ পবিত্র উপাস্য পদার্থ স্থির করা নিতান্ত প্রয়োজন; কারণ উপাস্য পদার্থ পবিত্র না হইলে উপাসকের অন্তঃকরণ ও মনোবৃত্তি সকল পবিত্রীকৃত হইতে পারে না। সেই নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক উপাস্য পদার্থ যদি দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা পবিত্র রূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা দান করেন, তাহা হইলে উপাসকবর্গ পবিত্রীকৃত হইয়া ক্রমশঃ উপাস্য পদার্থের সদৃশ হইলেও হইতে পারেন। জঘন্য দূষিত উপাস্য পদার্থ যেরূপ উপাসকের চরিত্র দূষিত করে, পবিত্র উপাস্য পদার্থ তদ্রূপ তাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধীকৃত করেন। দ্বিতীয় আবশ্যক বিষয়। সেই পরিশুদ্ধ আরাধ্য পদার্থের এরূপ অসামান্য অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, যেন তৎপ্রভাবে মনুষ্যগণ গর্হিত পুত্তলিকা পূজা পরিত্যাগ পুরঃসর, সেই প্রকৃত আরাধ্য পদার্থের সেবায় একান্তই রত হয়েন।

যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে,জগদীশ্বর স্বয়ং কোন পরিত্রাণোপায় উদ্ভাবিত না করিলে, মনুষ্যশক্তি ও জ্ঞানদ্বারা উহা কোন প্রকারেই নির্ণীত হইতে পারে না।

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

খ্রীষ্ট সংগীতা।

মূল সংস্কৃত গ্রন্থহইতে অনুবাদিত।

যীশূৎপত্তি পর্ব্ব।

১ অধ্যায়।

শব্দাবতার। যোহন ১ অধ্যায়।

পিতা পুত্র সদাত্মাকে নমস্কার!

শিষ্য। ভূমণ্ডলস্থ সকল মনুষ্য পাপসমুদ্র-তরঙ্গে মগ্ন হইতেছে, অতএব হে গুরো! এই মূঢ়কে কৃপা করিয়া বলুন, কিসে তাহারা রক্ষা পাইতে পারে! অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; ফলে তাঁহারা সকলেই পরস্পর বিরোধী,—ভিন্ন২ মতের কথা কহেন, এই হেতু তাঁহাদের বচন আমার প্রীতিকর নহে। আপনি যথার্থ শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী, ভাগ্যবশতঃ আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল; দয়া করিয়া বলুন, কাহার আরাধনায় মনুষ্যের মুক্তি হইতে পারে?

গুরু। হে শিষ্য, তুমি সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ। অতএব মনুষ্যের পরিত্রাণ কিসে হয়, তোমাকে বলি শুন। ঈশ্বর পৃথিবীতে নৃমুক্তির একমাত্র উপায় স্থাপিত করিয়াছেন; তাঁহার অদ্বিতীয় পুত্র খ্রীষ্টেতে অভেদ বিশ্বাসই সেই উপায়।

শিষ্য। ইনি কে? যাঁহাতে অভেদ বিশ্বাস করিয়া মনুষ্য উদ্ধার পায়, তিনিই বা কি প্রকারে ঈশ্বরের পুত্র। হে গুরো, যাহা প্রত্যয় করিলেই মনুষ্যের জ্ঞান-দৃষ্টি হয়, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইয়া আমার সংশয়চ্ছেদ করিতে আজ্ঞা হউক।

গুরু। ভাল, আমি সমস্ত কথাই বিস্তারিত রূপে কহিতেছি, তুমি সরলাত্মায়, একান্ত মনে শ্রবণ কর! বিশ্বের আদিতে শব্দ ছিলেন,—পরমাত্মার সহিত ছিলেন। তিনি পৃথক নহেন, সতত‌ই ঈশ্বর; ঈশ্বরীয় সকল গুণ তাঁহাতে বিরাজমান আছে। ঈশ্বরই সেই শব্দ—ঈশ্বরেতে ও তাঁহাতে কিছুমাত্রই ভেদ নাই। তিনি সর্ব্বজগৎ স্রষ্টা, তাঁহার আকার, বিকার, জন্ম জরা, নাশ, ও রাগদ্বেষাদি কিছুই নাই। তিনি অদৃশ্য, সমদৃষ্টি, সর্ব্বব্যাপী বিভু,—রজস্তমো শূন্য। তিনি সন্মাত্র, অপ্রমেয়, দয়াময়। যে২ গুণ গুণনিধি পিতা ঈশ্বরে আছে,—যাহা স্বর্গবাসীরাও নির্দ্দেশ বা নির্ণয় করিতে পারে না, তৎসমস্ত তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার তেজের উজ্জ্বলন ঈশশব্দেও ঐ ভাবে নিশ্চয় আছে! সর্ব্ব জগতের পূর্ব্বে তিনি ঈশ্বর হইতে জাত ঈশ্বর; সৎ প্রকাশ হইতে সৎ প্রকাশ; সদীশ হইতে সদীশ। তিনি সৃষ্ট নহেন, কিন্তু নিত্য কালাবধি জাত। তিনি পরমেশের মূর্ত্তি, শক্তি এবং বুদ্ধি। তাঁহার সহযোগেই ঈশ্বর এই অখিল চরাচর সৃজিলেন। যাহা আছে বা হইয়া গিয়াছে, তদ্বিহীনে কিছুই সৃষ্ট হয় নাই। যেমন অন্তঃকরণ নির্গত বাণী সেই খানেই থাকে, তেমনি ঈশ্বর হইতে বিনির্গত শব্দ তাঁহারই হৃদয়ে আছেন। যেমন সূর্য্যের আলোক সূর্য্য হইতে জাত হইয়াও অভিন্ন, তেমনি তিনি ঈশ্বর হইতে জাত বটেন, কিন্তু ভিন্ন নহেন। ঈদৃক গুণান্বিত পিতৃতুল্য পুত্র সৃষ্টি কর্ত্তার আজ্ঞা বর্জ্জনকারী মনুষ্যদের পরিত্রাণার্থ স্বর্গ ত্যাগ পুরঃসর নরূপে অদৃশ্য ঐশ্বর রূপ গোপন করিয়া, জীবনদায়ক সত্য দ্যুতি দেখাইবার নিমিত্ত, ঈশ্বর হইয়াও ধারণাক্ষম তমোমধ্যে ধরণীতলে অবতীর্ণ হইলেন। হে শিষ্য, তাঁহার মনুষ্য জন্মের কথাই মুক্তি প্রসঙ্গের আরম্ভ। আমি তাহা এখন যথা শাস্ত্র বর্ণন করিব, তুমি প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

---

২ অধ্যায়।

ধন্য নমস্কার। লূক ১ অধ্যায়।

গুরু। যবনাদিজয়ী ক্ষিতিপাল রোমকদিগের সাম্রাজ্যে আগস্ত কৈসর অধিরূঢ় হইলে পর, যখন বিক্রম শকের পঞ্চাশত্তম বৎসরাবসানে সমস্ত ভূমণ্ডলে উগ্র-যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল, তৎকালে পরমেশোচ্চিনী মরিয়ম নাম্নী সতী কন্যার নিকটে প্রধান স্বর্গ দূত গাব্রিয়েল প্রেরিত হইয়া, যীহূদা দেশের উত্তর দিকস্থ গালীল প্রদেশের নাসরৎ নগরে তাঁহার গৃহে প্রবেশ পুরঃসর এই কথা কহিলেন, হে মরিয়ম, তুমি দৈবপ্রসাদে সুপরিষ্কৃতা, তোমাকে নমস্কার। ঈশ্বর তোমার সহায়, তুমি স্ত্রীগণের মধ্যে ধন্যা। তিনি ঈদৃগ্ অভিবাদনে শঙ্কা বিস্ময়াকুলা হইয়া ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে দূত পুনঃ কহিলেন, মরিয়ম, ভয় করিও না। তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইয়াছ, অচিরে গর্ভধারিণী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে। তাঁহার নাম যীশু হইবে। তিনি মহাদর সমন্বিত হইবেন ও সর্ব্বদা ভূতলে ঈশ-পুত্র খ্যাত হইবেন। বিভু তাঁহাকে তৎপিতা দায়ূদের সিংহাসন দিবেন। তাহাতে তিনি যাকূব বংশের সনাতন রাজা হইবেন। তৎকালে সেই কন্যা অনূঢ়া ছিলেন। দায়ূদ বংশায় যূষফের প্রতি বাগদত্তা মাত্র হইয়াছিলেন। অতএব ঐ বার্ত্তা শুনিয়া বিস্ময়াপন্নভাবে কহিলেন, আমি পুরুষস্পর্শহীনা, ইহা কি প্রকারে সম্ভবে। তাহাতে দূত কহিলেন, সদাত্মা তোমাতে আবির্ভূত হইবেন, ও সর্ব্বেশের শক্তি তোমাকে আচ্ছাদন করিবে, অতএব তোমার এই পুণ্যাত্মজ ঈশ্বরাত্মজ খ্যাত হইবেন, নিশ্চয় জানিও। তোমার আত্মীয়া ইলিশেবাকে লোকে বন্ধ্যা কহিত, অধুনা তিনিও ছয় মাস পুত্রগর্ভা হইয়াছেন। ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই। তদনন্তর মরিয়ম কহিলেন, আমি ঈশ্বরের দাসী, আমাতে তোমার বাক্য সম্পূর্ণ হউক। ইহাতে দূত অন্তর্হিত হইলেন। পরে মরিয়ম আপন কুটুম্বের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গালীল হইতে পর্ব্বতময় যীহূদাদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় তৎপতি শিখরীয় যাজকের নিকেতনে উপস্থিতা হইয়া, সেই প্রাচীনা ইলিশেবাকে প্রণাম করিলন। নমস্কার শুনিবামাত্র সেই গর্ভিনীর গর্ব্বস্থ শিশু সপন্দন করিল। তাহাতে তিনি সদাত্মায় ব্যাপ্তা হইয়া উচ্চৈঃশব্দে কহিলেন, স্ত্রীগণের মধ্যে তুমি ধন্যা, তোমার গর্ব্ব ফলও ধন্য। অহো, আমার প্রভুর জননী কেন আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। এ কি আশ্চর্য্য! তোমার নমস্কৃতি শুনিয়া বালক আমার গর্ব্বে আনন্দে স্পন্দন করিল। তুমি ঈশোক্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণা হইবে মানিয়াছ, তোমার মঙ্গল হউক। ইহা শুনিয়া মরিয়ম হর্ষোৎফুল্ল মনে স্তব করিলেন। যথা; আমার প্রাণ বিভুকে প্রশংসা করিতেছে, আমার আত্মাও মুক্তিদাতা ঈশ্বরে হর্ষ করিতেছে; কেননা সেই মহিমা প্রদায়ক আমার হীনাবস্থায় দৃষ্টিপাত করিলেন। আহা, এই অবধি সকল বংশে আমাকে ধন্যা কহিবে। কেননা সর্ব্বশক্তিমান মদর্থে মহাক্রিয়া করিয়াছেন। তাঁহার নাম পুণ্যময়! তাঁহার অখিল ভয়কারীদের প্রতি তাঁহার দয়া বংশ পরম্পরায় স্থির। তিনি বাহুবিক্রম প্রকাশনে অরিদিগকে আত্মগর্ব্বে ছিন্ন ভিন্ন করেন। সিংহাসনহইতে অধীপদিগকে নামাইয়া নম্রদিগকে উত্থাপিত করেন। স্বাদুতম দ্রব্যে ক্ষুধিতদিগকে তৃপ্ত করেন এবং ধনীদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করেন। ইব্রাহীমাদি পিতৃগণের সহিত অখিল বংশের শুভকর যে নিয়ম তিনি করিয়াছিলেন, তাহা এখন দয়া পূর্ব্বক স্মরণ করত, নিজ ভৃত্য ইস্রায়েলের উপকার করিলেন। মরিয়ম এই প্রকারে আনন্দিতান্তঃকরণে স্তব করিয়া আপন বন্ধুপতির গৃহে ইলিশেবার সহিত মাসত্রয় থাকিয়া নিজালয়ে গমন করিলে পর, তাঁহার বন্ধুর মহাত্মা পুত্র জন্মিলেন।

উদ্ভট কথা।

দেবতা দগ্ধ করণ।

কতিপয় বৎসর অতীত হইল, ওয়ার্ড নামক শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ মিশনরি একদা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের মধ্য দিয়া গমন কালে, একটী দোকানে, নূতন নিয়মের এক খানি বাঙ্গালা অনুবাদ রাখিয়া যান। গ্রামের অনেকে সেই পুস্তক পাঠ করিত। প্রায় এক বৎসর পরে, তিন চারি জন ভদ্র লোক অন্ত ভাগে বর্ণিত বিষয়াদি বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত, উক্ত মিশনরির বাটীতে আগমন করেন। এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে, উক্ত গ্রামের সাত আট জন লোক প্রকাশ্যরূপে পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম স্বীকার করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে জগন্নাথ নামে এক জনের বিষয় আমরা পাঠকগণকে বিশেষ রূপে জ্ঞাত করিতেছি। ইনি বৈষ্ণব মন্ত্র উপাসক ছিলেন এবং অতি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জগন্নাথ দেবের সেবা করিতেন। উক্ত দেবের দারুময়ী মূর্ত্তি দর্শনার্থে অনেকবার উড়িষ্যা প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। উড়িষ্যানিবাসী এক জন ধনবান ব্যক্তি, বৃদ্ধ জগন্নাথকে এরূপ ধার্ম্মিক ও সাধু চরিত্র বলিয়া জানিতেন যে, তিনি জগন্নাথ ক্ষেত্রে বাস করিতে স্বীকৃত হইলে, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাঁহাকে মাসে মাসে কিছু অর্থ দান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। কিন্তু জগন্নাথ স্বীকৃত হন নাই। ঈশ্বর প্রসাদে তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল। তিনি প্রকৃত জগন্নাথকে চিনিতে পারিলেন। ওয়ার্ড সাহেবের নিকট নূতন নিয়মের সার সার শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়াতে কাল্পনিক জগন্নাথের উপর তাঁহার এমনি অভক্তি জন্মিল যে, তিনি সর্ব্ব প্রথমে গৃহস্থিত জগন্নাথ দেবের কাষ্ঠনির্ম্মিত বিগ্রহটী স্বীয় উদ্যানের এক বৃক্ষে কিছুদিন ঝুলাইয়া রাখেন, তৎপরে উহা লইয়া খণ্ড২ করিয়া ছেদন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অন্ন পাক করিলেন। জগন্নাথ মৃত্যু পর্য্যন্ত খ্রীষ্টেতে স্থির বিশ্বাসী ছিলেন। এই জগন্নাথের সহিত যে কয়েক জন বাপ্তাইজিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জনের বিলক্ষণ বুদ্ধি ও সাহস ছিল। ইহাঁরা উভয়ে অতিশয় যত্ন সহকারে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবন যাত্রা শেষ করেন। ইহাঁদিগের সাধুচরিত্র অবলোকন করিয়া সকলেই ইহাঁদিগের সমাদর করিতেন।

"জলের উপর তোমার ভক্ষ্য ছড়াইয়া দেও তাহাতে অনেক দিনের পরে ফল পাইবে।" উপর্য্যুক্ত ঘটনাই শাস্ত্রীয় এই বচনের প্রমাণ।

সন্দেশাবলী।

— আমরা কামাউন মিশনের এক খানি চমৎকার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার চমৎকারিতা এই যে, দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের কার্য্য-বিবরণ এক সঙ্গে প্রকাশ করা হইয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে আর দুই নহেন, কার্য্যতঃ এক বলিলেও হয়। ভরসা করি, আমরা এমত অনেক কার্য্য-বিবরণ পাইব। যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিণী সভার কার্য্য-বিবরণ প্রকা-

শের প্রণালী অবগত আছেন, তাঁহারা এই কথার তাৎপর্য্য সহজেই বুঝিবেন। কিন্তু যাঁহারা এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তঁাহাদের বিদিতার্থ কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক। এ দেশে ২০।২৫ টী মিশনারী সোসাইটী সংক্রান্ত উপদেশকগণ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। বৎসরান্তে তাঁহাদের পৃথক্২ কার্য্য-বিবরণ মুদ্রিত হয়। কখন২ এক মূল সম্প্রদায় সংক্রান্ত দুই তিনটী শাখা সম্প্রদায় থাকে; তাঁহাদেরও স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনী প্রকাশিত হয়। এরূপ যে অকারণে হয়, তাহা নহে। প্রত্যেক সম্প্রদায় ভুক্ত জনগণ স্ব স্ব দত্ত অর্থের স্বতন্ত্র হিসাব, ও তদ্দ্বারা দেশের কতদূর মঙ্গল সাধন হইল, জ্ঞাত হইতে চাহেন। সুতরাং পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ বিজ্ঞাপনী মুদ্রিত হয়। এই সকল ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার কার্য্য যে নিয়মক্রমে বিভিন্ন স্থলেই হয়, তাহা নহে। কখন২ এক নগরেই তিন চারিটী সম্প্রদায়ভুক্ত উপদেশকগণ প্রচারাদি করিয়া থাকেন। ঈদৃশ পৃথকতা যে নিতান্ত অহিতকর, তাহা নহে। বোধ হয়, ইহা দ্বারা পৃথক্২ সমাজভুক্ত উপদেশকগণের উৎসাহ ও অধ্যবসায় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ইহার অপকারিতাও অনেক। খ্রীষ্ট-সমাজে দলাদলীর ইহাই ফল ও প্রধান কারণ! দলাদলী না থাকিলে এরূপ হইত না। এরূপ না হইলেও, বিশেষ ভারতে, দলাদলি থাকিত না। আমরা এজন্য সম্প্রদায় বিশেষের দোষ দিতে পারি না। কারণ সকলেই সমান দোষী, অথবা নির্দ্দোষ কেহই নহেন। কিন্তু যাঁহারা এই অদূরদর্শিতা অতিক্রমণ পূর্ব্বক পরস্পর সম্মিলিত হইয়া অবিশ্বাসী মণ্ডলীর সমক্ষে খ্রীষ্ট-প্রেমের দৃষ্টান্ত-স্থল হয়েন, আমরা তাঁহাদিগের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ঈদৃশ কারণ বশতই আমরা কামাউন মিশনের গত বৎসরের কার্য্য-বিবরণ দৃষ্টে সন্তোষ লাভ করিলাম। কার্য্য-বিবরণ খানি খুলিয়াই দেখি যে, কামাউন অঞ্চলের “লণ্ডন মিশনারী সোসাইটী” ও “আমেরিকান মেথডিস্ট ইপিস্কোপেল সোসাইটী” সমবেত হইয়াছে। কেমন করিয়া হইল? কেন— এক স্থলে কার্য্য হইতেছে, একই অভিপ্রায়ে কার্য্য হইতেছে,—সকলেই এক প্রভুর দাস;—এক হবে না কেন? বিজ্ঞাপনী পাঠ করিতে লাগিলাম। দেখি, বিশেষ কয়েকজন সাংসারিক কর্ম্মচারী ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়ের যত্নেই এই মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। আহা, এমন ঔদার্য্য, ধর্ম্মভক্তি কি স্থলান্তরে দৃষ্ট হইতে পারে না? উক্ত বিজ্ঞাপনী পাঠে জানা গেল যে, কামাউন অঞ্চলে, ২৭টী বালক ও ৭ টী বালিকা বিদ্যালয় এবং ১ টী কুষ্ঠ-নিবাস, ৩ টী চিকিৎসালয় আছে। ৪ জন বিদেশীয় ও ১৪ জন দেশীয় উপদেশক কার্য্য করিতেছেন। ২৩৬ জন খ্রীষ্ট ভক্ত, তন্মধ্যে ১০১ জন মণ্ডলীভুক্ত। ১৬৫৭ জন বালক ও ১৩৩ জন বালিকা নিয়ত অধ্যয়ন করে। আলমোরা, নাইনীতাল, ঘরওয়াল ও রাণী খেত মিশনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে! কিন্তু খরচ পত্রের হিসাব দেওয়া হয় নাই। উচিত কারণেই দেওয়া হয় নাই। জগদীশ্বর করুন, যেন ঈদৃশ একতা সর্ব্বত্রে সাধিত হয়।

—আর একখানি বিজ্ঞাপনী পাঠেও আমরা যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিলাম। এখানি সিমলা মিশনের কার্য্য-বিবরণ। সিমলা-মিশন! কোন্ বিলাতীয় সম্প্রদায় ইহার স্থাপয়িতা? কোন্ বিলাতীয় ভ্রাতৃগণ ইহার কর্ম্মচারী? পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, দুইজন বিশেষ একজন দেশীয় ভ্রাতার প্রযত্নে ইহা সংস্থাপিত। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের সঙ্গে বহুসংখ্যক খ্রীষ্ট ভক্ত প্রতি বৎসর হিমালয়ে গমন করিয়া থাকেন। আমাদের উক্ত দুই প্রিয়বন্ধু, গুলজার ও শিবচন্দ্র বাবু,—ইহাঁদের নাম করিতেছি, ভরসা করি, ইহাঁরা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন—কিসে সঙ্গী দেশীয় খ্রীষ্টভক্তগণ ধর্ম্মে

সুস্থির থাকেন ও স্থানীয় লোকেরা খ্রীষ্টের অপূর্ব্ব প্রেমের পরিচয় পান, তাহাই অনুসন্ধান করেন। ইহাঁদের উভয়ের, বিশেষ গুলজার বাবুর যত্নে একটী মিশন স্থাপিত হইয়াছে। এই মিশন সংক্রান্ত একটী উপাসনা মন্দির, একটী বিদ্যালয় ও একটী উপদেশকের বাস-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। কয়েক জন প্রচারক ও শিক্ষকও নিযুক্ত আছেন। একটী বালিকা ও একটী বালক বিদ্যালয় আছে। গত বৎসর একটী প্রচারালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। ৪ জন বাপ্তাইজিত হইয়াছেন। ১৩৪৭ টাকা গত বৎসর আদায় এবং ১৫৫৭ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ২১০ টাকার অকুলান। ভরসা করি, দেশীয় ভ্রাতৃগণ ইহার সকল না পারেন, অধিকাংশ দিবেন। উক্ত বিবরণ পাঠে আমাদের দুই একটী ভাবের উদয় হইয়াছে। নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

প্রথম। ইহাঁরা যদি সাংসারিক কর্ম্ম কার্য্য করিয়াও ধর্ম্ম বৃদ্ধির জন্য এত দূর করিতে পারিয়া থাকেন, অন্যে পারেন না কেন? ইচ্ছা নাই, তাই পারেন না। সময়াভাব প্রকৃত কারণ হইতে পারে না। কাহার কাহার সম্বন্ধে এমনও দেখা গিয়াছে যে, অর্থ লাভ সত্ত্বে, কার্য্য স্থলে নিয়মিত রূপে পরিশ্রম করিয়াও, তাঁহারা অন্যান্য কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত, কিন্তু খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি জন্য শ্রম করিতে হইলে ভার বোধ করেন। ইহাতে কি সময়াভাব বুঝায়?

দ্বিতীয়। এই মিশনটি দেশীয় ভ্রাতৃগণের চেষ্টার্জ্জিত ধন। ইহার শ্রীবৃদ্ধি জন্য দেশীয় খ্রীষ্টভক্তগণের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত; কিন্তু তাঁহারা করেন না। দাতৃ সংখ্যা পাঠে জানিলাম, দুই একজন মাত্র বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান সিমলা মিশনের জন্য অর্থ দান করিয়াছেন। এরূপ যেন আর না হয়।

গুলজার ও শিবচন্দ্র বাবুর প্রতি জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ বাহুল্যরূপে বর্ত্তুক ও তাঁহাদের কার্য্য অধিক পরিমাণে সফল হউক, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

—গত ফাল্গুন মাসে ভবানীপুরের খ্রীষ্টমন্দিরে এক বিশেষ সভা হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার সংক্ষেপ বিবরণ পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিতেছি।

ভবানীপুরের মণ্ডলীর উপদেশক বাবু সূর্য্য কুমার ঘোষ অনেক দিবসাবধি বিনা বেতনে মণ্ডলীর তত্ত্বাবধারণ করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে অন্যান্য কার্য্য বশতঃ মণ্ডলীর কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন না বলিয়া, মণ্ডলীস্থগণ তাঁহার ইচ্ছা ক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে মণ্ডলীর সহাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন। প্যারী বাবু ইতি পূর্ব্বে কানপুরে আমেরিকান মেথডিস্ট ইপিস্কোপেল মিশন সংক্রান্ত প্রচারক ছিলেন এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়াও ভবানীপুরের মণ্ডলীর নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিয়াছেন। প্যারী বাবুর ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ভার মণ্ডলীস্থগণ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া পাঠকগণ সন্তুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। প্যারী বাবু যে কেবল মণ্ডলীর তত্ত্বাবধারণ করিবেন, তাহা নহে, হিন্দু মুসলমানদের নিকট ধর্ম্ম প্রচারও করিবেন। ইহাঁকে এই মহৎকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য এক প্রকাশ্য সভা হয়। জগদীশ্বর বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। চন্দ্র বাবু শাস্ত্র পাঠ ও প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। তারাপ্রসাদ বাবু সময়োচিত প্রশ্নাদি করেন। সূর্য্য বাবু হস্তার্পণ সূচক প্রার্থনা করেন। গুলজার বাবু প্যারী বাবুকে কয়েকটী সৎপরামর্শ দেন। এবং গুরুদাস বাবু মণ্ডলীস্থগণের উপকারার্থে উপদেশ দান করেন। এই উপলক্ষে প্রথম বার ভবানীপুরের উপাসনা মন্দিরে সবাদ্য খ্রীষ্টসংগীত হয়। অন্যূন ৩০০ দেশীয় ও বিদেশীয় ভ্রাতা ভগিনীগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই আনন্দিতান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া-

ছিলেন, সন্দেহ নাই। কেন না করিবেন? খ্রীষ্ট মণ্ডলী স্বাধীন হইলে, (স্বাধীন মণ্ডলী এ দেশে কটী আছে?) কেহ খ্রীষ্টের কার্য্যে অভিনিযুক্ত হইলে, নানা মণ্ডলীর লোকে সমুপস্থিত হইয়া এই গুরুতর কার্য্য সমাধা করিলে, কাহার্ না মন আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে? আমরাও আহ্লাদের সহিত এই শুভ সমাচার সকলকে জ্ঞাত করিতেছি। প্রার্থনা করি, প্যারী বাবু ঈশ্বরের প্রসাদভাজন ও দীর্ঘজীবী হইয়া ভবানীপুরের মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধি করিতে থাকুন।

— পাঠকগণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, কলিকাতাস্থ মিশনরী বিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগগুলির সমবেত হইবার কথা হইতেছে। উপর্য্যুক্ত প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দুইটী বিভাগ আছে। একটী প্রধান বা উচ্চ বিভাগ, অপরটী নিম্ন বিভাগ। নিম্ন বিভাগে অনেক ছাত্র, উচ্চ বিভাগে অতি অল্প। ব্যয় উচ্চ বিভাগে অপেক্ষাকৃত অধিক। এই রূপ নিমতলায়, ফ্রি চর্চ্চের; হেদুয়ায়, স্কচ্ চর্চ্চের; পটলডাঙ্গায়, কেথিড্রেল মিশনের এবং ভবানীপুরে, লণ্ডন মিশনের একটী বিদ্যালয় আছে। এই চারিটী বিদ্যালয়ের উচ্চবিভাগের ছাত্র লইয়া একটী উত্তম বিদ্যালয় হইতে পারে। অথচ ব্যয়ের বিশেষ বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। সকল সম্প্রদায়েরই এক এক জন করিয়া মিশনরি ইহাতে শিক্ষকতা করিতে পারেন। কার্য্য সুচারুরূপে চলিবে; পড়াইয়া সুখ, ব্যয়ের লাঘব, একতার বৃদ্ধি। এক্ষণে যেমন এক একটী বিদ্যালয়ে তিন চারি জন করিয়া মিশনরী নিযুক্ত আছেন, তদ্রূপ আর আবশ্যক হইবে না; সুতরাং তাঁহারা প্রচারাদি কার্য্য অনায়াসে করিতে পারিবেন। উপর্য্যুক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ মিলিয়া অনেক বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিলাতীয় কর্তৃপক্ষীয়গণের বাধা না থাকিলে নিতান্তই একটী সমবেত মিশনরী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবেন। এতদুপলক্ষে কেহ কেহ এই তর্ক তুলিয়াছেন, সমবেত বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র খ্রীষ্টীয়ান হইতে অভিলাষী হইলে, তিনি কোন্ সম্প্রদায় সংক্রান্ত উপাসনা মন্দিরে বাপ্তাইজিত হইবেন? উত্তর, যেখানে তাঁহার ইচ্ছা। এই সময়ে সমবেত মণ্ডলী হইলে ভাল হয়। ইদানীন্তন এ বিষয়ে অনেক আন্দোলন হইতেছে। ভিন্ন২ মণ্ডলীভুক্ত ভ্রাতৃগণ এ জন্য কয়েকটী সভা করিয়াছেন। বিলাতীয় কয়েক জন মিশনরীরও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। সম্প্রতি উপদেশক সমাজেও এই বিষয়ের আন্দোলন হইয়াছে। শুভস্য শীঘ্রং।

— অনেকে বলেন, খ্রীষ্টীয়ানেরা বাপ্তাইজিত হইয়া বাড়ী থাকে না কেন? থাকিবার উপায় নাই, তাই থাকে না; কিন্তু ইচ্ছা সকলকারই আছে। হিন্দুসমাজে গোরু বা মদ খাইয়া থাকিতে পারা যায়; নাস্তিক হও, ব্রাহ্ম হও, বাপ মা কিছু বলিবেন না। কিন্তু বাপ্তাইজিত হও, আর ঘরে লইবেন না। কেন? তাঁরাই জানেন—কিন্তু লইবেন না নিশ্চয়। তবে যে অদ্যাপি কেহ২ এরূপ করিতে বলেন? হিন্দু সমাজের অবস্থা জানেন না, তাই বলেন। সম্প্রতি বহুবাজারের শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ ভবানীপুরের উপাসনামন্দিরে প্রকাশ্য রূপে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পিতৃগৃহে থাকিবার অভিলাষে অনেক যত্ন পান। কয়েক দিন ছিলেনও, কিন্তু তাঁহার পিতা অগত্যা শরৎ বাবুকে সস্ত্রীক তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করিতে বলেন। শরৎ বাবু কর্ম্ম কায করেন, তাঁহার যথেষ্ট পিতৃভক্তি আছে—তাঁহার পিতারও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ। কিন্তু তথাপি শরৎ বাবুকে বিদায় করিয়াছেন। তাঁহাকে নিজ বাটীতে স্থান দিতে পারিলে কি দিতেন না?

সরলা ।

উপন্যাস ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জলপিগুরির সেই ঘটনা অবধি আমার সাংসারিক বিষয়ে অতিশয় বিরক্তি হইল। সংসারের কিছুই আমার ভাল লাগিত না। মেডিকেল কলেজে যাহাদের সঙ্গে একত্র পড়িতাম, তাহাদের মধ্যে একজন খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন। তাঁহার নাম বেণীমাধব বসু। বেণীমাধবের সঙ্গে আমার বিলক্ষণ বন্ধুতা হইল। বেণীমাধব অতি সৎলোক। তাঁহারও দশা কথকাংশে আমার দশার তুল্য। তিনি খ্রীষ্টীয়ান হওয়াতে তাঁহার শ্বশুর তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার নিকট আসিতে দিতেছেন না। ইহা তাঁহার অতীব অসুখের কারণ হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদা আমার নিকট তাঁহার স্ত্রীর উপলক্ষে কথোপকথন করিতেন। কিন্তু দেখিলাম, তিনি অনায়াসে এ দুঃখ সহ্য করিতেছেন। আমার তাঁহাকে অদ্ভুত মানুষ বলিয়া বোধ হইল।

আমি তাঁহার নিকট সরলার বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম। আর সেই জন্য যে আমার মন কেমন ব্যাকুল হইয়া আছে, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি আমাকে এক সৎপরামর্শ দিলেন। কহিলেন, "ধর্ম্মই মনুষ্য মনের প্রধান উপজীবিকা। যাহার মনে ধর্ম্মরস সিক্ত হয় নাই, তাহার মন নীরস—মরুভূমি। যে মন ধর্ম্মরসাভিষিক্ত হইয়াছে, সে মন উৎকৃষ্ট উর্ব্বরা ভূমির সদৃশ। তাহাতে কোন বীজবপন করিলে অঙ্কুরিত ও ফলবান হয়। আমি দেখিয়াছি, তোমার মন ধর্ম্মবর্জ্জিত। তুমি ধর্ম্ম বিষয় কখনও চিন্তাও কর নাই। যদি ধর্ম্ম বিষয়ে তোমার মন স্থির থাকিত, তাহা হইলে এ সকল সাংসারিক দুঃখে বিচলিত হইতে না। দেখ, পর্ব্বতে আঘাত করিলে যেমন গিরিবর বিচলিত হয় না, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোকের মন সাংসারিক কষ্টে চঞ্চলিত হয় না, তুমি যদি এই সকল কষ্ট অক্লেশে সহিতে চাহ, যদি এই শোক দুঃখ সঙ্কুল পৃথিবীতে পবিত্র আন্তরিক সুখ ভোগ করিতে চাহ, ধর্ম্ম বিষয় আলোচনা কর।"

বেণীমাধবের কথা চিন্তা করিতে২ আমি বাসাবাটীতে আইলাম। সমস্ত রাত্রি বেণীমাধবের কথাই ভাবিলাম। ভাবিয়া স্থির করিলাম, আমি ধর্ম্মবিষয় আলোচনা করিব। তাহা হইলে সরলার কথা ভুলিতে পারিব। কিন্তু সরলার কথা ভুলিতেও যে আবার ইচ্ছা হয় না। পরদিন বেণীমাধবের সঙ্গে ধর্ম্মানুসন্ধান বিষয়ে আরো পরামর্শ করিলাম। তিনি আমাকে বাইবেল ও তৎসম্বন্ধীয় কয়েক খানি পুস্তক পড়িতে পরামর্শ দিলেন। আমি মনোযোগ সহকারে তাহাই পড়িতে লাগিলাম। আমি ধর্ম্মপুস্তকের আদি ভাগের অনেক ইতিহাস জানিতাম। তাহা আমাদিগকে সেই মেম শিখাইয়াছিলেন। অন্তভাগের স্থূল বিবরণ জানি-

তাম। এক্ষণে বাইবেলের বিবরণ বুঝিতে আমার কষ্ট হইল না। আমি অতিশয় আগ্রহ সহকারে অন্তভাগ পড়িলাম। উহা যত পড়িতে লাগিলাম, ততই আমার মন এক নব আনন্দরসে পূর্ণ হইতে লাগিল। আমি প্রতি দিন প্রার্থনা করিয়া ধর্ম্মপুস্তক পড়িতাম। পড়িয়া আবার প্রার্থনা করিতাম। এইরূপে এক বৎসর গত হইল। দেখিলাম, আমি মহাপাপী। আমার পাপরাশি মার্জ্জিত না হইলে আমি পরিত্রাণ পাইব না। দেখিলাম যে, যীশু আমার পাপভার লইয়া মরিয়াছেন। আমি তাঁহার শরণাগত হইলাম। তাঁহাতে আমার বিশ্বাস হইল। এখন আমার মনের ভার অনেক লঘু হইল। কেননা এখন আমার মন সান্ত্বনা লাভ করিবার এক বিষয় পাইল। প্রিয় বন্ধু বেণীমাধবের নিকট আমার মনের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বলিলাম। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু বাপ্তাইজিত হইতে সাহস হইল না। ভাবিয়া দেখিলাম, বাপ্তাইজিত হইলে পিতা ত্যাগ করিবেন, জ্ঞাতি কুটুম্ব পাঁচজনে ত্যাগ করিবে। অতএব বাপ্তাইজিত হওয়া কঠিন হইল। খ্রীষ্টীয়ান হইলে এই সকল অসুবিধা হইবে ভাবিয়া খ্রীষ্টের বিষয় ভাবিতে ক্ষান্ত হইলাম। দিন কতক ধর্ম্ম বিষয় ভাবিলাম না। কিন্তু দেখিলাম, তাহাতে মনে আবার পূর্ব্বের ন্যায় অশান্তিভাব বৃদ্ধি পাইল। দুই এক জন ব্রাহ্ম বন্ধুর সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজেও যাইতে লাগিলাম। তাঁহাদের ধর্ম্মমত সমস্ত অবগত হইলাম। কিন্তু তাহাতে মন তৃপ্ত হইল না। তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মমতের সঙ্গে তুলনা করিলাম। তুলনা করিয়া দেখিলাম, মনুষ্যকল্পিত উপায় অপেক্ষা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করাই ভাল। আবার আমি বাইবেল পড়িতে লাগিলাম। এবারে বাপ্তাইজিত হওয়া স্থির করিলাম। ইহার কিছু দিন পরে আমি বাপ্তিস্মদ্বারা প্রকাশ্যরূপে যীশুকে আপন ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলাম। পিতাকে এ সংবাদ লিখিলাম। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তথাপি মধ্যে২ আমাকে পত্রাদি লিখিতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই রূপে পাঁচ বৎসর গত হইল। আমার মেডিকেল কলেজের পড়া শেষ হইল। আমি ডাক্তার হইয়া পশ্চিমে গেলাম। পশ্চিমে গিয়া দুইটী সংবাদ শুনিলাম। একটী শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, আর একটী শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। প্রথমে একখানি মিশনরি রিপোর্টে দেখিলাম, পেশোয়ার নগরে সরলা বাপ্তাইজিত হইয়াছেন। রিপোর্টে তাঁহার সংক্ষেপ জীবন চরিত লিখিত ছিল। তাঁহার পিতার নাম ও কর্ণেল হামিল্টনের মেমের নাম লিখিত ছিল। তাহাতে আরো লিখিত ছিল যে সরলার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। মনিপুরের বৃত্তান্তও লিখিত ছিল। সুতরাং এই সরলাই যে আমার সরলা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ রহিল না। আর এক সংবাদ শুনিলাম, আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্বের সংবাদ যেমন আনন্দ-

দায়ক, পরের সংবাদ তেমনি দুঃখদায়ক হইল। আমি কানপুর নগরে ছিলাম। ইহার চারি মাস পরে লাহোর হইতে আগত এক জন মিশনরির প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, সরলা বিবি হামিল্টনের সঙ্গে ইংলণ্ডে গিয়াছেন। শুনিয়া আরও সন্তুষ্ট হইলাম। আমারও ইংলণ্ডে যাইবার বাসনা হইল। ইহার আট মাস পরে আমি লক্ষ্ণৌনগরে প্রেরিত হইলাম। পশ্চিমে গিয়া অবধি আমি ইংরাজদের মতন পোশাক করিতাম। সাধারণ লোকে আমাকে ডাক্তার সাহেব বলিত। ইংরেজি পোশাক পরিতাম কেন? বাঙ্গালি পোশাক পরিলে সে দেশের লোকে তত মান্য করে না।

আমার লক্ষ্ণৌনগরে আসিবার চারি মাস পরে ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহিগণ কানপুরে নির্দ্দয় হত্যাকাণ্ড করিল। দিল্লী গেল, আগ্রা গেল, ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত। লক্ষ্ণৌয়ের সিপাহিরা বিদ্রোহী হইল। অনেক ইংরাজ হত ও আহত হইল। আমরা লক্ষ্ণৌস্থ রেসিডেন্সির মধ্যে আশ্রয় লইলাম। শত্রুরা বহির্দ্দেশ হইতে অজস্র গোলা গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। আমরাও যথাসাধ্য গোলা বর্ষণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলাম। আমাদের মধ্যে অনেকে হত ও অনেকে আহত হইলেন। সর হেনরি লরেন্স আমাদের প্রধান। বেণীমাধব যে কহিয়াছিলেন, ধার্ম্মিক লোকের মন সাংসারিক বিপদে বিচলিত হয় না, তাহার প্রমাণ হেনরি লরেন্স। এই ভয়ানক বিপদেও তিনি পূর্ব্ববৎ গম্ভীর। তিনি যে কুঠরীতে থাকিতেন, সেই কুঠরীর মধ্য দিয়া অনেকবার শত্রুপক্ষনিক্ষিপ্ত গোলা চলিয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি অবিচলিত। অবশেষে তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। যে দিন তিনি আহত হন, সে দিন আমিও আহত হই। আমার দক্ষিণ স্কন্ধে বন্দুকের গুলি লাগিবামাত্র আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। শোণিতে আমার পরিধেয় বস্ত্র ভাসিয়া গেল। প্রাতঃকালে আট ঘটিকার সময়ে আমি আহত হই।

সন্ধ্যার পরে আমি চেতনা প্রাপ্ত হইলাম। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখি, আমার শিয়রে এক আনন্দময়ী রমণীমূর্ত্তি বিরাজিত। তিনি আমাকে মৃদু ব্যজন করিতেছিলেন। আমি প্রথমতঃ তাঁহাকে দেখিয়া স্বপ্নবৎ বোধ করিলাম। আবার ভাল করিয়া তাঁহার মুখপ্রতি নিরীক্ষণ করিলাম; বোধ হইল, যেন তাঁহাকে কোথাও দেখিয়াছি। নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কোথায় দেখিয়াছি। কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পুনরায় নয়নোন্মীলিত করিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুকোমল মুখমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। অলকদাম স্বেদজড়িত হইয়া গণ্ডদেশে পড়িয়াছে। ব্যজনচ্ছলে তাঁহার সুমৃণাল ভুজলতা অতি কমনীয় ভাবে আন্দোলিত হইতেছে। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাকে ইংরাজ কামিনী ভাবিয়া ইংরাজীতে জিজ্ঞাসিলাম, "এখন রাত্রি কত?"

তিনি বলিলেন, "আট ঘটিকা।"

এই বলিয়া তিনি ডাক্তার ডাকিতে

বাহিরে গেলেন। আমি তাঁহার মৃদুমন্দ গমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তিনি চলিয়া গেলে গৃহ অন্ধকার বোধ হইল। অনতিবিলম্বে তিনি ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আইলেন। ডাক্তার প্রথমে আমাকে আহার দিতে বলিয়া বলিলেন, "আপনার স্কন্ধদেশে বন্দুকের গুলি রহিয়াছে। উহা বাহির করিতে হইবে। উহা বাহির করিলে জানিতে পারিব, আপনি বাঁচিবেন কি না?'"

কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার উপযুক্ত আহার আসিল। সেই আনন্দময়ী রমণী তাহা আমার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। আহার করিয়া আমার যাতনা একটু লঘু হইল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে দুই জন ডাক্তার আসিয়া আমাকে ক্লোরাফরম দিয়া অজ্ঞান করিলেন। অল্পক্ষণ পরে আমি চেতনা প্রাপ্ত হইলাম। তখন প্রাণান্তক যাতনা হইল। তখন গুলি বাহির করা হইয়াছিল। আমি যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলাম। ইহা দেখিয়া সেই সুন্দরী অতিশয় কাতরা হইলেন।

এই রূপ কষ্টে রাত্রি যাপন হইল। শেষ রাত্রে আমার একটু তন্দ্রা হইয়াছিল। প্রাতে জাগিয়া দেখি, সেই আনন্দময়ী রমণী আমার শিয়রে এক বেত্রাসনে বসিয়া আমাকে ব্যজন করিতেছেন। আবার ডাক্তার আসিলেন। আমি নিজেই বোধ করিয়াছিলাম, আর বাঁচিব না। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও তাহাই বলিলেন। আমি মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম, ডাক্তার চলিয়া গেলে সেই রমণী ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। আমার বোধ হইল, যেন স্বর্গীয় দূতে আমার জন্য পিতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। প্রার্থনার কিয়ৎক্ষণ পরে সেই আনন্দময়ী রমণী আমাকে বলিলেন, "আপনার বড় কষ্ট হইতেছে।"

আমি বলিলাম, "যার পর নাই কষ্ট হইতেছে, কিন্তু আমাদের ত্রাণকর্ত্তা আমাদের জন্য ইহা অপেক্ষাও অধিক কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন।"

কিয়ৎক্ষণ তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। পরে বলিলেন, "আপনার কি স্ত্রীপুত্র কেহ আছে?"

এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহার মুখ প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। যখন জানিলাম যে, আমার চক্ষু বাস্পপূর্ণ হইয়াছে, তখন মুখ ফিরাইলাম। একটু কাঁদিলাম। ইহা দেখিয়া সেই যুবতী কুণ্ঠিতা হইলেন। আমার সরলার কথা মনে পড়িয়াছিল। দেখিলাম, ইহাঁর ও সরলার মুখশ্রীতে অনেক সাদৃশ্য আছে।

আমি বলিলাম, "আমার এ সংসারে কেহ নাই। একটী বালিকাকে আমি বাল্যকাল হইতে ভাল বাসিতাম। সে এখন জীবিত আছে কি মরিয়াছে, তাহা জানি না। কিন্তু শুনিয়াছি, সে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে, যদি সে মরিয়া থাকে, অচিরাৎ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। আর যদি জীবিত থাকে, আমি তাহার জন্য স্বর্গে থাকিয়া অপেক্ষা করিব।" এই বলিয়া আমি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম। আবার বলিলাম, " কলিকা-

তায় আমার এক বন্ধু আছেন। তাঁহার নাম বেণীমাধব বসু। আপনি তাঁহার নাম লিখিয়া রাখুন। যদি আপনি এ বিপদ হইতে রক্ষা পায়েন, আমার যে কিছু আছে, তাহা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবেন। বলিবেন যে তাহার অর্দ্ধাংশ তিনি যেন অনুসন্ধান করিয়া, যে বালিকাকে আমি ভাল বাসিতাম, তাহাকে দেন। অপর অর্দ্ধাংশ ধর্ম্মার্থ দান করেন।" এই বলিয়া আবার নীরব হইলাম, আবার কাঁদিলাম। তিনি এই সকল লিখিয়া রাখিলেন।

আমি আবার বলিলাম, "আমার বাক্‌সে দশ সহস্র টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে, তাহা আমার বন্ধুকে দিবেন। আর আমার বাক্‌সে একটী ফটগ্রাফ আছে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া একবার বাহির করুন, জন্মের মত সেই মুখ একবার দেখিব, দেখিয়া মরিব।"

তিনি অনতিবিলম্বে যত্নরক্ষিত সেই ফটগ্রাফ বাহির করিলেন। বাহির করিয়া, তাহা হাতে করিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় একটু দাঁড়াইলেন। পরে আনিয়া আমার হাতে দিলেন। দিয়া মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ফটগ্রাফ্ খানি প্রাণ ভরিয়া দেখিলাম। দেখিয়া বক্ষে স্থাপন করিলাম।

তখন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্তই আমার মনে পড়িল। সরলার সেই মনোহারিণী মূর্ত্তি আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। মনে হইল, সরলা যেন আমার নিকটে উপস্থিত। মনে হইল, এ সময়ে যদি সরলাকে একটীবার দেখিতে পাইতাম, এই মৃত্যু-শয্যাও আমার সুখ-শয্যা হইত। আমার শরীর রোমাঞ্চ হইল। নয়নজল গণ্ডদেশ বহিয়া উপাধানে পড়িতে লাগিল। আমার স্কন্ধদেশের ক্ষত দিয়া আবার শোণিতপ্রবাহ অদমনীয় বেগে ছুটিতে লাগিল। ক্রমে২ আমার চেতনা লুপ্ত হইতে লাগিল। শরীর অবশ হইয়া আসিল। আমি আবার অচেতন হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমার অচেতন অবস্থায় কি কি ঘটিয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু এই মৃত্যুশয্যায়ও যে আনন্দময়ীর প্রশান্ত স্বর্গকন্যা সদৃশ মুখশ্রী দেখিয়া, যাঁহার অমৃতানুপম বাক্য শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম, চেতনা লাভ করিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। আর আমার সরলার যে ফটগ্রাফ্‌খানি বক্ষে ছিল, তাহাও দেখিলাম না। আবার দেখিলাম, আমার শয্যাস্তরণ ও উপাধান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ক্ষত স্থান নূতন বস্ত্রখণ্ডে আবৃত হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া বোধ হইল, অচেতন অবস্থায় আমি একাকী নিরাশ্রয় ছিলাম না। আবার দেখিলাম, আমার গৃহের অপর প্রান্তে আর এক ব্যক্তি শায়িত। দেখিলাম, তাঁহার ঊরুদেশ বস্ত্রখণ্ডে আবৃত। তাহাতে বুঝিলাম, উহাঁর ঊরুদেশে গোলা লাগিয়াছে। তিনি প্রায় জ্ঞানরহিত হইয়া পড়িয়া আছেন। আর একটী বয়স্কা স্ত্রীলোক তাঁহার শয্যার পার্শ্বে অতি দুঃখিত বদনে বসিয়া আছেন। ঐ বিষণ্ণ বদনা কামিনী ঐ আহত ব্যক্তির

স্ত্রী। আমি তাঁহাদিগকে চিনিতাম। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়ে অতি ধর্ম্মপরায়ণ। আহত ব্যক্তির নাম, কাপ্তান মার্টিন। আমাকে চেতনাপ্রাপ্ত দেখিয়া একটী প্রাচীনা ইংরাজমহিলা আমার নিকটে আসিলেন। আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আপনি নিজে ডাক্তর, অতএব আপনি যে কেমন গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন, তাহা জানেন। এ সময়ে আপনার পূর্ব্ব কথা সকলই ভুলিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মরণ নিকটবর্ত্তী, এ সময়ে কেবল সেই ত্রাণকর্ত্তার প্রতি মন স্থির রাখুন।"

আমি বলিলাম, "বিবি, আপনার নিকট আমি বড় বাধ্য হইলাম। আমি নরাধম পাপী। কিন্তু যীশু ত আমাকে আপনার অমূল্য শোণিতদ্বারা ক্রয় করিয়াছেন। আপনি কি মনে করেন, আমি মরিতে ভয় করি? মরণ আমার মঙ্গলকর। মরিলেই ইহকালের যবনিকা উত্তোলিত হইবে। আমি যীশুর মুখ দেখিতে পাইব। তিনি ভিন্ন আমার সান্ত্বনার উপায় আর কিছু নাই। এই সংসার সাগরে তিনি কর্ণধার। আমি তাঁহার মুখ চাহিয়া এত দুঃখ, এত কষ্ট সহিয়াছি। আমি মরিতে ভয় করি না। কিন্তু—" এই বলিয়া আমি আবার কাঁদিলাম। প্রাচীনা আমার শিয়র দেশে বসিয়া আমাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। আর বলিলেন, "সকল ভুলিয়া গিয়া কেবল প্রার্থনা কর। ধৈর্য্য অবলম্বন কর। যে কয় দিন পৃথিবীতে থাক, তাহা তোমার ত্রাণকর্ত্তার নিকট প্রার্থনা করিয়া যাপন কর।"

তাঁহার কথানুসারে আমি মনে২ প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনা করিতে২ তন্দ্রা আসিল; নিদ্রিত হইলাম।

এই রূপে এক পক্ষ গত হইল। আমার স্কন্ধদেশের ক্ষত হইতে আর শোণিত নির্গত হইল না। আমি কিয়ৎপরিমাণে বল লাভ করিলাম। এই প্রাচীনাই এখন আমার সেবা শুশ্রূষা করেন। আর সে প্রেমময়ীকে দেখিতে পাইলাম না। আমার পার্শ্বে আর যে এক ব্যক্তি শয্যাগত ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইল। এখন আমি এই গৃহে একাকী।

এখন আমি অনেক সবল হইয়াছি। এখন যষ্টি অবলম্বন করিয়া কক্ষ মধ্যে পাদচারণ করিতে পারি। এখন বাঁচিবার আশা হইল। সে আশা ক্রমে প্রবলা হইল। সরলার কথা ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিন্তু ভুলি নাই—সরলার বিষয় আবার ভাবিতে লাগিলাম। এখন বুঝিলাম যে, আর সে প্রতিরূপ দেখিলে রক্তস্রাব হইবে না। আর অচেতন হইব না। সে ফটগ্রাফখানি দেখিবার বাসনা হইল। যষ্টি অবলম্বন করিয়া বাক্‌সের নিকটে গমন করিলাম। বাক্স খুলিলাম। কিন্তু হতাশ হইলাম। সে লাবণ্যময়ীর প্রতিকৃতি, বাক্স মধ্যে দেখিতে পাইলাম না। নিরাশ হইয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলাম। শুইয়া২ মনোমধ্যে সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছি—এমন সময়ে গৃহমধ্যে মৃদুমন্দ পাদসঞ্চার শব্দ শ্রবণগোচর হইল। নয়নোন্মীলন করিলাম। দেখিলাম, যে আনন্দময়ী আমাকে রুগ্নশয্যায় স্বীয় মৃণালভুজ আন্দোলন করিয়া ব্যজন করিতেন,

তিনি আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি মস্তক আন্দোলন করিয়া সম্ভাষণ করিলাম। তিনি আসিয়া আমার শিয়র দেশস্থিত বেত্রাসনে উপবেশন করিলেন। এবং জিজ্ঞাসিলেন, "আজি আপনি কেমন আছেন?"

আমি বলিলাম, "অনেক ভাল আছি।" আপনি আমার পরম উপকার করিয়াছেন। আমি আপনার ঋণ শোধ করিতে পারিব না।"

তিনি তেমনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমা হতে আপনার উপকার হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা আমার কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিয়াছি। পুরুষেরা এস্থানে সকলের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহারা আহত হইলে তাঁহাদের সেবা করা আমাদের কর্ত্তব্য।"

আমি তথাপি আবার বলিলাম, "আপনি বড় দয়াবতী, আপনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন।"

তিনি বলিলেন "ও কথা আর উল্লেখ করিবেন না।"

আমি কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমার সেই যত্নরক্ষিত ফটগ্রাফ খানি আমার গৃহে নাই, তাহা কি হইয়াছে, আপনি জানেন? যদি জানেন, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন?"

তিনি ক্ষণেক নীরবে রহিলেন। যেন কিছু ভাবিলেন। বলিলেন, "তাহা আছে। যাহার প্রতিকৃতি, তাহারই নিকট আছে।"

আমি বলিলাম, "সে কি? আমার সরলা কি এই রেসিডেন্সির মধ্যে আছেন? তাহা হইলে অবশ্য এ সময়ে আমার নিকট আসিতেন!"

তিনি বলিলেন, "এই স্থানেই আছেন—রুগ্নশয্যায় তিনি আপনার নিকটেও আসিয়াছিলেন—আপনি তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনিও আপনাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই—চিনিতে পারিয়া আসা বন্ধ করিয়াছিলেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "রুগ্ন শয্যায় আপনি ভিন্ন আর কেহ কি আমার নিকট আসিয়াছিলেন?" তিনি বলিলেন, "অনেকে।"

আমি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া উঠিয়া শয্যায় বসিলাম। এবং বলিলাম, "তিনি এখানে কি প্রকারে আসিলেন?"

"তিনি এখানে কি প্রকারে আসিলেন, কোথায় ছিলেন, কি কি ঘটিয়াছিল, আমি সে সকলই বলিতে পারি।"

"তবে অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন?"

"বলিতে পারি, কিন্তু ভয়, পাছে আপনি আবার অচেতন হইয়া পড়েন। তাহলে হিতে বিপরীত হবে।"

"আর আমি অচেতন হইব না। আমি এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া তিনি সরলার বৃত্তান্ত আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন;—

"আপনার মনে আছে, ঢাকায় থাকা কালে, সরলার পিসি আপনাকে সরলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, তখন সরলার বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃক্রম হইয়াছিল। আর সরলার পিতা তাঁহার

বিবাহের চেষ্টায় ছিলেন। সরলার পিসির ও পিতার সন্দেহ হইয়াছিল যে, আপনি সরলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের বাটীতে গিয়া থাকেন। বাঙ্গালি জাতিকে তাঁহারা ঘৃণা করেন, আর সরলা ব্রাহ্মণের কন্যা। এদেশের রীত্যনুসারে তাঁহার সহিত আপনার বিবাহ হইতে পারিত না। এই জন্য নিষেধ করিয়াছিলেন।

"জলপিগুরিতে আপনি যখন যান, তখন সরলার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। যে যুবকের সঙ্গে বিবাহের কথা স্থির হয়, সে ঐ পল্টনে কর্ম্ম করিত; সেও ঐ বাটীতে থাকিত। সে ও তাহার ভ্রাতা সরলার পিসির নিকট শুনিয়াছিল যে, সরলা একজন বাঙ্গালি বাবুকে ভাল বাসিত। এই জন্য ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাহারা আপনাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। সে সকল কথা মহাদেব পাঁড়ে কিছুই জানিতেন না। সরলা সকলই জানিতেন। যখন তাহারা সেই যুবককে হত করিল, সরলা জানিতে পাইয়াছিলেন। তিনি প্রাতে মহাদেব পাঁড়ের নিকট সমস্ত প্রকাশ করেন। তাহাতে ভারি গোল উপস্থিত হয়। যে দুই ব্যক্তি উক্ত নৃশংস কাণ্ড করিয়াছিল, তাহাদের প্রাণ দণ্ড হইয়াছিল। তাহার পর হইতে সরলা আপনার বিষয় জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু জানিবার কোন উপায় ছিল না; আপনি কোথায় ছিলেন, তাহাও জানিতেন না। সুতরাং পত্রও লিখিতে পারিতেন না। এই হত্যাকাণ্ডের ছয় মাস পরে, ওলাউঠা রোগে মহাদেব পাঁড়ের মরণ হয়। তৎপরে সরলা, বিবি হামিল্টনের সঙ্গে পেশোয়ারে গমন করেন। পিতার মৃত্যু হওয়াতে সরলা একাকিনী হইলেন, তাঁহার আর কেহ ছিল না; কেবল বিবাহার্থী কয়েক জন যুবক ছিল। বিবি হামিল্টন তাঁহাকে তাহাদের কাহার সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি সরলাকে আপনার নিকটে রাখিলেন। সরলা লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার জাত্যভিমান ছিল না। বিবি হামিল্টনের সঙ্গে থাকাতে, আহারাদি করাতে, তাঁহার জাতি গেল দেখিয়া বিবাহার্থী যুবকেরা নিরাশ হইল।

"সরলা পেশোয়ারে গিয়া বিবিয়ানা পোশাক পরিতে আরম্ভ করিলেন। আপনি জানেন, তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ে বিবি হামিল্টনের নিকট অনেক শিক্ষা পাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের সঙ্গে নিয়মিত রূপে উপাসনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে খ্রীষ্টেতে তাঁহার বিশ্বাস হইল। তিনি বাপ্তাইজিত হইলেন।

"পেশোয়ারে থাকিয়াও তিনি সর্ব্বদা আপনার বিষয় ভাবিতেন। আপনি কোথায় আছেন, জানিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু জানিবার উপায় ছিল না। তিনি সর্ব্বদা আপনার বিষয় ভাবিতেন। যে ফটগ্রাফ্ খানি সঙ্গে ছিল, তাহাই সর্ব্বদা খুলিয়া দেখিতেন।

"কিছু দিন পরে আর এক বিপদ উপস্থিত। বিবি হামিল্টনের এক ভ্রাতা পেশোয়ারে ছিলেন। তিনিও কাপ্তান। তিনি সরলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইলেন।

এবং বিবি হামিল্টনকে তাহা ব্যক্ত করিলেন। বিবি হামিল্টন তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাঁহাকে সরলার সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া প্রণয় স্থাপন করিবার পরামর্শ দিলেন। তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন। সরলা তাঁহাকে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু তিনি তাহা বুঝিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সরলা তাঁহাকে ভাল বাসেন। এই রূপ কষ্টে সরলার অনেক দিন গেল। পরে বিবি হামিল্টন ও তাঁহার স্বামীর সহিত সরলাকে ইংলণ্ডে যাইতে হইল। ইংলণ্ড দেশ দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তথাকার আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি সরলা সকলই শিখিলেন। এখন তাঁহাকে দেখিলে কেহ মণিপুরী বালিকা বলিয়া জানিতে পারিবে না। তিনি ইংরেজ কামিনীদের ন্যায় অনর্গল ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন।

"বিদ্রোহিতা আরম্ভ হইবার তিন মাস পূর্ব্বে বিবি হামিল্টনের সঙ্গে সরলা এদেশে আইসেন। হামিল্টন সাহেব পল্টনের সঙ্গে এখানে প্রেরিত হন। যে সাহেব সরলাকে বিবাহ করিতে ব্যগ্র, তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা বাহিরে থাকিতেন। যে সময়ে সিপাহিরা বিদ্রোহী হইল, সে সময়ে তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন। কতক গুলি সিপাহী অকস্মাৎ শোণিত লোলুপ রাক্ষসের ন্যায় তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করিল। কর্ণেল হামিল্টন ও কাপ্তান সাহেব অনেক ক্ষণ আত্মরক্ষার্থে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহারা দুই জনই হত হইলেন। শেষে এক জন সিপাহী, বিবি হামিল্টনকে সরলার সাক্ষাতে কাটিয়া ফেলিল। আর এক জন সিপাহী আসিয়া সরলার হাত ধরিল। তাঁহাকেও কাটিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। (এই কথা শুনিয়া ক্রোধে আমার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল।) তখন আর এক জন সিপাহী তাহাকে বারণ করিয়া বলিল, 'কাটিও না। ইনি আমাদের মৃত সুবাদারের কন্যা। ইহাঁকে কাটিও না। ইহাঁর যেখানে ইচ্ছা, যাইতে দেও।' সরলা বলিলেন, 'আমি রেসিডেন্সির মধ্যে যাইব।' তাহারা তাঁহাকে রেসিডেন্সির পথ দেখাইয়া দিল। দুই জন সিপাহী সঙ্গে দিল। সুতরাং অন্য বিদ্রোহীরা তাঁহাকে কিছু বলিল না। এই রূপে তিনি এখানে আসিলেন।

"আপনার আহত হইবার পূর্ব্বে সরলা আপনাকে চিনিতেন না। যখন চিনিতে পারিলেন, তখন আসা বন্ধ করিলেন। তিনি ডাক্তার কল্‌বিনের নিকট আপনার নাম জানিয়াছিলেন। আপনি যে বাঙ্গালি, তাহাও জানিয়াছিলেন।"

এই রূপ কথা বার্ত্তা হইতে২ রাত্রি আট ঘটিকা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে এখন তাঁহার আমার কাছে না আসিবার কারণ কি?" "না আসিবার কারণ ছিল। আপনার সেই অবস্থায় যদি তিনি আসিয়া আত্মপরিচয় দিতেন, আপনার হিতে বিপরীত হইত। আপনি আনন্দে অধীর হইতেন, সুতরাং আপনার ক্ষত হইতে রক্তপাত নিবারিত হইত না।"

"এখন ত আমি ভাল হইয়াছি।"

"তবে আমি যাই, আপনি যে বেশে সরলাকে মণিপুরে দেখিয়াছিলেন, সেই বেশে আজি তিনি আসিয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি সতৃষ্ণ নয়নে সরলার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দশ মিনিট পরে, আমার পার্শ্বস্থ কক্ষের দ্বার মুক্ত হইল। সেই দ্বার দিয়া আমার জীবন সর্ব্বস্ব সরলা মণিপুরী বেশে মেঘোন্মুক্ত শশীর ন্যায় মন্দ২ পাদ সঞ্চারে হাসিতে২ আসিয়া আমার সম্মুখে দাড়াইলেন। আমার অন্তরেন্দ্রিয় স্নিগ্ধ হইল। আনন্দ রসে শরীর অভিষিক্ত হইল। আমি তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গন ও চুম্বন করিলাম। তিনি আমার বক্ষে বদন লুকাইয়া আনন্দাশ্রু পাত করিতে লাগিলেন। সে সময়ে যে কত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। অনেকক্ষণ এই ভাবে গত হইল। শেষে উভয়ে স্থির হইলাম। আমি বলিলাম, "সরলে, তুমিই না এতক্ষণ ইংরেজ কামিনীবেশে আমার নিকট আত্মবিবরণ বিবৃত করিতেছিলে?"

সরলা। তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই?

"আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারি নাই। আমার সে ফটগ্রাফ খানি কোথায়? আমি যে বটপত্র অবলম্বন করিয়া তোমার বিরহ সাগরে এতকাল ভাসিতেছিলাম; সেই ফটগ্রাফ খানি আন। দেখিব, তোমার আকৃতি এই ছয় বৎসরে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

সরলা ফটগ্রাফ আনিলেন। অনেকক্ষণ উভয়ে দেখিলাম। দেখিতে২ কত কথা বলিলাম, কত আনন্দ অনুভব করিলাম। এই সকল করিতে২ রাত্রি অনেক হইল। শেষে আমরা উভয়ে একত্রে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলাম। তিনি বিশ্রাম করিতে গেলেন।

এক্ষণে আমার সকল দুঃখ দূর হইল। আমি সুখী হইলাম।

ইহার কিছু দিন পরে জেনারেল হ্যাবলক সসৈন্যে আসিয়া লক্ষ্মৌনগর শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। আমরা নিষ্কৃতি পাইলাম। পরে কলিকাতায় আসিয়া বন্ধু বান্ধবের সম্মুখে আমরা বিবাহিত হইলাম।

সমাপ্ত।

খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষে হিন্দুধর্ম্মের সাক্ষ্য।*

জাগতিক অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ভারতবর্ষরূপ রঙ্গভূমিতে হইয়া গিয়াছে। নূতন ও পুরাতন জগৎ পুরাকালে পরস্পর অজানিত থাকিলেও ভারতের পণ্যদ্রব্যগুণে এক্ষণে সুপরিচিত। ইহার সুউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, সুদীর্ঘ নদনদী, সমুর্ব্বর ক্ষেত্র সমূহ, রত্নগর্ভ খনি, ও ঐশ্বর্য্যশালী বন্দর প্রভৃতি পূর্ব্বকালাবধি পুরাতন নূতন, ইউরোপীয় তাবৎ সভ্যজাতির চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। স্থল পথ দুরূহ ও সঙ্কটাবহ বলিয়া সকলেই জলপথযোগে অনায়াসে ভারতবর্ষে গমনাগমন করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতেন। হারকুলীসের স্তম্ভ ও ইস্পানীয়া প্রায়দ্বীপের পশ্চিম তীর হইতে ভারতবর্ষ অধিক দূরবর্ত্তী নহে, এমত সংস্কার সত্ত্বেও তাঁহারা মধ্যবর্ত্তী সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভারতে উপস্থিত হইতে ভীত হইতেন। পরে চুম্বকাকর্ষণ ও দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে, তাঁহারা অধিকতর উৎসাহ ও সাহসের সহিত ধনলাভ আশায় পুনর্ব্বার সাগর অতিক্রম করিতে যত্নশীল হয়েন। কলম্বস্‌ যখন সমুদ্র যাত্রা করেন, ভারতে উপস্থিত হওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যে সকল নূতন দেশ তিনি সেই যাত্রায় আবিষ্কার করেন, তাহাদিগকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ভাবিয়া, "ভারত" নাম দেন; অদ্যাপি সেই সকল দ্বীপের সেই নামই রহিয়াছে। ভারত অনুসন্ধান করিতে করিতেই আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। এবিধায় পুরাতন জগতের সহিত পরিচয় সম্বন্ধে আমেরিকা ভারতের নিকটে ঋণী।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ভারত জগতের অনেক উপকার করিয়াছে বা করণে সক্ষম। এ কথা হঠাৎ শুনিলে অসম্ভব বোধ হয়। লোকে বলিবে, ইহাও কি কখন হইতে পারে, যে দেবসেবক জাতিকর্ত্তৃক সমস্ত জগতের, ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন উপকার দর্শিবেক? আমি খ্রীষ্ট ভক্ত ও সার্ব্ববর্ণিকের ন্যায়, যথার্থ বলিতেছি, হিন্দুজাতি কর্ত্তৃক ধর্ম্ম সম্বন্ধে জগতের অনেক মঙ্গল দর্শিতে পারে। এক পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন বেদ প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ধর্ম্ম রাখুন, কাল সহকারে যে সকল বিষয় তাহাতে সংযুক্ত হইয়াছে,—তাহার একটীও গ্রহন করিবেন না; অপর পক্ষে পূর্ব্বাঞ্চল-উৎপন্ন আদিম খ্রীষ্ট ধর্ম্ম রাখুন;—ইউরোপীয় জগতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যে সকল আকার, অলঙ্কার ও ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও সুদূরে নিক্ষেপ করুন। এইরূপে জাতীয় সংস্কার বিচ্যুত সার্ব্বজনিক সত্য অভিলাষ ও অনুসন্ধান করিলে, আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস হয় যে, হিন্দুধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্মের সপক্ষতা করিবেক। আমার বিবেচনায় হিন্দুকুলোদ্ভব কোন খ্রীষ্টধর্ম্মী স্বজাতির

* মান্যবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত ইংরাজি প্রবন্ধের অনুবাদ।

প্রতি সাধু পৌলের ন্যায় কহিলেও অন্যায় হয় না। যথা, "যে ঈশ্বর পূর্ব্বকালে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ দ্বারা পিতৃ লোকদিগকে বহুভাগে ও বহুরূপে কহিয়াছিলেন, তিনি এই শেষকালে আপন পুত্রদ্বারা আমাদিগকেও কহিয়াছেন। তিনি সেই পুত্রকে সর্ব্বাধিকারী করিয়াছেন এবং তাঁহার দ্বারা সকল জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার তেজের প্রতিবিম্ব ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন শক্তির বাক্যেতে সকলের ধারণকর্ত্তা সেই পুত্র নিজ প্রাণদ্বারা আমাদের পাপের মার্জ্জনা করিয়া ঊর্দ্ধস্থ মহামহিমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন।"

দেশের অনেকেই খ্রীষ্টধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস গুলিকে "বিদেশীয়" ও "বিজাতীয়" জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইহাতে কি এই বুঝায় যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস গুলি এদেশে প্রথমতঃ প্রকাশিত হয় নাই; এবং ভারতে নয়, যীহুদা দেশে সেই সকল আদৌ নিয়মিতরূপে প্রচারিত হইয়াছিল? আপত্তিকারকদের উক্ত প্রতিবাদের যদি কেবল এই অর্থ হয়, তাহা হইলে আমরাও সেই মতের অনুমোদন করি। এ তো জানা কথা, শুদ্ধ এই কথাটী বুঝাইবার জন্য এত আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? ইহাতো সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। "কেননা সিয়োন্ হইতে শাস্ত্র ও যিরূশালম হইতে পরমেশ্বরের বাক্য নির্গত হইবে," ইহা আমরা ধর্ম্মতঃ বিশ্বাস করি। এই ভাবে দেখিলে বিদেশোৎপন্ন কেবল ধর্ম্মই যে আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নহে। যে ভাষায় আমি এক্ষণে বক্তৃতা করিতেছি ও আপনারা শুনিতেছেন, তাহা "বিজাতীয়।" দেশস্থদের কর্ত্তৃক সম্পাদিত উৎকৃষ্ট সমাচার পত্রাদিও "বিজাতীয়" ভাষায় রচিত। যে উচ্চ শিক্ষার আমরা গৌরব করিয়া থাকি, পাছে লর্ড লরেন্সের কর্ত্তৃত্বাধীনে তাহার কোন বিঘ্ন ঘটে, এই আশঙ্কায় আমরা যাহার জন্য মহাসভা করিয়া সুদীর্ঘ আবেদন পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছি, তাহাও "বিজাতীয়।" পীড়িত হইলে যে চিকিৎসা প্রণালীর অধীনতা আমরা প্রায় সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে স্বীকার করিয়া থাকি, তাহাও "বিজাতীয়।" যে জলপথভ্রমণ পদ্ধতিতে বিশ্বাস করিয়া আবশ্যকমতে জীবন, ধন এবং পণ্যদ্রব্যাদি সাগরবক্ষে সমর্পণ করি, তাহাও "বিজাতীয়।" নিউটন প্রতিষ্ঠিত যে জ্যোতিঃশাস্ত্র দেশীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র হইতে অধিক আদৃত, তাহাও "বিজাতীয়।" যে লৌহবর্ত্ম যোগে আমরা দূরদেশে গমনাগমন করিয়া থাকি, তাহাও "বিজাতীয়।" অতএব "বিজাতীয়" বলিলেই খ্রীষ্টধর্ম্মের অগমতা করা হয় না; এবং শুদ্ধ সেই জন্যই যে দেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের পরিব্যাপ্তি অসম্ভব, এমতও বলা যাইতে পারে না। বিলাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র যে দেশে প্রচলিত হইয়াছে, সেই দেশে যে "বিজাতীয়" ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত হইতে পারে না, তাহারই বা কারণ কি?

দেশস্থগণ কর্ত্তৃক গৃহীত উপর্য্যুক্ত শাস্ত্র ও পদ্ধতি অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্ম যে অধিক পরিমাণে বিজাতীয়, তাহা নহে। বিদেশোৎপন্ন বা স্বদেশজাত নহে বলিয়াই

যদি আমরা হিতকর কোন কিছুই গ্রহণ না করি, তাহা হইলে উন্নতির সম্ভাবনা থাকে না। ঈশ্বরের ঐহিক তত্ত্বাবধারণ সার্ব্বজনিক। দেশ বিশেষে প্রদত্ত শাস্ত্র কি পদ্ধতি কি দ্রব্যজাত, সর্ব্বজাতির গ্রহণীয় ও ব্যবহার্য্য; জগৎবাসীগণ এ জন্যই পরস্পর সৌহার্দ্দপাশে বদ্ধ হইয়া থাকেন।

কিন্তু ভারতবাসী সুশিক্ষিত মণ্ডলীর খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য উপর্য্যুক্ত হেতুবাদেরও প্রয়োজন নাই। অপরাপর যে সকল বিদেশীয় শাস্ত্র ও পদ্ধতি আমরা ইতিপূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদের তুলনায় খ্রীষ্টধর্ম্ম দেশের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক উপযোগী; এমন কি, মঙ্গলসমাচারের মূলীভূত মতগুলি হিন্দুধর্ম্মের স্থাপয়িতা মহর্ষিগণ উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খ্রীষ্টের শাস্ত্রভুক্ত প্রাচীন পদ্ধতি ও ঘটনাদি সম্পর্কীয় যত জনশ্রুতি অদ্যাপি এ দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়, জগতের অন্য কোন জাতির তত নাই। তাহার সাক্ষ্য "পশুবলি" প্রথা। খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান, সুতরাং জাগতিক অধিকাংশ সভ্যজাতি কর্ত্তৃক মান্য যে সকল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি আছে, তাহাতে লেখে যে, মনুষ্যের পতনাবধিই বলি উৎসর্গের নিয়ম জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহার নিদর্শন সর্ব্বত্রেই প্রাপ্য; কিন্তু ভারতে যেরূপ, এমত আর কোথাও নহে। ইহার প্রতিরূপ সম্বন্ধীয় গূঢ়ার্থ লোকে বিস্মৃত হইয়াছে; কিন্তু এই বাহ্য কর্ম্ম, এই পদ্ধতিটী সকল দেশেই মান্য। তথাপি উহা যীহুদা দেশ ছাড়া, ভারতবর্ষে যেমন, আর কোন দেশে তাদৃশ বিশ্বস্ততা ও যত্নের সহিত সংরক্ষিত হয় নাই। মিসর, গ্রিস ও রোম দেশে বলিদান প্রথা ছিল বটে, কিন্তু কোথাও উক্ত প্রথা এ দেশের ন্যায় পুণ্যদায়ক বলিয়া আদৃত হয় নাই। এ দেশে "হোম" ও "যজ্ঞ" অত্যন্ত আবশ্যক এবং পুণ্য সঞ্চারের প্রধান উপায় স্বরূপে গ্রাহ্য। রাক্ষস ও অসুরেরা ব্রাহ্মণদের এত ঘৃণা ছিল কেন? তাহারা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের যজ্ঞাদির বিঘ্ন জন্মাইত, এই তাহার কারণ। বিঘ্নন্তি রক্ষাংসি বনে ক্রতুংস্তু। কখন২ যে যে দেবতার উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করা হইত, তাঁহাদের নাম করা হইত বটে, কিন্তু ইহা যজ্ঞাদির ন্যায় আবশ্যক নহে। ঋষিরা উপাস্য দেবতার প্রস্তাব করুন বা নাই করুন, হোম যজ্ঞাদির প্রস্তাব সততই করিয়া গিয়াছেন। সাংখ্য দর্শনপ্রণেতার ন্যায় নিরীশ্বরবাদী অথবা নাস্তিকই হউন, আর অপরাপর ঋষিদের ন্যায় সেশ্বরবাদী অথবা আস্তিকই হউন, সকলেরই পক্ষে বলিদান প্রয়োজনীয়। যিনি যে মতের পোষক হউন না কেন, তাঁহাকে বলি উৎসর্গ করিতেই হইবে। এমন কি, অবোধের ন্যায় কিছু না বুঝিয়াও যদি কেহ এই গুরুতর কার্য্য সাধন করে, তথাপি তাহার পুণ্যাংশে ক্ষতি হইবার নহে। যে উদ্দেশেই কেন করা হউক না, যজ্ঞের ফলই উচ্চতম স্বর্গ লাভ; স্বর্গ কামো যজেত অশ্বমেধেন্। অর্থাৎ স্বর্গ সুখ অভিলাষী অশ্বমেধ যজ্ঞ করুক।

দেবতাদের পক্ষেও হোম যজ্ঞাদি পুণ্যসঞ্চারের নিদানীভূত। শত অশ্বমেধ

যজ্ঞ ফলে ইন্দ্র স্বর্গের অধীশ্বর হন; ঋগ্‌বেদে ইন্দ্রকে সর্ব্বদা "শতক্রতু" বলা হইয়াছে। এ জন্যই ইন্দ্র ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া রাজগণের অশ্বমেধ যজ্ঞের নানা ব্যাঘাত জন্মাইতেন, কখনং যজ্ঞের অশ্বও চুরি করিতেন। লোকে এই মাত্র জানিত যে, বলি উৎসর্গ করাই ধর্ম্মের কার্য্য, ইহার কারণ বুঝুক আর নাই বুঝুক। এই প্রযুক্ত অপর কারণে যাঁহারা জীবহিংসা করিতেন না, তাঁহারাও যজ্ঞ উপলক্ষে প্রাণী বধ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। যজ্ঞার্থং পশবো সৃষ্টাস্ততো যজ্ঞে বধোঽ বধঃ। বলিদান এমনি মহৎ কার্য্য যে, তাহার ফল্ বর্ণনা ছলে ঋগ্ বেদের কয়েকটী সুমিষ্ট শ্লোক রচিত হইয়াছে;—

মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তুনঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ।
মধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।। (৯০ সুক্ত।)

"যে কেহ নিয়মিতরূপে বলি উৎসর্গ করে, তাহার জন্য মধুময় বায়ু বহিতে থাকে, এবং সমুদ্র অমৃত প্রদান করে। হে তৃণগণ, আমাদের পক্ষে সুমিষ্ট হও। দিবা রজনী মিষ্ট। ধূলিও মিষ্ট। হে আমাদের রক্ষক আকাশমণ্ডল, আমাদের নিকট মিষ্ট হও। বৃক্ষগণ মিষ্ট। হে অরুণ, মিষ্ট হও। আমাদের পশ্বাদি মিষ্ট হউক।"

ইহার প্রতিরূপ সম্বন্ধীয় গূঢ়ার্থ না জানাতেই হউক, বা বিস্মৃত হওয়াতেই হউক, উক্ত পদ্ধতি ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়াছে। না বুঝিয়া এই পদ্ধতি দেশীয়েরা মান্য করিয়া আসিতেছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমে তদ্বিষয়ে তাঁহারা ভক্তিহীন ও সন্দিহান হইলেন। এমত কালে জনৈক সাহসী ঋষি বলিদানের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিলে, উক্ত পদ্ধতি প্রায়ই লুপ্ত হইল; সুতরাং বৌদ্ধমত নাস্তিকতা বলিয়া খ্যাত। এ বড় আশ্চর্য্য যে, বৌদ্ধমতাবলম্বীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশ্যরূপে অস্বীকার না করিয়া শুদ্ধ বলিদানের বিরুদ্ধে ঘোষণা করাতেই, দেশে নাস্তিক বলিয়া কলঙ্কিত হইলেন; কিন্তু কাপিলেরা প্রকাশ্যরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও বলিদানের পক্ষতা করায় ব্রাহ্মণ ও মহর্ষি বলিয়া সম্মানিত হইতেন। অধুনাতন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম দেশে বিঘোষিত হওয়াতে, যজ্ঞাদির যে গূঢ়ার্থ দেশের লোকে পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ঋষিগণ কর্ত্তৃক পালিত যজ্ঞাদি অমূলক অর্থশূন্য পদ্ধতি ছিল না। কালভেরী পর্ব্বতে যিনি "আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্ত ক্ষত বিক্ষত ও আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন," ইহা সেই পবিত্র বলির প্রতিরূপ স্বরূপ ছিল। সুতরাং দেখিতেছি, যোহন বাপ্তাইজকবৎ দেশীয় এক অতি প্রাচীন পদ্ধতি জগতের পাপাপহারক ঈশ্বরের মেষশাবককে দেখাইয়া দিতেছে এবং যীহুদা দেশ ছাড়া আর কোন দেশ যীশুর ধর্ম্ম গ্রহণের পক্ষে এরূপ সুপ্রস্তুত নহে।

পুনশ্চ। আদিপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত সর্পের আকৃতি বিষয়েও হিন্দু ধর্ম্মের পক্ষতা বিস্ময়কর। বাই-

বেলে লেখে যে, সর্প আদৌ চতুষ্পদ পশু ছিল, সরীসৃপ শ্রেণী ভুক্ত ছিল না। উক্ত অধ্যায়ের ১৪ পদে তাহার প্রতি উক্ত জগদীশ্বরের অভিসম্পাতে কথিত আছে যে, তৎকালাবধি "সকল গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের মধ্যে" তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্থ হইবা ; ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সর্প আদৌ সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত ছিল না। অভিশাপ এই, "তুমি বক্ষস্থল দিয়া গমন করিবা ও যাবজ্জীবন ধূলি ভক্ষণ করিবা।" উক্ত পদ গুলির মর্ম্ম এই, আদৌ সর্প সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত ছিল না, কিন্তু অভিসম্পাত প্রযুক্ত তাহার সেই নীচ দশা ঘটে। ইব্রীয় ভাষায় সর্পকে "নাহস্" কহে। ইহার উচ্চারণ ভেদও আছে। কখন ইহা "নাখস্," কখন বা "নাহস্" শব্দে উচ্চারিত হয়। "নাখস্ই" হউক, আর "নাহস্ই" হউক, ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, ইহা সংস্কৃত "নাগস্" অথবা "নাগঃ" শব্দের তুল্য। সংস্কৃত নাগ শব্দে সর্প বটে, কিন্তু কতক সর্প ও কতক মনুষ্যবৎ এক বংশকেও বুঝায়। ইহারা মনুষ্য যোনি এবং সর্পের হুল ও বিষাক্ত দন্ত উভয় বিশিষ্ট ছিল। সুতরাং তাহাদের সহিত মনুষ্যের সমাগম ও পরিণয়াদি হইত। এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এস্থলে কেবল একটী উল্লেখ করা যাইবেক। পর্ব্বতরাজপুত্রী শিবের ভার্য্যা পার্ব্বতীর ভ্রাতা মৈনাক এক সর্পিণীর পাণি গ্রহণার্থ জন্ম প্রাপ্ত হন। অস্যুত সা নাগবধূপভোগ্যং মৈনাকমম্ভো নিধিবদ্ধ সখ্যং। দেখুন, ব্রাহ্মণদিগের জনশ্রুতি হইতে এমত একটী বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, যদ্দ্বারা সর্প সম্বন্ধীয় আশ্চর্য্য বৃত্তান্তের প্রতিপোষণ হইল। হিন্দু নাগে আর ইব্রীয় নাখে মনুষ্যের পতনের পূর্ব্ব সময়ের বিবরণ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য একতা রহিয়াছে।

এ বিষয়ে আরও কথা আছে। আদি পুস্তকোল্লিখিত নাখসের ঐশিক অভিসম্পাত প্রযুক্ত হীনাবস্থা ঘটে। নহুষ রাজার যে বিবরণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত, তাহাতেও উক্ত বিবরণ প্রমাণিত হইতেছে। নহুষ রাজার বৃত্তান্ত অতীব বিস্ময়কর। ইনি প্রথমে ধার্ম্মিক ছিলেন এবং "যজ্ঞ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, আত্মদমন ও সাহস প্রযুক্ত ত্রিজগতের অধীশ্বর হয়েন।" কিন্তু পরে অহঙ্কারমদে মত্ত হইয়া অবিশ্বাসী হইলেন, এবং প্রাচীন নিয়ম সঙ্গত গোমেধ যজ্ঞের ফলোপধায়কতা অস্বীকার করিলেন।

এ বিষয়ে ইন্দ্রের প্রতি অগস্ত্য মুনি কর্ত্তৃক উক্ত বিবরণ এই ;—

শৃণু শক্র প্রিয়ং বাক্যং যথা রাজা দুরাত্মবান।
স্বর্গাদ্ভ্রষ্টো দুরাচারো নহুষো বলদর্পিতঃ॥
শ্রমার্ত্তাস্তু বহন্তস্তং নহুষং পাপকারিণং।
দেবর্ষয়ো মহাভাগাস্তথা ব্রহ্মর্ষ যোহমলাঃ॥
পপ্রচ্ছুর্নহুষং দেব সংশয়ং জয়তাম্বর, য ইমে
ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তা মন্ত্রা। বৈপ্রোক্ষণে গবাং,
এতে প্রমাণং ভবত উতহো নেতি বাসব।
নহুষো নেতি তান্ আহ তমসা মূঢ়চেতনঃ।

এই রূপে নহুষরাজ যে কেবল অহঙ্কার দোষে দূষিত হইয়া ও মহামান্য ব্রাহ্মণদিগকে নিজ শিবিকা বাহক করিয়া মিসরীয় সিশর্ষ্ট্রীস্ রাজা অপেক্ষা অধিক অপরাধী হইলেন, তাহা নহে; কিন্তু পণ্ডিতবর বাহকগণের প্রশ্নের পাষণ্ডবৎ উত্তর করা-

য়ও দূষিত হয়েন। ইনি গোমেধ যজ্ঞের মন্ত্রাদির কার্য্যকারিতা অস্বীকার করিলেন। অবশেষে রাজগুরু অগস্ত্যকে পদাঘাত করায় তাঁহার দোষ-ভাণ্ড পূর্ণ হইলে, তাঁহার শাপে সর্পাকৃত হইয়া অধোমুখে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, হিন্দু শাস্ত্রে এমন এক জনের বিবরণ লিখিত আছে, যিনিও আদি পুস্তকোল্লিখিত নাহস্‌বৎ অভিসম্পাত প্রযুক্ত সর্পের আকৃতি প্রাপ্ত হয়েন। এই বিবরণদ্বয় বিজ্ঞানবিৎ বুধগণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা যেমন দুরূহ, ইহাদের সাদৃশ্যও তেমনি আশ্চর্য্য। আমরা এস্থলে দেবতা ও মনুষ্য কন্টকস্বরূপ নহুষ নামক জনৈক দাম্ভিক পাষণ্ড রাজার বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইলাম, যাঁহার সহিত বিশ্ববঞ্চক প্রাচীন মহানাগের বিশেষ সাদৃশ্য। উভয়েই এক সময়ে তেজঃপুঞ্জ দূতবৎ ধার্ম্মিক ছিলেন; উভয়েই অহঙ্কার দোষে পতিত হয়েন, এবং যদিও চরম অবস্থায় তাঁহাদের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, তথাপি ইহাও স্মরণীয় যে, মহানাগ— দুরাত্মা—যে রূপ সহস্র বৎসর শৃঙ্খলবদ্ধ ছিল, নহুষও তেমনি দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সর্পরূপ ধারণ করেন। দশবর্ষ সহস্রাণি সর্পরূপ ধরো মহান্।

জগৎ সৃষ্টি ও জলপ্লাবনের সুপরিজ্ঞাত বিবরণ না ধরিয়া, হিন্দু শাস্ত্রে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের পক্ষে ত্রিত্ব, ও দানব দলন, বিশেষ রাবণ নাশার্থ ঈশ্বরাবতারের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাই এক্ষণে আলোচনা করা যাইবেক। খ্রীষ্টমণ্ডলী ব্যতিরেকে ত্রিত্ব ও অবতার সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের শিক্ষার ন্যায় কুত্রাপি শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রিক ও রোমক জাতির পূজ্য জুপীতরের ভ্রাতৃত্বের বিবরণে এক প্রকার ত্রিত্ব ও দেবতাদের কারণ বিশেষে ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক নরসমাজে উপস্থিত হওনের প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহারা স্বভাব পরিবর্ত্তন, বা জগতে নিবাস করিতেন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে মনুষ্য সমাজভুক্ত কখনই হইতে হয় নাই। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে এমত একটী ত্রিত্বের বিবরণ আমরা পাঠ করি, যাহা বোধ হয়, লোক পরম্পরায় লব্ধ প্রাচীন প্রত্যাদেশের অবশিষ্ট। আর সেই বিবরণটী এমতভাবে রক্ষিত হইয়াছে যে, আদিম প্রকাশিত ভাবের সহিত অদ্যাপি তাহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। "একামূর্ত্তি স্ত্রয়োদেবা" প্রবাদটী অদ্যাপি দেশে প্রচলিত। খ্রীষ্ট সমাজে ত্রিত্ব শব্দটী যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, হিন্দু সমাজে ত্রিমূর্ত্তি শব্দটীও প্রায় সেই ভাবে ব্যবহৃত। ইহার গূঢ়ার্থ মনুষ্যে বুঝিতে কি বুঝাইতে কখনই সক্ষম হইবে না। ধার্ম্মিকেরা ঈশ্বরপ্রদত্ত অনুগ্রহের পরিমাণানুসারে ইহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সকলেই এ বিষয়ে নিজ২ ত্রুটি স্বীকার পূর্ব্বক কহেন, অসীম ঈশ্বরের স্বভাব সীমাযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা প্রকৃষ্ট পরিমাণে অনুভূত হইতে পারে না। নিম্নলিখিত সংগীতের যথার্থতা আমরা সকলেই স্বীকার করিব;

অতীতঃ পন্থানং তবচ মহিমা বাঙ্মন সয়ো রতদ্ব্যাবৃত্ত্যাযং চকিত মভিধত্তে শ্রুতি রপি।

"তোমার মহিমা বাঙ্মনোতীত। শাস্ত্রও তোমার প্রসঙ্গ সভয়ে ব্যাখ্যা করে;

তবে যে বলে, সে কেবল প্রকারান্তরেই।” ইহাদ্বারা জানা যায় যে, ত্রিত্বের যথার্থ ব্যাখ্যা মনুষ্য ভাষায় অসম্ভব, অতএব ইহা কি আশ্চর্য্য নয় যে, পশ্চাদুদ্ধৃত সূত্রটী খ্রীষ্টভক্ত আথেনিসিয়সের কর্ত্তৃক-রচিত মতের বিলক্ষণ সদৃশ? এই বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থায় রচিত মত দ্বয়ের অধিকতর সৌসাদৃশ্য সম্ভবে না।

এ কৈব মূর্ত্তি বিভেদে ত্রিধা সা
সামান্য মেষাং প্রথমাবরত্বং।
বিষ্ণোর্হরস্তসা হরিঃ কদাচিত
বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতৃরাদ্যা।

খ্রীষ্টীয় বাঙ্গালা সাহিত্য।

১ ম অধ্যায়—ট্রাক্ট।

আজি কালি খ্রীষ্টীয় বাঙ্গালা সাহিত্যের বিলক্ষণ উন্নতি সাধন হইতেছে। ‘খ্রীষ্টীয়ানদিগের বাঙ্গালা অপাঠ্য,’ এই অপবাদটী ক্রমে২ দূরীভূত হইতেছে। ট্রাক্ট সোসাইটির যত্নই এই চিরবাঞ্ছিত উন্নতির একমাত্র মূলীভূত। পূর্ব্বে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থাদির অধিকাংশ সাহেবেরাই লিখিতেন; কিন্তু এক্ষণে বিশুদ্ধ-রুচি, লিপি-কুশল দুই এক জন দেশীয় ভ্রাতা লেখনী ধারণ করাতে খ্রীষ্টীয় বাঙ্গালা সাহিত্যের দিন২ গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদিগের সমাজে অনেক সুলেখক আছেন বটে, কিন্তু মাতৃভাষার তাদৃশ আদর নাই; অনেকেই ইংরাজী লইয়াই ব্যস্ত; কাঁহারও মুখেও প্রায় বাঙ্গালা কথা শুনিতে পাওয়া যায় না; কেহ২ বাঙ্গালা উঠিয়া গেলেই বাঁচেন। আমরা এইরূপ লোকের সহিত আলাপ করিয়া সন্তোষ লাভ করি না, ইহাঁদিগকে সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী বলি না। মাতৃভাষার আদর বৃদ্ধিই সমাজ-সংস্কারের এক প্রধান উপায়। দেশের সকল লোকেই যে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবেন, এমন কখনও হইতে পারে না। যে সকল মহাত্মা বিদেশীয় বিবিধ রত্ন আহরণ করত দেশীয় সূত্রে মালা গ্রন্থন করিয়া মাতৃভাষাকে উপহার স্বরূপ দান করেন, তাঁহারাই দেশের প্রকৃত বন্ধু; তাঁহাদের নামই সময়স্রোতে নিমগ্ন না হইয়া ভাসিতে২ যায়। আমরা এই রূপ লোককেই মহৎ লোক বলি। অতএব যে কয়েক জন ভ্রাতা খ্রীষ্টীয় বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা যে আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ হইবেন, তাহার সন্দেহ কি?

আমরা এত আবোল তাবোল কেন বকিলাম? এত বাজে কথা কেন লিখিলাম? ট্রাক্ট সোসাইটির যত্নে প্রকা-

শিত প্রাপ্তব্য ট্রাক্টগুলি মনোযোগ-সহকারে আগাগোড়া পড়িয়া বুঝিলাম, খ্রীষ্টীয় বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা এখনও বড় ভাল নহে। দেশীয় কৃতবিদ্য ভ্রাতৃগণ যেন এই বিষয়ে অধিক মনোযোগী হয়েন, আজি পর্য্যন্ত যে কলঙ্ক খ্রীষ্টীয় বাঙ্গালা সাহিত্যের ললাটদেশে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা নিঃশেষে অপনীত করিতে তাঁহারা যেন প্রয়াসী হয়েন, সেই উদ্দেশ্যেই আমরা এত অনর্থক বকিলাম।

আমরা যখন এই প্রবন্ধের এই অংশ লিখিতে প্রথম অভিলাষী হই, তখন মনেং কতকগুলি আশা ছিল; কিন্তু এখন দেখিতেছি, সেই সমস্ত আশা দুরাশামাত্র। আমরা ভাবিয়াছিলাম, শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ যে সমস্ত ট্রাক্ট প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাহা সংগ্রহ করিতে পারিব; আমরা ভাবিয়াছিলাম, কেরি, মার্শম্যান, রাম রাম বসু, পীতাম্বর সিংহ প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবর্ত্তকগণের দুই এক খানি ট্রাক্ট দেখিতে পাইব; আমরা ভাবিয়াছিলাম, লণ্ডন মিশনারি সোসাইটিভুক্ত ধর্ম্মাচার্য্যেরা যে সমস্ত ট্রাক্ট প্রকাশিত করেন, তাহার কয়েক খানি প্রাপ্ত হইব। কিন্তু এই সমস্ত আশা বিফল হওয়াতে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিলাম, কেবল ট্রাক্ট সোসাইটির যত্নে প্রকাশিত ট্রাক্টগুলিই সম্প্রতি সমালোচন করিব। কিন্তু দেখিলাম, তাহারও সকলগুলি প্রাপ্তব্য নহে; স্থির করিলাম, যে গুলি প্রাপ্তব্য তাহাই সমালোচন করিব। কিন্তু কি নিয়মানুসারে সমালোচন করিব? গ্রন্থ-প্রকাশের সময়ানুসারেই করা উচিত। 'কিন্তু সকলগুলির প্রথম সংস্করণ পাওয়া যায় না; অতএব, বিতরণার্থ ট্রাক্টগুলি ট্রাক্ট সোসাইটি যে নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, সেই নিয়মে, ও বিক্রয়ার্থ ট্রাক্টগুলি মূল্যের তারতম্য অনুসারে সমালোচন করা যাইবে।

১ ম। বিতরণার্থ ট্রাক্ট।

১। কোন্ শাস্ত্র মাননীয়? আমরা এই ট্রাক্টখানির দুইটী সংস্করণ দেখিতে পাইয়াছি। একটী ১৮৫৫, অন্যটী ১৮৭১ অব্দে মুদ্রিত। শেষ সংস্করণে ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ট্রাক্টখানি মন্দ নহে; ভাষা সরল ও সুন্দর হইয়াছে। এখানি বিক্রয়ার্থ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে।

"রামচন্দ্র। হে মহাশয়, পরকাল কিসে ভাল হয়, তাহাতে আমি বড় ভাবিত আছি, আর ঈশ্বরের প্রকৃত আরাধনা করিতেও অতিশয় চেষ্টিত আছি। তাহাতে এতদ্দেশীয় একজন পণ্ডিত আমাকে ভাবিতে দেখিয়া এ কথা বলিলেন, হিন্দু লোকেরা স্বীয় শাস্ত্র ছাড়িয়া খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র মানিলে নরকানলে দণ্ডনীয় হয়। কিন্তু মহাশয় কহিতেছেন, খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র না মানিলে ঘোর নরকে গমন করিতে হয়। অতএব আমি বিবেচনা করিয়াও কোন্ কথা সত্য কোন্ কথা বা মিথ্যা ইহা স্থির করিয়া বলিতে পারিলাম না।"

১৮৫৫ অব্দের সংস্করণ।

"রামচন্দ্র। মহাশয়, পরকালে যাহাতে ভাল হয়, ও যাহাতে ঈশ্বরের আরাধনা প্রকৃতরূপে করিতে পারি, তদ্বিষয়ে আমি অতিশয় চেষ্টিত আছি। এই বিষয়ের প্রসঙ্গ

করাতে আমাদের একজন পণ্ডিত আমাকে বলিলেন যে হিন্দুরা জাতীয় শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র মান্য ও তদনুসারে কর্ম্ম করিলে নরকগামী হইবে। কিন্তু আপনি বলিতেছেন যে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রই মাননীয়, উহা মান্য না করিলে অনন্ত নরকে পতিত হইতে হইবে। অতএব কোন্ শাস্ত্র যে মাননীয় ইহা আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।”

১৮৭১ অব্দের সংস্করণ।

২। **পীতাম্বর সিংহের চরিত্র।** আমরা এই ট্রাক্টখানিরও দুইটী সংস্করণ দেখিতে পাইয়াছি। একটী ১৮৪৩, অন্যটী ১৮৪৭ অব্দে মুদ্রিত। উভয়েতেই ‘চতুর্থ সংস্করণ’ কেন লিখিত, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। শেষ সংস্করণে অতি অল্পই পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল। এখানির ভাষা নিতান্ত অপাঠ্য, সম্পূর্ণরূপে সম্মার্জ্জিত হওয়া উচিত। পীতাম্বর সিংহ বহু কালের লোক, ও প্রকৃত খ্রীষ্টভক্ত ছিলেন; তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত পাঠে অনেকের মঙ্গল হইতে পারে। আমরা তাঁহার চরিত্র হইতে একটী স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

“অপর পীতাম্বর সিংহ জ্ঞানবান ও নিতান্ত সত্য খ্রীষ্টীয়ান বটেন, সকল খ্রীষ্টীয়ান ভাই লোক ইহা বিবেচনা করিলে তিনি সুখ সাগরে গিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল সমাচার প্রচার করেন এমত তাঁহাদের বাঞ্ছা হইল। তাহাতে পীতাম্বর সিংহ আহ্লাদী হইয়া সুখ সাগরে গেলেন, এবং যেন সকল লোক খ্রীষ্টীয়ান হয় ইহা বাঞ্ছা করিয়া তিনি লোকদিগকে কহিলেন।”

১৮৪৭ অব্দের সংস্করণ।

যে ‘ভাইলোক’ কথাটীর এত ছড়াছড়ি, তাহা এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩। **নিস্তার রত্নাকর।** এ ট্রাক্টখানি পদ্যময়। পদ্য পাঠযোগ্য নহে। দশ আজ্ঞা এই রূপে লিখিত হইয়াছে।

“আমার গোচরে কোন দেব না জানিবে।
কোন রূপে প্রতিমাকে নাহিক পূজিবে॥
বৃথা নাহি করিও হে ঈশ্বরের নাম।
রবিবারে ধর্ম্মমতে করহ বিশ্রাম॥
আপনার পিতা মাতা কর সমাদর।
অকারণে কোন রূপে বধিও না নর॥
না করিও পরদার কেহ কদাচন।
পরধন না করিও কদাচ হরণ॥
মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না হে কোনহ কারণে।
না করিও লোভ পরস্ত্রীতে কিম্বা ধনে॥”

উপরোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

৪। **সত্য আশ্রয়।** ট্রাক্টখানি কথোপকথনচ্ছলে লিখিত বলিয়া মিষ্ট হইয়াছে। কোন২ স্থান পরিবর্জ্জিত, কোন২ স্থান পরিবর্দ্ধিত, কোন২ স্থান বা পরিমার্জ্জিত করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিলে ক্ষতি নাই।

৫। **ধর্ম্মপুস্তকের সার।** এ ট্রাক্টখানিও পদ্যময়। ইহার পদ্যও অপাঠ্য। পুনর্মুদ্রিত করিবার আবশ্যক নাই। ‘হবা’ নামটী কবি ‘হাওয়া’ করিয়াছেন।

৬। **(সটীক) দশ আজ্ঞা।** এ ট্রাক্টখানির বাঙ্গালা সাহেবী। ইহাতে অনেক ভাল কথা আছে, কিন্তু সুপ্রকাশিত হয় নাই। ‘কৃষ্যাদি,’ ‘বিধ্যনুসারে,’ এরূপ সন্ধি শ্রুতি-কটু। ভাষা সঙ্কুচিত হওয়া উচিত। ইহারও শেষে দশ আজ্ঞা পদ্যে লিখিত হইয়াছে।

“১ আমা বিনা অন্য কোন ঈশ্বরে না মান।
২ কোন প্রতিমাকে নাহি কর আরাধন॥

৩ ভয় কর যে কালে লইবা ঈশ নাম।
৪ না ভুল সপ্তম দিনে কর সুবিশ্রাম॥
৫ তব পিতা মাতাকে করহ সুসম্মান।
৬ অকারণ নাহি বধ মনুষ্যের প্রাণ॥
৭ না কর কখন ভাই পরদার কার্য্য।
৮ কখন কাহার দ্রব্য না করিহ চৌর্য্য॥
৯ না দিও কারো বিপক্ষে অসত্য প্রমাণ।
১০ লোভ না করিহ কার নারী কিম্বা ধন॥"

৭। **খ্রীষ্টের আশ্চর্য্যক্রিয়া**। ট্রাক্ট-খানি উপকারী; কথোপকথনচ্ছলে উপদেশাংশ অতি উত্তম। কিন্তু ইহার ভাষা সম্মার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক।

৮। **খ্রীষ্টের উপদেশ কথা**। উপকারী। আরম্ভে কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

৯। **সদ্ধর্ম্ম প্রকাশ**। এ ট্রাক্ট-খানিও পদ্যময়। ইহার পদ্যপাঠেও আমরা প্রীতি লাভ করিলাম না। এমন ট্রাক্টের আবশ্যক নাই।

১০। **মুক্তিমীমাংসা**। ভাষা অসম্মানসূচক ও কদর্য্য। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে অনেক স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে। পুনর্ম্মুদ্রিত করিবার আবশ্যক নাই।

১১। **সত্য খ্রীষ্টীয়ান**। এ ট্রাক্ট-খানি আমরা দেখিতে পাইলাম না।

১২। **জগত্তারক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চরিত্র বর্ণন**। এ খানি স্থানেং পরিবর্ত্তন করিয়া পুনর্ম্মুদ্রিত করিলে ক্ষতি নাই।

১৩, ১৪, ও ১৫। **তিমির নাশক, তুই মহা আজ্ঞা, ও ভ্রম নাশক**। সকল গুলিই অনাবশ্যক। প্রথম খানির স্থানেং অনেক অশ্লীল ও অমুচ্চার্য্য বিষয়ের উল্লেখ আছে, দ্বিতীয় খানিতে পাঠযোগ্য প্রায় কিছুই নাই, তৃতীয় খানির ভাষা নিতান্ত কদর্য্য।

১৬। **মহম্মদী ধর্ম্মের বিষয়ে কথা-বার্ত্তা**। এখানি বড় উপকারী ট্রাক্ট। ইহার শেষ সংস্করণ ১৮৭০ অব্দে মুদ্রিত। এত ছাপার ভুল কেন? কথোপকথনে কোন স্থানে 'তুমি', কোন স্থানে 'আপনি' ব্যবহৃত হইয়াছে। মুসলমানের কথাবার্ত্তা বলিয়াই বুঝি।

১৭। **মাতালের গতি**। পুনর্ম্মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

১৮। **ধর্ম্মপরীক্ষা**। এ খানিও পদ্যময়। পদ্য বড় ভালও নয়, বড় মন্দও নয়। যেং স্থলে খ্রীষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে গুলির নাম এক প্রকার হাস্যোৎপাদক ত্রিপদীতে লিখিত হইয়াছে।

"কলিকাতা মির্জাপুর, কলিঙ্গা ভবাণীপুর,
ইটালি হাবড়া শ্রীরামপুর।
চুচুঁড়া আগড়পাড়া, কৃষ্ণনগর চাপড়া,
কাপাস্‌ডাঙ্গা শোলো রঙ্গপুর॥
বর্দ্ধমান দিনাজপুর, কাঁটোয়া বহরম্‌পুর,
বীরভূম ঢাকা যশোহর।
চাটিগাঁ মেদনীপুর, বরিশাল জলেশ্বর,
উড়িষ্যায় কটক বালেশ্বর॥"

কবি বোধ করি "সাহেবগঞ্জ" কথাটী বসাইতে পারেন নাই।

১৯। **কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আজন্ম মরণ বৃত্তান্ত**। এই ট্রাক্টখানি উপকারী, কিন্তু সংক্ষেপে লিখিলে ভাল হয়। ইহার ভাষা একবারে সাহেবী, সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। "আজন্ম মরণ বৃত্তান্ত" না বলিয়া জীবন-বৃত্তান্ত বলাই ভাল।

২০। **হিন্দুধর্ম্ম অপ্রসিদ্ধীকরণ**। এই ট্রাক্টখানি এক সময় বড় উপকারী ছিল, কিন্তু অনেক বিষয়ে বর্ত্তমান সময়া-

নুরূপ নহে। ময়ূরভট্টের আপত্তি সকল বহুকাল খণ্ডিত হইয়াছে, আর খণ্ডনের আবশ্যক নাই। ভাষা সংশোধিত ও সঙ্কুচিত হওয়া উচিত। হিন্দুধর্ম্ম লইয়া এত বাগাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। হিন্দুদিগের উপাস্য দেব দেবীগণের বিরুদ্ধে পরুষ কথা প্রয়োগ করা অযুক্তিসিদ্ধ। অশ্লীল গল্পাদি ঘাঁটিয়া তোলা সুবিবেচনার কার্য্য নহে।

২১। **পণ্ডিত ও সরকারের কথোপকথন**। ভাল করিয়া লিখিলে ট্রাক্টখানি কাজের জিনিস্ হইতে পারে।

২২। **গীতাবলী**। অনাবশ্যক।

২৩। **মহাপ্রায়শ্চিত্ত**। অনাবশ্যক।

২৪। **মহাবিচার**। কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিলে ভাল হয়।

২৫। **বিবেচনার যোগ্য বিষয়**। এ ট্রাক্টখানি আমাদিগের আবশ্যক বোধ হয় না। ভাষা জঘন্য বলিলে ক্ষতি নাই।

২৬। **আপত্তিনাশক**। হিন্দুধর্ম্ম অপ্রসিদ্ধীকরণের সহিত সংযোজিত করিয়া দিলে হয়। ভাষা ভাল নহে। ২৫ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে, ব্রহ্মার কন্যার নাম সন্ধ্যা; **হিন্দুধর্ম্ম অপ্রসিদ্ধীকরণে** দেখিতে পাই (১৫ পৃষ্ঠা) তাঁহার নাম সরস্বতী। অবিশ্বাসীর মুখে "আমরা যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম" (৫০ পৃষ্ঠা) অপ্রাকৃতিক। এক স্থলে "তাবল্লোক" কথাটী দেখিয়া আমাদিগের কিছু আমোদ বোধ হইল।

২৭। **পদাবলী**। উপকারী; কিন্তু বিষয়গুলি কি নিয়মানুসারে নিবদ্ধ, বুঝিতে পারিলাম না।

২৮। **সত্য তীর্থযাত্রা**। আবশ্যক বোধ হয় না।

২৯। **যীশুর কাছে আইস**। অনাবশ্যক।

৩০। **প্রতিমা পূজাবিষয়ক বাইবেলোক্ত বিচার**। ইহাতে অবিশ্বাসীগণের কিছু উপকার হইতে পারে না। তবে ইহা প্রকাশিত করিবার উদ্দেশ্য কি?

৩১। **যীশু খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য**। থাকিলে ক্ষতি নাই, তবে কিনা না থাকিলেও ক্ষতি নাই। বাজে কথা ঢের।

৩২। **তীর্থ যাত্রিদের প্রতি উপদেশ**। সংশোধিত হইলে ভাল হয়।

৩৩। **ত্রাণোপায়**। পদ্যময়। আমরা এমন কবিতা পড়িতে চাহি না। পাঠকগণকে দুটী ছত্রমাত্র উপহার দিলাম।

"চাহ যদি সত্য বাক্য অন্য লোকের মুখেতে
তবে সত্য বাক্য নিত্য রহুক তব জিহ্বাতে।"

এটী কবির "স্বর্ণাদেশ।" এ ট্রাক্টখানিতেও দশ আজ্ঞা পদ্যময় করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা উদ্ধৃত করিতেও আমাদিগের ঘৃণা বোধ হইল।

৩৪। **কলিকাতানিবাসি খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদের নিবেদন পত্র**। পত্রখানি ভাল লাগিল, কিন্তু স্থানে২ দুই একটী কথা বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমেই "বিবিধশাস্ত্রালোচনাদিগুণালঙ্কৃতেষু" সুদীর্ঘ কথাটী দেখিয়া ভয় হইল; পণ্ডিতগণের না হইতে পারে।

৩৫, ৩৬, ও ৩৭। **ঈমানের তহ্কীকাৎ, গলতীর এনকার, আল্লাতালার নবী হইবার দলীল**। মুসলমান-

দিগের কাছে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থে এই ট্রাক্টগুলি বড় উপকারী। ভাষার বিষয়ে কোন কথা বলিবার আমাদিগের ক্ষমতা নাই।

৩৮। **ভ্রম প্রকাশক পত্র**। এ ট্রাক্টখানি উপকারী, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ট্রাক্টের বাহুল্য বলিয়া এ খানিও পুনর্ম্মুদ্রিত করিতে আমরা পরামর্শ দিই না। 'কি' কথাটী 'কী' এইরূপ লিখিত হইয়াছে। এই ভ্রমটী অন্যান্য তিন চারি খানি ট্রাক্টেও দৃষ্ট হইল।

৩৯। **বন্ধুর সহিত উকীলের কথোপকথন**। এ ট্রাক্টখানি পড়িয়া বিশেষ আমোদ লাভ করিলাম। শুধু সাহেব-বন্ধুর কথাবার্ত্তা "সাহেবী" নয়, রামলোচন বাবুরও সেইরূপ। সাহেব কোন স্থানে 'আপনি,' কোন স্থানে 'তুমি' শব্দ প্রয়োগ করেন। প্রথমেই বলিলেন, "নমস্কার মহাশয়;" তাহার পর বলিলেন, "তাহা তোমাদের শাস্ত্রের মত হল কিরূপে?" এ গুলি সাহেবী বোল্।

৪০। **গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব পরীক্ষা**। রাখিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু সংশোধিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

৪১। **হিন্দুলোকদের প্রতি নিবেদন**। অনাবশ্যক।

৪২। **বেদান্তধর্ম্ম**। এ ট্রাক্টখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। ইহার ভাষা উত্তম, বিষয় উত্তম, ভাব উত্তম, সকলই উত্তম। তবে ব্রাহ্মদিগের প্রতি অত বিদ্রূপ করা ভাল হয় নাই। এখানি বিক্রয়ার্থ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে।

৪৩। **সত্য গুরু**। এ খানিও উত্তম ট্রাক্ট, কেবল স্থানে২ কিছু২ পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

৪৪। **মনের বিষয়ে উপদেশ**। রাখিলে ক্ষতি নাই, না রাখিলেও হানি নাই।

৪৫—৫০। **শিবের, জগন্নাথের, দুর্গার, কালীর, গঙ্গার, ও কৃষ্ণের বৃত্তান্ত**। এই ট্রাক্টগুলি এক সময়ে বড় কাজের জিনিস্ ছিল, কিন্তু এখন তত উপকারী বোধ হয় না। ভাষা মন্দ নহে, কিন্তু স্থানে২ পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়।

৫১। **জাতিবৃত্তান্ত**। এখানি বড় কাজের ট্রাক্ট, কিন্তু আর একটু উচুঁদরের হইলে আরো ভাল হইত। স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

৫২। **সত্য প্রায়শ্চিত্ত**। এত বাহুল্য কেন? অনেক সংক্ষেপে লেখা যাইতে পারে।

৫৩-৫৬। **খ্রীষ্টের চরিত্রের আদিভাগ, খ্রীষ্টের নানা উপদেশ, সুসমাচারোদ্ধৃত দৃষ্টান্তকথা, ও খ্রীষ্টের চরিত্রের শেষখণ্ড**। এই ট্রাক্টগুলি পদ্যময়, ও অনেক পরিশ্রমের ফল। পদ্য বড় মন্দ নহে; কিন্তু এরূপ বিষয় পদ্যে লিখিয়া আবশ্যক কি? আমাদিগের দেশে এখন পদ্যের প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়া আসিয়াছে। সাধারণ বিষয় সমূহ গদ্যেই লিখিত হয়। উপরোক্ত ট্রাক্ট চতুষ্টয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৩২২২ পংক্তি কবিতা আছে।

৫৭। **পিতা ও তাহার দুষ্টপুত্র**। এ ক্ষুদ্র ট্রাক্টখানি মন্দ নহে।

৫৮। **খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমর্ম্মসার**। প্রথম কথা, 'মর্ম্ম' আবার 'সার' কি? খ্রীষ্টীয়

ধর্ম্মের সার বলিলেই যথেষ্ট হইত। এ ট্র্যাক্টখানির ভাষা বড় কট্মটে, ও স্থানে স্থানে অশুদ্ধ। এরূপ ভাষা সাধারণের প্রীতিকর হইতে পারে না। "তদ্বৎ" "এতদ্বৎ" এইরূপ কথাগুলি নূতন বটে। পাঠকগণ "তদ্দাত্যনুযায়ি" কথাটীর সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া লইবেন। ৭ ম পৃষ্ঠায় 'পাপপঙ্কে' না মুদ্রিত হইয়া 'পাপপক্কে' হইয়াছে।

৫৯। যীশু খ্রীষ্টের বর্ণনা। ধর্ম্ম-পরীক্ষার শেষাংশ ; অতি অল্পই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

৬০। সত্য মত বিষয়ক প্রশ্নোত্তর। অনাবশ্যক। ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্নোত্তরের দ্বিতীয় ভাগই যথেষ্ট।

৬১। শিশু শাসন। এই বিষয়ে ভাল করিয়া একখানি ট্র্যাক্ট লেখা উচিত। এখানির ভাষা জঘন্য ও অপাঠ্য। "ছেল্যা" কথাটী খাঁটি সাহেবী।

৬২। জীবনের পথ। ইহার ভাষা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পাঠকগণকে আরম্ভ হইতে কয়েক ছত্র উপহার দিই, তাঁহারা অর্থ বুঝিয়া লইবেন।

"পরকালের বিষয়ে চর্চ্চা অনেকে করে বটে কিন্তু উচিত কর্ম্ম চিন্তা কে করে, বরং জীবনের পথে আছি বা ভুল ভ্রান্তিতে আছি ইহা বিবেচনা না করিয়া এ সংসারের বিষয়ে মানরূপ মদে মত্ত হইয়া প্রায় সকলেই ঘুমাইয়া রহিয়াছে।"

৬৩। আন্না নাম্নী ছোট বালিকার চরিত্র। এ ট্র্যাক্টখানি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া সংক্ষেপে লিখিলে বড় উপকারী হয়।

৬৪। রেবীর চরিত্র। এখানির বিষয়েও আমাদিগের ঐরূপ বক্তব্য।

৬৫ ও ৬৬। ধর্ম্মগীতাবলী। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ইহার মধ্যে কয়েকটী গীত উত্তম, কিন্তু কতকগুলি আবার যৎসামান্য। গীতগুলি প্রচলিত থাকা আবশ্যক।

৬৭। বিবাহের বিধি। ট্র্যাক্টখানি এমন গুরুতর বিষয়োপযোগী হয় নাই। ইহার ভাষা কদর্য্য। পূর্ব্বে যেমন এক খানি ট্র্যাক্টে 'ছেল্যা' দেখিয়াছিলাম, এখানে সেইরূপ 'মেয়া' দেখিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ হাসিবেন না, আমরা একটী স্থান উদ্ধৃত করি।

"এই কারণে বিবাহের পূর্ব্বে উভয়ের মত জানিতে হয়। তাহা না হইলে স্ত্রী পুরুষের প্রেম না হইয়া সর্ব্বদাই কুক্কুরের মত কামড়াকামড়ি হইবে।"

৬৮। মাদাগাস্কারস্থ মণ্ডলীর তাড়না। মাদাগাস্কারস্থ খ্রীষ্টাশ্রিতদিগের বিবরণ অতি চমৎকার, কিন্তু এ ট্র্যাক্টখানি পড়িয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিলাম না। ইহারও ভাষা কদর্য্য। এই বিষয়ে একখানি নূতন ট্র্যাক্ট লেখা উচিত ; তাহাতে আধুনিক বৃত্তান্ত সমূহ অবধি প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। মাদাগাস্কারকে "উপদ্বীপ" বলা হইয়াছে কেন? আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি ; আমরা কি চার দিয়া মৎস্য জালে বদ্ধ করি? ১৮৬৫ অব্দে এই ট্র্যাক্টখানির যে সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহাও প্রীতিকর নহে।

৬৯। ব্যভিচার বিরুদ্ধে। অনাবশ্যক ; ভাষা অপকৃষ্ট।

৭০। সৌ কোয়ালার বিবরণ। আন্না ও রেবীর চরিত্র বিষয়ে আমরা যে কথা লিখিয়াছি, এ ট্রাক্টখানি সম্বন্ধেও আমাদিগের তাহাই বক্তব্য।

৭১। খ্রীষ্টীয় কর্ত্তব্য সার। দ্বিতীয় সংস্করণ। এই ট্রাক্টখানি বিশেষ উপকারী। এই সংস্করণে (১৮৭০ অব্দে মুদ্রিত) ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন বস্ত্রে নুতন কাপড়ের তালি দিলে কি হইবে? আমাদিগের পরামর্শ, ট্রাক্টখানি পুনর্লিখিত হউক।

আমরা একে২ বিতরণার্থ ট্রাক্টগুলি সংক্ষেপে সমালোচন করিলাম। কিন্তু এরূপ সমালোচনায় বিশেষ লাভ নাই; সমালোচকেরও সুখ নাই। আমরা যে সমস্ত ট্রাক্টের দোষ ধরিয়াছি, ভরসা করি তৎপ্রণেতারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আমরা তাঁহাদিগের লিখিত ট্রাক্টগুলির নিন্দা করিয়াছি বলিয়া এমন কথা বলি না, যে সেই সমস্তের দ্বারা দেশের কোন উপকার হয় নাই; আমরা এই মাত্র বলি, যে সেই গুলি বর্ত্তমান কালের উপযোগী নহে। আমরা কাঁহার মুখাপেক্ষা করিয়া কোন কথা লিখি নাই; যাহা ভাল বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি। এমন হইতে পারে, আমরা অনেক স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছি; হয়ত অনেক স্থলে আমাদিগের বিবেচনার ত্রুটি হইয়াছে; হয়ত কাঁহার কাঁহার সহিত কোন কোন বিষয়ে আমাদিগের মতের ঐক্য হইবে না; কিন্তু পুনরায় বলি, যাহা ভাল বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি।

এক্ষণে ট্রাক্ট সোসাইটিকে দুই একটী পরামর্শ দিয়া বিক্রয়ার্থ শ্রেণীর সমালোচন আরম্ভ করিব। আমরা যে একাত্তর খানি ট্রাক্ট সমালোচন করিলাম, তাহার অধিকাংশই অনাবশ্যক, অতএব পুনর্মুদ্রিত করিবার আবশ্যক নাই। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি অনাবশ্যক ট্রাক্ট প্রচলিত আছে। এই বিষয়ে দুই তিন খানি সুরচিত ট্রাক্ট থাকিলেই যথেষ্ট। দেব দেবীগণের বিষয়ে অশ্লীল গল্পাদি না প্রকাশ করাই ভাল। কাব্যের এত ছড়াছড়ি আবশ্যক নাই। অপাঠ্য কাব্যে আমাদিগের দেশ প্লাবিত হইয়াছে; কুকবির অশ্রাব্য বীণাবাদনে শ্রবণেন্দ্রিয় জ্বালাতন হইয়াছে। যে ট্রাক্টে অধিক বাজে কথা আছে, এমন ট্রাক্ট যেন তাঁহারা ভবিষ্যতে গ্রাহ্য না করেন। ভাষার প্রতিও যেন তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, বিবেচনার দোষে ট্রাক্ট সোসাইটির অনেক টাকা বৃথা ব্যয়িত হইয়াছে।

২য়। বিক্রয়ার্থ ট্রাক্ট।

১। ধর্ম্ম অবতার। এখানি পূর্ব্বে বিতরণার্থ শ্রেণীভুক্ত ছিল, এক্ষনে সংশোধিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এখানি উপকারী ট্রাকট; ইহার ভাষাও মন্দ নহে, কিন্তু আরো সম্মার্জ্জিত হওয়া উচিত। পূর্ব্বে যেমন একখানি ট্রাক্টের বিষয় বলিয়াছি, এখানির বিষয়ও বলিতেছি "পুরাতন বস্ত্রে নুতন কাপড়ের তালি দিলে কি হইবে?"

২। হিংসাজয়ীর বৃত্তান্ত। তৃতীয় সংস্করণ। এ ট্রাক্টখানি পাঠ করিয়া আ-

মরা পরিতুষ্ট হইলাম। এখানিও পূর্ব্বে বিতরণার্থ শ্রেণীভুক্ত ছিল। ভাষা স্থানে স্থানে অল্পই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

৩। **মালতী**। পদ্যময়। এ ট্রাক্টখানি আমাদিগের বড় মনে ধরিল। পদ্য সরল ও পরিষ্কার, ভাষাও বিশুদ্ধ। অনেক কঠিন কঠিন বিষয় কবি সহজ সহজ কথায় বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অনেক দূর সফল-প্রয়াসও হইয়াছেন। হেমাঙ্গিনীকে ব্রাহ্মিকা করাতে ট্রাক্টখানি সময়োপযোগী হইয়াছে। কিন্তু ইহার স্থানে২ দুই একটী কাঁচা তর্ক, ছেলেভুলান যুক্তি দেখিলাম; সেইগুলি ও মাঝে২ কথার কিছু২ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেই ট্রাক্টখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। কতকগুলি ছাপার ভুল দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। 'ভুলিতে'র স্থানে 'ভূলিতে,' 'কিসের' স্থানে 'কিশের,' 'শুধিতে'র স্থানে 'সুধিতে', 'শুধু'র স্থানে 'সুধু', 'বেশি'র স্থানে 'বেসি', 'বীনা'র স্থানে 'বিনা' ইত্যাদি।

৪। **কবিতা-কুসুম**। এখানিও পদ্যময়; ওয়াট্‌সাহেবকৃত কয়েকটী গীতের অনুবাদ। অনুবাদিত কবিতা উৎকৃষ্ট হইতে পারে না; সুতরাং আমরা এ কবিতাগুলিকেও উৎকৃষ্ট বলিতে পারি না। অনুবাদ বলিয়াই স্থানে২ অপ্রাঞ্জলতা দোষ ঘটিয়াছে, কয়েকটী স্থান দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই ট্রাক্টখানির প্রথম পৃষ্ঠায় তৃতীয় পদে পাঠ করিলাম, "প্রভুর চৌদিকে আছে পূত দূত যত;" সেই পদেই আবার দেখিলাম, "পালেন তাঁহারা তাঁর পবিত্র আদেশ।" দশ আজ্ঞা এই রূপে লিখিত হইয়াছে।

১। "আমা ছাড়া অন্য দেব নাহিক তোমার,
২। প্রতিমারে কদাপি না করো নমস্কার।
৩। বৃথায় ঈশ্বর নাম করো না গ্রহণ,
৪। পবিত্র বিশ্রাম দিন না করো লঙ্ঘন।
৫। পিতা মাতা উভয়েরে করিবে সম্মান,
৬। নরহত্যা করিও না, হবে সাবধান!
৭। ব্যভিচার করিবারে করো না মনন,
৮। দরিদ্র হলেও চুরি কোর না কখন!
৯। মিথ্যা কথা কদাপি না করো উচ্চারণ,
১০। অন্যের জিনিসে লোভ না করো কখন!"

পাঠকগণ ইহার সহিত পূর্ব্বে যে অন্য দুই প্রকার পদ্যময় দশাজ্ঞা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা তুলনা করিবেন। এ ট্রাক্টখানিতেও কয়েকটী ছাপার ভুল দৃষ্ট হইল।

৫। **ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্নোত্তর। ২য় ভাগ**। অতি উত্তম হইয়াছে।

উপরোক্ত পাঁচখানি ট্রাক্টের মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

৬। **খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত কথা**। এ ট্রাক্টখানিতে একটী ভূমিকা থাকিলে ভাল হইত।

৭। **প্রাচীন কাহিনী**। বিশেষ কারণ প্রযুক্ত আমরা এখানির বিষয়ে কোন কথা বলিতে পারিলাম না।

৮। **জীবনালোক**। এখানি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

৯। **ক্ষুদ্র মেষশাবকের গল্প**। এখানি পড়িয়াও সন্তুষ্ট হইলাম। ইহাতে দুই ছত্র উত্তম পদ্য দেখিলাম।

"দোলে যথা পুষ্পদাম মৃদুল হিল্লোলে,
বহে যথা স্রোতস্বতী পৃথিবীর কোলে।"

১০। **নিকাশ দিতে হইবে**। এ ট্রাক্টখানি ভাল হয় নাই।

১১। **ঈশ্বরের অস্তিত্ব।** উত্তম হইয়াছে। রচনা স্থানেং উৎকৃষ্ট।

"ঐ দেখ, একটী আঁবগাছ বাঁকিয়ে পুকুরের উপর পড়িয়াছে! উহার শাখায় শাখায় স্বর্ণলতিকা জড়িয়া কেমন শোভা করিয়াছে! তোমরা যেমন গলায় সোণার নূতন হার পরিলে আর্শিতে মুখ দেখ, সেই প্রকার আঁবগাছ যেন স্বর্ণলতিকারূপ হার পরিয়া সরোবররূপ-স্বচ্ছদর্পণে আপনার মুখ দেখিতেছে।"

ভাবটী সম্ভাবশতকের, কিন্তু কথাগুলি গ্রন্থপ্রণেতা নিজে সাজাইয়াছেন।

১২। **আসিয়া দেখ।** একটী মাজামাজি দরের উপদেশ। ভাষা মন্দ নহে।

১৩। **ত্যাগ স্বীকার।** মন্দ হয় নাই, কিন্তু স্থানেং ভাষা ভাল লাগিল না।

১৪। **সৌদামিনী।** এ ট্রাক্টখানি পূর্ব্বে মাতা ও কন্যার মধ্যে কথোপকথন আখ্যাত, এবং বিতরণার্থ শ্রেণীসম্মুক্ত ছিল। ইহার খানিকটা ভাল, খানিকটা মন্দ; আগাগোড়া সমান নহে। কথা কহিতেং মাতা কন্যাকে, "ওরে আমার যাদুমণি" বলিয়া উঠেন না। কন্যার নাম "মিনি" কি "মনি" আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

১৫। **ত্রাণার্থীর উক্তি।** ভাল হয় নাই। কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"তুমি কি মৃত্যুর ভয়ে সশঙ্কিত? আঃ! যদি এ রূপ অবস্থাপন্ন হও, তবে ত তোমার অভ্যন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র সুখ নাই, দেখিতেছি! কেননা অবশ্যম্ভাবী আগামী মৃত্যু বাস্তবিক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।"

আমাদিগের অভ্যন্তরে সুখ থাকে না, অন্তরেই থাকে।

১৬। **মনোরঞ্জন গল্প।** এ ট্রাক্টখানিতে তিনটী গল্প লিখিত হইয়াছে। প্রথমটী (সুশীলার মনোবেদনা) আমাদিগের বড় মনে ধরিয়াছে। ইহার ভাষা অতি উত্তম, ও অতি মিষ্ট। বালিকাদিগের কথাগুলি বেশ মেয়েলী হইয়াছে। "বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী রতনপুর নামে একটী গ্রাম আছে," লেখা ভাল হয় নাই। দেশের অন্তঃপাতী একবারে গ্রাম শুনিতে কেমনং লাগে।

১৭। **অপব্যয়ী পুত্র।** পদ্যময়। বড় ভাল হয় নাই।

১৮। **তোমার দেহের গতি কি হইবে?** ভাল লাগিল না।

১৯। **সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।** এ উপদেশটী পাঠ করিয়া উপকার লাভ হইল।

২০। **গল্পত্রয়।** ভাল বোধ হইল না।

২১। **ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্নোত্তর।** ১ম ভাগ। অতি উত্তম হইয়াছে।

২২। **বিশ্বাস কাহাকে বলে?** পড়িয়া সন্তোষ লাভ করিলাম।

২৩। **সদ্ভাবলহরী।** পদ্যময়। কবিতাগুলি বড় ভাল লাগিল। অলসের ছবি খানি উত্তম হইয়াছে।

২৪। **কবিতামালা।** পদ্যময়। এ কবিতাগুলিও মিষ্ট। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সদ্ভাবলহরীর কাব্যগুলি আরো ভাল হইয়াছে।

২৫। **কবিতা রত্নাবলী।** পদ্যময়। কবিতাগুলি কোমল ও মিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট নয়। এক স্থানে দেখিলাম খ্রীষ্টের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, "পরীক্ষা অনলে পড়ি আজি দগ্ধ হন্‌ রে।" খ্রীষ্ট কি পরীক্ষা অনলে পড়িয়া দগ্ধ হইয়াছিলেন?

২৬ । রাখাল মোহিনী । এ গল্পটী সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু ট্রাক্‌ট খানিতে অনেক ছাপার ভুল দেখিলাম ।

২৭ । জমীদার ও রায়তের গল্প । বড় ভাল লাগিল না ।

২৮ । ভুলোই শেষে ভোলানাথ হবে । সচ্চরিত্র ও আপনার কর্ম্মে নিবিষ্টচিত্ত হইলে, আমরা সত্বরই আমাদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে পারি, ভুলোর গল্প হইতে এই সদুপদেশ শিক্ষা করা যায় । গল্পটী ভাল লাগিল না । আমরা বোধ করি, কোন খ্রীষ্টান বালক অদ্যাবধি ধর্ম্মতলার রাস্তায় ঝাঁটি দেয় নাই ।

২৯ । গীত-রত্ন । এ গীতগুলি রামপ্রসাদের গীত অনুকরণ করিয়া লিখিত । গীতগুলি চমৎকার হইয়াছে ; কথা রামপ্রসাদী, ভাব রামপ্রসাদী, সুর রামপ্রসাদী, সকলই রামপ্রসাদী । পাঠকগণের সন্তোষার্থ ইহা হইতে দুটী গীত উদ্ধৃত করিলাম ।

১২ গীত

"কেনরে তুই মন ভ্রমরা ভ্রমণ করিস
নানা ফুলে ?
ফুটেছে সোনার কমল, বৈৎলেহমে
দায়ূদ কুলে ।
১—সৌরভে যাঁর জগৎ জুড়ে,
মধু মাছি আস্‌ছে উড়ে,
আছিস তুই কেন এখানে পড়ে,
প্রাণ হারাবি ক্ষুধায় জ্বলে ।
২—দিলাম তোরে উচিৎ সলা,
দূর হবে তোর মনের মলা,
যীশুর চরণ ধর এই বেলা,
রক্ষা পাবি নিদান কালে ।"

১৬ গীত

"আমার মন মাছে পড়েছে পেঁচে টোপ
গিলে ।
বিঁধেছে বড়শী মুখে, খুলতে গেলে কৈ
খোলে ।
১—টানা টানি কোরে খানিক,
চুঁচে যায় অগাধ জলে,
আবার ক্ষণেক ডোবে ক্ষণেক ভাসে,
শেষে হাঁপ্‌য়ে মরে পেট ফুলে ।
২—ছুটে দলের গোড়ায় গিয়ে,
বেড়ায় সুতো ছিড়বো বলে,
ও তা যায়না ছিঁড়ে জোড়্‌য়ে পোড়ে,
তারে চৌঘুরিমাথ দেখালে ।"

উপরোক্ত চব্বিশখানি ট্রাক্‌টের মূল্য এক পয়সা মাত্র । এতদ্ব্যতীত, কতকগুলি অর্দ্ধ পয়সা মূল্যের ট্রাক্‌ট আছে ;—পাকা আঁব, প্রেমোপাখ্যান, ঋণপরিশোধ, ও ঠাকুরদাদার গল্প । এ গুলির বিষয় কোন কথা লিখিবার আবশ্যক নাই ।

আমরা বিক্রয়ার্থ ট্রাক্‌টগুলিরও সমালোচন শেষ করিলাম । বিতরণার্থ ট্রাক্‌টগুলির সমালোচন সমাপন করিয়া যে কয়েকটী কথা লিখিয়াছি, এখানেও তাহাই বলিতেছি । আমরা যাহা ভাল বুঝিয়াছি নিরপেক্ষভাবে তাহাই লিখিয়াছি ; গ্রন্থপ্রণেতাগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন । আমরা যদ্যপি কাঁহারও মুখাপেক্ষা করিয়া কোন কথা লিখিতাম, বিক্রয়ার্থ ট্রাক্‌টগুলির সমালোচনে তাহার বিশেষ আবশ্যক হইত ; কিন্তু সে মুখাপেক্ষা আমরা করিলাম না । আমরা যে দুই এক খানি ট্রাক্‌টের ছাপার ভুলের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার বিশেষ কারণ আছে । আমরা আজি পর্য্যন্ত এমন এক খানিও বাঙ্গালা পুস্তক

দেখি নাই, যাহাতে একটীও ছাপার ভুল নাই। ট্রাক্টসোসাইটির পুস্তক সমূহে ছাপার ভুল অতি অল্পই দৃষ্ট হয়; তাই বলিয়াই যে গুলি দৃষ্ট হয়, সে গুলির জন্য দুঃখ হয়। একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। বিক্রয়ার্থ ট্রাক্টগুলির ভাষা—কবিতাগুলির বিশেষ—বিতরণার্থ ট্রাক্টসমূহের অধিকাংশের ভাষা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, কিন্তু বিতরণার্থ ট্রাক্ট-গুলির অধিকাংশ বিক্রয়ার্থ ট্রাক্টসমূহ অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীস্থ। এ গুলির বাহ্য-সৌন্দর্য্য অধিক, সে গুলির আভ্যন্তরিক।

শ্রীনিঃ—

মুক্তি-তত্ত্ব।

ইস্রায়েল বংশের মিসরীয় দাসত্বের আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য।

কতকগুলি কারণ ঐকমত্যের ও সমানুভবের উৎপাদক। ঐ কারণ সমূহের মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান;—সমান-বংশে উৎপত্তি, সমান অভিপ্রায়, সমান ধর্ম্ম, সমান সুখদুঃখভোগ, সমান উদ্যোগ। এই সমুদায় কারণ দ্বারা মনুষ্যগণ একীভূত ও একাভিপ্রায় সম্পন্ন হয়। যে কোন ঘটনাদ্বারা তাহাদের শারীরিক বা মানসিক সুখদুঃখের উৎপত্তি হয়, সেই ঘটনাই তাহাদের একতা বন্ধনকে দৃঢ়তর করে। এবং মনুষ্যগণ যে পরিমাণে ঐ সমস্ত কারণ পাশে বদ্ধ হয়, সেই পরিমাণেই তাহাদের বলের আধিক্য, অভীষ্ট সাধনে ক্ষমতা, ও বৈরি-বিমর্দ্দনে যোগ্যতা জন্মিয়া থাকে, ও সেই পরিমাণেই তাহাদের সাধারণ বিষয়ে অনুরাগের উৎপত্তি হয়। তাহারা সকলেই সমদশান্বিত ও সমসুখদুঃখ-ভাগী হয়, সুতরাং তাহাদের মনের ভাব, সংকল্প, উদ্যোগ, ও আশাস্থল একই হইয়া উঠে,—তাহারা এক ব্রতে ব্রতী হয়। এই জন্যই পণ্ডিতেরা ঐক-মত্যকে বলস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শারীরিক সংগ্রাম উপস্থিত হউক বা মানসিক সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হউক, ঐকমত্য সজ্জায় সজ্জীভূত হইলে বিপক্ষ-পক্ষের পরাজয়ের সন্দেহ থাকে না। কিন্তু ঐকমত্যের অভাব বা অপ্রাচুর্য্য হইলে রিপুকুলদ্বারা পরাভূত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব যদি কোন জাতি আত্মারক্ষার্থে বা নিজ গৌরব বর্দ্ধনাভিপ্রায়ে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া কায়মনে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে যত্নবান হওয়া তাহাদের নিতান্ত আবশ্যক।

মানবমণ্ডলীর যেরূপ অবস্থা ও তাহা-

দের মনের যেরূপ গতি, তাহাতে উল্লিখিত কোন না কোন কারণ ব্যতীত তাহাদের একাভিপ্রায় পদবীতে পদার্পণ করা, বা এক-সংকল্প-ব্রতে ব্রতী হওয়া, এক কারণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। সুতরাং ঈশ্বর যদি কোন জাতিকে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের সাধন জন্য প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে যে কোন সদুপায় দ্বারা তাহারা একীভূত হয়, তিনি তাহাই নিযোজিত করেন সন্দেহ নাই।

যাহা উপলব্ধ হইল, তাহা ইস্রায়েল বংশের প্রতি প্রযোজিত হইতে পারে। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যৎকালে কাল্পনিক ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রবলরূপে ব্যাপৃত হইতেছিল, তখন ঈশ্বর নিজ সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য পৌত্তলিক ধর্ম্ম হইতে ইব্রাহিম্‌কে পৃথক করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিয়াছিলেন—"তোমার বংশ বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীন হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিবে ও তৎপরে বহুসংখ্যক হইবে।" সেই ইব্রাহিমের বংশ পরম্পরা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া সম্মান করিত। ধার্ম্মিক কুলতিলক ইব্রাহিমের শোণিত তাহাদের শরীরে প্রবাহিত হইত বলিয়া তাহারা আপনাদিগকে অতীব মান্য, গৌরবান্বিত, ধন্য ও সার্থকজন্মা জ্ঞান করিত। এই রূপ সংস্কার তাহাদের প্রত্যেকের মনে প্রবল থাকাতে তাহারা একদলভুক্ত হইয়াছিল। অধিকন্তু, মিসর দেশে তাহাদের অবস্থা ও ব্যবসায় এক প্রকারই ছিল, তথাকার দাসত্বশৃঙ্খল হইতে তাহারা এক সময়ে—এক রূপে মুক্ত হইয়াছিল, এবং ঐ মুক্তি স্মরণার্থে তাহারা একটী সাম্বৎসরিক পর্ব্ব অতি সমারোহে—সমভাবে পালন করিত। এই রূপ সমাবস্থাপন্ন ও সমসুখদুঃখভাগী হওয়াতে তাহারা একপ্রকার অভাবনীয় অচ্ছেদ্য প্রণয়পাশে পরস্পর বদ্ধ হইয়াছিল। পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রষ্টমতি লোকদ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও তাহারা সদা স্বতন্ত্র হইয়া স্বজাতীয় ব্যবহার, ব্যবস্থা ও ধর্ম্মনিয়ম পালন করিত। অধিক কি, তাহাদের পরে কত শত জাতি উৎপন্ন, প্রধান পদাধিষ্ঠিত, ও যথাকালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং যে পাশে তাহারা পরস্পর বদ্ধ ছিল তাহাও ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু ইব্রাহিমের বংশ পরম্পরা অসামান্য একতাবন্ধনে বদ্ধ হইয়া অতি প্রাচীন কালাবধি অক্ষয় হিমাচলের ন্যায় অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—কি অভিপ্রায়ে ঈশ্বর ইস্রায়েল বংশকে মিসর দেশে উল্লিখিত অবস্থায় রাখিয়াছিলেন? মিসরীয় দাসত্ব অবস্থার অনতিবিলম্বে ঈশ্বর তাহাদিগকে নূতন ধর্ম্ম বিষয়ক নিষেধ-বিধি-ব্যবস্থা সকল দান করিয়াছিলেন। উক্ত মহৎকার্য্য সাধনার্থে প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে ঈশ্বর তাহাদিগকে উল্লিখিত অবস্থায় ও নিয়মে অবস্থাপিত ও নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফলতঃ ঐরূপ ঈশ্বর নিযোজিত অবস্থায় না থাকিলে, তৎপরে ঈশ্বরদত্ত ব্যবস্থা ও নিয়ম সকল গ্রহণ ও পালন করিতে তাহারা কোন প্রকারেই সমর্থ হইত না।

আশ্চর্য্য কর্ম্ম; বিশেষতঃ যে সকল আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা ইস্রায়েল বংশ মিসরদেশ হইতে মুক্তি পায়।

আশ্চর্য্য কর্ম্মের সম্ভবনীয়তা বিষয়ে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপন করিয়া অদূরদর্শী পণ্ডিতাভিমানী গ্রন্থকারেরা নানা কুতর্ক করিয়া থাকেন। সেই গ্রন্থকারদিগের ও তত্তদগ্রন্থাধ্যায়ি জনগণের মন এরূপ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন যে, তাঁহারা পক্ষপাতশূন্য হইয়া আশ্চর্য্য কর্ম্মের বাস্তবিকতা ও প্রয়োজনত্বের প্রমাণাদি পাঠ বা সমালোচনা করিতে কোন প্রকারেই ইচ্ছুক নহেন।

মনুষ্য সাধারণের মনের অবস্থা আলোচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যে ধর্ম্ম অলৌকিক কর্ম্ম দ্বারা অনুষ্ঠিত নহে, তাহা তাঁহারা ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। ধীশক্তি সম্পন্ন মনুষ্যকৃত কার্য্য সমূহ যেরূপ তদিতর জন্তুগণের ক্ষমতা ও বুদ্ধির অতীত, অসীমবুদ্ধি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কার্য্য সকল তদ্রূপ অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধি মনুষ্যের ক্ষমতা ও বুদ্ধির অতীত। ফলতঃ ঈশ্বরকৃত প্রত্যেক কার্য্যই একভাবে মনুষ্যের পক্ষে আশ্চর্য্য। ঈশ্বর যদি মানববুদ্ধিসঙ্গত ও মানববুদ্ধিসাধ্য কার্য্য সকলই নিষ্পাদন করেন, তাহা হইলে ঈশ্বরকৃত আর মনুষ্যকৃত কার্য্যের কিছুই প্রভেদ থাকে না। আবার অপর সাধারণ তাবৎ ঘটনাকেই যদি ঈশরকৃত বলা যায়, তাহা হইলে অজ্ঞানতা প্রকাশ পায় মাত্র।

ঈশ্বর স্বয়ং যদি নরবংশের নিকটে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদের প্রতি স্বীয় করুণা ও মঙ্গলভাব প্রকাশ করিতেন, অথচ ঐ ধর্ম্ম প্রচার কালে অলোকসম্ভব কোন কার্য্য না করিতেন, তাহা হইলে কোন্ বুদ্ধিমান উহা ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া গ্রাহ্য করিত? অপর কোন মনুষ্য যদি ঈশ্বরপ্রেরিত উপদেশক বলিয়া নিজ পরিচয় দিতেন, অথচ কোন অলৌকিক কর্ম্ম না করিতেন, অথবা অপরাপর মনুষ্য অপেক্ষা কোন বিশেষ ক্ষমতা ও জ্ঞানের লক্ষণ না দেখাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই বা ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া কে বিশ্বাস করিত? তৎপ্রচারিত কোন২ মত স্ব২ মতের সদৃশ হইলে কেহ২ ঐ মতাবলম্বী হইতে পারিত, কিন্তু মনুষ্যসাধারণের মধ্যে এক নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করা তাঁহার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব হইত না।

লোকাতীত কর্ম্ম যে ঈশ্বরশক্তি প্রকাশক, ইহা মনুষ্যের স্বাভাবিক জ্ঞান জনিত। সুতরাং একটী নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে গেলে আশ্চর্য্য কর্ম্মের প্রয়োজন হইতই হইত। যাঁহারা আশ্চর্য্য কর্ম্মের প্রামাণিকত্ব ও প্রয়োজনত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই যদি একটী নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার মানস করিতেন, তাহা হইলে মনে২ জানিতে পারিতেন যে, আশ্চর্য্য কর্ম্মের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন মতেই উহা সম্পন্ন হইতে পারিত না। অতএব আশ্চর্য্য কর্ম্ম নিবন্ধন সংস্থাপিত ধর্ম্ম যে ঈশ্বর প্রণীত, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ যাবৎ আশ্চর্য্য কর্ম্মের অপ্রামাণ্য নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতে না পারা যায়,

তাবৎ উক্ত ধর্ম্ম ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে।

আশ্চর্য্য কর্ম্ম ঐশীশক্তি প্রকাশক ইহা এরূপ যুক্তিসিদ্ধ যে, যাহারা আপনাদিগকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাদের আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আছে, এরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে যে সকল অকপট লোক ভ্রান্ত হইয়া বিশেষ কার্য্য সাধনার্থে আপনাদিগকে ঈশ্বর প্রেরিত মনে করিত, তাহারা বিশ্বাস করিত যে, তাহাদের আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আছে। অপর কপট ও ধূর্ত্ত প্রবঞ্চকেরা আশ্চর্য্য কর্ম্ম ঐশীশক্তি প্রকাশক জানিয়া স্বকপোলকল্পিত ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে বা অন্যবিধ অসদভিপ্রায় সাধন জন্য অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া লোক সমাজে আপনাদিগের পরিচয় দিত।

সৃষ্টি কালাবধি যে সকল কাল্পনিক ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়াছে, সে সমস্তই (অলীক) আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন ধর্ম্ম যত নিকৃষ্ট হউক না কেন, উহা যদি অলৌকিক কার্য্য সহকারে স্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই লোকের বিশ্বাস্য হয়। কিন্তু কোন ধর্ম্ম যদি যথার্থই উৎকৃষ্ট হয়, অথচ আশ্চর্য্য কর্ম্ম সহকারে স্থাপিত হইয়া না থাকে, তাহা হইলে উহা বিশ্বাস্যও নহে, গ্রাহ্যও নহে।

এক্ষণে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল যে, আশ্চর্য্য কর্ম্মকে মনুষ্য সাধারণ ঈশ্বরশক্তি প্রকাশক বলিয়া গণনা করেন। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যের নিকটে প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা হইলে এরূপ অলোকসম্ভব কর্ম্ম করা আবশ্যক, যদ্দ্বারা উক্ত ধর্ম্ম ঈশ্বর-প্রণীত—প্রবঞ্চক দ্বারা কল্পিত নয়—ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হয়।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বহুকাল মিসর দেশে বাস করাতে ইস্রায়েল বংশের মনে কতকগুলি কুসংস্কার জন্মিয়াছিল। (১) তাহারা আশ্চর্য্য কর্ম্মকে ঈশ্বরশক্তি প্রকাশক বলিয়া বিশ্বাস করিত বটে, কিন্তু তাহাদের এরূপ সংস্কারও ছিল যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম সচরাচার ঘটিয়া থাকে। (২) তাহারা একমাত্র স্বয়ম্ভু সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করিত বটে, কিন্তু মিসরীয়দেবগণের ঐশিক গুণ আছে ইহাও বিশ্বাস করিত। (৩) তাহারা বিশ্বাস করিত যে ইব্রাহিমের ঈশ্বর ইস্রায়েল বংশের ঈশ্বর, এবং মিসরীয় দেবগণ মিসরীয়দের ঈশ্বর। (৪) মিসরীয়েরা আপনাদের পুরোহিতগণকে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় যে রূপ পারদর্শী জ্ঞান করিত, ইস্রায়েল বংশও উহাদিগকে সেইরূপ ভাবিত। এই সমস্ত কুসংস্কার তাহাদের মন হইতে দূরীকৃত করিতে গেলে দুইটী বিষয় প্রয়োজনীয়। প্রথম, আশ্চর্য্য কর্ম্ম; এবং দ্বিতীয়, মিসরীয়দের ঐন্দ্রজালিক কর্ম্ম অপেক্ষা উহার শ্রেষ্ঠতা। ফলতঃ যদ্দ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং মিসরীয় দেবগণের অলীকত্ব সপ্রমাণ হইতে পারিত, এরূপ আশ্চর্য্য কর্ম্মের প্রয়োজন ছিল। অতএব কি অভিপ্রায়ে, কি রূপে, কি প্রকার আশ্চর্য্য কর্ম্ম মিসর দেশে সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। (১) মূসাকৃত অলৌকিক কর্ম্ম-

দ্বারা মিসর দেশীয় ইন্দ্রজাল বিদ্যাবিশারদদিগের কুটিল কৌশল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহা না হইলে লোকেরা মনে করিত যে হয় মূসা মিসরীয় দেবগণ হইতে ঐঅসামান্য ক্ষমতা পাইয়াছেন, অথবা তদ্দেশীয় পুরোহিতেরা মূসার ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে সক্ষম। কিন্তু মূসাকৃত আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা মিসরীয়দিগের দেবগণের অলীকত্ব প্রকাশ হওয়াতে, এবং তদ্দেশীয় পুরোহিতদিগের নৈপুণ্য অপেক্ষা মূসার নৈপুণ্য শ্রেষ্ঠতর হওয়াতে তাহাদের মনে আর সেই ভ্রম হইতে পারে নাই। (২) মূসাকৃত আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা কেবল যে ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নহে, তদ্দ্বারা ইস্রায়েল বংশ মিসরীয় দেবগণের বীর্য্যশূন্যতা ও ভক্তরক্ষণে অপারগতা অবগত হইয়াছিল।

প্রথম আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা মূসা ঈশ্বর প্রেরিত ইহা সপ্রমাণ হইয়াছিল, এবং মিসরীয়দের উপাস্য সর্পদল বিনষ্ট হইয়াছিল; সুতরাং তদ্দ্বারা তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে, দেবগণ ভক্তগণকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, আপনাদিগকেও বাঁচাইতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা তাহাদের আরাধ্য নীলনদের জল শোণিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয়েরা যেমন গঙ্গানদীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করে, এবং উহার জল পবিত্র জ্ঞান করে, মিসরীয়েরাও নীলনদের প্রতি তদ্রূপ ভক্তি প্রকাশ করিত, এবং তাহার জল পবিত্র মনে করিত। অধিকন্তু, তাহার মৎস্য সকলও তাহাদের পূজনীয় ছিল। যখন ঐ নদের জল শোণিত হইয়াছিল, তখন উহার মৎস্য সকল ক্লেদরাশিমাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

তৃতীয় আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা ঐ নীলনদ হইতে ভেককুল উঠিয়া সেই দেশ আচ্ছন্ন করাতে ঐ নদ তাহাদের অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়াছিল।

চতুর্থ আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা তদ্দেশীয় মনুষ্য ও পশুর গাত্রে অতি ঘৃণিত ক্লেশকর উৎকুণদল উৎপন্ন হইয়াছিল। গ্লিগ্ সাহেব বলেন "তাহারা উপাসনার্থে বেদীর নিকটে যাইতে পারিত না, এবং পুরোহিতেরা পাছে অশুচি হয় বলিয়া সর্ব্বদা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিত, এবং প্রতিদিবস ক্ষৌর কর্ম্ম করিত, ইহা যখন আমরা স্মরণ করি তখন বুঝিতে পারি যে পৌত্তলিক ধর্ম্মের দণ্ডস্বরূপ ঐ আশ্চর্য্য কর্ম্ম তাহাদের পক্ষে কতদূর ক্লেশকর হইয়াছিল।" যত দিন ঐ সকল উৎকুণ মিসর দেশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল তত দিন তাহারা উপাসনাদি কিছুই করিতে পারে নাই। অধিক কি, তদ্দেশীয় ঐন্দ্রজালিকেরাই স্বীকার করিয়াছিল—"ইহা ঈশ্বরের অঙ্গুলি"—অর্থাৎ ঈশ্বরই ঐ রূপে তাহাদের দণ্ড দিয়াছেন।

পঞ্চম আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা অসংখ্য মক্ষিকা আসিয়া দেশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাহাদের এক দেবতা ছিল, তাহার নাম মক্ষিকা। তথায় মক্ষিকার প্রাদুর্ভাব হইলে ঐ উপদ্রব নিবারণার্থে তাহারা মক্ষিকাদেবতার উপাসনা করিত। এবং মক্ষিকাদল প্রস্থান করিলে তাহারা মনে করিত যে ঐ

দেবতার প্রভাবেই তাহারা গিয়াছে। কিন্তু যখন মূসার আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রভাবে অসংখ্য মক্ষিকা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন কেহই তাহাদিগকে দূর করিতে পারে নাই।

ষষ্ঠ আশ্চর্য্য কর্ম্ম প্রভাবে তদ্দেশীয় পশু সকল নষ্ট হওয়াতে চতুষ্পদ দেবোপাসনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বৃষাদি পশু মিসরীয়দের বিশেষ আরাধ্য ছিল, সুতরাং তাহাদের বিনাশদ্বারা তাহাদের অলীকত্ব ও মূসার ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বপ্রধানত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছিল।

সপ্তম আশ্চর্য্য কর্ম্ম। মিসরদেশের নানা স্থানে বেদি ছিল। টাইফন্ দেবের প্রসন্নতা লাভার্থে তাহারা তদুপরি নরবলি উৎসর্গ করিত। ঐ হতভাগ্য নরগণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মসাৎ হইলে পুরোহিতেরা সেই ভস্ম একত্র করিয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিত এবং ভাবিত, যে২ স্থানে উহার কণামাত্র যাইবে, তথায় কোন অমঙ্গল ঘটিতে পারে না। অপর ঈশ্বরের আদেশানুসারে মূসা ঐ ভস্ম লইয়া শূন্যে নিক্ষেপ করিলে বিঘ্ন দূরীভূত না হইয়া বরং বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল;—নৃপতি, পুরোহিতবর্গ, ও সাধারণ লোক,—সকলেই একবারে স্ফোটক রোগে আক্রান্ত ও ব্যথিত হইয়াছিল। অতএব যখন বিবেচনা করি যে, ঐ আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা মিসরদেশীয় লোক সকল ভয়াবহ নরবলি প্রথার সমুচিত দণ্ড পাইয়াছিল, এবং ঈশ্বরের সমীচীন ক্ষমতা সপ্রমাণ হইয়াছিল, তখন আমরা ঐ আশ্চর্য্য কর্ম্মের প্রযোজনত্ব অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

নবম আশ্চর্য্য কর্ম্ম। মিসরীয় জাতির এই বিশ্বাস ছিল যে, সিরাপিস্ দেব পতঙ্গ পালের দৌরাত্ম্য হইতে ঐ দেশ রক্ষা করিতেন। সময়ে২ পতঙ্গদল আসিয়া দেশ আচ্ছন্ন এবং শস্য ও বৃক্ষের পল্লবাদি নষ্ট করিত। একদা মূসার অনুমত্যানুসারে তাহারা আসিয়াছিল এবং তাঁহারি অনুমতিতে আবার প্রস্থান করিয়াছিল। পুরোহিতগণ তাহাদিগকে দূর করিতে বিশেষ যত্ন করিলেও কৃতকার্য্য হয়েন নাই। অতএব ঐ আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা সিরাপিস্ দেবের ক্ষমতাভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

অষ্টম ও দশম আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা—আইসিস্ এবং ওসাইরিস্ নামক মিসরীয়দের দুইটী প্রধান দেবতার অলীকত্ব দর্শিত হইয়াছিল। ঐ দেবতাদ্বয় চন্দ্র ও সূর্য্যরূপে পরিগণিত ও পূজিত হইত। মিসরীয়েরা উহাদিগকে জ্যোতিঃ ও আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া মানিত। সুতরাং মূসার আজ্ঞানুসারে যখন ক্রমান্বয়ে অভূতপূর্ব্ব শিলাবৃষ্টি ঘটিয়াছিল এবং তিন দিবারাত্র গগনমণ্ডল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত হইয়াছিল, তখন তাহাদের মনে যে কি প্রকার ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই অনুভব করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ যখন আমরা বিবেচনা করি যে, স্বভাবতঃ মিসরদেশে মেঘ সঞ্চার, বৃষ্টি, শিলাপাত প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনা প্রায়ই দৃষ্টি গোচর হইত না, তখন যে পূর্ব্বোল্লিখিত আশ্চর্য্য ঘটনা দ্বারা

তাহাদের মনে যুগপৎ ভয় বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ হইতে পারে না। ফলতঃ উক্ত আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বয় দ্বারা ইস্রায়েল বংশের ঈশ্বর একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান সত্য ঈশ্বর এবং তদ্দেশীয় দেবগণ অলীক, ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছিল।

একাদশ আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা নিঃসন্দেহে দর্শিত হইয়াছিল যে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বিচারপতি এবং ভ্রষ্টমতি দুরাচারদিগের দণ্ড দাতা। বহু কালাবধি ইস্রায়েল্ বংশ মিসর দেশে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। নৃশংস মিসরীয়েরা তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়া অবশেষে তাহাদের দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানগুলিকে নষ্ট করিত। ঐ ঘোরতর পাপের সমুচিত দণ্ড দিবার নিমিত্ত ঈশ্বর নিশীথ সময়ে নিজ দূতদ্বারা তাহাদের প্রথমজাত সন্তানদিগের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। কি উন্নত ধবলবর্ণ প্রাসাদ, কি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর, সর্ব্ব স্থানেই মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এবং শোকবিহ্বল পিতামাতার আর্ত্তনাদ ও বিলাপধ্বনি সর্ব্বত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। এই অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে সকলেই ঈশ্বরের ন্যায়শক্তি ও লোকাতীত ক্ষমতা অনুভব করিয়া ভীত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

যে অভিপ্রায়ে, যে রূপে, যে প্রকার আশ্চর্য্য কর্ম্মগুলি মিসরদেশে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। পক্ষপাতশূন্য হইয়া ঐ সকল আশ্চর্য্যকর্ম্ম সম্যকরূপে আলোচনা করিলে, সকলেরই প্রতীতি জন্মিবে যে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সত্যতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং মিসরীয় দেবগণের অলীকত্ব ও ক্ষমতাভাব লোকের মনে পাষাণ রেখার ন্যায় খোদিত হইয়াছিল।

শ্রীউমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দেহ কুটীর ও শমন অতিথি।

গভীর যামিনী তায় ঝঞ্ঝাবাত বয়।
আকাশ মেঘেতে পূর্ণ অন্ধকারময়॥
চপলার চকমকি নির্ঘোষে ঘর্ঘর।
মহানাদে বজ্রপাত ত্রাসে থর থর॥
দোদুল্য বিটপীগণ যেন কম্পবান।
ভীষণ পবনরূপ পাছে নাশে প্রাণ॥
মহা প্রলয়ের কাল উপস্থিত প্রায়।
কার সাধ্য হেন গৃহ বর্হির্ভাগে যায়॥
প্রকৃতি বিকৃতি রূপ করেছে ধারণ।
পদ্মবন দলে যেন প্রমত্ত বারণ॥
জননীর কোলে শিশু জড় সড় ভয়ে।
গহনে নিনাদে ত্রাসে বনবাসী চয়ে॥
এ হেন সময়ে বসি নিজ নিকেতনে।
কোন মহাজন অতি প্রফুল্ল বদনে॥
প্রতীক্ষা করিছে তাঁর যাঁর আগমন।
বহু বর্ষাবধি চিন্তা করে অনুক্ষণ॥

এসেছিল বহু লোক কুটীর ভিতরে ।
সময়ে করেছে বাস কিছুক্ষণ তরে ॥
কিন্তু সেই মহামতি কুটীরে যাহার ।
বাস স্থান দিতে অন্যে না করে স্বীকার ॥
শৈথিল্য দোষেতে পূর্ব্বে কুটীরের দ্বার ।
না করিত অবরোধ, মুক্ত অনিবার ॥
এ কারণে কভু তার কুটীর অন্তরে ।
প্রবেশিত নানা লোক বাস আশা করে ॥
তিষ্ঠিবারে যদ্যপিও না দিত সে জন ।
তথাপি শান্তির হানি হতো ক্ষণে ক্ষণ ॥
অবিরত ত্যক্ত হয়ে মনে ভেবে সার ।
রুদ্ধ করি থাকে শেষে কুটীরের দ্বার ॥
"খোল দ্বার খোল দ্বার" কহে কোন জন ।
দ্বারে করাঘাত করে ডাকে ঘন ঘন ॥
জিজ্ঞাসে কুটীরবাসী "কহ মহাশয় !
কি নাম তোমার হেথা আসা কি আশয় ॥
করি বাস বহু দিন এই ক্ষুদ্র ঘরে ।
এসেছিল নানা লোক বাসস্থান তরে ॥
সকলেই শান্তি ভগ্ন করিবারে চায় ।
নাহি আসে মম পাশে মঙ্গল ইচ্ছায় ॥
অমূল্য রতন এক পেয়েছি সাধনে ।
জ্যোতিঃ তার অন্ধকার দূর করে মনে ॥
আগন্তুক নিতান্তই করে সদা আশ ।
ক্রমান্বয়ে করিবারে সেই জ্যোতিঃ নাশ ॥
কি নাম তোমার কহ দেহ পরিচয় ।
তবে খুলে দিব দ্বার এখনি নিশ্চয় ॥"

উত্তর ।

যে কারণে বহু লোক ত্যজি নিজ দেশ ।
দেশ দেশান্তরে ভ্রমে কষ্টের অশেষ ॥
দাসত্ব স্বীকার করে পর উপাসনা ।
সুযোগ পাইলে নাহি ছাড়ে প্রতারণা ॥
মাতা ছাড়ে নিজ পুত্র যাহার কারণ ।
পুত্র ছাড়ে মাতৃভক্তি না মানে বারণ ॥
আত্মা নষ্ট প্রাণ নষ্ট নাহি করে ভয় ।
কোন রূপে যদি হয় সে জন সদয় ॥
সব দুঃখ ভাবে নাশ পাইলে যাহায় ।
চেষ্টা করে বহুতর তবু নাহি পায় ॥
নির্গুণ যে জন, শুন, তার হয় গুণ ।
সে অভাব পূর্ণ হয় যাতে যার ন্যূন ॥
ধর্ম্মজ্ঞানী ছাড়ে ধর্ম্ম কত কব আর ।
অধর্ম্মী ধর্ম্মিষ্ঠ হয় কৃপায় যাহার ॥
সেরূপ দেখিলে হবে সন্তৃপ্ত জীবন ।
মোহিনী মোহন আমি নাম মম "ধন" ॥

কি কারণে পুনর্ব্বার হেথা আগমন ।
না চাহি করিতে তব মুখ দরশন ॥
তোমার কুহকে ভুলে থাকে যেই জন ।
দয়া মায়া উপকার দেয় বিসর্জ্জন ॥
কঠিন হৃদয় তার সদা স্বার্থপর ।
চক্ষুমুদে পর দুঃখে না হয় কাতর ॥
যাও তুমি তার পাশে সতত আদরে ।
যতনে রাখিবে সে যে আপন অন্তরে ॥
পূর্ব্ব কথা বিস্মরণ কোথা সেই ক্রোধ ।
স্বার্থপর নহি দেখি বলিলে নির্ব্বোধ ॥
জ্বালাতে এসেছ কেন অধীনে আবার ।
হও হে বিদায় আমি খুলিব না দ্বার ॥

উত্তর ।

অতিবাত ভয়ঙ্কর বহিছে সংসারে ।
বুদ্ধি লোপ হইয়াছে ভ্রম অন্ধকারে ॥
ভুলেছি আমার নাম কহিতে স্বরূপ ।
ভিতরে যাইতে দাও দেখাই স্বরূপ ॥
লোভিতে আমারে নাহি কাহার যতন !
মূল্য নাই মম কৃপা অমূল্য রতন ॥
ধন দান উপকার বিবিধ সৎকর্ম্ম ।
ভ্রমে বলে পুণ্য লাভ, আমি তার মর্ম্ম ॥
ভক্তি ভাবে সেবা কর হইব সদয় ।
তোমার গুণের ব্যাখ্যা হবে নৃপালয় ॥
খোল খোল খোল দ্বার দেহ বাসস্থান ।
দ্বারেতে দণ্ডায়মান নাম মম "মান ॥"

ধন হও মান হও কিম্বা হও বল ।
জগত ঐশ্বর্য্য হও প্রণয় অচল ॥
রাজ পরাক্রম হও তথাচ না চাই ।
কোন মতে স্থান হেথা নাহি পাবে ভাই ॥

পুরাতন এ কুটীর জীর্ণ হলো প্রায়।
বাঁধনি হয়েছে শ্লথ কবে পড়ে যায়।।
বাঁশেতে ধরেছে ঘুণ পচে গেছে দড়ি।
বক্র হয়ে পড়িয়াছে ঠেকা তার ছড়ি।।
চাল ফুটো ঝরিতেছে ঝড়ে খড় তার।
এখানে তোমার আশা হবে না সুসার।।
চলে যাও অন্য স্থানে আদরে থাকিবে।
এ কুটীরে কোন মতে স্থান না পাইবে।।

উত্তর।

সত্য তবে কহি আমি, শুন মম নাম।
কাঁপিবে ভয়েতে প্রাণ, যাইবে আরাম॥
ভয়ঙ্কর রূপ মম, বিকট আকার।
কি সাধ্য এড়াতে পার প্রবেশ আমার॥
মহাবলী মহারাজ, প্রচণ্ড প্রবল।
শিহরে আমারে দেখে, হ্রাস হয় বল॥
অনুনয় উপাসনা, কিম্বা সুকৌশল।
কিছুতেই ক্ষান্ত নহি, সকলি বিফল॥
হেন লোক কেবা আছে জগত ভিতরে।
না হবে অধীন মম কিছুক্ষণ তরে।।
নিবারিতে আগমন মম অনিবার।
যোগ করে, যুক্তি করে, কোথা প্রতিকার?
হলে নিয়মিত কাল কিছু নাহি মানি।
আর্ত্তনাদ, কলরব, অনুনয় বাণী।।
নাহি মানি প্রতিষেধ আশা করি পূর্ণ।
কোথা থাকে অবরোধ হয় সব চূর্ণ।।
অজ্ঞাত নাহিক কেহ বিক্রম আমার।
"মৃত্যু" আমি উপস্থিত, খোল২ দ্বার।।

বহুদিন করিয়াছি তব প্রতীক্ষণ।
আনন্দ হইল তোমা করি নিরীক্ষণ।।
গমন করিব আমি সুরম্য আলয়।
তব ভয়ঙ্কর রূপে কিছু নাহি ভয়।।
অমূল্য জ্যোতিতে দীপ্ত অন্তর আমার।
তিমিরে দেখিব পথ, কিরণে তাহার।।
এখানে তোমার কভু নাহি হবে জয়।
অহঙ্কার, আড়ম্বর, সব পাবে লয়।।
ভুলেছ কি পরাভব ক্রুশের উপরে।
থোঁতা মুখ হলো ভোঁতা এই চরাচরে।।
পুলকে পূর্ণিত আমি করি সমাদর।
এস ভাই, শীঘ্র এস, হও না অন্তর।।
অনন্ত সুখের লাভ, তুমি তার দ্বার।
প্রবেশে নাশিব রক্ত মাংসের বিকার।।
কোথা বিষ, কোথা হুল, কোথা তব ভয়।
ক্রুশনাথ, মৃত্যুঞ্জয়, বল তাঁর জয়।।

বসু।

খ্রীষ্ট সংগীতা।

৩ অধ্যায়।

মহাযোহন জন্মোপাখ্যান।

(লূক ১—যোহন ১।)

শিষ্য। এই মহাত্মা পুত্র কে, যিনি স্বপ্রভুর মাতার আগমনে হর্ষান্বিত হইয়া গর্ব্ভেতে স্পন্দন করিয়াছিলেন? তাঁহার উৎপত্তির কথা যে দূত মরিয়মকে কহিয়াছিলেন, সে কীদৃক? তিনি কি যীশুর ন্যায় জন্মিয়াছিলেন?

গুরু। ইহাঁদের জন্মে বহু অসাদৃশ্য আছে; কেননা মরিয়মের সন্তান ঈশ্বরের পুত্র; তিনি ক্ষিতিমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিলে তাঁহাতে জ্ঞান ও জীবনদাতা অসৃষ্ট-শব্দ প্রকটিত হইলেন। ইলিসেবার পুত্র

মহান্ বটে, কিন্তু নরমাত্র; ঐ শব্দের সাক্ষ্যার্থে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত। অতএব তাঁহার উৎপত্তি ভিন্ন প্রকারে হইল। ঈশ্বরের পুত্রের ন্যায় তিনি পিতা বিনা পবিত্র আত্মার শক্তিতে কন্যাতে জাত নহেন, তাঁহার পিতা মাতা বৃদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু অন্য মনুষ্যের ন্যায় তাঁহার জন্ম হইল। তাহার বিবরণ কহি শুন। পূর্ব্বোক্ত সময়ের পূর্ব্বে, রোমীয় সম্রাটের সুহৃৎ হেরোদ যিহুদা দেশে রাজ্যারম্ভ করিলে পর, পরমাত্মার যিরুশালমস্থ মন্দিরে সিখরীয় পৌরোহিত্যের কার্য্যের পালা সম্পন্ন করিতেছিলেন। ঐ পুণ্যাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি আপনার পত্নীর সহিত ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা ও ব্যবস্থা সর্ব্বদা পালন করিতেন। তিনি একদা পুরোহিতদিগের কার্য্য রীতিক্রমে মন্দিরের পুণ্যতম স্থানে একাকী ধূপ জ্বালাইতেছিলেন, সমস্ত লোকে বাহিরে প্রার্থনা করিতেছিল। ইত্যবসরে তিনি দেখিলেন, ধূপবেদির দক্ষিণ পার্শ্বে, মহেশের তেজোসমন্বিত দূত দণ্ডায়মান আছেন। ইহা দেখিয়া সিখরীয় বিস্ময়াপন্ন মনে ভয়াকুল হওয়াতে দূত তাঁহাকে কহিলেন, ভয় করিও না! বরদাতা বিভু তোমার চিরন্তন প্রার্থনা শুনিয়াছেন। লোক মধ্যে বন্ধ্যা গণিতা তোমার পত্নী ইলিসেবা এক পুত্র প্রসবিবেন। তাঁহার নাম যোহন রাখিও; তাঁহার উৎপত্তি হেতু তোমার এবং অন্য অনেকের মহা আনন্দ এবং হর্ষ হইবে। নিশ্চয় তিনি পরমেশ সমীপে মহান্ হইবেন, সুরা বা দ্রাক্ষারস কদাচ পান করিবেন না, মাতার গর্ব্ভ হইতেই তিনি পবিত্র আত্মায় ব্যাপ্ত হইবেন এবং অনেক ইস্রায়েলীয়দিগকে স্বীয় প্রভুর পথে আনিবেন, তিনি যেন পুনর্জীবিত মহা গুরু এলীয়ের আত্মা বিশিষ্ট হইয়া পুত্রদিগের প্রতি পিতৃগণের হৃদয় ফিরাইয়া ও বিধি লঙ্ঘীদিগকে ধর্ম্মশীলের মতে আনিয়া প্রভুবিনীত বংশ প্রস্তুত করণার্থ তাঁহার পুরোগামী হইবেন। ইহা শুনিয়া পুরোহিত জিজ্ঞাসিলেন, আমি বৃদ্ধ, আমার পত্নীও বৃদ্ধা, অতএব ভবদুক্ত আশ্চর্য্য বার্ত্তায় কিরূপে বিশ্বাস করি? দূত কহিলেন, আমার নাম গাব্রিয়েল, আমি নিত্য ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী, তিনি আমাকে এই সুবার্ত্তা দিতে পাঠাইলেন। কাল উপস্থিত হইলে একথা ফলবতী হইবে। যদবধি না হয়, তুমি মূক হইয়া থাকিবে, কেননা ইহাতে সন্দেহ করিলে। ইহা বলিয়া দূত অন্তর্হিত হইলেন। বহিঃস্থ লোকে যাজকেরপ্রতীক্ষা করত বিলম্ব দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। শেষে যখন দেখিল যে তিনি বাগ্‌হীন ইঙ্গিত করিতেং নির্গত হইলেন, তখন অনুমান করিল, তিনি অবশ্য কোন বিষয়ে ঈশ্বরাদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। ঐ মূকাবস্থায় পৌরোহিত্য সমাপন পূর্ব্বক তিনি স্বীয় নগরে প্রত্যাগত হইলে, তাঁহার সেই হারোণ কুলোদ্ভবা স্ত্রী গর্ব্ভবতী হইয়া পঞ্চ মাস গোপনভাবে থাকিলেন। তখন সর্ব্বদা তাঁহার মুখে এই কথা ছিল, মনুষ্য মধ্যে আমার যে দুর্নাম ছিল, তাহা ঈশ্বর এখন ঘুচাইলেন। তৎকালে তাঁহার স্বামী বাক্যহীন ছিলেন; ষষ্ঠমাসে যখন তাঁহার আত্মীয়া ধন্যাকুমারী সাক্ষাৎকারে আইলে তাঁহার নমস্কারে শিশু সপন্দন করিল, তখনও সিখরীয় কোন কথা কহিতে পারিলেন না। নবম মাস পূর্ণ হইলে তাঁহার স্ত্রী পুত্র প্রসব করাতে তাঁহার আত্মীয়বর্গ পরমাত্মার প্রদত্ত অনুগ্রহের বার্ত্তা শুনিয়া ইলিসেবার সহিত আনন্দ করিতে আইল। তাহারা অষ্টমদিনে বালকের পরিচ্ছেদার্থ সমাগত হইয়া যখন পিতার ন্যায় তাঁহার নাম সিখরীয় রাখিতে উদ্যত হইল, তখন ইলিসেবা নিষেধ করত কহিলেন, আমার শিশুর নাম যোহন রাখিতে হইবে। ঈদৃশ নাম কুত্রাপি ঐ বংশে না থাকাতে তাহারা ইঙ্গিত দ্বারা তাহার তাতকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি লেখন দ্বারা ঐ নামই দাতব্য জানাইলেন। ইহাতে সকলেই পরম বিস্ময়াগত হইল। তৎক্ষণাৎ সিখরীয় মূকত্ব রহিত

হইয়া মহানন্দে ঈশ্বরের স্তব করিলেন, প্রতিবাসী সকলের মহা ভয় জন্মিল। ঐ শিখরাবৃত প্রদেশ উক্ত বার্ত্তায় ব্যাপ্ত হইল, এবং ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ঐ বালকের সহায় হইল। তাঁহার পিতা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া এই রূপে ঈশ্বরের স্তব করিয়াছিলেন; ইস্রায়েলের পতি মহেশ্বর এখন অবধি সর্ব্বদা আমাদের স্তবনীয়, যেহেতুক তিনি আপন লোককে কৃপা দৃষ্টি পূর্ব্বক পরম মুক্তি দান করিয়াছেন। যেমন জগতের আদ্যবধি নিজ প্রবাচীগণ প্রমুখাৎ কহিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার ভক্ত দায়ূদের কুলে এক মহৎ মুক্তি শৃঙ্গ উন্নত করিয়াছেন। পিতৃগণের প্রতি উক্ত দয়া স্মরণে আপনার শুভঙ্করী সম্বিৎ ও পিতা ইব্রাহিমের প্রতি শপথ পূর্ণ করণার্থ আমাদিগকে অখিল বৈরি হইতে মুক্তি দিলেন। অতএব আমরা নির্ভয়ে সেই মুক্তি দাতা সনাতন প্রভুর অর্চ্চনায় যাবজ্জীবন পুণ্যধর্ম্ম পালনে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিব। আর হে আমার পুত্র, তুমি ঊর্দ্ধবাসী বিভুর প্রবাচী খ্যাত হইবে। যেহেতু তুমি অগ্রসর হইয়া তাঁহার লোককে পাপ মার্জনার্থে ঈশদত্ত মুক্ত্যুপায় শিক্ষা দিবে, যে উপায় তাঁহার প্রগাঢ় দয়াতে অন্তরীক্ষ হইতে পতিত অরুণবৎ এই অন্ধকারাবৃত মৃত্যুময় মোহগণ্ডোপবিষ্টদিগকে আলোক দিয়া কুশল পথ দর্শাইবার নিমিত্ত স্বর্গ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। হারোণ কুলোদ্ভব যাজক এই প্রকারে স্তব করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। বালক দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন, এবং যাবৎ না ইস্রায়েলের মধ্যে প্রভুবাচক ভাবে প্রকাশ পাইলেন, তাবৎ প্রান্তরেতেই মহাশক্তি সমন্বিত হইয়া বাস করিলেন।

উদ্ভট কথা।

উৎকৃষ্ট-উপঢৌকন।

জনৈক ভদ্র মহিলা দূর দেশে যাত্রাকালীন তাঁহার তিনটী পুত্র হইতে মাতৃভক্তি প্রদর্শক উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। প্রথম পুত্র এক অতি সুন্দর শ্বেত প্রস্তর ফলকে তাঁহার নাম খোদিত করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। দ্বিতীয়টী অতি পরিপাটি এক ছড়া কুসুম হার দিলেন, অবশেষে তৃতীয় পুত্রটী মাতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মাতঃ! আমার প্রস্তর ফলক নাই, এবং পুষ্পদামও নাই যে আপনাকে অর্পণ করি, কিন্তু আমার এই অন্তঃকরণে আপনার নাম খোদিত রহিয়াছে। আমার এই স্নেহপূর্ণ অন্তর আপনার অনুবর্ত্তী হইবে, এবং যে স্থানে আপনি থাকিবেন, তথায় আমার এই অন্তরও থাকিবে!

মাতৃভক্তি।

রোম দেশীয়া একটী বৃদ্ধা স্ত্রী কোন গুরুতর অপরাধে ধৃতা হইলে, বিচারপতি তাহাকে প্রকাশ্যরূপে বধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অনাহারে বধ করিবার জন্য কারাধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করেন। কারাধ্যক্ষ তাহাকে লইয়া কারাগার মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। তৎপর দিন ঐ অভাগিনী বৃদ্ধার এক মাত্র কন্যা কারাধ্যক্ষের নিকট উপস্থিতা হইয়া মাতাকে দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিল। কারাধ্যক্ষ প্রথমে তাহাকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিতে অসম্মত হই-

লেন, কিন্তু ঐ শোকদগ্ধা যুবতী তাঁহার চরণে পড়িয়া রোদন করিতেং অনেক বিনয় করাতে তাহার নিকট কোন খাদ্য সামগ্রী নাই জানিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেন। পর দিন সেই যুবতী আসিয়া পূর্ব্ববৎ মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেল। তৃতীয় দিন সে পুনরায় কারাগারের দ্বারে উপস্থিত হইলে কারাধ্যক্ষের মনে সন্দেহ উপস্থিতা হইল। তিনি ভাবিলেন, অবশ্যই এই ব্যাপারের কিছু না কিছু রহস্য থাকিবে, নতুবা এই বৃদ্ধা স্ত্রী কি প্রকারে তিন চারি দিন অনাহারে বাঁচিয়া রহিয়াছে। পরে বৃদ্ধার কন্যাকে ভিতরে যাইতে অনুমতি করিয়া, সে তাহার মাতাকে গুপ্ত ভাবে কোন আহারীয় সামগ্রী দেয় কি না, দেখিবার নিমিত্ত আপনিও গুপ্ত ভাবে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে কন্যা অতি ভক্তিভাবে মাতাকে আপনার স্তন্যপান করাইতেছে। এই অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত ও দয়ার্দ্র হইলেন, এবং বিচারপতিকে সমস্ত জ্ঞাত করিলে তিনিও এই অসাধারণ মাতৃভক্তির কথা শ্রবণ করত, দয়ার্দ্র হইয়া বৃদ্ধাকে মুক্তি দেন।

সন্দেশাবলী।

— ৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতায় "এডিসনেল ক্লার্জি সোসাইটীর" একটী সভা হইয়া গিয়াছে। গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের প্রযত্নেই এই অধিবেশনটী হয়। উক্ত সোসাইটী ধার্ম্মিকবর বিশপ উইলসন সংস্থাপন করেন। ইহার দ্বারা বিস্তর উপকার হইয়াছে। কিন্তু ইহার দুরবস্থা; ভরসা করি, লর্ড নর্থব্রুকের আনুকূল্যে এই সোসাইটীর বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইবেক। লর্ড নর্থব্রুকের অনেকগুলি সুলক্ষণ।

— বাঙ্গলোরে মাঃ মার্সডেন নামক এক জন চমৎকার উপদেশক আছেন। ইনি কোন সম্প্রদায় বিশেষের বেতন ভোগী নহেন; ভ্রাতৃগণ শ্রদ্ধা করিয়া যখন যে কিছু দান করেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, অথচ আনন্দে প্রভুর কার্য্য করিতেছেন। বোম্বাই হইতে মাঃ টেলর নামে যে মিশনরী আসিয়াছেন ও যত্নসহকারে নানা স্থানে প্রচারাদি করিতেছেন, তিনিও অবৈতনিক। অধুনাতন মান্দ্রাজবাসী মাঃ বার্টন ও কাশীর জয়নারায়ণ কলেজের অধ্যক্ষ মাঃ শেকল, গাজিপুরের প্রসিদ্ধ প্রচারক মাঃ জিমান, পঞ্জাবের মাঃ জনসন্ প্রভৃতি কয়েক মহাত্মারাও অবৈতনিক। আমাদের বিবেচনায় ইহাঁরাই যথার্থ সন্ন্যাসী। ইহাঁদের যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি সম্ভ্রম আছে; অনায়াসে লাভজনক কার্য্যাদি করিতে পারেন; অভাব পক্ষে মিশনরী সোসাইটী দ্বারাও প্রতিপালিত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা না করিয়া হয় পূর্ব্ব সম্পত্ত্যাদির উপস্বত্বের, নয় ধার্ম্মিক মণ্ডলীর শ্রদ্ধার দানের উপর নির্ভর করিয়া অবিশ্রান্তে প্রভুর কার্য্য করিতেছেন। কবে আমাদের দেশীয় লোকেরা এরূপ করিবে!

— ওএষ্টমিনিষ্টরের ডিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত প্রচারকের পদে অভিষিক্ত হইবেন, শুনিয়া অনেকে আপত্তি করেন। কিন্তু ডিনের পক্ষীয়গণের সংখ্যা অধিক হওয়াতে তিনিই (ডিন ষ্টান্লী) মনোনীত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া ডাক্তার গোলবরণ্ ডিন ষ্টান্লীকে নিম্ন

মর্ম্মের একখানি পত্র লেখেন, "মহাশয় বোধ হয় জানেন না যে আমি কেন আপনকার অক্ষফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত মনোনীত প্রচারকের পদাভিষিক্ত হওনে আপত্তি করিয়াছিলাম। ইহার কারণ এই; আপনি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রান্ত পদাভিষিক্ত হইলেও র‍্যাসনালিষ্টিক মতের অনুমোদন করেন। র‍্যাসনালিষ্টেরা খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব প্রভৃতি সার শিক্ষা ও অমানুষী অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল কয়েকটী নীতি ও যীশুর চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা সমগ্র বাইবেল ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন না! ধর্ম্ম পুস্তকের যেং অংশ তাঁহাদের বুদ্ধির সহিত মিলে, কেবল তাহাই গ্রহণ করেন, এই দলভুক্ত লোকের প্রাদুর্ভাব যাহাতে হ্রাস পায়, খৃষ্ট ভক্ত জনগণের সতত এমত চেষ্টা করা উচিত। আপনকার ন্যায় কেহ যদি যুবকগণের শিক্ষকতা করেন, ক্রমে খৃষ্টধর্ম্ম লোপ পাইবেক, তাহাতে সন্দেহ নাই।" পরে অক্ষফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি অধ্যক্ষের নিকট এই ভাবে পত্র লিখেন, "মহাশয়, আমি এক জন মনোনীত প্রচারক ছিলাম, কিন্তু ডিন ষ্টানলী অন্যতর মনোনীত প্রচারক হইয়াছেন শুনিয়া, সুস্থির থাকিতে পারি না। আমি অদ্য হইতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচারকের পদ পরিত্যাগ করিলাম। ইহাতে জানিবেন, ডিন ষ্টান্‌লীর প্রচারকতায় আমার কতদূর আপত্তি।" ডাক্তার গোলবরণের ন্যায় লোকেরাই ইংলণ্ডের গৌরবভূমি।

— আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, প্রপোগেশন সোসাইটী সংক্রান্ত পাদরি টমাস্‌ ও ব্যাপ্‌টিষ্ট সোসাইটী সংক্রান্ত পাদরি ক্যাম্পেনাক সাহেব দ্বয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁরা উভয়েই অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। টমাস্‌ সাহেব মগরা হাটে অবস্থিতি করিতেন ও অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে প্রভুর কার্য্য করিতেন। ইহাঁর সন্তান সন্ততী অনেকগুলি। ভরসা করি, প্রপোগেশন সোসাইটী তাহাদের জন্য কিছু উপায় করিবেন। ক্যাম্পেনাক সাহেব বিলাতে লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া অতি অল্প দিন হইল এদেশে প্রত্যাগমন করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে মুঙ্গেরে কার্য্য করিতেছিলেন, পীড়িত হইয়া শ্রীরামপুরে আইসেন; গত মাসে পরলোকগত হইয়াছেন।

— আমরা বাইবেল সোসাইটীর ১৮৭২ অব্দের কার্য্য বিবরণ পাঠে সন্তোষ লাভ করিলাম। গত বৎসর ১৫২৫০ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত এবং ৪৬৪১১ খণ্ড বিক্রীত ও বিতরিত হইয়াছে। পূর্ব্বগত বৎসরের বিজ্ঞাপনীর সহিত তুলনায় জানা যায় যে, গত বৎসর প্রায় দ্বিগুণ পুস্তক বিক্রীত ও বিতরিত হইয়াছে। কাহার কাহার ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে মনঃ পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। গত বৎসর ধর্ম্ম শাস্ত্র বিক্রয়ার্থে লোক প্রেরণ জন্য বিলাত হইতে ৫৬০ টাকা প্রেরিত হয়। এদেশের নানা স্থান হইতে ২৯৭৬৶১০ গত বৎসর প্রাপ্তি হয়। ব্যয় বাদে ১৮৮৩৷৴১৫ বাকি রহিয়াছে।

— ৮ই মে বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে বঙ্গীয় খৃষ্টধর্ম্মী সভার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী সুন্দর বক্তৃতা পাঠ করেন। এক শত লোকের অধিক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার পর জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হয়। এবার অবধি প্রতি বৎসর উক্ত সভার কেবল ছয়টী মাসিক অধিবেশন হইবেক। ভরসা করি, এখন অনেকে উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়, এমত চেষ্টা পাইবেন। আপাততঃ সভার দুরবস্থা।

বিমলা ।

উপন্যাস ।

১ অধ্যায় ।

"কি সুন্দর স্থান! বোধ হয়, দুরাত্মা যবন জাতির অত্যাচার ভয়ে শান্তিদেবী এই নির্জন স্থানে আসিয়া বাস করিতেছেন। কি সুন্দর পর্ব্বত, কি সুন্দর নির্ঝর! হে পর্ব্বতরাজ, তুমি আমাদের পৈতৃক আশ্রয় স্থান; রাজ পুত্তেরা রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া তোমার চরণ তলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তুমি মহারাজা প্রতাপ সিংহের আশ্রয়-দাতা। এই হতভাগিনী রাজপুত-কুমারী তোমার চরণতলে উপস্থিত, ইহাকে রক্ষা করিও।" আর্ব্বলী পর্ব্বতের একটী নির্জন প্রদেশে কোন নির্ঝরতীরে বৃক্ষতলে বসিয়া বিমলা দেবী মনে২ এই রূপ বলিতেছিলেন।

বিমলা যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সে অমতি রমণীয় প্রদেশ। এ রূপ স্থানে বসিলে মনে নানা ভাবের উদয় হয়। পশ্চিম দিগে আর্ব্বলী পর্ব্বত। পর্ব্বত-পার্শ্বে নানা জাতি বৃক্ষ, কোন২ স্থলে বৃক্ষলতা কিছুই নাই, শ্বেতবর্ণ প্রস্তর পিণ্ড মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়। দিনমণি সমস্ত দিবস পরিভ্রমণ করিয়া অস্তগিরি অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহার কিরণ জাল পতিত হওয়াতে অর্ব্বলীর শিখরদেশ স্বর্ণ মণ্ডিত হইয়াছে। বিমলা পশ্চিম মুখে বসিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ দিগে একটী প্রশস্ত উপত্যকা; এই উপত্যকা ক্রমাগত প্রশস্ত হইয়া উত্তর মুখে চলিয়াছে। উপত্যকা ভূমি উর্ব্বরা, নবদুর্ব্বাদল আবৃত, রাখালেরা তাহাতে গো-মেষাদি চরাইতেছে। বিমলা যে নির্ঝর-তীরে বসিয়াছেন, তাহা এই উপত্যকার মধ্য দিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে বহিয়া বনাস নদীতে মিলিত হইয়াছে। নির্ঝরের জলে আর্ব্বলীর অপূর্ব্ব প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

ইদোরের উত্তরাংশে রত্নপুর নামে একটী গ্রাম ছিল। তথায় অনুপসিংহ নামক এক জন তালুকদার ছিলেন। আমাদের বিমলা দেবী তাঁহার কন্যা। অনুপসিংহ রাথোর বংশোদ্ভব। ইনি গৃহবিবাদনিবন্ধন মারবার পরিত্যাগ করিয়া রত্নপুরে বাস করেন। রত্নপুর ইদোরের অধীন। অনুপসিংহ পারসিক ভাষায় এক জন পণ্ডিত ছিলেন। যদিও ইনি বীরপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ যবনদিগের সঙ্গে বিস্তর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি গৃহবিবাদ করিয়া জাতীয় ক্ষমতা ও পরাক্রম হ্রাস করিতে ভাল বাসিতেন না। এই জন্য গৃহবিবাদের প্রারম্ভেই মারবার ত্যাগ করিয়া যান। ইনি চোহানবংশীয় এক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে একটী পুত্র আর

একটী কন্যা জন্মে। পুত্রের নাম সুবল দাস ও কন্যার নাম বিমলা। বিমলার জন্মের অব্যবহিত পরে, তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়, তাহার পর অনুপ সিংহ আর বিবাহ করেন না। বিমলার বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চদশ বর্ষ, ইনি পরমা সুন্দরী। সদ্য প্রস্ফুটিত শতদলের সহিত ইহাঁর অচির প্রস্ফুটিত যৌবনের তুলনা হইতে পারে। হস্তে সুবর্ণ বলয় ভিন্ন অঙ্গে অন্য কোন অলঙ্কার নাই। একটী পরিস্ফুট গোলাপের চারিদিগে যদি স্বর্ণ হার জড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি গোলাপের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়? না; বরং দেখিতে অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া থাকে। যে দেহটী বিধাতার বরে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের আধার, তাহার অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই। আমাদের বিমলার অঙ্গে অলঙ্কার নাই। কিন্তু তাঁহার কর্ণে যে পুষ্প কদম্ব, খোঁপায় যে চম্পক দাম, ও গলায় যে পুষ্পের মালা শোভা পাইতেছে, তাহা মুনি জনেরও মন হরণ করে। পাঠক, তাই বলিয়া তুমি এমন মনে করিও না যে, কর্ণে, খোঁপায় ও গলায় ফুল পরাতে বিমলার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহা নয়, বরং ফুলেরই শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে। খনির গর্ভে যখন মণি থাকে, তখন কে তাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়? কিন্তু যখন সেই মণি যুবতীদিগের কর্ণের ভূষণ হয়, তখন তাহার সৌন্দর্য্যচ্ছটা গৃহ উজ্জ্বল করে।

অন্যের মন আকর্ষণ করিবার শক্তিটী বিমলার ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক সম্পত্তি। সময় বিশেষে ধন সম্পত্তি যেমন মনুষ্যের প্রাণনাশের কারণ হয়, বিমলার এই স্বাভাবিক সম্পত্তিও তাঁহার অপরিসীম দুঃখের কারণ হইল।

এক দিন রত্নপুরে জনরব উঠিল, মহারাজ মানসিংহ সোলাপুর জয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। অদ্য অপরাহ্নে তিনি রত্নপুরে পঁহুছিবেন। অনুপসিংহ এই সম্বাদ শুনিয়া মহারাজ মান সিংহকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। মানসিংহের সহিত অনুপসিংহের পূর্ব্বেই আলাপ এবং বন্ধুতা ছিল। অপরাহ্নে মানসিংহ দলবল সহ রত্ন পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রান্তরে শিবির স্থাপিত হইল। অনুপসিংহ নগরস্থ প্রধান লোকদিগকে সঙ্গে করিয়া মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মানসিংহ অনুপ সিংহকে যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর মানসিংহ পদব্রজে অনুপসিংহের বাটী ও নগর দর্শনের মানস ব্যক্ত করিলেন। সকলেই ইহাতে সম্মত ও সন্তুষ্ট হইলেন। মানসিংহের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সিংহ, মিরজা খাঁ ও অনান্য অনেকে অনুপ সিংহের বাটীতে গমন করিলেন। ইহাঁরা যৎকালে নগর ভ্রমণ করেন, তখন বিমলাদেবী গবাক্ষ দ্বার দিয়া ইহাঁদিগকে দর্শন করিতেছিলেন। এমত সময়ে আনন্দ সিংহ ও তাঁহার সহচর মিরজা খাঁ বিমলাদেবীকে সেই গবাক্ষ দ্বারে দণ্ডায়মান দেখিলেন। ঈষণ্মাত্র দেখিলেন, কেননা যখন বিমলা জানিতে পারিলেন যে, আগন্তুকেরা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তখ-

নই তিনি সরিয়া গেলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ দর্শন অপেক্ষা ঈষদ্দর্শন মনোহরণ করিতে অধিক পটু।

রাজপুত ও মোগল উভয়েই বিমলার রূপে মোহিত হইলেন। মোগল আনন্দ সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার, এই কি অনুপ সিংহের কন্যা?"

আনন্দ সিংহ কহিলেন, "বোধ হয়, নতুবা সামান্য বংশে এরূপ রূপরাশি সম্ভবে না।"

অতঃপর নগর ভ্রমণ শেষ হইলে মানসিংহ আপনার শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। মিরজা খাঁর অন্তরে বিমলার রূপরাশি চিত্রিত রহিল।

রাজা মানসিংহ অনুপসিংহের পুত্র সুবল দাসকে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং অনুপসিংহের সম্মতি-ক্রমে তাঁহাকে আপনার সেনাদলে রাখিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, দিল্লীতে পঁহুছিলে সম্রাট আকবর সাহকে বলিয়া অনুপসিংহকে কিছু জায়গীর দেওয়াইবেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে সুবল দাস পিতা ও ভগিনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মানসিংহের সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করিলেন। মিরজা খাঁ মানসিংহের সঙ্গে গেলেন না। তিনি বলিলেন, কয় দিবস ক্রমাগত অশ্বারোহণে তাঁহার অতিশয় ক্লান্তি বোধ হইয়াছে, এই জন্য তিনি তথায় আরো দুই দিবস অবস্থিতি করিবেন।

ইহা ছলনা মাত্র। মিরজা খাঁ অন্য কোন অভিপ্রায়ে রহিলেন।

এই দিবস সন্ধ্যাকালে মিরজা খাঁ অনুপ সিংহকে আপনার শিবিরে আহ্বান করিলেন। তিনি আসিলেন। মিরজা খাঁ তাঁহাকে সমধিক সমাদরের সহিত বসিতে আসন দিলেন। অনুপ সিংহ আসন গ্রহণ করিলেন। উভয়ে প্রথমতঃ নানা প্রকার কথোপকথন হইল। পরে মিরজা খাঁ কহিলেন, "এক্ষণে যে রাজপুতেরা আমাদিগের সহিত তাঁহাদের কন্যাদের বিবাহ দিতেছেন, এ বিষয়ে আপনার মত কি?"

"আমি অতি ক্ষুদ্র লোক, আমার মতামতে কিছু আইসে যায় না।"

"আমি বলিতেছিলাম যে, যদি এ বিষয়ে আপনার কোন আপত্তি না থাকে, আপনার অবস্থা ভাল হইতে পারে।"

"অবস্থা ভাল করিবার জন্য ধর্ম্ম নষ্ট—কন্যা বিক্রয় করিতে পারি না। সে চণ্ডালের কর্ম্ম।"

"আপনি বিবেচনা না করিয়াই আমার কথার উত্তর দিলেন; যে ধর্ম্মের কথা আপনি কহিতেছেন, সে হিন্দুধর্ম্ম আর বিস্তর দিন থাকিবে না। সকলেই মুসলমান হবে।"

"যদি সকলেই মুসলমান হয়, তবে সে মুসলমান ধর্ম্মের গুণে হইবে না—আপনাদের তরবারির গুণে হইবে। কিন্তু রাজপুতের হাতে তরবারি থাকিতে রাজপুত মুসলমান হবে না।"

"আপনি রাজপুতের ন্যায় কথা কহিতেছেন বটে, কিন্তু বুদ্ধিমানের ন্যায় কহিতেছেন না; আমি আপনাকে সুহৃদ্ভাবে বলিতেছি, আপনি যদি আমার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দেন,

প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনাকে চিতোরের অধিপতি করিব। দিল্লীতে আমার পিতার তুল্য মান্য লোক আর কেহ নাই, সম্রাট তাঁহার কথা বড় গ্রাহ্য করেন।”

ইহাতে অনুপ সিংহ বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ করিলেন না, কারণ মিরজার অভিপ্রায় তিনি পূর্ব্বেই কথার আভাসে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি একবার ভাবিলেন, যবনকে তরবারির এক আঘাতে শমনসদনে প্রেরণ করি, আবার ভাবিলেন, তাহা করিলে শেষে বিমলাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। এই জন্য বলিলেন,

“খাঁ সাহেব, আমি চিতোরের আধিপত্য চাই না, দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহও চাই না; ধর্ম্ম চাই, অতএব এ বিষয়ে আর কোন কথা কহিবেন না।”

মিরজা বলিলেন, “আমি আপনার মঙ্গলের জন্য এ কথা বলিলাম, যদি আপনার ইচ্ছা না হয়, হবে না। মহাশয়, আমার আহারের সময় হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি আহার করিয়া আসি। আপনার সঙ্গে আরো কথা আছে।” এই বলিয়া মিরজা অন্য তাম্বুতে চলিয়া গেলেন। অনুপ সিংহ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

দুই ঘন্টাকাল পরে এক জন ভৃত্য আসিয়া অনুপ সিংহকে বলিল, “মিরজা সাহেব আহার করিয়া কিছু অসুখ বোধ করিতেছেন, এই জন্য অদ্য রাত্রে আপনার সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না।”

এই সংবাদ শুনিয়া অনুপ সিংহ আপনার অশ্বে আরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

গৃহে উপস্থিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিমলা কাঁদিতে২ আসিয়া পিতার চরণ ধরিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবারির সঙ্গে যেন ক্রোধাগ্নি নির্গত হইতেছিল। বিমলা পিতাকে বলিলেন,

“বাবা, অদ্য রাত্রেই আমাকে স্থানান্তরে রাখিয়া আসুন, নতুবা আমি মরিব।”

অনুপ সিংহ বিস্মিত হইলেন। কি হইয়াছে২ বলিয়া বিমলাকে ধরিয়া তুলিলেন। দাসী বলিল, “খানিকক্ষণ পূর্ব্বে এক জন যবন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে এক জন মুসলমান বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ছিল। আমরা গ্রীষ্মপ্রযুক্ত ছাতে বসিয়াছিলাম, যবন এক বারে আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। আমরা ছাতের আল্‌সের উপর বসিয়াছিলাম; দুরাত্মা সেইখানে আমাদের পাশে বসিল। আমরা উঠিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময়ে সে রাজকুমারীর হাত ধরিল, রাজকুমারী তদ্দণ্ডে হাত ছাড়াইয়া আনিলেন, এবং যবনকে এমন জোরে ধাক্কা মারিলেন যে, সে ছাতের উপর হইতে নীচে পড়িয়া গেল। তাহার পর আমরা নামিয়া আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহে বসিয়াছিলাম।”

অনুপ সিংহ সকলই বুঝিতে পারিলেন। ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্ত বর্ণ হইল। অনুপ সিংহ অতি ধীরপ্রকৃতি

লোক, এই জন্য ক্রোধে অধীর হইলেন না। তিনি বিমলাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন, এবং বলিলেন, "আমি গৃহে থাকিলে এরূপ ঘটিত না। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; তুমি যথার্থ রাজপুত-কুমারীর ন্যায় সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছ, অদ্য রাত্রেই আমি তোমাকে স্থানান্তরে পাঠাইব।" দাসীকে বলিলেন, "সে মাগী কোথায় গেল?"

"তাহাকে ভৃত্যেরা ধরিয়া রাখিয়াছে।"

"তাহাকে আমার সাক্ষাতে লইয়া আইস।"

সে আনীত হইলে অনুপ সিংহ তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুই কাহাকে আমার বাটীর মধ্যে আনিয়াছিলি, সত্য করিয়া বল্, নতুবা তোর প্রাণ যাইবে।"

মুসলমানী ভয়ে কাঁপিতে২ কহিল, "মহারাজ, আমার কোন দোষ নাই। আমি সিপাহীদের নিকট সরবত বিক্রী করিতে গিয়াছিলাম। এক জন সিপাহী আমাকে ধরিয়া সেই বাদসাজাদার কাছে লইয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'তুই অনুপ সিংহের বাড়ী চিনিস?' আমি বলিলাম, হাঁ চিনি, তিনি আমাদের মনিব।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে ক্ষান্ত হইল। এক জন ভৃত্য পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত করাতে আবার বলিতে লাগিল, "তার পর আমাকে বলিল যে, 'তুই যদি আজ রাত্রে আমাকে কোন প্রকারে অনুপ সিংহের অন্দর মহলে লইয়া যাইতে পারিস, তোকে দশ মোহর বকসিস দিব।' বকসিসের লোভে আমি রাজি হইলাম এবং বলিলাম যে, তিনি ঘরে থাকিলে হবে না। তাতে তিনি বলিলেন যে, 'যাতে অনুপ সিংহ ঘরে না থাকেন, তাহা আমি করিব।' তার পর মহারাজ, সন্ধ্যার পরে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া আইলেন, সঙ্গে আরো লোক জন ছিল। এক খানি পাল্কি ছিল। লোকেরা বাহিরে এক জায়গায় লুকাইয়াছিল। আমি তাঁহাকে লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিলাম। মহারাজ, আমার দোষ হইয়াছে, আমি নেমক হারামী করিয়াছি, আমাকে মাফ্ করিবেন।"

অনুপ সিংহ কহিলেন, "থাক, আর শুনিতে চাহি না। দ্বারবান, ইহাকে আমার নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও এবং উচিত শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দেও।"

প্রাসাদের উপর হইতে পড়িবার পর মিরজাখাঁর কি হইয়াছিল, তাহা মুসলমানী জানে না।

অনুপ সিংহের বাটীর নিম্ন দিয়া একটী খাল ছিল। অন্তঃপুরের ছাতের উপর হইতে কিছু ফেলিলে এক বারে খালে পড়িত। মিরজা খাঁ সেই খালে পড়িয়াছিলেন। এমন আঘাত পাইয়াছিলেন যে তাঁহার প্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছিল। আহার করিবার ছল করিয়া গিয়া মিরজা খাঁ প্রায় দুই ঘন্টা কাল বিলম্ব করেন। সেই অবসরে তিনি ঐ মুসলমানীর সঙ্গে অনুপ সিংহের বাটীতে প্রবেশ করেন। সেখানে যাহা ঘটিয়াছিল, বলা হইয়াছে। তথা হইতে বহু কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া শিবিরে আসিয়া পীড়া হইয়াছে বলিয়া অনুপ সিংহের নিকট সংবাদ পাঠান।

সেই রাত্রে শিবিকা আনাইয়া অনুপ

সিংহ বিমলাকে পিপুলি নামক স্থানে পাঠাইলেন।

পিপুলি একটী পল্লীগ্রাম, আর্ব্বলী পর্ব্বতের নিম্ন দেশে স্থিত। এ গ্রামে ধনী লোকের বাস নাই। অনেক মধ্যবিত রকমের লোক বাস করে। গ্রামের পশ্চিম দক্ষিন দিগে আর্ব্বলী পর্ব্বতের একটী উপপর্ব্বতের উপরে এক প্রাচীন দুর্গ আছে। দুর্গের দক্ষিন দিক দিয়া এক নদী পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে। এ নদীর নাম বনাস। দুর্গটী চিতোরের অধীন ছিল। কিন্তু ইহা এক্ষণে লোকশূন্য হইলেও দুর্গের প্রাচীর ও অভ্যন্তরস্থ গৃহ সকল অনেক অভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রামের মধ্যে একটী হ্রদ আছে। তাহার নাম কমল সরোবর। কমল সরোবরের উত্তর তীরে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির আছে। সেই মন্দিরে শূলপানির পাষাণময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত। মন্দিরে কএক জন সন্ন্যাসী বাস করে।

এই গ্রামে রতন সিংহ নামক এক জন প্রাচীন রাজপুত বাস করিত। অনুপ সিংহের সঙ্গে তাহার অত্যন্ত সদ্ভাব। রতন সিংহ অনেক কাল অনুপ সিংহের অধীনে কর্ম্ম করে। এক্ষনে সপরিবারে এই স্থানে বাস করিতেছে। বিমলার মাতার মৃত্যু হইলে পর রতন সিংহের স্ত্রী বিমলাকে প্রতিপালন করে, এই জন্য বিমলা তাহাকে মা বলিয়া ডাকেন। রতন সিংহের একটী কন্যা ও দুই পুত্র। কন্যার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর। রতন সিংহ কৃষি কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বিমলা ইহাদেরই কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রতন সিংহ ও তাহার স্ত্রী বিমলাকে আপনাদের কন্যার ন্যায় স্নেহ করে।

এ গ্রামে যবনদিগের গমনাগমন নাই; এই জন্য গ্রামস্থ লোকেরা বিলক্ষণ সুখে আছে, এই জন্য বিমলাও নির্ভয়ে নির্ঝরতীরে ভ্রমণ করিতে পারিতেছেন।

বিমলা কাহাকেও আপনার যথার্থ পরিচয় দেন নাই। রতন সিংহের স্ত্রী লোকের নিকট তাঁহাকে আপনার ভগিনীর কন্যা বলিয়া পরিচয় দিত।

বিমলা নির্ঝর তীরে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। কখন কখন দুরাত্মা মিরজা খাঁর ভয়ানক মূর্ত্তি তাঁহার চিন্তাপথে উদয় হওয়াতে, চমকিয়া উঠিতেছেন। কখন, না জানি, পিতার কি অমঙ্গল ঘটিল, ভাবিয়া বিষাদে শশিবদন মলিন করিতেছেন। কখন বা বনবিহঙ্গের সঙ্গীত ও জলস্রোতের মধুর শব্দে মন আমোদিত হওয়াতে বদনে প্রফুল্লতার উদয় হইতেছে। বাস্তবিক শরৎ কালের শশধর যেমন কখন মেঘাচ্ছন্ন এবং কখন মেঘমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ রশ্মি প্রকাশ করে, তদ্রূপ বিমলার মুখশশী কখন বিষাদমেঘে আচ্ছন্ন, কখন প্রফুল্লতাময় হইতেছে।

এমন সময়ে মালতী আসিয়া উপস্থিত। রতনসিংহের কন্যার নাম মালতী।

মালতী। দিদি, তোমায় খুঁজেং হয়রাণ হয়েছি, এখানে বসে কি কচ্ছ? সন্ধে হল যে, ঘরে চল না?

বিমলা। আমি তোমার অপেক্ষায়

বসে আছি" চল, ঘরে চল; আজ আর আমাদের গড় দেখা হলো না। কাল দেখ্‌ব।

উভয়ে গৃহে প্রস্থান করিলেন।

---

২ অধ্যায়।

গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ন অতি মনোহর। চাসারা গম ও যব কাটিয়া মস্তকে করিয়া গৃহে লইয়া যাইতেছে। সবৎসা গাভী সকল ইতস্ততঃ মাঠে, রাস্তায়, ও নদীর তীরে চরিতেছে। বৃক্ষ সকল নবপল্লবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ফলভরে আম্র শাখা ঈষদ্ অবনত হইয়াছে। মধ্যে২ কোকিল মধুর ধ্বনি করিয়া দুঃখিতের দুঃখ, সুখীর সুখ, চিন্তাকুল ব্যক্তির চিন্তা, বিরহীর বিরহ বৃদ্ধি করিতেছে।

মালতীকে সঙ্গে করিয়া বিমলা দুর্গ দর্শন করিতে গিয়াছেন। দুর্গটীর অভ্যন্তর অতি পরিষ্কার, অতি মনোহর।

বাতায়নের নীচে দিয়া দুর্গমূল বিধৌত করিয়া বনাসনদী পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইতেছে। বিমলা ক্লান্ত হইয়াছিলেন, বাতায়নে দাঁড়াইয়া শীতল সমীরণ সেবন করিতে লাগিলেন। মালতী দেবীদিন তেওয়ারির স্ত্রীর নিকট হইতে বিমলার জন্য পান আনিতে গেল। দুর্গরক্ষক সিপাহির নাম দেবী দিন।

বিমলা বাতায়নে দাঁড়াইয়া নদীর শোভা, নদী আপনার বক্ষস্থলে নীল নভোমণ্ডলের যে প্রতিকৃতি আঁকিয়াছে, তাহার শোভা, নদীতীরবর্ত্তী বৃক্ষাদির শোভা, দুর্গমূল ভেদ করিয়া যে অশ্বথ বৃক্ষ উঠিয়াছে, তাহার শোভা, নানা শোভা দেখিতেছিলেন। দক্ষিণ সমীরণ তাঁহার অলকা গুচ্ছ লইয়া খেলা করিতে লাগিল। কখন বাতায়নে বক্ষ স্থাপন করিয়া বিমলা দুর্গ মূল প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে অলকা গুচ্ছ অজ্ঞাতসারে চক্ষের উপর আসিয়া পড়িতেছে। মন অজানিত রূপে চিন্তা সাগরে আস্তে২ ঝাঁপ দিতেছে। অবশেষে সে এমনই মগ্ন হইল যে, বিমলা প্রায় আত্মবিস্মৃত হইলেন, মস্তক হইতে ওড়না খুলিয়া গিয়া গ্রীবা প্রদেশে ঠেকিয়া রহিল। ওড়নার এক প্রান্ত মাটীতে পড়িয়া গেল। বিমলা বাতায়নে দেয়ালে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আর ভাবিতেছেন। কি ভাবিতেছেন?

ভাবিতেছেন, বাবা কোথায়? দাদা মান সিংহের সহিত গেলেন কেন? দাদা অবশেষে যবনের চাকরি করিতে গেলেন? যবন! পৃথিবীতে বুঝি আর এমন দুরাচার জাতি নাই। বিধাতা কি পাপে এ ভারত কমলে যবন কীট প্রবেশ করাইলেন? হিন্দু জাতি তাঁহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে? বিধাতা কেন দেবতাদিগের শান্তি সুখ ভঙ্গ করিবার জন্য অসুরদিগের সৃষ্টি করিলেন? সমস্ত ভারত প্রায় যবনের হস্তগত হইয়াছে। ক্রমে২ রাজপুতেরা সকলেই যবনের পদাবনত হইয়াছে। কেবল এক প্রতাপ সিংহ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। সোনার রাজপুতানা এ কি হইল? এ রূপ ভাবিতে২ মায়ের

কথা মনে পড়িল, সেই কারুণ্যের প্রতি-মূর্ত্তি অনেক দিন পরে আবার স্মৃতি-পথে উদিত হইল। সেই মধু মাখা কথা গুলি যেন শুনিতে লাগিলেন। দাদাও বিমল বলে ডাকেন, বাবাও বিমল বলে ডাকেন; কিন্তু তেমন মধুর স্বরে ত কেহই "বিমল" বলে ডাকে না। সে ডাক শুনিলে যে প্রাণ যুড়াইত, হৃদয় প্রফুল্ল হইত! মা, আজি তোমার আদরের বিমল, অসহায়া, আজি তোমার প্রাণের বিমল যবন অত্যাচার ভয়ে এই অরণ্যে আসিয়া পলাইয়া আছে। এরূপ বলিতে২ কয়েক বিন্দু অশ্রুপাত হইল। আবার বক্ষস্থল বাতায়নে রাখিয়া হেঁট হইয়া নদী হৃদয়ে নীল গগন দেখিতে লাগিলেন। আরও দুই চারি বিন্দু জল পড়িল। তাহা বনাসের জলের সঙ্গে মিশাইয়া গেল। ওড়নার প্রান্তভাগ দ্বারা চক্ষের অশ্রু মোচন করিলেন। এই অবসরে মালতী তাঁহার খোঁপায় যে গোলাপটী পরাইয়া দিয়াছিল, তাহা পড়িয়া গেল। সেটী ঘুরিতে২ জলে পড়িল। তখন বিমলার মালতীর কথা মনে হইল। অমনি পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন। চাহিয়া দেখিয়া, হত বুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঈষৎ কাঁপিতে লাগিলেন। দর্শক দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইনি ভীতা হইয়াছেন।

আগন্তুক জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কে?"

বিমলা কোন উত্তর করিলেন না, এক বার মাত্র নয়ন দ্বয় ঈষৎ উন্মিলীত করিয়া আগন্তুক ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, সে মূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কারুণ্যব্যঞ্জক। বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসরের অধিক নহে। দীর্ঘকায়। কটিদেশে তরবারি ঝুলিতেছে। হস্তে এক গাছি সামান্য যষ্টি মাত্র। বিমলা আবার মস্তক অবনত করিলেন, এতক্ষণে জ্ঞান হইল যে, ওড়না খুলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহা দ্বারা মস্তক আবৃত করিলেন।

এমন সময়ে মালতী সেই স্থলে পান হাতে করিয়া আইল। সে উভয়ের অবস্থা দেখিয়া অবাক হইল। খানিক ক্ষণ উভয়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিল। পরে বাতায়নে বিমলার পাশে যাইয়া দাঁড়াইল। তখন বিমলা বলিলেন, "চল, গৃহে যাই।"

তখন আগন্তুক বলিলেন, "পরিচয় না দিলে যাইতে দিতে পারি না।"

মালতী। আমাদের পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন?

আগন্তুক। "তোমাদের" পরিচয় চাহি না, তোমাদের এক জনের পরিচয় চাই।

মা। আমার, কি আমার ভগিনীর পরিচয় চান?

আ। ইনি কি তোমার ভগিনী?—কেমন ভগিনী?

মা। ইনি আমার মাসির মেয়ে।

আ। তোমাদের বাড়ী কোথা।

মা। এই গ্রামে।

অনন্তর মালতী বিমলাকে কহিল, "চল বোন, ঘরে যাই।"

আ। আর একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।

মা। কেন?—আপনি কে?

আ। এই দুর্গের অধিকারী।

মা । নাম ?

আ । তোমার ভগিনীর নাম আগে বল ?

এই কথা শুনিয়া বিমলা মালতীকে অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, "বলিস্‌নে ।" কিন্তু এ কথা আগন্তুকের কানে গেল ।

মা । স্ত্রীলোকের নাম বলা আমাদের রীতি নহে ।

আ । স্ত্রীলোকের এই ভাবে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করাও রীতি নহে । তা যখন করিয়াছ, তখন নাম বলিতে ক্ষতি কি ?

মা । দুর্গের অধিকারী দুর্গে আসিয়াছেন, তাহা জানিতাম না । জানিলে আসিতাম না ।

আ । তা যখন আসিয়াছ, তখন নাম বলিয়া বাধিত কর ।

মা । তাহা পারি না ।

আ । আচ্ছা, তোমার পিতার নাম বলিতে পার ?

মা । আমার পিতার নাম রতন সিংহ । দুর্গ রক্ষক আমাদের জানেন ।

আ । এখন যাইতে পার ।

অনন্তর মালতী বিমলার হাত ধরিল, এবং বলিল, "চল ঘরে যাই, আর কখন দুর্গে আসিব না ।"

আগন্তুক বা দুর্গাধিকারী কহিলেন, "আসিবে না কেন ? রোজআসিও ।"

অনন্তর মালতী অগ্রে২ বিমলা তাঁহার পশ্চাৎ২ চলিলেন । আগন্তুক দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে বিমলার গমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । বিমলা কোন দিকে চাহিলেন না । পৃথিবী পানে নয়নদ্বয় স্থাপন করিয়া চলিলেন । কিন্তু মালতী দেখিল যে, দুর্গাধিকারী এক দৃষ্টে বিমলার গমন নিরীক্ষণ করিতেছেন ।

পাঠক এই আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন । আগন্তুক আপনাকে দুর্গের অধিকারী বলিয়াছেন । তাহা বলা ভাল হয় নাই, কেননা তিনি উহার ভাবি অধিকারী ।

আগন্তুকের নাম অমর সিংহ । ইনি প্রতাপ সিংহের পুত্র ও উদয়পুর নগরের স্থাপনকর্ত্তা উদয় সিংহের পৌত্র । উদয় সিংহ আকবর কর্ত্তৃক চিতোর হইতে তাড়িত হইয়া উদয়পুর নগর স্থাপন করেন । তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রতাপ সিংহ কমলমির নামক স্থানে বাস করেন । প্রায় সমস্ত রাজপুতানা যবনের অধীন । কেবল প্রতাপ সিংহ তাহাদিগের অধীনতা স্বীকার করেন নাই । আকবর সাহ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছেন । প্রতাপ সিংহ স্বীয় রাজ্য রক্ষার উপায় অন্বেষণ করিতেছেন । তাঁহার রাজ্যস্থ দুর্গ সকলে সৈন্যদিগের আহার সামগ্রী ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করণার্থ অমর সিংহ প্রেরিত হইয়াছেন । অমর সিংহ এখানে প্রায় এক পক্ষ কাল থাকিয়া এই সকল বন্দোবস্ত করিবেন ।

রাহা ।

খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষে হিন্দুধর্ম্মের সাক্ষ্য।*

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।)

ত্রিমূর্ত্তি সম্বন্ধে হিন্দুমত এই রূপ। অবতারাদির বিবরণেও এক আশ্চর্য্য ভাব দৃশ্য হয়। ত্রিমূর্ত্তির দ্বিতীয় ব্যক্তি বিষ্ণুই সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অধিকন্তু তাঁহাকে "জগত্ত্রাতা" নামটী দেওয়া হইয়াছে। রাম ও কৃষ্ণাবতারে বিষ্ণুর গুণনিচয় যাদৃশ প্রকাশিত, এমত আর কোন অবতারে হয় নাই। এই দুই অবতারের সবিশেষ বৃত্তান্ত আমরা আদ্যোপান্ত অবগত আছি। ইহাঁদিগেতেই ঈশ্বরীয় সমস্ত গুণ আরোপিত হইয়াছে। ইহাঁরা মানবাকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যের ন্যায় জন্ম গ্রহণ ও জীবন যাপন করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সময়ে সময়ে অমানুষী কতক গুলিন কার্য্য করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাঁহাদের উভয়েরই চরমাবস্থা সামান্য মনুষ্যবৎ ছিল। অন্যান্য অবতারের বিবরণ ইহাঁদের মত নহে। ইহাঁরা উভয়েই ক্ষত্রিয় ও রাজবংশজাত। তবে যে কৃষ্ণ কিয়ৎকাল গোপ কুলোদ্ভব বলিয়া খ্যাত ছিলেন, সে প্রতারনা মাত্র। এবং যদিচ দেশের সর্ব্বত্রে ইহাঁরা উভয়ে অদ্যাবধি পূজ্য, তথাপি চিন্তাশীল ও কৃতবিদ্য মাত্রেই স্বীকার করিবেন, যে কৃষ্ণাপেক্ষা রামচরিত্র অধিক প্রাচীন ও বিশুদ্ধ।

অধ্যাপক ওএবরের মতে রামের বিবরণ বাস্তবিক নহে, কাল্পনিক মাত্র; কোন২ অংশে বৌদ্ধ মতসম্ভূত, ও কোন কোন অংশে কবিবর হোমরের ত্রোয়ান যুদ্ধ ঘটিত বিবরণ লব্ধ। বাল্মীকি যেন হোমরের পুস্তক হইতে রামের বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। আর এক মহাত্মার মতেও রামের বিবরণ সম্পূর্ণ রূপক। সূর্য্য বংশীয় রাম আলোক ও উত্তাপের উৎস স্বরূপ সূর্য্য বই অন্য কেহ নহেন। নিশাচরপতি রাবণ শব্দে শীত ও অন্ধকার বা রাত্র বুঝায়। রামরাবণের যুদ্ধ ঋতু পরিবর্ত্তনসম্বন্ধে শীত ও গ্রীষ্মের, এবং দিবারজনীর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোক ও অন্ধকারের যুদ্ধ মাত্র।

রাবণারী রামের বিবরণ বাস্তবিক কি কাল্পনিক, রূপক কি ঐতিহাসিক, এ স্থলে তাহার বিচার করণের আবশ্যকতা নাই। কারণ বাস্তবিকই হউক আর কাল্পনিকই হউক, উক্ত অবতারের বিবরণে মঙ্গল সমাচার ঘটিত এক প্রাচীন সত্যের অতি আশ্চর্য্য রূপে প্রতিপোষণ হইতেছে। রামায়ণে লিখিত আছে যে, দেব মানব সকলেই রক্ষপতি রাবণের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারিতায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। এই সঙ্কটে তাঁহারা জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার শরণাগত হইলে ব্রহ্মা কহিলেন যে, রাক্ষসরাজ রাবণের দৌরাত্ম্য হইতে কেবল এক জন তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন, অর্থাৎ যদি বিষ্ণু স্বয়ং নরাকার ধারণ করিয়া

* মান্যবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত ইংরাজি প্রবন্ধের অনুবাদ।

জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তবেই রক্ষা সম্ভব, নতুবা নহে। অন্য কোন জীব রাবণকে পরাজয় করিতে পারিবে না। ঈদৃশ নিশাচর বধের জন্য নরদেহ ও ঐশীশক্তি উভয়ই প্রয়োজন।

সন্তুষ্টঃ প্রদদৌ তস্মৈ রাক্ষসায় বরং প্রভুঃ।
নানা বিধেভ্যঃ ভূতেভ্যোভয়ং নান্যত্র মানুষাৎ॥
তস্মাৎ তস্য বধো দৃষ্টো মানুষেভ্যঃ পরন্তপ।

ব্রহ্মার পরামর্শে দেবগণ বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া, নরদেহ ধারণপূর্ব্বক রাবণ নাশের জন্য তাঁহার সাধ্য সাধনা করিলেন।

এবমুক্তা সুরাঃ সর্ব্বে প্রত্যূচুর্বিষ্ণু মব্যয়ং।
মানুষং রূপমাস্থায় রাবণং জহি সংযুগে॥

সুসমাচার ইহাই শিক্ষা দেয়। নারীর বংশ সর্পের মস্তক চূর্ণ করিবে। কেননা "তিনি দূতগণের উপকার না করিয়া ইব্রাহীমের বংশের উপকার করেন। এই জন্যে সর্ব্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের সদৃশ হওয়া তাঁহার উচিত হইল।" কি কারণে জগত্রাতা মনুষ্যস্বভাব ধারণ করিলেন ও রক্ত মাংসবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাকেও যে কেন মনুষ্য জন্ম গ্রহন করিতে হইল, তাহা বাইবেল শাস্ত্র মতে মনুষ্যবুদ্ধির অতীত—ইহা ত্রাণোপায়ের ঐশিক নিগূঢ় তত্ব। এই সমাচার মনুষ্য পতনের পরই প্রথমে প্রকাশিত হয়, রামায়ণের উপরি উদ্ধৃত বচন গুলি এই মহৎ ব্যাপারের প্রমাণস্বরূপ।

হিন্দু শাস্ত্রে খ্রীষ্টধর্ম্মের ক্রিয়াবিরোধী ভক্তিশিক্ষারও পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এবিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রের শিক্ষা উপর্য্যুক্ত কয়েকটী বিষয়ের ন্যায় নহে। বলিদান, ত্রিত্ব ও নরাবতার বিষয়ক হিন্দু শাস্ত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে দত্ত। অর্থাৎ এই এই বিষয়ে মনুষ্য সাধারণের নিকট প্রকাশিত ঐশ্বরিক জ্ঞান অপরাপর প্রাচীন জাতির নিকট যেরূপ ছিল, হিন্দুদিগের মধ্যেও সেই রূপ আছে। তজ্জন্য হিন্দুরা অপর কোন জাতির নিকট ঋণী নহেন। ঋষিরা যে ক্রিয়াযজ্ঞাদি সকল কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহা মূসার শিক্ষাপ্রভাবে নহে। ব্রাহ্মণেরা যে তজ্জন্য যিহুদা দেশে গমন করিয়াছিলেন, বা যিহুদীরা ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহাদিগকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি এমত বিশ্বাস করি না। এ বিষয়ে যিহুদীদিগের পিতৃ-পুরুষেরা মূসার পূর্ব্বে যেরূপে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, আমাদিগের পিতৃপুরুষেরাও সেইরূপে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা এই সকল বিষয় জনশ্রুতি দ্বারা জ্ঞাত হয়েন, ও সেই জ্ঞান জাতিসাধারণ সম্পত্তি স্বরূপে গ্রহণ করেন। শ্রুতি শব্দের অর্থই হইতেছে—অলিপিবদ্ধ আদিম প্রত্যাদেশ। বেদচতুষ্টয়ে এই অলিপিবদ্ধ শ্রুতিসমষ্টি নিয়মপূর্ব্বক লিখিত হয়; তাহাই দেশের মান্য শাস্ত্র। বোধ হয়, এই সকল লিপিবদ্ধ শ্রুতির কিয়দংশ ঈশ্বরদত্ত যথার্থ প্রত্যাদেশভুক্ত; সেই প্রত্যাদেশে সকল জাতির সমান অধিকার, ও তদ্দ্বারা ঈশ্বরের ভাবি অভিসন্ধি সকল কিয়ৎপরিমাণে জানা যায়।

কিন্তু ভক্তি উপাসনা সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের সাক্ষ্য ভিন্ন প্রকার। ক্রিয়া মত

পূর্ব্বাবধি প্রকাশিত ছিল। ভক্তিমতের ছায়ামাত্র কোনং ধার্ম্মিক ব্যক্তি জানিতেন; কারণ তদ্ব্যতিরেকে মানবরূপী-রাক্ষসনাশক ঈশ্বরাবতার কল্পনা সম্ভবে না। কিন্তু ইষ্টদেবতার প্রতি বিশ্বাসদ্বারা যে পরিত্রাণ হয়, তাহা পূর্ব্বকার লোকেরা জানিতেন না। এ বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অনেক কালাবধি যাগ যজ্ঞাদি করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। এমত অবস্থায় শাক্য মুনি আসিয়া ক্রিয়া কলাপের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শাক্যের শিক্ষা দেশীয় বিশ্বাস নষ্ট করণের পক্ষে যত কার্য্যকর হইয়াছিল, তাহার সংস্থাপন বিষয়ে তাদৃশ হয় নাই। ফলতঃ তাঁহার শিক্ষাদি দ্বারা লোকেরা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম বিচারে সাতিশয় মনোযোগী হওয়াতে বলহীন ক্রিয়াদি দ্বারা যেমন পূর্ব্বে অতৃপ্ত অবস্থায় ছিলেন, এক্ষণেও সেই রূপ রহিলেন। অতএব পরে ধর্ম্মসম্বন্ধে যে সকল পরিবর্ত্তন হয়, তদুৎপাদক অবশ্যই কোন বিহিত কারণ ঘটিয়া থাকিবেক, শাস্ত্র পাঠেও আমরা তাহার উপলব্ধি প্রাপ্ত হই।

এ বিষয়ে সুবিখ্যাত দেবর্ষি ব্রহ্মাপুত্র নারদের সম্বন্ধে যে একটী বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাই আমি প্রথমতঃ উল্লেখ করিব। মহাভারতে লেখে যে, মেরু পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে, দুগ্ধ সমুদ্রের উত্তরস্থিত শ্বেতদ্বীপ নামক, একটী স্থল দেখিয়া, নারদ সেই মনোহর দেশাভিমুখে গমন করত জগত্রাতা বিষ্ণুর নিকট অপূর্ব্ব প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েন। একান্তী ব্যতিরেকে অন্য কেহ তদ্রূপ দর্শন কখন প্রাপ্ত হয়েন না। নারদ শ্বেতদ্বীপ বাসীগণের ন্যায় প্রকৃত একান্তী ছিলেন, এজন্য তিনিও উক্ত দর্শন প্রাপ্ত হয়েন।

এই একটী বচনের উপর অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে না। ইহা দ্বারা এই মাত্র বোধ হয় যে, ব্রাহ্মণেরা দেশান্তর হইতে কোন বিশেষ শিক্ষা, বোধ হয়, খ্রীষ্ট ধর্ম্মান্তর্গত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই অভিনব শিক্ষা প্রভাবে, দেশে ভক্তি উপাসনার সূত্রপাত হইয়া থাকিবে। এ কথার সত্য মিথ্যা নির্ণয়ার্থে প্রমাণান্তর প্রয়োজন। প্রমাণান্তর আছে, না মহাভারতের দুই একটী বচনের উপরেই এই গুরুতর সিদ্ধান্ত নির্ম্মিত? আছে, তাহা এই;—

শ্রীভাগবতে লিখিত আছে (অধ্যাপক উইলসনের মতে শ্রীভাগবত খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত) যে, এক দিন প্রাতে তৎপ্রণেতা এক বৃহৎ পিপুল বৃক্ষের তলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। মনোহর দক্ষিণ সমীরণ ও চতুর্দ্দিক ব্যাপিনী প্রকৃতি শোভা অপরাপর সকলকার চিত্ত হরণ করিতেছিল, কিন্তু তিনি বিষাদ সাগরে মগ্ন। এমত কালে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার পুরঃসর কহিলেন;

জিজ্ঞাসিতং সুসম্পন্নমপি তে মহদদ্ভুতং।
কৃতবান্ ভারতং যস্ত্বং সর্ব্বার্থ পরিবৃংহিতং॥
জিজ্ঞাসিত মধীতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎসনাতনং।
তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো॥

ব্যাস নারদের নমস্কৃতিতে তুষ্ট হইয়া

কহিলেন, মুনিবর, আমি চিন্তিত বটে, কিন্তু তাহার কারণ বলিতে অক্ষম। বলুন দেখি, আমি কি চিন্তা করিতেছি?

অস্ত্যেব মে সর্ব্বমিদং ত্বয়োক্তং
তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।
তন্মূলমব্যক্তমগাধ বোধং
পৃচ্ছাম হেত্বাত্মভবাত্মভূতং ॥

নারদ উত্তর করিলেন ;—

ভবতানুদিত প্রায়ং যশোভগবতোহমলং।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলং॥
যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমাহ্যনুবর্ণিতঃ॥

"প্রভুর মহিমান্বিত কীর্ত্তি আপনি ঘোষণা করেন নাই। যে দর্শন শাস্ত্র তাঁহার তুষ্টিকর নহে, আমি তাহা সামান্য জ্ঞান করি। যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াজাত ধর্ম্মের আপনি যাদৃশ গৌরব বাড়াইয়াছেন, বাসুদেবের মহিমা তাদৃশ কীর্ত্তন করেন নাই।"

যদি ভাষার কোন অর্থ থাকে, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ, অন্ততঃ অষ্টম শতাব্দী অবধি বাসুদেব—কৃষ্ণের মহিমা যে ভারতে যথোচিতরূপে বিঘোষিত হয় নাই, তাহা উক্ত বচন দ্বারা স্পষ্টই বলা হইতেছে। নারদ বেদান্ত দর্শনের স্থাপয়িতা ও ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা ব্যাসকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে; দর্শন শাস্ত্রের দ্বারা জগত্রাতা প্রভুর তুষ্টি জন্মান যাইতে পারে না।

পুনশ্চ, "নারদপঞ্চরাত্র" নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক প্রধান গ্রন্থে লিখিত আছে, (বোধ হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে) প্রাগুক্ত ব্যাস নিজ তনয় শুকদেবকে বলিতেছেন যে, এক দিন নারদ বিশেষ কোন কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, এমত সময়ে এই আকাশবাণী হইল ;—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসুবৎস।
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞান সিন্ধুং॥
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাং।
ভবনিগড় নিবন্ধ ছেদনীং কর্ত্তনীঞ্চ॥

ইহাই হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ভক্তি উপাসনার মূল। ইহা যে ব্রাহ্মণদিগের কপোলকল্পিত নহে, তাহা শাস্ত্রেই প্রকাশিত আছে। নারদ শ্বেতদ্বীপে না যাইয়া বিষ্ণুর দর্শন পান নাই। দর্শানান্তে শ্রীভাগবত রচয়িতাকে প্রভুর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে প্রবৃত্তি দেন। শ্রীভাগবতে কৃষ্ণের সবিশেষ বিবরণ এবং ভক্তি উপাসনার সার শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ পুরঃসর পাপহারী হরির প্রতি ভক্তি করিতে নারদ স্বর্গহইতে আদিষ্ট হয়েন। কৃষ্ণ নামটী খ্রীষ্ট করুন, দেখিবেন, ইহা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আদিম সার শিক্ষা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

আমি এক্ষণে যাহা বলিলাম, সকলই হিন্দু শাস্ত্র সঙ্গত, ইহার কিছুই স্বকপোল কল্পিত নহে। নারদ যিনিই কেন হউন না, দক্ষিণ ভারতবর্ষে "ভাগৎ"-ভক্তি উপাসক নামে যে এক সম্প্রদায় প্রথমে সংস্থাপিত হয়, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। রামানুজ এই সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা; কাঞ্চীপুরে অদ্যাপি তাঁহার

গদী আছে। কে সাহেবকৃত ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই জানিবেন যে, দ্বিতীয় খ্রীষ্ট শতাব্দীতে সুরিয়া দেশ হইতে কতকগুলিন উপদেষ্টা আসিয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষে খ্রীষ্ট মণ্ডলী সংস্থাপন করেন। ইহাঁরাই "সুরীয় খ্রীষ্টীয়ান।" ইহাঁদিগের নিকট হইতে ভক্তিমত গৃহীত হইয়াছিল কি না, তাহা আপনারাই বিবেচনা করুন।

শ্রীভাগবত ও নারদপঞ্চরাত্রের রচয়িতারা কৃষ্ণের লীলাদি বর্ণন অথচ তাঁহার প্রতি ভক্তি দ্বারা পরিত্রাণ ঈদৃশ শিক্ষাদি দ্বারা আদিম বিশুদ্ধ ভক্তি মত কলঙ্কিত করিয়াছেন। উহাঁদিগের মতে কৃষ্ণের লীলা সকল যে কেবল দোষশূন্য, তাহা নহে, বরং বৃন্দাবনে কৃষ্ণ যে যে উপলক্ষে ও যে রূপে লম্পটতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও যথাসময়ে উৎসব স্বরূপে পালনীয়। দেশে জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধির যদি কেবল এই ভ্রষ্ট ও লজ্জাকর ফল হয়, আমাদের কলঙ্কের সীমা থাকিবে না।

অতএব মহাশয়েরা বিবেচনা করিয়া দেখুন, খ্রীষ্টধর্ম্ম বাস্তবিক ঘৃণ্য বৈদেশিক ধর্ম্ম কি না? আমার বিবেচনায় অপরাপর যে সকল মত দেশে গৃহীত হইতেছে, সেই সকল মতাপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্ম আদিম হিন্দুধর্ম্মের সহিত অধিক মিলে। এমন কতক অনুষ্ঠান অধুনাতন খ্রীষ্ট ধর্ম্মভুক্ত হইয়াছে বটে, যাহা বৈদেশিক বলিলে বলা যাইতে পারে, সে সকল গ্রাহ্যাগ্রাহ্যের ভার ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করিতেছে, কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সার শিক্ষাদি না পাইলে, দেশীয় প্রাচীন হিন্দু মত ও ক্রিয়া কলাপের সদ্ব্যাখ্যা হয় না। যাগ যজ্ঞাদি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা করিতেন বটে, কিন্তু তাহার যথার্থ অর্থ জানিতেন না, কারণ পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত খ্রীষ্ট ধর্ম্মেতেই প্রকাশিত। নারদ যে ইষ্টদেবতা সম্বন্ধে প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন, তিনি খ্রীষ্ট বই আর কেহ নহে। মঙ্গল সমাচারের মূল বিবরণ এবং ভারতের প্রাচীন ক্রিয়া কলাপ ও ঋষিগণের আকাঙ্ক্ষা পরস্পর এমনি সাপেক্ষ যে, কোন২ পণ্ডিতের মতে খ্রীষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে সঙ্কলিত। যদি বাস্তবিক কোন হিন্দু-মতাবলম্বী মহোদয় এ কথা কখন উপস্থিত করেন, সরল ভাবে তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে চেষ্টা পাইব। কিন্তু মাঃ জেকোলিয়াটের ন্যায় নাস্তিকে যখন শুদ্ধ সাহসে নির্ভর করিয়া পূর্ব্বাপর বিবেচনা শূন্য হইয়া বলেন, হিন্দুধর্ম্মই খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল, তখন নিরুত্তরই সেই সাহঙ্কার বাক্যের প্রধান উত্তর বোধ হয়। আমার বিবেচনায় মাঃ জেকোলিয়াটের মতও যেমন গ্রহণীয়, হোমর কৃত বিখ্যাত পুস্তক হইতে রামায়ণ সঙ্কলন সম্বন্ধে অধ্যাপক ওএবরের মতও তেমনি গ্রহণীয়। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, নারদের শ্বেতদ্বীপে গমন, হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়ের আধুনিক উৎপত্তি এবং সিকন্দর সাহের ভারতাক্রমণের অনেক কাল পরে পুরাণ তন্ত্রাদির সৃষ্টিবৃত্তান্ত সত্বে কেহই সাহসের সহিত বলিতে পারেন না যে, অপর কোন দেশ দ্বারা ধর্ম্ম কি বিদ্যা, আচার

কি রীতি, কোন সম্বন্ধে ভারতের উপকার দর্শে নাই।

সত্য সার্ব্বজনিক, রীতিনীতি স্থানীয়। যেখানেই কেন সত্য পাওয়া যাউক না, তাহা যদি সত্য হয়, সকলেরই গ্রহণীয়। সত্য জাতি বা সম্প্রদায়ের অধীন নহে, কিন্তু দেশাচার জাতীয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম যদি সত্য হয়, ইহা আপনাদের ও সকল মনুষ্যের গ্রহণীয়। কিন্তু সেই জন্য এমত বলিতেছি না যে, তৎ সঙ্গে দেশাচারও পরিত্যজ্য। দেশাচার রক্ষা করাতে কোন দোষ হয় না, বরং সময়ে২ গৌরবের কারণ হইয়া উঠে। অতএব দেশাচার যতদূর কর্ত্তব্য, রক্ষা করিয়াও খ্রীষ্টভক্ত হওয়া যাইতে পারে।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সার শিক্ষা সকল দেশের প্রাচীন ক্রিয়াদির সহিত মিলাতে হঠাৎ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করা উচিত নহে। বরং সরল ভাবে ইহার সত্যাসত্য বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, স্ব স্ব আত্মার পরিত্রাণেচ্ছু, সন্তানাদির দৃষ্টান্তস্থল ও যে দেশ প্রাচীন প্রত্যাদেশ রক্ষা সম্বন্ধে কেবল কৈনান হইতেই কনিষ্ঠ, তাহার গৌরবাস্পদ এবং সার্ব্ববর্ণিকবৎ সত্যানুসন্ধায়ী ও ধর্ম্মপ্রিয় হইতে চাহেন, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সত্যাসত্য বুঝিয়া দেখুন।

পোপদিগের রাজকীয় আধিপত্যের সূত্রপাত।

রোমান কাথলিকদের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও অভ্রান্ত মহাযাজক খ্রীষ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ পোপেরা যে কি প্রভূত পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন যে, তাঁহারা সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে কি পরিমাণে অসামান্য কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পোপকে সকলেই পরম গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। তাঁহার হস্তে অপবর্গ ও নিরয়ের কুঞ্চিকা ন্যস্ত ছিল, তিনি পারলৌকিক সুখ দুঃখের নিয়ন্তা; সাধারণের এরূপ বিশ্বাস, তাঁহার পারমার্থিক প্রতিপত্তির সীমা পরিসীমা ছিল না। সকলেই তাঁহাকে পরম গুরু বলিয়া মানিতেন, তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতেন। কালসহকারে এই পারমার্থিক আধিপত্য সাংসারিক আধিপত্যের কারণ হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহার অনুমতি ক্রমে কতং রাজা রাজ্যভ্রষ্ট এবং কতং সামান্য লোক রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার অভিসম্পাতের আশঙ্কাতে সকলেই কম্পিতকলেবর হইলে, সামান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, ভূপতিগণও তাঁহার ভয়ে তটস্থ হইতেন ও তাঁহার প্রীতিভাজন হইতে পারিলে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতেন। যিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা, তিনি স্বয়ং

এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া দীন বেশে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, তাঁহার আদিম শিষ্যেরাও সাংসারিক আধিপত্যের স্পৃহা করেন নাই। তাঁহারা সংসার সম্বন্ধে মৃত ও নিতান্তই পারমার্থিক ছিলেন। বিশেষতঃ যাঁহারা প্রচারকার্য্য বা মণ্ডলীর অধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যাদি পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টসমাজের পারমার্থিক উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আপনাদিগের জীবন অতিবাহিত করিতেন। অতএব খ্রীষ্টমণ্ডলীর যাজক হইয়া রোমীয় খ্রীষ্ট সমাজের অধ্যক্ষেরা কি প্রকারে এত ঐহিক প্রাধান্য ও রাজকীয় ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এক্ষণে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রারম্ভেই মণ্ডলীর কার্য্য নির্ব্বাহ ও শাসনভার সম্বন্ধে দুইটী অতি সুনিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমটী এই যে, প্রত্যেক মণ্ডলীতেই নিজ২ কার্য্য নির্ব্বাহের ও শাসনের ভার অর্পিত ছিল; দ্বিতীয়টী এই যে, সমস্ত খ্রীষ্ট মণ্ডলী একটী সাধারণ যাজকীয় সভার অধীন ছিল। সমস্ত খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে যাহাতে ধর্ম্ম মতের ঐক্য থাকে, তাহাই উক্ত শাসন প্রণালীর উদ্দেশ্য। অনেকেরই এই রূপ ভ্রান্তি আছে যে, সম্রাট্ কনষ্টান্টাইন খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইলে পর খ্রীষ্ট মণ্ডলীর শাসন প্রণালী প্রকটিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ ইহার অনেক পূর্ব্বেই মণ্ডলীর শাসনের বিধি নির্দ্ধারিত ছিল। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সূত্রপাত অতি সামান্যরূপে হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা কাল সহকারে দিগদিগন্তরে প্রচারিত ও সংস্থাপিত হয়। যিহুদা, ক্ষুদ্র আসিয়া, মিসর, গ্রীস প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়া ক্রমশঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম সমস্ত রোম রাজ্য মধ্যে ব্যাপ্ত হয়। প্রথমে ক্ষুদ্রতম, ঘৃণিত ও মূর্খ লোকদিগের দ্বারা সমাদৃত ও গৃহীত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম ক্রমশঃ ধনাঢ্য ও উচ্চপদস্থ জনগণের ও রাজাদিগের বিশ্বাসভূমি হইয়াছিল। সুতরাং নানা স্থানে মণ্ডলী স্থাপিত হইতে লাগিল, মণ্ডলীর আচার্য্য ও উপদেশকবর্গ পারমার্থিক হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত ও সমাদৃত হইতে লাগিলেন। রাজগণও তাঁহাদিগের যথেষ্ট সম্মান করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগের সুখস্বচ্ছন্দতার নিমিত্তে প্রচুর বিত্ত স্থির করিয়া দিলেন। ক্রমশঃ সাংসারিক ঐশ্বর্য্য ভোগাসক্ত হইয়া পারমার্থিক বিষয়ে শৈথিল্য জন্মিলে, তাঁহারা ঐহিক প্রতিপত্তি ও প্রাধান্যের লালসা করিতে লাগিলেন। এক মণ্ডলীর অধ্যক্ষ অন্যান্য মণ্ডলীর প্রতি সমভাবে নিরীক্ষণ না করিয়া তৎসমুদায়ের উপর প্রাধান্য সংস্থাপনে যত্নবান হইলেন।

অপিচ উপর্য্যুক্ত শাসন প্রণালী খ্রীষ্ট মণ্ডলীর পক্ষে অতি হিতকর হইলেও কাল সহকারে অন্যায় ব্যবহার দ্বারা মণ্ডলীর মহা অনিষ্টকর হইয়া উঠিল। খ্রীষ্ট মণ্ডলীর হিতার্থে যে সমস্ত ব্যবস্থার প্রণয়ন হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সমস্ত রাজ্য শাসনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাটেরা রাজ্য মধ্যে আপানাদিগের অসীম কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করণাভিপ্রায়ে মণ্ডলীর যা-

জকদিগকে রাজকীয় ক্ষমতা ও পরাক্রম দিতে লাগিলেন। পরে সম্রাটদিগের ক্ষমতা ও পরাক্রমের অনেক হ্রাস হওয়াতে তাঁহারা উপদেশকদিগের দ্বারা রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় লোকদিগকে ঐক্য পাশে বদ্ধ করা অতি সুকঠিন। ইহা কেবল ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে, ধর্ম্মবিষয়ে এক মতাবলম্বী হইলেই ইহাদের এক রাজ্যান্তর্গত হওয়াও সম্ভব। এবম্প্রকার সঙ্কল্পে যাজকদিগের হস্তে রাজকীয় দণ্ডবিধি সমর্পিত হয়। আত্মিক শাস্তির পরিবর্ত্তে যাজকেরা এক্ষণে সাংসারিক শাস্তি দিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে অপরাধ হইলে সাংসারিক দণ্ড বিধান হইতে লাগিল। যাজকদের পরমার্থ সম্বন্ধে অনেক শৈথিল্য হইয়াছিল, নচেৎ তাঁহারা কেনই বা রাজকীয় শাসনের ব্যবস্থা মণ্ডলী মধ্যে প্রচলিত করিবেন। সে যাহা হউক, যাজকীয় সম্প্রদায় এক্ষণে রাজ্য মধ্যে প্রভূত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল। একেইত খ্রীষ্ট মণ্ডলীর অধ্যক্ষগণের জন সমাজের সহিত পারমার্থিক সম্বন্ধ থাকাতে তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন, এবং জন সমাজের উপর তাঁহাদিগের বিশেষ আধিপত্যও ছিল। তাহাতে আবার অন্য দিগে রাজা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত হওয়াতে তাঁহারা রাজ্য মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। এই রূপে ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা ক্রমশঃ ঐহিক আধিপত্য লাভ করিলেন। এই রূপে যাজকবর্গের ক্রমশঃ পারমার্থিক অবনতি এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীর অধঃপতন হইতে লাগিল। কিছু কাল পরেই সাধুদিগের মূর্ত্তি ও প্রতিমা সকল মণ্ডলীমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল। যে সকল মহাত্মা খ্রীষ্টধর্ম্মের সাক্ষ্যস্বরূপ হইয়া আপনাদের যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া নিজ২ অবিচলিত ভক্তি ও বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করত মণ্ডলী মধ্যে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে চিরস্মরণীয় করিবার আশায় প্রথমে তাঁহাদিগের মূর্ত্তিসকল মণ্ডলীমধ্যে সংস্থাপিত হয়। কিঞ্চিৎকাল পরে অজ্ঞ ও অবিবেকী মনুষ্যদের অজ্ঞানতা বশতঃ ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তির যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল, এবং ক্রমে মণ্ডলীও ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তির উপাসনা ও পূজা আরম্ভ করিলেন। সুতরাং প্রায় সমুদয় খ্রীষ্টমণ্ডলী পৌত্তলিক হইয়া উঠিল। ঊর্দ্ধগমন যেমন ক্লেশকর, অধঃপতন তেমনি সহজ; অধঃপতন এক বার আরম্ভ হইলেই ক্রমশঃ সহজ হইতে থাকে। অতএব পৌত্তলিকতার অব্যবহিত পরেই আমরা মণ্ডলীমধ্যে নানা প্রকার মনুষ্য-কপোলকল্পিত মতানুযায়ী উপাসনার সঞ্চার দেখিতে পাই। এই সময়ে মণ্ডলীমধ্যে অনেকের হৃদয়ে বৈরাগ্য ভাব সমুদিত হইতে লাগিল, অনেকেই সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করত সন্ন্যাসির ন্যায় একাকী নির্জ্জন স্থানে, পরমার্থ সাধনে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বাহ্য আচার ব্যবহার এত মনোহর ও লোকরঞ্জক হইয়াছিল যে, প্রধান প্রধান মণ্ডলীর অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে, তাঁহা-

দিগকেই যাজকীয় আসনে অধিরূঢ় করিবার অনুরোধ হইত। অনেকেই এই প্রকারে সন্ন্যাসির আসন হইতে যাজকীয় সিংহাসনে নীত হইয়া যুগপৎ সম্মান ও ঐশ্বর্য্যাধিকারী হইতে সমর্থ হইতেন। অতএব অনেকেই এইপ্রকার সন্নাসাশ্রমকে সাংসারিক ও পারমার্থিক প্রতিপত্তির সোপানস্বরূপ বিবেচনা করিয়া, সন্ন্যাসী হইতে যত্নবান হইতেন। এই প্রকারে মণ্ডলীমধ্যে নানা বিধ মনুষ্য-কল্পিত মতের প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল, এবং বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় শিক্ষা কলুষিত হইয়া গেল।

এমন সময়ে মুসলমানগণ পৌত্তলিকতার অপবাদ দিয়া খ্রীষ্ট মণ্ডলী সমুদয়ের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিলেন। পৌত্তলিক খ্রীষ্টীয়ানগণ সাধুগণের প্রতিমূর্ত্তি ও অভিজ্ঞানের বলে নির্ভর করিয়া মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু বারম্বার সমরে পরাভূত হওয়াতে, মূর্ত্তি পূজা ও সাধুদিগের স্মরণার্থ চিহ্ন সমূহের বলের প্রতি তাঁহাদিগের সমূহ অভক্তি জন্মিল। অতএব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে কনষ্টান্টিনোপলে এক যাজকীয় মহা সভা সমবেত হইলে, তাহাতে পৌত্তলিকতা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত এবং সমস্ত মণ্ডলী হইতে পৌত্তলিকতা নিষ্কাশিত করণের প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত হইল। কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু এতদ্রূপ সৎকার্য্যে উপর্য্যুক্ত ভণ্ডতাপস ও সন্ন্যাসীগণ কর্ত্তৃক অনেক ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তাঁহারা মূর্ত্তি পূজার সপক্ষ হইয়া, প্রতিমাদ্বেষীদিগের বিশেষ বিঘ্নস্বরূপ হইলেন। এই দুই দলে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল, কিন্তু অবশেষে পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত মণ্ডলী সমূহ পৌত্তলিকতা শাস্ত্রসঙ্গত নহে স্থির জানিয়া, মূর্ত্তিসকল ভজনালয় হইতে বহিষ্কৃত করিলেন। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের মণ্ডলী সমূহ পৌত্তলিকই রহিল। এই সময়ে পশ্চিমাঞ্চলস্থ রোম রাজ্যভুক্ত প্রধান মণ্ডলীতে দ্বিতীয় গ্রেগরি নামক এক ব্যক্তি পোপের আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, মূর্ত্তি পূজার সপক্ষ হইয়া সম্রাটের আজ্ঞা অমান্য করিলে, রোমানদিগকে গ্রীক দিগের হস্তহইতে উদ্ধার করণের একটী সহজ উপায় হয়। অতএব তিনি পৌত্তলিকতার পক্ষ হইয়া উত্তেজনা ও প্রবঞ্চনা দ্বারা রোমানদিগের অন্তঃকরণে এমত প্রবোধ জন্মাইয়াছিলেন যে, মূর্ত্তি পূজাই তাঁহাদিগের মণ্ডলীর গৌরব স্বরূপ; যত দিন তাঁহারা মূর্ত্তি পূজা করিবেন, তত দিন কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাটের ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে পারিবেন। এ সকল বাক্যে উৎসাহিত হইয়া লম্বর্ড নিবাসীগণ গ্রীকদিগকে স্বদেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, এবং রোম অধিকার করিল, কিন্তু লম্বর্ড নিবাসীরা রোমান্দিগের উপরে অত্যাচারী হইবে, এই আশঙ্কাতে পোপ ফরাসিস্‌দের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহাতে চারলিমাইন ও তৎপিতা পেপিন লম্বর্ড নিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া পোপকে স্বাধীন রাজ্য দেন। পোপও কিছুকাল পরে পেপিনকে চিলপিরিক নামক ফরাসী দেশীয় রাজাকে পদচ্যুত করিতে অনুমতি দেন ও তৎ

পরে পেপিনের মস্তকে রাজমুকুট স্বয়ং প্রদান করেন। এই রূপে পোপেরা রাজকীয় আসনে অধিরূঢ় হইয়া ঐহিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্যারীমোহন রুদ্র।

কোরাণ।

(আক্ষরিক অনুবাদ।)

১সুরাএ ফাতেহা—১ অধ্যায়। ৭পদ।

মক্কাও মেদিনানগরে প্রকাশিত হয়।

বিস্‌মিল্লা হির্‌রহমা নির্‌রহিম্—করুণাময় ও দয়াময় পরমেশ্বরের নামেতে আরম্ভ।

১ সমুদয় বিশ্বের প্রভু পরমেশ্বরেরই সর্ব্ব প্রশংসা।

২ (তিনি)* অতিশয় দয়াময় এবং সম্পূর্ণ কৃপাময়;

৩ (তিনি) মহাবিচার দিনের কর্ত্তা।

৪ আমরা তোমারই কেবল উপাসনা করি, এবং তোমারই নিকট কেবল সাহায্য যাচ্ঞা করি।

৫ আমাদিগকে সরল পথে সঞ্চালন কর;

৬ যাহাদিগের প্রতি তুমি সানুকূল, তাহাদিগের পথে;

৭ এবং যাহাদিগের প্রতি তুমি ক্রুদ্ধ, এবং যাহারা বিপথগামী, তাহাদিগের পথে নহে।

২ সুরাএ বাক্‌র্—২ অধ্যায় গাভী।

২৮৬ পদ।

মেদিনানগরে প্রকাশিত হয়।

বিস্‌মিল্লা হির্‌রহ্মা নিররহিম—করুণাময় ও দয়াময় পরমেশ্বরের নামেতে আরম্ভ।

১ আ, লা, মি, আলেফ্, লাম্, মিস্।

২ এই পুস্তকে কোন সন্দেহ নাই, ইহা পথদর্শক-স্বরূপ (ধর্ম্ম) ভীত লোকের পথদর্শক স্বরূপ।

৩ বিনা দৃষ্টিকরত প্রত্যয়কারীর প্রতি; রীত্যনুসারে প্রার্থনাকারীর প্রতি; আমাদিগকে দত্ত দ্রব্যের মধ্যে কিঞ্চিৎ দানকারীর প্রতি;

৪ আর তোমার প্রতি যাহা কিছু ঊর্দ্ধ হইতে দত্ত হইয়াছে (অর্থাৎ কোরাণ পুস্তক) এবং তোমার পূর্ব্বে যাহা কিছু দত্ত হইয়াছিল (অর্থাৎ তোউরেৎ, যবুর্, এবং ইঞ্জিল), তাহা এবং পরকাল যাহারা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে, তাহাদিগের প্রতিও।

৫ তাহারাই আপনাদিগের প্রভুর পথ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তাহাদিগেরই কেবল মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইয়াছে।

৬ আর যাহারা অবিশ্বাসী, তাহাদিগকে তুমি (ধর্ম্ম) ভয় দর্শাও কি না দর্শাও, সে উভয়ই সমরূপ, তাহারা মানিবে না।

৭ পরমেশ্বর তাহাদিগের হৃদয় ও কর্ণ মুদ্রাঙ্কণ পূর্ব্বক বদ্ধ করিয়াছেন,

* এই অনুবাদের যেং স্থলে ( ) বেষ্টনী ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা মূল কোরাণে নাই।

তাহাদিগের চক্ষুর উপর পর্দ্দা আছে, এবং তাহাদিগের নিমিত্তে গুরু দণ্ড নিরূপিত আছে।

৮ আর এক প্রকার লোক আছে, যাহারা বলিয়া থাকে যে আমরা পরমেশ্বরেতে এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করি, কিন্তু তাহারা সত্যরূপে বিশ্বাস করে না।

৯ (তাহারা) পরমেশ্বরকে এবং প্রত্যয়কারী লোকদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা বুঝে না যে ঐ প্রতারণা কার্য্য (বাস্তবিক) অন্যের প্রতি না হইয়া তাহাদিগের আপনাদিগের প্রতি ঘটিয়া থাকে।

১০ তাহাদিগের হৃদয় মধ্যে রোগ আছে, এবং পরমেশ্বর ঐ রোগ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, আর তাহাদিগের নিমিত্তে অতিশয় দুঃখদায়ক প্রহার আছে, যেহেতুক (তাহারা এই বিষয়ে) মিথ্যা কহিত।

১১ আর যখন তাহাদিগকে কেহ বলে, এই দেশে অমঙ্গল জনক অত্যাচার করিও না, তখন কহে, আমাদিগের কর্ম্ম সৎ এবং নির্দ্দোষ।

১২ ইহা শুনিয়া রাখ, উহারাই ভ্রষ্টাচারী, অথচ তদ্বিষয়ে সচেতন নহে।

১৩ আর যখন কেহ কহে অন্য লোকদিগের ন্যায় বিশ্বাসী হও, তখন তাহারা বলে, নির্ব্বোধ লোকেরা যেমন মুসলমান হইয়াছে, আমরা কি ঐ রূপে মুসলমান হইব? শুন, তাহারাই নির্ব্বোধ, কিন্তু এ বিষয়ে তাহারা জ্ঞাত নহে।

১৪ আর যখন উহারা মুসলমানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করে, তখন বলিয়া থাকে আমরা মুসলমান হইয়াছি, কিন্তু যখন শয়তানদিগের (অর্থাৎ দেব ও দিগের) নিকট একাকী গমন করে, তখন বলিয়া থাকে, আমরা তোমাদিগেরই সঙ্গে আছি, আমরা কেবল হাস্য করিতেছিলাম।

১৫ আর পরমেশ্বর উহাদিগের প্রতি হাস্য করিয়া থাকেন, এবং যাহারা বিপথগামী, তিনি তাহাদিগকে তাহাদিগের পাপাচরণের পথে আরও অগ্রসর করিয়া থাকেন।

১৬ উহারা সৎপথের পরিবর্ত্তে ভ্রম ক্রয়কারী, এবং এরূপ বাণিজ্য উহাদিগের নিকটে কিছুই লভ্য আনয়ন করে নাই, এবং উহারা সৎপথ প্রাপ্ত হয় নাই।

১৭ ঐ লোকের উপমা এরূপ; যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি জ্বালিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে জ্যোতি করিলে পর পরমেশ্বর জ্যোতি হরণ করিলেন, এবং তাহাকে অন্ধকারে ত্যাগ করিলে পর সে দৃষ্টিহীন হইল।

১৮ উহারা বধির, গোঙ্গা, এবং অন্ধ, এ জন্য উহারা মন পরিবর্ত্তন করিবার নহে।

১৯ এবং যে রূপ আকাশ হইতে অন্ধকার, বজ্র, এবং বিদ্যুৎ বিশিষ্ট ঘোরতর মেঘ উপস্থিত হইলে ভয়ঙ্কর শব্দ দ্বারা মৃত্যুর ভয়ে পতিত হইয়া লোকেরা নিজ কর্ণোপরি অঙ্গুলি প্রদান করে, ইহারাও তদ্রূপ; আর পরমেশ্বর অবিশ্বাসীদিগকে বেষ্টন করিয়া থাকেন।

২০ তাহাদিগের চক্ষের নিকটে বিদ্যুৎজ্যোতির স্ফুরণ হইতেছে, আর ঐ জ্যোতির চমক্ হইলে তাহারা তদ্দারায় অগ্রসর হয়, এবং অন্ধকার হইলেই উহা-

দিগের গতি রুদ্ধ হয়; আর পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে উহাদিগের কর্ণ ও চক্ষুকে লইতে (অর্থাৎ ধ্বংস করিতে) পারেন, যেহেতুক তিনি সর্ব্ব পদার্থের উপরে ক্ষমতাপন্ন, ইহার কোন সন্দেহ নাই।

২১ হে মানবগণ, নিজ প্রভুর সেবা কর, যিনি তোমাদিগকে, এবং তোমাদিগের পূর্ব্বস্থিত সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন; তোমরা তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী ও নিয়মাচারী হও।

২২ যিনি পৃথিবীকে তোমাদিগের শয্যাতুল্য এবং আকাশকে তোমাদিগের গৃহতুল্য করিয়াছেন, যিনি শূন্য হইতে বারি বর্ষণ করান, এবং তাহা হইতে পুনর্ব্বার তোমাদিগের ভোজনার্থে সুখাদ্য ফল উৎপন্ন করেন, সেই পরমেশ্বরকে যে অন্যের সমতুল্য জ্ঞান করা উচিত নহে, ইহা তেমরা অবগত আছ।

২৩ আর আমার দাসকে যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রদান করিয়াছি, তদ্বিষয় যদি তোমরা সন্দিগ্ধচিত্ত হও, তাহা হইলে যদ্যপি সত্যবাদী হও, ঈশ্বর বিনা তোমাদিগের অন্য নিজ সাক্ষীদিগকে আহ্বান করত তাহার ন্যায় এক অধ্যায় উপস্থিত কর।

২৪ যদ্যপি তাহা না কর, এবং অবশ্যই তাহা করিতে পারিবে না, তবে ঐ অগ্নি হইতে রক্ষা পাও, যাহার জ্বালান কাষ্ঠ মনুষ্য এবং প্রস্তর, (এবং যাহা) অবিশ্বাসী লোকের নিমিত্তেই প্রস্তুত রহিয়াছে।

২৫ আর যাহারা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে এবং সদাচারী হয়, তাহাদিগের নিকটে আনন্দ (অর্থাৎ কোরাণ) প্রকাশ কর, যেহেতুক নিম্নস্থলস্থ নদীবিশিষ্ট উদ্যান তাহাদেরই অধিকার, যাহার সুমিষ্ট ফল তাহারা প্রত্যেকবার ভোজনার্থে প্রাপ্ত হইলে কহিবে, যে আমরা পূর্ব্বে যেমন প্রাপ্ত হইতাম, ইহাও তদ্রূপ, আর ঐ (ফল) তাহাদিগের নিকটে একি ভাবে আসিবে, আর তথাকার সুন্দরী স্ত্রীগণ তাহাদের অধিকার, আর তাহারা সে স্থানে সদাকাল অবস্থিতি করিবে।

২৬ পরমেশ্বর এক মশার কিম্বা তদপেক্ষা সামান্য বস্তুর উপমা দিয়া এক দৃষ্টান্ত কথা বলিতে লজ্জিত নহেন, যেহেতুক প্রত্যয়কারী লোকেরা জানে যে, তাহাদিগের প্রভু যাহা কহিয়াছেন, তাহা যথার্থ কথা, কিন্তু অপ্রত্যয়কারীরা কহিয়া থাকে যে পরমেশ্বররের এ দৃষ্টান্ত কথা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল, যেহেতুক তিনি তদ্দারায় অনেককে ভ্রান্ত করিয়া থাকেন, এবং অন্য অনেকানেক লোকদিগকে সৎপথাবলম্বী করিয়া থাকেন, কিন্তু আজ্ঞালঙ্ঘনকারীদিগকেই তিনি ভ্রান্ত করিয়া থাকেন।

২৭ যাহারা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক স্থাপিত নিয়ম ভঙ্গ ও লঙ্ঘন করিয়া থাকে, যাহারা পরমেশ্বর যাহা সংযোগ করণার্থে আদেশ দিয়াছেন, তাহাই ছিন্ন করিয়া থাকে, এবং যাহারা দেশমধ্যে অমঙ্গলজনক অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহাদিগেরই কেবল ক্ষতি হইবে।

২৮ তোমরা কি রূপে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়া থাক? তোমরা মৃত ছিলা, তিনি তোমাদিগকে সজীব করিয়াছেন; এবং পুনর্ব্বার তোমাদিগের জীবন সংহার করিয়া আবার জীবন দান করিবেন,

এবং তৎপরে তাঁহারি নিকট পুনর্গমন করিবা।

২৯ পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সে সমস্ত তিনিই কেবল তোমাদিগের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে শূন্যে আরোহণ করিয়া ঐ শূন্যকে সাতটী বিশেষ স্বর্গ করিয়া বিভক্ত করিলেন, আর তিনি প্রত্যেক বিষয়ই জ্ঞাত আছেন।

৩০ আর যখন তোমার প্রভু দূতদিগকে কহিলেন,আমি পৃথিবী মধ্যে আমার এক প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব, তখন তাহারা বলিল, কি, তুমি অত্যাচারী ও নরহন্তাকে সে স্থানে রাখিবঃ? আর আমরা তোমার গুণকীর্ত্তন করিতেছি, আর তোমার পবিত্র স্বভাব স্মরণ করিতেছি। (পরমেশ্বর) কহিলেন, যাহা তোমরা অবগত নহ, তাহা সমস্তই আমি জ্ঞাত আছি।

৩১ আর (তিনি) আদিমকে সকলের নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপরে দূতদিগকে তাহা দেখাইলেন, এবং কহিলেন, যদ্যপি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাকে ইহাদিগের নাম বল।

৩২ তাহারা বলিল, তুমি সকল হইতে পৃথক, যাহা তুমি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছ, তদ্বিনা আমরা আর কিছুই জানি না, তুমিই কেবল প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিময়।

৩৩ (পরমেশ্বর) কহিলেন, হে আদিম, এই সমস্তের নাম সমূহ উহাদিগকে জ্ঞাত করাও, পরে তিনি উহাদিগের নাম বলিলে, (পরমেশ্বর) কহিলেন, আমি কি তোমাদিগকে কহি নাই যে, আমি স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত গুপ্ত বিষয় অবগত আছি, আর তোমরা যাহা প্রকাশ কর ও গোপন কর, তাহা সকলই জানি?

৩৪ আর আমরা যখন দূতদিগকে কহিলাম যে, আদিমকে প্রণাম কর, তাহারা সকলেই তাহাকে প্রণাম করিল, কিন্তু ইব্‌লিস্ তাহা করিতে স্বীকার পাইল না। সে দর্প করিতেলাগিল এবং অবিশ্বাসীর মধ্যে পরিগণিত হইল।

৩৫ এবং আমরা কহিলাম হে আদিম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী এই উদ্যানে বাস কর, এবংযে স্থানে গমন কর, সেই স্থানে ইহার ফল পরিতৃপ্ত রূপে ভোজন কর, কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটে গমন করিও না, যেহেতু তাহা করিলে তোমরা অপরাধী হইবা। এতদ্‌পরে শয়তান তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিল, এবং তাহাদিগের ঐ সুখজনক অবস্থিতি স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিল। (এমত হইলে) আমরা কহিলাম, তোমরা এ স্থান হইতে নামিয়া দূর হও, তোমরা পরস্পরের শত্রু এবং তোমাদিগের বাসস্থান পৃথিবীতে স্বল্প কালের কর্ম্ম চলিবার নিমিত্ত হইবে।

৩৬ এবং আদিম আপনার প্রভুর নিকট হইতে কএকটী কথা শিক্ষা করিল; (পরমেশ্বর) তাহার প্রতি সানুকূল হইলেন, কারণ তিনিই কেবল যাথার্থিক, ক্ষমাশীল এবং করুণাময়।

৩৭ আমরা কহিলাম, তোমরা সকলে এস্থান হইতে নামিয়া যাও, পুনর্ব্বার যদি কখন আমার নিকট হইতে তোমাদিগের কাছে সৎপথের সম্বাদ আইসে, তাহা হইলে যে কেহ আমার আজ্ঞানুসারে চলিবে, তাহার কখন ভয় কিম্বা দুঃখ উপস্থিত হইবে না।

৩৮ এবং যাহারা অবিশ্বাস করিবে, এবং আমাদিগের চিহ্ন সকলের প্রতি মিথ্যারোপ করিবে, তাহারাই নরকের লোক, এবং তাহারাই সে স্থানে পড়িয়া থাকিবে।

৩৯ হে ইস্রায়েলের বংশ, আমি তোমাদিগের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি, তাহা স্মরণ কর, এবং আমার সহিত যে অঙ্গীকার-নিয়ম স্থাপন করিয়াছ, তাহা পূর্ণ কর, তাহা হইলে তোমাদিগের সহিত আমার অঙ্গীকার-নিয়মও আমি পূর্ণ করিব, আর আমাকেই ভয় কর।

৪০ আর আমি যাহা কিছু প্রেরণ করিয়াছি, তাহা মান্য কর, তাহা তোমাদিগের নিকটস্থিত (ধর্ম্মগ্রন্থ) প্রকৃত সত্য জ্ঞাত করাইতেছে; আর তাহাতে অবিশ্বাসকারীর মধ্যে তোমরা প্রথম হইও না, আর আমার (ধর্ম্মগ্রন্থের) পদ অল্প মূল্যে বিক্রয় করিও না;—এবং আমারই দ্বারা রক্ষিত হও।

৪১ সত্য বিষয়ে (অর্থাৎ কোরাণে) ভ্রম মিশ্রিত করিও না; আর ইহা সত্য জানিয়া লুক্কায়িত রাখিও না।

৪২ প্রার্থনায় অনুরক্ত হও; দত্ত বিষয় দান কর; প্রণামকারীকে প্রণাম কর।

৪৩ আপনাকে বিস্মৃত হইয়া কেন অন্যকে সদাচারী হইতে আজ্ঞা করিতেছ? আর তোমরা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া থাক, তবে কেন বুঝিতেছ না?

৪৪ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এবং প্রার্থনা দ্বারায় (পারমার্থিক) বল ধারণ কর, ইহা অবশ্যই কঠিন কার্য্য, বিশেষ দুর্ব্বল অন্তঃকরণবিশিষ্ট লোকের পক্ষে।

৪৫ যাহারা নিজ প্রভুর সম্মুখবর্ত্তী হওনের এবং তাঁহারই প্রতি পুনর্গমন করণের বিষয়ে সচেতন এবং চিন্তাবিশিষ্ট হন।

৪৬ হে ইস্রায়েলের বংশ, আমি তোমাদিগের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি, তাহা স্মরণ কর, এবং সর্ব্ব দেশীয় লোক হইতে তোমাদিগকে প্রধান করিয়াছি, ইহাও স্মরণ কর।

৪৭ আর ঐ দিন অন্বেষণ কর, (যে দিনে) কোন ব্যক্তি কাহারও কিঞ্চিন্মাত্র উপকারে আসিবে না; (যে দিনে) তাহাদিগের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির প্রতিসাধনা গ্রাহ্য হইবে না; (যে দিনে) তাহাদিগের পরিবর্ত্তে কোন বিনিময় দ্রব্য লওয়া যাইবে না; (যে দিনে) তাহাদিগকে কোন সাহায্য দত্ত হইবে না।

৪৮ (এবং স্মরণ কর) যে সময়ে আমরা তোমাদিগকে ফিরোণ (রাজার) লোকদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছি; তাহারা তোমাদিগকে অতিশয় ক্লেশ দিতেছিল; তোমাদিগের পুত্রদিগকে সংহার করিতেছিল; তোমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিতেছিল; এই অবস্থায় তোমাদিগের প্রভু বিশেষ সাহায্য দান করিয়াছিলেন।

৪৯ এবং যখন আমরা তোমাদিগের পথযাত্রা কালে সমুদ্র বিভাগ করিয়াছিলাম, তৎপরে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়া ফিরোণ রাজার লোকদিগকে জলমগ্ন করিলাম, তখন তোমরা দেখিতেছিলা।

৫০ আর যখন আমরা মূসার সহিত চল্লিশ রাত্রি কালের বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তখন তোমরা (অর্চ্চনা কর-

ণার্থে) এক গোশাবক নির্ম্মাণ করিলা, এই রূপে উহার পরে তোমরা অযাথার্থিক ও অপরাধী হইলা।

৫১ কিন্তু আমরা তোমাদিগের এ (দোষও) ক্ষমা করিলাম, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক অনুগ্রহ স্বীকার কর।

৫২ আর আমরা মূসাকে ধর্ম্ম ও ব্যবস্থাগ্রন্থ প্রদান করিলাম, যেন তোমরা তদ্দ্বারা সৎপথ প্রাপ্ত হও।

৫৩ আর যখন মূসা আপনার লোকদিগকে কহিল, হে লোক সকল, তোমরা গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগের হানি করিয়াছ, এখন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি মন পরিবর্ত্তন কর, এবং আপনাদিগের মধ্যে (অপরাধী) লোকদিগকে সংহার কর, ইহা তোমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটে উপযুক্ত; তিনি তোমাদিগের প্রতি পুনরায় সানুকূল হইলেন, তিনিই কেবল যাথার্থিক, ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

৫৪ আর যখন তোমরা বলিলা, হে মূসা, আমরা পরমেশ্বরকে সম্মুখবর্ত্তী না দেখিলে তোমার কথার উপরে প্রতীতি রাখিব না, তখন তোমরা দেখিতে২ বজ্রাঘাত প্রাপ্ত হইলা।

৫৫ এবং তোমরা মরিলে পর আমরা তোমাদিগকে জীবন বিশিষ্ট করিয়া দণ্ডায়মান করাইলাম, যেন তোমরা তদ্দ্বারা কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক অনুগ্রহ স্বীকার কর।

৫৬ আর আমরা তোমাদিগের উপরে মেঘের ছায়া করিলাম, ও মান্না এবং ভাটুই পক্ষী প্রেরণ করিলাম, যে উত্তম দ্রব্য আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি, তাহা ভক্ষণ কর। আর তাহারা আমাদিগের হানি না করিয়া আপনাদিগেরই হানি করিল।

৫৭ আর যখন আমরা কহিলাম, এই নগর মধ্যে প্রবেশ কর, এবং তথায় যে স্থানে ইচ্ছা কর, স্বাদগ্রহণপূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া ভোজন করিতে২ গমন কর এবং শির নত করিতে২ দ্বারমধ্যে প্রবেশ কর, এবং বল, পাপ ক্ষমা কর, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিব, এবং সদাচারীর প্রতি তাহা অধিকতর করিব।

৫৮ তাহাদিগের প্রতি এই যে কথা কহিয়াছিলাম, অধার্ম্মিক লোকেরা তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য কথা প্রয়োগ করিল। আর ঐ অধার্ম্মিক লোকেরা এই রূপে পাপ করিলে পর, আমরা তাহাদিগের উপর দণ্ড প্রদান করিলাম।

৫৯ আর মূসা আপনার লোকদিগের জন্যে জল চাহিলে, আমরা কহিলাম, তুমি নিজ যষ্টি দ্বারা প্রস্তরে আঘাত কর, তাহা করিলে পর দ্বাদশ জলের উনুই নির্গত হইল, তাহাতে পৃথক২ দলস্থ লোকেরা আপনাদিগের জলের ঘাট মনোনীত করিল, পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ভোজন কর ও পান কর এবং লোকদিগের সহিত বিবাদ ও অত্যাচার করিতে২ গমন করিও না।

৬০ আর যখন তোমরা বলিলা 'হে মূসা' আমরা এক প্রকার খাদ্য দ্রব্য (প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট) থাকিতে পারিব না, এ জন্য তোমার নিজ প্রভুর নিকটে আমাদিগের নিমিত্তে প্রার্থনা কর, তাহা হইলে তিনি পৃথিবী হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদিগের নিমিত্ত তথাহইতে

বাহির করিয়াদিবেন ; যথা শাক, শসা, গোম, মসুর, পেয়াজ (ইত্যাদি) ; তিনি বলিলেন, তোমরা কি এক উত্তম দ্রব্যের পরিবর্ত্তে আর এক অধম দ্রব্য পাইতে ইচ্ছা কর ? (তাহা হইলে) কোন এক নগরে গমন কর, তথায় অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইবা ; আর তাহাদিগের উপরে ঘৃণা ও দুঃখ প্রদত্ত হইল ; এবং তাহারা পরমেশ্বরের ক্রোধ আপনাদি-গের উপরে আনয়ন করিল, যেহেতুক তাহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করিল, এবং ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে অকারণে বধ করিল ; তাহারা আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী ছিল আর প্রদর্শিত পথে স্থির হইয়া থাকে নাই, এ জন্য এ সকল ঘটিল ।

৬১ আর মুসলমান, যিহুদী, খ্রীষ্টীয়ান, এবং সাবাইন লোকেরা, আর যাহারা পরমেশ্বরেতে দৃঢ় ভক্তি করে, এবং শেষ দিনে প্রত্যয় করে, এবং যাহারা সদা-চারী, তাহারা সকলেই আপনাদিগের প্রভুর নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, তাহারা কোন ভয় প্রাপ্ত হইবে না, এবং কখন দুঃখিত হইবে না ।

৬২ আর যখন আমরা তোমাদিগের অঙ্গীকার-নিয়ম গ্রহণ করিলাম, এবং তোমাদিগের উপরে পর্ব্বত উঠাইলাম, (তখন কহিলাম) তোমাদিগকে আমরা যাহা প্রদান করিয়াছি, তাহা দৃঢ়রূপে অবলম্বন কর, এবং তন্মধ্যে যাহা আছে, তাহা স্মরণ করিতে থাক, তদ্দ্বারায় তোমাদিগের (ধর্ম্ম) ভয় জন্মিবে ।

৬৩ পুনর্ব্বার তোমরা ইহা হইতে পরাঙ্মুখ হইলা, এ জন্য যদ্যপি ঈশ্বরের দয়া এবং কৃপা তোমাদিগের উপর না হইত, তোমরা অবশ্যই মন্দ হইতা ।

শ্রীতারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ব্রাহ্মমত ;—শাস্ত্র ।

বিগত মাঘ মাসে "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত-সার" নামে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ-হইতে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । "ঈশ্বর," "পরলোক," "শাস্ত্র," "সাধু" "প্রায়শ্চিত্ত," "মুক্তি," "উপাসনা," "সাধন," "জাতি," "অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ," "কর্ত্তব্য," ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে ব্রাহ্ম মত এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে । তন্মধ্যে শাস্ত্র বিষয়ক মতটীর সমালোচনে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হই-লাম ।

ব্রাহ্মেরা বলেন যে, "ঈশ্বরের হস্ত-রচিত প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র দুই,—জগৎরূপ গ্রন্থ এবং আত্মানিহিত স্বাভাবিক জ্ঞান । ভৌতিক জগতে সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান, শক্তি ও দয়া স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে ; তাঁহার কার্য্য পাঠ করিলে তাঁহাকে জানা যায় । দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর, পরলোক ও নীতি সম্ব-

ন্ধীয় সমুদয় মূল সত্য মনুষ্য প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বাভাবিক বিশ্বাসই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল।”

ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, “স্বাভাবিক বিশ্বাসই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল।” অতএব শাস্ত্র সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতটীও (“ঈশ্বরের হস্ত রচিত প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র দুই,—জগৎরূপ গ্রন্থ এবং আত্মানিহিত স্বাভাবিক জ্ঞান,”) যে স্বাভাবিক বিশ্বাসমূলক বলিয়া ব্রাহ্মেরা স্বীকার করেন, ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতেছে। এক্ষণে বিবেচ্য, শাস্ত্রসম্বন্ধে ব্রাহ্মমত স্বাভাবিক বিশ্বাসমূলক কি না। এই তত্ত্ব যে সর্ব্বতোভাবে বৈধ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ডাক্তার মেকস্, যাঁহাকে স্বাভাবিক বিশ্বাসতত্ত্ব বিষয়ে মীমাংসক বলিয়া ব্রাহ্মেরাও মানিয়া থাকেন, তিনিই বলেন যে, কেহ যদি বিচারকালীন আপন বাক্য পোষণ হেতু কোন মত মূল সত্যরূপে বর্ণনা করেন, ঐ মত যে যথার্থতঃ স্বতঃসিদ্ধ ও অবশ্য বিশ্বাস্য, ইহা সপ্রমাণ করিতে আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতে পারি। অতএব শাস্ত্রসম্বন্ধে যে ব্রাহ্মমত স্বাভাবিক-বিশ্বাসমূলক, এ কথাটী প্রমাণসিদ্ধ কি না, ইহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অসঙ্গত নহে। বিজ্ঞানবিৎ মেকস্ আরও বলেন যে, আদৌ এক শ্রেণীভুক্ত তাবৎ পদার্থ বা অবস্থা সম্বন্ধে এক কালে স্বাভাবিক বিশ্বাস উদিত হয় না; কিন্তু ঐ শ্রেণীস্থ প্রত্যেক পদার্থ ও অবস্থা সম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্র ভাবে জ্ঞান লাভ করি। উদ্ভূত পদার্থ বা অবস্থা মাত্রেরই কারণ আছে, এরূপ কার্য্যকারণ বিষয়ক স্বাভাবিক বিশ্বাস আদৌ উৎপন্ন হয় না। কোন একটী পদার্থের বা অবস্থার উদ্ভাবন প্রত্যক্ষ হইবা মাত্রেই, ঐ পদার্থের বা অবস্থার অবশ্য কারণ থাকিবে, এই বিশ্বাস প্রথমতঃ উৎপন্ন হয়। পরে পৃথক২ পদার্থ বা অবস্থা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ এই রূপ বিশ্বাস অনুভূত হইলে, উদ্ভূত পদার্থ বা অবস্থা মাত্রেরই যে কারণ আছে, ইহা আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয়। অতএব একটী পদার্থ বা অবস্থা বিষয়ে সত্য বলিয়া যাহা আমাদিগের প্রতীতি হয়, ঐ জাতীয় তাবৎ পদার্থ বা অবস্থা সম্বন্ধেও তাহা যে সত্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, পণ্ডিতেরা তুল্য পদার্থজ্ঞান-নির্দ্দেশতত্ত্ব বিষয়ে যে সমস্ত বিধি সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে। ঐ বিধি সম্যকরূপে প্রযুক্ত হইলে একটী পদার্থ বা অবস্থা সম্বন্ধে স্বাভাবিক বিশ্বাস যেরূপ প্রামাণিক, ঐ জাতীয় তাবৎ পদার্থ বা অবস্থা সম্বন্ধেও সেই বিশ্বাস তদ্রূপ প্রামাণিক হইয়া উঠে। এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিচার্য্য শাস্ত্রীয় স্বাভাবিক বিশ্বাসও আদৌ জাগতিক ও আত্মিক তাবৎ ঈশ্বরজ্ঞাপক লক্ষণের প্রতি এক কালে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। জগৎ ও আত্মানিহিত পৃথক২ ঈশ্বরজ্ঞাপক লক্ষণ পৃথক২ প্রত্যক্ষ হইলে সেই২ লক্ষণ স্বতন্ত্র ভাবে আমাদিগের প্রতীতি হইতে পারে। পরে তুল্য পদার্থজ্ঞান-নির্ণায়ক বিধি প্রযুক্ত হইলে, জগৎ ও আত্মা নিহিত তাবৎ ঈশ্বরজ্ঞাপক লক্ষণই যে প্রকৃত, ইহা আমাদিগের বোধগম্য

হইতে পারে। এই রূপে ঈশ্বরের হস্তরচিত জগৎরূপ গ্রন্থ এবং আত্মানিহিত স্বাভাবিক জ্ঞান এই ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বয় যে প্রকৃত, ইহা আমাদিগের উপলব্ধি হইতে পারে। পরন্তু, এই দুই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকৃত এবং প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র দুই, এই বাক্যদ্বয় তুল্যার্থক নহে। তথাপি যুক্তিমার্গ অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মেরা বলেন যে, "ঈশ্বরের হস্তরচিত প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র দুই।" তাবৎ সম্ভাব্য শাস্ত্রাবলী একং করিয়া সহজজ্ঞানরূপ নিকষ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, জগৎরূপ গ্রন্থ এবং আত্মানিহিত স্বাভাবিক জ্ঞান এই ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বয় ব্যতীত আর প্রকৃত শাস্ত্র নাই, ব্রাহ্মেরা যে এতাদৃশ প্রগল্ভ প্রস্তাব করিতে উদ্যত হইবেন, ইহা অনুভব হয় না। বস্তুতঃ এই প্রসঙ্গ হইতে এই মাত্র উপলব্ধি হইতে পারে যে, জগৎরূপ গ্রন্থ এবং আত্মানিহিত স্বাভাবিক জ্ঞান এই ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বয় ব্যতীত আর কোন শাস্ত্রের প্রকৃতত্ব সহজজ্ঞান সিদ্ধ নহে, অর্থাৎ, সহজজ্ঞান সিদ্ধ ধর্ম্ম শাস্ত্রই সহজজ্ঞান সিদ্ধ। একথাটী সকলেরই অবশ্য স্বীকার্য্য বটে। কিন্তু প্রকৃত শাস্ত্র যে আর নাই, এই জ্ঞান ইহার দ্বারা প্রতীত হইতে পারে না।

পুনশ্চ, শাস্ত্র বিষয়ক ব্রাহ্মমত সম্বন্ধে আর একটী প্রতিবাদ দৃষ্ট হইতেছে। স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান যাদৃশ প্রামাণিক, স্বভাবসিদ্ধ আশাও যে তাদৃশ প্রামাণিক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব, উল্লিখিত ধর্ম্ম শাস্ত্রদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য তাবৎ শাস্ত্রই যে অপ্রাকৃতিক, ইহা যদি যথার্থতঃ স্বাভাবিক বিশ্বাস বলে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে জগৎ ও আত্মানিহিত ঈশ্বরজ্ঞাপক লক্ষণ সমূহের প্রাচুর্য্য স্বীকার না করিয়া মনুষ্য মাত্রেরই প্রত্যাদেশ প্রত্যাশা করা কি রূপে সম্ভবে? ফলতঃ তাবৎ মনুষ্যই যে প্রত্যাদেশ-প্রত্যাশী, ইতিহাস মাত্রেই ইহার ভূরিং প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিজ্ঞানবিৎ মেকস্ বলেন যে, সর্ব্ববাদির সম্মতি স্বাভাবিক বিশ্বাসের লক্ষণ বিশেষ। এক্ষণে কথিত আশাও যে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত, ইহা স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। বস্তুতঃ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় ব্রাহ্মমত স্বাভাবিক বিশ্বাসরূপে আত্মায় নিহিত থাকিলে, আপ্তবাক্যপ্রত্যাশা মনুষ্যপ্রকৃতিতে কখনও স্থান পাইত না। এস্থলে ব্রাহ্মেরা বলিতে পারেন যে, আদৌ এতাদৃশ স্বাভাবিক বিশ্বাস আত্মায় নিহিত থাকিলেও, এক্ষণে নানা কারণ বশতঃ ঐ বিশ্বাস আত্মাতে উদিত হয় না। কিন্তু ইহা বলিলে, স্বাভাবিক বিশ্বাস যে সর্ব্বপ্রয়োজনোপযুক্ত, ইহা কি রূপে স্বীকৃত হইতে পারে?

স্বভাবতঃ যে আমরা এতাদৃশ বিশ্বাস পরতন্ত্র,—উল্লিখিত শাস্ত্রদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রের অপ্রকৃতত্ব আমাদিগের স্বভাবতঃ অনুভব হয়, ইহা ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞা বলিয়া বোধ হয় না। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে আপ্তবাক্য সম্বন্ধে ব্রাহ্ম সমাজ কর্ত্তৃক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে বাইবেল সদৃশ আপ্ত-শাস্ত্রের প্রতিবাদে বহুল যুক্তি বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে বিবেচ্য যে, সহজ জ্ঞান দ্বারাই যদি এরূপ আপ্ত শাস্ত্রের অপ্রকৃতত্ব প্রতি-

পন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে তৎপ্রতিবাদে বহুল বিচার করা অসঙ্গত ও অনাবশ্যক। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রাহ্মেরা উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বিশ্বাস সমূলক বলিয়া স্বীকার করেন না।

"ঈশ্বর, পরলোক ও নীতি সম্বন্ধীয় সমুদয় মূল সত্য মনুষ্য প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে," এই মতটীও সংশয়াধীন। যে কয়েকটী মূল সত্য স্বভাবতঃ অনুভূত হইয়া থাকে, তদতিরিক্ত যে আর মূল সত্য নাই, ইহা কি রূপে প্রতীত হইতে পারে? স্বাভাবিক বিশ্বাসলব্ধ না হইলে কোন সত্যই মূল সত্য রূপে গ্রাহ্য নহে, ইহা বলিয়া এই মতের পোষণ করিলে, প্রমিতব্য বিষয়টী প্রমাণ ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন করা হয়। আর, সমুদয় মূল সত্য মনুষ্যপ্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা স্বীকার করিলেও জিজ্ঞাস্য, তদ্ভিন্ন অন্যবিধ সত্য জ্ঞানের অপ্রাপ্তি যে অহিতকারিণী নহে, ইহা কি প্রকারে প্রতীত হইতে পারে? অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে দৃষ্ট হইতেছে যে, সমুদয় মূল সত্য আয়ত্ত হইলেও তাহা অন্যবিধ সত্যজ্ঞান সাপেক্ষ। তবে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাদৃশ অন্যবিধ সত্যজ্ঞান প্রয়োজনীয় নহে, ইহা কি রূপে বোধ হইতে পারে? সহজজ্ঞান দ্বারা স্বাভাবিক বিশ্বাসসিদ্ধ মতের যাথার্থ্যের অনুভব হইলেও, সমুদয় জ্ঞাতব্য সত্য আয়ত্ত হইয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

পরিশেষে, শাস্ত্র বিষয়ক ব্রাহ্ম মত সম্বন্ধে আর একটী বিষম প্রতিবাদ উপস্থিত হইতেছে। বিজ্ঞানবিৎ মেকস্ বলেন যে, সমযোগ্য পদার্থ আত্মার সমীপস্থ না হইলে, স্বাভাবিক বিশ্বাস উদিত হয় না। যথা, কোন একটী কার্য্য প্রত্যক্ষ না হইলে কার্য্যকারণ বিষয়ক স্বাভাবিক জ্ঞান উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব স্বাভাবিক বিশ্বাসবলে তাবৎ জ্ঞাতব্য সত্যের উপলব্ধি হইলেও, সমযোগ্য পদার্থ আত্মার সমীপস্থ না হইলে, সহজজ্ঞান ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে না। সুতরাং সমযোগ্য পদার্থ আত্মার সন্নিহিত হইবেই ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন না হইলে সহজ জ্ঞান যে সর্ব্ব প্রয়োজনোপযোগী, ইহা সিদ্ধান্ত করণের প্রত্যাশা নাই। ব্রাহ্মেরাও যে ইহা স্বীকার করেন, তাহা উল্লিখিত আপ্তবাক্য সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ পাঠে অবগত হওয়া যায়। ঐ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসু কোন ব্যক্তির মত এই রূপে প্রকটিত হইয়াছে, "মনুষ্য প্রকৃতিতে সম্ভাব্য বিষয়ের বিস্তার বর্ণনা অপ্রয়োজনীয়। বাস্তবিক অভাব পরবশ মানব স্বভাব সম্বন্ধে আপনার যুক্তি সমূহ যুক্তিযুক্ত নহে। স্বীকার করিলাম যে, স্বাভাবিক বিশ্বাস দ্বারা মোক্ষ হেতুক জ্ঞাতব্য তাবৎ সত্যজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ সেই সমস্ত জ্ঞান মনুষ্য স্বাভাবিক বিশ্বাসদ্বারা প্রাপ্ত হয় নাই। মানবগণ সত্য পথপতিত; আত্মা অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন; স্বভাব ধর্ম্মভ্রষ্ট। অতএব এতাদৃশী অবস্থাপন্ন মানবগণের মোক্ষজ্ঞান লাভার্থ আপ্তবাক্য কি প্রয়োজনীয় নহে?" উল্লিখিত মত উপলক্ষে

ব্রাহ্ম বলেন, " তাহার সংশয় কি ? এ প্রকার আপ্তশাস্ত্র অবশ্য প্রয়োজনীয় ; ইহার আবশ্যকতার কে ইয়ত্তা করিতে পারে ? আপ্তবাক্যের দ্বিতীয় ও ব্যাপক অর্থই এই। সমযোগ্য সত্যমত সমূহ সংকলন করিয়া আত্মার সমীপস্থ করিলে স্বাভাবিক বিশ্বাস সকল উত্তেজিত হইয়া মোক্ষ ফল বিধান করে।" এক্ষণে বিবেচ্য যে, যদি মনুষ্যপ্রকৃতির ভ্রষ্টতা নিবন্ধন সত্য মত সংকলন পূর্ব্বক আত্মার সমীপস্থ করণ প্রয়োজনীয় হইল, তবে মনুষ্যগণের ধর্ম্মভ্রষ্ট হওনের প্রারম্ভাবধিই ইহার প্রয়োজন সাব্যস্ত হইতেছে। অতএব জিজ্ঞাস্য, আদৌ এতাদৃশ সত্য মত সংকলন কাহার দ্বারা, ও কি রূপেই বা প্রচারিত হইল ? স্বাভাবিক বিশ্বাস যে সর্ব্বপ্রয়োজনোপযোগী নহে, ইহা এই রূপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন ও নৈসর্গিক নিয়ম।

নাস্তিকতা অধুনাতন দেশীয় অনেক কৃতবিদ্যের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছে। যে খানে যাউন, যাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা করুন, প্রায়ই দেখিবেন, শিক্ষিতেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু আধুনিক নাস্তিকতা কপিল প্রতিষ্ঠিত নাস্তিকতার অনুরূপ নহে। তাহা হইলে বরং সহ্যতর হইত। এ নাস্তিকতা পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রভাবে লব্ধ বৈদেশিক নাস্তিকতা। সুবিখ্যাত কম্‌টই এই সর্ব্বনাশ জনক মতের প্রধান শিক্ষক। বিদ্যাতিশয্য যেমন কম্‌টের বুদ্ধি বিপর্য্যয়ের নিদানীভূত, দেশীয় কৃতবিদ্যগণের নাস্তিকমতের অনুমোদন করণেরও বিদ্যাভিমান মুখ্য কারণ। নিরীশ্বর শিক্ষা ও দেশব্যাপিনী পৌত্তলিকতাও ইহার কারণ হইতে পারে, যদি হয় তাহা গৌনকারণ মাত্র। অকৃতবিদ্যদিগের মধ্যে নাস্তিকতা প্রায় পাওয়া যায় না; যা আছে, সে কেবল কার্য্যতঃ, প্রতিজ্ঞাত নহে। কিন্তু কি পরিতাপ! যাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া সুখ, আলাপ করিয়া সুখ, কার্য্য করিয়া সুখ, তর্ক করিয়া সুখ, যাঁহারা সমাজের অলঙ্কার ও দেশের বাস্তবিক গৌরবভূমি, তাঁহারাই ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী—তাঁহারাই নাস্তিক। হায়! বিদ্যার কি এই বিষময় ফল দর্শিল, উন্নতির কি এই পরিণাম? ইহা স্মরণ করিলে অন্তঃকরণ বিদীর্ণ ও লেখনী বলহীন হয়। শাস্ত্রে লিখে, জগৎ আপনার জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানে নাই। জ্ঞানিগণ নানা বিতর্কে নির্ব্বোধ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের বিবেকশূন্য মন অন্ধীভূত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী

জানিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন। একথা যথার্থ, কি না, বুঝিয়া দেখুন।

আমরা জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে "নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হওয়া সম্ভব কি না" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বঙ্গদর্শনের সদৃশ উৎকৃষ্ট পত্রিকার কলেবর ঈদৃশ অযোগ্য প্রবন্ধ দ্বারা কলঙ্কিত হইবে না। ফলে ইহা সময়োচিত বটে। কারণ যখন অনেকেই নাস্তিকতা প্রকাশ করিতেছেন, বঙ্গদর্শন করিবেন না কেন?

উল্লিখিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। প্রবন্ধ লেখকের মতে নৈসর্গিক নিয়মের সামান্যতঃ অন্যথা সম্ভবে না, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় সম্ভবে। এ কথা কে অস্বীকার করে? শাস্ত্রবিশ্বাসী মাত্রেই ইহার অনুমোদনকারী। তবে এরূপ লিখিবার তাৎপর্য্য কি? বোধ হয়, নাস্তিকতা প্রকাশ করা। আমরা কয়েক বার প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া, তিনটী ধর্ত্তব্য ভাব সংগ্রহ করিয়াছি। ক্রমান্বয়ে তাহার সমালোচনা করিব। (১) অজ্ঞানে অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করে। (২) নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা সম্ভবে না,—জ্ঞানিদের এমত প্রতীতি থাকাতে, তাঁহারা প্রার্থনায় বিশ্বাস করেন না। (৩) যদি ঈশ্বর থাকেন, তিনি অবশ্য ইচ্ছাসত্ত্বে নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা করিতে পারেন; কিন্তু ঈশ্বর আছেন কি?

প্রথম বিষয়ে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই, অলৌকিক ক্রিয়া হইলেই নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হয় না। আমরা যতদূর জানি, বা বুঝি, বা দেখি, কি জানি অলৌকিক ক্রিয়াবিশেষ দৃষ্টে তৎসম্বন্ধে নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হইল, বোধ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের সীমা ও নিসর্গের সীমা কি সমান? আমরা ক্ষুদ্র জীব; ব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড। সুতরাং বিশ্ব সংসারে এমত অনেক নিয়ম থাকিতে পারে, যদ্বিষয়ক জ্ঞানসত্ত্বে আপাততঃ বিবেচিত অলৌকিক ক্রিয়াদি সামান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া শ্রেণীভুক্ত বলিয়া উপলব্ধ হইবেক। সজীব প্রাণির পক্ষে যাহা নৈমিত্তিক, নির্জীব পদার্থের পক্ষে তাহা আশ্চর্য্য। আবার আত্মিক প্রাণির পক্ষে যাহা সহজ, সজীব পদার্থের পক্ষে তাহা অসম্ভব। অতএব সচেতন প্রস্তর যদি থাকিত, সে কি নিজ জড়তা স্মরণ করিয়া কহিতে পারিত যে, মনুষ্য যখন নিজ শক্তি প্রভাবে দেহ সঞ্চালন করে, তখন নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হয়? প্রকৃত প্রস্তাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা ঈশ্বরের সমস্ত বিশ্ব রাজ্যের সমুদয় নিয়ম জ্ঞাত হইতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যবিশেষের দ্বারা নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হইল কি না, তাহা বুঝিতে পারি না।

পুনশ্চ আপাততঃ বিশৃঙ্খলা প্রকৃত অন্যথা নহে। কারণ আমি যখন হস্তোত্তোলন করি, তখন জড়পদার্থ ঘটিত নৈসর্গিক নিয়মের যে অন্যথা করি, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা নৈসর্গিক নিয়মের বাস্তবিক অন্যথা নহে। তদ্রূপ মৃত ব্যক্তি যখন জীবন

লাভ করে, আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাহা নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু অস্মদাদির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবের উন্নততর বিবেচনায় তাহা সে ভাবে দৃষ্ট না হইতেও পারে। সুতরাং অলৌকিক ক্রিয়া হইলেই অনৈসর্গিক অথবা নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হয় না। বিদ্যাভিমানীগণের শুদ্ধ এই জন্য আশ্চর্য্য ক্রিয়ায় অবিশ্বাস করা অন্যায়।

তৃতীয়তঃ বিশিষ্ট কারণ থাকিলে নিয়ন্তা কর্তৃক নিয়মের অন্যথা ঘটিতে পারে। বিশ্বের একজন সচেতন কর্ত্তা আছেন, ইহা স্বীকার করিলেই আশ্চর্য্য কর্ম্ম সম্ভব শ্রেণীভুক্ত হয়। কারণ যিনি নিয়ম করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই তাহার অন্যথা করিতে পারেন; এ কথা কেহ অস্বীকার করে না? আশ্চর্য্য এই, বঙ্গদর্শনেরও সেই মত! উল্লিখিত প্রবন্ধের উপসংহারে অম্লানবদনে প্রবন্ধলেখক এই কথাটী স্বীকার করিয়াছেন। তবে অজ্ঞানে অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করে, এমত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন কেন? আমরা তাঁহার নিজ প্রতিজ্ঞাতেই দেখিলাম যে, ঈশ্বরবাদী মাত্রেরই তাহাতে অনায়াসে বিশ্বাস জন্মিতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই, প্রার্থনা ও ঈশ্বর সেবা জ্ঞানবান ও ধার্ম্মিকের কার্য্য। বঙ্গদর্শন যে কারণে বলেন প্রার্থনা উপধর্ম্ম, আমরা ঠিক সেই কারণেই বলি প্রার্থনা যুক্তিযুক্ত উপাসনা। বঙ্গদর্শন বলেন, নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা সম্ভবে না, অতএব প্রার্থনা করা বিফল। আমরা বলি, নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা সম্ভবে না, অতএব প্রার্থনা করা ফলদায়ক। নিয়ম বলে কাকে? যা স্থির করা হইয়াছে, তাহাই নিয়ম। অতএব ঈশ্বর যদি এমন স্থির করিয়া থাকেন যে, "যাচ্ঞা কর, তাহাতে প্রাপ্ত হইবা," তাহা হইলে প্রার্থনা না করাতেই নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হয়। বঙ্গদর্শন যদি বলেন, ঈশ্বর এমত নিয়ম করেন নাই। আমাদের জিজ্ঞাস্য, করিয়াছেন কি না, তাহা বঙ্গদর্শন জানিলেন কি রূপে? তিনি কি নৈসর্গিক সমুদয় নিয়ম জ্ঞাত আছেন? "তিনি কেমন করিয়া প্রার্থনীয় বর প্রদান করিবেন," এ তর্ক করা অনধিকার চর্চ্চা; যখন ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান ও অচিন্তনীয় বলিয়া স্বীকার করিতেছি, তখন তাঁহার ইচ্ছা হইলেই যথেষ্ট, আমাদের বুঝা না বুঝার উপর কার্য্যসিদ্ধি নির্ভর করিতেছে না। এবং প্রার্থনা না করিয়াও যদি কখন অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, তাহা হইলেই যে প্রার্থনা করা অনাবশ্যক এ কথা বলিলে কুতর্ক দোষ ঘটে। কেননা প্রার্থনা করা যদি নিয়ম সিদ্ধ হয়, প্রার্থীরই অভীষ্ট সিদ্ধি সম্ভবে। তবে যদি কখন প্রার্থনা না করিয়াও অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, সে ঈশ্বরের অনুকম্পার নিদর্শন বটে, কিন্তু অপ্রাকৃতিক ঘটনা; সুতরাং তাহাতে নির্ভর করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পরিশ্রম দ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ করা নৈসর্গিক নিয়ম। অতএব যদি কেহ বিনা পরিশ্রমে কাহাকে দিন নির্ব্বাহ করিতে দেখিয়া, বিবেচনা করেন যে, শ্রম করণ

অপ্রাকৃতিক ; তাহা হইলে সেই সিদ্ধান্ত কি যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? কখনই নহে। প্রার্থনা সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

তৃতীয় বিষয়ে আমাদের কেবল এই বক্তব্য যে, আমাদের বিবেচনায় বিশ্ব সংসারের এক সচেতন কর্ত্তা আ-ছেন। তিনি ভক্ত বৎসল। যে কেহ বিশ্বাস সহকারে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তাঁহার প্রার্থনায় তিনি কর্ণপাত করেন। যদি বলেন, কেমন করিয়া জা-নিলেন যে, ঈশ্বর আছেন? আমরা সংক্ষেপে তাহার এই উত্তর দিতে পারি, যিনি কার্য্য কারণত্বের নিয়মের বিশ্ব ব্যাপিত্ব স্বীকার করেন,—যেমন বঙ্গদর্শন করিয়াছেন ; যিনি নৈসর্গিক নিয়ম স্বীকার করেন,—যেমন বঙ্গদর্শন করিয়াছেন ; তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে, কারণ ব্যতিরেকে যে কালে কার্য্য হয় না, কোন কারণ না থাকিলে যে কালে কোন কার্য্যই হইতে পারে না, বিশ্বরূপ মহৎ কার্য্যের অবশ্যই সর্ব্বশক্তি মান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী ও কারুণিক ঈশ্বররূপ উপযুক্ত কারণ আছে। এবং নিয়ন্তা ব্যতিরেকে যে কালে নিয়ম সম্ভবে না, নৈসর্গিক নিয়ম দৃষ্টে, নিসর্গের যে এক কর্ত্তা অথবা নিয়ামক অব-শ্যই আছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হই বেক। অতএব নিয়ামক যদি থাকেন, এবং বিশ্ব সংসারের কারণ যদি থাকেন, (আছেন, তাহা বঙ্গদর্শনের প্রতিজ্ঞানু-সারেই সপ্রমাণ হইল) প্রার্থনা করা নিষ্ফল নহে, এবং আশ্চর্য্য ক্রিয়ায় বি-শ্বাস করাও অজ্ঞানতা নহে।

পূর্ণিমার রাত্রি।

১

পূর্ণিমার নিশি আজি কিবা মনোহর!
হাসি আসি পূর্ণশশি, নীল নভোভালে বসি,
তুষিছেন করদানে চকোর নিকর ;
বিমোহিত নহে এবে কাহার অন্তর?

২

পরেছে ধরণী-ধনী কৌমুদী-বসন!
চারুমুখে হাসি ভরা, কি রূপ ধরেছে ধরা,
আনন্দে মাতিয়া করে চাঁদে সম্ভাষণ ;
কুসুম-রতন লয়ে করয়ে বরণ।

৩

নয়ন-রঞ্জন শশি হেরিয়া আকাশে—
স্বচ্ছ সরোবর জলে, আহা মরি কুতূহলে,
কুমুদিনী কত সুখে বদন বিকাশে!
অধরে না ধরে হাসি মনের উল্লাসে।

৪

যে দিকে নেহারি দেখি উজ্বলতাময়!
বৃক্ষপত্রে ফুলদলে, নদীর নির্ম্মল জলে,
পড়েছে চাঁদের আভা, শোভা অতিশয় ;
ঢালিছেন সুধারাশি সুখে সুধাময়।

৫

বহিতেছে মন্দ মন্দ স্নিগ্ধ সমীরণ ;
পরিমল ধনে ধনী,—যৌবনে যেমতি ধনী—
প্রমত্ত হইয়া যেন করে বিচরণ ;
পরধন হরি সুখী কে বল এমন ?

৬

খেলিছে সরসী হোথা চাঁদেরে লইয়া;—
ক্ষণে রাখে ক্রোড়'পরে,ক্ষণে পুনঃ বক্ষে ধরে,
ক্ষণে হাসে চারুমুখ আদরে চুম্বিয়া ;
কিঙ্করী যেমতি রাজ-কুমারে ধরিয়া ।

৭

হেন রূপরাশি কভু দেখিনে নয়নে ;
দেখিয়াছি শতদল, রূপসীর চক্ষে জল,
মরকত হর্ম্ম্য কত দেখেছি স্বপনে !
দেখেছি উদিতে ভানু প্রভাতে গগনে ।

৮

এ রূপ তোমার, শশি, নিষ্কলঙ্ক নয় ;
খুঁজিয়াছি বারবার, খুঁজিয়া জেনেছি সার,
কলঙ্কবিহীন কিছু নাহি বিশ্বময় ;
নিষ্কলঙ্ক এই ভবে কাহার হৃদয় ?

৯

জান না চাতুরী কিন্তু তুমি, শশধর ;
এস যদি নেবে ভবে, কত শিক্ষা দিই তবে,
কেমনে ঢাকিতে হয় কলঙ্ক দুস্তর,
কেমনে কুরূপ হয় রূপ মনোহর ।

১০

চিরদিন নহে শশি পূর্ণ অবয়ব ;
কালি হবে দেহক্ষীণ, হবে ক্রমে কান্তিহীন,
ক দিনের তরে বল এ ছার গৌরব ?
সময়ে বিলয়-প্রাপ্ত হবে ভবে সব ।

১১

রে দাম্ভিক ! কেন তবে এত অহঙ্কার ?
আছে যশ, মান, ধন, আছে বহু পরিজন,
বিদ্যা, স্বাস্থ্য, আছে আজি সৌন্দর্য্য তোমার,
প্রিয়তমা জায়া, আছে প্রাণের কুমার ।

১২

দেখ ভেবে কিছু ভবে চিরতরে নয় ;
আছে দুদিনের তরে, যাবে দুদিনের পরে,
সময়ে সকলি ভবে হইবে বিলয় ;
অসার সংসারে শুধু ধর্ম্ম মৃত্যুঞ্জয় ।

১৩

ভাবিতে ভাবিতে শশি যাইল চলিয়া—
যেন কোন নৃপবর, সঙ্গে বহু অনুচর,
বীর-দর্পে যায় চলি অরাতি দলিয়া ;
সোণার প্রতিমা কিম্বা সাগরে ভাসিয়া ।

১৪

সে সুখ-সময় ফিরে আসিবে কি আর !
জননীর কোলে থেকে,যবে চাঁদে ডেকে ডেকে,
দিতাম বাড়ায়ে হাত—আনন্দ অপার !
কোথা সে সময় ! কোথা জননী আমার !

১৫

নিঠুর জলদ আসি চাঁদে আবরিল—
কিছু নাহি দেখি আর, চারিদিক অন্ধকার,
যেন কোন নিশাচর শশিরে গ্রাসিল,
কৌমুদী বিষাদে যেন প্রাণ তেয়াগিল ।

১৬

দেখিয়া চাঁদের দশা ভাবিলাম মনে—
মরণ আসিবে কবে, কবে চলে যেতে হবে,
ত্যজিতে হইবে দারা পুত্র পরিজনে,
সময় থাকিতে তাই সেবি সনাতনে ।

খ্রীষ্ট সংগীতা।

৪ অধ্যায়।

পৈতৃক সম্বিদুপাখ্যান।

(মুসার পঞ্চ পুস্তক, যিহোশূয়, বিচারকর্তৃ, শিমূয়েল এবং গীত পুস্তক।)

শিষ্য। দায়ূদ রাজা হইতে মহাপ্রভু, আর হারোণ হইতে যোহন, উৎপন্ন হয়েন; জিজ্ঞাসা করি, ইঁহারা কে? উভয় বংশের প্রসিদ্ধ পিতা ইব্রাহীমই বা কে? এবং ইস্রায়েলের নিমিত্ত ঈশ্বর যে সংবিদের কথা তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, তাহাই বা কি? মরিয়ম, সিখরীয়, এবং দূত ইঁহারা স্পষ্ট কহিলেন, ঐ সংবিৎ উদ্ভব্য রাজার কর্ম্মে সম্পূর্ণ হইবে। এই সমস্ত পুরাণ কথা আমি সংপ্রতি শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু। প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত সমস্ত বিবরণ কহিতে গেলে অনেক হয়; সংক্ষেপে কহি শুন। পূর্ব্বোক্ত সময়ের দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে, কলির শতাধিক সহস্র বৎসরান্তে, মনুষ্য বিভুর অর্চ্চনা ত্যাগ করিলে পর, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদির পূজায় মগ্ন কলদীয় দেশে ইব্রাহীমের নিকট ঈশ্বরের এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি আপন দেশ, আত্মীয় বর্গ ও পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া মদ্দেশ্য জনপদে যাও। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার মহাবংশ হইবে, তাহাকেই ঐ সমস্ত দেশ দিব, এবং তোমার বংশ হইতে সর্ব্ব লোকে মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে। ইহা শুনিয়া সেই সর্ব্ববিশ্বাসীদিগের পিতা বিভুবাক্যে প্রতীতি হেতু, সকল ত্যাগ করিয়া আপনার অজ্ঞাত কৈনানাখ্য জনপদে গমন করিলেন। তথায় বৃদ্ধাবস্থায় এক পুত্র জন্মিল। ইস্হাক্ নাম সেই পুত্র সংবিদায় প্রাপ্ত হইল, ইস্মায়েলাদি অন্য পুত্রেরা তাহার ভাগী হইল না। ইব্রাহীম সেই সুপ্রিয় আদিবংশ সুতকে ঈশ্বরের আজ্ঞায় হোম করিতে প্রস্তুত হইলেন, পরন্তু নিবারিত হইয়া জীবিত পুত্র লাভ করিলেন, এবং তাঁহার বিনয় হেতু পরম আশীর্ব্বাদ পাইলেন। তাঁহার বংশের প্রতি প্রতিশ্রুত সেই সুন্দর দেশে তিনি উদাসীনের ন্যায় বাস করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। ইস্হাকেরও সেইরূপ গতি হইল। যাকুব এবং এসৌ তাঁহার দুই পুত্র। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এসৌ পৈতৃক আশীর্ব্বাদ পাইল না; ফলতঃ ইস্রায়েলাখ্য যাকুব তাহা সর্ব্বতোভাবে পাওয়াতে তাঁহার দ্বাদশ পুত্র তদ্দায় ভাগী হইল। তাহাদিগের নাম রুবেন, সিমিয়োন, লেবী, যিহুদা, শিবুলূন, ইসেখার, দান, নপ্তালী, গাদ, আসের ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুষফ এবং শেষজ বিন্যামীন। ইহাঁরাই ইস্রায়েল বংশের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন,—তৎকালে ভিন্ন জাতীয় মন্দলোকের মধ্যে তাম্বুবাসী।

শিষ্য। হে গুরো, ইব্রাহীমকে উক্ত হইয়াছিল, যে তাঁহার বংশ ঐ দেশ প্রাপ্ত হইবে; এই বাক্য কি প্রকারে পূর্ণ হইল?

গুরু। সে বড় আশ্চর্য্য কথা, কহি শুন। যূষফ ভ্রাতাদিগের ঈর্ষ্যায় বিক্রীত হইয়া মিসরদেশে নীত হইলেন। ঐ জনপদ পূর্ব্বে ইজিপ্ট নামে যবনদিগের মধ্যে কীর্ত্তিত ছিল। তথায় নানা শাস্ত্র উৎপন্ন হইল, এবং ভূরি২ মুণ্ডিত মন্ত্রজ্ঞ বিপ্র বাস করিত। সেখানে ধার্ম্মিক যূষফ ঈশানুগ্রহে দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া রাজার প্রিয়পাত্র এবং প্রধান মন্ত্রী হইলে পর, কালক্রমে মিনসি ও ইফ্রইম-নাম তাঁহার দুই পুত্র জন্মিলে, তিনি আপন বৃদ্ধ পিতা ও ভ্রাতৃগণকে ইজিপ্ট দেশে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা স্ত্রী পুত্রের সহিত মহীভুজের অনুগৃহীত হইয়া তদ্দত্ত প্রদেশে বাস করত ক্রমশঃ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিলে

পর, যাকুবের পশ্চাৎ যূষফ ও তচ্চরিত্রজ্ঞ ইজিপ্টীয় রাজারা মৃত হইলে, এক দুর্জ্জন মহীপাল উৎপন্ন হইয়া ইস্রায়েল কুলের সম্যক্ ধ্বংসাভিপ্রায়ে দুঃসহ ভার নিয়োগ পুরঃসর পীড়ন করিতে লাগিল। ইহাতে তাহারা ক্লেশ প্রযুক্ত অহোরাত্র প্রার্থনা করায় মহেশ্বর সদয় হইয়া মুসানাম বন্ধমোচক প্রেরণ করিলেন। তিনি লেবীর প্রপৌত্র, শৈশব কালে ক্রূর নৃপাজ্ঞায় হন্তব্য হইয়াও রাজপুত্রী কর্ত্তৃক জলোদ্ধৃত ও পালিত ও তদ্দেশীয় সমস্ত বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন। তথাপি ঈশ্বরে দৃঢ়ভক্তি প্রযুক্ত সেই ঈশদ্বেষীদের রাজ্যে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য ভোগে বিমুখ হইলেন, এবং দুর্দশাগ্রস্ত ঐশবর্গের সহভাগী হওয়াতে দুষ্ট ভূপালের ভয়ে অন্য দেশে পলাইলেন। তথায় জ্বলৎস্তম্ভ-নির্গতা বিভুর আজ্ঞা পাইয়া ভ্রাতা হারোণের সহিত নূতন মিস্রীয় রাজের নিকটে গেলেন। ঐ নৃপ তাঁহাদের বাক্যে ইস্রায়েলকে ছাড়িয়া না দেওয়াতে তাঁহারা যখন ঈশ বল-প্রকাশক বিবিধ আপদ্জনক ভীষণ কর্ম্মে ইজিপ্টদেশ আপ্লুত করিলেন, তখন সমস্ত যাকুব বংশ সেখান হইতে বহির্গত হইল। ঈশ্বর তাহাদিগকে দিবসে মেঘ ও রাত্রিতে বহ্নিদ্বারা পথ দেখাইলেন, এবং সমুদ্র বিভাগ করিয়া যেন শুষ্কভূমি দিয়া পার করাইলেন। মিস্রীয়েরা তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত অনুগামী হওয়াতে সম্মিলিত সলিলে রথাশ্বের সহিত আপনারাই সম্যক মগ্ন হইল। ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধ কলির সার্দ্ধ সহস্রাব্দ পূর্ণ হইলে এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল। জলধি উত্তীর্ণ হইয়া অশ্রদ্ধা হেতু তাহারা প্রতিশ্রুত দেশে আনীত হইল না। চত্বারিংশৎ বৎসর মরু প্রান্তরে ভ্রমণ করত ধীমান নায়ক মূসা এবং যাজক হারোণকে সদাই ভর্ৎসনা করিল। ঈশ্বরের মহাশাস্ত্র তাহাদের দৃষ্টিগোচরে বিদ্যুদধূমাশনিবৃত অগম্য সীনয় পর্ব্বতে মূসার হস্তে সমর্পিত দেখিয়াও মিস্রীয়দের-সন্নিভ স্বর্ণ বৎস নির্ম্মিয়া পূজা করিল, এবং অন্তরীক্ষ-পতিত ভোজ্য ভক্ষণ ও মূসার দণ্ডাহত শৈলোত্থিত জলপানে সন্তৃপ্ত না হইয়া মিসর দেশীয় ভোজন লিপ্সায় বিবাদ করিতে লাগিল। এই হেতু প্রান্তরে তাহাদের মহাব্যুহচয় বিভুকর্ত্তৃক আহত হইল। ফলে বিশ্বাসী বীরদ্বয় যিহোশূয় ও কালেব বিনা মিসর-নির্গত সকলেই মরিল। অখিল যজ্বাদিগের পিতা হারোণ গতাসু হইলে, তাঁহার পুত্র ইলিয়াসর মহা যাজকত্ব পাইলেন। শেষে কৈনান সমীপস্থ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে ঈশশাস্ত্র-প্রবাচক মূসাও প্রয়াণ করিলে উক্ত ইফ্রইম বংশজ নূনপুত্র যিহোশূয় ইস্রায়েলের নায়ক হইয়া প্রতিশ্রুত দেশের কুক্রিয়ান্বিত পূর্ব্ববাসীদিগকে হনন পূর্ব্বক দৈবোপদেশ মতে উহা দ্বাদশাংশে বিভাগ করিলেন। যূষফের দুই পুত্রকে অংশদ্বয় দত্ত হইল, লেবীর বংশ কোন বিশেষ অংশ পাইল না, তৎপালনের ভার অন্য সকল গোষ্ঠীতে হইল। ঐ বংশীয় সর্ব্বজনে ইস্রায়েলের পৌরোহিত্যে বৃত। তাহাদিগের মধ্যে কেবল হারোণের সন্তানেরাই যাজকত্বের অধিকারী ছিল। প্রান্তরে নির্ম্মিত বিভুনামাঙ্কিত পূণ্য তাম্বু এখন ইফ্রইমকুলে স্থাপিত হইল।

শিষ্য।—বিক্রম শকের পূর্ব্বে সার্দ্ধ সহস্র অব্দে এই যে সমস্ত ঘটিল, ইহাতে ইব্রাহীমের প্রতি উক্ত সংবিৎ কি পূর্ণ হয় নাই?

গুরু।—ইব্রাহীমাদি বিশ্বাসীদিগের প্রতি অঙ্গীকৃত মহামঙ্গল যে এই সকল অদ্ভুত কার্য্যে সম্পূর্ণ হইল এমন মনে করিও না। নূনজ বীর যিহোশূয় কৈনানীয়দের জয় করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কি সাধ্য যে সর্ব্বারি হস্ত হইতে অচ্যুত মুক্তি দান করেন? তাঁহার ও তদাশ্চর্য্য-কার্য্য দর্শকদিগের তথা সমস্ত প্রাচীনদিগের মৃত্যু হইলে পর, অবশিষ্ট লোকে পরমেশ্বরকে বিস্মরণ করিল। তাহাতে দণ্ডদাতা বিভু তাহাদিগকে পরিবাসী শত্রুদিগের অধীনতায় মুহুর্মুহু বিসর্জ্জন করিলে, যখন তাহারা অনু-

তাপ পুরঃসর অপর দেবতা ত্যাগ করিত, তখন তিনিও দয়া করিয়া বিমোচক উথাপন করিতেন। এহুদ, বারক, গিদিয়োন, যিপ্তহ, শিমশোনাদি বীরেরা তাহাদিগকে মূসার শাস্ত্রমতে শাসন করিয়া রথাশ্ব সহায় বিনা উগ্র বৈরীদিগের উপর সর্ব্বদা জয়শীল করিত। পরে মহাযজবা এলীর দুই পুত্র যাজক হইয়াও ভ্রষ্টকর্ম্মে সমস্ত ইস্রায়েলকে মলিন করিল। তাহাতে পিলেষ্টীয়দিগের সহিত সংগ্রামে যদিও বিভুদূষ্য হইতে সংবিৎপাত্র আনয়ন করিয়া তাহারা ব্যূহাগ্রে রাখিল, তথাপি সসৈন্যে পরাস্ত ও হত হওয়াতে ঐ পুণ্য পাত্র বৈরী হস্তগত হইল। পিলেষ্টীয়েরা ঐ পাত্র আপনাদের নরমৎস্যদেবের মন্দিরে রাখাতে ঐ প্রতিমা ভূতলে পড়িয়া ভগ্ন হইল। এলী যখন সিলো নাম তাম্বু স্থানে থাকিয়া শুনিলেন যে দৈবনিয়মের আধার শত্রুহৃত হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল, এবং ঘোর সন্তাপ ইস্রায়েলকে ব্যাপিল। তৎপরে সংপ্রবাচক শিমূয়েল নায়ক হওয়াতে লোকেরা তাঁহার নিকটে আপনাদের শাসনার্থে এক রাজা চাহিলে তিনি তাহাদের বৃত বিন্যামীন কুলোদ্ভব শৌলকে অভিষেক করিলেন। পশ্চাৎ অবিনীতাত্মতাহেতু বিভু তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া যিহুদাবংশীয় দায়ূদনাম যুবাকে রাজত্ব দিলেন। তিনি ঈশ্বরের স্বহৃদ্য ছিলেন। শত্রু জয় করিয়া আমোদ সমারোহে ঐশপাত্র পুনরানয়ন পূর্ব্বক ইফ্রইমস্থ সিলোতে না রাখিয়া যিরুশালমস্থ অদ্রি অথচ উন্নত দুর্গ যিহুদীদিগের আদিবাস ও ঈশ্বরের প্রিয় আলয় সিয়োনে অর্পিলেন। বিক্রমাদিত্যের সহস্র বৎসর এবং খ্রীষ্টের আরো ষট্‌পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে দায়ূদের প্রতি বিভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, যথা—তুমি নীচপদস্থ ছিলা, আমি তোমাকে আহ্বান করিয়া আমার লোকের মধ্যে যশস্বী রাজা করিয়াছি, এবং তোমার দ্বারা সর্ব্বরিপু বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে বিশ্রাম দিব স্থির করিয়াছি। তোমার বংশ নিত্য মঙ্গলে থাকিবে, আমিই তাহার পিতা হইব, পাপ করিলে দণ্ড দিব বটে, কিন্তু সদা ত্যাগ করিব না। তোমার সন্তান পৃথিবীর সকল অধিপদিগের হইতে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠতর হইবেন। তিনি আমার পূর্ব্বাত্মজ, তাঁহারই সহিত আমার আর্য্যা সংবিৎ চিরস্থায়িনী হইবে।

---

৫ অধ্যায়।

দায়ূদবংশাবলী।

(রাজাবলী, বংশাবলী, যিশয়িয়, যিরিমিয়, দানিয়েল, ইস্রা, নিহিমিয়, ইষ্টের্।)

শিষ্য।—হে গুরো, মদোত্থিত প্রশ্নের উত্তর আপনি দিলেন, এখন কি প্রকারে ঈশোক্তি প্রমাণ দায়ূদের নিত্য রাজ্য হইল, তাহা শুনিতে সমুৎসুক হইতেছি।

গুরু।—তাঁহার বংশজেরা মন্দ হওয়াতে দণ্ডনীয় ও ত্যজ্য হইয়াছিল, তথাপি তাহাদের মধ্যে এক জনেতে পূরণীয় যে বাক্য অখিল ভব্যবাচকেরা কহিয়াছিল, তাহা ভগ্ন হয় নাই। ইব্রাহীম্য ও যবন ও হিন্দুদিগের ভাষায় যথাক্রমে মসীহ, খ্রীস্ট ও অভিষিক্ত বাচ্য সেই দায়ূদ-পুত্রেরই প্রতীক্ষায় সিখরীয়াদি ঈশসেবী ভদ্রেরা থাকিত। ইহা সিখরীয়ের গীতে উক্ত হইয়াছে, এবং ধন্য কুমারীকে ঈশদূত যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ আশা কি ভাবে পূর্ণ হইল তাহাও শুনিয়াছ; অধুনা দায়ূদের পরে কি হইল তাহা কহি। ঐ অরিন্দম রাজা পিতৃলোকপ্রাপ্ত হইলে পর, তৎসুতশ্রেষ্ঠ সুলেমান অধিপ হইয়া ইস্রায়েলের সর্ব্বত্র শান্তির কালে পরাত্মার সংবিৎপাত্রাধার পিত্রেষ্ট বৃহৎ মন্দির, খ্রীস্টাবতারের দ্বাদশাধিক সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে, সিয়োনে নির্ম্মাণ করিলেন। নৃপগণের মধ্যে তিনি ধন, ও বিদ্যা ভক্তির কীর্ত্তি লাভ

করিয়া পশ্চাৎ স্ত্রী মন্ত্রণায় দেবার্চ্চা হইলেন। তাঁহার মূর্খ তনয় রিহবিয়ামকে বিভু রাজ্যের দশাংশচ্যুত করিলেন। স্বীয় সংবিদ স্মরণে দায়ূদুদ্ভব রাজাদিগের হইতে বিন্যামীন ও যিহুদা গোষ্ঠীদ্বয় অপহরণ করিলেন না। ইফ্রইমাদি অবশিষ্ট দশ বংশ যারবিয়ামকে রাজা করিয়া পৃথক্ হওয়াতে, প্রজারা যেন যিরূশালমে না যায়, এই অভিপ্রায়ে তিনি নিজাধিকারে বিভুর উদ্দেশে বৎসমূর্ত্তি পূজার অনুষ্ঠান পুরঃসর লেবীয় ভিন্ন অপকৃষ্ট লোকদিগকে যাজকত্বে বরণ করাতে, ইস্রায়েল পাপে পরিপ্লুত হইল। ইহার পরে যে যে বিবিধ বংশজ নৃপেরা ঐ রাজ্য পাইল, তাহারা সকলেই মহেশপরাঙ্মুখ। তাহাদের মধ্যে দুষ্টতম আহাব দেবীযজ্বা সিদোনাধিপের ঈসেবলনাম আত্মজাকে উদ্বাহ পূর্ব্বক বেলার্চ্চাদি পাপে ইস্রায়েলকে মগ্ন করাতে এলীয় নিবারক হইলে তাঁহারও জিঘাংসা করিল। ঐ মহাগুরু ভীষণ ক্রিয়ায় বিভুর বল দর্শাইয়া শেষে তাঁহার শক্তিতে জ্বলদ্বিমানে স্বর্গারূঢ় হইলেন। তৎপরে পবিত্রাত্মার ততোধিক পূর্ণতর তাঁহার শিষ্য ইলিশায় ঐ সোমিরণাখ্য রাজ্যে প্রবাচনা করিলে, আহাববংশঘ্ন যিহূ এবং তদাদি রাজারা বেলার্চ্চাত্যাগী হইয়াও যারবিয়ামের পাপে লিপ্ত ছিলেন। এই হেতু দৈববিধিবশাৎ খ্রীষ্টের ৭২০ বর্ষ পূর্ব্বে অসূরীয় রাজ শল্মনেষর ঊনবিংশ নৃপ হোশেয়কে বন্দী করিয়া ইস্রায়েলের দশ বংশকে উত্তর অঞ্চলে প্রেরণ পূর্ব্বক, তাহাদের পিতৃদত্ত আর্য্য ভূমিতে অন্য জাতীয়দিগকে বাস করাইল। এই সমস্ত দেখিয়া যিহুদীয়েরা ও তদ্রূপ দায়ূদোদ্ভব হিষ্কীয় পরাত্মার সত্যার্চ্চাতে যত্নশীল হইল, এবং তাহাদের প্রতিযোদ্ধা অসূরীয়রাজ সন্থবীরের সৈন্যকে ঈশবলে নিহত দেখিতে পাইল।

শিষ্য।—ইহার পূর্ব্বে দায়ূদুৎপন্ন যে নৃপতিরা অংশদ্বয়ে রাজত্ব করিল, তাহারা কি দশাংশ নৃপদিগের ন্যায় ঈশ পরাংমুখ ছিল?

গুরু।—সুলেমানতনয় রাহবিয়াম ঈশ্বরের বিধিলঙ্ঘী হওন প্রযুক্ত মিসরীয়দিগের হস্তে দণ্ড পাইলেন। ফলে মহারাজ শীশক সৈন্য সামন্তের সহিত ইজিপ্ট হইতে আসিয়া মন্দির-সহ পুরীসমূহ লুণ্ঠন করিলেন। পরে তাঁহার অবিয়নৎক্ষক পুত্র হইতে জাত আসা নাম পৌত্র দায়ূদবৎ বিভুসেবক হইলেন। তথা তত্তনয় যিহোসাফত আহাবের হিত হইলেও ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করিলেন, কিন্তু তৎসুত যিহরিয়াম আহাবের ভগিনী আথেলিয়াকে বিবাহ করাতে অহশীয় নাম যে পুত্র জন্মে, তিনি বড় দুর্দ্দ্রপ হইলেন। অহশীয়ের সন্তান যোয়াস্ জিঘাংসু পিতামহীর হস্তহইতে যাজক কর্ত্তৃক গোপনে রক্ষিত ও পালিত হইয়া প্রৌঢ় বয়সে রাজত্ব পাইয়া ঐ যাজকের জীবন পর্য্যন্ত ঈশার্চ্চনা করিয়া পরে বিধর্ম্মী হইলেন। তাঁহার পুত্র অমশীয় তদনুকারী। পিতার নিধনে উষীয় ভূমিপ হইয়া অধিকার বিনা যাগোদ্যম করাতে ক্ষণমাত্রেই কুষ্ঠীকৃত হইলেন। তৎসুত যোথাম ধর্ম্মত্যাগী হইলেন না, কিন্তু তাঁহার পুত্র আহায বেলাদি দেবার্চ্চার চালনা করিলেন। হিষ্কীয় রাজা পিতার ঐ সমস্ত পাপ পরিহার পূর্ব্বক অখিল যিহুদীদিগকে ঈশার্চ্চনায় আহ্বান করিলেন। তাহাতে সিবূলুন, মিনসি ও আসের বংশীয় কতিপয় সেই বিভু-মন্দির-শোভিত দেশে আগমন করাতে ওখানকার লৈব্য যাজকদিগের ন্যায় অসূরীয় রিপু হস্তহইতে পূর্ব্বোক্ত উদ্ধারের ভাগী হইলেন। ঐ সিদ্ধ রাজার পুত্র মিনসির পিতার পরিহৃত পাপ দেশে পুনঃ স্থাপিত করাতে অসূরীয়দিগের নিকট বিজিত হইয়া পরে ঈশ্বর সকাশাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র আমোন কদাচ অনুতাপ করিলেন না। তৎসুত যোসীয় অতি যৌবনে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মিনসির স্থাপিত মূর্ত্তি ও বেদি বিনাশ পূর্ব্বক মূসার শাস্ত্রানুসারে অখিল রাজ্য শাসন করাতে দায়ূদ ও হিষ্কীয়ের ন্যায় ঈশ্বরের অতি-

প্রিয় হইলেন। পরে ইজিপ্টরাজ নিকো উগ্র-সেনার সহিত আসিয়া সেই ধার্ম্মিক নৃপকে হনন পুরঃসর আর্য্যপুরী হস্তসাৎ করিল, কিন্তু অচিরে কল্দীয়ভূপ নিবূখদ্নিৎসর কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া স্বদেশে পলাইল। মিসরীয়রাজ যিহোয়াকীমকে তাঁহার পিতার স্থানে যিহুদাপতি করিয়াছিল। নিবূখদনিৎসর তাঁহাকে চ্যুত করিয়া তৎসুত কোনীয়কে রাজত্ব দিল। উভয়েই দুষ্টাচারী, উভয়কেই কলদীয়নৃপ দেশের শ্রেষ্ঠ লোক এবং লোপত্রের সহিত বাবিলপুরে আনিল। খ্রীষ্টের ষষ্ঠশত অব্দ পূর্ব্বে এই মহানির্ব্বাসন ঘটে। তৎকালে শিদিকীয় নাম যোসীয়ের অন্য এক সুত যিরুশালমে অধিপ হইয়া একাদশ বৎসরে কাল্দীয় বীরের অধীনতা অস্বীকার করাতে নিবূখদ্নিৎসর মহাক্রোধে আসিয়া মন্দিরসহ পুরী দাহ পূর্ব্বক অবশিষ্ট যিহূদীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন।

শিষ্য।—হে গুরো! মহাভিষিক্তের অনেক পূর্ব্বে দায়ূদ ও সুলেমানের আবাস ঐ ঘোর জ্বলন প্রাপ্ত হইল; ইত্যবসরে কিং ঘটিল?

গুরু।—নিবূখদনিৎসর এবং তাহার পুত্র ও দৌহিত্রের রাজত্ব কালে যাকুববংশ বন্ধনাবস্থায় বাবিলমধ্যে বাস করিলেন। ঐ দৌহিত্র আপন পুত্রদের কর্ত্তৃক হত হওয়াতে, অন্য বংশীয়দের হস্তে কল্দীয় রাজ্য পতিত হইল। ইহাদের সকলের নিকটে যিহূদী দানিয়েল প্রিয়পাত্র হইলেন ঐ ঈশহার্দ্দ প্রবাচক শৈশবকালে কল্দীয় রাজ্যের আদ্য স্থানে কোনীয়াদি অনেক জ্যোতির্জ্ঞ পণ্ডিতদের সহিত বাস করিত। তাহাদের মধ্যে ইনি সুমহান্ হইলেন, এবং তাঁহার সুবুদ্ধি প্রযুক্ত রাজমন্ত্রিত্ব পাইলেন। পশ্চাৎ পিলেষ্টীয় শূরজয়ী পারসীকাধিপ বীর খস্রু কল্দীয় রাজ্য বিনষ্ট করিলেন। হিষ্কীয়ের কালে যিশয়িয় প্রবাচী ইঁহার নাম ধরিয়া যে উক্তি করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইনি ইস্রায়েলের বন্ধমুক্তি আদেশ করাতে দায়ূদজ্জ সিরুবাবিল লৈব্যদিগের ও যিহুদিয়াদি বহু ইস্রায়েলদিগের সহিত বাবিল দেশ হইতে নির্গত হইলেন। তিনি সুলেমানের বংশজ নহেন, কিন্তু তদ্ভ্রাতা নাথন হইতে উৎপন্ন, ফলে যিহুদা রাজদায়ভাগী হইয়াছিলেন। কেননা তাঁহার পিতা সলতোল দায়ূদবংশীয় হওয়াতে পুত্রহীন কোনীয়াভূপ কর্ত্তৃক দত্তপুত্রীকৃত হইয়াছিলেন। ইনি যিরুশালমে পঁহুছিয়া সমন্দির নগরের পুনঃনির্ম্মাণ আরম্ভিলেন। যিরিমিয় প্রবাচক সংদহন কালে কহিয়াছিলেন যে উহা সপ্ততি বৎসর অনুষিত থাকিবে। সল্মনেষরাদি অসূরীয় রাজগণ কর্ত্তৃক সোমিরণ দেশে স্থাপিত ভিন্ন জাতীয়েরা ঐ কর্ম্মের বিরোধী হওয়াতে মহা খস্রুর পর দীর্ঘবাহু অহস্বেরঃ উহাদিগের অপবাদ গ্রাহ্য করিয়া ঐ পুণ্য কার্য্য নিষেধ করিল। ইহারই পিতা দারাপুত্র অহস্বেরঃ যিহুদিনী ইস্টেরকে শূশনাখ্য রাজভবনে উদ্বাহ করাতে ঐ সুন্দরী শত্রু সংকল্পিত লয় হইতে আপনার সমস্ত বর্গকে মোচন পুরঃসর মর্দ্দিখয়াদিকে উচ্চপদস্থ করিয়াছিলেন। অহস্বেরের পশ্চাৎ দারা নাম অপর নৃপ খস্রুর ন্যায় সৎপুরের নির্ম্মাণার্থ পুনর্ব্বার আদেশ করাতে, দানিয়েলের পুরোক্তিমতে খ্রীষ্টযজ্ঞসিদ্ধির সপ্ততিগুণ সপ্তবর্ষ পূর্ব্বে ঈশ্বরের গৃহ প্রস্তুত হইল। তদনন্তর অন্য এক অহস্বেরের রাজত্ব সময়ে ইষ্রা নামক যাজক তৎপরে নিহিমিয় নৃপানুমতিক্রমে বাবিল হইতে আসিয়া স্বদেশস্থ জ্ঞাতিদিগকে শত্রুশক্তি হইতে অভয় দান করিয়া পুর এবং মন্দির উভয় সুদৃঢ় করিলেন। মিসরীয়াদিজয়ী সেই পারসীকেরা ঐ রাজ্যভোগ করিলেন, তাঁহারা যিহুদীদিগের সম্যক্ হিতকারী হইলেন। ইহাদের চরম দারাকে মহাবল যবন শিকন্দর যুদ্ধে পরাজয় পূর্ব্বক ঐ সাম্রাজ্য নষ্ট করিয়া ভারতভূমির সিন্ধুনদ অবধি আসিয়া পৌরস্ নাম রাজাকে পরাস্ত করিয়া দেশে প্রবেশ না করিয়া ফিরিয়া গেলেন। পরে বাবিলে অবস্থান করত ঐ চক্র-

বর্ত্তী খ্রীষ্টের পূর্ব্বে চতুর্ব্বিংশাধিক ত্রিশত বৎসরে পঞ্চত্ব পাইলেন। তখন তাঁহার যবন সেনানীরা কলদীয় ও পারসীক হইতে মহত্তর ঐ সাম্রাজ্য চতুর্ধা বিভাগ করিল। তাহাদের মধ্যে শিলূকঃ পারসীকাদিদেশধারক এবং ভারতান্তিক পূর্ব্বদিকস্থ সৌর্য্য অংশের ভাগী হইয়া, মগধেশ মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে, উহার নিকটে পাটলিপুত্রে দূত পাঠাইয়াছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলস্থ মিসরীয় অংশ তলমি নৃপ গ্রহণ করাতে, যিহুদীরা তাঁহার ও তদ্বংশজদিগের অধীনতায় সুপালিত হইয়া, তৎকালে মিসরীয় শিকন্দরিয়া নগরে আপনাদের শাস্ত্র যবনদিগকে শিখাইয়াছিল। শিকন্দরের মৃত্যুর অনেক অব্দ পরে যিহুদা দেশ সৌর্য্য রাজ্যের অন্তর্গত হওয়াতে, নির্দ্দয় নৃপ ভানুমান্ অন্তিয়ুক পরমাত্মার মন্দির অশুচি করিল। তদাদি দুষ্ট যবন সুরপতিরা দেবার্চ্চাপরাংমুখ যিহুদীদিগকে বহু পীড়ন করাতে ভূরিং লৈব্যেরাও ঈশ্বরত্যাগী হইল। কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহে মক্কবায় নাম অতিবীর ভ্রাতৃত্রয়, যিহুদা, যোনাথন এবং যাজক সীমোন, উক্ত লোকদিগের সহকারে যথাক্রমে রাজ্যাধিরূঢ় হইয়া, ঈশবৈরীদিগের সেনা বহিষ্করণে ইস্রায়েল লোকদিগকে পুনরায় স্ববাসস্থ করিলেন। পরে শিমোনের বলবান্ সুত হুর্কানাখ্য যোহন্, তথা হারোণ বংশীয় অন্যেরাও, ইব্রাহীমবংশীয়দিগের নেতা হইলেন। এই সমস্ত ঘটিলে পর যবন হইতেও মহীয়ান্ পশ্চিম দিগোৎথিত রোমক সাম্রাজ্য যখন বলপূর্ব্বক জগজ্জয়ী হইতেছিল, তখন রোমীয় সেনানী মহান্ পম্পীয় বিক্রমাদিত্য শকে যিরূশালম হস্তসাৎ করিলেন। তৎপরে রোমসিংহ যুল্যসংজ্ঞক কৈশর ইদূমীয় হেরোদকে যিহুদীদিগের রাজা করিলেন, আগস্ত কৈশরের কালেও তিনি ঐ রাজত্ব ভোগ করিতেছিলেন। তিনি যাকুব বংশীয় নহেন, এশৌ হইতে উৎপন্ন। ফলে তাঁহার পিতা মূসার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তিনিও বহুব্যয়ে বিভুর মন্দির অলঙ্কৃত করিলেন। কিন্তু তিনি এমনি ক্রূরপ্রকৃতি যে আপনার পত্নী ও পুত্রের হত্যাকারী হইলেন। ইহাতে ইস্রায়েলেরা দায়ূদ্রাজ্যের অস্থিতি দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। চারিশত বৎসর পবিত্রাত্মা বিশিষ্ট ঈশবাক্যপ্রবাটী কেহই দেশে উৎপন্ন হইল না। শিক্ষকেরাও ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যার্থ নষ্ট করিল, এবং নীতিদর্শক বিবিধ পাষণ্ডমতাবলম্বী কর্ত্তৃক ভ্রমকলুষিত হইল। ইহাতে ধার্ম্মিকেরা মহাদুঃখাবৃত হইয়া ইব্রাহীমাদির প্রতি দৈবোক্তির পূরণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

উদ্ভট কথা।

শোকার্ত্ত সৈনক পুরুষ।

বারসিলোনা নগরের অবরোধ কালীন কাপ্তেন কারলিটন নিম্নলিখিত শোচনীয় ব্যাপারটী দর্শন করিয়াছিলেন। জনৈক বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষের এক মাত্র পুত্র তাঁহার পিতার সহিত ভোজন করিতেছিল, এমত সময়ে শত্রুপক্ষ হইতে এক গোলা আসিয়া যুবার মস্তক চূর্ণ করিল। তাহার পিতা তৎক্ষণাৎ খাদ্য সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং প্রথমে আপন মৃত পুত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরিশেষে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

সন্দেশাবলী।

— আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, লণ্ডন মিশনরী সোসাইটীর কলিকাতাস্থ প্রচারক বাবু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৫ই জুন বৃহস্পতিবার প্রভুতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি অনেক ক্লেশ পাইয়া মরিয়াছেন। ইহাঁর জন্মস্থান কলিকাতা, বয়স ৩৩ বৎসর। উমেশ বাবুর হিন্দুদিগের নিকট প্রচার করণের বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। জগদীশ্বর উমেশ বাবুর বিধবা ও অল্পবয়স্ক সন্তান সন্ততীগণের প্রতি কৃপা করুন, এই আমাদিগের প্রার্থনা!

— আমরা গতবৎসরের ট্রাক্টসোসাইটীর কার্য্য বিবরণ পাঠে অবগত হইলাম, বিগত বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ৭১,৪৫৬ খানি বাঙ্গালা পুস্তক ও ট্রাক্ট বিক্রীত, এবং ৪১,৪২১ খানি ট্রাক্ট বিতরিত হইয়াছে। বিক্রীত পুস্তকাদির মূল্য স্বরূপ ট্রাক্টসোসাইটী ৬৪২৸৶০ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এটী অতিশয় আনন্দের বিষয়। দুই সহস্রের অধিক বিক্রীত ট্রাক্ট সমূহেরই আমরা এস্থলে নামোল্লেখ করিব। পাকা আঁব—৪,৫৫৯; প্রেমোপাখ্যান—৪,৫৫৩; ঋণ পরিশোধ—২,৬৮০; ঠাকুরদাদার গল্প—২,৫৭৮; সৌদামিনী—২,৪৯৮; ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্নোত্তর, ১ম ভাগ—২,৪৯৭; মনোরঞ্জন গল্প—২,২০৫। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম গত বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ কেবল ২৮,২৯৯ খানি জ্যোতিরিঙ্গণ বিক্রীত হইয়াছে। স্কুলবুক্ সোসাইটীর পুস্তকাদিও পূর্ব্বগত বৎসরের ন্যায় বিক্রীত হয় নাই। কিন্তু বোধ হয়, তৎসম্বন্ধে অভিনব সব্যবস্থা গুণে এ বৎসর আশানুরূপ ফল দর্শিতে পারে। গত বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৮,০৪৮ টাকা সোসাইটীর প্রাপ্তি, ও ১০,৩৩০ টাকা ব্যয়, সুতরাং ২,২৮২ টাকার অস্থিত। সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ঋণ পরিশোধার্থে অনেক যত্ন করিতেছেন। কেহ২ স্বভাবসিদ্ধ দানশীলতা প্রকাশ পূর্ব্বক সোসাইটীর আনুকূল্য করিতেছেন। আমরা শুনিলাম, জনৈক মহাত্মা সে দিন ৫০০ টাকা দিয়াছেন। মফঃস্বলের কোন ধার্ম্মিকা রমণী অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। ভরসা করি, সকলে এই সময়ে উদ্যোগী হইয়া ট্রাক্ট সোসাইটীর সাহায্য করিবেন। ঈদৃশ হিতকরী সভার অর্থ সচ্ছলতা না থাকা খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কলঙ্ক।

— ফ্রি চর্চ্চ অব স্কটলণ্ডের বঙ্গীয় মিশনের কার্য্য বিবরণ পাঠে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। সভার কার্য্য অন্যান্য বৎসর যে রূপ হইয়া থাকে, এবৎসরও সেই রূপ হইয়াছে। তবে কি না যেরূপ দানশীলতা আমরা কখন শুনি নাই ও দেশের অপর কোন খ্রীষ্টধর্ম্মা সভা সংক্রান্ত কার্য্যে কখন প্রদর্শিত হইয়াছে কি না সন্দেহ, উক্ত বিজ্ঞাপনী পাঠে আমরা তাহার পরিচয় পাইলাম। কতকগুলি দেশীয় খ্রীষ্টভক্ত সভার কার্য্য সৌকর্য্যার্থে ১,০৪৮ টাকা দান করিয়াছেন। আর আনন্দের বিষয় এই, সুবিখ্যাত মহারাণী স্বর্ণময়ীও ৪০ টাকা দিয়াছেন।

— আফ্রিকা খণ্ডে প্রভুর কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। তথাকার কাফ্রি বিশপ ডাক্তার ক্রাউদার সম্প্রতি জানান যে, বনীর রাজা আপন ইচ্ছায় এক জন ধর্ম্মশিক্ষক চাহেন ও একটী মিশনের জন্য যত টাকার প্রয়োজন হইবেক, তাহার অর্দ্ধেক দিতে স্বীকৃত হন। তিনি অঙ্গীকার পালন করিয়াছেন। অগ্রে তথায় কেবল ৮০ জন খ্রীষ্টভক্ত ছিলেন, এক্ষণে ৪০০ জন প্রভুতে বিশ্বাস করিতেছেন। বনীস্থ ভ্রাতৃগণের সংখ্যা আরো বাড়ুক!

বিমলা।

উপন্যাস।

৩ অধ্যায়।

কমলসরোবরে অসংখ্য পদ্মফুল ফুটিয়াছে। দক্ষিণপবনে সরোবরের জলরাশি অল্পং আন্দোলিত হইতেছে। ভূমিকম্প হইলে যেমন পৃথিবীর অঙ্কস্থিত সকল বস্তুই কম্পিত হয়, তদ্রূপ জলরাশি আন্দোলিত হওয়াতে সরোবরের ক্রোড়স্থ প্রস্ফুটিত পদ্মফুল গুলিও আন্দোলিত হইতেছে। বেলা প্রহরেক আছে। সরোবরের তীরে তীরে রাখালেরা গোমেষাদি চরাইতেছে। মধ্যে মধ্যে নল বন; অবোধ মধু মক্ষিকারা পদ্মমধু আহরণ করিয়া, নলবনে চক্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে জমা করিয়া রাখে। রাখালেরা সেই মধুচক্র অন্বেষণ করিতেছে। নানা বয়সের স্ত্রীলোকেরা কলসী করিয়া জল লইয়া যাইতেছে। কাহার মাথায় কলসী, কোলে ছেলে; ছেলের হাতে দুই একটী পদ্মের কলিকা। স্ত্রীলোকেরা দলেং নানাবিধ প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতেং যাইতেছে। কেহ বা শাশুড়ীর নিন্দা, কেহ বা ননদের নিন্দা করিতেছে। কেহ বা মেয়ের প্রতি জামাইয়ের দুব্যবহারের বিষয় সখেদে বলিতেছে। এমন সময়ে অমর সিংহ সরোবরের কূলে উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা একটু ব্যস্ত হইল। ইহা দেখিয়া তিনি উত্তরতীরে শূলপাণির মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। শূলপাণির মন্দির অতি রমণীয় স্থান। মন্দিরটী প্রস্তরনির্ম্মিত, তাহার চারিদিকে বৃক্ষবাটিকা। সন্ন্যাসীরা বৃক্ষের তলে মন্দিরের রকে বসিয়া কেহ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন, কেহ সিদ্ধি ঘুটিতেছেন, কেহ বা গাঁজা টিপিতেছেন। আবার কেহং সন্ধ্যা আরতির আয়োজন করিতেছেন। এক জন অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী এক বৃক্ষের তলায় কম্বলাসনে বসিয়া রামায়ণ পড়িতেছেন। এমন সময়ে অমর সিংহ তথায় উপস্থিত। সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তিনি প্রথমে শূলপাণিকে প্রণাম করিয়া, যে সন্ন্যাসী রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহার নিকট আসিলেন, তাঁহাকেও প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী দাঁড়াইলেন, এবং অমর সিংহের হাত ধরিয়া ধীরেং মন্দির প্রাঙ্গনের বাহিরে, পরে সরোবরের কূলে গেলেন। উভয়ে তথায় বসিলেন। অমর সিংহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, “এখানে কবে আসিলেন?”

“কল্য রাত্রে আসিয়াছি।”

অমর। দিল্লীর সমাচার কি?

সন্ন্যাসী। দিল্লীতে ভারি ধুম। চল্লিশ সহস্র সৈন্য লইয়া মান সিংহ আসিতেছেন। সেলিম সেনাপতি।

অমর। পৃথ্বী সিংহ কি পরামর্শ দিয়াছেন?

সন্ন্যাসী। অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন।

অমর। বাবাকে এ কথা বলিয়াছেন ?

সন্ন্যাসী। কমলমীরে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তথায় শুনিলাম, তুমি এখানে আসিয়াছ, তাই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইলাম। মান সিংহকে না কি বড় জব্দ করিয়াছ ?

অমর। যেমন করিতে হয়।

সন্ন্যাসী। দিল্লীতে এ বিষয় লইয়া বড় গোল হইতেছে। কি কি হইয়াছিল, বল দেখি ?

অমর। মান সিংহ শোলাপুর জয় করিয়া দেশে যাইবার কালে কমলমীরে বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। বাবার আদেশক্রমে আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করি। আহারাদি প্রস্তুত হইলে মান সিংহ আহার করিতে বসেন। তাঁহাকে একাকী এক গৃহে আহার করিতে বসাই। তাহাতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন, "আমি কি একাকী আহারে বসিব ? তোমার পিতা কোথায় ?" আমি বলিলাম, "একাকীই বসিতে হইবে, বাবা বলিয়াছেন, "যে সকল রাজপুতেরা মুসলমানদিগের সহিত কন্যা বা ভগিনীর বিবাহ দিয়াছেন, তাঁহারাও মুসলমান হইয়াছেন। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে পারেন না।" ইহাতে মান সিংহ অপমানে, ক্রোধে অমনি উঠিয়া গেলেন, আর যাইবার সময় বলিলেন, "ইহার প্রতিফল ত্বরায় ভোগ করিতে হইবে।"

সন্ন্যাসী। খুব জব্দ করিয়াছ, যবনের সঙ্গে কুটুম্বিতা ! যবন দেশশত্রু !

অমর। সেলিম আর মান সিংহ সেনাপতি হইয়াছেন, মিরজা খাঁ এ যুদ্ধে আসিবেন না ?

সন্ন্যাসী। ওর নাম করিও না। আজি প্রাতঃকালে এই গ্রামের রতন সিংহের মুখে শুনিলাম, দুরাত্মা অনুপ সিংহের কন্যাকে অপহরণ করিতে গিয়াছিল। যবনের ভয়ে তিনি কন্যাটীকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আহা ! কন্যাটী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

অমর। রতন সিংহ কে ?

সন্ন্যাসী। এই গ্রামে তার বাস। তুমি চিনিবে না।

অমর। আমি চিনিয়াছি, তার বাটীতে যে একটী পরমাসুন্দরী কন্যা থাকে, সেইটী কি অনুপ সিংহের মেয়ে ?

সন্ন্যাসী। তুমি তাকে দেখিলে কবে ?

অমর। আমি তাকে দেখিয়াছি—সে যে পরমা রূপসী।

সন্ন্যাসী। হইবে না কেন ? বিমলার মাতা চোহান বংশীয়া—তাঁর গর্ব্বে কি কুরূপা কন্যা জন্মিতে পারে ?

অমর। তাঁহার নাম বুঝি বিমলা ?

সন্ন্যাসী। বিমলাই বটে—তুমি তাঁহার বিষয় এত ব্যগ্রতাসহ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? বিবাহ করিতে চাও না কি ?

অমর। তাহাতেই বা ক্ষতি কি ?

সন্ন্যাসী। ক্ষতি নাই—তা হলে আমি বরং সন্তুষ্ট হইব।—তা যে জন্যে আসিয়াছ, তার কি করিয়াছ ?

অমর। সকলই স্থির করিয়াছি।—দুর্গে দশ সহস্র সৈন্য দুবৎসর খাইতে পারে, এমন খাদ্য সামগ্রী জমা করিয়াছি। আর অস্ত্র শস্ত্র যথেষ্ট আছে।

সন্ন্যাসী। চল, একবার দুর্গের দিকেযাই।

অমর। চলুন।

---

৪ অধ্যায়।

এ সংসারে ভালবাসা এক অপূর্ব্ব পদার্থ। যে কখন কাহাকে ভালবাসে নাই, সে ইহার মর্ম্ম জানে না। আর যে কখন কাহাকে ভাল বাসে নাই, সংসারে তাহার সুখ নাই; সে যদি বীর পুরুষ হয়, তাহার বীরত্বে সুখ নাই; সে যদি রাজকুমারী হয়, তাহার রাজ-অট্টালিকায় সুখ নাই। আর যে ভাল বাসে, সে সুখী। সে যে অবস্থাপন্ন হউক, সুখী।

অমর সিংহ এত দিন সুখী ছিলেন না। তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে দ্বাবিংশতি বৎসর। তিনি বলবান, সাহসী, পণ্ডিত, বীরপুরুষ; তিনি রাজপুত্র, সুশ্রী, সুখ্যাত; তথাপি তিনি অন্তরে সুখী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, যত দিন চিতোরের সিংহাসনে পিতাকে না বসাইব, তত দিন আমার সুখ নাই। এটীও একটী দুঃখের কারণ বটে, কিন্তু এদুঃখ তাঁহার মনে কষ্টের কারণ হয় নাই। কেননা তিনি পিতার ন্যায় গর্ব্বিত; পিতার ন্যায় মনে২ দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন যে, চিতোর উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন। তাঁহার মনে সুখ না থাকিবার কারণ এই, তিনি আজিও কাহাকে ভাল বাসেন নাই; আপনার মন পরকে দেন নাই। তাঁহার মন এক জন ভাল বাসার পাত্র অন্বেষণ করিতেছিল। তিনি দুর্গমধ্যে দেখিবামাত্রেই বিমলাকে ভাল বাসিয়াছিলেন। তাহা তিনি জানিতেন না, আমরা জানি। কেননা সেই অবধি তিনি বিমলার বিষয় ভাবিতেছিলেন। বিমলা যে ভাবে বাতায়নে অঙ্গরক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা তিনি ভাবিতেছিলেন। শিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় বিমলার কবরী হইতে একটী চম্পকদাম পড়িয়া গিয়াছিল, বিমলা গেলে পর অমর সিংহ তাহা কুড়াইয়া লইয়াছিলেন। দুর্গরক্ষকের নিকট পরে তিনি বিমলার বিষয়ে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া দুর্গরক্ষকের স্ত্রী মনে২ বলিয়াছিল, "রাজ কুমারের মাথা ঘুরেছে।" আবার সন্ন্যাসীর সঙ্গে যে ভাবে বিমলার বিষয়ে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া সন্ন্যাসীও মনে২ সন্দেহ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য সন্ন্যাসী এক উপায় করিলেন।

দুর্গাভিমুখে যাইতে২ সন্ন্যাসী বলিলেন, "চল, রতন সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাই।"

"তুমি তাহার বাটী চেন?"

অমর। না, আমি চিনি না, কল্য সে বাটীতে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু চিনিয়া যাইতে পারিলাম না।

সন্ন্যা। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে না কেন?

অমর। জিজ্ঞাসা করিলাম না, পাছে কেহ কিছু মনে করে।

এখন সন্ন্যাসী দেখিলেন যে, তিনি অকারণ সন্দেহ করেন নাই। যদি অমর সিংহ বিমলাকে ভাল না বাসিতেন, তাহা হইলে তিনি যে বাটীতে আছেন, সে বাটীর পথ লোকদের জিজ্ঞাসা

করিতে কুণ্ঠিত হইবেন কেন? সন্ন্যাসী আরো ভাবিয়া দেখিলেন যে, যদি ইহাদের ভালবাসা হইয়া থাকে, তাহাতে ক্ষতি কি? উভয়েই উভয়ের যোগ্য।

অমর সিংহের কথায় সন্ন্যাসী কোন উত্তর করিলেন না। কেবল বলিলেন, "এই রাস্তা ধরিয়া গেলেই রতন সিংহের বাটীতে যাওয়া যাইবে।"

কিয়দ্দূর গমন করিয়া সন্ন্যাসী দেখিলেন, এক পরমাসুন্দরী যুবতী একটী অনতিবৃহৎ বকুল বৃক্ষের শাখা অবনত করিয়া ধরিয়া আন্দোলন করিতেছেন। আর এক যুবতী আন্দোলনে ভূপতিত বকুল ফুল কুড়াইতেছেন। তখন সন্ন্যাসী অমর সিংহকে জিজ্ঞাসিলেন, "ঐ দুটী বালিকাকে চিনেছ?"

অমর। চিনেছি।

সন্ন্যাসী। রতন সিংহের ঐ বাড়ী।

এই রূপ কথা কহিতে২ ইহাঁরা অনেক অগ্রসর হইলেন। মালতী ফুল কুড়াইতেছিল। সঙ্গে ফুল রাখিবার জন্য কোন পাত্র ছিল না; সে আপনার আঁচল মাটীতে ঘাসের উপর পাতিয়া তাহাতে ফুল রাখিতেছিল। সে পথিকদিগকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া বলিল, "দি দি, সেই লোকটী আসিতেছে?" বিমলা তাহার কথা শুনিয়া গ্রীবাদেশ বঙ্কিম করিয়া রাস্তার দিকে দৃষ্টি করিলেন,—দুই হাতে বকুল শাখা ধরা ছিল—দেখিলেন, দুর্গমধ্যে যাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তিনি—আর সেই সন্ন্যাসী আসিতেছেন। দেখিয়াই বকুল শাখা ছাড়িলা দিলেন, মালতীকে বলিলেন, "বাড়ীর ভিতরে চল।" বলিবামাত্র মালতী দৌড়িল। অঞ্চল প্রান্ত হইতে কষ্টসঞ্চিত বকুল ফুল ঘাস বনে ইতস্তত পড়িয়া গেল। সে এক দৌড়ে বাড়ীর ভিতরে গিয়া পিতাকে সংবাদ দিল। বিমলা অত ব্যস্ততা প্রদর্শন করিলেন না, ধীরে২ অন্তঃপুরে গেলেন।

মালতীর পিতা রতন সিংহ গৃহমধ্যে ছিলেন। মালতী যাইয়া অতি ব্যস্ততার সহিত বলিল, "বাবা, সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর, আর তাঁর সঙ্গে আর এক জন কে আমাদের বাড়ীতে আসছেন।"

শুনিয়া রতন সিংহ বাহিরে গেলেন। বারাণ্ডায় এক খানি চার পাই পাতা ছিল, যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর, আগন্তুকদিগকে তাহাতে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

রতন সিংহ জিজ্ঞাসিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর ভাল আছেন?" রাজকুমার অমর সিংহকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রাজপুত্রের আগমন সংবাদ আমি দেবীদিন তেওয়ারীর কাছে শুনিলাম; মহারাজ ভাল আছেন?"

রাজকুমার ও সন্ন্যাসী উভয়েই সময়োচিত প্রত্যুত্তর দান করিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, "মহারাজ প্রতাপ সিংহ যবন দমন কার্য্যে অতি ব্যস্ত আছেন, আকবরের সঙ্গে আবার যুদ্ধের উদ্যোগ হইয়াছে; মান সিংহ তাহার মূল।"

"তাহা আমি জনরবে শুনিয়াছি। মহারাজ প্রতাপ সিংহ মান সিংহকে বিলক্ষণ জব্দ করিয়াছেন; মান সিংহ রাজপুত কুলের কলঙ্ক।"

"এ যুদ্ধে আমাদের মহারাজকে প্রজাদিগের সাধ্য পর্য্যন্ত সাহায্য করা কর্ত্তব্য।"

" কোন্ রাজপুত এ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করিয়া থাকিতে পারিবে ? আপনি ত জানেন, এই হাতে কত যবনের মাথা কাটিয়াছি ?"

"তা তোমার বীরত্বের বিষয় মহারাজ প্রতাপ সিংহের অবিদিত নাই।"

"তা, (অমর সিংহের প্রতি।) আপনি মহারাজকে বলিবেন যে, এ বৃদ্ধ বয়সেও রতন সিংহ স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আর আমি পাঁচ বৎসর কাল অবিরত পরিশ্রম করিয়া সাত হাজার বিষাক্ত তীর প্রস্তুত করিয়াছি, মহারাজকে বলিবেন, এই সাত হাজার তীরে সাত হাজার যবনকে যমালয়ে পাঠাইব।"

অমর সিংহ সানন্দ চিত্তে কহিলেন, "এ কথা শুনিয়া মহারাজ যার পর নাই সন্তুষ্ট হইবেন।"

অনন্তর এই বিষয়ে আর কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন হইল, অমর সিংহ তাহাতে বুঝিতে পারিলেন যে, রতন সিংহ হইতে যুদ্ধ কার্য্যে অনেক সাহায্যলাভ হইবে। তিনি দেখিলেন যে, রতন সিংহ বীরধর্ম্মা, স্বদেশপ্রিয় ও পরোপকারী, আর সেই জন্যই যে অনুপ সিংহ তাঁহার একমাত্র কন্যাকে রতনের গৃহে রাখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যখন ইহাঁদের পরস্পর কথোপকথন হইতেছিল, তখন বিমলা ও মালতী গৃহমধ্যে থাকিয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতে ও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিলেন। রতন সিংহ অমর সিংহকে যুবরাজ সম্বোধন করিতেছিলেন, তাহাতে বিমলা নিশ্চয় জানিলেন যে, ইনি প্রতাপ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহ। তিনি দেখিলেন, অমর সিংহের অবয়ব বীরত্বব্যঞ্জক, তিনি যদিও বীরত্ব প্রকাশক বাক্য বলেন নাই, তথাপি তাঁহার আকৃতিতে অপরিসীম বীরত্ব প্রকাশ। তাঁহার ভ্রূযুগল আকর্ণ বিস্তৃত—আমরা আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু ভাল বাসি না—নাসিকা সুউচ্চ, ললাট-দেশ প্রশস্ত ও ঈষৎ কুঞ্চিত, গুম্ফে ঈষৎ শ্মশ্রু রেখা দেখা দিয়াছে, চক্ষুর্দ্বয় আকর্ণ বিশ্রান্ত ভ্রূযুগলের উপযোগী বৃহৎ, গ্রীবাদেশ অনতিদীর্ঘ, বক্ষস্থল প্রশস্ত, বাহুযুগল কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ বোধ হইল, আকার নাতি খর্ব্ব নাতি দীর্ঘ, সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর বিলক্ষণ মানাইয়াছে। অমর সিংহের এই বীরাকৃতি আবার যথেষ্ট কারুণ্য ব্যঞ্জক। বিমলা আরো বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, ইহাঁর আকৃতি অনেকাংশে তাঁহার ভ্রাতা সুবলের আকৃতির সদৃশ। তেমনি কপাল, তেমনি ভ্রূ, তেমনি চক্ষু, তেমনি বক্ষ, তেমনি চাহনি, বিমলা ইহাঁকে বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার ভাবান্তর হইল, তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মালতী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে যদি কখনও প্রেমসাগরের জল স্পর্শ করিত, তবে বুঝিত যে, বিমলা এই দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আপনার মন অমর সিংহকে দান করিলেন। মালতী কিছু বুঝিল না।

বিমলা সন্ন্যাসীকে চিনিতেন, তিনি তাঁহাকে সন্ন্যাসীবেশে পিতার নিকট যাতায়াত করিতে দেখিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা কহিতেন। মালতীর ছোট ভাইয়ের নাম বিশু, বিমলা বিশুকে দিয়া সন্ন্যাসীকে বাটীর ভিতরে ডাকা-

ইয়া আনিলেন, এবং তিনি আসিলে যথোচিত সম্ভাষণান্তর পিতার ও ভ্রাতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে সুবলদাসের দিল্লী নগরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি তাহা বিমলাকে বলিলেন, কিন্তু অনুপ সিংহের কোন সংবাদ দিতে পারিলেন না।

বিমলা বলিলেন, "দাদা যবনের চাকরি করিতে গেলেন, এ বড় দুঃখের বিষয়।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস্যে, তাহাতে তুমি দুঃখ করিও না। সুবল হইতে আমাদের উপকার হইবে। মানসিংহ তাহাকে বড় ভাল বাসেন। আর বোধ হয়, তাঁহার কন্যা ইন্দুমুখীর সঙ্গে সুবলের বিবাহ দিবেন। আমি সুবলের নিকট যবনদিগের সমস্ত ষড়যন্ত্রের নিগূঢ় জানিয়াছি।"

বিমলা দুঃখিত বদনে অথচ সাহঙ্কার ভাবে বলিলেন, "দাদা যদি মানসিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন, আমি ইহ জন্মে তাঁহার মুখ দেখিব না। মানসিংহের কি জাতি আছে?"

সন্ন্যাসী পূর্ব্বেই জানিতেন যে, বিমলা সামান্য বালিকা নহেন। মুসলমানদিগের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা। তখনও তাহার পরিচয় পাইলেন।

পরে সন্ন্যাসী বিদায় হইয়া বাহিরে গেলেন। এবং রতন সিংহের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন, দুর্গে যাইতেং রাত্রি হইল।

---

৫ অধ্যায়।

আমাদের সন্ন্যাসী সকল কর্ম্মে মজবুত। তিনি এখন ঘটকের কার্য্য-ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, অমর সিংহ এ প্রণয়ব্রতে এই প্রথম ব্রতী; এই তাঁহার প্রথমানুরাগ; আর এই প্রথমানুরাগ অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। বিমলা কুলে মানে গুণে সকল বিষয়ে তাঁহার যোগ্যা। সন্ন্যাসী এখন ঘটকালি আরম্ভ করিলেন। তিনি অমর সিংহের সঙ্গে কমলমিরে ফিরিয়া গেলেন। অমর সিংহের মাতা, ভগিনী ও ভ্রাতারা অমর সিংহের পরিবর্ত্ত ভাব দেখিলেন। তিনি যেন সদাই অন্যমনস্ক। সদাই যেন কিছু ভাবেন। পরিবারস্থ সকলে মনে করিলেন, ভাবি যুদ্ধ বিষয়ের ভাবনায় তিনি সর্ব্বদা ভাবিত। কিন্তু তিনি মনেং কি ভাবেন, তাহা কেবল সন্ন্যাসী ঠাকুর জানেন, আর আমরা জানি। যুবরাজ সন্ন্যাসীর নিকট সমুদায় বলিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার মতানুসারে তাঁহার মাতা পিতাকে বলিলেন, তাঁহারা এ বিবাহে সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রতাপ সিংহ বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যত দিন চিতোর উদ্ধার না করিতে পারিব, তত দিন সিংহাসনে বসিব না, স্বর্ণপাত্রে আহার করিব না; অট্টালিকায় বাস করিব না; অমরও আমার সঙ্গে তদ্রূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবে এখন এ বিবাহ হইলে অমর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে কেমনে?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "এখন যদি সমস্তই স্থির হইয়া থাকে, না হয় যুদ্ধের পরেই বিবাহ হইবে।"

প্রতাপ। এ যুদ্ধে যে চিতোর অধিকার হইবে, তাহার বিশ্বাস কি?

সন্ন্যাসী। তাহাতে কি আবার সংশয় করিতেছেন? দেশের সমস্ত লোক যবনের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, যে

সকল রাজপুতেরা যবনের পদানত হইয়াছেন, তাঁহারাও বিরক্ত ; আর আমি নিশ্চয় জানি, মানসিংহ কেবল চল্লিশ সহস্র সৈন্য লইয়া আসিতেছেন।

প্রতাপ। আমাদের সৈন্যবল তাহার অধিক হইলেও আমার জয় আশা হইতেছে না, কেননা যে সকল পর্ব্বতীয় ভিল জাতিকে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহারা সকলেই অশিক্ষিত। শিক্ষিত সহস্র সৈন্য অশিক্ষিত দশ সহস্রের তুল্য।

সন্ন্যাসী। তা আপনি সংশয় করিবেন না। এ জগতে সত্যের জয়।

প্রতাপ। আমার সেই এক ভরসা। আমি স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিব, আর যবনেরা পররাজ্য লোভে যুদ্ধ করিবে।—ভাল কথা, তোমার পিসি এখন কোথায় আছেন ?

সন্ন্যাসী। তাঁহাকে দিল্লীতে দেখিয়া আসিয়াছি।

প্রতাপ। তাঁহার ছেলেটী কত বড় হইয়াছে ?

সন্ন্যাসী। দশ বৎসরের হইয়াছে।

প্রতাপ। দুর্গাদাস একজন প্রকৃত বীর ছিলেন,—তিনি থাকিলে আমার দ্বিগুণ সাহস হইত। ভাল, আকবর কি তোমার পিসিকে কিছু জায়গীর দিবে ?

সন্ন্যাসী। পিসি ত অনেক চেষ্টা করিতেছেন, শুনিয়াছি, পাইবার আশা আছে।

প্রতাপ। তাঁহার দিল্লীতে থাকা ভাল দেখায় না।

সন্ন্যাসী। আমি তাঁহাকে তাহা বলিয়াছি, তিনি দিল্লী ছাড়িতে চাহেন না।

প্রতাপ। অনুপ সিংহের সঙ্গে তোমার পিসির না কি সুবাদ আছে ?

সন্ন্যাসী। আমার পিসা অনুপ সিংহের মামাত ভাই।—অনুপ সিংহের সঙ্গে মিরজা খাঁ কি রূপ কুব্যবহার করিয়াছে, তাহা বোধ হয়, আপনি শুনিয়াছেন ?

প্রতাপ। অনুপ সিংহ আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন। আমি হইলে যবনের গলা কাটিতাম।

সন্ন্যাসী। তিনি বড় ধীরস্বভাব, তাঁহার প্রায় ক্রোধ হয় না।

প্রতাপ। তাঁহার মেয়েটী বিলক্ষণ সুন্দরী।

সন্ন্যাসী। এমন সুন্দরী রাজপুতানায় দুটী নাই। গুণও তেমনি। লেখা পড়া উত্তম জানেন, আর দেশের প্রতি যেমন অনুরাগ, যবনের প্রতি তেমনি ঘৃণা।

প্রতাপ। ইহা শুনিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। আজি যদি আমি চিতোরের সিংহাসনে থাকিতাম, অবিলম্বে বিমলার সঙ্গে অমরের বিবাহ দিতাম।

সন্ন্যাসী। মহারাজ, বিলম্ব করুন, আপনি চিতোরের সিংহাসনে না বসিয়া মরিবেন না। আপনাকে যতদিন চিতোরের অধিপতি না করিতে পারি, ততদিন এ বেশ পরিত্যাগ করিব না। আপনার—দেশের উপকারার্থ এ জীবন দান করিব।

প্রতাপ। তোমার ন্যায় দেশহিতৈষী রাজপুতেরা যদি আমার সঙ্গে প্রাণ দিতে প্রস্তুত না হইতেন, আমি এ দুঃসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম না। ভগবান, আমি তোমার নিকট অতীব বাধ্য—আমি তোমার ঋণ ইহ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না।

সন্ন্যাসী। ও কথা উল্লেখ করিবেন না, আমি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিতেছি—আপনার নিকট রাজপুতানা চির ঋণী থাকিবে।

প্রতাপ। তবে তুমি কল্য অনুপ সিংহের বাটীতে যাও, দেখ, তিনি এ বিবাহে মত দেন কি না? আর তিনি কতকগুলিন অস্ত্র শস্ত্র আমাকে পাঠাইয়া দিবেন, বলিয়াছিলেন, সে গুলিন শীঘ্র পাঠাইতে বলিও।

অনন্তর সন্ন্যাসী বিদায় হইলেন।

আমাদের সন্ন্যাসীর নাম ভগবান। ইনি এক জন দেশহিতৈষী রাজপুত। ইনি সন্ন্যাসী. বেশে দিল্লীতে গমনাগমন করেন, ও দেশহিতৈষী রাজপুতদিগের নিকট হইতে দিল্লীর গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রতাপ সিংহকে জ্ঞাত করেন। ইহাঁর পিসার নাম দুর্গাদাস, তিনি প্রতাপ সিংহের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মরণান্তে আকবর সাহ মানসিংহের পরামর্শে তাঁহার জায়গীর বাজেআপ্ত করেন, দুর্গাদাসের একটী পুত্র সন্তান আছে—বয়ঃক্রম দশ বৎসর, দুর্গাদাসের স্ত্রীর নাম অলকাদেবী, অলকাদেবীর বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চ ত্রিংশ বৎসর, ইনি দিল্লীতেই প্রায় থাকেন। তথায় থাকিয়া ওমরাওদিগের দ্বারা জায়গীর পুনরায় পাইবার চেষ্টায় আছেন। কখনং পূর্ব্বনিবাস গোবিন্দপুরে যাইয়া থাকেন। অলকাদেবী সচরাচর সম্রাট আকবরের ও দিল্লীস্থ প্রধানং ওমরাওদের অন্তঃপুরে গমনাগমন করেন, ওমরাওরাও তাঁহার বাটীতে আসিয়া থাকেন।

সান্ত্বনা।

পৃথিবীতে শারীরিক পীড়া দূর করণোপযোগী নানাবিধ ঔষধি আছে বটে, কিন্তু ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যাহাতে মানসিক রোগের উপশম হইতে পারে, এরূপ উপায় অত্যন্ত বিরল। পণ্ডিতেরা বলেন, প্রজ্ঞাই মানসিক পীড়ার এক মাত্র অব্যর্থ ঔষধি, কিন্তু আক্ষেপের এই যে, ঐ ঔষধি সেবনের সাধ্য কেবল অতি অল্প সঙ্খ্যক জ্ঞানি ব্যক্তিরই আছে। অধিকন্তু আমরা অনেক প্রজ্ঞাভিমানি মহোদয়কে শোক, দুঃখ ও বিপদের সময় প্রজ্ঞারহিত হইয়া দুঃখে অভিভূত হইতে দেখিয়াছি। মনুষ্যকে অনেক প্রকার মানসিক পীড়ায় যন্ত্রণা পাইতে দেখা যায়। ঐ সকল প্রকার রোগের ঔষধ নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। আমরা এই স্থলে কেবল এক প্রকার মানসিক পীড়ার (শোকের) উপশমের উপায় যথাসাধ্য নির্ণয় করিতে যত্ন করিব।

শোক অতি গুরুতর মানসিক পীড়া। কোন দুর্দ্দৈববশতঃ অতুল ঐশ্বর্য্য হারাইলে মনে যতই কেন কষ্ট হউক না, অতি বিস্তীর্ণ প্রজাপরিপূর্ণ রাজ্য নষ্ট হইলে যতই কেন আক্ষেপ হউক না, কোন গুরুতর অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে মন যতই কেন নিরাশ হউক না, মানের হানি হইলে মনে যতই কেন ধিক্কার হউক না এবং অতি যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় ক্লেশ পাইলে মন যতই কেন অস্থির হউক না। এক মাত্র পুত্র কালের করাল করে নিপতিত হইলে স্নেহময়ী জননীর মন যেরূপ দুঃখাভীভূত হয়, প্রাণসম প্রিয়তম স্বামীর মরণে পতিব্রতা রমণীর মনে শোকানল যেরূপ প্রজ্জ্বলিত হয়, প্রিয়তম বন্ধু পরলোকে গমন করিলে বন্ধুর মন দুঃখে যেরূপ অস্থির হয়, তাহার সহিত উপরোক্ত শোক, দুঃখ, যন্ত্রণার ও আক্ষেপে তুলনা কোন রূপেই সম্ভবে না।

পুনশ্চ, অন্য সকল প্রকার মানসিক পীড়া অপেক্ষা মনুষ্যের শোকরূপ পীড়াগ্রস্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা। অনেকে ধন, মান, রাজ্য না হারাইয়াও পরলোকে গমন করিয়া থাকেন, অনেকে অতি কষ্টপ্রদ পীড়াগ্রস্ত না হইয়াও জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, কিন্তু শোকপরিচিত না হইয়া এই পৃথিবী পরিত্যাগ করা প্রায় কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

এমন গুরুতর ও সাধারণ পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন আমরা একবারে অভিভূত ও হতজ্ঞান না হই, এই নিমিত্ত প্রথমতঃ, আমাদিগের ইহা স্মরণে রাখা উচিত যে, আমাদিগের জনক কি জননী, স্ত্রী কি স্বামী, পুত্র কি কন্যা, আত্মীয় কি সুহৃদ, সকলেই মৃত্যুর অধীন। সুতরাং যদ্যপি অগ্রে আমাদিগের মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে অবশ্যই তাঁহাদিগের মৃত্যু দেখিতে হইবে। এরূপ চিন্তা করিলে আমাদিগের আত্মীয় কি বন্ধুর মৃত্যুর নিমিত্ত আমরা এক প্রকার প্রস্তুত হইয়া থাকিব, এবং সেই বিষম বিপদ উপস্থিত হইলে দুঃখ—ভয়ানক দুঃখ অবশ্যই হইবে, কিন্তু সেই দুঃখে আমরা আর হতজ্ঞান বা অভিভূত হইব না, কিম্বা জলধি জীবনে ঝাঁপ দিয়া বা অনাহারে আপনাদিগের প্রাণনষ্ট করিতে আর কৃতসঙ্কল্প হইব না। কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই এই গুরুতর বিষয়টী সম্পূর্ণ রূপে ভুলিয়া থাকি। এই সংসারের আমোদ ও অল্পকালস্থায়ী সুখ আমাদিগের জ্ঞানচক্ষু একবারে অন্ধ করিয়া রাখে। আমরা উন্মত্তের ন্যায় কাল যাপন করি, মৃত্যু, পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা প্রায়ই করি না। সেই নিমিত্তই ঈশ্বর সময়ে সময়ে আমাদিগকে আঘাত করিয়া চেতনা প্রদান করেন, সেই নিমিত্তই সুলেমান বলিয়াছেন, "ভোজনগৃহে যাওয়া অপেক্ষা বিলাপগৃহে যাওয়া ভাল।" আমাদিগের পরিচিত ও আমাদিগের প্রতিবাসিদিগকে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিতে দেখি। কিন্তু শীঘ্রই আমরা তাঁহাদিগের মৃত্যু বিষয় বিস্মৃত হই। শীঘ্রই আবার আমরা মৃত্যুচিন্তারহিত হইয়া জীবন

অতিবাহিত করি। এবং এই জন্যই যখন আমাদিগের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন একবারে হতজ্ঞান ও বিস্মৃত হইয়া দুঃখে অভিভূত হই। এবং আয়ূবের ভার্য্যার ন্যায় হয়ত ঈশ্বরকে নির্দয় ও নিষ্ঠুর বিবেচনা করিয়া বিষম পাপপঙ্কে পতিত হই। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেই যে মৃত্যুর অধীন, ইহা যদি আমরা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া রাখি, তাহা হইলে আত্মীয় বা সুহৃদের মৃত্যু উপস্থিত হইলে, বোধ হয়, কখনই ওরূপ অস্থির বা বিচলিত হইব না।

দ্বিতীয়তঃ, সময়ই শোক রোগ আরোগ্য করিবার উপযুক্ত বৈদ্য। সময়ে কেন যে আমাদিগের শোক ও দুঃখের হ্রাস হয়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরাও ইহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা জানি যে, কালসহকারে শোক ক্রমশঃ হ্রাস পায়। অদ্য যে জননীকে পুত্র শোকে অভীভূতা হইয়া পাগলিনীর ন্যায় চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাষাইতে ও কেশ ছিন্ন করিতে দেখা যায়, তিনিই আবার কিছু দিন পরে অন্য সন্তানের জন্মোপলক্ষে এরূপ আমোদে রত হন যে, বোধ হয়, যেন পুত্র শোক তাঁহার কখন উপস্থিত হয় নাই, এবং মৃত্যু যে পুত্রকে তাঁহার ক্রোড়হইতে অপহরণ করিতে পারে, এরূপ চিন্তাও কখন তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু অনেকে আপনাদিগের আত্মীয় বা সুহৃদের মৃত্যু সময়ে হয় তাঁহাদিগের আকৃতি, নয় অন্য কোন স্মরণার্থক চিহ্ন অতি যত্ন সহকারে নিকটে রাখেন, এবং সময়ে সময়ে সেই সকল অবলোকন করিয়া সময়ের কার্য্যের বাধা দিয়া থাকেন। এই রূপে সময়কে তাহার কার্য্য সাধনে বাধা না দিয়া বরং তাহাকে সাহায্য করাই যুক্তিসিদ্ধ, কারণ ইহাই বোধ হয়, পরমেশ্বরের অভিমত ও নৈসর্গিক নিয়ম।

তৃতীয়তঃ, মৃতদিগের নিমিত্ত আমাদিগের শোক ও বিলাপ নিষ্ফল। কারণ হৃদয়নন্দন মৃত্যুদ্বারা ক্রোড়হইতে অপনীত হইলে জননী যতই কেন নেত্রজল নিপাতিত করুন না, যতই কেন মস্তকের কেশ ছিন্ন করুন না, যতই কেন নির্জ্জনে চিন্তা করুন না, কোন মতেই সেই পুত্রকে এই পৃথিবীতে আর ফিরিয়া পাইবেন না,। এবং স্বামীর বিরহে স্ত্রী যতই কেন দুঃখ প্রকাশ করুন না, কিছুতেই আর সেই মৃত পতি এই জগতে পুনঃ প্রাপ্তা হইবেন না। অধিকন্তু যাঁহাদিগের নিমিত্ত আমরা শোক ও বিলাপ করি, তাঁহারা বোধ হয়, সেই সকল দর্শন বা শ্রবণ করেন না। তবে আমাদিগের মৃত আত্মীয়ের নিমিত্ত বিলাপ করিয়া স্বাস্থ্যের হানি করা নিতান্ত অযুক্তিযুক্ত ও নিষ্ফল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, মৃত্যুকে বিপদের কারণ বিবেচনা না করিয়া বরং সম্পদের হেতু জ্ঞান করা উচিত। কিন্তু এই রূপ বিবেচনায় সর্ব্ব প্রকার শোকার্ত্তের মনে সান্ত্বনা সম্ভবে না। পৃথিবীতে শোকার্ত্ত দুই প্রকার। এক প্রকার শোকার্ত্তেরা, তাঁহাদিগের আত্মীয় বা সুহৃদ আর কিছু দিন বাঁচিলে তাঁহাদিগের অনেক উপকার হইত, কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুপ্রযুক্ত

তাঁহারা সেই উপকারে বঞ্চিত হইয়াছেন, বলিয়াই শোক ও বিলাপ করেন। এরূপ শোকার্ত্তেরা মৃত্যুকে কখনই সম্পদের কারণ বিবেচনা করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে এরূপ সান্ত্বনাও সম্ভবে না। সময়ে তাঁহাদিগের শোক দূরীভূত হইবে। কিন্তু অন্য প্রকার শোকার্ত্তেরা, এরূপ স্বার্থপরতা বশতঃ নহে, কিন্তু তাঁহাদিগের মৃত আত্মীয় বা সুহৃদদিগকে আর দেখিতে পাইবেন না বলিয়াই শোক ও বিলাপ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে মৃত্যুকে সম্পদের হেতু জ্ঞান করা বড় কঠিন নহে। এই পৃথিবী কি পরীক্ষা, দুঃখ, পীড়া, পাপ, যন্ত্রণা ও বিপদের স্থল নহে? ইহার সুখ কি অল্পকাল স্থায়ী ও দুঃখের সহিত মিশ্রিত নহে? অন্য দিকে স্বর্গ কি সুখের—বিমল চিরস্থায়ী সুখের স্থান নহে? তথায় ঈশ্বরের মুখ অবলোকন ও তাঁহার চরণ উপবেশন করিয়া ভক্তগণের মন কি পবিত্রতা ও অপার আনন্দে পূর্ণ হয় না? আমরা সকলেই কি সেই স্থানে যাইতে বাসনা করি না? তবে যে মৃত্যু আমাদিগকে এই পাপ, দুঃখ ও ক্লেশপূর্ণ কারাগার স্বরূপ পৃথিবী হইতে মুক্ত করিয়া সেই অভিলষিত স্থানে লইয়া যায়, তাহাকে কি আমরা বিপদের ও আশঙ্কার কারণ বিবেচনা করিব? তাহা করা কখনই উচিত নহে।

পঞ্চমতঃ, যীশু শান্তির রাজা, তিনি শান্তির আকর। শোকের সময়, বিপদের সময়, দুঃখের সময় তাঁহার চরণ ধারণ করিলে তিনি অবশ্যই আপনার পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদিগের মনে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন, কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। "তাবৎ ঘটনা মিলিয়া ভক্তগণের মঙ্গল সাধন করে।" অতএব ঈশ্বর যে আমাদিগকে আঘাত করিয়াছেন, অবশ্যই মঙ্গলের নিমিত্তই করিয়াছেন, এই রূপ চিন্তা করিয়া বিপদের সময়, শোকের সময় তাঁহারই শরণাগত হওয়া উচিত, তাহা হইলে দুঃখ অবশ্যই দূর হইবে, সান্ত্বনা অবশ্যই পাইব, মন অবশ্যই সুস্থির হইবে।

অবশেষে, আমাদিগের কি মৃত আত্মীয় বা সুহৃদকে পুনর্ব্বার দেখিবার ভরসা নাই? তাঁহারা কি একবারেই ধ্বংস হইয়াছেন? যাঁহারা পরকালে মানেন, যাঁহারা খ্রীষ্টেতে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এরূপ চিন্তা কখনই সম্ভবে না। তাঁহারা অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন যে, তাঁহাদিগের মৃত আত্মীয় ও সুহৃদগণ স্বর্গে ঈশ্বরের নিকটে অতি সুখে কাল যাপন করিতেছেন, সেই স্থানে তাঁহারাও শীঘ্র হউক বা বিলম্বেই হউক, অবশ্যই গমন করিবেন। এবং যে আত্মীয়গণের নিমিত্ত শোক ও বিলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত চিরকাল সুখে ও আনন্দে বাস করিবেন। তথায় গমন করিলে আর স্নেহময়ী জননীকে পুত্র শোকে নেত্র জল নিপাপিত করিতে হইবে না, আর পতিব্রতা রমণীকে স্বামী শোকে কাতরা হইতে হইবে না। এবং বন্ধুকেও আর মিত্রশোকে অস্থির হইতে হইবে না, সকলেই একত্র হইয়া চিরকালের জন্য স্বর্গের বিমল সুখ সম্ভোগ করিবেন।

মরিল অকালে আজি প্রাণের কুমার।
আশালতা শুখাইল, সব সুখ ফুরাইল,
সে চাঁদ বদন আমি হেরিব না আর;
কি কাজ বল না রাখি জীবন অসার?

শমন সদনে স্বামী করিল গমন।
কি সুখে বাঁচিয়া রই, জানি নাকো স্বামী বই,
নিদারুণ বিধি তাঁরে করিল হরণ;
যাইবে যাতনা যবে যাইবে জীবন॥

হরিল কৃতান্ত আজি প্রিয় বন্ধুবরে।
কাহারে মনের কথা, কাহারে মনের ব্যথা,
জানাইব আমি আর অবনী মাঝারে।
শোক সিন্ধু উথলিছে আকুল অন্তরে॥

কাঁদিছ জননী তুমি পুত্র হারাইয়া।
দেখ যীশু ক্রোড়পরে, তব শিশু হাস্য করে,
স্বর্গের বিমল সুখ সম্ভোগ করিয়া;
পাইবে নন্দনে তুমি তথায় যাইয়া॥

কাঁদিছ রমণী তুমি স্বামীর কারণ।
স্মরিলে যীশুর কথা, ঘুচিবে মনের ব্যথা,
"বিধবার স্বামি আমি জীবের জীবন।
পিতৃ হীনপিতা আমি পতিত পাবন।"

কাঁদিছ মানব তুমি বন্ধুর লাগিয়া।
শোক সম্বরণ কর, যীশুর চরণ ধর,
তুষিবেন শান্তিরাজ শান্তি বিতরিয়া,
আনন্দে মোহিত হবে শোকদগ্ধহিয়া॥

কোরাণ।

(২ সুরাএ বাকর্—২ অধ্যায়—গাভী।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

৬৪ আর ইহাও অবগত আছ যে, তোমাদিগের মধ্যে যাহারা সপ্তাহের দিনে (অর্থাৎ বিশ্রাম দিনে) অন্যায় আচরণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে আমরা কহিলাম যে, তোমরা অভিশাপ প্রাপ্ত পূর্ব্বক বানর হইয়া যাও।

৬৫ তৎপরে আমরা ইহা ঐ নগরস্থ সম্মুখবর্ত্তী (বর্ত্তমান) লোকদের এবং পশ্চাৎ কালের লোকদিগের, সতর্ক হইবার (এক চিহ্ন স্বরূপ) রাখিলাম, এবং (ধর্ম্ম) ভয়ে ভীত লোকের উপদেশ (স্বরূপ) করিয়া রাখিলাম।

৬৬ এবং যখন মূসা আপনার লোকদিগকে কহিলেন যে, পরমেশ্বর তোমাদিগকে এক গাভী বলিদান করিতে আজ্ঞা করিতেছেন, ইহাতে (তাহারা) বলিল, তুমি কি আমাদিগের সহিত পরিহাস করিতেছ? (মূসা) কহিলেন, পরমেশ্বর রক্ষা করুন, (যেন) আমি (এমত কার্য্য) করত নির্ব্বোধ লোকসদৃশ না হই।

৬৭ (তাহারা) বলিল, আপনার প্রভুর নিকটে আমাদিগের নিমিত্তে প্রার্থনা কর, যেন (তিনি) আমাদিগকে ঐ (গাভী) কি প্রকার, তাহা অবগত করেন; (মূসা) কহিলেন, তিনি আজ্ঞা করিতেছেন, যে ঐ গাভী এরূপ যে, তাহা প্রাচীনাও নহে, এবং বক্নাও নহে, (কিন্তু) ঐ উভয়ের মধ্য (অবস্থা

বিশিষ্টা); এক্ষণে তোমাদিগের প্রতি আজ্ঞানুসারে কার্য্য সমাধা কর।

৬৮ (তাহারা) বলিল, আপনার প্রভুর নিকটে আমাদিগের নিমিত্তে প্রার্থনা কর, (যেন তিনি) আমাদিগকে উহার বর্ণ বিষয় অবগত করেন; (মূসা) কহিলেন, তিনি আজ্ঞা করিতেছেন, ঐ গাভী উজ্জ্বল পীতবর্ণ (বিশিষ্টা এবং) দর্শন কারীর সন্তোষজনক।

৬৯ (তাহারা) বলিল, আমাদিগের নিমিত্তে আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর, (যেন তিনি) ঐ গাভী, গবীবর্গ মধ্যে কোন্ বিশেষ শ্রেণীভুক্তা, তাহা আমাদিগকে অবগত করান, যেহেতুক আমাদিগের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আর পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে আমরা (তাহা নির্ণয় করিবার বিশেষ) পথ প্রাপ্ত হইব।

৭০ (মূসা) কহিলেন, তিনি এই আজ্ঞা করিতেছেন যে, ঐ গাভী ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক, অথবা ক্ষেত্রোপরি জল আনয়ন পূর্ব্বক পরিশ্রমকারিণী নহে; শরীরে পুষ্টিবিশিষ্টা এবং অঙ্গে অঙ্ক-বিহীনা। (ইহাতে) তাহারা বলিল, এক্ষণে তুমি প্রকৃত কথা ব্যক্ত করিয়াছ; পরে তাহারা উহাকে বলিদান করিল, এবং তাহারা যে ঐ কার্য্য সমাধা করিবে, এমত বোধ হইতেছিল না।

৭১ আর যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে সংহার করিয়া এক জন অন্যের উপর দোষারোপ করিতেছিলা, এবং যখন তোমরা (ঐ কার্য্য) গোপন করিতে-ছিলা, তখন পরমেশ্বর তাহা প্রকাশ করিলেন।

৭২ পরে আমরা কহিলাম, ঐ গাভীর ক্ষুদ্রাংশ লইয়া এই মৃতদেহের উপর আঘাত কর, এই রূপে পরমেশ্বর মৃত ব্যক্তিদিগকে সজীব করিবেন, এবং তোমরা যেন্ বুঝিতে পার, এজন্য তিনি আপনার (কার্য্যের) আদর্শস্বরূপ (ইহা দ্বারায়) তোমাদিগকে দেখাইলেন।

৭৩ এই সমস্ত হইলে পর তোমা-দিগের হৃদয় কঠিন হইয়া উঠিল, সে এমত হইল যে, প্রস্তরবৎ, বরং তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন, (যেহেতুক) প্রস্তর মধ্যে এমন স্থলও আছে, যাহা হইতে স্রোতের উৎই নির্গত হইয়াছে এবং তন্মধ্যেও এমন স্থানও আছে, যাহা বিভঙ্গ হইলে বারি নির্গত হইয়া পড়ে, আর উহার মধ্যে এ প্রকারও আছে, যাহা ঈশ্বরভয়ে ভীত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া পড়ে, পরমেশ্বর তোমা-দিগের কর্ম্ম বিষয়ে অমনোযোগী নহেন।

৭৪ হে মুসলমান সকল, তাহারা তোমাদিগের কথায় প্রত্যয় রাখিবে, এক্ষণে এমত আশা কেন অবলম্বন করিতেছ? আর তাহাদিগের মধ্যে এক প্রকার লোক ছিল, যাহারা পরমেশ্বরের ধর্ম্মবাণী শ্রবণ করিত, এবং তাহা প্রণিধান করিলে পর পরিবর্ত্তন করিত, এবং সে বিষয়েও তাহারা অবগত ছিল।

৭৫ আর তাহারা মুসলমানদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে বলিয়া থাকে যে, আমরা মুসলমান হইয়াছি, এবং বিরলে যখন আপনা আপনি একত্র হয়, তখন পরস্পর কহিয়া থাকে, যে পরমেশ্বর যাহা তোমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কেন উহাদিগকে বলি-

তেছ ? (তাহারা) তোমাদিগের প্রভুর সম্মুখে তাহা দ্বারায় তোমাদিগের উপর মিথ্যা আরোপ করিবে, ইহা কি তোমরা বুঝ না ?

৭৬ তাহারা যাহা গোপন করে এবং যাহা প্রকাশ করে সে (উভয় বিষয়ই) যে পরমেশ্বর জানেন, তাহারা ইহাও কি অবগত নহে ?

৭৭ তাহাদিগের মধ্যে অশিক্ষিত এবং (ধর্ম্ম) গ্রন্থ বিষয়ে অজ্ঞ লোক আছে, (যাহারা) নিজাভিলাষ পূর্ণ করণ পূর্ব্বক আপনাদিগের কল্পনানুসারে অবর্ত্তমান (এবং অলীক বিষয় রচনা করিয়াছে।)

৭৮ যাহারা নিজ হস্তে গ্রন্থ লিখিয়া ইহা পরমেশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে, এমত কথা কহে, এবং তাহা স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদিগের দুর্গতি হইবে, তাহাদিগের স্বহস্তে উহা লিখন জন্য দুর্গতি হইবে, এবং এই রূপে আপনাদিগের অর্থ উপার্জ্জন জন্য দুর্গতি হইবে।

৭৯ এবং তাহারা বলিয়া থাকে, গণনার কয় দিবস বিনা অগ্নি আমাদিগের গাত্র স্পর্শ করিতে পারিবে না ; তুমি বল, তোমরা কি ঐ (বিষয়ে) পরমেশ্বরের নিকট হইতে অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়াছ ? তাহা হইলে পরমেশ্বর নিজ অঙ্গীকারের বিপরীত কার্য্য কখনই করিবেন না ; তোমরা এই বিষয়ে (যথার্থ রূপে) অবগত না হইয়া পরমেশ্বরের সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেছ।

৮০ পাপাচারী এবং নিজ পাপকর্ত্তৃক বেষ্টিত লোকেরাই কেবল নরক যোগ্য, এবং সে স্থানেই তাহারা পতিত রহিবে।

৮১ এবং যাহারা বিশ্বাসী ও সদাচারী, তাহারাই স্বর্গ যোগ্য, এবং সে স্থানেই অবস্থিতি করিবে।

৮২ পরমেশ্বর বিনা আর কাহারও উপাসনা করিবা না, এবং পিতা, মাতা, আত্মীয় ও স্বজন, পিতৃ মাতৃ হীন বালক ও বালিকা, এবং দীন দরিদ্র লোকের প্রতি, দয়ার সহিত সদাচার করিবা ; এবং সাধারণ লোকের প্রতি সৎবাক্য বলিবা ; প্রার্থনায় সদা আসক্ত থাকিবা এবং দান কার্য্যে রত হইবা, ইহা বলিয়া আমরা ইস্রায়েলীয় বংশের নিয়মাঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম, (তাহা স্মরণ কর) কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে স্বল্প সংখ্যা বিনা আর সকলে (এই নিয়ম হইতে) পরাঙ্মুখ হইল এবং তদ্বিষয়েও তোমরা সচেতন ছিলা না।

৮৩ আর যখন আমরা তোমাদের অঙ্গীকার নিয়ম গ্রহণ করিলাম যে, তোমরা আত্মীয় স্বজনকে বধ করিবা না, এবং পরস্পরকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিবা না, এবং এই নিয়ম যে তোমরা স্বীকার করিয়াছিলা, তাহাও অবগত আছ।

৮৪ তৎপরে তোমরা আত্মীয় স্বজনকে বধ করিতে লাগিলা, এবং সহ ভ্রাতৃগণের মধ্যে অনেককে নিজ বাসস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিলা, এবং তাহাদিগের উপরে পাপাচার ও অত্যাচারের সহিত বল প্রকাশ করিতে লাগিলা কিন্তু যদ্যপি তাহাদিগের মধ্যে কেহ২ তোমাদিগের নিকটে বন্দি সদৃশ আইসে, তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে মুক্তি

দান করিয়া থাক, এবং এমন ব্যক্তিদিগকে অন্তর করা তোমাদিগের পক্ষে পাপযুক্ত নিষিদ্ধ কার্য্য, এই রূপে তোমরা ধর্ম্মগ্রন্থের কিয়দংশ মান্য কর, এবং অবশিষ্টাংশ অগ্রাহ্য করিয়া থাক, এবং এই রূপ আচার বিশিষ্ট লোকদের প্রতি অন্য দণ্ড না হইয়া এই জাগতিক জীবদ্দশায় লজ্জা, এবং মহাবিচারের দিন আগত হইলে অতিবড় গুরুতর দণ্ড প্রদত্ত হইবে, কারণ পরমেশ্বর তোমাদিগের কর্ম্ম বিষয়ে অমনোযোগী নহেন।

৮৫ এমত ব্যক্তি পারলৌকিক বিষয়ের দ্বারা কেবল জাগতিক জীবদ্দশা ক্রয়কারীর সদৃশ, এ জন্য তাহাদিগের দণ্ড স্বল্প হইবে না, এবং তাহাদিগকে কোন সাহায্য দত্ত হইবে না।

৮৬ আর আমরা মূসাকে ধর্ম্মগ্রন্থ দান করিলাম; এবং তাহার পশ্চাৎ ক্রমান্বয়ে প্রেরিতদিগকে প্রেরণ করিলাম এবং মরিয়মের পুত্র ইসাকে সর্ব্বপ্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়া দান করিলাম, এবং পবিত্র আত্মার দ্বারায় সবল করিলাম। যখন কোন প্রেরিত তোমাদিগের নিকটে তোমাদিগের মনের অনভিলষিত বিষয় আনয়ন করে, তখন তোমরা অহঙ্কার পূর্ব্বক (তাহাকে) অস্বীকার করিয়া থাক; এবং এক জনসমূহের প্রতি দোষারোপ করত অন্য জনসমূহকে সংহার করিয়া থাক।

৮৭ (তাহারা) বলিয়া থাকে, আমাদিগের হৃদয়েতে পাপগ্লানি আছে, তাহাদিগেরই প্রতি অবিশ্বাসপ্রযুক্ত ঈশ্বরের অভিসম্পাত আসিবে, এজন্য আমরা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেছি।

৮৮ আর যখন (ধর্ম্মগ্রন্থ) পরমেশ্বরের নিকট হইতে তাহাদিগের কাছে আসিল, (যে ধর্ম্মগ্রন্থ) তাহাদিগের নিকটস্থ ধর্ম্মপুস্তককে সত্য বলিয়া প্রমাণ দিতেছে, তাহারা অবিশ্বাসী লোকের বিরুদ্ধে অগ্রে সাহায্য যাচ্ঞা করিলেও পরে যখন তাহাদিগের মনোনীত বিষয় আসিল, তাহারা তাহা বিশ্বাস করিল না; এ জন্য অপ্রত্যয়কারীদিগের উপর পরমেশ্বরের অভিসম্পাত আছে।

৮৯ তাহারা বহুমূল্য দ্বারা আপনাদিগের জীবন ক্রয় করিয়াছে, যে পরমেশ্বর প্রদত্ত ধর্ম্মগ্রন্থকে স্বীকার করিল না, পরমেশ্বর নিজ মনোনীত দাসদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করিয়া থাকেন, এই বিশেষ কারণ জন্য, তন্নিমিত্তে ক্রোধের উপর ক্রোধ তাহারা আপনাদিগের উপর আনয়ন করিল, এবং অবিশ্বাসীরা অতিশয় লজ্জাজনক দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

৯০ আর যখন কেহ বলে, পরমেশ্বর যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহা মান্য কর, (তাহারা) উত্তর করে, যাহা আমাদিগের প্রতি দত্ত হইয়াছে, তাহা মান্য করি, এবং তাহারা তৎপরে প্রকাশিত এবং প্রকৃত রূপে যথার্থ মত, যাহা, তাহাদিগের নিকটস্থ (ধর্ম্মগ্রন্থকে) সত্য বলিয়া জানাইতেছে, তাহাকেও অগ্রাহ্য করে, (তুমি) বল, যদ্যপি তোমরা সত্য বিশ্বাসী হও, তবে কি কারণ জন্য পরমেশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে সংহার করিতেছ?

৯১ পূর্ব্বকালে মূসা প্রকাশমান আশ্চর্য্য কার্য্যের সহিত তোমাদিগের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তোমরা তৎপরে

(অর্চ্চনা জন্য) এক গোশাবক লইয়া অপরাধী হইলা।

৯২ এবং আমরা যখন তোমাদিগের অঙ্গীকার নিয়ম গ্রহন করত, এবং তোমাদিগের উপরে পর্ব্বত উচ্চ করিয়া কহিলাম, আমাদিগের প্রদত্ত (ব্যবস্থা) যত্ন সহকারে গ্রহণ কর, এবং শ্রবণ কর, তাহারা বলিল, আমরা শুনিয়াছি এবং অমান্যও করিয়াছি; এবং তাহারা নিজ অবিশ্বাস জন্য ঐ গোশাবক পান করত হৃদয়ে (ধারণ) করিতে (বাধ্য হইয়াছিল)। তুমি বল, যদ্যপি তোমরা ভক্তিমান ব্যক্তি হও, তোমাদিগের ঐ ভক্তি তোমাদিগকে এক দুঃখদায়ক বিষয় শিক্ষা দিয়াছে।

৯৩ তুমি বল, মানব বর্গের মধ্যে অন্য লোক বিনা যদ্যপি ঈশ্বরের সন্নিধানে ভাবিকালের গৃহ তোমাদিগেরই নিমিত্তে বিশেষরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে সত্যবাদী হইলে মৃত্যুজন্য প্রার্থনা কর।

৯৪ কিন্তু তাহাদিগের হস্ত যাহা পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার জন্যই তাহারা এ রূপ প্রার্থনা কখনই করিবে না, পরমেশ্বর সমস্ত পাপী লোককে উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন।

৯৫ আর তুমি দেখ, ঐ লোকেরা সমস্ত লোকাপেক্ষা, এবং দেবপূজক লোক অপেক্ষাও, জীবন বিষয়ে অধিকতর লোভাসক্ত। (তাহাদের মধ্যে কেহ২) সহস্র বৎসর আয়ু ভোগ জন্য অভিলাষী, তাহাদিগের আয়ু যদ্যপি এরূপ দীর্ঘ হয়, তাহা হইলেও দণ্ডবিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না; তাহারা যাহা করে, পরমেশ্বর সকলই দৃষ্টি করেন।

৯৬ তুমি বল, যে কেহ গাব্রিয়েলের শত্রু হইবে, কারণ তিনি পরমেশ্বরের অনুমত্যানুসারে এই (কোরাণ) ধর্ম্ম তোমার হৃদয়েতে আনয়ন করিলেন, (যে কোরাণ) পূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, এক পথদর্শক হইয়া ভক্তিমান লোকদিগের নিকট সুসম্বাদ প্রচার করে;

৯৭ যে কেহ পরমেশ্বরের, কিম্বা তাঁহার দূতগণের, কিম্বা তাঁহার প্রেরিতদিগের, কিম্বা গাব্রিয়েলের, কিম্বা মিখায়েলের শত্রু হইবে, তাহা হইলে পরমেশ্বর ঐ অবিশ্বাসীদিগের শত্রু আছেন।

৯৮ আর আমরা তোমার নিকটে (ধর্ম্মগ্রন্থের) প্রত্যক্ষ পদসমূহ প্রদান করিয়াছি, আর সে সকল আজ্ঞালঙ্ঘনকারী-লোক বিনা আর কেহ অবিশ্বাস করিবে না।

৯৯ তাহারা যখন এক অঙ্গীকার নিয়ম স্থাপন করে, তাহাদিগের মধ্যে এক দল সমূহ কি তাহা পরিত্যাগ করিবে? তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস অবলম্বন করে না।

১০০ আর যখন পরমেশ্বরের এক প্রেরিত ব্যক্তি তাহাদিগের নিকটে আসিয়া তাহাদিগের নিকটস্থ ধর্ম্মগ্রন্থকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিল, তাহাদিগের মধ্যে এক দলস্থ ব্যক্তি পরমেশ্বরের গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের পশ্চাদ্ভাগে নিক্ষেপ করিল, এবং সে বিষয়ে সচেতন ছিল না।

১০১ সুলেমান রাজার রাজ্যে শয়তান যে বিদ্যা পড়িত, তাহারা পশ্চাতে

ঐ বিদ্যার সাহায্য অবলম্বন করিল, সুলেমান অবিশ্বাসী হয় নাই, কিন্তু শয়তান এবং তাহার অনুচর অবিশ্বাস করিয়া লোকদিগকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিল ; এবং বাবিলের হারুৎ এবং মারুৎ-নামক দুই দূতকে যাহা প্রেরিত হইয়াছিল, (তাহাও) শিখাইল, আর যে পর্য্যন্ত তাহারা না বলিত যে, আমরা পরীক্ষক তুল্য, তাহারা তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিত না ; এ জন্য তুমি অবিশ্বাসী হইও না ; আর তাহারা যে বিদ্যা দ্বারা স্ত্রীপুরুষকে পৃথক করিত, তাহাও শিক্ষা দিত ; আর তাহারা পরমেশ্বরের অনুমতি বিনা কাহারও মধ্যে (বিচ্ছেদ দ্বারায়) অমঙ্গল করিতে পারিত না ; এবং যদ্দ্বারায় উহাদের হানি জন্মিত, এবং কিছুই লভ্য হইত না, এমত বিষয় শিক্ষা দিত ; এবং তাহারা অবগত ছিল যে, যাহারা ঐ বিদ্যা ক্রয় করিত, তাহাদিগের পরকালে কিছুই অধিকার হইবে না, এবং যদ্যপি তাহারা জানিতে পারিত যে, যাহার জন্য তাহারা আপনাদিগের আত্মা বিক্রয় করিয়াছে, সে অতি বড় মন্দ পদার্থ, (ইহা স্বীকার করিত ।)

১০২ এবং যদ্যপি তাহারা বুঝিতে পারিত, এবং ভক্তি সহকারে (পরমেশ্বরের) আজ্ঞানুবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে পরমেশ্বরের নিকট হইতে (যে পুরস্কার আইসে) তাহা শ্রেষ্ঠতর (বিবেচনা করত) পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক মনোনীত করিত ।

১০৩ হে ভক্তিমান লোকেরা, তোমরা রাইনা বলিও না কিন্তু উন্‌জুরণা বলিও, এবং শ্রবণ কর, অবিশ্বাসীদিগের বড় দুঃখ দায়ক প্রহার আছে । (রাইনা এবং উন্‌জুরণ এই দুইটা কথা আরবী ভাষায় সম্ভাষণ বাচক শব্দ, ইহার উভয়েরই একার্থ অর্থাৎ আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি কর) ।

১০৪ ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে, অথবা দেবপূজকদিগের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে, সেই উভয় লোকদিগের হৃদয়ের এ রূপ অভিলাষ নহে যে, তোমাদিগের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদিগের উপরে মঙ্গলসূচক বিষয় আইসে, কিন্তু পরমেশ্বর নিজ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনার অনুগ্রহ প্রদান করিয়া থাকেন ; যেহেতুক পরমেশ্বর অতিশয় দয়াময় ।

১০৫ আমরা যে পদ লোপ কিম্বা বাতিল করি, অথবা তোমাদিগকে বিস্মরণ করাই (তাহা হইলে) তাহার সমতুল্য অথবা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর (পদ) আনয়ন করিয়া থাকি, তুমি কি ইহা জ্ঞাত নহ যে, পরমেশ্বর সকলের উপরে ক্ষমতাপন্ন ?

১০৬ তুমি কি ইহা অবগত নহ যে, স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব পরমেশ্বরের, পরমেশ্বর বিনা তোমাদিগের নিমিত্তে আর কেহই রক্ষাকর্ত্তা কিম্বা সাহায্যদাতা নাই ?

১০৭ যাদৃশ লোকেরা পূর্ব্বকালে মুসার নিকটে প্রশ্ন করিত, তোমরা মুসলমান হইয়াও আপনাদিগের প্রেরিতের নিকটে তদ্রূপ প্রশ্ন আরম্ভ করিতে চাহ ? আর যে কেহ ভক্তির পরিবর্ত্তে অবিশ্বাস অবলম্বন করে, সে সরল পথ হইতে ভ্রান্ত।

শ্রীতারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

স্টিফেন্সনের জীবন চরিত।

আরব্য উপন্যাসের আলাদিনের প্রদীপে যে অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পাদিত হইত, তাহা এক্ষণে বিজ্ঞানদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক সত্য উপন্যাস অপেক্ষা আশ্চর্য্য! বাষ্পীয় শকটের দ্বারা দূরত্ব ও সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা লার্ড করনওয়ালিস্ পর্য্যটনের সকল উপকরণ সত্ত্বেও জলযাত্রায় বারাণসী যাইতে ১।।০ মাস কাল যাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে এক জন অতি সামান্য লোকে গুটি কতক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারিলেই, অনায়াসে ১।।০ দিনের মধ্যে বারাণসী যাইতে পারে। প্রায় এতদ্দেশের সকল অঞ্চলে বাষ্পীয় শকটের গমনাগমন হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা যে সকল নৈতিক ও ভৌতিক উপকার হয়, তাহা প্রায় সকলেরই দৃষ্টিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এ স্থলে তদুপলক্ষে আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে মহাত্মার দ্বারা এই অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাঁহার বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিলে, বোধ করি, অনেক পাঠকের কৌতূহল তৃপ্ত হইতে পারে। জর্জ স্টিফেন্সন দ্বারা বাষ্পীয় শকটের প্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল। এই মহাত্মার জীবন চরিত অদ্ভুত। তিনি সামাজিক উন্নতির উপকরণে সর্ব্ব প্রকারে বঞ্চিত হইলেও, স্বাবলম্ব, পরিশ্রম, ও স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সদ্গুণ নিচয়ের উপর নির্ভর করতঃ জগতের হিতকর আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল; বাল্য কালে কোন প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। শৈশবাবস্থাবধি পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে পিতার সাহায্য করিতে হইত। এমত স্থলে তাঁহা দ্বারা যে এই আবিষ্কার হইয়াছিল, ইহা অবশ্যই আশ্চর্য্য বলিতে হইবে। যতকাল ইংরেজি ভাষা ও বাণিজ্য থাকিবে, তত কাল তাঁহার নাম সকলেরই স্মৃতিপথে থাকিবে। বাষ্পীয় শকটও একটা আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে গণ্য। পুরাকালের কাল্পনিক পুষ্পরথ ইহার প্রতিযোগী হইতে পারে না। ইহার নিকট তাহাও পরাভূত হইয়া যায়। কিন্তু যে মনে সেই কল্পনা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা কত আশ্চর্য্য, তাহা বর্ণনাতীত। যে অবস্থায় সেই মানস অঙ্কুরিত হইয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, এক্ষণে আমরা তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশে টাইন নদীর তটস্থিত নিউকাষ্টল নগরের দুই ক্রোশ দূরে ওয়াইলাম নামক গ্রামে এই মহোদয় জন্ম গ্রহণ করেন। এই স্থানে একটী কয়লার খনি আছে। যে কুটীরে তিনি ভূমিষ্ঠ হন, সেই কুটীর গ্রামস্থ অন্যং কুটীরের ন্যায় চূণকাম করা ছিল না; মাটির মেজিয়া, আড়কাট অনাবৃত। তাঁহার পিতাকে গ্রামস্থ সকলে "বৃদ্ধ বব" বলিয়া ডাকিত। তিনি পরিশ্রম ও সতর্কতার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন; প্রতিবাসিরা

তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিত। তিনি পক্ষী বড় ভাল বাসিতেন; বালক বালিকাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং উপকথা বিলক্ষণ কহিতে পারিতেন। গ্রামস্থ গৃহিনীদের নিকট ষ্টিফেন্‌সনের মাতা মেবেল বড় মান্যা ছিলেন। এবং এই রূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি এক জন পরিপক্ক গৃহিণী ছিলেন।

"বৃদ্ধবব" ওত্যাইলামের কয়লার খনিতে কর্ম্ম করিতেন। জল তুলিবার যন্ত্রের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সপ্তাহে ৬ টাকা মাত্র উপায় করিতেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাকে ৮ জনের ভরণপোষণ করিতে হইত। কেহ মনে করিতে পারেন যে, কোন সামান্য লোকের সপ্তাহে ৬ টাকা আয় হইলে তাহার কোন কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্দেশের পক্ষে এ কথা খাটিতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডের পক্ষে তাহা খাটিতে পারে না। ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ অপেক্ষা জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় অত্যন্ত অধিক, অতএব তাহাতে যে তাঁহার কষ্টে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল, ইহা বিচিত্র নহে। সেই অল্প আয় হইতে তাঁহার সন্তান সন্ততির পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ছিল। কিন্তু পাঠশালা ব্যতীত যে শিক্ষা দানের অন্য কোন উপায় নাই, এই বিবেচনা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। মাঠে ঘাটে, হাটে, সর্ব্বত্রই শিক্ষা হইতে পারে; অনেকবার মনুষ্য অজ্ঞাতসারে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জর্জের পিতা তাঁহাকে বর্ণপরিচয় শিখাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি তাঁহাকে পক্ষীর কুলায় গ্রহণ করিতে শিখাইয়াছিলেন, তৎদ্বারা তিনি শ্রমক্ষম হইয়াছিলেন ও তাঁহার প্রাকৃতিক ইতিহাসের প্রতি এমন আসক্তি হইয়াছিল যে, তাহা কদাপি নষ্ট হয় নাই। এই প্রকার শিক্ষাতে তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ বৃত্তি বিলক্ষন সবল হইয়াছিল; ভবিষ্যতে তদ্দ্বারা যে তাঁহার কি উপকার হইয়াছিল, তাহা পরে প্রকাশ হইবে। অধিকাংশ স্বনাম-প্রসিদ্ধ মনুষ্য এই প্রকার শিক্ষা পাইয়া থাকেন; তদ্দ্বারা তাঁহারা নবোদ্ভাবিত তত্ত্বের চর্চ্চা করিতে সমর্থ হন।

কলঘরে পিতার আহারসামগ্রী লইয়া যাওয়া, গৃহে থাকিয়া ভাই ভগিনী গুলির তত্ত্বাবধারণ ও তাহাদিগকে লইয়া খেলা করা, পিতার কুটীরের সম্মুখ দিয়া লৌহ বর্ত্মে শকট গমনাগমন করিত, তাহারা যেন তাহার সম্মুখে না যায়, তাহা দেখা, জর্জের প্রতি প্রথমে এই সকল ভার অর্পিত হইয়াছিল।

অষ্টম বৎসরে পড়িলে, এক জন কৃষক তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি গো রক্ষা, ও শকট বাহির হইয়া যাইলে পর তোরণ বন্ধ করণের ভার ন্যস্ত করিয়াছিল। এই কার্য্য দ্বারা তিনি প্রত্যহ /১০ দেড় আনা উপার্জ্জন করিতেন। অবকাশ পাইলে, কর্দ্দম লইয়া কাল্পনিক যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিতেন, এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল শর জন্মিত, তদ্দ্বারা বাষ্প বাহির হইবার চুঙ্গি নির্ম্মাণ করিতেন। যে স্থলে এই ভাবী যন্ত্র নির্ম্মাণের প্রথম উদ্যম করিতেন, গ্রামস্থ লোকেরা অদ্যাবধি সেই স্থানের উল্লেখ করিয়া থাকে।

বয়োপ্রাপ্ত হইয়া অধিকতর কর্ম্মক্ষম

হইলে পর তিনি লাঙ্গল চসিবার নিমিত্ত অশ্বদিগকে লইয়া যাইতেন ও সালগাম ক্ষেত্রে কোদাল পাড়িতেন; ইহার নিমিত্ত তাঁহার বেতন দৈনিক ৴১০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল।

তৎপরে তিনি খনিতে দৈনিক ।১০ সাড়ে চার আনা বেতনের এক কার্য্য পাইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি ।৵১০ আনা দৈনিক বেতনে আর একটী উচ্চতর কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এমন অনেক লোক জীবিত ছিল, যাহারা তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়াছিল, এবং তাঁহার বিষয়ে এই কথা বলিত যে, "তিনি খালি পায়ে বেড়াইতেন। সর্ব্বদা ছল, কৌশল, পরিহাসে পরিপূর্ণ ছিলেন; তাঁহার অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল।"

জর্জ আপনার ক্ষুদ্র অবয়বের জন্য সর্ব্বদা ভীত থাকিতেন, এবং ঐ খনির অধিকারী খনিতে উপস্থিত হইলে পাছে তাঁহার ক্ষুদ্রাবয়ব দেখিয়া তাঁহাকে কার্য্যচ্যুত করেন, এই ভয়ে লুক্কাইয়া থাকিতেন। তাঁহার এক্ষণে যন্ত্র রক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইবার অত্যন্ত অভিলাষ জন্মিল।

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দৈনিক আট আনা বেতনে আর এক উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না, এবং আহ্লাদাতিশয়ে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "এক্ষণে আমি সমস্ত জীবনের জন্য মানুষের মত হইলাম।"

ক্রমে তাঁহার উন্নতি হইতে লাগিল, এমন কি, অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পিতা অপেক্ষা উচ্চতর কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এই প্রকার কার্য্য পাইয়াছিলেন যে, তাহা নির্ব্বাহ করিতে হইলে যন্ত্র গুলি স্বতন্ত্র করিয়া পরিষ্কার করিতে হইত। এতদ্দ্বারা তিনি যন্ত্র নির্ম্মাণের বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আন্তরিক সুপ্ত যন্ত্র-নির্ম্মাণ-প্রবৃত্তি বিলক্ষণ উত্তেজিত হইয়াছিল।

১৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তিনি জানিতে পারিলেন, ওয়াট ও বোল্টন সাহেবের দ্বারা আবিষ্কৃত বাষ্পীয় যন্ত্রের সবিশেষ বিবরণ পুস্তকে লিখিত আছে। ইহাতেই প্রথমে তাঁহার পড়িবার ইচ্ছা উত্তেজিত হইয়াছিল; ইতিপূর্ব্বে তাঁহার বর্ণ পরিচয়ও হয় নাই। বয়স হইয়াছে বলিয়া লজ্জিত না হইয়া, তিনি সাপ্তাহিক দুই আনা বেতনে এক নৈশ পাঠশালায় প্রবেশ করিলেন। অবকাশ কালে ডাঁড়ি টানিয়া টানিয়া ১৯ বৎসর বয়সের সময়ে লিখনে এত দূর উন্নতি করিয়াছিলেন যে, আপনার নাম স্বাক্ষর করিতে পারিতেন। অতঃপর তিনি গণিত শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আনড্রু নামে আর এক জন শিক্ষকের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই শিক্ষক অপেক্ষা অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; ইহাতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহার শিক্ষকের ভাণ্ডারে অল্পই বিদ্যা সঞ্চিত ছিল। যে সময়ে কোনকাজ কর্ম্মে ব্যাপৃত না থাকিতেন, সেই সময়ে জর্জ অঙ্ক কসিতেন। অনেকসময়ে তাঁহার শিক্ষকের দত্ত অঙ্ক গুলি লইয়া কলের ধারে বসিয়া প্রস্তর ফলকে কসিতেন, এ কারণ শীঘ্রই

গণিত বিদ্যায় বিলক্ষণ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দৈনিক এক টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল; তদপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার সহকারীদিগের পাদুকা নির্ম্মাণ ও সারিতে শিক্ষা করিলেন।

ফ্যানি হেণ্ডরসন নাম্নী তাঁহার এক প্রিয়সী ছিল। তাহার নিমিত্ত যে বিনামা প্রস্তুত করিতেছিলেন, তাহার তলা বসান হইলে, তিনি এত অধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, বিশ্রামবাসরে তাহা আপনার সহিত লইয়া যাইয়া আপনার বন্ধুদিগকে দেখাইলেন।

পাদুকা নির্ম্মাণ দ্বারা তাঁহার যে অর্থাগম হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তিনি প্রথমে একটী গিনি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। জলেই জল বাধে, একটী গিনি সঞ্চয় হইতে হইতে তাঁহার সঞ্চিত ধন এত বৃদ্ধি হইল যে, তিনি একটী সজ্জিত কুটীর প্রস্তুত করিয়া তাঁহার প্রণয়িনী ফ্যানির পাণি গ্রহণ করিলেন। বিবাহের পর তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে আপন গৃহে লইয়া আসিবার সময়ে অন্যের একটী অশ্ব আনিয়া তাহার উপর আপনি ও তৎ পশ্চাতে আপনার নব বিবাহিতা প্রণয়িনীকে বসাইয়া গৃহে আগমন করিলেন। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তিনি বিবাহের পর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রমী হইয়াছিলেন।

বিবাহের পর একদা তাঁহার গৃহে অগ্নি লাগিবার আশঙ্কা হওয়াতে, তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশিরা তাঁহার গৃহ একবারে জলে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল, তদ্দ্বারা তাঁহার ঘটিকা যন্ত্রটী বিকল হইয়াছিল। তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, তিনি ব্যয় করিয়া, যন্ত্রটীর সংস্কার করাইয়া লন। অতএব স্বয়ং যন্ত্রের সকল অংশ পৃথক করিয়া, বিকলিত অংশ সংস্কার করিয়া যন্ত্র যেরূপ ছিল, পুনরায় তদ্রূপ করিলেন। এই রূপ করাতে তিনি সেই পল্লীর ঘটিকা যন্ত্র সংশোধনকারী হইয়া উঠিলেন। যে স্থানে তাঁহার কুটীর ছিল, এক্ষণে তাঁহার স্মরণার্থে সেই স্থানে পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। জর্জের পুত্র রবার্ট, তাঁহার পিতার স্মরণার্থে যে পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার প্রতি বিস্তর যত্ন প্রকাশ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে সেই পাঠশালা পিতা পুত্র উভয়েরই স্মরণার্থক হইয়াছে। তিনি উইলিংটন নামক স্থানে তিন বৎসর কাল কর্ম্ম করিয়া, নিউকাস্টেলের ৩।০ ক্রোশ উত্তরে কিলিংওয়ার্থ নামক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যে নূতন২ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, এই স্থানেই তাঁহার সেই যশ ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল। এবং এই স্থানেই তাঁহার যান্ত্রিক নৈপুণ্য প্রকাশ হইবার সুবিধা হয়। কিন্তু এই স্থানেই তাঁহাকে এক অপ্রতিবিধেয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণী ফ্যানি তাঁহাদিগের একটী মাত্র পুত্র জগদ্বিখ্যাত রবার্টকে রাখিয়া লোকান্তর প্রাপ্তা হন। স্ত্রী বিয়োগের শোক ভোগ কালে মন্টারাশ নামক স্থানে একটী

কলের তত্ত্বাবধারণ কার্য্য তাঁহাকে দত্ত হইয়াছিল। তিনি এই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এক জন প্রতিবাসির প্রতি রবার্টের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া উক্ত স্থানে যাত্রা করিলেন। পদব্রজে তিনি এই দূর যাত্রা সমাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার পিতা একটী যন্ত্র শোধন করিতে২ ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইয়া চক্ষু দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার চক্ষু রত্ন নষ্ট হইয়া যায়। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি যে ২৮০ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে ১৫০ টাকা লইয়া তাঁহার পিতার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি আপনার কুটীরের নিকট অন্য এক সুখ সচ্ছন্দপ্রদ কুটীরে তাঁহার পিতা মাতাকে আনয়ন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে তিনি তাঁহার পুত্র রবার্টকে পাঠশালায় পাঠাইবার নিমিত্ত নিতান্ত চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। সুশিক্ষা কত অধিক উপকারী, তাহা তিনি আপনার অজ্ঞানতার দ্বারা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন। অতএব তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, প্রথমাবস্থায় তাঁহার ভাগ্যে যে সুশিক্ষা ঘটে নাই, রবার্ট যেন কোন প্রকারে তাহাতে বঞ্চিত না হয়। অনেক কাল পরে তিনি যে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতেই কি প্রকারে এই গুরুতর ভার সমাধা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "শৈশবাবস্থাতে আমি নিতান্ত সুশিক্ষাশূন্য ছিলাম। অতএব আমি এই অবধারিত করিয়াছিলাম যে, রবার্টকে যেন সেই অসুবিধা সহ্য করিতে না হয়, এ কারণ তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া মনবিস্তারক শিক্ষা প্রদান করাইব। এই ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি দরিদ্র ছিলাম—কি প্রকারে আমি সেই মানস সফল করিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে আপনারা কি মনে করেন? দৈনক কার্য্য সমাধা হইবার পর রাত্রিতে আমি আমার প্রতিবাসিদিগের ঘটিকা যন্ত্র সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং তদ্দ্বারা যে অর্থাগম হইত, তাহাতেই তাহার পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহ করিলাম"। কিঞ্চিৎ কাল পরে কিলিংওয়ার্থ নামক স্থানে একটী যন্ত্র বিকলিত হইলে, জর্জ্জ তাহার দোষ অবলোকন করিয়া, তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে সংশোধিত করিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তিনি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তন্নিমিত্ত এক শত টাকা পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি কিলিংওয়ার্থ খনিতে যন্ত্রাধ্যক্ষের যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই ঘটনাই তাহার সূত্রপাত। এই পদস্থ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পরিশ্রমের ভার এত লাঘব করিয়াছিলেন যে, যে স্থানে পূর্ব্বে এক শত অশ্বের প্রয়োজন হইত, সেস্থানে এক্ষণে পনেরটীতে কার্য্য সম্পাদিত হইতে লাগিল। খনির কর্ম্মচারীদের কুটীরেতে তন্নির্ম্মিত নানা প্রকার যন্ত্র দ্বারা তাঁহার নৈপুণ্যের যশঃ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। উদ্যানের উৎপাদিত দ্রব্য সকল পক্ষীরা না খাইয়া যাইতে পারে, এ নিমিত্ত তিনি "কাক উড়ান"

নামে এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বালকদিগের হিন্দোল দোলাইবার নিমিত্ত একটী কল নির্ম্মাণ করিয়া তিনি স্ত্রীলোকদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রাখেন নাই। এক জন প্রহরীর ঘটিকাতে সময় ব্যঞ্জক শব্দ ব্যতীত নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যায়, এই প্রকার শব্দের নিমিত্ত একটী কল সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। জলের নীচে জ্বলিতে পারে, তিনি এমন এক প্রকার প্রদীপেরও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই প্রকার নানা বিধ পরিশ্রম দ্বারা এক সহস্র মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া, তিনি রবার্টকে আপনার মনের অভিমত শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

কিলিংওয়ার্থে কার্য্য করিতে২ একদা ওয়াইলামের লৌহ বর্ত্মে কি প্রকার কল চলিতেছে, দেখিতে গিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন যে, তিনি এমন কল নির্ম্মাণ করিতে পারেন, যাহা তদপেক্ষা উত্তম হইবে ও আপনা আপনি গমনাগমন করিতে পারিবে। ঐ খনির ইজারদার লর্ড বেভেনসওয়ার্থ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সেই রূপ একটী কল নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করিতে বলিলেন। এই প্রকার উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি অবিলম্বে তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং দশ মাসের মধ্যে তাহা সমাধা করিয়া উঠিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জুলাই তারিখে এই যন্ত্রের পরীক্ষা হইয়াছিল। ঐ যন্ত্র প্রায় ৯০০ মণ ভারী ৮ খান শকট ঘন্টায় দুই ক্রোশ করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহার পরে ঐ যন্ত্রে আর একটী কলের সংযোগ করিয়া শকটকে দ্বিগুণ দ্রুতগামী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একটী খনির অভ্যন্তরে অঙ্গার ও বাষ্পের স্ফোটন দ্বারা অনেক প্রাণী নষ্ট হওয়াতে, তদ্বিষয়ে তাঁহার মনোনিবেশ হয়, এবং তৎসম্বন্ধে অনেক চিন্তার পর "জিয়ডির নিরাপদ প্রদীপ" নামে দীপের আবিষ্কার করেন। সার হম্ফ্রীডেভির দ্বারা আবিষ্কৃত নিরাপদ প্রদীপের অনেক পূর্ব্বে এই প্রদীপ আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ লৌহ বর্ত্মের বাষ্পীয় শকটের যন্ত্রাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বর্ত্মটি ৪ ক্রোশ দীর্ঘ এবং হেটন্ নামক প্রস্তরের কয়লার বাণিজ্য সম্প্রদায়ের অনুজ্ঞায় প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮২২ অব্দের নবেম্বর মাসে এই বর্ত্মে শকট প্রথমে গমনাগমন করে। এইবারে জর্জের নির্ম্মিত ৫টী যন্ত্রের মধ্যে প্রত্যেকই পৃথক২ ১৭ খানি ১৯২০ মণ ভারী শকট, ঘন্টায় দুই ক্রোশ করিয়া বহন করিয়াছিল। স্টকটন ও ডরলিংটনের মধ্য দিয়া লৌহ বর্ত্ম স্থাপিত করণের কল্পনা হইলে জর্জ তদধ্যক্ষ কোকের সম্প্রদায়ভুক্ত বিখ্যাত পিল সাহেবের নিকট সেই ভার প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত আবেদন করিলেন। বাৎসরিক তিন সহস্র মুদ্রা বেতনে তাঁহাকে সেই গুরুতর কার্য্যের নিমিত্ত নিয়োজিত করা হইয়াছিল। এই লৌহবর্ত্মের সমুদয় কার্য্য তাঁহারই তত্ত্বাবধারণে সম্পাদিত হইয়াছিল। তৎপ্রদেশস্থ অনেক গ্রাম্য লোক এখন পর্য্যন্তও তাঁহার বিষয় স্মরণ করিতে পারে এবং তিনি যে প্রকারে সামান্য শ্রমোপযোগী বস্ত্র

পরিধান করিয়া কৃষীভবনে অথবা পথপার্শ্বস্থ কুটীরে দুগ্ধ ও রুটীতে আপনার আহার সমাধা করিতেন, তদ্বিষয়ও উল্লেখ করিয়া থাকে। এই কার্য্য সমাধা হইবার প্রাক কালে একদা জর্জ্জ তাঁহার পুত্র রবার্ট ও তাঁহার সহকারী জন ডিকসনের সহিত ভোজন করিতে২ তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত বাক্যে সম্বোধন করিয়াছিলেন;—"হে বৎস সকল, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এমন সময় উপস্থিত হইতেছে যে, অন্য সকল প্রকার যানের পরিবর্ত্তে বাষ্পীয় শকট ব্যবহৃত হইবে, আমি এত অধিক দিন জীবিত থাকিব না যে, এই সকল দেখিতে পাইব, কিন্তু তোমরা ইহা দেখিবে; তোমরা দেখিতে পাইবে যে, লৌহবর্ত্মের দ্বারা ডাক গমনাগমন করিবে, এবং রাজা ও প্রজা সকলেই এই বর্ত্মে গমনাগমন করিবে। এমন সময় আসিতেছে, যখন শ্রমোপজীবী লোকদের পক্ষে পদব্রজে ভ্রমণ করা অপেক্ষা লৌহবর্ত্মে ভ্রমণ করা সুলভ হইবে। আমি ইহা জানি যে, ইহাতে অনেক প্রতিবন্ধক—প্রায় অলঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক আছে, কিন্তু সে যাহা হউক, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। যদিও কোন আশা নাই, তথাপি আমার এমন ইচ্ছা হয় যে, আমি সেই দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকি; মনুষ্যের উন্নতির যে কত মন্দ গতি, তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম আছে। কিলিংওয়ার্থে দশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া সাফল্যের সহিত বাষ্পীয় শকট চালাইয়া কত কষ্টে ইহাকে মনোনীত করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই।" এই ভবিষ্যদ্বাণী কেমন সফল হইয়াছে, তদ্বিষয়ে ইংলণ্ডস্থ কেন, প্রায় ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ সভ্য জাতি সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বরে, এই লৌহবর্ত্ম খোলা হইলে পর তাহার কার্য্য সুচারু রূপে চলিয়াছিল। আশাতীত পথিক ও বাণিজ্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি মানচেষ্টর ও লিভরপুল নগরদ্বয়ের মধ্যে লৌহবর্ত্ম স্থাপন করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জমীদারেরা প্রতিকূলাচরণ করাতে ঐ কার্য্য বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। লর্ড ডর্বির প্রজারা, লর্ড সেন্টনের প্রহরীরা, ডিউক আব ব্রিজওয়াটারের কর্ম্মচারীরা কেবল যে ভূমি পরিমাণ করিতে প্রতিরোধ করিয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাকে এই প্রকার ভয় প্রদর্শন করাইয়াছিল যে, তিনি যদি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে একটা পুষ্করিণীতে ডুবাইয়া দিবে। এই সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও তিনি ভূমি পরিমাণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের মহাসভার কমনস্ বাটীতে এই লৌহবর্ত্ম স্থাপনের ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হইলে পর, এক কমিটী দ্বারা জর্জ্জের পরীক্ষা করা হইয়াছিল, এবং তাঁহারা তাঁহার কল্পনার বিষয়ে তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত ব্যবস্থার প্রতিরোধ করিবার জন্য খালের অধিকারীরা এবং জমীদারেরা অনেকানেক প্রসিদ্ধ গুনবাণ ব্যবস্থা-

জীবদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে জর্জ আপনার যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে;—“মহাসভার কমিটীর সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদানের স্থানে দণ্ডায়মান হইবার অপেক্ষা আর অধিক অসুখের অবস্থা কুত্রাপি নাই, আমাকে সেই অবস্থাতে পতিত হইতে হইয়াছিল। অনেক ক্ষণ না থাকিতেং আমার এই প্রকার বোধ হইতে লাগিল যে, পৃথিবী যদি ভেদ হয়, ত আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, আমি বাক্যের দ্বারা আপনাকে কিম্বা কমিটীর সভ্যদিগকে সন্তুষ্ট করিতে অক্ষম হইয়াছিলাম। আট দশ জন ব্যবস্থাজীব আমাকে হতবুদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ক্রমাগত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এক জন আমাকে এই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি বিদেশীয়? এক জন সঙ্কেতে বলিলেন যে, আমি বাতুল। আমার এই প্রতিজ্ঞা ছিল যে, আমি কোন প্রকারে অপ্রতিভ না হইয়া আপনার কার্য্য সিদ্ধ করি, অতএব তাঁহাদিগের ধমক গ্রাহ্য করিলাম না।”

তিন দিবস এই প্রকারে জর্জের পরীক্ষা হইলে পর, সেই ব্যবস্থা স্থগিত করা বিধেয় বিবেচনা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ প্রস্তাবিত লৌহবর্ত্মের অধ্যক্ষেরা সাহস সহকারে পুনরায় ভূমির নূতন পরিমাণ করিবার আজ্ঞা দিলেন। তৎপরে ঐ প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কমনস্ বাটীতে অনুমোদিত হইয়াছিল, কিন্তু লর্ডস বাটীতে আর্ল ডরবি ও লর্ড হলটীন দ্বারা প্রতিরোধিত হইয়াছিল।

আর্ল আব ডর্বি অপেক্ষা এক্ষণে কেহ বাষ্পীয় শকট দ্বারা অধিকতর উপকৃত হন নাই, কারণ মানচেষ্টর ও লিবরপুলের বাষ্পীয় শকট উক্ত আর্লের প্রায় দ্বার দিয়া গমন করে, কিন্তু দ্বেষের কি মহাশ্চর্য্য শক্তি, চিন্তাক্ষম মনুষ্যকেও অন্ধবৎ করিয়া ফেলে।

যে সময়ে বাষ্পীয় শকটের গমনাগমনের কথা প্রথমে প্রস্তাবিত হয়, তখন কেবল তাহার প্রতিরোধ করা নহে বরং ব্যঙ্গ করিয়া প্রস্তাবকদিগকে ভগ্নোদ্যম করাও প্রচলিত রীতি ছিল। মুদ্রাযন্ত্র ও ব্যবস্থাজীবদিগের দ্বারা এই নূতন প্রস্তাবের যৎপরোনাস্তি অবরোধ করা হইয়াছিল। এত ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়া, এই হিতানুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছিল। দশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক বেতনে জর্জ এই ব্যাপারে প্রধান যান্ত্রিকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যে স্থান হইয়া বর্ত্ম যাইবে, তন্মধ্যে চ্যাটমস নামে একটী পঙ্কিল ভূমি ছিল, তাহাতেই জর্জের বড় সঙ্কট হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও অবশেষে অতিক্রম করিলেন। এই দুর্ঘট ব্যাপার সমাধান দ্বারা জর্জ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যান্ত্রিকদিগকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছিলেন। এই কার্য্য সমাধা করিবার সময়ে অধ্যক্ষেরা সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী শকটের নিমিত্ত ৫০০০ পাঁচ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার স্বরূপ দান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। অধ্যক্ষদিগের দত্ত পুরস্কার লাভার্থ জর্জ এবং তাঁহার পুত্র রবার্ট প্রসিদ্ধ “রকেট” নামক স্বচল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরস্কারার্থীরা পরীক্ষার দিনে ৪ টী যন্ত্র

প্রেরণ করিয়াছিলেন। রকেট প্রথমেই প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং ঘন্টায় ১৪৷৷০ ক্রোশ বেগে ৩৯০ মণ ভারী শকট লইয়া গমনাগমন করিয়াছিল। যন্ত্রটী ঘন্টায় ৫ ক্রোশ যাইতে পারিলেই তাঁহারা অধ্যক্ষদিগের প্রতিজ্ঞানুসারে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইতেন, কিন্তু তাঁহাদের চমৎকার গুণে ও নৈপুণ্যে আশাতীত ফল হইয়াছিল। অন্যান্য প্রেরিত যন্ত্র গুলি তাদৃশ দ্রুতগামী হয় নাই, একারণ স্টিফেন্‌সনেরাই পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

পরে গ্রেট ব্রিটন যে সকল মহামহা লৌহবর্ত্ম দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল, এই সময় অবধি তাহাদের আরম্ভ বলিলেও বলা যাইতে পারে। সুতরাং সকলেরই সহিত জর্জ এবং তাঁহার পুত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়মের অধিপতি লিওপোল্ট তাঁহার অধিকারে লৌহবর্ত্ম স্থাপনের অভিপ্রায়ে জর্জ এবং তৎপুত্র রবার্টকে আপন দেশে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন। এই পরিচর্য্যার নিমিত্ত বেলজিয়মাধিপতি জর্জকে স্বনামখ্যাত শ্রেণীর নাইট উপাধি প্রদান করেন। কিছুকাল পরে তাঁহার পুত্রও ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেলজিয়মে অবস্থিতি করিবার সময়ে জর্জ তৎস্থানস্থ যান্ত্রিকদিগের দ্বারা ব্রসেলস্ নগরে এক মহাভোজে নিমন্ত্রিত হয়েন। তাহার পরদিবসেই বেলজিয়মাধিপ লিওপোল্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

বেলজিয়ম হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে না করিতে, স্পেন দেশের উত্তরাঞ্চলে লৌহবর্ত্ম স্থাপন বিষয়ে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আহূত হইয়াছিলেন।

এইরূপে নর জাতির হিত সাধক কার্য্যে যৌবনাবস্থা অতিবাহন পূর্ব্বক কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া, পক্ষীকুলায় অপহরণার্থে পিতার সহিত ভ্রমণ কালে তাঁহার অন্তঃকরণে প্রকৃতির প্রতি যে প্রেম স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার তৃপ্ত্যর্থে তিনি "টাপটন হাউস" নামক বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে প্রতিভার দ্বারা তিনি অন্যং প্রতিযোগীদিগকে যন্ত্র নির্ম্মাণে পরাভব করিয়াছিলেন, এক্ষণে, তদ্দ্বারা প্রতিবাসীদিগকে ফল ফুল উৎপাদনে পরাজয় করিতে চেষ্টা পাইলেন।

একবার এক কৃষিদর্শনে সমস্ত ইংলণ্ডের কৃষকেরা প্রতিযোগী হইলেও তাঁহার উদ্যানের উৎপাদিত দ্রাক্ষা ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কোন্ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে মঙ্গল হইবে, এই পরামর্শ লইবার নিমিত্ত যুবা ব্যক্তিরা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাইত। তিনি কাহাকে সুবুদ্ধি, সতর্ক ও পরিশ্রমক্ষম দেখিতে পাইলে, সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। তিনি পরিচ্ছদপ্রিয়তার নিতান্ত দ্বেষী ছিলেন। তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী কাহার এই দোষ দেখিতে পাইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তিরস্কার করিতেন। একদা এক জন যান্ত্রিক কর্ম্মের অভিলাষী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া মস্তক স্বর্ণে মণ্ডিত একটী যষ্টি লইয়া আড়ম্বর

করিতেছিল। তদ্দর্শনে তিনি বলিলেন, "বাপ্, অগ্রে ঐ লাটি গাছটী রাখ, পশ্চাতে আমি তোমার সহিত কথা বার্ত্তা করিব।" আর এক জন সুভূষিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিলে পর, তিনি তাহাকে কহিয়াছিলেন, "ভরসা করি, তুমি আমায় ক্ষমা করিবে; আমি স্বরূপবাদী; তোমার মতন এক জন যোগ্য যুবা ব্যক্তিকে এই প্রকার চিক্কণ অঙ্গরক্ষা, ও স্বর্ণশৃঙ্খল ইত্যাদিতে শোভিত দেখিয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম। তোমার বয়সে আমি যদি এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হইতাম, তাহা হইলে অদ্য যে অবস্থায় আছি, থাকিতে পারিতাম না।"

কর্ম্মকাজ হইতে নিবৃত্ত হইলে পর, জর্জ ষ্টিফেন্‌সন সর্ব্বদাই ইংলণ্ডের প্রধান সচিব সার রবার্ট পিলের ভবনে নিমন্ত্রিত হইতেন। সার রবার্ট ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে নাইট উপাধি গ্রহণের নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা কোন রূপেই গ্রহণ করেন নাই। একজন গ্রন্থকর্ত্তা স্বকীয় গ্রন্থ তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার পদমর্য্যাদাসূচক উপাধির অনুসন্ধান করাতে, তিনি তাঁহাকে এই প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, "আমার নামের পূর্ব্বে কিম্বা পশ্চাতে মর্য্যাদাসূচক কোন আড়ম্বর নাই অতএব কেবল "জর্জ ষ্টিফেনসন" লিখিলেই যথেষ্ট হইবে। যথার্থ বটে, আমি বেলজিয়ম দেশস্থ নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহি। আমার স্বদেশস্থ নাইট উপাধি অনেক বার আমাকে প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা গ্রহণ করি নাই।" তিনি অনেক সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক সমাজের সভ্য হইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন সেই পদস্থ মর্য্যাদাসূচক সাঙ্কেতিক অক্ষর গুলি আপনার নামে সংযোজিত করিতেন না। তিনি একটী ভূতত্ব সমাজের সভ্য ছিলেন এবং বর্মিংহাম নগরের একটী মিক্যানিক ইনিষ্টিচিউটে অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞান প্রচারিণী সভার অধ্যক্ষ হইতে সম্মত হইয়াছিলেন।

বর্মিংহাম সমাজে একটী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করিবার সময়ে আকস্মিক রক্তস্রাব হওয়াতে ইংলণ্ডের মহোপকারক ও ভূষণস্বরূপ এই মহোদয় কালকবলে পতিত হন।

খ্রীষ্টাব্দের ১৮৪৮ শালের ১২ আগষ্ট সাত ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হয়। এক্ষণেও তাঁহার যে সকল মহতী কল্পনা ছিল, তৎসমুদয় সিদ্ধ করণের ভার তাঁহার পুত্র রবার্টের উপর অর্পণ করিয়া যান। রবার্ট দ্বারা তাহা সমাধিত হওয়াতে পিতা ও পুত্র উভয়েরই নাম জগতে জাজ্বল্যমান হইয়াছে। এ প্রস্তাবে জর্জের জীবন চরিত মাত্র লিখিত হইল, বারান্তরে তৎপুত্রের জীবন চরিত লেখা যাইবে। এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজনবিরহ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পাঠকবর্গ নায়কের জীবন বৃত্তান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে, অবশ্যই তাঁহার গুণগ্রহণ করিতে পারিয়া তাহার অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন। এ কথা

অবশ্য স্বীকার্য্য যে, নৈসর্গিক গুণাদি সকলের সমান নহে। যাঁহারা অসাধারণ নৈসর্গিক গুণে ভূষিত, তাঁহারাই অসামান্য কার্য্য সিদ্ধ করিতে সক্ষম হন। সকলে অসাধারণ গুণসম্পন্ন নহে বলিয়া কি অলৌকিক গুণ বিশিষ্ট মহাত্মাদিগের জীবন চরিত পাঠে উপকৃত হইতে পারেন না? এ কথা অসঙ্গত; ঈশ্বরদত্ত অসাধারণ গুণ ব্যতীত তাঁহাদের কি অন্য কোন সদ্‌গুণ নাই? অবশ্যই আছে। আমাদিগের প্রস্তাবের নায়কের দৃষ্টান্ত দেখুন। যদনুকরণে অপর সাধারণ সকলেই বর্দ্ধিত হইতে পারে, অলৌকিক যন্ত্র কল্পনা শক্তি ব্যতীত তাঁহার এমত আর কি কোন নৈসর্গিক সদ্‌গুণ ছিল না? এ প্রকার অনেক গুণে তিনি ভুষিত ছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার শ্রমক্ষমতা, তাঁহার অধ্যবসায়, তাঁহার স্বাবলম্বন, তাঁহার গার্হস্থ্য স্নেহ, তাঁহার অমায়িকতা, তাঁহার সরলতা ইত্যাদি গুণাবলির অনুকরণে কে না উপকৃত হইতে পারে? কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি রাজা, কি প্রজা, কি আঢ্য, কি দরিদ্র, কি দেশীয়, কি বিদেশীয়, সকলেই তদ্দ্বারা হিত প্রাপ্ত হইতে পারেন। প্রকৃতির মহৎ লোকেরা কোন বিশেষ দেশ, কি কাল দ্বারা সীমিত নহেন। তাঁহারা সর্ব্বদেশ ও সর্ব্ব কালব্যাপী হইয়া পড়েন। দেখুন, কবি চূড়ামণি কালিদাস শত২ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের এক কোণে বাস করিতেন। অনেক কাল তাঁহার আদর কেবল ভারতবর্ষেই ছিল। কিন্তু সময় চক্রের গতিতে তিনি এক্ষণে তাবৎ সভ্য জাতির পণ্ডিত দিগের উপদেশক ও বিনোদক হইয়া উঠিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার রচিত গ্রন্থ ব্যতীত, তাঁহার জীবন চরিত বিষয়ে অত্যল্পই জানা আছে। ইদানীন্তন মহাত্মাদিগের, সেরূপ নহে, তাঁহাদের জীবনের ঘটনা গুলি সযত্নে রচিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা তাঁহারা "মৃত হইলেও জীবিত থাকেন"। প্রসিদ্ধ আমেরিকান কবির নিম্ন লিখিত পঁক্তি গুলি তাঁহাদের প্রতি খাটে;—

"সাধু মহাজনগণ জীবন চরিত
উত্তম নিয়মাবলী করে শিক্ষা দান,
কেমনে হইতে হয়, সতত স্মরিত
কেমনে লভিতে হয় প্রতিষ্ঠা সম্মান।

সময় বালুকাময় দ্বীপের উপর,
পদচিহ্ন কি প্রকারে রেখে যেতে হয়;
জীবন সাগরে তরি ভগ্ন কোন নর,
হেরে যেন হতে পারে সাহসীহৃদয়।"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বিগত ১৬ ই আষাঢ় রবিবার দিবস কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। দত্তজ মহাশয় দুটী অপ্রাপ্তব্যবহার সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাদের ভরণ পোষণের জন্য তিনি স্বয়ং যদিও কোন সদুপায় করিয়া যাইতে পারেন নাই। তথাপি

সুহৃদয় জনগণ তাহাদের উপকারার্থ বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন। ভরসা করি, তাঁহাদের প্রযত্নে বালক দুইটীর মঙ্গল হইবেক।

১২৩৫ শালে যশোহরের অন্তঃপাতী কপোতাক্ষ নদতীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, মাতার নাম জাহ্নবী দাসী। জাহ্নবী দাসী কাটিপাড়ার জমীদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। রাজনারায়ণ দত্ত কলিকাতার সদর দেওয়ানি আদালতের এক জন প্রধান উকিল ছিলেন। মধুসূদনেরা তিন সহোদর ছিলেন, ইনিই জ্যেষ্ঠ, অপর দুটীর শিশুকালেই মরণ হয়। রাজনারায়ণ দত্ত স্বীয় পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। মাইকেল বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালে লেখা পড়া করিতেন। সুতরাং বঙ্গদেশের প্রধান কবি, বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম ব্যবহারকারী মধুসূদনকেও গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিন বৎসর হইল, ইহাঁর বৃদ্ধ গুরুমহাশয় কলিকাতায় ইহাঁর নিকট আসিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়কে ৫০ টী টাকা দেওয়াতে কবিবরের স্ত্রী বলিলেন যে, বৃদ্ধকে অধিক দেওয়া হইল। তাহাতে কবিবর বলিলেন, হাতে টাকা থাকিলে উহাঁকে এক শত টাকা দিতাম, উহাঁর বেত্রাঘাতের চিহ্ন হয় ত আজিও আমার শরীরে আছে।

মাইকেল কলিকাতার হিন্দুকলেজে ইংরাজী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ইনি ১৬।১৭ বৎসর বয়সে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহাঁর পিতা যদিও হিন্দু ছিলেন, তথাপি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী একমাত্র পুত্রের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ ছিল। তিনি ইহাঁকে বিশপস্ কলেজ নামক বিদ্যালয়ে চারি বৎসর অধ্যয়নাদি করান। ইহাঁর আবশ্যকীয় ব্যয়ার্থ তিনি যথেষ্ট অর্থ প্রদান করেন। তৎকালে বিশপস্ কলেজে অতি উত্তম শিক্ষা দান হইত, তিনি তথায় গ্রিক ও লাটিন ভাষা মনোযোগসহ শিক্ষা করেন। এবং সেই শিক্ষাই কবিবরের শেষে নানা ভাষা শিক্ষার মূল উপায় স্বরূপ হইয়াছিল।

বিশপস্ কলেজে থাকা কালে এক দিন এক জন পাদরি সাহেব উক্ত কলেজের ভজনালয়ে বাঙ্গালা ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন। সাহেব আমাদের জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "আমরা অদ্য তাম্বু ফেলিলাম, কল্য উঠাইয়া লইলাম এবং অন্য স্থানে তাম্বু গাড়িলাম।" এই বিলাতী বাঙ্গালা শুনিয়া মাইকেল উপাসনালয়ে হাসিয়াছিলেন। বিশপ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি উহাঁকে হাসিতে দেখিয়াছিলেন। তজ্জন্য পরে ডাকাইয়া মাইকেলকে ভর্ৎসনা করেন।

পাঠাবস্থায়ই ইহাঁর ইংরাজী কবিতা রচনা বিষয়ে বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। তাঁহার সহাধ্যায়ী মান্যবর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এক পত্রে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইনি বিশপস্ কলেজ হইতে বাহির হইয়া মান্দ্রাজে গমন করেন। তথায় সংবাদ পত্রে ইংরাজী ভাষায় গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনা প্রকাশ

করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। পরে তথাকার এক প্রধান বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হন। মান্দ্রাজে "আথেনিয়ম" নামে এক খানি সংবাদ পত্র ছিল। মাইকেল তাহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদক কিছু কালের জন্য ইংলণ্ড গমন করাতে মাইকেল একাকী আথেনিয়ম লিখিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যে উক্ত সংবাদ পত্রের অতীব সুখ্যাতি হইল। অনেকে মনে করিলেন, কোন অজ্ঞাত সুপণ্ডিত ইংরাজ আথেনিয়মে এমন উত্তম প্রবন্ধ লিখিতেছেন। কিন্তু যখন প্রকাশ হইল যে, এক জন বাঙ্গালী লিখিতেছেন, তখন সকলে মাইকেলের লিখিবার ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন!

ইংরাজী ১৮৫৬ অব্দে ইনি সস্ত্রীক বঙ্গদেশে পুনরাগমন করেন। এখানে দুই বৎসর কিছুই করেন নাই। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাইক পাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপ চন্দ্র সিংহের অনুরোধে "রত্নাবলী" নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করেন।

বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে তাঁহার "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক প্রথম। সেই নাটকের নামানুসারে স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম শর্ম্মিষ্ঠা রাখেন। (মাস তিনেক হইল, শর্ম্মিষ্ঠার বিবাহ হইয়াছে।) ২য় "পদ্মাবতী" নাটক। ৩য় "তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য"। এই কাব্য প্রথমে বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্রের অনুরোধে বিবিধার্থসংগ্রহ নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। ৪র্থ "একেই কি বলে সভ্যতা"? ৫ম "বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁও"। ৬ষ্ঠ "মেঘনাদবধ কাব্য"। ৭ম "ব্রজাঙ্গনা"। ৮ম "কৃষ্ণকুমারী নাটক"। ৯ম "বীরাঙ্গনা"। ১০ম "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী"। ১১শ "হেক্টর বধ"।

মেঘনাদ অতুল কাব্য। উহা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান সম্পত্তি। তিলোত্তমা সম্ভব হইতে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। গ্রন্থারম্ভে কবি লিখেন;—

"তুমিও আইস দেবী, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুল-বন মধু
লয়ে রচ মধু-চক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

কবির এ আরাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, তত দিন গৌড়জন সুধাপান করিতে বিরত হইবে না। বঙ্গবাসী আর কোন্ কবির মুখে দশাননের রাজসভার এমন বর্ণনা শুনিবে?—

"কনক আসনে বসে দশানন বলী—
হেম-কূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ্, নত ভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা—ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস সরসে
সরস কমল কুল বিকসিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি২
ধরে উচ্চ স্বর্ণ ছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভাসম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে।
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধররূপে!

ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডবশিবিরদ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি। মন্দে মন্দে বহে গন্ধ বহি,
অনন্ত বসন্ত বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা
বাঁশরী স্বরলহরী গোকুলবিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে?"

এই কাব্যে সরমার নিকট সীতার আক্ষেপ, শ্রীরামের যমালয় দর্শন, বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের উক্তি, লক্ষ্মণশোকে শ্রীরামের আক্ষেপ অতি চমৎকার। যেমন বিষয়, যেমন ভাব, তেমনি ছন্দ। ফলত এই মেঘনাদবধ মাইকেলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক।

মেঘনাদবধ রচনার পর মাইকেল ব্রজাঙ্গনা রচনা করেন। আমরা শুনিয়াছি, এই খানি কোন বন্ধুর অনুরোধে রচনা করেন। এই খানি দ্বারা প্রমাণ হইল যে, মাইকেল অতি মধুর ছন্দে মিত্রাক্ষর পদ্যও লিখিতে পারেন। ঐ কাব্যে কবি অনেক নূতন ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা;—

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা?

অপিচ;—

হায়রে তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি,
ভিখারিণী-রাধা এবে তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে, তব সঙ্গিনী,
অর্পেন সাগর করে তিনি তব পাণি!
সাগরবাসরে তব তাঁর সহ গতি!

বীরাঙ্গনা অপেক্ষাকৃত কোমল ও মধুর, কিন্তু ব্রজাঙ্গনার তুল্য মধু মাখা নহে।

চতুর্দ্দশপদী ১৮৬৫ অব্দে ফ্রান্সদেশের ভর্সেল্‌স্ নগরে লিখিত ও কলিকাতায় মুদিত হয়। এখানিতে কবি বাঙ্গালা ভাষায় প্রথমে চতুর্দ্দশপদী কবিতা ব্যবহার করেন। এই পুস্তকে আরও এক নূতন বিষয় ছিল; ইহাতে কবির হস্তাক্ষর প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থারম্ভে কবি এই রূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন।—

"যথা বিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে,
কহে, যোড় করি কর, গৌড় সুভাজনে;
সেই আমি, ডুবি পূর্ব্বে ভারতসাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা মুকুতা যৌবনে;—
কবিগুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল, কেমনে
নাশিলা সুমিত্রাপুত্র, লঙ্কার সমরে,
দেবদৈত্যনরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্রনন্দনে;—
কল্পনাদূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে;)—
বিরহলেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীরজায়া পক্ষে বীরপতিগ্রামে;
সেই আমি, শুন, যত গৌড় চূড়ামণি।"

কবি নিজেই স্বীকার করিতেন, অন্যান্য ইংরাজী বিদ্যাভিমানী বাঙ্গালির ন্যায় বাঙ্গালা ভাষার প্রতি প্রথমে তাঁহার বড় অনাদর ছিল। নিম্ন লিখিত পদ্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন;—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ,
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

যে নদের তীরবর্ত্তী গ্রামে কবির জন্ম

হইয়াছিল, ফ্রান্স দেশের ভর্সেল্‌স্ নগর হইতেও তাহাকে স্মরণ করিয়াছিলেন।—

"সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এবিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়াযন্ত্র ধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কাণ আমি ভ্রান্তির ছলনে!—
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ স্রোত রূপী তুমি জন্মভূমিস্তনে।
আর কি হবে হে দেখা? যত দিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি রূপ কর তুমি; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে।"

কবিবর যদিও দরিদ্র লোকের সন্তান ছিলেন না, তথাপি তাঁহাকে দারিদ্র্য কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি অতিশয় অপরিমিত ব্যয়ী ছিলেন। আরো কতক গুলি দোষ ছিল, তন্নিবন্ধন পৈতৃক সম্পত্তি সকলই অচিরে বিনষ্ট হইয়াছিল। নিজেও যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, পরিমিতাচারী হইলে তাহাতেই তাঁহার সুখ সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। বড় লোকের ন্যায় থাকিব, এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সুতরাং অর্থের অভাব কখনই দূর হয় নাই। বোধ হয়, সেই জন্যই আত্মসন্তুষ্টির জন্য নিম্ন লিখিত কবিতাটী রচনা করেন।

"ভেব না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনীরূপে যার ভাগ্য সরোবরে
না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ কিরণে;—
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতনব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায় আদরে!
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
ধন প্রিয়? বাঁধা রমা চির কার ঘরে?
তার ধন অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নির্ব্বংশ হলে বিস্মৃতি আঁধারে
ডুবে নাম, শিলা যথা তলশূন্য দহে।
তার ধন অধিকারী নারে মরিবারে।
রসনাযন্ত্রের তার যত দিন বহে
ভাবের সঙ্গীত ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে।"

এতদ্দেশীয় দিগের মধ্যে স্বদেশের ও মাতৃ ভাষার প্রতি অনুরাগ অতি অল্প লোকেরই আছে। আর যাঁহারা বিলাত হইতে কোটহ্যাট পরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু মাইকেলের ভাব সে রূপ ছিল না। তিনি যদিও কোটহ্যাট পরিতেন, যদিও ঘোরতর সাহেবী আচার ব্যবহারের অনুরাগী ছিলেন, তথাপি স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ঢাকানগরে মাইকেলের অভ্যর্থনার্থ এক সভা হয়, তাহাতে মাইকেল বলেন, "আমি যদিও ইংরাজী পোষাক পরি, তথাপি আমি বাঙ্গালি; আবার শুধু বাঙ্গালি নই; আমি বাঙ্গাল, আমার জন্মস্থান যশোহর।" ফলতঃ মাইকেল কোট হ্যাটধারী প্রকৃত বাঙ্গালি ছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটীতে তাঁহার স্বদেশের প্রতি কেমন অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে!—

"কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে?—
হায় লো ভারত ভূমি, বৃথা স্বর্ণজলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ নয়নি,

বিধাতা ! রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি !
নহিস লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী ;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি ;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধিনী
(হা ধিক্ !) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্ম্মতি !
কার শাপে তোর তরে ওলো অভাগিনী,
চন্দন হইল বিষ ; সুধা তিত অতি !”

এই পুস্তকের সমাপ্তি অতি সুন্দর। তাহা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—পাঠকের মনে আছে, এ পুস্তক ফ্রান্স দেশের ভর্সেল্‌স্‌ নগরে লিখিত হইয়াছিল।—

“বিসর্জ্জিব আজি মা গো বিস্মৃতির জলে
ও প্রতিমা ! নিবাইল, দেখ হোমানলে
মনোকুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি !
শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মন বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ! ডুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদবলে
অল্প দিন ! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি ! ডাকিলা যৌবনে ;
(যদিও অধমপুত্র, মা কি ভুলে তারে ?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে !
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত রতনে।”

মাইকেল কবি ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, কাব্যরসজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ছিলেন। কৃষ্ণনগরের ভূতপূর্ব্ব রাজা সতীশচন্দ্র বাহাদুর মাইকেলকে বলিয়াছিলেন যে, “এত দিন আমাদের ভারতচন্দ্র বঙ্গকবিদিগের মধ্যে প্রধান আসন অধিকার করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে আসন আপনি কাড়িয়া লইতেছেন।” ইহাতে মাইকেল বলিলেন, “ভারতচন্দ্রকে ৩০০ টাকার গাঁতি দিয়াছিলেন, তবে আমাকে কি দিবেন ?” রাজা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “আমার যদি কৃষ্ণচন্দ্রের মত সম্পত্তি থাকিত, আমি আপনাকে ৩০,০০০ টাকার জমিদারী দিতাম।” ফলত এখন মাইকেল বঙ্গদেশের প্রধান কবি।

মাইকেলের নাটক লিখিবার ক্ষমতাও বিলক্ষণ ছিল। বাঙ্গালা ভাষায় যত নাটক হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহার নাটকগুলিই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও রীতিমত লেখা হইয়াছে। আজ কালের নাটকে ও প্রহসনে গ্রাম্য রসিকতা অনেক ; ফলতঃ সে সকল ভদ্র লোকের পাঠ্য নহে। কিন্তু মাইকেলের নাটক গম্ভীর ভাবপূর্ণ, মাইকেলের জ্যাঠামতেও বিদ্যা প্রকাশ হইয়াছে। কেবল “বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁওাতে” অশ্লীল দোষ দৃষ্ট হয়। আমরা শুনিয়াছি, মাইকেল যৎকালে স্পেন্সের হোটেলে ছিলেন, তৎকালে এক রাত্রে তাঁহার গল্প রচনা শক্তির আশ্চর্য্য পরীক্ষা হইয়াছিল। বৈকালিক আহারান্তে তাঁহার পাঁচ জন ইংরাজ বন্ধু কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিয়াছিলেন, মাইকেল পাঁচ জনকে পাঁচটী গল্প বলিয়া যাইতেছিলেন। প্রত্যেকে প্রত্যেক গল্পের চারি পাঁচ অঙ্ক লিখিলে পর লেখকেরা সুরাপানে অধীর হইয়া আর লিখিতে পারিলেন না ; শেষে মাইকেলের কল্পন।শক্তির প্রশংসা করিতে২ শয়ন করিতে গেলেন।)

মাইকেলের ব্যবস্থাশাস্ত্র বিষয়েও বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। ইনি ইংলণ্ড যাইবার পূর্ব্বে কলিকাতা পুলিসের দ্বিভাষী ছিলেন। ইংলণ্ড হইতে বারিষ্টার হইয়া

আসিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় তাঁহার প্রিয় ছিল না। কাব্য শাস্ত্রের আলোচনায় সময় কর্ত্তন করিতেই ভাল বাসিতেন। অবকাশ সময়ে কবিতা রচনা ও কাব্যপ্রিয় জনগণের সহিত কথোপকথন করিতে আমোদ বোধ করিতেন। গত বৎসর "গল্পাবলী" নামে এক খানি পুস্তক পদ্যে রচনা করেন। তাহার মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে আমাদের সঙ্গে অনেক বার পরামর্শ করেন, কিন্তু নানা কারণে তাহা মুদ্রিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদর্শনের ন্যায় এক খানি মাসিক পত্র প্রচার করিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, তদ্বিষয়ে আমাদের সঙ্গে অনেক পরামর্শ হইত, তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা হেতু তাহা আরম্ভ পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই।

মরিবার কিছু কাল পূর্ব্বে মাইকেল অর্থাভাবে ও ঋণভারে অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, তখন আমরা তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে মধ্যে২ কথা কহিয়াছি। এক দিন তিনি বলিলেন, "যদি পৃথিবীতে ঈশ্বরদত্ত কোন ধর্ম্ম থাকে, তবে খ্রীষ্টধর্ম্মই সেই ধর্ম্ম;—আর যদি ঈশ্বর জগতে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে খ্রীষ্টই সেই অবতার।" আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, তিনি মৃত্যুকালে আপনার এক জন খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুকে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। এবং তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে, "আমি খ্রীষ্টকে আত্মা সমর্পণ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছি।"

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, এ দেশীয় অনেক কৃতবিদ্য ও ভদ্র লোক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু কেহই মাইকেলের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধ্যর্থ এ পর্য্যন্ত এত যত্ন দেখান নাই। মাইকেল ধর্ম্মেতর বিষয়ে আপনার কবিতারচনা শক্তি বিলক্ষণ দেখাইয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালা খ্রীষ্টীয়ান সাহিত্যের উন্নতি বর্দ্ধনার্থ কোন চেষ্টা করেন নাই। তাহা করিলে বাঙ্গালা খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের এ দুর্দ্দশা থাকিত না।

বহু বিবাহ।*

এ দেশে লোকে সকল কর্ম্মেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে শয়ন, শাস্ত্রানুসারে ভোজন, শাস্ত্রানুসারে বিদ্যারম্ভ, শাস্ত্রানুসারে সকলই করিতে হইবে। যাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ, তাহা অকর্ত্তব্য, গর্হিত। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণেরা দেবত্ব পাইয়াছেন। শূদ্রাদিরা শাস্ত্রানুসারে দাসত্ব পাইয়াছেন, কিন্তু সুখের বিষয় এই, কালচক্রের ঘূর্ণনে ব্রাহ্মণের সে দেবত্ব যাইতেছে, শূদ্রাদি দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতেছেন। শাস্ত্রানুসারে অসংখ্য দেবদেবী এদেশে

* বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক বিচার। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। ১ম, ও ২য় ভাগ। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র।

কল্পিত ও পূজিত হইয়াছে। শাস্ত্রানুসারে আমরা যুবতী স্ত্রী লোকদিগকে মৃত পতিসহ সজীব দগ্ধ করিতাম, পুণ্য কামনায় আমাদিগের দেশের জননীরা পাষাণে বুক বাঁধিয়া গঙ্গাসাগরে ছেলে ফেলিয়া দিতেন। যখন এই সকল ভাবি, তখন মনে হয় যে, আমরা কি অসভ্য ছিলাম, আমরা কি নিষ্ঠুর ছিলাম! আবার যখন বহু বিবাহের বিষয় ভাবি, তখনও মনে হয়, আমরা কি অসভ্য! বহু বেগমের ভর্ত্তা বলিয়া আমরা যবন নবাবদিগকে নিন্দা করি, কিন্তু ও রূপ ক্ষুদ্র নবাব যে আমাদের দেশে বিস্তর। আমরা কি অসভ্য! আমাদের সভ্যতা কেবল পরিচ্ছদে, বিদ্যা কেবল পরীক্ষা দান কালে, দেশহিতৈষিতা কেবল রাজপুরুষদের প্রশংসা লাভার্থে! ফলতঃ আমরা আজিও অসভ্য।

যাঁহারা এই দুর্ভাগ্য দেশের উপকার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের বড় ভক্তি হয়। যে সকল বিদেশীয় লোক এ দেশের হিতকামনা বা হিতচেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সতত কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহাদিগকে স্মরণ করি। এদেশের যে সকল লোক স্বদেশহিতাকাংক্ষী, তাঁহাদিগকে আমরা বড়ই ভাল বাসি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তদ্রূপ দেশহিতৈষী বাঙ্গালির সংখ্যা অতি অল্প। আমরা যত দিন কলেজ বা স্কুলে থাকি, তত দিনই আমাদের স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশ-মঙ্গল কামনা মুখে প্রকাশ পায়, যখন বিষয়ী হই, দশ টাকা উপার্জন করি, তখনই ঐ স্বদেশানুরাগ বা স্বদেশ মঙ্গল কামনা কার্য্য দ্বারা প্রকাশ হইবার সময়, কিন্তু তাহা হয় না। তখন আমরা ঘোর বিষয়ী হইয়া পড়ি; পিতৃকৃত একতল বাটী দ্বিতল করি, কোম্পানীর কাগজ করি, জমিদারী ক্রয় করি, অথবা বিলাতী সভ্যতা দেবীর সেবায় উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করি।

কিন্তু সুখের বিষয় এই, দেশহিতৈষী কয়েক জন লোক আছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা সমাজের মঙ্গল কামনা ও মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। তিনি অশেষ দোষাকর বহু বিবাহ প্রথা যে হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ, তাহাই প্রমাণ করণোপলক্ষে দুই খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকেই মনে করেন, বহুবিবাহ কাণ্ড শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু তাহা নহে, কতকগুলি অশাস্ত্রজ্ঞ ও স্বার্থপর লোক শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অনেক কুপ্রথার পোষকতা করিয়া থাকেন। যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্র নিরপেক্ষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, বহু বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নহে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ তাঁহাদিগের ভ্রান্তি নিরসনে সমর্থ। প্রথম পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ যে অশাস্ত্রসম্মত, তিনি তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এ বিষয়ের প্রমাণ মনুসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান কৌলীন্য প্রথা যে কোন শাস্ত্রেই নাই, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। বল্লালসেনের সময়ে দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল, রাজা সকল বিষয়ের কর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং তিনি যে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন,

তাহা দেশে আদৃত ও প্রচলিত হইয়াছিল। বল্লালসেনের পর ও হিন্দু রাজ্য লোপ হইবার পূর্ব্বে কৌলীন্য প্রথার দ্বারা দেশের যে এতাদৃশ অনিষ্ট হইয়াছিল, আমাদের এমন বোধ হয় না, কেননা তৎকালে দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের সবিশেষ চর্চ্চা হইত, হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিভা অপ্রতিহত থাকাতে ব্রাহ্মণদিগের উদর পূর্ত্তির ভাবনা ছিল না। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের পর দেশে মুসলমান রাজ্যারম্ভ হইলে কৌলীন্য প্রথা ক্রমে অনিষ্টকারী হইয়া উঠিল। যে রাজবাটীতে ব্রাহ্মণদিগের আদরের সীমা ছিল না, যে হিন্দু ধর্ম্মের প্রসাদাৎ নানা প্রকার যাগ যজ্ঞাদি কেবল ব্রাহ্মণ দিগের লাভের জন্য হইত, সে হিন্দু ধর্ম্ম মুসলমানগণ কর্ত্তৃক গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইল। যবনোপদ্রবে দেশের লোক অস্থির, কে ব্রাহ্মণদিগকে তাদৃশ দান করে? এ দিকে যাঁহারা কুলীন, তাঁহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইল, অনেকের কুল ভঙ্গ হইল, কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফল ফলিতে লাগিল। অর্থ লোভে কুলীনেরা বংশজ কন্যা বিবাহ করিতে লাগিলেন, কুল ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। তাঁহাদিগের সন্তানেরা স্বকৃত ভঙ্গের সন্তান বলিয়া খ্যাত। কুলের গৌরব ততটা নাই বটে, তবু কতকটা আছে। এরূপ পাত্রে কন্যা দান করিলেও বংশজেরা আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ অভঙ্গ কুলীনকে কন্যাদান করিতে অনেক অর্থ ব্যয় আবশ্যক। তাঁহাদের দর অধিক, তাঁহারা "হাইয়েষ্ট বিডারে" বিক্রীত হন, সুতরাং অনেক বংশজ তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন না। স্বকৃতভঙ্গের সন্তানের মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া ইহাঁদের খরিদার অনেক। বিবাহ করা ইহাঁদের জাতি ব্যবসায়। ইহাঁদিগের স্ত্রীরা পিত্রালয়েই থাকেন, কালে ভদ্রে স্বামীর পাদপদ্ম দর্শন করিতে পায়েন। তাহা দর্শন করাও আবার ব্যয় সাপেক্ষ, যে কন্যার পিতা ধনী, তাঁহার স্বামীদর্শন মধ্যেং হইয়া থাকে, কিন্তু যে অভাগিনী দরিদ্রের কন্যা, স্বামী তাহার মুখও দর্শন করেন না।

ভঙ্গ কুলীনের সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, কৌলীন্য প্রথা ততই অনিষ্টকারী হইতেছে; এ কথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব কৌলীন্য প্রথা কতকগুলি নির্ম্মম হৃদয় কুলীন কুমারের অর্থার্জ্জনের ও বঙ্গকামিনীর লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছে। এক জনে৭০।৮০ টা বিবাহ করেন, একথা শুনিলে দুঃখও হয়, হাসিও পায়। যাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালী জাতি সভ্য, তাঁহারা এক বার বিদ্যাসাগর প্রকাশিত ফর্দ্দ দেখিবেন। ১৮ বৎসর বয়স্ক বালকের ১১টী স্ত্রী। ৫৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের৮০ টী স্ত্রী।

এই ফর্দ্দে ভুল থাকা অসম্ভব নয়, কারণ কোন মুদ্রিত পুস্তক বিশেষ হইতে ইহা সঙ্কলিত হয় নাই। আর সে ভুলের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দোষী করা যায় না। কারণ তিনি ঘটক প্রভৃতির দ্বারা এই সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, ঘটকেরা ভুল করিলে তাঁহারও ভুল হইয়াছে। তিনি জানিয়া শুনিয়া কখনও মিথ্যা ফর্দ্দ বাহির করিবার লোক নহেন। কিন্তু এ জন্য আমরা এমত বলি

না যে, বিশেষ অনুসন্ধান করিলে অন্য পক্ষপ্রতিপোষক ফর্দ্দও বাহির হইতে পারে না। ফলে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে কৌলীন্য যে কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, তাহাও স্বীকার্য্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার বিরুদ্ধ কিছুই বলেন না। আজও যে দেশে কৌলীন্য বিলক্ষণ প্রচলিত, ইহা সপ্রমাণ করাই তাঁহা কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ফর্দ্দের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই রূপ বহু বিবাহ প্রথা নিবন্ধন সমাজের যার পর নাই অনিষ্ট হইতেছে; ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার অতি ভয়ানক পাপ, কৌলীন্য প্রথা নিবন্ধন ইহা প্রায় ঘটিয়া থাকে। ডাক্তর টনার বলেন, কলিকাতার ভদ্র বেশ্যাদিগের মধ্যে অধিকাংশ কুলীন ব্রাহ্মণের পত্নী; আর আমরা জানি, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে অনেক কুলীন পত্নী বা কুমারী উক্ত পাপবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

এই যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহ প্রথা নিবারণ অতি আবশ্যক। ইহা যে আবশ্যক, তাহা অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা কি প্রকারে নিবারণ হইবে? কেহ২ বলেন, দেশে ইংরাজী বিদ্যার যে রূপ চর্চ্চা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে রূপ অনুকরণ হইতেছে, তাহাতে উক্ত প্রথা আপনাআপনি রহিত হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য নয়। দশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কোন নগরে একটী বিশেষ সভা হয়। সভাতে অনেক কৃতবিদ্য লোক উপস্থিত ছিলেন। বহু বিবাহ নিবারণ ও বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করা সভার উদ্দেশ্য ছিল। সভাতে শিক্ষা বিভাগের এক জন প্রধান বাঙ্গালী কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাকে বহু বিবাহ নিবারক প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতে বলাতে তিনি অসম্মত হন। তাহার কারণ এই, তিনি শিক্ষিত হইয়াও বহু বিবাহ দোষগ্রস্ত ছিলেন। বোধ হয়, তখন আরও দুই চারিটী বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল।

ইংরাজী বিদ্যা প্রভাবে বহু বিবাহপ্রথা এক বারে নিবারিত হইবে না। কিয়ৎ পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে, সুতরাং উহা এক বারে রহিত করিতে হইলে রাজনিয়ম আবশ্যক। অনেকের বিবেচনায় রাজসাহায্য ব্যতিরেকে উহা নিবারিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাঁহারা এ বিষয়ে রাজসাহায্য প্রার্থনা আবশ্যক বোধ করেন, তাঁহাদিগের উহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা আবশ্যক। অন্যথা রাজার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বিধিসঙ্গত হয় না। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম পুস্তক প্রচার দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সপ্রমাণ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বাস আছে কি না, এস্থলে সে প্রশ্ন উত্থাপন করা অনধিকার চর্চ্চা। শাস্ত্রের মাহাত্ম্য প্রকাশ করা তাঁহার পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য নহে। যিনি রাজদ্বারে আবেদন করিয়া যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহপ্রথা রহিত করা আবশ্যক জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহার নিজের সে শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি থাকুক বা না থাকুক, তিনি হিন্দু হউন বা খ্রীষ্টীয়ান হউন, তাহাতে কিছু যায় আইসে না, দেশের শাস্ত্রের মত ত ঐ বটে।

বিদ্যাসাগর কপটী নহেন। যদৃচ্ছা-প্রবৃত্ত বহু বিবাহ অশাস্ত্রীয় প্রমাণিত হইলে তাহা রহিত করণার্থ গবর্ণমেণ্ট আইন করিতে পারেন। এই জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিবাহের শাস্ত্র বিরুদ্ধতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিধবা বিবাহ বিধি প্রচারের সময়েও এই রূপ হইয়াছিল। এরূপ কারণে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। এ বিষয়ে মহৎ লোকদিগের মধ্যে মত ভেদ আছে।

বহু বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক তর্ক পূর্ণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম পুস্তকের বিরুদ্ধে পাঁচ জন পণ্ডিত পাঁচ খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় আশ্চর্য্য বিচার শক্তি সহকারে তাঁহাদের আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। আপত্তি কারক-দিগের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ অধ্যাপক পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় এক জন প্রধান। তাঁহার পুস্তক খানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। পাঁচ বৎ-সর পূর্ব্বে যখন বহু বিবাহ নিবারণ প্রার্থ-নায় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হয়, তখন উক্ত তর্কবাচস্পতি মহাশয় সেই আবেদন পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছি-লেন। এক্ষণে তিনি আবার বহু বিবা-হের পোষকতায় পুস্তক প্রকাশ ও সনা-তন ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় বক্তৃতা করিয়া বালকত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া-ছেন। পাঁচ বৎসর মধ্যে এমত গুরুতর বিষয়ে যাঁহার মত পরিবর্ত্ত হইল, তাঁহার মত আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি না।

বাঙ্গালী জাতির মতের এই রূপ অস্থিরতাই বাঙ্গালী জাতির অবনতির এক কারণ। যাঁহাদের মানসিক বল, সৎ সাহস অল্প, তাঁহাদের মতির এই প্রকার অস্থৈর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। বাচস্পতি মহাশয় একজন বিজ্ঞ লোক বলিয়া খ্যাত, তাঁহার এ প্রকার মতৈস্থৈর্য্য দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইলাম।

আপত্তি কারকদিগের আপত্তি খণ্ডন কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে২ দুই চারিটী শ্লেষোক্তি করিয়াছেন বলিয়া, কোন২ সমালোচক তাঁহার দোষ ধরি-য়াছেন। তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহা-শয়কে অভদ্র স্থির করিতে গিয়া আপ-নাদের ভদ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদিগের জানা আবশ্যক যে, তর্ক-কালে ওরূপ দুই একটী শ্লেষোক্তি প্রায়ই ব্যক্ত হইয়া থাকে; আর ওরূপ শ্লেষো-ক্তির সহিত কথা বলিলে বিপক্ষ পক্ষের মনোযোগ অধিকতর আকর্ষিত হয়। অতএব আমরা সে জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বড় একটা দোষী করি না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রথম পুস্তকে "সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী" এই পদের অর্থ ৬ পৃষ্ঠার টীকায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। তথাপি "ভার্য্যা অপ্রিয়বা-দিনী" হইলেই সদ্যঃ দারান্তর পরিগ্রহ করিবে, এই আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিয়া কেহ২ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শ্লেষোক্তি করিয়াছেন। ও পদের অর্থ এই যে, যদি ভার্য্যা নিয়ত দুঃশ্রব কটূক্তি প্রয়োগ করে, তাহা হইলে দারান্তর পরিগ্রহ করিবে। সুতরাং কাহারও স্ত্রী যদি কখনও রাগ করিয়া বলেন, "তোমার হাতে পড়ে

আমার সুখ হল না," তৎক্ষণাৎ ঘটক ডাকিতে হইবে না। এরূপ বিধি থাকিলে কাহারও২ পক্ষে খুব সুবিধা হইত বটে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের সেরূপ অভিপ্রায় নহে। বিদ্যাসাগরদত্ত অর্থের উপেক্ষা করিয়াও যাঁহারা উক্ত পদের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শ্লেষোক্তি প্রয়োগ করত রসিকতা দেখাইয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহারা পুস্তক না পড়িয়াই সমালোচনা করিয়াছেন। আজ কাল অনেক সমালোচকে এরূপ করিয়াও থাকেন।

এদেশে মুসলমানদিগের সংখ্যা বিস্তর। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত বহু বিবাহ সম্বন্ধে কিছু এ পুস্তকে বলেন নাই। বলিবার আবশ্যক নাই, তাই বলেন নাই, কারণ এ পুস্তকে হিন্দুদিগের যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। মুসলমানদিগের বহু বিবাহ নিবারণ চেষ্টা তাঁহাদিগেরই করা কর্ত্তব্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃতকার্য্য হন, এই আমাদিগের কামনা। বিধবাবিবাহ বিধি প্রচলিত করিয়া তিনি সমাজের যে রূপ মঙ্গল করিয়াছেন, বহু বিবাহ প্রথা রহিত করাইতে পারিলে তদ্রূপ এক মহৎ উপকার করিবেন, সন্দেহ নাই।

উদ্ভট কথা।

স্বামীভক্তি।

সমরানল প্রজ্বলিত হইলে অনেক স্নেহময়ী জননীকে হয়ত এক মাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুনিবন্ধন, অনেক পতিপ্রাণা রমণীকে প্রাণসম প্রিয়তম পতির চির অদর্শন জন্য এবং অনেক স্নেহবান সুহৃদকে প্রিয়তম বন্ধুর মরণে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, এক জন পতিব্রতা স্ত্রী আপনার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে গৃহে রাখিয়া স্বামি দর্শন বাসনায়, এক দূরবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তিনি অর্দ্ধ রাত্র সময়ে শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া, প্রহরীকে আপনার পরিচয় দিয়া তাঁহার স্বামী কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রহরী কহিল, আপনার স্বামী এই শিবিরেতেই আছেন, কিন্তু এক্ষণে আপনি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিবেন না। তাহাতে সেই মহিলা তাহাকে সজল নয়নে বলিলেন, দেখ, আমি স্বামিকে দেখিব বলিয়া আপনার দুগ্ধপোষ্য বালককে গৃহে রাখিয়া, সমস্ত দিন অনাহারে ভ্রমণ করিয়া, এই ভয়াবহ সমরক্ষেত্রে আসিয়াছি; তুমি কি আমার সেই আশা বিফল করিবে? প্রহরী নারীর ঈদৃশ স্বামিভক্তি দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া, তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর নিকটে লইয়া গেল। তিনি স্বামীকে দর্শন করিয়া আপনার সমস্ত কষ্ট ও পরিশ্রম বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু এই সুখের সময় শীঘ্র শেষ হইল; শীঘ্রই রজনী প্রভাত হইল এবং তাঁহার স্বামী অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে বিদায় দিয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। কিন্তু ইনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া নিকটবর্ত্তী

এক উপপর্ব্বত হইতে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে চারি দিক তিমিরাচ্ছন্ন হইল। তখন যুদ্ধের নিবৃত্তি হইল। কিন্তু সেই অন্ধকারে আপনার স্বামির কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া, তিনি সমস্ত রাত্রি একাকিনী, অনাহারে ও দারুণ মনোকষ্টে তথায় যাপন করিলেন। পর দিন প্রত্যুষে সমরক্ষেত্রে গমন করিয়া চিন্তাকুল হৃদয়ে স্বামির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এবং অকস্মাৎ স্বামির শোণিতাক্ত দেহ দর্শন করিয়া, চেতনাশূন্য হইয়া, তাঁহার বক্ষস্থলে পতিতা হইলেন। আর উঠিলেন না!

সন্দেশাবলী।

— কেহ২ বলেন, মিশনরীরা বিবাহ না করিলে ভাল হয়। অবিবাহিতের ব্যয় অল্প, সময় অধিক। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা বড় একটা নাই। বোম্বাইয়ের বিশপও বলিয়াছেন, এদেশে অদ্যাপি যে খ্রীষ্টধর্ম্ম অধিক পরিমাণে ব্যাপ্ত হয় নাই, তাহার কারণ এই, মিশনরীরা প্রায় সকলেই বিবাহ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে সার বার্টল্ ফ্রিয়ার বলেন, "আমি মিশনরীদের বিবাহ করণের বিপক্ষ নহি। এমত কাল উপস্থিত হইতে পারে, যখন পৌলের ন্যায় মিশনরীদেরও অবিবাহিত অবস্থায় কাল যাপন করা শ্রেয় বোধ হইবেক, এবং সর্ব্ব সময়েই ধর্ম্মার্থে কেহ না কেহ অবিবাহিত অবস্থায় কালাতিপাত করেন; কিন্তু সাধারণতঃ বিবাহ করিলে ভাল হয়। যাঁহারা বিবাহ না করিবার পরামর্শ দেন, তাঁহারা মিশনের, বিশেষ দেশের অবস্থা জ্ঞাত নহেন। যাঁহারা বিবেচনা করেন, অবিবাহিত প্রচারকের দ্বারা অধিক কার্য্য হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের অত্যন্ত ভ্রম। আমি ভারতবর্ষে থাকিয়াই তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাইয়াছি"

— আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, চন্দননগরনিবাসী বাবু গুরুচরণ দাস সরকার বিগত ১৫ই জুন তারিখে বইটকখানাস্থ সাধু আন্দ্রিয়ের ভজনালয়ে পাদরি বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বাপ্তাইজিত হইয়াছেন। গুরুচরণ বাবু কিছুকাল চুঁচড়ার মিশনরী বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাঁকে ধর্ম্মশিক্ষা দান করেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৩৯ বৎসর; উপজীবিকা ব্যবসায়। জগদীশ্বর গুরুচরণ বাবুকে বিশ্বাসে বর্দ্ধিষ্ণু করুন, এই প্রার্থনা!

— ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়ার মতে, ভারতবর্ষে কেবল দশটী স্বাধীন মণ্ডলী আছে। তিনটী কলিকাতায়, তিনটী বোম্বাইয়ে, দুইটী মান্দ্রাজে, একটী কানপুরে, এবং একটী সিমলায়। কি লজ্জার কথা, অন্যান্য মণ্ডলীস্থগণ করেন কি? তাঁহাদের কি স্বাধীন হইবার ইচ্ছা নাই—না ক্ষমতা নাই?

— রোম নগরের মঙ্গল সম্ভাবনা। ইংলণ্ড ও আমেরিকার অনেক ধার্ম্মিক লোক তথায় ধর্ম্মজ্ঞান বিস্তারের জন্য যত্নশীল হইয়াছেন। তাঁহারা ১৮ টী সত্যধর্ম্মজ্ঞানবিস্তারিণী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। বোধ হয়, ৩০ টী তাদৃশ সভা অচিরাৎ তথায় সংস্থাপিত হইবেক। তাঁহাদের কতকগুলি পাঠশালায় ৯০০ শত ছাত্র প্রত্যহ অধ্যয়ন করিতেছে। এবং ৩৯০০ জন রোমাণ কাথলিক তাঁহাদের দলস্থ হইয়াছেন। ওএসলিয়ানরাও বিশেষ যত্ন সহকারে পরিশ্রম করিতেছেন। পাঠশালার জন্য তাঁহারা সম্প্রতি এক বৃহৎ অট্টালিকা ক্রয় করিয়াছেন। এবং বিশেষ আনন্দের বিষয় এই, রোমান কাথলিকদের মধ্যে "প্রপেগাণ্ডা" নামক যেমন একটী ধর্ম্ম সভা ছিল, প্রটেষ্টাণ্টেরাও তদ্রূপ একটী সভা স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টিত আছেন।

বিমলা।

উপন্যাস।

৬ অধ্যায়।

এক দিন প্রাতঃকালে রতন সিংহের বাটীতে এক খানি উৎকৃষ্ট শিবিকা সমেত ষোল জন বাহক, ও দুই জন দাসী এবং চারি জন দ্বারবান আসিয়া উপস্থিত হইল। শিবিকা দেখিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল। কতকগুলি বালক বালিকা শিবিকার পশ্চাৎ২ রতন সিংহের বাটী পর্য্যন্ত আসিল। পাড়ার কয়েকজন বয়স্থা স্ত্রীলোকও রতন সিংহের বাটীতে আইল। দাসীরা বরাবর বাটীর ভিতরে যাইয়া বিমলা দেবীকে প্রণাম করিল। বিমলা তাহাদিগকে পিতার ও ভ্রাতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বারবানগণ এক খানি পত্র আনিয়াছিল। তাহা রতন সিংহের নামীয়। তাহা তাহাকে দিল। দ্বারবানগণের মধ্যে অনেকে রতন সিংহের পরিচিত। রতন সিংহ তাহাদিগকে সমাদর পূর্ব্বক বসাইল। পরে পত্র পাঠ করিল, পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইল। অনুপ সিংহ এই পত্র পাঠাইয়াছিলেন। রতন সিংহ পত্র হাতে করিয়া বাটীর ভিতরে গেল, এবং তাহা বিমলার হাতে দিয়া কহিল, "বৎসে, তোমাকে রত্নপুরে যাইতে হইবে, আর এ দরিদ্রের কুটীরে থাকা ভাল দেখায় না, এই পত্র পাঠ করিলে সমস্ত জানিতে পারিবে।"

পত্রে যে সংবাদ আসিয়াছিল, বিমলা তাহা দাসীদের মুখে শুনিয়াছিলেন। এই জন্য রতন সিংহের কথায় কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন, সে লজ্জা আহ্লাদজনিত, শুধু লজ্জা নহে।

রতন সিংহ সরিয়া গেলে মালতী পত্র খানা বিমলার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। লইয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিল, বিমলা ইহাতে ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিলেন। সেও শুধু কোপ নহে, তাহাতেও আহ্লাদের অংশ আছে। মালতী পড়িল;—

"আজি তোমাকে একটী সুসংবাদ জানাইতেছি। প্রতাপ সিংহের ইচ্ছা এই, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহের সঙ্গে আমার বিমলার বিবাহ হয়। ভগবান (যিনি সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করিয়াছেন) এই সংবাদ লইয়া এখানে আসিয়াছেন, তাঁহার মুখে শুনিলাম, অমর সিংহ বিমলাকে দেখিয়াছেন, বিমলাও তাঁহাকে দেখিয়াছেন; ইহাতে আমি আরও আহ্লাদিত হইলাম। যখন বিবাহের কথা উঠিয়াছে, তখন আর বিমলাকে তোমার বাটীতে এ ভাবে রাখা ভাল দেখায় না। তুমি বিমলাকে যে রূপ যত্নে রাখিয়াছ, তাহা শুনিয়া পরম প্রীত হইলাম। আমি এই উপকার জন্য চিরকাল তোমার নিকট বাধ্য রহিলাম।"

পত্র পাঠ শ্রবণে বিমলা লজ্জাবনতমুখী হইলেন। রতন সিংহের স্ত্রী আনন্দে বিমলার গাল টিপিয়া বলিল, "লজ্জা কি মা, রাজার বউ হবে, রাজভোগে থা-

করে।" বিমলা আরো লজ্জিতা হইলেন।

এই কথা প্রসঙ্গে বাড়ীর ভিতরে স্ত্রীলোকেরা বিস্তর গোল করিতে লাগিল, রতন সিংহ আসাতে গোল থামিল। এবং তাহার ধমক শুনিয়া তাহার স্ত্রী আগত অতিথিদিগের আহারাদির আয়োজন করিতে চলিল। পর দিন প্রাতঃকালে বিমলার যাওয়া স্থির হইল।

মালতী জননীর সাহায্যার্থে পাকশালায় গেল। বিমলার দাসীরা কমলসরোবরে স্নান করিতে গেল। বিমলা একাকিনী চার পাইতে শুইয়া২ ভাবিতে লাগিলেন।

বিমলা কি অমর সিংহকে ভাল বাসেন? বাসেন। তাহার অনেক লক্ষণ বিমলাতে প্রকাশ পাইয়াছে। বিমলার স্বভাব এই, কোন নূতন জিনিষ, বা নূতন মানুষ দেখিলে তিনি তাঁহার বিষয় সঙ্গিনীদিগকে প্রশ্ন করেন। তাহার বিষয় বিশেষ রূপে জানিতে চাহেন। কিন্তু অমর সিংহের সঙ্গে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইলেও তাঁহার বিষয়ে মালতীকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাঁহার বিষয়ে কথা বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে। মালতী তাঁহার কথা পাড়িলে মন দিয়া শুনিয়াছেন, কিন্তু নিজে তাঁহার কথা এক দিনও পাড়েন নাই। যে ভাবে অমর সিংহের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যে ভাবে তিনি অমর সিংহকে দেখিয়াছিলেন, বিমলা সর্ব্বদা তাহা ভাবিতেন। বার বার ভাবিতেন, সে ভাবনাতে মনে এক প্রকার সুখানুভব হইত। অনেক সময়ে ভাবিতে২ অন্যমনা হইতেন, আবার পাছে, তাহাতে মালতী কিছু সন্দেহ করে, এ জন্য সে ভাবনা মনে২ রাখিয়া মুখে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলিতেন। অবোধ মালতী সে কথার ভাব বুঝিত না। সে যে কখনও এপথে পা দেয় নাই; যখন দিবে, তখন বুঝিবে। যে যুদ্ধের আয়োজন হইতেছিল, তাহা বিমলা ভাবিতেন। কখনও ভাবিতেন, যদি অমর সিংহ এ যুদ্ধে হত হয়েন?—ইহা ভাবিতে মনে কষ্ট হইত। এ ভাবনা ভাবিতেন না; ভাবিতেন, অমর সিংহ যুদ্ধে জয়ী হইবেন। চিতোরের সিংহাসনে পিতাকে বসাইবেন। ইহাতে তাঁহার মনে সুখ হইত।

পিতার পত্র পাইয়া বুঝিলেন, যে ব্যক্তির বিষয় তিনি সদাই ভাবেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইবে। ইহাতে তাঁহার মনে আনন্দ হইল। এখন তিনি মনে২ ভাবিলেন, যদি সেই দিন মালতী আর একটু দেরি করিয়া আসিত, তাহা হইলে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতাম। অবোধ! ভাল করিয়া দেখিলেই কি তৃপ্তি হয়? যাহাকে ভাল বাসিয়াছ, তাহাকে সহস্র বৎসর দেখিলেও তৃপ্ত হইবে না। যাহাকে দেখিলে তৃপ্তি হয়, তাহাকে ভাল বাসি না, যাহাকে যত দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে ভাল বাসি।

বিমলা নানা চিন্তায় রাত্রি যাপন করিলেন। পিতার পত্র পাইবার পূর্ব্বে অমর সিংহের বিষয় ভাবিতে শঙ্কা করিতেন, এখন নিঃশঙ্ক চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে রতন সিংহের

বাটীর পূর্ব্ব দিকস্থ বাঁশ বনের মধ্য দিয়া তরুণ অরুণের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল, পৃথিবী যেন স্বর্ণ জলে অঙ্গ ধৌত করিয়া প্রাতঃ সূর্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে উদ্যত হইলেন। পাখিরা আহারান্বেষণে বহির্গত হইল। চাষিরা গোরুর পাল লইয়া মাঠে চলিল। পূজারী ব্রাহ্মণেরা বাগানে ফুল তুলিয়া ডালা সাজাইতে লাগিল। অনুপ সিংহের প্রেরিত ভৃত্যেরা জাগিয়া চার পাইতে শুইয়া২ প্রভাতী সুরে গান ধরিল। এমন সময়ে মালতীর মা উঠিয়া মালতীর সঙ্গে বিমলার যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল। সে আপনি বিমলার কেশবিন্যাস করিয়া দিল। যেখানে যে অলঙ্কার সাজে, তাহা পরাইল। অবশেষে বিমলার গাল টিপিয়া বলিল, "এই রূপে চিতোরের রাজপুরী উজ্জ্বল করিও।" ইহা বলিয়া সে কাঁদিল, তাহার চক্ষে জল দেখিয়া বিমলাও কাঁদিলেন। মালতী কাঁদিয়া২ বিমলার গলা ধরিল। গলা ধরিয়া অনেক ক্ষণ কাঁদিল। স্ত্রীলোকেরা গোল মাল করিতেছে, দেখিয়া রতন সিংহ অন্তঃপুরে আইল। তাহাকে দেখিয়া সকলে নীরব হইল।

বাহিরে শিবিকাবাহক ও সঙ্গী ভৃত্যেরা অপেক্ষা করিতেছিল। মালতীর মা বিমলার হাত ধরিয়া আনিয়া শিবিকাতে তাঁহাকে বসাইয়া দিল। বাহকেরা শিবিকা স্কন্ধে করিয়া চলিল। দ্বারবানেরা অগ্রে ও পশ্চাতে তরোয়াল হস্তে চলিল। দাসী দুজন শিবিকার দুই পাশে শিবিকা ধরিয়া২ চলিল। রতন সিংহ শিবিকার সঙ্গে২ অনেক দূর পর্য্যন্ত গেল। মালতী ও তাহার মাতা, যতক্ষণ শিবিকা চক্ষের অন্তরাল না হইল, ততক্ষণ এক দৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। যখন শিবিকা দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল, তখন কাঁদিতে২ বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

---

৭ অধ্যায়।

আষাঢ় মাস, বর্ষাকাল; বেলা প্রহরেক মাত্র আছে। আকাশে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এক খণ্ড বৃহৎ নীল মেঘ সাজিয়াছে, তাহার চারিদিকে কতকগুলিন ক্ষুদ্র২ বারিদ খণ্ড রহিয়াছে। সূর্য্য যতই অস্তাচল অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বৃহৎ বারিদ খণ্ড ততই বৃহত্তর হইতে লাগিল। ক্ষুদ্রকায় মেঘগুলি আসিয়া তাহার সঙ্গে মিশাইয়া গেল। সূর্য্য কিরণে মেঘ গুলির পশ্চিম প্রান্ত রক্ত বর্ণ হইল। মেঘ খণ্ড ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া আকাশের মধ্যস্থলে উঠিল। মেঘের ছায়া পতিত হওয়াতে নদীর জল, সরোবরের জল নীলবর্ণ হইল। চাষারা গোমেষাদির পাল লইয়া তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে চলিল। ঝড় বৃষ্টির ভয়ে গগনবিহারী পক্ষীগণ দ্রুত বেগে নীচে নামিতে লাগিল। দুই একটী শাদা পক্ষী বারিদ খণ্ডকে বিদ্রূপ করণচ্ছলে তাহার আশে পাশে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। পথিকেরা সম্মুখবর্ত্তী আশ্রয় স্থানে শীঘ্র পঁহুছিবার নিমিত্ত দ্রুত পদে চলিতে লাগিল। এমন সময়ে চারিজন অশ্বারোহী এক মাঠ দিয়া চলিয়াছে। অবিরত দ্রুত গমনে অশ্বগণের সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, মুখ দিয়া ফেণরাশি নির্গত হইতেছে। নিকটে

গ্রাম নাই। কিন্তু দুই ক্রোশ দূরে এক সরাই আছে। যবন অশ্বারোহীরা সেই সরায়ে অদ্য রাত্রি যাপন করিবার মানসে দ্রুত গমনে চলিয়াছে। অশ্বারোহীরা ত্বরায় সেই সরায়ে পঁহুছিল। যখন পঁহুছিল, তখন সন্ধ্যা; সন্ধ্যার সঙ্গে২ ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সরায়ের কর্ত্তা হিন্দু, যবন পথিকদিগকে সরায়ে স্থান দেওয়া তাহার রীতি নহে। এই অশ্বারোহীদিগকেও সরায়ে স্থান দিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ভয় প্রযুক্ত স্থান দিতে হইল।

সরায়ে পথিকদিগের থাকিবার জন্য যে কুটীর সকল আছে, তাহা অতি সামান্য। সরায়ের কর্ত্তা ধনদাসের নিজের থাকিবার গৃহ অপেক্ষাকৃত অনেক স্বচ্ছন্দকর। সে গৃহটী দীর্ঘাকৃত, তাহাতে তিনটী কুঠরী। তাহার দক্ষিণদিগের কুঠরী ধনদাসের বাহির বাড়ী—তাহার উত্তরে পর পর দুটী কুঠরী আছে। যবনেরা সেই বাহির বাটীর কুঠরীতে আশ্রয় লইল।

রাত্রি প্রহরেক হইয়াছে, এমন সময়ে এক খানি শিবিকা আসিল। শিবিকার সঙ্গে শিবিকা বাহক ষোল জন, রক্ষক, চারি জন ও দাসী দুই জন। ধনদাস বুঝিতে পারিল যে, এ শিবিকায় কোন ভদ্রমহিলা আসিয়াছেন। ধন দাসের আদেশ মতে বাহকেরা শিবিকা ভিতর বাটীতে লইয়া গেল। দাসীরা সঙ্গে২ গেল। সঙ্গীলোকেরা স্বতন্ত্র কুটীরে যাইয়া আশ্রয় লইল।

এই শিবিকায় আমাদের বিমলা। দুই দিন হইল তিনি পিপুলি হইতে যাত্রা করিয়াছেন। অদ্য রাত্রে এই সরায়ে থাকিবেন।

যবনেরা যে কুঠরীতে বসিয়াছিল, বিমলা তাহার পরবর্ত্তী কুঠরীতে স্থান পাইলেন। ধনদাসের স্ত্রী তাঁহাকে সযত্নে স্থান দিল। শিবিকার মধ্যে তাঁহার যে সকল শয্যা ছিল, দাসীরা তাহা আনিয়া শয্যা প্রস্তুত করিল।

আহারান্তে ধনদাস বিশ্রাম করিতে গেল। বিমলাও বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনুচ্চ স্বরে তিনি দাসীদের সঙ্গে নানা কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে অপর গৃহে যবনের বাক্যালাপ শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

প্রথম যবন বলিল, "রহমতের কথায় বিশ্বাস করিয়া এত কষ্ট হইল।"

দ্বিতীয়। রহমত মিথ্যাকথা বলিবার লোক নহে।

তৃতীয়। রহমত কি প্রকারে জানিল যে, অনুপ সিংহ বিমলাকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছে?

প্রথম। সে সেই মুসলমানীর মুখে শুনিয়াছে, আর পাল্কী লইয়া লোক যাইতে নিজে দেখিয়াছে।

ইহা শুনিয়া বিমলার কণ্ঠ শুষ্ক হইল। দাসীরা তাঁহার মুখপ্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এক জন দাসী ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। বিমলা তাহাকে বলিলেন, "চুপ কর, আরও কি বলে শুনি।"

তৃতীয় যবন কহিল, "তবে বোধ হয়, তারা অন্য পথে গিয়াছে।"

বিমলা এখন স্পষ্ট বুঝিলেন যে, ইহারা তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু পায় নাই।

প্রথম যবন কহিল, "তাহা অসম্ভব নহে। আমরা এ দেশের সকল পথ জানি না।"

দ্বিতীয়। কাল সকালে ধনদাসকে জিজ্ঞাসা করিব যে, পিপুলি হইতে রত্ন পুরে যাইবার আর কোন পথ আছে কি না।

প্রথম। তাহা ও বলিবে না। ও যে হিন্দু।

চতুর্থ যবন এতক্ষণ নীরব ছিল, সে হাসিতে২ কহিল, "আমি যদি খোঁজ করিয়া দিতে পারি, কি বক্‌সিস পাইব?"

প্রথম। তোমাকে সুবাদার করিব।

চতুর্থ। তবে অনুপ সিংহের কন্যা এই সরায়ে আছে।

বিমলা দেখিলেন, বিপদ উপস্থিত। এক জন দাসীকে বলিলেন, "ভব, তুমি সুধারাম পাঁড়েকে চুপি২ যাইয়া সংবাদ দেও। আর এক খানি তরোয়াল চাহিয়া আন।"

প্রথম যবন চতুর্থ যবনের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। বলিল, "তুমি কি প্রকারে জানিলে?"

চতুর্থ যবন। সন্ধ্যার পরে যে পাল্কী আসিয়াছে, সেই পাল্কীতে অনুপ সিংহের কন্যা আসিয়াছে। কেননা পাল্কীর সঙ্গে যে সিপাহীদিগকে দেখিলাম, তাহাদিগকে আমি অনুপ সিংহের বাটীতে দেখিয়াছি।

সকলে এ কথা বিশ্বাস করিল।

ভব সুধারাম পাঁড়েকে সভয়ে সংবাদ দিল। সুধারাম শুনিয়া বিস্মিত হইল। সে অপর সঙ্গিদিগকে বলিল। তাহারা দেখিল যে, কোন বিশেষ ভয়ের কারণ নাই। কেননা তাহাদের জনবল যবন দিগের অপেক্ষা অধিক। সুধারামের আদেশ মতে সকলেঁ জাগরিত ও প্রস্তুত রহিল। ভব সুধারামদত্ত তরবারি লইয়া বিমলার নিকট প্রত্যাগত হইল। প্রত্যাগত হইবামাত্র বিমলা তাহাকে নিকটে ডাকিয়া অনেক ক্ষণ কানে২ কি কহিলেন, ভব আবার সেই সংবাদ লইয়া সুধারামের নিকট প্রেরিত হইল।

ভব এবার আসিয়া সুধারামকে কহিল যে, "রাত্রে ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। যবনেরা এ রাত্রে কোন গোল মাল করিবে না। পরামর্শ করিয়াছে, প্রাতে উহারা আমাদের অদৃশ্য হইয়া আমাদের পশ্চাৎ২ যাইবে। আর গণেষগিরির নিকটে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।"

সুধারাম ভবর কথা মন দিয়া শুনিল। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পরে বলিল, "রাজকুমারী কি বলেন?"

"তিনি বলেন যে, উহারা নিদ্রিত হইলে আমাদের কমলমিরের পথে প্রস্থান করা ভাল।"

"সে পরামর্শ মন্দ নয়।"

সঙ্গিরা সকলেই এপরামর্শে সম্মত হইল। সুধারাম প্রধান বাহককে ডাকিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিল। ভব আসিয়া বিমলাকে সংবাদ দিল। স্থির হইল, যবনেরা নিদ্রিত হইলে প্রস্থান করা হইবে।

---

৮ অধ্যায়।

প্রতাপ। যবন সৈন্যের সংখ্যা বিশেষ করিয়া গণনা করিয়াছ?

সন্ন্যাসী! আমি উহাদের সমস্ত সৈন্য-

দলেই প্রবেশ করিয়াছি। সৈন্য সংখ্যা চল্লিশ সহস্রের অধিক নহে। তাহার মধ্যে দশ সহস্র রাজপুত।

প্রতাপ। তবে কোন ভাবনা নাই; আমাদের ত্রিংশ সহস্র রাজপুত যথেষ্ট; যবন সৈন্যদিগকে পিস্থুলা নদী পার হইতে দেওয়া হইবে না।

সন্ন্যাসী। আজি পাঁচ দিন উহারা দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়াছে। আমাদের আর বিলম্ব করা ভাল নয়। পিস্থুলার অপর পারে যাইয়া শিবির সংস্থাপন করা যাউক।

প্রতাপ। তুমি ব্যস্ত হইও না। কমলমিরের চারিদিকে যে পরিখা খনন করিয়াছি—ইহার মধ্যে প্রবেশ করা সহজ কথা নহে। যবনদিগের এদেশে আসিতে আরো পনেরো দিন লাগিবে। এখনও সময় আছে।

সন্ন্যাসী। অমর সিংহ গোগুণ্ডা হইতে এখনও আসিলেন না কেন?

প্রতাপ। আমি তাই ভাবিতেছি। দেশে কয়েকজন যবন অশ্বারোহী আসিয়াছে, বোধ হয়, তাহারা মানসিংহের চর। অমর আমাকে বলিয়াছিল যে, সে তাহাদের অনুসন্ধানও করিবে।

এক দিন অপরাহ্নে কমলমিরে রাজগৃহে বসিয়া বিরলে প্রতাপ সিংহ ও ভগবান সন্ন্যাসী এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন। এমন সময়ে অদূরে অমর সিংহকে দল বল সহ গৃহাগত দেখিয়া প্রতাপ সিংহ ও সন্ন্যাসী উভয়ে কিছু বিস্মিত হইলেন। বিস্মিত হইবার কারণ এই যে, অমর সিংহের সঙ্গে এক খানি বসনাবৃত শিবিকা ও তাহার সঙ্গে২ দুই জন দাসী ছিল। অমর সিংহ আসিয়াই পিতাকে প্রণাম করিলেন, এবং বাহকদিগকে শিবিকা অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিলেন, "অমর, ব্যাপার টা কি?" তখন অমর সিংহ অনেক যত্নে আপনার মনোগত কতকগুলিন ভাব দমন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—

"আজি প্রত্যূষে আমি গোগুণ্ডা হইতে কমলমিরে আসিতেছিলাম,—কিয়ৎদূর আসিয়া মাঠের মধ্যে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম। দেখিলাম, এই শিবিকা খানি পথের এক পার্শ্বে রহিয়াছে—আর চারিজন যবনের সহিত চারি জন রাজপুতে ঘোরতর কাটাকাটি করিতেছে, যবনেরা অশ্বারোহী, সুতরাং তাহারা জয়ী হইবার উপক্রম হইয়াছে, দাসী দুই জন অদূরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে। আমরা ইহা দেখিয়া দ্রুত বেগে অশ্ব চালাইলাম। আমরা যাইতে২ চারি জন রাজপুত বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইল। ইহা দেখিয়া শিবিকা মধ্যহইতে এক যুবতী তরবারি হস্তে প্রলয় কালের অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় নির্গত হইলেন। তাঁহার এবেশে নির্গত হইবার কারণ এই যে, দাসী দুই জন আমাদিগকে যবনাশ্বারোহী ভাবিয়া চীৎকার শব্দে বলিয়াছিল, যে আরো যবন আসিতেছে। আমাদিগের উক্ত স্থানে পঁহুছিবার পূর্ব্বে যুবতী এক জন যবনের অশ্ব কাটিয়া ফেলিলেন। অশ্ব মরিয়া যাওয়াতে যবন হতবল হইল। যুবতী

আর এক আঘাতে তাহাকে শমন ভবনের আতিথ্য স্বীকার করাইলেন। এমন সময়ে আমরা তথায় পঁহুছিলাম। আমাদিগকে দেখিয়াই অবশিষ্ট যবনত্রয় বায়ুবেগে প্রস্থান করিল। আমি তাহাদের এক জনকে চিনিলাম, তাহার নাম মিরজা খাঁ। এই প্রকারে এই যুবতী রক্ষা পাইলেন।”

তখন ভগবান জিজ্ঞাসিলেন, “এ যুবতী কে?”

অমর সিংহ অবনত বদনে কুণ্ঠিত বচনে কহিলেন, “ইনি অনুপ সিংহের কন্যা। পিপুলি হইতে পিতার নিকট যাইতেছিলেন। পথি মধ্যে যবনেরা আক্রমণ করে।”

প্রতাপ। তা ইনি যে বীরতা দেখাইয়াছেন, তাহা অনুপ সিংহের কন্যার যোগ্যই বটে। ভগবান, তুমি অন্তঃপুরে যাইয়া ইহাঁর যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে বল।

ভগবান ঈষৎ হাসিয়া যে আজ্ঞা বলিয়া চলিলেন, যাইবার সময় অমরের হস্ত ধারণ করিলেন। অমর সিংহও পিতার অনুমতি পাইয়া চলিলেন।

---

৯ অধ্যায়।

তিন দিবস পরে প্রতাপ সিংহ এক শতঅশ্বারোহী সঙ্গে দিয়া বিমলাকে রত্নপুরে পিতার ভবনে প্রেরণ করিলেন। এই তিন দিবস বিমলা অতি সুখে যাপন করিয়াছিলেন। অমর সিংহের মাতা তারা দেবী তাঁহাকে আপনার কন্যাবৎ স্নেহ, ও অমরের ভগিনীরা ভগিনীবৎ প্রণয় প্রকাশ করাতে বিমলা অতিশয় আপ্যায়িত হন। এ ভিন্ন অমর সিংহের যে রূপরাশি তিনি হৃদয় পটে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তিন দিন ব্যাপিয়া দেখিলেন। কিন্তু এত দেখিয়াও দেখিবার বাসনা মিটিল না। ফলতঃ এ জগতে যাহাকে ভাল বাসা যায়, তাহাকে চির জীবন দেখিলেও দেখিবার বাসনা পূর্ণ হয় না। বিমলার বাসনা পূর্ণ হইল না। অমর সিংহের ছবি খানি তাঁহার হৃৎপটে আরো অলোপনীয়রূপে অঙ্কিত হইল।

বিমলা পিতার গৃহে আসিয়া সুখী হইলেন না। তিনি রত্নপুরে আসিলে পর দেশে যবন সৈন্য ব্যাপিল। সৈন্যেরা প্রজাদিগের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিতেছিল। দেশের লোক ব্যতি ব্যস্ত। লোকের স্ত্রীপুত্র সম্পত্ত্যাদি সঙ্কটাপন্ন। বিমলা গৃহে পঁহুছিয়া দশ দিন পরে অমর সিংহের এক পত্র পাইলেন। সে পত্র এই;—

“প্রাণাধিকে,

দুরাত্মা মান সিংহ যবন সৈন্য লইয়া দেশে প্রবেশ করিয়াছে। অদ্য সমস্ত দিন তাহাদের সঙ্গে আমাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছে। সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে আমরা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছি। পরে কি হয়, বলা যায় না। আমার শরীরে অনেক স্থানে ক্ষত হইয়াছে। যদি এমন সময়ে তুমি নিকটে থাকিতে, এবং রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলে তুমি অঙ্গে স্বীয় কোমল হস্ত প্রচার করিতে, যবনের শরাঘাত জনিত বেদনা তোমার হস্ত স্পর্শমাত্র ভুলিয়া যাইতাম।

এক্ষণে দেশময় যবন সৈন্য ব্যাপ্ত হইয়াছে। এসময়ে তোমার রত্নপুরে

বাস নির্ব্বিঘ্ন নহে। অতএব স্থানান্তরে যাইয়া গোপনে থাকিবার উপায় দেখ। আমার মাতা ও ভগিনীদিগকে আর্ব্বলী-পর্ব্বতে এক ভিল রাজার বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছি। তুমি যদি এখানে থাকিতে, তোমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে রাখিয়া আসিতাম।

তোমরাই
অমর।"

পত্র খানি বিমলা পুনরায় পাঠ করিলেন। দেখিলেন, উহার প্রত্যেক অক্ষর গম্ভীরতাব্যঞ্জক, অথচ প্রণয় প্রকাশক। বিমলা এ পত্র আবার পড়িলেন। "প্রাণাধিকে!" পড়িয়া বিমলা একটু কুণ্ঠিত হইলেন। বিমলা অমর সিংহের পরামর্শ শিরোধার্য্য করিলেন। রত্নপুরে থাকা যে এক্ষণে অবিধেয়, তাহা তিনি পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আর স্থান কোথায়? এ যুদ্ধে যদি যবন সৈন্য জয়ী হয়, রাজপুতানায় আর মস্তক রাখিবার স্থান থাকিবে না। অমর সিংহ অনুপ সিংহকেও এই মর্ম্মে এ পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্র পাইয়া অনুপ সিংহ ভাবিতেছিলেন। তাঁহার নিজের জন্য কোন ভাবনা ছিল না, ভাবনা বিমলার জন্য। বিমলাকে কোথায় রাখি। রত্নপুরের চারিদিকে যবন সৈন্য ব্যাপিয়াছে, আমি প্রতাপ সিংহেকে অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সাহায্য করিয়াছি, মান সিংহ ইহা শুনিতে পাইলে, আমার বড় বিপদ। অনেক চিন্তা করিয়াও অনুপ সিংহ কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। এই রূপে দুই তিন দিবস গত হইল, এক দিন অপরাহ্ণে, শিবিকারোহণে অলকা দেবী অনুপ সিংহের বাটীতে আইলেন। সে সময় দেশময় যবন সৈন্য ব্যাপ্ত হইলেও তাঁহার কোন ভাবনা নাই; কারণ যবনেরা তাঁহাকে আপনাদের পক্ষ ও আশ্রিত বলিয়া জানে। সুতরাং তাঁহার নাম শুনিলে কোন যবন কিছু বলিত না। অলকা দেবীকে নিজ গৃহাগত দেখিয়া অনুপ সিংহ ও বিমলা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। অলকাদেবী বিমলার জন্য দিল্লী হইতে অনেক প্রকার অলঙ্কার আনিয়াছিলেন, বিমলা তাহা পাইয়া বিলক্ষণ আনন্দিত হইলেন।

অলকাদেবী দিল্লী হইতে প্রথমে গোবিন্দপুরে আইসেন, তথা হইতে অনুপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ও বিমলাকে দেখিতে রত্নপুরে আসিয়াছেন।

অনুপ সিংহ অলকাদেবীকে অতি বিশুদ্ধ চরিতা ও অন্তরে রাজপুতদিগের হিতৈষী বলিয়া জানিতেন। এজন্য তাঁহার সঙ্গে বিমলাকে স্থানান্তরে পাঠাইবার বিষয়ে অনেক কথা কহিলেন। উভয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, গোবিন্দপুরে অলকাদেবীর সঙ্গে বিমলার থাকাই শ্রেয়ঃ। বিমলা তাহাতে সম্মত হইলেন। অলকাদেবী বলিলেন, তিনি যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গোবিন্দপুরে থাকিবেন। আর বিমলাকে অতি গোপনে আপনার নিকট রাখিবেন।

কোরাণ।

(২ সুরাএ বাকর্—২ অধ্যায়—গাভী।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

১০৮ যে সকল লোকে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকের এই হৃদয়াভিলাষ যে, তোমরা মুসলমান হইলেও কি প্রকারে তোমাদিগকে পুনর্ব্বার অবিশ্বাসী করে; তাহাদিগের সম্মুখে প্রকৃত সত্য সপ্রকাশ হইলে পরেও অন্তর হইতে হিংসা করত (এরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে।) এজন্য তাহাদিগকে ক্ষমা কর, এবং যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বর বিশেষ আজ্ঞা না দিবেন, সে পর্য্যন্ত ঐ বিষয় মনোমধ্যে আন্দোলন করিও না, যেহেতুক পরমেশ্বর সর্ব্বোপরি ক্ষমতাপন্ন।

১০৯ প্রার্থনায় অনুরক্ত হও; দান কর; এবং যে কেহ নিজ মঙ্গল জন্য সৎকর্ম্ম পূর্ব্বে প্রেরণ করিবে, সে পরমেশ্বরের নিকট হইতে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে; পরমেশ্বর তোমাদিগের কর্ম্ম দৃষ্টি করেন।

১১০ তাহারা বলিয়া থাকে, যিহুদী কিম্বা খ্রীষ্টীয়ান বিনা আর কেহই স্বর্গের সুখধামে কখনই প্রবেশ করিতে পারিবে না, তাহারা এই মনোভীষ্ট স্থির করিয়া থাকে।

১১১ তুমি বল, যদ্যপি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে ইহার প্রমাণ দর্শাও, পরমেশ্বরের সম্মুখে যাহারা নিজ শির নত করত সদাচারী হয়, তাহারাই নিজ প্রভুর নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, তাহারা কখন ভয় প্রাপ্ত হইবে না, এবং তাহারা কোন দুঃখ পাইবে না, এ অবস্থা অন্য কাহার নহে।

১১২ যিহুদীরা বলিয়া থাকে, খ্রীষ্টীয়ানেরা সৎপথাবলম্বী নহে এবং খ্রীষ্টীয়ানেরা বলিয়া থাকে, যিহুদীরা সৎপথাবলম্বী নহে, এবং উভয়েরাই ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকে, ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য লোকেরাও এই প্রকার কহিয়া থাকে, ইহা তাহাদেরই নিজ বাক্যানুযায়ী; যে কথা লইয়া তাহারা এক্ষণে বিবাদ করে, পরমেশ্বর সেই মহাবিচার দিনে (তদ্বিষয় নিষ্পত্তি করত) আজ্ঞা দান করিবেন।

১১৩ পরমেশ্বরের (উপাসনা জন্য) ভজনালয়ে গমন করিতে, এবং তথায় তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে নিষেধকারী, এবং (তথাকার উপাসকদিগকে) সংহার করণার্থে দ্রুত বেগে গমনকারী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর দুর্দ্দান্ত ও অন্যায়আচারী আর কে? আর ঐ (উপাসকেরা) যাত্রাকালে পথ মধ্যে অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইয়া ভজনালয়ে উপস্থিত হইতে অক্ষম হয়।

১১৪ এমত লোকের নিমিত্ত ইহকালে লজ্জা এবং পরকালে অতি বড় দণ্ড নিরূপিত আছে।

১১৫ পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উভয়ই পরমেশ্বরের, তজ্জন্য উপাসনাকালে যে দিকে মুখ রাখ, সেই দিকেই পরমেশ্বর সম্মুখ হইয়া মনোযোগী হন; সত্য, পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বজ্ঞ।

১১৬ তাহারা বলিয়া থাকে, পরমেশ্বর বংশ উৎপাদন করিয়া রক্ষা করেন, (এমত নহে,) তিনি সকল হইতে পৃথক, অথচ স্বর্গ ও পৃথিবীতে যে কোন পদার্থ আছে, সে সমস্তই তাঁহারই অধিকার, সকলই তাঁহার সম্মুখে তাঁহার ভয়ে বিদ্যমান আছে।

১১৭ তিনিই কেবল স্বর্গ পৃথিবীর এক মাত্র স্থষ্টিকর্ত্তা, এবং যখন তিনি কোন কার্য্য সমাধা জন্য আজ্ঞা করেন, তখন তিনি তদ্বিষয় সম্বন্ধে এরূপ বলিয়া থাকেন যে, "হও," এবং তাহা তৎক্ষণাৎ হইয়া থাকে।

১১৮ অজ্ঞান লোকেরা এ রূপ বলে, পরমেশ্বর আমাদিগের সহিত কি জন্য কোন কথা কহেন না? আর আমরাই বা কেন (ধর্ম্মগ্রন্থের) পদ (স্বরূপ কোন চিহ্ন) প্রাপ্ত হই না? উহাদিগের পূর্ব্বকালের লোকেরা এই রূপ উক্তি করিত, ইহা তাহাদিগেরই স্বীকৃত বাণী, তাহাদিগের হৃদয়াবস্থাও সমরূপ, আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী জনগণসম্মুখে (ঐশ্বরিক) চিহ্ন সমূহ সপ্রকাশ করিয়াছি।

১১৯ আমরা তোমাকে সত্য বাণী লইয়া আনন্দপ্রদ এবং ঈশ্বরভয়জনক বার্ত্তা প্রচার করণার্থে প্রেরণ করিয়াছি, আর নরকস্থ লোকেরা কে? এ প্রশ্ন তোমার নিকটে উচ্চার্য্য নহে।

১২০ আর যিহুদী কিম্বা খ্রীষ্টীয়ান তোমার প্রতি কখনই সন্তুষ্ট হইবে না, যে পর্য্যন্ত তুমি তাহাদিগের মতাবলম্বন না কর; (এ জন্য) তুমি বল, পরমেশ্বর প্রদর্শিত পথই কেবল সত্য, এবং যে জ্ঞান তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা প্রাপ্ত হইয়া তুমি যদ্যপি তাহাদিগের স্বেচ্ছানুসারে গমন কর, তাহাহইলে পরমেশ্বরের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে এবং সাহায্য দান করিতে কেহই সক্ষম হইবে না।

১২১ যাহাদিগকে আমরা ধর্ম্মগ্রন্থ (অর্থাৎ কোরাণ) প্রদান করিয়াছি, এবং যাহারা ঐ সত্য পাঠ্যগ্রন্থ প্রকৃতরূপে অধ্যয়ন করে, তাহারাই তদোপরি দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং যাহারা তাহা বিশ্বাস না করিবে, তাহাদিগেরই ক্ষতি হইবে।

১২২ হে ইস্রায়েল বংশ, আমি তোমাদিগের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি, তাহা স্মরণ কর, এবং তোমাদিগকে সর্ব্বদেশীয় লোকাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর করিয়াছি, তাহাও (স্মরণ কর।)

১২৩ আর ঐ দিনের ভয় হইতে রক্ষা অন্বেষণ কর, (যে দিনে) কোন ব্যক্তি কাহারও কিঞ্চিৎমাত্র উপকারে আসিবে না; (যে দিনে) তাহাদিগের নিকট হইতে কোন বিনিময় দ্রব্য লওয়া যাইবে না; (যে দিনে) তাহাদিগের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির প্রতি সাধনা উপকারজনক হইবে না; এবং (যে দিনে) তাহাদিগকে কোন সাহায্য দত্ত হইবে না।

১২৪ আরও স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম নিজ প্রভু কর্ত্তৃক কএকটী বিশেষ বাক্য দ্বারায় পরীক্ষিত হইলে পর তিনি তাহা পূর্ণ করিলেন; (তৎপরে পরমেশ্বর) আজ্ঞা করিলেন, আমি তোমাকে সমস্ত লোকের নিকটে ধর্ম্ম বিষয়ে এক দৃষ্টান্তস্থল করিব, (তিনি বলিলেন) আর আমার বংশাবলিকেও কি? (পরমেশ্বর)

কহিলেন, আমার অঙ্গীকার অধার্ম্মিক-দিগের প্রতি বর্ত্তে না ।

১২৫ আর যখন আমরা এই কাবা গৃহকে জন সমুহের একত্র হইবার এবং আশ্রয় প্রাপ্ত হইবার স্থান রূপে নিরূপণ করিলাম ; (এবং কহিলাম) যে স্থানে ইব্রাহীম দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহাকে বিশেষ উপাসনার স্থান নিরূপণ কর ; আর আমরা ইব্রাহীম এবং ইস্মায়েলকে বলিয়াছিলাম যে, আমার গৃহ প্রদক্ষিণ-কারী, (ধর্ম্মার্থে) উপবাসী, এবং প্রণাম ও উপাসনাকারীদিগের নিমিত্তে পরিষ্কার করত শুচি করিয়া রাখ ।

১২৬ আর যখন ইব্রাহীম বলিল যে, হে প্রভো, এই স্থানকে স্বর্গীয় নগর কর, এবং তন্নগরবাসী লোকের মধ্যে যাহারা পরমেশ্বরেতে এবং শেষ দিনে (অর্থাৎ মহাবিচার দিনে) দৃঢ় রূপে প্রত্যয় করে, তাহাদিগকে সুখাদ্য ফল ভোজনার্থে দান কর, (তখন) পরমেশ্বর আজ্ঞা করিলেন,(ঐ স্থানের অবিশ্বাসী লোকদিগকে) ও অল্প দিনের নিমিত্তে উপকার দান করিব, এবং তৎপরে তাহাদিগকে বদ্ধ করত নরকের যন্ত্রণা স্থানে আহ্বান করিব, এবং তাহারা মন্দ স্থান দিয়া যাত্রা করিবে ।

১২৭ আর যখন ইব্রাহীম এবং ইস্মায়েল ঐ গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন করিতে লাগিল, (তখন তাহারা বলিল) হে প্রভো ; আমাদিগের নিকট হইতে ইহা গ্রহণ কর, তুমিই কেবল প্রকৃত শ্রোতা ও জ্ঞাতা ।

১২৮ হে আমাদিগের প্রভো, আমাদিগেকে আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী কর, এবং আমাদিগের বংশাবলিকেও আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী লোক কর, এবং হজ্ করিবার (অর্থাৎ মক্কানগরস্থ কাবা নামক ভজনালয়ে উপাসনা কার্য্যের) নিয়মাদি আমাদিগকে শিক্ষা দান কর ; এবং আমাদিগের অপরাধ সমস্ত ক্ষমা কর, যেহেতুক তুমিই কেবল প্রকৃত ক্ষমাকারী এবং কৃপাময় ।

১২৯ হে আমাদিগের প্রভো, ঐ স্থানে ঐ লোকদিগের মধ্য হইতে এক (তোমার) প্রেরিত ব্যক্তিকে উত্থাপন কর, যিনি উহাদিগের নিকটে তোমার (চিহ্ন-স্বরূপ ধর্ম্মগ্রন্থের) পদ পাঠ করিতে পারেন, এবং তাহাদিগকে পুস্তক (অর্থাৎ কোরাণ) এবং নির্ম্মল উপদেশ বাণী শিক্ষা দিয়া সংশোধন করিতে পারেন, (যেহেতুক) তুমিই কেবল পরাক্রমী আজ্ঞাদাতা ।

১৩০ উন্মত্ত জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি বিনা আর কোন্ মনুষ্য ইব্রাহীমের ধর্ম্ম মত গ্রহণ না করিবে ? আমরা তাহাকে ইহ-লোকে মনোনীত করিয়াছি, এবং সে পরলোকে এক সাধু ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে ।

১৩১ যখন তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হও, তখন (তিনি) বলিলেন, আমি সর্ব্বেশ্বরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলাম ।

১৩২ আর ইহাই ইব্রাহীম নিজ পুত্র-দিগকে আপনার (মনোভীষ্ট সদৃশ) দান করিয়া গিয়াছেন, এবং যাকুব (তাঁহার পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন,) হে পুত্রগণ, পরমেশ্বর তোমাদিগের নিমিত্ত এই ধর্ম্ম মনোনীত করিয়া দিয়াছেন, এ জন্য

মুসলমান ধর্ম্ম বিনা (অন্যমতে প্রাণত্যাগ করিও না।)

১৩৩ যাকুবের মৃত্যুকালে কি তোমরা উপস্থিত ছিলা? এবং যখন তিনি নিজ পুত্রদিগকে বলিলেন, আমার মৃত্যুপরে তোমরা কাহার্ উপাসনা করিবা? (তাহারা) উত্তর করিল, আমরা তোমার প্রভু এবং তোমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের (অর্থাৎ) ইব্রাহীম, ইস্মায়েল এবং ইস্হাকের প্রভুর উপাসনা করিব, তিনিই কেবল এক প্রভু এবং আমরা তাঁহারাই কেবল আজ্ঞাবহ।

১৩৪ তাহারা এক দলস্থ লোক লোকান্তরে গমন করিয়াছে, এবং তাহারা নিজ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তোমরাও নিজ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইবা, এবং তাহাদিগের কর্ম্মসম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রশ্ন করা যাইবে না।

১৩৫ (তাহারা বলে) তোমরা যিহুদী কিম্বা খ্রীষ্টীয়ান হও, তাহা হইলে ধর্ম্মপথ প্রাপ্ত হইবা; তুমি বল, তাহা নহে, আমরা ইব্রাহীমের পথ অবলম্বন করিয়াছি, তিনি এক পক্ষে স্থির থাকিতেন, এবং দেবপূজকদের মধ্যে থাকিতেন না।

১৩৬ তোমরা বল, আমরা পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছি এবং যে ধর্ম্মমত আমাদিগের প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে, এবং যাহা ইব্রাহীম, ইস্মায়েল, ইস্হাক, যাকুব এবং তাঁহাদিগের বংশের প্রতি প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং যাহা মুসা এবং ইসা এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ নিজ প্রভু হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাও বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমরা ঐ সকলের মধ্যে এক মতকে অন্য মত হইতে পৃথক করি না বরং তাহার সমস্তই আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি।

১৩৭ এবং যদ্যপি তাহারা, তোমরা যাদৃশ বিশ্বাস করিয়াছ, তাদৃশ বিশ্বাস করে, তাহা হইলে প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু যদ্যপি পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে তাহারাই (স্বেচ্ছাবশত) মতান্তর হইবে, আর পরমেশ্বর এক্ষণে তাহাদিগের প্রতিকূলে তোমাকে উপকার করিবেন, তিনিই প্রকৃত শ্রোতা এবং জ্ঞাতা।

১৩৮ সংস্কার পরমেশ্বরেরই, এবং ঐশীসংস্কার অপেক্ষা আর কাহার্ সংস্কার উৎকৃষ্টতর? এবং আমরা তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাকি।

১৩৯ তোমরা বল, যিনি আমাদিগের প্রভু, এবং তোমাদিগের প্রভু, তাঁহার বিষয় লইয়া তোমরা এক্ষণে কি জন্য আমাদিগের সহিত বিতণ্ডা করিতেছ? আমাদিগের যে ধর্ম্মকার্য্য, সে আমাদিগের নিমিত্তে, এবং তোমাদিগের ধর্ম্মকার্য্য তোমাদিগের নিমিত্তে, এবং আমরা সরল ভাবে তাঁহারই।

১৪০ তোমরা কি বলিতেছ যে, ইব্রাহীম, ইস্মায়েল, ইস্হাক, এবং যাকুব, এবং তাহাদিগের বংশ যিহুদী অথবা খ্রীষ্টীয়ান ছিল? বল, তোমরা কি পরমেশ্বর অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানবান? পরমেশ্বরের সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া তাহা মিথ্যা করিয়া গোপনকারী অপেক্ষা কে অধিকতর অযাথার্থিক? কিন্তু পরমেশ্বর তোমাদিগের কর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞ নহেন।

১৪১ তাহারা এক দলস্থলোক লোকান্তরে গমন করিয়াছে, এবং তাহারা নিজ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তো-

মরাও নিজ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইবা, এবং তাহাদিগের কর্ম্মসম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রশ্ন করা যাইবে না।

দুসরা সিপারা (দ্বিতীয় অংশ)

১৪২ অজ্ঞান লোকেরা বলিবে—মুসলমানেরা যে নিজ কিবলার দিকে সম্মুখ হইয়া (প্রার্থনা করিত), এক্ষণে কোন্ স্থান তাহাদিগকে ঐ ভজনালয় হইতে পরাঙ্মুখ করিয়াছে? তুমি বল, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম (উভয়ই) পরমেশ্বরের; তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই সরল পথে সঞ্চালন করেন।

১৪৩ আর এই রূপে আমরা তোমাদিগকে এক মধ্যবর্ত্তী জাতি করিয়াছি, যেন তোমরা অন্য লোকদিগকে (ধর্ম্ম) পথ দর্শাইতে পার, এবং তোমাদিগের পথ দর্শক পরমেশ্বরের রসুল (অর্থাৎ প্রেরিত ব্যক্তি মহাম্মদ।)

১৪৪ আর তুমি যে কিব্‌লার দিকে সম্মুখ হইয়া পূর্ব্বে প্রার্থনা করিতা না, তাহাই আমরা কেবল এ জন্য স্থির করিয়া দিয়াছি, যেন আমরা তদ্দ্বারা রসুল অনুগামী কাহারা, এবং কাহারা বিপরীত দিকে চরণার্পণ করত পরাঙ্মুখ হইবে, তাহা অবগত হইতে পারি। আর ঐ (দিক পরিবর্ত্তনের) কথা বড় কঠিন হইয়াছে বটে; কিন্তু পরমেশ্বর যাহাকে (ধর্ম্ম) পথ দান করিয়াছেন, তাহার প্রতি তদ্রূপ নহে; আর পরমেশ্বর তোমাদিগের ভক্তির কার্য্য যে নিষ্ফল করিবেন এরূপ নহেন; পরমেশ্বর অবশ্যই মানবের প্রতি সানুকূল এবং কৃপাময়।

১৪৫ আমরা তোমাকে আকাশ দিকে (অনিশ্চিৎ ভাবে) মুখ ফিরাইতে দেখিয়াছি, এ জন্য যে ভজনালয়ের দিকে তুমি সন্তুষ্ট থাক, আমরা তোমার প্রতি তথায় অবশ্যই কৃপা দৃষ্টি করিব; এক্ষণে আপনাদিগের পবিত্র মস্‌জিদের (অর্থাৎ মক্কা নগরের ভজনালয়ের) দিকে সম্মুখ হইও। আর যে কোন স্থানে অবস্থিতি কর, ঐ দিকে (প্রার্থনা কালে) সম্মুখ হইও। আর যাহারা ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা অবশ্যই অবগত আছে যে, ইহা তাহাদিগের প্রভুর প্রকৃত বাণী; আর তাহারা যে সকল কর্ম্ম করে, পরমেশ্বর তদ্বিষয়ে অজ্ঞাত নহেন।

১৪৬ আর যাহাদিগের নিকট ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে, তুমি যদ্যপি তাহাদিগের সম্মুখে সর্ব্ব প্রকার চিহ্ন প্রকাশ কর, তাহা হইলেও তাহারা তোমার কিব্‌লা অনুযায়ী চলিবে না, আর তুমিও তাহাগের কিব্‌লার মতে চলিবে না; এবং তাহাদিগের মধ্যেও এক জনসমাজ অন্য জনসমাজের কিব্‌লা মান্য করে না; আর তোমার নিকট যে ধর্ম্ম জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা প্রাপ্ত হইয়া তুমি যদ্যপি কখন তাহাদিগের মতানুগামী হও, তাহাহইলে তুমি নিঃসন্দেহ রূপে অধার্ম্মিক জনগণের মধ্যে পরিগণিত হইবা।

১৪৭ যাহাদিগকে আমরা ধর্ম্ম গ্রন্থ দান করিয়াছি, তাহারা এই (রসুল সম্বন্ধীয়) বাণী এরূপ অবগত আছে, যেরূপ নিজ পুত্রদিগকে জানিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে এক দলস্থ লোক নিজ জ্ঞানের বিপরীতে সত্য গোপন করিয়া থাকে।

১৪৮ তোমার প্রভু যাহা বলেন,

তাহাই সত্য, এজন্য তুমি সন্দিগ্ধচিত্ত হইও না।

১৪৯ প্রত্যেক মতাবলম্বীদিগের এক২ দিক আছে, যে দিকে তাহারা (ভজনা কালে) সম্মুখ হইয়া থাকে; এজন্যে তোমরা ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রাধান্য প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী হও; এবং যে কোন স্থানেই অবস্থিতি কর, পরমেশ্বর (বিচার দিনে) সকলকে একত্র করিবেন; পরমেশ্বর প্রত্যেক কার্য্য করিতে সক্ষম, ইহাতে সন্দেহ নাই।

১৫০ আর তুমি যে কোন স্থান হইতে বহির্গমন কর, পবিত্র ভজনালয়ের দিকে (অর্থাৎ মক্কা নগরস্থ কাবার দিকে) সম্মুখ হইও, কারণ এই সত্যাদেশ তোমার প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছে; এবং পরমেশ্বর তোমাদিগের কার্য্য বিষয়ে অমনোযোগী নহেন।

১৫১ আর তুমি যে কোন স্থান হইতে বহির্গমন কর, পবিত্র ভজনালয়ের দিকে সম্মুখ হইও; এবং যে কোন স্থানেই অবস্থিতি কর, তাহারই দিকে সম্মুখ হইও, যেন তদ্বিষয়ে লোকদিগের সহিত তোমাদের কোন বিবাদের কারণ না থাকে; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অধার্ম্মিক, তাহাদিগকে ভয় করিও না, আর আমাকে ভয় কর, আর এই (বিশেষ কারণ) জন্য, যেন আমি তোমাদিগের প্রতি নিজ কৃপা পূর্ণ রূপে প্রকাশ করিতে পারি; এবং তোমরাও যেন (ধর্ম্ম) পথ প্রাপ্ত হও।

১৫২ যাদৃশ আমরা তোমাদিগকে নিজ লোক হইতে এক রসুলকে প্রেরণ করিয়াছি, যিনি আমার আএত (অর্থাৎ কোরাণ গ্রন্থের পদ) তোমাদিগের নিকট পাঠ করিয়া থাকেন; (যিনি) তোমাদিগকে সংশোধন করেন; এবং (কোরাণ) পুস্তক ও জ্ঞানদায়ক প্রকৃত বাণী শিক্ষা দেন; এবং যে বিষয় তোমরা না জানিতা, তাহাও তোমাদিগকে উপদেশ করিয়া থাকেন।

১৫৩ অতএব তোমরা যদ্যপি আমাকে স্মরণ কর, তাহাহইলে আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব, আর আমার অনুগ্রহ স্বীকার কর, এবং কৃতঘ্ন হইও না।

১৫৪ হে মুসলমানগণ, ধৈর্য্যশীল হইয়া এবং প্রার্থনা পূর্ব্বক (পারমার্থিক) বল ও সাহায্য অবলম্বন কর; পরমেশ্বর ধৈর্য্যশীলের সহিত নিঃসন্দেহ রূপে বাস করেন।

১৫৫ আর কেহ যদ্যপি পরমেশ্বরের পথে সংহৃত হয়, তবে সে যে মৃত হইয়াছে, এমত বলিও না, যে হেতুক সে জীবিত আছে, কেবল তোমরা তাহা অবগত নহ।

১৫৬ আর আমরা অবশ্য কিঞ্চিৎ ভয় দর্শাইয়া এবং ক্ষুধাদ্বারা, এবং বিষয় সম্পত্তির ক্ষতিদ্বারা, এবং জীবনের হানি ও ফলের হানিদ্বারা তোমাদিগের পরীক্ষা লইব; কিন্তু ধৈর্য্যশীল লোকদিগের নিকট হর্ষজনক সংবাদ প্রকাশ কর।

১৫৭ তাহাদিগের উপর কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহারা বলিয়া থাকে, যে আমরা পরমেশ্বরের বস্তু, এবং আমাদিগকে তাঁহারই নিকট পুনর্গমন করিতে হইবেক।

১৫৮ ঈদৃশ লোকেরাই নিজ প্রভু

কর্ত্তৃক আশিসকৃত, প্রশংসিত এবং অনুগৃহীত হইয়া থাকে।

১৫৯ সফা এবং মারোয়া যে (দুই পর্ব্বত) আছে, তাহারা পরমেশ্বরের (বিশেষ) চিহ্ন স্বরূপ; এ জন্য যে কেহ ঐ (কাবা) গৃহ দর্শনে তীর্থ যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়া এই দুই (পর্ব্বতকে) প্রদক্ষিণ করে, তাহারা অপরাধী হয় না; এবং কেহ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সংকার্য্য সাধন করিলে পরমেশ্বর যথার্থ গুণগ্রাহী আছেন, (তিনি) সকলই জানেন।

১৬০ আমাদিগের প্রদত্ত নির্ম্মলাদেশ এবং (ধর্ম্ম) পথের চিহ্ন সমূহ, আমরা লোকদিগের নিমিত্তে (কোরাণ) গ্রন্থে প্রকাশ করিলে পর, যে কেহ তাহা গোপন করে, পরমেশ্বর তাহাকে অভিশপ্ত করিবেন, এবং সমস্ত শাপদাতারাও তাহাকে অভিসম্পাত দিবে।

১৬১ কিন্তু যাহারা অনুতাপ করত আচার সংশোধন করিবে, এবং (গুপ্ত বিষয়) প্রকাশ করিবে, তাহাদিগকে আমি ক্ষমা করিব, আর আমিই কেবল (অপরাধ) ক্ষমাকারী এবং কৃপাময়।

১৬২ যাহারা অবিশ্বাসী; এবং অবিশ্বাসে মৃত হয়, তাহাদেরই উপর (নিশ্চয়) পরমেশ্বরের, এবং দূতগণের, এবং মানবগণের, এবং সকলের অভিসম্পাত বর্ত্তিবে।

১৬৩ তাহারা তাহারই (ঐ অভিসম্পাতের) অধীনে পড়িয়া থাকিবে; তাহাদিগের উপর দণ্ড ন্যূন হইবে না, এবং তাহারা বিরাম প্রাপ্ত হইবে না।

১৬৪ আর তোমাদিগের পরমেশ্বর একই পরমেশ্বর; তাঁহাকে বিনা আর কাহাকেও পূজা করা নিষেধ; (তিনিই কেবল) অতিশয় দয়ালু এবং কৃপাময়।

১৬৫ স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য্য, এবং দিবা নিশার পরিবর্ত্তন, মানবগণের কার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদিবিশিষ্টা সমুদ্রোপরি গমন শীলা তরণী, এবং পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আকাশ হইতে ঐ বর্ষিত বারি, যদ্দ্বারা (তিনি) মৃত ধরণীকে পুনর্জ্জীবিতা করেন, এবং তদোপরি সর্ব্ব প্রকার প্রাণীগণ বিস্তারণ করেন; এবং বায়ুর গতি পরিবর্ত্তন, এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত আজ্ঞানুবর্ত্তী জলধর, এই সমস্ত মধ্যে ধীমান মানবগণের সম্মুখে (পরমেশ্বরের) চিহ্ন প্রকাশমান রহিয়াছে।

১৬৬ আর কতিপয় লোক আছে, যাহারা পরমেশ্বর বিনা অন্যকে মিত্র (বোধে) আহ্বান করিয়া থাকে, এবং পরমেশ্বরকে যাদৃশ প্রেম করা (কর্ত্তব্য, তাদৃশ) তাহাদিগকে প্রেম করিয়া থাকে; কিন্তু পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিমান লোকদিগের প্রেম তদপেক্ষা অধিকতর; আর কখন অধার্ম্মিক লোকেরা দণ্ডাবলোকন কালে দেখে যে, সর্ব্ব শক্তি পরমেশ্বরের এবং পরমেশ্বরের প্রহার (অতি বড়) কঠিন।

১৬৭ লোকেরা যে নিজ সঙ্গীদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিল, যৎকালে তাহাদিগের সঙ্গ হইতে পৃথক হইবে, এবং দণ্ড অবলোকন করিবে, এবং তাহাদিগের সর্ব্ব প্রকার সম্বন্ধ (একবারে) ছিন্ন হইবে;

শ্রীতারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমাবস্যা।

১

এ রজনী তমোময়ী কাহার স্বরূপ?
নাহি সেই রমণীয় কমনীয় রূপ;
সমুজ্জ্বল স্বচ্ছ আভা,
জগতের মন লোভা,
কুমুদিনী ম্লান মুখী হয়েছে বিরূপ,
নির্ভয়ে তিমির ভ্রমে ত্যজি গুহা কূপ।

২

হিংস্র জন্তুগণ ত্যজি গহন আলয়;
তিমিরের অনুচর—দেখি তার জয়—
প্রভুরে সহায় করে,
লোকালয়ে এসে চরে,
বিক্রম প্রকাশে নিজ হিংসার আশয়।
রে পথিক, সাবধান, জীবন সংশয়!

৩

নয়নরঞ্জনকারী প্রকৃতির বেশ,
তরুচয় কিসলয় কুসুম অশেষ;
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
তমোময় সব দেখি;
চক্ষু থেকে অন্ধসম পাই বহু ক্লেশ।
রে তিমির, এটি তোর বিজাতীয় দ্বেষ!

৪

দুষ্টাচার, পরদার পেয়েছে সুযোগ।
(প্রাণ শঙ্কা নাহি মনে কি বিসম রোগ।)
নিবিদ্ধ নিলয়ে গতি,
নিয়ম লঙ্ঘনে মতি;
নাশে মান, যায় ত্রাণ বিপরীত ভোগ,
বিষধর যদি দংশে প্রাণের বিয়োগ।

৫

তস্করের মহানন্দ, অন্ধকার নিশি;
সাধিছে মনের সাধ বন্ধুসনে মিশি;—
সর্ব্বস্বান্ত করে কার,
কারে মারে তরোবার;
সুযোগ পেলেই হরে—কিবা ধনী কৃষী।
অবশেষে কাটে কাল জেলে যাঁতা পিশি।

৬

মরুত বহিয়া সুখে সৌগন্ধ সুবাস,
হেলে দুলে ছলে এই কহিছে আভাষ;—
"নিরাশ হও না মনে
অন্ধকার নিরীক্ষণে;
বিধুর মাধুরী পুনঃ হইবে বিকাশ,
সৌরভ এনেছি এই করহ বিশ্বাস।

৭

হায়রে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ, সুখের আকর
মানব অন্তর হতে হইলে অন্তর,—
বিবেকের বল হরে,
ভ্রমতম আসে পরে,
বিনা শঙ্কা মারে ডঙ্কা পাপের ঈশ্বর—
অমানিশাসম সেই মন নিরন্তর।

৮

রিপুচয় পায় ভয় ধর্ম্মের কিরণে;
তিরোহিত দেখি তাঁরে দর্পে মাতে রণে,—
পাপাত্মা আশ্রয় লয়,
মনে করে পরাজয়;
বিবেক বিব্রত হয়ে থাকে পাপাধীনে।
রে নর, আত্মার নাশ ধর্ম্মজ্ঞান বিনে!

৯

ধর্ম্ম অংশু পরিভ্রষ্ট যদি তব মন,
হতাশ হও না তায় পাবে সেই ধন;—
চেষ্টা কর অনিবার,
অসাধ্য নাহিক তাঁর;
উদয় ধর্ম্মের শশি হইবে এখন,
উপাসনা উপহারে কর প্রতীক্ষণ।

১০

সুমধুর গন্ধ লয়ে যেরূপ পবন।
আশ্বাসিয়া বলে পুনঃ তৃপ্ত হবে মন;
নরমহাশত্রু বলে,
অন্ধকার মনে হলে,
হে সদাত্মা, বলো সেই মধুর বচন;—
"দীপ্ত হবে চিত্ত তব করহ সাধন।"

বসু।

মুক্তি-তত্ত্ব।

মনুষ্যের নিকট ঈশ্বরাভিপ্রায় প্রকাশ করিবার প্রথম আবশ্যকতা কি?

মিসর দেশে আশ্চর্য্য কার্য্য কলাপ সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে ইস্রায়েল বংশের মন নানা প্রকার ভ্রান্তি ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা ঈশ্বরের বহুত্বে বিশ্বাস করিত; এবং যদিও তাহারা ইব্রাহিম পূজিত সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা করিত বটে, তথাপি মিসর দেশীয় দেবগণের কুৎসিত অসাধু স্বভাবাদি তাঁহাতে আরোপ করাতে তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান ভ্রম পঙ্কে কলুষিত হইয়াছিল। কিন্তু মিসর দেশে উল্লিখিত আশ্চর্য্য কর্ম্ম গুলি ঘটিলে পর তাহাদের ভ্রান্তি ও কুসংস্কার অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছিল।

ইস্রায়েল বংশের মন এবম্প্রকারে ভমোত্তীর্ণ হইলে এবং ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে কথঞ্চিৎ যোগ্য হইলে, কি প্রকারে—কি উপায়ে ঐরূপ মনে ধর্ম্মজ্ঞান প্রথমে প্রদান করা সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে ঐরূপ মনের অবস্থাতে একবারে ধর্ম্মের সম্পূর্ণ জ্ঞান অথবা ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব প্রদান করা অসম্ভব ও অযৌক্তিক। কি ভাষা জ্ঞান, কি পদার্থ জ্ঞান, কি ধর্ম্ম জ্ঞান, কোন জ্ঞানই একবারে সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যায় না; ক্রমে২ লাভ করিতে হয়। যেমন ক্রমশঃ ইষ্টকোপরি ইষ্টক সংস্থাপন করিয়া গৃহাদি প্রস্তুত করিতে হয়, তদ্রূপ যে কোন বিষয় হউক, ক্রমে২ উহার সম্পূর্ণ জ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের এই নিয়মানুসারে জগতের তাবৎ সৃষ্ট পদার্থ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত ও পরিণত হইয়া থাকে। কি দুর্ব্বাঙ্কুর কি মানব মন, ঈশ্বর কিছুই একবারে সম্পূর্ণ করেন না, তাঁহার নিয়মের রীতিই এই।

অতএব ইস্রায়েল বংশকে ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও মনুষ্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান দান করিতে হইলে ক্রমে২ উহা দান করা আবশ্যক হইয়াছিল। সুতরাং ঈশ্বর মূসাকে যখন মিসর দেশের দুরবস্থা হইতে ইস্রায়েল বংশকে উদ্ধার করিতে পাঠাইয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগের নিকটে স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যাত্রা পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে ১৩—১৪ পদে লিখিত আছে—"মূসা ঈশ্বরকে কহিল, দেখ, আমি ইস্রায়েল বংশের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে এই কথা কহি, তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিলেন;—কিন্তু তাঁহার নাম কি, এ কথা যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি কি উত্তর করিব? তাহাতে ঈশ্বর মূসাকে কহিলেন, **আমি যে আছি, সেই আছি**; আরও কহিলেন,—ইস্রায়েল বংশকে কহিও স্বয়ম্ভু তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিলেন"। ইব্রীয় ভাষায় ঐ পদে ভু-

ধাতুর উত্তম পুরুষ এক বচন ও বর্ত্তমান কালে “ভবামি” এই ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হইয়াছে ;—অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বভাব ও গুণাদির কোন উল্লেখ নাই, কেবল “অহং ভবামি” এই পদদ্বয় আছে ;—এই পদদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই—আমিই বিদ্যমান সৎপদার্থ। ফলতঃ তাঁহার অস্তিত্ব মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, অপরাপর বিষয় পরে ক্রমশঃ তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন। এবং ইস্রায়েল বংশও তৎকালে তাঁহার অস্তিত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা ভিন্ন আর কিছুই জানিত না। মিসর দেশের আশ্চর্য্য কার্য্য দ্বারা ঐ গুণ যে স্বয়ম্ভু ঈশ্বরেরই (আর কাহারও নহে) ইহা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হইয়াছিল।

এই রূপে ইস্রায়েল বংশ ভ্রমোত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের প্রথম মর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তৎপরে ঈশ্বরের অন্যান্য গুণ সমূহ বুঝিতে সমধিক প্রস্তুত হইয়াছিল।

প্রীতিপূর্ব্বক ঈশ্বরের বশীভূত হইবার প্রয়োজন; এবং ইস্রায়েল বংশের অন্তঃকরণে এভাব জন্মাইবার উপায়।

মনুষ্যমাত্রেরই অন্তঃকরণে কতক গুলি উৎকৃষ্ট ও কতক গুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে ; সকলেই উহার বশবর্ত্তী হইয়া চলে। আলোচনা করিলে সেইং প্রবৃত্তি ঘটিত বক্ষ্যমাণ সাতটী সংস্কার সপ্রমাণ হইবে।

প্রথম সংস্কার। কোন প্রবৃত্তি উদ্দীপক পদার্থ দেখিলে, অথবা ঐ পদার্থে ঐ গুণ আছে, ইহা মনে করিলে তাহার প্রতি সেই প্রবৃত্তির কার্য্য করিতে আমাদিগের ইচ্ছা জন্মে। যদি আমরা কোন প্রণয়াস্পদ প্রীতি উদ্দীপক পদার্থ প্রত্যক্ষ করি অথবা তাহার ঐ গুণ আছে মনে করি, তাহা হইলে তাহার প্রতি আমরা প্রীতি প্রকাশ করি।

দ্বিতীয় সংস্কার। ঐ প্রবৃত্তি সকল ইচ্ছারও বশীভূত নহে, বলেরও আয়ত্ত নহে। যদি কেহ প্রণয়াস্পদ বা প্রণয় উদ্দীপক না হয়, তাহা হইলে কেবল ইচ্ছামাত্রেই আমরা উহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে পারি না। আর আমরা যদি প্রীতি উদ্দীপক না হই, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক কাহাকেও আমাদিগের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করাইতে পারি না। কারণ ব্যতীত যেমন কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভবে না, তেমনি প্রীতি উদ্দীপক পদার্থ না দেখিলে অন্তঃকরণে প্রীতিরও উৎপত্তি হয় না।

তৃতীয় সংস্কার। প্রবৃত্তি সকল ইচ্ছার বশীভূত হয় না, প্রত্যুতঃ ইচ্ছা কিয়ৎ পরিমাণে প্রবৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়া থাকে। অকাল্পনিক প্রীতি বশতঃ স্বেচ্ছানুসারে যাহা করা যায়, তাহাতে কিছুমাত্র স্বার্থ থাকে না। ইচ্ছা যে প্রবৃত্তির বশীভূত, ইহার ভূরিং প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, পৃথিবীতে এমত মনুষ্যই নাই, যিনি কোন না কোন সময়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করা অপেক্ষা তাঁহার প্রীতিভাজন ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা অধিক হর্ষজনক বোধ না করেন ; প্রিয়পাত্রকে পরিতুষ্ট করিতে

কাহার না বাসনা হয়? যদি কেহ কাহাকেও ভাল বাসে, তাহা হইলে সে যে কোন উপায়ে হউক, তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং সে প্রণয়াধীন হইয়া যাহা কিছু করে, সে সমুদায়ই স্বার্থশূন্য, উহা কেবল প্রীতিভাজন ব্যক্তির সন্তোষের নিমিত্তেই সম্পাদিত হয়।

চতুর্থ সংস্কার। প্রীতি বশতঃ কাহার অধীন হইলে সুখোৎপত্তি হয়, স্বার্থপরতন্ত্র হইয়া বশীভূত হওয়া অতীব ক্লেশ কর। অপ্রিয় ব্যক্তির অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ভক্তিভাজন পরমেশ্বরের প্রতি প্রীত না হইয়া বাহ্যে তাঁহার অধীন হইয়া আজ্ঞাবহ থাকা নিতান্ত নিস্ফল—। অতএব ঈশ্বরের বশীভূত হইতে গেলে অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি প্রীতি থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

পঞ্চম সংস্কার। প্রণয়াস্পদ দুই মিত্র একতারূপ বন্ধনে বদ্ধ হয়েন। তাঁহাদের মধ্যে একের যাহাতে দুঃখ বা সুখ জন্মে, অপরেরও তাহাতেই দুঃখ বা সুখের উৎপত্তি হয়। এক জন সস্পৃহ হইয়া অন্য জনের অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্ম করেন, এবং তদ্দ্বারাই অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন।

ষষ্ঠ সংস্কার। যদি কেহ বিপদগ্রস্ত হইয়া কোন উদ্ধার কর্ত্তা দ্বারা উক্ত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তবে তিনি বিপদের পরিমাণ অনুসারে ঐ উপকর্ত্তার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করেন। যদি কেহ অসীম বিপদসাগরে পড়িয়া আসন্ন মৃত্যু হইয়া—কোন উদ্ধারক কর্ত্তৃক সেই মুমূর্ষু অবস্থা হইতে মুক্ত হয়েন, তবে তিনি অবশ্যই সেই বিপত্ত্রাতার প্রতি অসীম প্রীতি, অচলা ভক্তি, ও প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই।

সপ্তম সংস্কার। হইা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে পরিমাণে আমরা কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করি, সেই পরিমাণেই উহা আমাদিগের মনে দৃঢ়রূপে স্থির থাকে, এবং সেই পরিমাণেই অপরাপর বিষয় সকল আমাদের মন হইতে তিরোহিত হয়। অতএব কোন বিষয় মনেই ঢরূপ স্থির করিতে হইলে পশ্চাল্লিখিত দুইটী উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম,—ঐ বিষয়ে দীর্ঘকাল গাঢ় মনোনিবেশ; দ্বিতীয়—যে সময়ে উহা মনে স্থিরীকৃত হয়, সেই সময়ে আবশ্যক মতে মনোবৃত্তি সকলের উত্তেজনা। এই দুই উপায় অবলম্বন না করিয়া কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিলে অচিরকাল মধ্যেই উহা অন্তর হইতে অন্তরিত হইয়া যায়।

ঐ সাতটী সংস্কার যে ইস্রায়েল বংশের প্রতি প্রয়োগ করা যাইত, এক্ষণে তাহা বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইস্রায়েল বংশ বহুকাল অবধি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করাতে এবং দুঃসহ দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে, ক্রমশঃ এরূপ ঘোরতর ক্লেশহ্রদে পতিত হইয়াছিল যে, তাহাদের মুক্তির কোন আশাই প্রায় ছিল না। এমত সময়ে ঈশ্বর মুক্তিদাতা হইয়া মূসাকে তাহাদিগের নিকটে প্রেরণ করিলেন। পরে তাহাদিগের মনে উদ্ধারের আশা উৎপন্ন হইলে, তাহারা একবার মুক্তিদাতা ঈশ্বরের বিষয় ও অপর বার তাহা-

দের দুরাচার শক্র ফিরৌণ রাজার বিষয় ভাবিতে লাগিল। ঈশ্বর বারম্বার ফিরৌণ রাজাকে দণ্ড দেওয়াতে সে ইস্রায়েল বংশকে মুক্ত করিতে বারম্বার সম্মত হইল, এবং ঐ২ সময়ে তাহাদের অন্তঃকরণে আশার সঞ্চার হইল। রাজার অন্তঃকরণের কাঠিন্য প্রযুক্ত আবার বারম্বার তদ্বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করাতে বারম্বার তাহাদের দুরারোহিণী আশালতা ভগ্না হইয়া গেল। এই রূপে বারম্বার হতাশ ও ভরসান্বিত হওয়াতে তাহাদিগের মনে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা, প্রীতি ও ভক্তি, এবং রাজার প্রতি ক্রোধ, ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মিল।

উপকারক যে পরিমাণে আমাদিগের উপকার করেন, সেই পরিমাণেই আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকি। ঈশ্বরের সাহায্যে ইস্রায়েল বংশ মিসরীয় দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া লোহিত সমুদ্রের তটে উপস্থিত হইলে, যে অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তাহাদের হৃদয়ে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। তাহারা উক্ত সাগর কূলে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল, এমত সময়ে অকস্মাৎ দেখিল যে দুর্দ্দান্ত ফিরৌণ সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তাহাদিগের দিকে ধাবমান হইতেছে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনা বশতঃ তাহারা ভয় বিহ্বল ও কিংকর্ত্তব্যতামূঢ় হইল। সম্মুখে অলক্ষ্যকূল তরঙ্গিত সাগর. পশ্চাতে ভীষণাকার দুর্জ্জয় শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদল। অগ্রসর হইলে সাগর গর্ভে নিমগ্ন হইতে হয়, পশ্চাদগমন করিলে রিপুকুলের করালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। উভয় সঙ্কট—হয় মৃত্যু, নয় দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খল। এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে ঈশ্বর তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন, তিনি স্বীয় অসামান্য অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে তৎক্ষণাৎ অতলস্পর্শ সাগর বিভাগ করতঃ তন্মধ্য দিয়া শুষ্ক পথ প্রস্তুত করিলেন। ঐ পথ দিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে অপর পারে উপনীত হইল। কিন্তু ফিরৌণ রাজা তাহাদের পশ্চাদগামী হওয়াতে সসৈন্যে সাগর গর্ভে নিমগ্ন ও জীবন ধনে বঞ্চিত হইল।

উল্লিখিত সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, তৎকালে ইস্রায়েল বংশের অন্তঃকরণে যুগপৎ কৃতজ্ঞতা, প্রীতি, ভয়, বিস্ময়াদি যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল, তদ্রূপ আর কিছুতেই হইতে পারিত না। যখন তাহারা নিরাপদে সাগরের অপর পারে দাঁড়াইয়া রিপুচয়ের ধ্বংস অবলোকন করিতেছিল, তখন কৃতজ্ঞতা রসে হৃদয় আর্দ্র হওয়াতে তাহারা এই রূপে ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ ও গুণ সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল,—"আমরা পরমেশ্বরের উদ্দেশে গান করি; তিনি আপন মহিমা প্রকাশ করিলেন, এবং অশ্ব ও অশ্বারূঢ়গণকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। পরমেশ্বর আমাদের বল ও গান স্বরূপ হইয়া আমাদের পরিত্রাতা হইলেন। তিনি আমাদের ঈশ্বর, অতএব আমরা তাঁহার প্রশংসা করিব, এবং তিনি আমাদের পৈতৃক ঈশ্বর, এই জন্য তাঁহার গুণানুবাদ করিব।"

এই রূপে ঈশ্বরের করুণাভাব ঈস্রায়েল বংশের হৃদয়ে পাষাণ রেখার ন্যায় চিরস্থায়ী হইল, এবং তাহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধাদি সৎ প্রবৃত্তি সকল মনঃ কল্পিত দেবতাগণ হইতে অপসৃত হইয়া সনাতন ঈশ্বরের উপরি অর্পিত হইল। তাহারা এক্ষনে প্রীতিপূর্ব্বক ঈশ্বরের বশীভূত হইল, এবং যে উপায় দ্বারা উহা সাধিত হইতে পারিত, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সেই উপায় দ্বারাই তাঁহা সম্পাদিত করিলেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যে উপায় দ্বারা উহা সাধিত হইয়াছিল, উহা ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহার দ্বারা উদ্ভাবিত হইতে পারিত না।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও সৃষ্টিতত্ত্ব।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেশপ্রসিদ্ধ। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, মধ্যে মধ্যে এক একটী নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ মত তাহাতে প্রকাশিত হয়। আমরা শ্রাবণ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে "আর্য্য ঋষিদিগের সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতের ঔৎকর্ষ্য" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছি। লেখার প্রণালী দৃষ্টে বোধ হইল, যেন লেখকের সহিত আমাদের পূর্ব্ব পরিচয় আছে। সে যাহা হউক, ঈদৃশ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি আমাদের ঔৎসুক্য উত্তেজিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্তোষ জন্মাইতে পারেন নাই। আমরা তাঁহার প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া অবধি, অনেক চিন্তা করিলাম। যতই সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতের আলোচনা করিলাম, ততই লেখকের বিচক্ষনতার বিশেষ পরিচয় পাইলাম। বোধ হয়, প্রস্তাবিত অসম্ভব বিষয়টী সপ্রমাণ করিতে গিয়াই তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধীয় যে এক অমূলক প্রবন্ধ পঠিত হয়, উপস্থিত প্রবন্ধও যে সেই মতাবলম্বী কাহারও লেখনী নিঃসৃত, তাহার সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমাদের দুই একটী বক্তব্য আছে, পাঠক মহাশয়গণ ইহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(১) প্রবন্ধ লেখক আভাষ ছলে একটী আক্ষেপ করিয়াছেন; তিনি বলেন যে, "অনেকের এই রূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইতেছে যে যাহা এদেশের, তাহাই জঘন্য, অতি অশ্রদ্ধেয়, আর যাহা ইউরোপীয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ও বিশেষ আদরণীয়।" এ কথাটী আমরা সময়োচিত বা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ইহা পূর্ব্বে কোন সময়ে বলিলে বলা যাইত, কিন্তু এক্ষনে প্রযুজ্য নহে। অধুনাতন ইহার বিপরীতই প্রায় শুনা যায়। আর্য্য বংশের মত বংশ নাই, আর্য্যাবর্ত্তের মত দেশ নাই, আর্য্য ঋষিদিগের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম মতের ন্যায় মত নাই; প্রভৃতি সগর্ব্বউক্তি যখন তখন শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। প্রবন্ধলেখকও বলেন, "অধুনা সভ্যাভিমানী ব্যক্তিরা এদেশের যে সকল বিষয়কে ভ্রম-প্রমাদ, অদূরদর্শিতা

ও কুসংস্কার পূর্ণ বলিয়া অবহেলা করেন, কিঞ্চিৎ সহিষ্ণুতা সহকারে অনুসন্ধান করিলেই তাঁহারা তত্ত্বাবর্ত্তের অভ্যন্তরে উজ্জ্বল সত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন। আবার আর একটী রহস্য এই যে, তাঁহারা এখানকার যে বিষয়ের প্রতি যতদূর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিতেছেন, অনুসন্ধান করিলে তাহারই মধ্যে ততদূর শ্রদ্ধার কারণ বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই অদ্ভুত উক্তির উদাহরণ অনুসন্ধান করিতেছি, এমত সময়ে স্মরণ হইল,—যথা বক্তিয়ার কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ পরাজয় অথবা আধুনিক মেডিকেল কালেজ কাণ্ড; যথা দেশীয় রসায়ন শাস্ত্র ও উদ্বাহ পদ্ধতি; যথা জাতি রীতি ও দেব সেবা। আমরাও প্রবন্ধলেখকের ন্যায় মাতৃভূমিপ্রিয়, স্বদেশের গৌরবাকাঙ্ক্ষী ও মঙ্গলেচ্ছু, কিন্তু অদ্যাপি উপরিউদ্ধৃত অদ্ভুত উক্তির ন্যায় অন্যায় উক্তি করিতে আমাদের সাহস হয় না। ভারতবর্ষের গাত্রে যে কোন অভরণ নাই,—আমরা এমত কখন ভাবি নাই, ভাবিবও না। কিন্তু কলঙ্ক বিস্তর—বিশেষ ধর্ম্ম পক্ষে; যতদিন সেই কলঙ্ক রাশি না উচ্ছেদিত হইতেছে, যতদিন না ধর্ম্ম সূর্য্যের প্রভাবে অজ্ঞান তিমির তিরোহিত হইতেছে, ততদিন বৃথা শ্লাঘা ও স্পর্দ্ধা করিয়া দেশ হিতৈষিতা দেখাইতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মতে আপাততঃ ভারতের কলঙ্ক দূর করিতে যত্নশীল হওয়াই কৃতবিদ্যগণের আশু কর্ত্তব্য।

(২) প্রবন্ধ লেখক খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান ও হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক মত ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সরলতার সহিত করেন নাই। মুসলমানদিগের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোরাণ হইতে সঙ্কলিত নহে; অথচ কোরাণই মুসলমানদিগের একমাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র। কোরাণে সৃষ্টি বিবরণ আনুপূর্ব্বিক লেখা নাই—স্থানে স্থানে একটু একটু পাওয়া যায়। যথা ২৪ সুরায় লেখে "ঈশ্বর জল হইতে সকল পশুর সৃষ্টি করিয়াছেন।" ৪১ সুরায় লেখে—"যিনি দুই দিবসে পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন, তোমরা কি তাঁহাকে অবিশ্বাস কর?"—"তিনি বদ্ধমূল উন্নত শিখর পর্ব্বতাদি পৃথিবীতে সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং তদ্বাসী জীবগণের আহার জন্য তথায় চারি দিবসে দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিয়াছেন।" "তৎপরে আকাশ সৃষ্টির কল্পনা করিলেন; ইহা ধূমময় ছিল।" "তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে কহিলেন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই হউক আর অনিচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, আইস। তাহারা উত্তর করিল, আমরা আপনকার আজ্ঞা প্রযুক্ত আসিলাম। তিনি তখন দুই দিবসে তাহাদিগের হইতে সপ্ত স্বর্গ নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেকের কার্য্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।" ৯৬ সুরায় লেখে, "যিনি গাঢ় রক্ত হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।" ১৭ সুরায় লেখে, "লোকে জিজ্ঞাসা করিবেক আত্মার সৃষ্টি কি রূপে হইল? তুমি বলিও, আমার প্রভুর আজ্ঞায়।" (বোধ হয়, এই কয়েকটী বচন ব্যতীত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আর কোন বিবরণ কোরাণে পাওয়া যায় না।) কো-

রাণে এবিষয়ে অধিক কথা নাই, তাহার কারণ এই, মহম্মদ বাইবেল বিশ্বাস করিতেন ও শিষ্যগণকে তাহাই করিতে বলিয়াছিলেন,—সুতরাং বাইবেলে যাহা আছে তাহা পুনরায় লিখিবার আবশ্যকতা দেখেন নাই। প্রবন্ধলেখক, বোধ হয়, এই বিষয়টী জ্ঞাত আছেন। আর সেই জন্যই কোরাণে লিখিত কোন কথার উল্লেখ না করিয়া মহম্মদীয় অসংখ্য জনশ্রুতি হইতে আপনার সুবিধামত জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধীয় একটী মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুসলমানেরা অপর কোন জাতির লেখা বড় একটা ধরেন না, নতুবা তাঁহারা যে প্রবন্ধ লেখককে এজন্য সাধুবাদ দিতেন, এমত বিবেচনা করা যায় না।

(৩) সৃষ্টি বিষয়ক হিন্দুমত বর্ণনায়ও যে প্রবন্ধ লেখক সরলতা প্রকাশ করেন নাই, তাহাও সহজে জানা যায়। সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে হিন্দু মত বিবিধ। বেদের এক মত, পুরাণের এক মত এবং মনুর আর এক মত। এই রূপে আমরা আঠারটী বিভিন্নমত দেখিলাম। বেদ হিন্দুদিগের প্রধান ধর্ম্ম শাস্ত্র; বেদ দেশে যত মান্য, পুরাণ কি তন্ত্র, কি মনুর ধর্ম্ম শাস্ত্র তত মান্য নয়, অথচ বেদ প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টি তত্ত্ব উপেক্ষা করিয়া প্রবন্ধ লেখক মনুর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; ইহার কারণ কি? বোধ হয়, তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, বাইবেল প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টি তত্ত্বের সহিত বেদ প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টি তত্ত্বের কোন অংশেই তুলনা হইতে পারে না। সুতরাং অগত্যা মনুর মত অবলম্বন করিয়াছেন। শুদ্ধ মনুর মতই যদি তাঁহার উদ্ধৃত করা অভিলাষ ছিল, তবে "শাস্ত্রকারদিগের" শব্দটী ব্যবহার করণের আবশ্যক ছিল কি? পাঠকবর্গকে ভ্রান্ত করা কি অভিপ্রায়?

আমরা এস্থলে পাঠক মহাশয়গণের সন্তোষার্থে ও হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সমর্থন কারীদের উপকারার্থে, সৃষ্টি বিষয়ক কয়েকটী মত উদ্ধৃত করিলাম। ভরসা করি, তাহা পাঠ করিয়া প্রবন্ধ লেখক ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন।

(ক) কূর্ম্ম পুরাণে লেখে যে, বিষ্ণু প্রলয় কালে সমুদ্র শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহার নাভি দেশ হইতে এক জলপদ্ম উদ্ভূত হইলে নারায়ণরূপী ব্রহ্মা জন্মেন, তাঁহার কথায় সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার নামক চারি জন ঋষি সৃষ্ট হয়েন। কিন্তু ইহাঁরা কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হওয়াতে মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মা গত্যন্তর রহিত হইয়া সৃষ্টির প্রতি দেব প্রসাদ আকাঙ্ক্ষায় স্বয়ং তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাহাতেও অনেক কালাবধি কৃতকার্য্য না হওয়ায় অত্যন্ত রোদন করেন। ব্রহ্মার নেত্র নিঃসৃত সেই বারিধারা হইতে দৈত্যাদির উৎপত্তি। তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাস হইতে রুদ্র দেব জন্মেন। রুদ্র পিতৃ সৃষ্টির আনুকূল্য করেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মা তাহাতে তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার স্বয়ং সৃষ্টি করিতে অভিনিযুক্ত হইলেন। তাহাতে জল, অগ্নি, সূক্ষ্মবায়ু, আকাশ, ঘনবায়ু, মৃত্তিকা, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষলতা, কাল, দিবস, রজনী, মাস, বৎসর যুগ প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। দুঃখ ব্রহ্মার নিশ্বাস প্রসূত। অত্রি ও মরীচি

তদীয় চক্ষু হইতে, অঙ্গিরস মস্তক হইতে, ভৃগু হৃৎপিণ্ড হইতে, ধর্ম্ম বক্ষস্থল হইতে, সঙ্কল্প মন হইতে, পুলস্ত্য দেহস্থিত বায়ু হইতে, পুলহ নিশ্বাস হইতে, ক্রতু অধঃদেশ নির্গত বায়ু হইতে, বশিষ্ঠ পাকস্থলী স্থিত বায়ু হইতে বিনির্গত হইলেন। পরে রজনীযোগে তমোগুণ বিশিষ্ট দেহ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মা অসুরাদির সৃষ্টি করিলেন। এবং সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট দেহ ধারণ করিয়া, দিবাভাগে কয়েক দেবতার ও সায়ংকালে মনুষ্যের পিতৃপুরুষদিগের সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে রজোগুণ বিশিষ্ট এক দেহ ধারণ পুরঃসর মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন। সমনন্তর, পক্ষী, গাভী, ঘোটক, হস্তী, মৃগ, উষ্ট্র, ফল, মূল প্রভৃতি যাবতীয় চেতন অচেতন পদার্থ, ছন্দ, যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, কিন্নর, এবং সর্পাদির সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকের উপযুক্ত কার্য্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতে মনুষ্য বংশের বৃদ্ধি না হওয়াতে নিজ দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শতরূপা ও স্বয়ম্ভুব নামধেয় এক নারী ও নরের সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী একালাবধি জলে প্লাবিত ছিল। স্বয়ম্ভুব তাহার উদ্ধারের অভিলাষে দেবাশ্রয় যাচ্ঞা করিলেন। তাহাতে দেবতারা প্রসন্ন হইয়া, বেদ শুদ্ধ এক খানি নৌকা দেওয়াতে, সস্ত্রীক উলূক ও মার্কণ্ডেয় নামক জলপ্লাবনের পূর্ব্বাবধি জীবিত ঋষিদ্বয় সমভিব্যাহারে সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া মৎস্যরূপী বিষ্ণুর পক্ষদেশে নৌকা বাঁধিয়া জগৎ উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে বিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক শৃঙ্গ দ্বারা জল হইতে পৃথিবী উত্তোলন করত সহস্র মস্তক অনন্ত নাগের শিরোদেশে তাহা স্থাপন করিলেন।

(খ) বৃহদরণ্যক উপনিষদে লেখে;—আদৌ বিশ্ব পুরুষাকৃতি আত্মাময় ছিল। পুরুষ আপনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আপনাকে (আত্মা) ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি প্রথমে বলিলেন, "অহং" তাহাতে অহং নামধেয় হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ইনি সকল পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহাঁকে "পুরুষ" কহে। ইনি একাকী থাকা প্রযুক্ত ভীত হইলেন। পরে "আমি বই কেহ নাই জানিয়া" কহিলেন, "আমি কাহার ভয়ে কাতর!" তখন ভয় দূর হইল। তিনি একক থাকা প্রযুক্ত সুখী ছিলেন না। সুতরাং দ্বিতীয় ব্যক্তির অভিলাষী হইলেন। তাহাতে আলিঙ্গন অবস্থায় স্ত্রী পুরুষে যেমন থাকে ইনি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। পরে যুগল মূর্ত্তি ঘুচাইয়া পৃথক হইলেন। তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষের উৎপত্তি হইল। উভয়ের সংযোগে মনুষ্য জন্মিল। প্রকৃতি ভাবিলেন, "পুরুষ হইতে আমি উদ্ভূতা, অতএব আমার সঙ্গ করিতে কি তাঁহার লজ্জা বোধ হয় না। আমি অদৃষ্টা হইব"। প্রকৃতি গাভী রূপিণী হইলেন। তাহাতে পুরুষ বলদ হইয়া তাঁহার সঙ্গ করাতে গোরু জন্মিল। পরে প্রকৃতি ঘোটকী ও পুরুষ ঘোটক হওয়ায় অশ্বের সৃষ্টি হইল। এই রূপে গর্দ্দভ, ছাগ, মেষ, পিপীলিকা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ জীবের উৎপত্তি হয়।

(গ) তৈত্তিরীয় সংহিতায় লেখে;—

প্রজাপতি সৃজন অভিলাষী হইয়া মুখ হইতে "ত্রিবৃৎ" উৎপন্ন করিলেন। পরে অগ্নিদেব ও গায়ত্রী ছন্দ, রথন্তর নামক সমান, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ও পশুর মধ্যে ছাগ জাতির সৃষ্টি করিলেন। এই সকল প্রজাপতির মুখ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহাদিগকে "মুখ্য" কহে। তাঁহার বক্ষঃদেশ ও বাহুদ্বয় হইতে পঞ্চদেশের সৃষ্টি হয়। তৎপরে ইন্দ্রদেব, ত্রিষ্টুব ছন্দ, বৃহৎ নামক সমান, মনুষ্যের মধ্যে রাজন্য, ও পশুগণের মধ্যে মেষাদির উৎপত্তি। ইহারা "তেজস্বী" যেহেতুক তেজঃ হইতে উৎপন্ন। সমনন্তর মধ্যদেশ হইতে সপ্তদেশ উৎপন্ন করিলেন। তৎপরে বিশ্বদেব, জগতী ছন্দ, বৈরূপ নামক সমান, মনুষ্যের মধ্যে বৈশ্য ও পশুর মধ্যে গোরু উৎপন্ন হইল। গোমাংস সুভক্ষ্য, কারণ পাকস্থলী হইতে উদ্ভূত, এজন্যই গোজাতি অন্যাপেক্ষা বহুসংখ্যক। সপ্তদেশের পর বহু সংখ্যক দেবতার সৃষ্টি হয়। পাদদেশ হইতে একবিংশ উৎপন্ন হয়। তৎপরে অনুষ্টুপ ছন্দ, বিরাজ নামক সমান, মনুষ্যের মধ্যে শূদ্র জাতি, ও পশুদের মধ্যে অশ্বের সৃষ্টি হয়। এজন্যই শূদ্র ও অশ্ব মনুষ্যবাহক হইয়াছে। একবিংশের পর কোন দেবতার সৃষ্টি না হওয়াতে শূদ্র জাতির যজ্ঞ করণের অধিকার নাই। এই নিমিত্ত উভয় জাতিই শুদ্ধ পাদ চালনা দ্বারা জীবন ধারণ করে।

(ঘ) পুরুষসূক্ত নামক ঋগ্বেদ সংহিতায় লিখিত আছে;—পুরুষ সহস্র মস্তক, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ। দশ অঙ্গুলী পরিমাণ স্থান দ্বারা ইনি পৃথিবীর সর্ব্বাংশ আচ্ছাদন করিলেন। সমস্ত বিশ্বই পুরুষ: যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে ও হইবে, সকলই পুরুষ। ইনি অনন্ত কালের কর্ত্তা, যেহেতু আহারীয় দ্বারা ইহাঁর বিস্তৃতি। সমস্ত পৃথিবী ইহাঁর শরীরের চারি ভাগের এক ভাগ। অপর তিনাংশ হইতে আকাশস্থ পদার্থ সমস্তের উৎপত্তি। তিন ভাগ দেহ লইয়া পুরুষ ঊর্দ্ধে আরোহণ করেন। চতুর্থাংশ ইহলোকে আবির্ভূত। পুরুষ জীব নির্জীব সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত। তাঁহা হইতেই বিরাজ ও বিরাজ হইতে পুরুষ (অথবা মানব,) ইত্যাদি।

(৩) প্রবন্ধ লেখক মনুর ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে যে কয়েকটী বচন সারাংশ বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও যে সরলতার সহিত করেন নাই, পশ্চাদুদ্ধৃত অনুবাদ দ্বারা পাঠক মহাশয়গণ তাহার প্রমাণ পাইবেন। ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মনু কহিতেছেন;—আদৌ বিশ্ব কেবল পরমাত্মার প্রথম অস্ফুট সংকল্পে অবস্থিতি করিত। ঠিক যেন তমসাচ্ছাদিত, অদৃশ্য, অব্যক্ত, বোধাগম্য, প্রত্যাদেশ অজানিত, সম্পূর্ণরূপে নিদ্রিত। পরে শুদ্ধ স্বয়ংজীবী শক্তি (পরমাত্মা, যাঁহাকে কেহ জানে না, অথচ যিনি সকলকে পৃথিবীকে জানান) পঞ্চভূত ও প্রাকৃতিক অন্যান্য শক্তি সমভিব্যাহারে, অখর্ব্বিত গৌরবে প্রকাশিত হইয়া নিজ সংকল্প পরিস্ফুট অথবা অন্ধকার নাশ করিলেন। যাঁহাকে মনই কেবল দর্শন করিতে পারে, যিনি বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতীত, যাঁহার দৃশ্য শরীর নাই, যিনি

অনন্ত কালাবধি জীবিত, যিনি সমস্ত জীবের অন্তরাত্মা, যাঁহাকে কেহ বুঝিতে পারে না, তিনিই স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন। ইনি নিজ ঐশীশরীর হইতে সমুদয় জীব উৎপন্ন করিবার অভিলাষে, চিন্তাশীল হইয়া প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পুনরুৎপাদিকা-শক্তি বিশিষ্টা বীজ স্থাপন করিলেন। সেই বীজ স্বর্ণবৎ শোভা বিশিষ্ট ও সহস্রাংশুবৎ তেজস্বী এক অণ্ডাকৃতি ধারণ করিল। সেই অণ্ডে ব্রহ্মারূপী জীবাত্মাদের পিতৃপুরুষ স্বয়ং জন্মিলেন। স্রষ্টা পরিমিত এক বৎসর কাল (১৪৪,০০০,০০০ সাধারণ বৎসর) মহাশক্তি সমন্বিত ব্রহ্মা উক্ত অণ্ডে অকর্ম্মণ্য ভাবে থাকিয়া শুদ্ধ-চিন্তা দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ড করিলেন। ইহার এক খণ্ড দ্বারা উর্দ্ধস্থিত আকাশ ও অপর খণ্ড দ্বারা অধঃস্থিত পৃথিবী নির্ম্মিত করিয়া, মধ্য ভাগে সূক্ষ্ম বায়ু, অষ্ট দিক্ এবং চিরস্থায়ী জলাধার সকল স্থাপন করিলেন। পরে ব্রহ্মা পরমাত্মা হইতে মনঃ টানিয়া লইলেন। মনঃ শরীরী পদার্থ নহে এবং ইন্দ্রিয়াদির অগোচর হইলেও প্রকৃত ভাবে জীবিত। সেই সদসজ্জ্ঞান দায়ক মনের সম্মুখে আধ্যাত্মিক শিক্ষক ও রাজা স্বরূপ অহঙ্কারকে আনয়ন করিলেন। ইহাদের উভয়ের সম্মুখে আত্মার মহাবীজ (বা উপাদান) অথবা দৈব সংকল্পের প্রথম প্রসারণ, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ বিশিষ্ট যাবতীয় জীব পদার্থ, পঞ্চ বাহ্য ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চ অন্তরেন্দ্রিয় উৎপন্ন করিলেন। এই রূপে পরমাত্মা হইতে বারং নির্গমন দ্বারা অহঙ্কার ও পঞ্চ অন্তর ইন্দ্রিয় নামক ছয়টী অত্যন্ত কার্য্যকারক বীজের ক্ষুদ্রতম অংশেও পরিব্যাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি করিলেন। এবং যেহেতু দৃশ্য প্রকৃতির সমস্ত পরামাণু ঈশ্বর বিনির্গত উক্ত ছয় বীজ সাপেক্ষ, জ্ঞানীরা সেই ঈশ্বর প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ দৃশ্য প্রকৃতিকে "শরীর" অথবা "ছয় সাপেক্ষ" নাম প্রদান করিয়াছেন। (ছয় সাপেক্ষ অর্থাৎ অহঙ্কার সাপেক্ষ দর্শেন্দ্রিয় ও পঞ্চ অন্তরেন্দ্রিয় সাপেক্ষ পঞ্চ ভূত।) তাহাদের হইতে বিশেষ ক্ষমতা সমন্বিত মহা ভূত, ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম ক্ষমতাশালী সর্ব্ববিধ দৃশ্য পদার্থের অবিনশ্বর কারণ স্বরূপ মনের উৎপত্তি। সুতরাং এই বিশ্ব উক্ত সাতটী দৈব কার্য্যকারী বীজের —অর্থাৎ মহৎ আত্মা (অথবা প্রথম নির্গমন), অহঙ্কার ও পঞ্চ অন্তরেন্দ্রিয়ের— অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন; অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় সংকল্প সকল হইতে পরিবর্ত্তনীয় বিশ্ব হইয়াছে। পরবর্ত্তী ভূতেরা অগ্রবর্ত্তী ভূতদের গুণ প্রাপ্ত হয়; যে ভূত যে পরিমাণে উন্নত, সে সেই পরিমাণে গুণ বিশিষ্ট। ব্রহ্মাই সমস্ত জীবৎ প্রাণীকে বিশেষং নাম, গুণ, ও কর্ম্ম, পূর্ব্ব দত্ত বেদের প্রত্যাদেশ মতে প্রথমে নির্দ্ধার্য্য করিয়া দেন। এই মহা প্রভু দৈব শক্তি ও পবিত্র মনঃ বিশিষ্ট নিকৃষ্ট দেবতাগণের ও অতি সূক্ষ্ম দানবাদিরও সৃষ্টি করিয়া আদি কাল হইতে অবধারিত যাগের প্রণালী নিরূপণ করিয়া দিলেন। যাগ যজ্ঞাদি যেন উচিত রূপে সম্পাদি হয়, এই অভিপ্রায়ে ইনি ঋগ, যজুঃ ও সাম এই তিন আদিম বেদ, অগ্নি,বায়ু এবং সূর্য্য হইতে

দোহন করিয়া লইলেন। ইনি কাল, কালাংশ, নক্ষত্র, গ্রহ, নদ, সমুদ্র, পর্ব্বত সমভূমি ও অসমান উপত্যকা, পূজা, বাক্য, সন্তোষ, কামনা, রাগ এবং সম্প্রতি যে সকল পদার্থের বর্ণনা করা যাইবেক, সেই সমস্তেরও সৃষ্টি করিলেন। **** পঞ্চভূতের মাত্রা যোগে এই দৃশ্য জগৎ সুধারামতে সৃষ্ট হয়। পুনঃ পুনঃ দেহ পরিবর্ত্তন করিলেও যে জীবাত্মাকে মহা প্রভু যে কর্ম্মে প্রথমে নিযুক্ত করেন, তাহাতেই সে ইচ্ছাপূর্ব্বক অভিনিযুক্ত হয়। যে জীবাত্মাতে তিনি আদৌ যে গুণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা দোষ রহিতই হউক, আর হানিকরই হউক, কর্কশই হউক, আর বিনীতই হউক, ন্যায় সিদ্ধই হউক, আর ন্যায় বিরুদ্ধই হউক, যথার্থ হউক, আর অযথার্থই হউক, তাহাতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ কালীন সেই গুণই প্রবিষ্ট হয়। * * * * মনুষ্য বংশের বৃদ্ধি সাধন জন্য তিনি নিজ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, জঙ্ঘা হইতে বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন করিলেন। নিজ দেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, মহাবলী (ব্রহ্মা) পুরুষ ও স্ত্রী রূপ ধারণ করিলেন, সেই নারী হইতেই বিরাজের জন্ম। হে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ, সেই বিরাজ কঠোর তপস্যা বলে আমায় (মনুকে) জন্ম দেন; আমিই এই দৃশ্য জগতের দ্বিতীয় স্রষ্টা। আমিও এক দল মনুষ্যের জন্ম দিবার অভিলাষে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে অতি পবিত্র সৃষ্ট জীবের প্রভু স্বরূপ দশ মহাপুরুষকে উৎপন্ন করি। * * * তাঁহারা অপর সাত মনু, দেবতা, দেবগৃহ ও মহাশক্তিমান মহর্ষি, সদাশয় দানব, ভয়ানক দৈত্য, রক্তাশী অসভ্য, স্বর্গীয় গায়ক, অপ্সর, কিন্নর, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সর্প, বৃহৎ পক্ষধারী পক্ষী, পিতৃ দল, বিদ্যুত, বজ্র, মেঘ, ইন্দ্র ধনু, উল্কা, জগৎ বিদারক বাষ্প, ধূমকেতু, কিরণদায়ী নক্ষত্র, ঘোটক মুখী বনদেবী, বানর, মৎস্য, নানা বর্ণের পক্ষী, গ্রাম্য পশু, মৃগ, মনুষ্য, হিংস্র জন্তু, কীট, পতঙ্গ, উৎকুণ, পিস্সু, মক্ষিকা, মশা, এবং নানাবিধ জড় পদার্থেরও সৃষ্টি করিলেন। এই রূপে তাঁহাদের তপস্যা বলে ও আমার আদেশে বিবিধ গুণ সম্পন্ন জীব নির্জীব পদার্থ সকল সৃষ্ট হইল। * * * * * * এই সকল প্রাণী ও ওষধি পূর্ব্ব কর্ম্ম দোষে ঘোর অন্ধকারাবৃত হইয়াও, আধ্যাত্মিক হিতাহিত জ্ঞান দায়ক শক্তি বলে সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে। এই বিনশ্বর জগতে ব্রহ্মা অবধি তৃণ লতা পর্য্যন্ত সমস্ত জীবকেই সর্ব্বদা জন্ম পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ব্রহ্মা এই রূপে আমার ও বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়া পুনরায় আত্মায় লীন হইলেন—অর্থাৎ সৃষ্টি কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন। ব্রহ্মার নিদ্রা কালে জগতের ক্ষয়, ও জাগরণ কালে বৃদ্ধি। কারণ তিনি যখন নিদ্রা যান, দেহ বিশিষ্ট আত্মাগণ স্ব২ কার্য্যে অমনোযোগী হয়, এবং মনও অলস হইয়া পড়ে। *** এই রূপে (মনু পুত্র কহিতেছেন,) সেই ব্রহ্মার জাগরণে ও নিদ্রাবেশে জগতের ক্রমান্বয়ে ধ্বংস ও সৃষ্টি হইয়া থাকে। *** বুদ্ধি তাঁহার ইচ্ছায় সৃজনপর হইয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে থাকে; সেই বুদ্ধি হইতে সূক্ষ্ম বায়ু উৎপন্ন হয়, জ্ঞা-

নীরা তাহাকে শব্দ গুণ বিশিষ্ট কহেন। পবিত্র শক্তি সম্পন্ন বায়ু সেই সূক্ষ্ম বায়ুর বিকার হইতে উদ্ভূত। বায়ুর স্পর্শ গুণ খ্যাতি। বস্তু প্রকাশক, তমোনাশক, উজ্জ্বল কিরণ ব্যাপক আলোক (অথবা অগ্নি) সেই বায়ুর বিকৃত অবস্থা হইতে উৎপন্ন। ইহার রূপ গুণ প্রসিদ্ধি। বিকৃত তেজঃ হইতে স্বাদ গুণ বিশিষ্ট জলের উৎপত্তি; জল হইতে গন্ধগুণ বিশিষ্ট স্থলের উৎপত্তি। এই রূপে প্রথমেও সৃষ্টি হইয়াছিল; ইত্যাদি।

(৫) এক্ষণে বোধ হয়, আর্য্য ঋষিদিগের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতের ঔৎকর্ষ্য সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন। আহা, ব্রহ্মার কি অপরিসীম ক্ষমতা! সৃষ্টি করিতে অপারক হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। সৃষ্টিরই বা কি চমৎকার শৃঙ্খলা! মনুষ্যের সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু কোথায় থাকেন, তার স্থিরতা নাই। কি চমৎকার বিজ্ঞান শাস্ত্র। বরাহ মূর্ত্তি বিষ্ণু কোথায় পৃথিবী স্থাপন করিলেন? না, অনন্ত নাগের মস্তকে! ইতি কূর্ম্ম পুরাণ।

বৃহদরণ্যক উপনিষদের সৃষ্টিমত স্মরণ করিলে ঘৃণাও হয়, হাসিও পায়। স্রষ্টা ভীত, কেননা একক। সৃষ্টি করণের উপায়ান্তর না পাইয়া স্বয়ং পশু জন্ম স্বীকার ও পশুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। একি ধর্ম্মমত না বাল্যক্রীড়া? ইহা লইয়া শ্লাঘা করিতে কি ব্রাহ্মগণের লজ্জা বোধ হয় না। কি বিড়ম্বনা! কোথায় মনুষ্য সৃষ্টি না অনুষ্টুপ ছন্দ। এতদ্দ্বারা আর্য্য ঋষিরা বুদ্ধিরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা পাঠে জাতির সৃষ্টিরও ইতিহাস পাওয়া যায়। শূদ্রাদির দুর্গতির কথা মনে হইলে, জ্ঞানশূন্য হইতে হয়। তবে রক্ষা এই, গোমাংস ভক্ষণে রুচি জন্মে। ব্রাহ্মণেরা বলেন কি?

ঋগবেদ পাঠে অনায়াসেই প্রতীয়মান হয় যে ব্রহ্ম ছাড়া পদার্থ নাই। দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত বিশ্বই ঈশ্বরের অংশ। একবারে স্পষ্ট করিয়াই লেখা আছে যে নীচস্থ জগৎ পরম পুরুষের চতুর্থাংশ। মনুর শাস্ত্র পাঠেও সেই অদ্বৈতবাদ দৃষ্ট হয়। অনুমান হয়, এজন্যই প্রবন্ধরচক উপাদানের প্রয়োজনতা সপ্রমাণার্থ এত প্রয়াসী।

অধিকন্তু মনুর মতে মনুষ্যের, কেবল মনুষ্য কেন তৃণ লতারও জন্মের পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, এবং আশ্চর্য্য এই, সৃষ্টিরও তদ্রূপ। সৃষ্টি কর্ত্তা আবার একজন নহেন। পরম পুরুষ, ব্রহ্মা, মনু, তদীয় পুত্র এবং ঋষিগণ। তৃণ লতারও পূর্ব্ব কর্ম্ম দোষ আছে। কালেরও সৃষ্টি হয়। কি চমৎকার সৃষ্টি তত্ত্ব! কি আশ্চর্য্য বিজ্ঞান শাস্ত্র! বোধ হয়, বিকৃত ভাবাপন্ন জল হইতে স্থলের সৃষ্টি যে রূপে হইয়াছিল, বিপর্য্যয় প্রাপ্ত বুদ্ধি হইতে আর্য্য ঋষিদের সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতের ঔৎকর্ষ্যও অবিকল সেই রূপে বিনির্গত হইয়া থাকিবে।

(৬) এক্ষণে খ্রীষ্টীয়ান সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু না বলিলে ভাল দেখায় না। সুতরাং তদ্বিষয়ে যৎ কিঞ্চিত বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু বাইবেলের সৃষ্টি তত্ত্বের সহিত হিন্দু সৃষ্টি তত্ত্বের তুলনা করা যাইতে পারে না। কা-

রণ সহস্ররশ্মির সহিত জ্যোতিরিঙ্গণের তুলনা হইতে পারে না। তবে কি না বাইবেল মতের অনুপমতা প্রদর্শন করিতে যত্ন পাওয়া যাইতে পারে। বাইবেলোক্ত সৃষ্টি তত্ত্বের যথার্থ তাৎপর্য্য প্রবন্ধলেখক ব্যাখ্যা করেন নাই। নিম্নে লিখিত পংক্তি কয়েকটী দ্বারা পাঠক মহাশয়গণ তাহার সারাংশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

ঈশ্বর অতি পূর্ব্বকালে অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে (কখন, কেহ জানে না) আকাশ ও পৃথিবীর (অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বের) সৃষ্টি করিলেন। তাহার বহুকাল পরে, নানা কারণ বশতঃ (কি কারণ প্রকাশিত নাই) পৃথিবীর বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, প্রাণিশূন্য, জলমগ্ন ও তিমিরাচ্ছন্ন ধরাতলে ঈশ্বর আলোক উদিত করিলেন। (বোধ হয় পৃথিবীর উপরিস্থিত গাঢ় কুজ্ঝটিকা এমত পরিমাণে দূরীকৃত হইয়াছিল যে, সূর্য্যের আলোক অনায়াসে পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিমাণে পরিব্যাপ্ত হইল, অথচ সূর্য্য অদৃষ্ট রহিল।) যে ছয় দিবসের সৃষ্টি বিবরণ আদি পুস্তকে বর্ণিত আছে, তাহার প্রথম দিনে এই মহা কার্য্য সাধিত হয়। দ্বিতীয় দিবসে, ঈশ্বর পৃথিবীর উপরিস্থিত রাশিকৃত বাষ্প সকল ঊর্দ্ধে তুলিয়া লইয়া ঊর্দ্ধস্থ বাষ্প রাশি ও নীচস্থ জল ও বাষ্প রাশির মধ্যভাগে আকাশ স্থাপন করিলেন। তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর পৃথিবীর সমস্ত জল ও বাষ্পাদি একত্রিত করিয়া জলাশয় সকল উৎপন্ন করিলে, স্থলভাগ দৃষ্টিগোচর হইল। সেই অবধি ঈশ্বরাদেশে তৃণ, সবীজ ওষধি ও নানা জাতীয় বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইল। চতুর্থ দিবসে মেঘ, বাষ্প প্রভৃতি এমত ভাবে স্থানান্তরিত অথবা তিরোহিত হইল, যে দিবসে সূর্য্যের আলোক সতেজে প্রকাশিত হইতে ও রজনীযোগে চন্দ্র ও নক্ষত্রাদি কিরণ দিতে লাগিল। ঈশ্বর সেই অবধি সূর্য্য ও চন্দ্রকে ঋতুর, দিবসের ও বৎসরের চিহ্ন স্বরূপ অভিনিযুক্ত করিলেন। পঞ্চম দিবসে ঈশ্বর (বর্ত্তমান) জলচর ও খেচরগণের সৃষ্টি করিলেন। ষষ্ঠ দিবসে ঈশ্বর প্রথমে ভূচর পশ্বাদির সৃষ্টি করিলেন। পরে মৃত্তিকা হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়া, ফুৎকার দ্বারা তাহার নাসারন্ধ্রে প্রাণ বায়ু দান করাতে মনুষ্য জীবিতাত্মা হইল। তৎপরে সেই মনুষ্যের দেহ হইতে ঈশ্বর নারীর সৃষ্টি করিলেন।

প্রবন্ধ লেখক এই প্রগাঢ় বিবরণ যদি মনোযোগসহ বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে যেরূপ অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কখনই ঘটিত না। বাইবেল শাস্ত্রে, বর্ত্তমান জীবৎ প্রাণী ব্যতীত, বিশ্বসংসারের সৃষ্টি সম্বন্ধে কেবল একটী কথা লিখিত আছে, অর্থাৎ "আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।" কি প্রকারে ও কখন্ ঈশ্বর এই মহৎ কার্য্য সাধন করেন, তাহার কিছুই লিখিত হয় নাই। পরে পরে যে সকল ঘটনার বর্ণনা আছে সে কেবল বিরূপ প্রাপ্তা ধরার শৃঙ্খলা ও শোভা সম্পাদনার্থ। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রস্তরীভূত কঙ্কালাদি দৃষ্টে যে সকল বৃহৎকায় প্রাণীর কথা উল্লেখ করেন, তাহা প্রাগুক্ত ছয় দিবসের সৃষ্টির পূর্ব্বে আদিকালে সৃজিত হইয়া

থাকিবেক। (অজানিত কোন সময়ে জল প্লাবন হওয়ায় সেই সমুদায়ের ধ্বংস হইয়াছিল।) এই ঘটনার অনেক কাল পরে বর্ত্তমান প্রাণী সমূহের সৃষ্টি হয়। এ সম্বন্ধে বাইবেলের সৃষ্টি বিবরণের সহিত হিন্দু বা অন্যান্য শাস্ত্রে বিবৃত সৃষ্টি বিবরণের তুলনাই হইতে পারে না। অধিকন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া বাইবেলের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং না বুঝিয়া প্রবন্ধ লেখক বৈজ্ঞানিক যে সকল শিক্ষার উল্লেখ করিয়া হিন্দু ঋষিদিগের মতের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা আমাদের বিবেচনায় পণ্ডশ্রম হইয়াছে। যখন বাইবেলে বিশ্ব সৃষ্টির প্রকরণ সম্বন্ধে কিছুই উক্ত হয় নাই, তখন উপকরণ বিষয়ক বিচারের প্রয়োজনাভাব। তদ্বিষয়ক বিতণ্ডা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। বিজ্ঞানের পক্ষপাতী হওয়াও অনুচিত; কারণ বিজ্ঞানের অস্থৈর্য্য সর্ব্বত্র বিদিত। বিশেষ হিন্দু বিজ্ঞানের শ্লাঘা একটু বিবেচনা করিয়া করিলেই ভাল হয়।

চতুর্থ দিবসের বিবরণে যে চন্দ্র সূর্য্যের কথা আছে, তাহারা সেই দিবসে সৃষ্ট হয় নাই; সর্ব্ব প্রথমেই হইয়াছিল। ঈশ্বর কুজ্ঝটিকা প্রভৃতি প্রতিবন্ধক সমুদায় দূরীভূত করায় তাহাদের জ্যোতিঃ সেই দিবসে পৃথিবীতে পুনঃ প্রকাশিত হয় মাত্র। সুতরাং প্রবন্ধ লেখক এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অমূলক।

পুনশ্চ; প্রবন্ধ লেখক বলেন, "ইচ্ছা সকল বিষয়েরই মূল কারণ বটে, কিন্তু তাহার সহিত কোন উপাদান কারণ মিলিত না হইলে সে ইচ্ছা কিছুই নির্ম্মাণ করিতে পারে না। যখন আদিতে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তখন খ্রীষ্টীয়ানদিগের মতানুসারে এই জগতের মূল কারণরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্র পাওয়া যাইতেছে কিন্তু ইহার উপাদান কারণ স্বরূপে কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। মুসলমান ও আর্য্যদিগের মতে মূল কারণরূপ ইচ্ছা ও উপাদান কারণরূপ জ্যোতিঃ ও প্রকৃতি বা শক্তি পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং শেষোক্ত মতদ্বয়ই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত।" আমরা এই কথাগুলির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় অর্থশূন্য। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান এ কথা তিনি স্বীকার করেন, অথচ আশ্চর্য্য এই, উপাদান কারণ প্রয়াসী। ঈশ্বর কি সামান্য কুম্ভকার, যে মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ভাণ্ড নির্ম্মাণ করিতে পারেন না? যাঁহার আজ্ঞা মাত্রেই বিশ্বের উৎপত্তি হইতে পারে, তাঁহার উপাদানের প্রয়োজন হয় না। বোধ হয়, হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত সৃষ্টি মত সর্ব্বদা পাঠ করায় প্রবন্ধ লেখকের উপাদানে এতদূর রুচি জন্মিয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রে এতৎসম্বন্ধে যে লোমহর্ষণ বিবরণ লিখিত আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই পৃথিবী ঈশ্বরের শরীরের চতুর্থাংশ। ঈশ্বরের স্বয়ং নানা পশুরূপ ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ পশ্বাদির উৎপত্তি করণ, ইত্যাদি। এ প্রকার উপাদান দর্শাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখকের শ্রেষ্ঠত্ব থাকুক। আমরা সেই জঘন্য শ্রেষ্ঠত্বের অংশী হইতে অভিলাষী নহি।

অধিকন্তু, তিনি "ইচ্ছা ও "শক্তি" লইয়া কি গণ্ডগোল করিয়াছেন, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা ত এই জানি যে যিনি আজ্ঞা মাত্রে কোন কর্ম্ম করিতে পারেন, তাঁহার ক্ষমতা অত্যন্ত। কিন্তু প্রবন্ধ লেখক বাইবেলের বেলা শুদ্ধ "ইচ্ছা" (আজ্ঞার) কথা বলেন, আর হিন্দুশাস্ত্রের বেলা "ইচ্ছা" ও "শক্তি" উভয় ধরেন। ইচ্ছা কথাটী আবার তাঁহারই কল্পিত; বাইবেলে "কহিলেন" (অথবা আজ্ঞা করিলেন) শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। আমরা তাঁহার এ তর্কের মর্ম্মই বুঝিতে পারিলাম না। কারণ "আজ্ঞা" শব্দে ইচ্ছা ও শক্তি উভয়ই বুঝায়।

প্রাণদান সম্বন্ধেও প্রবন্ধ লেখক কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। আমাদের তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। তিনি এ বিষয়ে বাইবেলের মত বুঝিতে পারেন নাই। বাইবেলে প্রাণদান করণের কোনই প্রণালী লিখিত হয় নাই। যখন সজীব প্রাণীর সৃষ্টি হইল, তখন যে তাহাদিগকে প্রাণদান করা হইয়াছে, তাহা কেহই সন্দেহ করিতে পারে না। কিন্তু কি রূপে তাহা লেখা নাই। সুতরাং এ বিধার অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত বাইবেলের তুলনাই হইতে পারে না। "ফুৎকার দ্বারা যে প্রাণ বায়ু প্রদত্ত হইবার উল্লেখ আছে,—তাহা প্রাণ সম্বন্ধে নহে, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে। মনুষ্যেতে দুইটী অংশ আছে। এক অংশ শারীরিক—তাহা মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত; তদ্দ্বারা মনুষ্য পৃথিবীর শোভা সম্পাদন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অন্যাংশ আত্মিক—তদ্দ্বারা মনুষ্য জ্ঞানোপার্জ্জন ও ঈশ্বর সেবা করিতে সক্ষম। প্রথমাংশ শরীর,—অল্পকাল স্থায়ী; দ্বিতীয়াংশ আত্মা,—চিরস্থায়ী। পরমেশ্বর পূর্ব্বে প্রাণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া দ্বিতীয়বার সৃষ্টির সময়ে প্রাণদানের বিষয়ে আদি পুস্তকে বিশেষ কিছু লিখান নাই। কিন্তু ধরাতলে আত্মার এই প্রথম সৃষ্টি। সুতরাং তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখিত আছে। আত্মা বিশিষ্ট বলিয়াই, বাইবেলে লেখে মনুষ্য ঈশ্বরের "সাদৃশ্যে" নির্ম্মিত।

উপসংহার কালে, প্রবন্ধ লেখককে, আমাদের একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তিনি কি শাস্ত্র মানেন? না প্রকৃত ব্রাহ্মের ন্যায় অদ্যাপি শাস্ত্রদ্বেষী? হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তাঁহার উক্তি গুলি পাঠে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছে। তিনি বলেন, "অস্মদ্দেশীয় মহোদয়গণের মধ্যে যাঁহারা এ দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণা করেন, তাঁহারা বলুন দেখি যে, যাঁহাকে তাঁহারা ঘৃণা করেন, তাঁহার গাত্রে অসামান্য রত্ন সকল বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে কি না? বোধ হয়, চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধৈর্য্য সহকারে শাস্ত্র মাতার গাত্র নিরীক্ষণ করিলে, আমরা যে কত শত অমূল্য মনির শোভা দেখিয়া অনুপম প্রীতি লাভ করিতে পারি, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে মহাত্মারা শত শত বৎসর পূর্ব্বে সেই সকল রত্ন সংগ্রহ করিয়া শাস্ত্রে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি অলোকসামান্য ব্যক্তি! অন্যান্য জাতি এবং বর্ত্তমান আর্য্যদিগের সহিত তাঁহাদিগের

সময়ের উপমা করিলে কোন্ যথার্থ গুণগ্রাহী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে দেবতা না বলিয়া থাকিতে পারেন?" সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রকারেরা যে সকল "অমূল্য মণি" সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠক মহাশয়গণ এতক্ষণে অবশ্যই জানিতে পারিয়াছেন। তদ্বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও এই রূপ অনেকানেক রত্ন আছে। তদ্বিষয়ে আপাততঃ আলোচনা করা অনাবশ্যক। প্রবন্ধ লেখকের উজ্জ্বল চক্ষুসহ দৃষ্টি করিলেই অনায়াসে সেই সকল নয়ন পথে পতিত হইবেক। লেখকের অসামান্য অনুরাগ দৃষ্টে, সেই সকলও যে কোন সময়ে আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইবে না, এমত অনুমান হয় না। যদি হয়, আমরাও যথাকালে তাহার চাকচিক্য প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিব না। আপাততঃ ক্ষান্ত থাকাই বিধেয়।

যীশুর রূপান্তর হওন।

"পরে তাহাদের প্রস্থান করণ সময়ে পিতর যীশুকে কহিল, হে গুরো, আমাদের এ স্থানে থাকা ভাল।" লূক ৯;৩৩।

আমাদিগের ত্রাণকর্ত্তা এই জগতীতলে অবস্থিতি করণ সময়ে কখন কখন পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া প্রার্থনা ও চিন্তা করিতেন। তিনি কি জন্য প্রার্থনাদি করণ মানসে পর্ব্বতারোহণ করিতেন, তাহা যাঁহারা কখন উচ্চ ভূধর শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই উপযুক্ত রূপে অনুভব করিতে পারেন। পর্ব্বত অতি নির্জন স্থান, তথায় গমন করিলে মনঃ প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, প্রকৃতির শোভা অতি রমণীয় বোধ হয়। সুতরাং তৎ প্রণেতা পরমেশ্বরের প্রতি আমাদিগের প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধিক্য হয়। অধিকন্তু আমরা যে পরিমাণে এই পাপপূর্ণ পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে গমন করি, সেই পরিমাণেই আমাদিগের অন্তঃকরণ হইতে সংসার চিন্তা অপনীত হয়, এবং স্বর্গীয় ভাবে তাহা পরিপূর্ণ হয়। এই সকল কারণ প্রযুক্তই যীশু সময়েং পর্ব্বতারোহণ করিয়া পিতার নিকট প্রার্থনা করিতেন।

যীশু এক সময়ে পিতর, যাকূব ও যোহনকে সঙ্গে লইয়া টাবর নামক পর্ব্বতে আরোহণ করেন, এবং তথায় তাঁহার রূপান্তর হয়। এই পৃথিবীতে আসিয়া যীশু মানব দেহ ধারণ করিয়াছিলেন; সেই অবয়ব আর এক্ষণে তাঁহার রহিল না। তিনি স্বীয় ঐশ্বরিক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মেঘোন্মুক্ত মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যাপেক্ষাও তাঁহার মুখের জ্যোতিঃ উজ্জ্বল হইল এবং তাঁহার শরীর নিঃসৃত তেজোদ্বারা তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র হিম অপেক্ষাও শুক্ল বর্ণ দেখাইতে লাগিল।

ভক্তগণ যীশুর ঈদৃশ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইলেন। তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র এবং আপনার ইচ্ছায় এই জগতে আসিয়া কষ্ট, অপমান ও মৃত্যু ভোগ করিয়াছিলেন, এই ভাবটী প্রেরিতদিগের মনে জন্মাইয়া দিবার জন্যই বোধ হয়, তিনি তাঁহাদিগের সাক্ষাতে স্বর্গীয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, মূসা ও এলীয় এই সময়ে যীশুর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহারা পরস্পর বোধ হয়, যীশুর মৃত্যুর সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের কথোপকথনের কিয়দংশ শ্রবণে প্রেরিতেরা মূসা ও এলীয়কে চিনিতে পারিয়াছিলেন। মূসা ও এলীয় শরীর বিশিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন, ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে আমরাও শরীর বিশিষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করিব। এলীয় ও মূসা যীশুকে বেষ্টন করাতে বোধ হইতেছিল যেন উজ্জ্বল গ্রহদ্বয় গ্রহপতি সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যীশুর মুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছিল। কিন্তু মূসার ও এলীয়ের বদনে ধর্ম্মসূর্য্যের জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা তেজোময় হইয়াছিলেন। স্বর্গে গমন করিলে আমরাও জ্যোতির্ম্ময় হইব। যীশু এই পৃথিবীতে আসিয়া নিয়ম ও ভাবি বাক্য সফল করিয়া এক নূতন অনুগ্রহের ধর্ম্ম সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই বোধ হয়, নিয়ম রচয়িতা মূসা ও প্রধান ভবিষ্যদ্বক্তা এলীয় (যাঁহাদিগের উপর ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধির ভার অর্পিত ছিল) এই সময়ে যীশুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং যীশু যে মহৎ ভার নির্ব্বাহ করিবার জন্য আপনার প্রাণ ক্রুশে অর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তদ্বিষয়ে কথাবার্ত্তা করিতেছিলেন।

পিতর প্রিয় প্রভুর ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্য দর্শনে, ও মূসা এবং এলীয় তাঁহাকে "রাজকুমার," "ঈশ্বর কুমার" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন শ্রবণে, ইতি কর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য হইয়া বলিলেন, প্রভো এই স্থানে থাকা আমাদিগের পক্ষে ভাল। আমি আপনার জন্য এক, মূসার জন্য এক ও এলীয়ের জন্য এক কুটীর নির্ম্মাণ করি। পিতর এক জন গালীল দেশীয় ধীবর ছিলেন, তাঁহার সুখ, ঐশ্বর্য্য ও মান সম্ভ্রম কিছুই ছিল না, পরিশ্রম করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হইত। বিশেষতঃ তিনি যীশুর শরণাগত হইয়াছিলেন বলিয়া য়িহুদীদিগের নিকট সর্ব্বদা তাঁহাকে অপমান ও তাড়না সহ্য করিতে হইত। এতদ্ভিন্ন তিনি যীশুকে অতিশয় প্রেম করিতেন, সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতে ভাল বাসিতেন, এবং মূসা ও এলীয়কে অতিশয় সম্ভ্রম করিতেন। তাঁহারা পরিত্রাণের বিষয় কথোপকথন করিতেছিলেন, শুনিয়া তাঁহার মন প্রফুল্লিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ তিনি যীশুর মুখে তাঁহার মৃত্যুর কথা শুনিয়াছিলেন, এবং য়িহুদীয় অধ্যাপকেরাও যে তাঁহার প্রাণ সংহারের পরামর্শ করিতেছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন। সেই নির্জন পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলে, পাছে য়িহুদীরা যীশুকে বধ করে, এই আশঙ্কা তাঁহার মনে প্রবল

হইয়া থাকিবেক। এই সকল কারণ প্রযুক্তই, বোধ হয়, পিতর বলিয়াছিলেন, "প্রভো এই স্থানে থাকা আমাদিগের পক্ষে ভাল।" কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বুঝেন নাই। কারণ যীশু যে উদ্দেশ্য সাধন মানসে এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, পিতর তাহা বিস্মৃত হইয়া যীশুকে সেই পর্ব্বতে থাকিতে অনুরোধ করেন। যীশু ক্রুশে হত হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন জন্য মানব দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই নির্জ্জন পর্ব্বতে প্রচ্ছন্নভাবে কাল যাপন করিলে অবশ্যই সেই মহৎ অভিপ্রায় সুসাধিত হইতে পারিত না। অধিকন্তু যে সকল খ্রীষ্ট ভক্তদিগকে তাঁহারা নগর মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, পিতর তাঁহাদিগের বিষয়েও এক বার চিন্তা করেন নাই। এই সকল কারণ প্রযুক্তই কথিত আছে যে "পিতর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝেন নাই।" কিন্তু যাহা হউক, ইহাতে পিতরের আপনার সেবা অস্বীকার করিয়া যীশুর উপাসনা করিবার ইচ্ছা স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রভো, আমি আপনার জন্য এক, মূসার জন্য এক ও এলীয়ের জন্য এক কুটীর প্রস্তুত করি," কিন্তু আপনার সুখের কথা ভাবেন নাই।

পিতর যখন যীশুর সহিত কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে "এক উজ্জ্বল মেঘ তাঁহাদিগকে ছায়া করিল। ঈশ্বর যখন মূসাকে সিনয় পর্ব্বতে ব্যবস্থা দান করেন, সে সময়ে গগনমণ্ডলে যে রূপ মেঘমালা উদিত হইয়াছিল, এই মেঘ তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর ছিল, সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মূসা দ্বারা ঈশ্বরের যত না মহিমা, যত না প্রেম প্রকাশ পাইয়াছিল, খ্রীষ্ট দ্বারা তাহা অপেক্ষা শত গুণে অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। শিষ্যগণ সেই সময়ে এই স্বর্গ বাণী শ্রবণ করিয়া অচেতন হইয়াছিলেন;—"ইনিই আমার প্রিয় পুত্র ইহাঁর কথায় মনোযোগ কর।" যৎকালীন এই স্বর্গ বাণী হয়, তৎকালীন নিয়ম রচয়িতা মূসা ও প্রধান ভবিষ্যদ্বক্তা এলীয় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পরমেশ্বর শিষ্যদিগকে ব্যবস্থা ও ভবিষ্যদ্বাক্য (অর্থাৎ পুরাতন নিয়ম) অপেক্ষা যীশুর সুসমাচারের নূতন নিয়মে, অধিক মনোযোগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত শিষ্যেরা অচেতন হইয়াছিলেন, কিন্তু যীশু তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবা মাত্রই তাঁহারা উঠিলেন; উঠিয়া যীশু ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। যীশু যখন তাঁহার ভক্তদিগের নিকটবর্ত্তী হন, যখন তাঁহাদিগকে স্পর্শ করেন, তখনই তাঁহাদিগের সকল ভয়, চিন্তা দূর হয়, তাঁহারা মনে সান্ত্বনা লাভ করেন। ঈশ্বর করুন, যেন আমরা সর্ব্বদা যীশুর নিকটে বাস করি, সর্ব্বদা যেন তিনি আপনার অনুগ্রহের হস্ত বিস্তার করিয়া আমাদের শোক, দুঃখ, পাপ, পরীক্ষা সকলই দূর করেন!

———

খ্রীষ্ট সংগীতা।

৬ অধ্যায়।

কুমারী প্রসবন।

রূত, শিমুয়েল, যিশায়িয়, মীখা, মথি ও লূক।

শিষ্য। দায়ুদ হইতে হেরোদ পর্য্যন্ত কি কি ঘটিল, তথা এলীয় এবং দশবংশলয়ের কথা, এবং ক্রমশঃ পৃথিবী জয়শীল কলদীয়, পারসীক, যবন ও রোমক এই সাম্রাজ্য চতুষ্টয়ের বার্ত্তা এ সকলই শুনিলাম। কিন্তু হে গুরো, সংবিৎ পূরণের কথা পূর্ব্বে আরব্ধ মাত্র হইয়াছিল, এখন বলুন কি প্রকারে তাহা দায়ুদবংশে সফল হইল। হেরোদের সময়েই বা কি রূপে ঈশ্বর সেই খ্রীস্টকে পৈতৃক সিংহাসন দিলেন?

গুরু। পূর্ব্বে যেমন কহিয়াছি, নমস্কৃতা মরিয়ম সিখরীয়ের নিকেতন হইতে গালিলাখ্য স্বদেশে পুনরাগত হইলেন। তথায় পুরাকালে ভিন্নজাতীয়েরা থাকিত কিন্তু তৎসময়ে বহু অন্ত্যজ যিহূদীরাও বাস করিত। সেইখানকার নাশরৎপুরে যুষফ জিরুবাবিলেরবংশ্য নৃপোদ্ভব হইয়াও একজন সামান্যলোকের ন্যায় বসতি করিতেন। আপনার প্রতি বাগ্দত্তা কন্যাকে গর্ভিণী দেখিয়া পবিত্র আত্মার অতুল্য শক্তিই সেই গর্ভের হেতু ইহা না জানিয়া, অথচ আপনার সংসর্গ হয় নাই ইহা নিশ্চয় থাকাতে, কলঙ্কখ্যাপনে অনিচ্ছুক হইয়া গুপ্তবর্জ্জন সঙ্কল্প করিলেন। সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি ব্যাকুলমনে এই চিন্তা করত স্বপ্নযোগে বিভু দূতের এই বাক্য শুনিলেন, যথা হে দায়ুদ পুত্র যুষফ তোমার অদোষিণী পত্নী মরিয়মকে গ্রহণে ভয় করিও না। জানিও পবিত্র আত্মার প্রভাবে তাঁহার সন্তান জন্মিবে, তাঁহার নাম যীশু হইবে, কেননা তিনি আপন লোককে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। ঈশদূতের এই বাক্যেতে তিনি সেই নির্ম্মলাকে বিবাহ করিলেন কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রধারিণী বলিয়া তাঁহাতে আসক্ত হইলেন না। ইহাতে সপ্তশত বর্ষ পূর্ব্বে আহাজ রাজের প্রতি উক্ত যিশায়িয়ের বচন সিদ্ধ হইল, যথা, ঈশ্বর তোমাকে আশ্চর্য্য চিহ্ন দিবেন, কুমারী গর্ভধারণ করিয়া অস্মৎসহেশ মহা পুত্র প্রসবিবেন।

শিষ্য। ইহা স্পষ্ট ঈশাবতারের প্রাচীন বচন, এক্ষণে তাঁহার জন্মের বিস্তার বর্ণন করুন।

গুরু। তৎকালে আগস্ত কৈশরের বশীভূত সর্ব্বদেশে করদানার্থ আজ্ঞাপত্র নির্গত হওয়াতে, ইস্রায়েলীয়েরা আপন আপন নাম ও সম্পত্তি লিখাইবার নিমিত্ত সকলে স্ব স্ব বংশপুরে গমন করিল। মরিয়মের সহিত যুষফও বংশাদি লেখনার্থে দায়ুদপুর বৈথ্লেহমে উপস্থিত হইলেন। তথায় মহান্ দায়ুদ্ তৎপিতা যিশয় তৎপিতামহ ওবেদ্ ধনবান্ বোয়সের পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যুষফ শাস্ত্রমতে দুই প্রকারে ঐ বংশোদ্ভব, একধা দায়ুদের পুত্র নাথন হইতে অন্যধা সুলেমান হইতে। জিরুবাবিলের বংশও এই রূপ উক্ত হইয়াছে, যুষফ ঐ বংশোদ্ভূত, অতএব দুই প্রকারে দায়ুদ্বংশীয়। তুল্যাভিপ্রায়ে আগত ঐ বংশীয় লোক কর্ত্তৃক পান্থশালা পূর্ণ হওয়াতে, যুষফ স্থান না পাইয়া মন্দুরায় অবস্থিতি করায় তথায় কুমারী ভব্যবক্ত্রোক্ত সুত প্রসবিয়া, সেই সর্ব্বাধারকে সামান্য বস্ত্রে বেষ্টন করিলেন, সেই সর্ব্বভূতেশকে পশুভোজনপাত্রে রাখিলেন। সেই সময়ে তন্নিকটস্থ ক্ষেত্রে কতিপয় মেষপালক রাত্রিজাগরণে আপন আপন পাল অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে ঐশ্বরিক মহাতেজঃ পরিভাষমান হওয়াতে তাহাদিগকে ভয়াকুলিত দেখিয়া দৈব দূত

কহিলেন, তোমরা ভয় করিও না, তোমাদিগকে সর্ব্ববর্গের মহানন্দ জনক সুবার্ত্তা দিতেছি। তোমাদের নিমিত্ত অদ্য দায়ূদপুরে মুক্তিদাতা মহাপ্রভু খ্রীষ্ট জন্মিয়াছেন. তিনি এই লক্ষণে জ্ঞেয়—বস্ত্রাবৃত বালক মন্দুরাতে শয়ান আছেন। এইরূপ কহিবামাত্র স্বর্গ হইতে দূতসেনা উপস্থিত হইয়া স্তুতিগান করিল, যথা, এই অবধি ঊর্দ্ধতমে মহেশের যশোকীর্ত্তন, পৃথিবীতে কুশলান্বিত সন্ধি, ও সাধুকাংক্ষী মনুষ্যমধ্যে অনুগ্রহ হউক। স্তবানন্তর দূতেরা অন্তর্হিত হইলে মেষপালকেরা ঈশদত্তোপদেশ মানিয়া ঐ মহাব্যাপার দর্শনার্থে বৈথ্‌লেহমে গমনপূর্ব্বক মরিয়ম এবং তৎপতির সহিত বালককে মন্দুরায় দেখিল। পরে উক্ত সচ্চিহ্ন প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হইয়া যখন খ্রীষ্টজন্ম কথা প্রচার করিল, তখন তদ্দেশবাসীদিগের পরম বিস্ময় জন্মিল। ঐ সাধুরা ফিরিয়া আসিয়া শ্রুত দৃষ্ট হেতু নিজানুগ্রহের স্পষ্ট চিহ্নদাতা ঈশ্বরের প্রশংসাময় স্তব করিল। ধন্যবাদিতা মরিয়ম ঈশানুগ্রহময় এই সমস্ত ব্যাপার সুবিচারপূর্ব্বক আপন হৃদয়স্থ করিলেন। সপ্তশতবৎসর পূর্ব্বে প্রবাচী মীখা খ্রীষ্টের জন্ম স্থান বিষয়ে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা মরিয়মের সঙ্কল্পনা বিনা করমাত্রার্থে স্বকীয়পুর নাশরৎ হইতে আগমনে সিদ্ধ হইল। উক্ত ছিল, যথা, হে বৈথ্‌লেহম নাম ইফ্রাতাপুর, যিহুদীপতিদিগের মধ্যে তুমি এখন ক্ষুদ্র, ফলে সর্ব্বদা এ প্রকার থাকিবা না, যিনি তোমাহইতে উৎপন্ন হইবেন তিনি আমার ইস্রায়েল কুলের নেতা হইবেন, সেই প্রভুর নিঃসৃত অনাদিকাও চিরকাল ব্যাপিনী।

শিষ্য। শিশুর জন্মস্থান ভব্যবাচী স্পষ্টই কহিয়াছেন, আর ঐ উক্তিতে তাঁহার ঈশত্ব ও অবতারের কথা অব্যক্ত থাকিলেও অনুভূত হইতেছে।

গুরু। প্রাচীন প্রবাচকদিগের উক্তি অতি স্পষ্ট না হইলেও সম্পূর্ণ হইবামাত্র সমগ্র বোধগম্য হয়। যিশায়িয় কন্যাপ্রসবনের স্পষ্টতর সমাচার আহাজকে দিয়া পশ্চাৎ অদ্ভুত বার্ত্তাবহ বচন কহিয়াছিলেন, যথা, তমোব্যাপ্ত গালীলাদিদেশীয় ভ্রান্ত নরবর্গ মহাতেজঃ দেখিল, অন্ধিকাচ্ছাদিত মৃত্যুগর্ত্তাসীন মনুষ্যদিগের উপর দীপ্তি প্রকাশ পাইল। তুমিই তাহাদের সম্বর্দ্ধন করিয়াছ, তাহারা সমস্ত আপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়াতে, মদ্যানবৎ—শত্রুযুগোৎক্ষেপে—অরিদণ্ড বিভঞ্জনে হর্ষসম্বরে-ফলসংগ্রাহী ও অগ্রলোপ্তৃবিভাগী লোকদের ন্যায় তোমার সমীপে আনন্দ করিবেক। হে ঈশ্বর তুমি ঐ কর্ম্ম গিদীয়নের ন্যায় সম্পন্ন করিয়াছ—শোণিতার্দ্র অপর যোধদিগের ন্যায় নহে। তদীয় জয়লাভে তাহাদিগের রক্তাক্ত বর্ম্ম ইন্ধনবৎ অনিলসাৎ হইবেক। ইদানীং আমাদের নিমিত্ত এক পুত্র জাত ও দত্ত হইয়াছে, তাঁহার স্কন্ধে রাজ্যভার অর্পিত হইবে, তিনি অদ্ভুত মন্ত্রী শক্তিকেশ যুগোৎপাদক সন্ধিনাথ নামধারী। তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও সন্ধির বৃদ্ধি অনন্তা। ইহাতে দায়ূদের সিংহাসন ন্যায় ও ধর্ম্মেতে চিরস্থাপিত হইবে। এই বাক্য বিভুর উৎসাহে সম্পূরণীয়।

৭ অধ্যায়।

মোক্তৃনামকরণ।

মূসা, যিহোশূয়, বিচারকর্ত্তৃ,
বংশাবলী, গীত-পুস্তক ও লূক।

গুরু। এইরূপে সেই নির্ম্মলা কন্যা ইস্রায়েলের ইষ্ট ঐ নির্ম্মল ব্যক্তিকে পূর্ব্বে ইফ্রাতা নামে খ্যাত বৈথলেহমপুরে প্রসব করিলেন। এই নগরীতে পুরাকালে ইস্রায়েলের অতি প্রিয়া পত্নী রাহেলকনিষ্ঠ পুত্র বিন্যামীনের সূতিকষ্টে মরিয়াছিলেন এবং তথায় যিহূদীয় কুলোদ্ভব দায়ূদের পিতৃস্থান থাকাতে ঐ রাজা মহেশার্থ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়ায়

তিনি স্বয়ং ঐ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারেন নাই, তাঁহার পুত্র সুলেমানের কালে সর্ব্বত্র সন্ধি থাকাতে তিনিই ঈশ্বরের আদেশমতে ঐ মহাকর্ম্ম সমাধা করিলেন। এই নগরীতে শক্তিকেশ সন্ধিরাজ দায়ুদের পুত্র আপন পরম মন্দির নরদেহ লাভ করিলেন। ঐ দেহ জন্মাবধি মানবীয় মালিন্যে সর্ব্বতোভাবে বিহীন অথচ সদ্গুণবিশিষ্ট, ইহাতেই ঈশ্বরত্ব যেন নিজ সম্পিকে গোপনবাস করিলেন। যে মহাপ্রভু কুমারীর গর্ভ ঘৃণা করেন নাই, তিনি মনুষ্যের কোন কর্ত্তব্যই অবজ্ঞা করিলেন না। অষ্টম দিনে পরিচ্ছেদ এবং চত্বারিংশ দিবসে মন্দিরে ঈশ্বরাগ্রপ্রতিষ্ঠা পালন করিলেন।

শিষ্য। অধুনা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন, ইস্রায়েলীয়েরা জন্মের পর ঐ দুই দিবসে কেন সংস্কারদ্বয় লাভ করিত?

গুরু। পুংসন্তানের নামকরণ সহিত শিশ্নাগ্রচর্ম্ম পরিচ্ছেদই আদ্য ধর্ম্মসংস্কার। উহা বিভুসংবিদের চিহ্ন, যাহা বিশ্বাসীদিগের পিতা ইব্রাহিম ঈশ্বরের আদেশবশে বালক ইসহাক এবং ইস্মায়েলাদি স্বকীয় অন্য সকলের সহিত ধারণ করিয়াছিলেন। এই হেতু ইস্মায়েলোদ্ভব আরবেরা এবং তাহাদের হইতে জাত অথচ খ্রীষ্টীয়ানদের বিরুদ্ধ শাস্ত্রকার মহম্মদ ও তাঁহার অসত্য পথগামী অখিললোকে ইস্মায়েলের ন্যায় পৌগণ্ডাবস্থায় এই সংস্কার গ্রহণ করে। ফলে সংবিদ্দায়াংশীরা স্বপিতা ইসহাকের ন্যায় শ্রদ্ধাধর্ম্মের এই লক্ষণ অষ্টম দিনেতেই ধারণ করিত। কেননা তাঁহার বংশীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে সর্ব্ববংশে মঙ্গল পাইবে ইহা ইব্রাহিমাদি সুবিশ্বাসীরা মানিতেন। সেই মুক্তিদাতা স্বয়ং মলহীন হইয়াও ধর্ম্মদৃষ্টান্তের নিমিত্ত কামাদিচ্ছেদনে ঐ উগ্র লক্ষণ ধারণ করিলেন, এই রূপে স্বয়ং নির্দোষ অন্যের দোষার্থ নিজ রক্ত স্রাবণে বিমোচক যীশু নাম লাভ করিলেন। এই নাম জন্মের পূর্ব্বে ঈশদূত কহিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বনাম মধ্যে স্বাদুতম ও সর্ব্বভূতের কীর্ত্তিত নূনসুত ইস্রায়েল বংশকে ঈশপ্রতিশ্রুত দেশে লইয়া গিয়া যে মুক্তি দিয়াছিলেন, তাহা ইহার প্রতিবিম্ব মাত্র। এই যীশু সময়ে পদস্থ হইয়া বিশ্বাসীদিগকে স্বর্গ পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া সেই পূর্ণাশাশ্বতী সতী মুক্তি দিয়া থাকেন, যাহা অন্যের কথা দূরে থাকুক, শাস্ত্রকার মূসা সংসার প্রান্তরেভ্রান্ত মনুষ্যকুলকে দিতে পারেন নাই। এইরূপে সর্ব্বশত্রুজয়ী মহান্ যীশুর সংস্কার হইলে তৎপর মাস তাঁহার মাতা শাস্ত্রমতে অশুচি হইয়া রহিলেন। তাহার শেষে সেই সতী স্ত্রীর ইচ্ছা হইল যে পতিপুত্রসমন্বিতা হইয়া বিভুমন্দিরে আপনার শুদ্ধির নিমিত্ত কপোতদ্বয় উৎসর্গ করেন। ঈশ্বরের শাস্ত্রপ্রকাশক মূসা মাতৃদিগকে প্রসবের চত্বারিংশ দিবসে ঐ বলি আজ্ঞা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্য উক্তিমতে তাঁহার মাতা আরও ইচ্ছা করিলেন যে, তাঁহার প্রথমোৎপন্ন যীশুকে সেই সময়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্কারদ্বয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল, তাহাতে মুক্তিদাতার ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পায়, তাহা অগ্রে কহি শুন।

সন্দেশাবলী।

— বিগত মাসে বাইবেল সোসাইটীর অধিবেশনে নিম্ন প্রকাশিত আহ্লাদজনক সমাচারটী শ্রীযুক্ত পাদরি ম্যাক্‌ডনেল্ড সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত হয়। তিনি বলেন, কিছু কাল পূর্ব্বে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রদেশীয় বাইবেল সোসাইটীর অনুরোধে স্থানীয় রাজকীয় সমুদায় বিদ্যালয়ে এক এক খণ্ড বাইবেল শাস্ত্র বিতরণ করিতে সম্মত হয়েন। সম্প্রতি কলিকাতার বাইবেল সোসাইটীও বঙ্গদেশের লেফটেনেণ্ট গবর্ণরকে বঙ্গদেশের সমুদায় রাজকীয় বিদ্যালয়ে এক এক খণ্ড ধর্ম্ম পুস্তক তাঁহারদিগের হইয়া বিতরণ করিতে অনুরোধ করেন। বোম্বাইয়ের গবর্ণর যেমন তথাকার বাইবেল সোসাইটীর অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন, স্থানীয় লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরও তদ্রূপ কলিকাতার বাইবেল সোসাইটীর অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। জগদীশ্বর করুন, যেন এই সমস্ত বিতরিত ধর্ম্মপুস্তক দ্বারা অনেকের যীশুর প্রতি মতি হয়।

— আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, কয়েক জন সহৃদয়া ইংরাজ ভামিনীর প্রযত্নে রাজপুতানায় অন্তঃপুর শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। তথায় শীঘ্র একটী চিকিৎসা বিভাগ সংস্থাপিত হইবেক। বঙ্গদেশে অন্তঃপুর শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক কার্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু চিকিৎসা পক্ষে বড় একটা দেখা যায় না। কেবল ডাক্তার কুমারী শিলীই যাহা কিছু করিয়া থাকেন।

— সভাস্থ হইয়া ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়াদির বিচার করা খ্রীষ্ট ভক্তগণের এক লক্ষণ। ইহা সর্ব্ব কালেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু অধুনাতন যেমন এমত আর কোন সময়ে দেখা যায় নাই। কি ইউরোপে, কি আসিয়ায়, কি আমেরিকায়, সর্ব্বত্রে সর্ব্ব সম্প্রদায় ভুক্তজনগণ সময়ে সময়ে মহাসভা করিয়া নানা উপকার জনক বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন। আলাহাবাদে গত বৎসরের শেষে ভারতের নানা স্থান হইতে উপদেশকগণ আসিয়া এক মহাসভা করেন। দেশীয় খ্রীষ্ট ভক্তগণের মধ্যেও একটী মহাসভা করিবার কথা হইতেছে। সম্প্রতি লিডস্ মহানগরীতে চর্চ্চ আব ইংলণ্ড সংক্রান্ত এক মহাসভা হইয়া গিয়াছে। তাহার কার্য্য বিবরণ সবিস্তারে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া আশানুরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না। আমরা তদ্দক্ত একটী কথা এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। উক্ত সভায় কোন মহাত্মা বলিয়াছিলেন, যে রাজ্যের সহিত সংযুক্ত না হইলে কোন জাতিই জাতি স্বরূপে ঈশ্বর সেবা করিতে পারেন না। আচ্ছা! ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে কি হইতেছে?

—ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনরী সোসাইটী সমূহের সম্প্রতি বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর অনেকে অর্থ দান করিয়াছেন। এবং নানা সভায় উপস্থিত হইয়া খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি জন্য বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। সভায় পাদরি উইলিএমস্, স্টেণ্ডারসন্, আলাহাবাদের প্রসিদ্ধ মিসনরী এভান্স প্রভৃতি কয়েক জন সদ্বক্তা বক্তৃতা করেন। সভার কার্য্য বিবরণ পাঠে সকলেই সন্তুষ্ট ও উৎসাহিত হইবেন সন্দেহ নাই। অধুনাতন অনেকে শিক্ষার বিরোধী। এভান্স সাহেব এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া শিক্ষার প্রতিপক্ষতা করিয়াছেন। শুনিলাম কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মিসনরী শ্রীযুক্ত ইষ্টারো সাহেব না কি এভান্স সাহেবের মতের বিরুদ্ধে এক সুরচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করি-

য়াছেন ! ইহা ইষ্টারো সাহেবের উপযুক্ত হইয়াছে। তিনি অত্যন্ত যত্নের সহিত ভবানীপুরের বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনরীর সংখ্যা অধিক নয়। গত বৎসরে কেহ২ স্থানান্তরিত ও কেহ২ লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। নূতন মিসনরীর মধ্যে কেবল হ্যালাম সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। বিলাতীয় ব্যাপটিষ্ট অধ্যক্ষ সমাজ ভারতের জন্য আর পাঁচ জন মিসনরী পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন, আহ্লাদের বিষয়। দেশে যত প্রচারক, বিশেষ দেশীয় প্রচারক নিযুক্ত হয়েন, ততই মঙ্গল।

— আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে পারস্যের শাহা নেষ্টোরিয়ান খ্রীষ্টীয়ানদের আনুকূল্য করিতেছেন। ১৮৬৫ অব্দে "ইব্যান জেলিকেল এলাইয়্যান্স" নামক সভা হইতে উক্ত খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রতি বহুকালাবধি মুসলমানেরা যে সকল তাড়না করিত তাহা নিবারণ জন্য শাহার নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। শাহা সেই আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছেন। এবং কেবল যে নেষ্টোরিয়ান খ্রীষ্টীয়ানদিগকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন তাহা নহে, একটী সেবা মন্দির নির্ম্মানার্থে এক সহস্র মুদ্রাও দান করিয়াছেন।

— লণ্ডন মিসনরী সোসাইটীর বিদেশ বিভাগের সম্পাদক ডাক্তার মলেন্স ও পাদরি পিলেন্স সাহেব সম্প্রতি লণ্ডন হইতে মাদাগাস্কার দ্বীপে প্রেরিত হইয়াছেন। তথাকার খ্রীষ্ট মণ্ডলীর অবস্থা ও দেশ শুদ্ধ সকলে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণাভিলাষী হওয়াতে ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য কি কি প্রয়োজন, এই সমুদয় জ্ঞাত হইবার জন্য উক্ত সোসাইটী তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মরিসস্ হইয়া যাইবার কথা ছিল। বোধ হয় এত দিনে পঁহুছিয়া থাকিবেন। মাদাগাস্কার দ্বীপে অনেক কাল তাড়নার পর খ্রীষ্ট মণ্ডলীর যেরূপ সৌভাগ্য উপস্থিত, তাহা বিবেচনা করিলে লণ্ডন মিসনরী সোসাইটী ইহাঁদিগকে পাঠাইয়া যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহাঁরা এক বৎসর তথায় অবস্থিতি করিবেন। জগদীশ্বর তাঁহাদিগের কার্য্যে আশীর্ব্বাদ করুন !

— ফ্রান্সের রোমান কাথলিকেরা অতিশয় তীর্থপর্য্যটনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। পূর্ব্বে যেমন লোকেরা সর্ব্বদা তীর্থ ভ্রমণ করিত, এক্ষণেও তাঁহাদের মতে সেই রূপ করা আবশ্যক। ইহা দ্বারা ফ্রান্সের জাতীয় একতা সাধিত ও শ্রীবৃদ্ধি হইবেক, অনেকে এমত বিবেচনা করিতেছেন। তীর্থ-পর্য্যটন পোষক একখানি সংবাদ পত্রও তাঁহারা প্রকাশ করিবেন। কি ভ্রান্তি !

— ফ্রি চর্চ্চ অব স্কট্‌লণ্ডের বৈদেশিক ধর্ম্মপ্রচারিণী সভার জন্য বিগত ৩০ বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ষষ্টি লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ ভারতবর্ষেই ব্যয়িত হয়। গত বৎসর ৩৬৪৭৮০ টাকা চাঁদার দ্বারা প্রাপ্তি হইয়াছিল। গালিক লোকেরা এ পর্য্যন্ত বড় একটা অর্থ দান করেন নাই। গত বৎসর প্রথম বার সুযোগ্য পাদরি ম্যাকডনাল্ড সাহেব তাঁহাদিগের নিকট বিদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করেন।

— আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মাদাগাস্কারের ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত মিসনরী ও লণ্ডন মিসনরী সোসাইটীর সম্পাদক ও ইতিবৃত্ত লেখক পাদরি এলিস্ সাহেবের জীবন চরিত তদীয় পুত্র কর্তৃক শীঘ্র প্রচারিত হইবেক। ঈদৃশ মহাত্মার জীবন বৃত্তান্ত পাঠে অনেকেই সন্তুষ্ট ও উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

— রোমের পাপা আপনার ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিলেও ইটালী দেশে দিন দিন তাঁহার ক্ষমতার হ্রাস হইতেছে। ঐ দেশ মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অদ্যাপি অনেক ভ্রান্তি থাকিলেও পাপার অনুচর বর্গের দিন দিন ক্ষমতার হ্রাস হইতেছে, এবং ইটালিয়েনরা অনেকেই দেশস্থ ধর্ম্মমণ্ডলীকে স্বাধীনতার ও উন্নতির বাধা

স্বরূপ বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে যাঁহারা রোমান কাথলিক মত পরিত্যাগ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় নাস্তিকতা অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহাদিগের মতে সকল প্রকার মতই অবিশ্বাস্য ও ঘৃণার্হ। কিন্তু যে অল্প সংখ্যক লোক প্রটেষ্টাণ্ট মত অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশীয় ব্যক্তি গণের পারমার্থিক মঙ্গলের নিমিত্ত বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত যত্ন করিতেছেন। রোম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী নগর সমুদয়ে ৩১১টী মনাসটরি ১৯৩ টি ননারি আছে, এবং তাহার বাৎসরিক আয় ১৮,০০,০০০, টাকা! যদ্যপি ইটালিদেশস্থ কর্ত্তৃপক্ষ ঐ টাকা ও অট্টালিকা সকলের উপযুক্ত ব্যবহার করেন, তাহা হইলে দেশের বিলক্ষণ উন্নতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

—সাপ্তাহিক সংবাদে প্রকাশিত একটী বিজ্ঞাপন পাঠে আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠকগণের বিদিতার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"কলিকাতা মির্জাপুর প্রচারকসভার সভ্যবৃন্দের সানুনয় নিবেদন মিদং। ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধির জন্য অভিনব কোন পন্থা বাহির হয়, এজন্য ভারতবর্ষীয় সকল মণ্ডলীর দেশীয় প্রচারক ও মিসনকার্য্যকারী এবং ধর্ম্মপরায়ণ ভ্রাতৃগণের একত্রিত হইয়া প্রভু যীশুর নিকট প্রার্থনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়াছে। কিন্তু এক স্থানে এক সময় সকল ভ্রাতার সমবেত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং এইরূপ স্থির করা গিয়াছে যে সকল ভ্রাতা ২১শে সেপ্টেম্বর সোমবার অপরাহ্ণ ৭ম ঘটিকার সময় বিশেষ যত্ন সহকারে প্রার্থনান্তর যে মত স্থির করিবেন, তাহার সারাংশ যেন আমাদের নিকট পাঠান। আমরা ঐ সকল পত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করাইব এবং সকল স্থানেই এক২ খানি করিয়া পাঠাইব। আর উক্ত পত্রাদি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত পাদ্রি জে, ভন সাহেব মহোদয়ের "কেয়ারে" কলিকাতা মির্জাপুর মিশন কম্পাউণ্ডে পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব। কিন্তু পত্র বিয়ারিং না হয়। তদনন্তর ইহাও জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যে যে স্থানে ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধির জন্য সাপ্তাহিক প্রার্থনা সভা আছে, তত্রত্য মণ্ডলীর ভ্রাতৃগণ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। এবং যে২ স্থানে নাই তত্তৎ স্থানে প্রাগুক্ত সভা সংস্থাপন করিয়া আমাদিগকে বিদিত করিবেন, কেননা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ঐ প্রকার সাপ্তাহিক প্রার্থনা সভা স্থাপন হয় এবং ঐ সভার সংখ্যা কত হয়, তাহা আমরা সর্ব্বসাধারণ ভ্রাতৃগণকে জানাইতে ইচ্ছা করি। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উক্ত পত্রাদি ১লা আক্টোবরের পূর্ব্বেই যেন আমাদিগের নিকট পাঠান হয়। অপর ভারতবর্ষের সকল স্থানের ভাষা এক নহে, এক্ষণে ইংরাজি সর্ব্বত্র প্রচলিত ; অতএব ইংরাজিতেই পত্রাদি লিখিয়া পাঠাইবেন। প্রচারক সভার প্রেমসূচক নমস্কার গ্রহণ করিবেন। নিবেদন মিতি।"

বিমলা ।

উপন্যাস ।

১০ অধ্যায় ।

পঙ্গপালের ন্যায়, কালান্তক অগ্নির ন্যায় যবন সৈন্য রাজপুতানা ব্যাপিয়াছে। যবন মেঘে সমস্ত ভারতাকাশ আবৃত করিয়াছে; ভারতাকাশে একটী মাত্র নক্ষত্র অনুজ্জ্বল কিরণে প্রদীপ্ত ছিল, এবার বুঝি তাহাও মেঘাবৃত হয়। যদি এ নক্ষত্রটীও মেঘাবৃত হয়, তবে ভারত একবারে অন্ধকারময় হইবে।— কেবল চিতোর অধিকার করা, পুনরায় চিতোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করা, প্রতাপ সিংহের উদ্দেশ্য নহে। সমস্ত রাজপুতানা, সমস্ত ভারতবর্ষ স্বাধীন করিব, দেশশক্র যবন জাতিকে সিন্ধুনদের অপর পারে তাড়াইয়া দিব, প্রতাপ সিংহের এই একান্ত ইচ্ছা। যদি তিনি যবনের অধীনতা স্বীকার করিতেন, যবন সম্রাটেরা তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় সমস্ত মিত্র ও করদ রাজা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত করিতেন, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। প্রতাপ সিংহ তাহা চাহেন না। তিনি দীল্লির রাজদরবারে উচ্চাসন লাভ করণ অপেক্ষা স্বাধীন ভাবে অরণ্যবাস অধিকতর প্রিয়তর জ্ঞান করেন, অন্যান্য রাজপুত রাজারা তাহা জানিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, প্রতাপ সিংহ প্রাণ থাকিতে যবনের অধীনতা স্বীকার করিবেন না। যে সকল রাজপুত মনেং স্বদেশপ্রিয়, স্বাধীনতাপ্রিয়, তাঁহাদের আশা আছে, রাণা ভীমের বংশ হইতে রাজপুতানা আবার স্বাধীন হইবে। এই জন্য যদিও তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে প্রতাপ সিংহের সাহায্য করিতেছেন না, তথাপি মনেং স্বং ইষ্টদেবতার নিকট প্রতাপের জয়-কামনা করিতেছিলেন।

ক্রমাগত একমাস যুদ্ধ হইল, ক্রমাগত প্রতাপ সিংহ পরাজিত হইলেন। তথাপি তাঁহার সাহসের হ্রাসতা হয় নাই। উদয়পুর হারাইয়াছেন, কমলমীর যবনাধিকৃত হইয়াছে, প্রতাপ সিংহের সৈন্য অৰ্দ্ধেকের অধিক সমরসায়ী হইয়াছে। যবনদিগের তদপেক্ষা অধিক সৈন্য নষ্ট হইলেও যবনেরা আরো সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের সৈন্যবল পূৰ্ব্ববৎ রহিয়াছে। কিন্তু প্রতাপ সিংহ হতবল হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে কমলমীরের উত্তরে এক পাৰ্ব্বতীয় দুর্গে দলবল সহ আছেন। এখন প্রতাপ সিংহ নিরুপায়।

অনুপ সিংহের সৰ্ব্বস্ব গিয়াছে। মান সিংহ জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি প্রতাপ সিংহকে অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছেন, ও গৃহাদি যবন-সৈন্যে লুণ্ঠন করিয়াছে। তিনি এক্ষণে প্রতাপ সিংহের সঙ্গে আছেন। প্রতাপ সিংহের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা সাধনার্থ প্রাণ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বিমলাকে অলকাদেবীর নিকট রাখিয়া-

ছেন। সুবল দাস আকবর কর্তৃক বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছেন, তিনি এ যুদ্ধের সংবাদ পান নাই।

আজি সন্ধ্যাকালে প্রতাপ সিংহের শিবিরে আনন্দ কোলাহল শুনিতেছি কেন? সমীরণ সেই কোলাহল ধ্বনি চারিদিকে বহিয়া বেড়াইতেছে কেন?

আজিকার যুদ্ধে প্রতাপ সিংহের জয় লাভ হইয়াছে। আজিকার যুদ্ধে রাজপুতেরা জয় আশা পরিত্যাগ করিয়া, কেবল প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ ও সূর্য্যাস্তের সঙ্গে যুদ্ধ নিরস্ত হইয়াছে। সমস্ত দিন রাজপুতেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন। আজিকার যুদ্ধে অনেক জননীর কোল শূন্য হইয়াছে, অনেক রমণী বিধবা হইয়াছেন,—উভয় দলেই এরূপ হইয়াছে। আজিকার যুদ্ধে রাজপুতদিগের দিগ্‌ বিদিক্‌ জ্ঞান ছিল না। আজি তাঁহারা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। এই জন্য শিবিরে সৈন্যগণ আনন্দ ধ্বনি করিতেছে। কিন্তু অদ্যকার যুদ্ধে যত প্রধান বংশীয় রাজপুত ভূতলসায়ী হইয়াছেন, এমত আর কখনও হয় নাই।

আজি কেহই প্রায় অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসেন নাই, সকলেই যার পর নাই ক্লান্ত হইয়াছেন। শিবিরে আসিয়া যুদ্ধ সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আহারাদির পর সকলে বিশ্রাম করিতে গেল।

প্রতাপ সিংহ শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, তিন চারি সহস্র যোদ্ধা মাত্র রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহাদের অধিকাংশই পুনরায় অস্ত্র বহন করিতে অক্ষম। এখন যদি এক সহস্র যবন সৈন্য আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ। তিনি অতিশয় চিন্তিত হইলেন। প্রায় প্রহরেক একটী বৃক্ষতলে, বৃক্ষের স্কন্ধে রক্ষিত ঢালে অঙ্গ রক্ষা করত বসিয়া ভাবিলেন, ভাবিতে২ তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আজিকার জয়লাভ কার্য্যত পরাজয়।

অনেকক্ষণ পরে এক ব্যক্তির হস্তস্পর্শে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কে ও, ভগবান। সমাচার কি?"

ভগবান। আজি সর্ব্বনাশ উপস্থিত। সন্ধ্যার পর দীল্লি হইতে পাঁচ সহস্র আফগান অশ্বারোহী আসিয়া যবন শিবিরে পঁহুছিয়াছে। সাগরজি তাহাদের নায়ক।

প্রতাপ। তাহারা কি এ রাত্রে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে?

ভগ। তাহারা সেই পরামর্শ করিয়াছে।

প্র। তবে উপায়?

ভগ। পলায়ন ভিন্ন আর উপায় নাই।

এই কথা হইতেছে, এমন সময়ে দক্ষিণ দিগে অনতিদূরে যবন সৈন্যের "আল্লা২" শব্দ শ্রুত হইল। ভগবান দাস বলিলেন, "আর দেখিতেছেন কি, যবন সৈন্য আসিতেছে!"

যবন সৈন্যের আগমন শব্দে শিবির মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। শিবিরস্থ সকলেই অসাবধান ছিল। অস্ত্র শস্ত্র কে কোথায় রাখিয়াছিল, তাহারও নিশ্চয়তা ছিল না।

দেখিতে২ যবন দল শিবির আক্রমণ

করিল। রাজপুতেরা নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনুপ সিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া একটী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তিনি আর্ব্বলির এক নিবিড় অরণ্যাভিমুখে দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইলেন। অনেক দূর গমন করিয়া সম্মুখে একটী অপ্রশস্ত নির্ঝর দেখিলেন। অশ্ব অজানিত রূপে নির্ঝরে পড়িয়া গেল। অনুপ সিংহ অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। এবং অশ্বের আশা পরিত্যাগ করিয়া দ্রুত পদে চলিলেন। এমন সময়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, এক জন রাজপুত তাঁহার পশ্চাৎ বায়ুবেগে দৌড়িতেছে, তাহার পশ্চাতে একজন যবন অশ্বারোহী। অনুপ সিংহ যে মুহূর্ত্তে পশ্চাৎ দৃষ্টি করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে পদস্খলিত হওয়াতে অধোমুখে ভূপতিত হইলেন। তাঁহার উপরে আর এক ব্যক্তি পড়িল। এমন সময়ে যবন অশ্বারোহী বড়শার দ্বারা আঘাত করিয়া অন্য দিগে অশ্ব চালাইল। যবন অন্ধকার বশতঃ তাহার লক্ষ্যবিদ্ধ ব্যক্তির নিচে যে আর এক জন ছিল, তাহা দেখিতে পাইল না। অনুপ সিংহের পৃষ্ঠস্থ ব্যক্তির পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া বড়শার ফলক অনুপ সিংহের পৃষ্ঠে বিদ্ধ হইয়াছিল। অনুপ সিংহের পৃষ্ঠস্থ ব্যক্তি আঘাত পাইবার পর ছটফট করিয়া পৃষ্ঠ হইতে গড়িয়া পড়িল। অনুপ সিংহ উঠিয়া দেখেন, যবন নাই, এক ব্যক্তি ধড় ফড় করিতেছে। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, এ ব্যক্তি তাঁহার পরম উপকারী রতন সিংহ। রতনসিংহের তখন আর কথা কহিবার শক্তি ছিল না। অনুপ সিংহ আপনার উত্তরীয় বস্ত্র চিরিয়া রতন সিংহের ক্ষত বাঁধিলেন। কিন্তু শোণিত প্রবাহ থামিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে রতন সিংহের প্রাণ বায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইল। তখন রতন সিংহের মস্তক অনুপ সিংহের কোলে ছিল। অনুপ সিংহ রতনের মৃতদেহ সম্মুখে করিয়া খেদ করিতে লাগিলেন।

---

১১ অধ্যায়।

এক্ষণে গবর্ণর জেনরেলের বাটীতে যেমন "লেবি" হয়, পূর্ব্বে সেই প্রকারে সম্রাট আকবরের বাটীতে "নরোজা" হইত। ওমরাও, আমির, ও রাজারা সপরিবারে দীল্লিশ্বরের ভবনে নিমন্ত্রিত হইতেন।

আজি সেই নরোজা। নগরে আর আনন্দ ধরে না। দিনের বেলা ওমরাও, আমির, ও রাজাদিগের প্রেরিত উপঢৌকন সম্রাটের প্রাসাদে ও সম্রাট প্রেরিত উপঢৌকন অমাত্যদিগের বাটীতে প্রেরিত হইল। রাজভবনে নানা প্রকার আমোদকর ক্রীড়া হইল। মল্লদিগের যুদ্ধ, হস্তী যুদ্ধ, ব্যাঘ্র যুদ্ধ প্রভৃতি অনেক হইল। সন্ধ্যার পরেই আমোদ অনেক। একমাত্র সূর্য্যের অস্তগমনের সঙ্গে রাজভবনে শতং সূর্য্যরূপী বৃহদাকার আলোক জ্বলিল। রাজবাটীর প্রাঙ্গণে, রাজপথে, ওমরাওদিগের বাটীতে ও বড়ং প্রাসাদের উপরে নানা প্রকার বাজি হইতে লাগিল। অবিরাম তোপধ্বনি হইতে লাগিল। রাজপ্রাসাদের মুক্ত গবাক্ষ দ্বার দিয়া অভ্যন্তরস্থ বহু আলোকের রশ্মি প্রকাশিত হওয়াতে

বোধ হইল, যেন প্রস্তরময়ী অট্টালিকা আজি যবনের আনন্দে হাসিতেছে।

সন্ধ্যার পরে ওমরাও, আমির ও রাজাদিগের আগমন হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের বেগম ও রাণী বা কন্যারা স্বর্ণ খচিত বসনাবৃত শিবিকায় আরোহণ করিয়া দীল্লীশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অঙ্গজ্যোতি, অলঙ্কার ভাতি, রাজপ্রাসাদের নানা বর্ণের আলোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। কাঞ্চন থালায় রাশীকৃত সদ্যঃ প্রস্ফুটিত শতদল যেরূপ দেখায়, এই অপূর্ব্ব রাজপুরীতে রমণীব্রজ তদ্রূপ শোভা পাইলেন। অনেক রাজপুত রাজার স্ত্রী ও কন্যা দীল্লীশ্বরের ভবনে আসিয়াছেন, রাজ্ঞী তাঁহাদের অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন, যেহেতু তিনিও রাজপুতকুমারী। তাঁহারা ইন্দ্রালয়ের বিষয় লোক পরম্পরা শুনিয়াছিলেন, বা পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু দীল্লীশ্বরের প্রাসাদের শোভা নিরীক্ষণ ও শত শত ভুবনমোহিনী রমণীরত্ন একত্র দেখিয়া তাঁহাদের কল্পিত ইন্দ্রালয় ও স্বর্গ কন্যাগণের সৌন্দর্য্যে অবিশ্বাস জন্মিল।

আমাদের বিমলা অলকাদেবীর সঙ্গে আজি নরোজা দেখিতে দীল্লীশ্বরের ভবনে আসিয়াছেন। যখন রাজপুতনায় রাজপুত ও যবনে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত, তখন অলকা দেবী বিমলাকে লইয়া দীল্লিতে আইসেন। এক্ষণে বিমলা অলকা দেবীর সঙ্গে দীল্লিতে বাস করিতেছেন। বিমলা আকবরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, এখানে পুরুষ প্রাণী কেহ নাই। ফলতঃ এখানে আমরা অন্তঃপুরের কথা বলিতেছি, এখানে পুরুষদিগের আসিবার অনুমতি নাই। দরবারে আকবর ওমরাও প্রভৃতিকে শিষ্টাচারে সন্তুষ্ট করিতেছেন, অন্তঃপুরে রাজ্ঞী রমণীদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। বিমলা নিঃশঙ্ক চিত্তে এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে বেড়াইয়া যবন পতির ঐশ্বর্য্য দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, কোন গৃহে স্বর্ণ ঝাড়ে শ্বেত দীপাধারে প্রদীপরাজি শ্বেতবর্ণ আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। কোন গৃহে রৌপ্য ঝাড়ে শ্বেত, নীল, পীত, হরিৎ, নানা বর্ণের দীপ জ্বলিতেছে। কোন গৃহতল নানা বর্ণের মখমল বা গালিচায় আবৃত, আবার কোন গৃহতল ঠিক গালিচা আবৃত বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা গালিচা নহে, বিবিধ বর্ণের বহুমূল্য প্রস্তর এমন কৌশল ক্রমে গৃহতলে বসান হইয়াছে, যে দূর হইতে অবিকল গালিচার ন্যায় দৃষ্ট হয়। প্রতি গৃহে নানাবিধ প্রতিকৃতি, নানাবিধ সাটিন আবৃত সুকোমল বসিবার আসন। কোন কোন গৃহে কেহ নাই, কোন কোন গৃহে অলকানিবাসিনী বিদ্যাধরী সদৃশ রূপসীরা বসিয়া সেতার, সারঙ্গ বা তথাবিধ যন্ত্র সহকারে মধুর স্বরে গান করিতেছেন। মধ্যবর্ত্তী এক গৃহে এক স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহাসনে রাজ্ঞী বসিয়াছেন। তাঁহার কবরী ও গলদেশস্থ অলঙ্কারের মণি মুক্তার জ্যোতিতে গৃহ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। এ গৃহে বিষম ভিড়। বিমলা

এ গৃহে প্রবেশ করিলেন না। তিনি ঘুরিয়া২ অন্তঃপুরস্থ সমস্ত রাজ প্রাসাদ দেখিলেন। ঘুরিতে২ শেষে বড় ক্লান্ত হইলেন। এইবার মনে করিলেন, একটী নির্জ্জন গৃহে গিয়া কিয়ৎ কাল বিশ্রাম করিবেন। তিনি তাহাই করিলেন। দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তস্থিত একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। এই গৃহে একটী পর্য্যঙ্কে উৎকৃষ্ট শয্যা প্রস্তুত ছিল। বিমলা তাহাতে বসিলেন। বসিয়া২ ক্লান্তি দূর না হওয়াতে আলস্য বশতঃ তাকিয়ায় মস্তক রক্ষা করিয়া শুইলেন। শয্যায় শুইয়া২ বাতায়ন রন্ধ্র দিয়া নীল নভোমণ্ডলে তারকারাজি পরিবেষ্টিত সুধাকর মুখ দেখিতে লাগিলেন। বাতায়ন রন্ধ্র দিয়া মন্দ২ সমীরণ সঞ্চালিত হওয়াতে বিমলার তন্দ্রা আসিল।

এই গৃহের দক্ষিণ দিক বন্ধ, উত্তর দিকও বন্ধ, পূর্ব্ব দিকের দ্বার মুক্ত; এই দ্বার দিয়া আর একটী প্রশস্ত কক্ষে যাওয়া যাইত। পশ্চিম দিকে গবাক্ষ। মধ্যবর্ত্তী গৃহ সকলে বাতায়ন ছিল না। এই গৃহ ও অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের বাতায়ন দিয়া প্রবেশ করিয়া ক্রিয়াপর সমীরণ আমোদক্লান্তা যুবতীদিগের সঙ্গে খেলা করিতেছিল। সে কাহারও ওড়না উড়াইতেছিল, কাহারও অলক দাম দোলাইতেছিল, কাহারও কবরীস্থিত গোলাপের সুবাস চারিদিকে ছড়াইতেছিল, কাহারও কর্ণাভরণ আন্দোলন করিতেছিল। আবার অনেকের আমোদজনিত ক্লান্তি বিদূরিত করিতেছিল।

বিমলা শুইয়া আছেন। একটুকু আলু থালু ভাবে আছেন। বাতায়ন পথাগত সমীরণেই হউক, বা অসাবধানতা বশতই হউক, শিরোদেশ হইতে ওড়না খুলিয়া পড়িয়াছে, কবরীতে যে কয়েকটী চম্পক দাম ছিল, তাহারও দুই একটী খুলিয়া তাকিয়ার উপর পড়িয়াছে। কাঁচলিতে, সীমন্তে, ও বলয়ে যে সকল হীরক খণ্ড ছিল, তাহাতে ঝাড়ের আলো প্রতিভাতিত হইয়াছে। আলু থালু বেশে, বিমলার রূপরাশি যবনের গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছে।

বিমলা হরিণ শিশুর ন্যায় সেই গৃহে নিঃশঙ্কচিত্তে তন্দ্রাভিভূত হইয়াছেন, এমন সময়ে গৃহের দক্ষিণ দিকের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইল। সেই দ্বার দিয়া এক সিংহ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। সে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ব দিকের যে দ্বার মুক্ত ছিল, তাহা নিঃশব্দে বন্ধ করিল। বন্ধ করিয়া বিমলার পার্শে পর্য্যঙ্কে আসিয়া বসিল। তাহার বসিবামাত্র পর্য্যঙ্ক একটু নড়িল। সেই আন্দোলনে বিমলার তন্দ্রা গেল। বিমলা জাগিয়া দেখেন, সম্রাট আকবর উপস্থিত। তিনি প্রথমে গৃহের চারিদিক নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন, পলায়নের পথ নাই। ক্রোধে, ভয়ে তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, দেহলতা কম্পিত হইতে লাগিল। বিমলার রূপরাশি শত গুণ মনোহারিণী হইল। বিমলা উঠিয়া সেই পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে বাতায়নের কাছে দাঁড়াইলেন। আকবর তাঁহার বাহুলতা ধরিল। বিমলা তাহা তৎক্ষণাৎ ছাড়াইয়া লইলেন। তখন যবন কহিল, "বিমলে, আমি তোমার রূপে মোহিত হইয়াছি।" বিমলা কিছু কহিলেন না। তাঁহার

ক্রোধাগ্নি আরো প্রজ্জ্বলিত হইল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। যবন আবার দৃঢ়রূপে বিমলার হাত ধরিল। বিমলা হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। যবন তাঁহাকে আপনার পাশে বসাইল, এবং বলিল, "বিমলে, তুমি আমাকে চিনিয়াছ, আমি আকবর, সমস্ত হিন্দুস্থানের কর্ত্তা। আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাই। যদি সহজে সম্মত না হও, যাহাতে সম্মত হও, তাই করিব।"

বিমলা ইহাতেও কিছু বলিলেন না। যবন এতক্ষণ একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিল। বিমলা এই অবসরে স্বীয় হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন, এবং অমনি বক্ষদেশ হইতে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া আকবরকে আক্রমণ করিলেন। আকবর তাঁহার বীরতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার মনের পূর্ব্বভাব তিরোহিত হইল, তিনি বলিলেন, "বিমলে, তোমার সাহস দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম, আমি তোমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে আসিয়াছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর। তুমি আজি হইতে আমার কন্যা।"

আকবরের এতাদৃশ বাক্য শুনিবামাত্র বিমলার ক্রোধাগ্নি একবারে নির্ব্বাপিত হইল। তিনি সেই ছুরিকা-হস্তে আকবরের পার্শ্বে বসিলেন, এবার বসিতে ভয় হইল না। এবার যেমন পিতার কাছে কন্যা বসে, সেই ভাবে বসিলেন, এবং বলিলেন, "তবে আজি হতে আপনি আমার পিতা; আমি আপনার অপরাধ ক্ষমা করিলাম। কিন্তু আপনাকে একটী কথা বলিতে হইবে, আপনি আমার বিষয় কাহার্ কাছে শুনিলেন?"

"আমি অলকা দেবীর কাছে তোমার বিষয় শুনিয়াছি। তিনি আমার এ কুমতির কারণ। যদি আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাও, শীঘ্র দীল্লি পরিত্যাগ কর।"

বিমলা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। পরে দাঁড়াইয়া, আবার সেই ছুরিকা দেখাইয়া বলিলেন, "তবে এই ছুরিকা দ্বারা অদ্য তাহারই গলা কাটিব।"

আকবর বলিলেন, "তাহা করিও না, আজি আনন্দের দিন, ইহা করিলে বড় গোল হইবে। আমার কথা শুন, আজি কিছু করিও না। তাহাতে তোমারই কলঙ্ক হইবে।"

এই বলিয়া আকবর সেই দক্ষিণদিগের দ্বার মুক্ত করিয়া চলিয়া গেলেন।

---

১২ অধ্যায়।

দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছে যে, প্রতাপ সিংহ যুদ্ধে পরাজিত ও পলায়িত হইয়াছেন। উদয়পুর, কমলমীর, গোগুণ্ডা প্রভৃতি দুর্গ সকল যবনাধিকৃত হইয়াছে। আকবরের মহানন্দ। প্রতাপ সিংহকে অধীনস্থ করা তাঁহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের কিয়ৎ পরিমাণে সাধন হওয়াতে তিনি বড় সুখী হইয়াছেন।

প্রতাপ সিংহ এক্ষণে কোথায় আছেন, তাহা কেহ জানেন না। ভগবান সন্ন্যাসী ও অমর সিংহ কাবুলী মেওয়াওয়ালার বেশে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া২ সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। আবার

যুদ্ধ করা তাঁহাদিগের অভিপ্রায়।

লোকে জানে না, প্রতাপ সিংহ কোথায় আছেন, কিন্তু অমর সিংহ জানেন। তিনি পিতা, মাতা ও ভগিনী-দিগকে আর্ব্বলী পর্ব্বতের এক নির্জন-স্থানে রাখিয়া আসিয়াছেন। ছয় মাস হইল, অমর সিংহ পিতাকে ছাড়িয়া ছদ্মবেশে বেড়াইতেছেন। কিন্তু এ দিকে প্রতাপ সিংহ সপরিবারে কত কষ্ট পাইতেছেন, তাহা তিনি জানেন না। প্রতাপ সিংহ রাজপুত্র, রাজা; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার অরণ্যে বাস। সমস্ত রাজপুতানা যবনের, সুতরাং তাঁহার রাজপুতানায় থাকিবার স্থান নাই। এক স্থানে অধিক দিন থাকিলে পাছে, আক-বর প্রেরিত চরেরা তাঁহার সন্ধান পায়, এ জন্য তিনি এক স্থানে অধিক দিন থাকেন না। এক্ষণে নিয়মিতরূপে তাঁহার আহার হয় না, নিদ্রা হয় না। সঙ্গে ভৃত্যগণ বা বন্ধু নাই; সপরিবারে বিষম বিপদে পড়িয়াছেন। আপনি বনপশু বধ করেন, তৎপত্নী কন্যাদিগের সহিত তাহা কোন প্রকারে গলাধকরণো-পযোগী করিয়া দেন, তাহাই সকলে মিলিয়া আহার করেন। একদিন প্রতাপ সিংহ নিকটস্থ মাঠ হইতে গম কুড়াইয়া আনিয়াছেন, তৎপত্নী কন্যাগণের সঙ্গে তাহা পাথরে পিশিয়া রুটি করিয়া নির্ঝরের জলে স্নান করিতে গিয়াছেন, ইতিমধ্যে চারি খানি রুটির একখানি ইন্দুরে লইয়া গেল। চারি জনের জন্য চারিখানি রুটি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার এক খানি ইন্দুরে লইয়া গেল, এখন উপায়? রাণী দুঃখে কাঁদিলেন। মাতার চক্ষে জল দেখিয়া কন্যা দুটী কাঁদিতে লাগিল। এই ঘটনায় প্রতাপ সিংহের মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি পরিবারের কষ্ট অসহ্য বোধ করিলেন। মনে ভাবিলেন, আকবরের অধীনতা স্বীকার করিলে আর এই কষ্ট থাকে না। স্থির করিলেন, আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া পরিবারের কষ্ট দূর করিবেন। এই অভিপ্রায়ে এক পত্র লিখিয়া এক জন বিশ্বস্ত লোক দ্বারা আকবরের নিকট দীল্লিতে প্রেরণ করিলেন।

দিবাবসান হইল, সূর্য্য অস্তাচলে আ-রোহণ করিলেন। পশ্চিম গগনে যেন স্বর্ণ মেঘ চিত্রিত হইল। এখন প্রতাপ সিংহের মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। কেন আকবরকে পত্র লিখিলাম? অব-শেষে দেশশত্রু যবনের অধীন হইব? তাহা অপেক্ষা আমার এই বনবাস যে সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ! আমি প্রতিজ্ঞা করি-য়াছিলাম, হয় যবন দমন করিয়া চিতো-রুদ্ধার করিব, নয় প্রাণ ত্যাগ করিব। আমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে। অমর শুনিলে কি বলিবে? ভগবান কি মনে করিবে? ভারতবর্ষে যে আমার কুযশ বিস্তার হইবে! আমি আকবরের নিকট সন্ধি প্রার্থনায় পত্র লিখিয়া প্র-তিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি। এই দক্ষিণ হস্তে পত্র লিখিয়াছি, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই দক্ষিণ হস্তে করিব। অনন্তর অরণ্যের মধ্যে গমন করিয়া এক অগ্নি কুণ্ড প্রস্তুত করিলেন। অগ্নি ভয়ানকরূপে জ্বলিয়া উঠিল, সেই আলোকে অরণ্যের কতক স্থান আলোকিত হইল। অগ্নি

প্রজ্জ্বলিত হইলেপ্র তাপ সিংহ সেই অগ্নি কুণ্ডে দক্ষিণ হস্তপ্রবেশ করাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন, "এই হস্তে আকবরকে পত্র লিখিয়াছি, এহস্ত আর রাখিব না।"

এমন সময়ে, অগ্নি কুণ্ডে হস্ত প্রবেশন মাত্র, পশ্চাৎদিক হইতে এক বলবান হস্ত তাঁহার হস্ত ধরিয়া অগ্নি কুণ্ড হইতে টানিয়া লইল। প্রতাপ সিংহ ফিরিয়া দেখেন, রাজপুরোহিত তুলসি দাস গোস্বামী। তুলসি দাস বলিলেন, "মহারাজ! একি! আপনি কিহ তজ্ঞান হইয়াছেন?"

প্রতাপ কহিলেন,"এ হস্ত আর রাখিব না, এই হস্তে অদ্য আকবরকে সন্ধি প্রার্থনায় পত্র লিখিয়াছি।"

"অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন বটে, তাই বলিয়া হাত পোড়াইতেছেন কেন?—এই হস্তে যে যবন দমন করিয়া চিতোর উদ্ধার করিতে হবে!"

"আর চিতোর উদ্ধার করিব কি প্রকারে?—আমি বনবাসী, সন্ন্যাসী, আমার পরিবার অনাহারে কষ্ট পাইতেছে, আমার কি আর যুদ্ধ করিবার সঙ্গতি আছে? আমি যত দিন বাঁচিব, বনবাস করিব। আর রাজত্বের আশা করি না।"

তুলসি দাস গোস্বামী বলিলেন, "ভয় কি, আমি আছি। যত অর্থ লাগে আমি দিব। আবার যুদ্ধের আয়োজন করুন। দেখি, আমার অর্থবল আর আপনার বাহুবল একত্র হইলে কি হইতে পারে।"

প্রতাপ সিংহ হরষিত হইয়া কহিলেন, "ঠাকুর, আজি আপনার কথায় আমার সাহস চতুর্গুণ হইল। আমি আবার যুদ্ধ করিব। অর্থ হইলে সৈন্যের অভাব নাই।"

অনন্তর উভয়ে প্রতাপ সিংহের কুটীরাভিমুখে গমন করিলেন।

তুলসি দাস গোস্বামী এমন ধনবান যে রাজপুতানার মধ্যে তাঁহাকে লোকে কুবের বলিত। আর তুলসি দাস দেশহিতৈষী ও যবনবিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না, এজন্য তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন, যবন দমন কার্য্যে তাঁহার অতুল ধন ব্যয় করিবেন। এই আশয়ে আর্ব্বলী পর্ব্বতে প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন।

রবার্ট ষ্টিফেন্সনের জীবন চরিত।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে, ১৬ ডিসেম্বরে, উইলিংটন নামক স্থানে রবার্ট ষ্টিফেন্সন জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্য কালে সুশিক্ষিত না হইলে যে কত প্রকার ব্যাঘাত জন্মে, তদীয় পিতা জর্জ ষ্টিফেন্সন আপনা হইতেই তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। অতএব তাঁহার সামর্থ্য না থাকিলেও তিনি বহু কষ্টে রবার্টকে প্রথমে বেন্টন নামক স্থানের পাঠশালায়, পরে (১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে) নিউকাষ্টেল নগরে ব্রুস সাহেবের নিকট শিক্ষার্থে প্রেরণ করেন। তিনি তথায় বিজ্ঞান ও যন্ত্র সম্বন্ধীয় বিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেন, এবং সেই স্থানের দর্শন ও সাহিত্য সমাজের সভ্য হওয়াতে তিনি অনায়াসে তথাকার পুস্তকসংগ্রহ হইতে অভিলষিত পুস্তকাদি গৃহে লইয়া আসিতে পারিতেন। শনিবার অপরাহ্ন তিনি পিতৃগৃহে যাপন করিতেন, তাহাতে তাঁহার আনীত পুস্তক দ্বারা পিতা পুত্র উভয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন।

পাদরি টর্ণার নামক ঐ সমাজের সম্পাদক রবার্টের অধ্যবসায় দেখিয়া তৎপ্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অনেক সাহায্য দান করিতেন। পরে তাঁহার সহিত জর্জের উত্তম রূপে পরিচয় হইলে, তিনি তাঁহারও যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। ব্রুস সাহেবের নিকট রবার্ট যে সকল উপদেশ পাইতেন, তাঁহার পিতার তত্ত্বাবধারণে সেই সকল কার্য্যে পরিণত করিতেন। কিলিংওয়ার্থের কুটীরের দ্বারের সম্মুখস্থিত প্রাচীরে তাঁহারা দুই জনে একত্রিত হইয়া যে সূর্য্যঘটিকা যন্ত্রটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাবধি রহিয়াছে।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া নিকলস নামক এক জন প্রস্তরাঙ্গার দর্শকের নিকট শিক্ষার্থী নিযুক্ত হন। তাঁহার সহকারী স্বরূপ কার্য্য করিয়া প্রস্তরাঙ্গার খনির যন্ত্র ও কার্য্য সম্পাদনের পদ্ধতির বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

১৮২০ অব্দে তাঁহার পিতা অপেক্ষাকৃত সচ্ছন্দ হওয়াতে, তিনি তাঁহাকে এক বৎসরের নিমিত্ত এডিনবরার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। তথায় রবার্ট ডাক্তার হোপের রসায়ন বিদ্যার, সার জন লেসলির প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের, অধ্যাপক জেমিসনের ধাতু ও ভূতত্ত্বঘটিত উপদেশ শ্রবণ করিতেন।

১৮২১ অব্দে গণিত শাস্ত্রের পুরস্কার ও নানা হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ১৮২২ অব্দে তিনি পিতার নিকট শিক্ষার্থী স্বরূপে নিযুক্ত হন। তাঁহার পিতা তৎকালে নিউকাষ্টেল নগরে স্বচল শকটের একটী কার্য্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই স্থানে দুই বৎসর কাল অতীব পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিলে পর, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে তিনি দক্ষিণ আমেরিকাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য

খনির পরীক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়া, তথায় প্রস্থান করেন। যে সময়ে তাঁহার পিতা ম্যানচেষ্টার ও লিবরপুলের লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণার্থ নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাকে স্বদেশে আসিতে আদেশ করাতে, তিনি তদাজ্ঞানুযায়ী ১৮২৭ অব্দের ডিসেম্বর মাসে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন।

লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া স্বচল শকটের গমনাগমন লইয়া যে তর্ক হইতেছিল, তিনি সেই তার্কিক সমাজের এক জন প্রধান সভ্য ছিলেন, এবং তাঁহার এক বন্ধুর যোগে তদ্বিষয়ে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তকও লিখেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে স্বচল শকটের নিমিত্ত তাঁহার পিতা পুরস্কার প্রাপ্ত হন, তন্নির্ম্মাণে তিনি তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য প্রদান করেন; ঐ যন্ত্রটী তাঁহারই নামে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু তজ্জনিত যে প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছিল, তিনি তাহা তাঁহার পিতা ও বুথ নামক একটী বন্ধুর প্রতি অর্পণ করিতেন। বরমিংহাম ও লিবরপুলের মধ্যবর্ত্তী লৌহ বর্ত্ম লিবরপুল ও মানচেষ্টর রেলওয়ের শাখা স্বরূপ; রবার্ট ষ্টিফেন্সন এক্ষণে তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই বর্ত্মটী সমাধা করিবার পর লিষ্টর ও ইস্‌লিংটনের লৌহ বর্ত্মের নিমিত্ত ভূমি পরিমাণ ও রথ্যা নির্ম্মাণার্থে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য সমাপ্ত হইলে, তিনি লণ্ডন ও বরমিংহাম লৌহ বর্ত্মের ভূমি-পরিমাণ আরম্ভ করেন; পরে সেই লৌহ বর্ত্মের যান্ত্রিক পদে নিযুক্ত হইয়া লণ্ডন নগরে স্থানান্তরিত হইলেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধারণে চকফারম নামক স্থানে এই বর্ত্মের নিমিত্ত ১ লা জুন ১৮৩৪ অব্দে প্রথমেই ভূমি খোদিত হয়, এবং ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ অব্দে ঐ বর্ত্মে শকট গমনাগমন করিতে আরম্ভ করে। শকটের দ্রুত গতির গুরুত্ব তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ জাগরূক ছিল, অতএব তিনি এই বিষয়ে অধিক সময় যাপন ও আপনার বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষেপণ করিতেন। নিউকাষ্টেল নগরে তাঁহাদের যে কার্য্যালয় ছিল, তাহাতে সর্ব্বদাই এই বিষয় পরীক্ষা করিতেন। অনেক কাল অবধি এই স্থানে কেবল স্বচল শকটই প্রস্তুত হইত, এবং এক্ষণেও ব্রিটন রাজ্যের মধ্যে অন্য কার্য্যালয় অপেক্ষা ইহাতে অধিক পরিমাণে স্বচল শকটাদি বিক্রীত হইয়া থাকে; ইহা ব্যতীত অর্ণবপোত সম্পর্কীয় ও অন্যং নানা প্রকার যন্ত্র অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয়। তৎপরে অনেকং লৌহ বর্ত্ম স্থাপন করিবার ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কার্য্যের আধিক্য অপেক্ষা কল্পনার মহত্ত্বের নিমিত্তও সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার কার্য্যের নাম উল্লেখ করিলে এই বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে, যথা; নিউকাষ্টেলের নিকটস্থ টাইন নদীর উপরিস্থিত সেতু, টুইড নদীর বারুইক নামক স্থানের নিকট লৌহ বর্ত্মের উপযুক্ত সেতু, (এই সেতু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ) মিসাই অখাতের উপরিস্থিত সেতু। শেষোক্ত সেতুর ন্যায় তৎপূর্ব্বে অন্য কোন সেতু প্রস্তুত হয় নাই। তাহার পরিমাণ ও গুরুত্ব বিবেচনা করিলে তাহা যে অসামান্য নৈপুণ্য

ও পরিশ্রমের ফল, তাহা অবশ্যই বিবেচনা হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি তাহাতে ভীত হন নাই। কয়েক বন্ধুর সাহায্যে তিনি এই মহৎ কার্য্য ৪ বৎসর অপেক্ষা ন্যূন সময়ের মধ্যে ১৮৫১ অব্দের ১৮ মার্চ্চ তারিখে সুসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অনেক বিদেশীয় লৌহ বর্ত্ম স্থাপনার্থে ষ্টিফেন্সন সাহেবকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বেলজিয়াম দেশে লৌহ বর্ত্ম স্থাপনার্থে তাঁহার পিতারও পরামর্শ লওয়া হইয়াছিল; নরওয়ে দেশে খ্রীষ্টীয়ানা নগর ও মিমলিন হ্রদ মধ্যে লৌহ বর্ত্ম স্থাপনার্থে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এই ব্যাপার সমাধানান্তে তিনি সুইডেনের রাজা কর্ত্তৃক নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ইটালি দেশের ফ্লোরেন্স ও লেগহরণ নামক নগরদ্বয় মধ্যে ৩০ ক্রোশ দীর্ঘ এক লৌহবর্ত্ম স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি সুইজরলণ্ড দেশে গমন করিয়া তথায় উৎকৃষ্ট প্রণালীর লৌহ বর্ত্মের দ্বারা গমনাগমনের পরামর্শ দান করেন। তিনি উত্তর আমেরিকার কানাডা প্রদেশের সেন্ট লায়েন্স নদীতীরস্থ মন্টরিল নামক নগরের নিকটে মিসাই অখাতের উপরের চোঙ্গা বিশিষ্ট সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কানাডা দেশস্থ গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রেলওয়ে কোম্পানির আদেশে এই কার্য্যটী নিষ্পাদিত হয়, এবং তদ্দ্বারায় পশ্চিম কানাডা এবং আমেরিকা খণ্ডস্থ ইউনাইটেড ষ্টেটসের পশ্চিম প্রদেশ গুলি একত্রীভূত হয়।

মিসর দেশস্থ এলেকজাণ্ড্রিয়া ও কেরো নগরের মধ্যে ৭০ ক্রোশ দীর্ঘ এক লৌহ বর্ত্ম স্থাপন করেন; এই কার্য্য সমাধা কালীন তিনি কয়েকবার মিসর দেশে গমনাগমন করেন। এই লৌহ বর্ত্মে দুইটী চোঙ্গা বিশিষ্ট সেতু আছে; একটী ডেমিওয়াটার নিকট নীল নদের শাখার উপর, অপরটী বেসকেটআল সাধা নামক স্থানের নিকটস্থ খালের উপর। এই দুইটী সেতু নির্ম্মাণের এই এক বিশেষ লক্ষণ যে শকট গুলি চোঙ্গার উপর দিয়া বাহিরে গমনাগমন করে, ব্রিটানিয়া সেতুর মতন তাহার মধ্য দিয়া গমনাগমন করে না। পথিকদিগের গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত নীল নদের উপরেও তিনি একটী বৃহৎ সেতু নির্ম্মাণ করেন।

লৌহ বর্ত্মের কার্য্য ব্যতীত ষ্টিফেন্সন সাহেব বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও সাধারণ কার্য্যেও বিশেষ যত্ন করিতেন। ১৮৪৭ অব্দে ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়র প্রদেশের উইটবি নামক নগরের প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি ইংলণ্ডের মহাসভার এক জন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নিউকাষ্টেল নগরের সাহিত্য ও দার্শনিক সভার প্রতি তিনি অত্যন্ত বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; এই সমাজ হইতে তিনি বাল্যকালে অনেক উপকার প্রাপ্ত হন বলিয়া ৩০০০ সহস্র টাকা দিয়া সমাজের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন। সমাজ থাকিলে দরিদ্র বালকেরা তদ্দ্বারায় তাঁহার ন্যায় উপকৃত হয়, এই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কনারিয়া নামক দ্বীপে পিয়াজি সাহেব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিবার প্রস্তাব করিলে পর, তিনি নাবিক সমূহ

সহিত তাঁহার একখান ক্ষুদ্র জাহাজ তজ্জন্য ব্যবহারার্থে দিয়াছিলেন; এইরূপ বর্ণিত আছে যে, এই বৈজ্ঞানিক যাত্রা দ্বারা অনেক উপকারজনক ফল হইয়াছিল।

লণ্ডন নগরস্থ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সভার অবৈতনিক সভ্য হইলেও তিনি সকল সভ্য অপেক্ষা অধিক শ্রম করিতেন। তিনি রয়াল সোসাইটীর সভ্য ও যান্ত্রিক সমাজের সভাপতি ছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে ফরাসী দেশে যে শিল্প দর্শন হইয়াছিল, তিনি তাহাতে পারিতোষিক স্বরূপ এক খান স্বর্ণমুদ্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রূপ কথিত আছে যে, স্বদেশস্থ নাইট উপাধি দত্ত হইলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তিনি লৌহ বর্ত্ম সম্বন্ধীয় দুই খান পুস্তকও রচনা করেন।

মিসাই অখাতের ব্রিটানিয়া নামক সেতুর শেষ চোঙ্গা গুলি প্রস্তুত হইলে, রীতিমত একটী ভোজ হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার আশ্চর্য্য কল্পনা, পরিশ্রম ও শক্তির ভূরি ভূরি প্রংশসা করায় তিনি বন্ধুদিগের সহানুভূতির নিমিত্ত তাঁহাদিগের ধন্যবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তদ্ব্যাপারে তাঁহাকে অহোরাত্র যে পরিশ্রম ও চিন্তা করিতে হইয়াছিল, যে উদ্বেগ ও কষ্টে পতিত হইতে হইয়াছিল, এবং যে সকল প্রিয় বন্ধুর সহিত বিচ্ছেদ করিতে হইয়াছিল, সে সকল কথা মনে করিলে তাঁহার উপস্থিত আনন্দ যথেষ্ট বোধ হয় না। এবং পুনরায় যদি সেই প্রকার কার্য্য সমাধা করিবার ভার তাঁহার প্রতি কখন অর্পিত হয়, তাহা হইলে, যত কেন পুরস্কারের ভরসা থাকুক না, যত কেন সাফল্যের আশা থাকুক না, কিছুতেই বোধ হয়, তাঁহাকে সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবে না।

এক সময়ে পার্লিয়ামেন্টের কার্য্য সমাপ্ত হইলে তিনি আপনার এক খানি ক্ষুদ্র জাহাজে করিয়া নরওয়ে দেশে যাত্রা করেন। কিন্তু তথায় বাস করিতে করিতে তাঁহার যকৃৎ রোগ জন্মে। সুতরাং অগত্যা ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন. পথে তাঁহাকে সামুদ্রিক পীড়া ভোগ করিতে হইয়াছিল। লণ্ডন নগরে পৌঁছিলে পর প্রকাশ পাইল যে, তাঁহার জলোদর রোগও জন্মিয়াছে এবং এমত ক্ষীণ অবস্থা যে, প্রতিকার করিবার উপায় নাই।

পীড়াশয্যায় তাঁহাকে অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। মুমূর্ষু কালে, লণ্ডননগরস্থ সকল প্রসিদ্ধ লোক সর্ব্বদাই তাঁহার তত্ত্ব লইতেন। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণীরও মৃত্যু হইয়াছিল, এবং তাঁহার সন্তান সন্ততী কিছুই ছিল না। সুতরাং তিনি নিজ পরিবারের মধ্যে কাহাকেও রাখিয়া যান নাই। ষ্টিফেন্সন যে অত্যন্ত বদান্য ছিলেন তাহার এক প্রমাণ এই যে, তিনি বাৎসরিক সহস্র২ মুদ্রা সংগোপনে বিতরণ করিতেন।

এই দুই মহাত্মা পিতা পুত্রে এমন প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, পদ ও সম্মানে তাঁহাদের নামের গৌরব বৃদ্ধি হইত না বরং তাহারাই তাঁহাদিগের দ্বারা অধিকতর গৌরবান্বিত হইত। তৎ-

কালীয় একটী সমাচার পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁহাদের বিষয়ে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। "গত কল্য রবার্ট ষ্টিফেন্সনের দেহ ওএস্ট মিনিস্টার আবির সমাধিস্থানে সমাহিত হইয়াছে। এইরূপ কথিত আছে, এবং আমরাও তাহা বিশ্বাস করি যে, নগর শুদ্ধ সকলে তথায় সমুপস্থিত হয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় আড়ম্বর কিছুই ছিল না: বড় লোকের সমাধি সময়ে মৃত্যুর গাম্ভীর্য্যকে যে প্রকার ইতর আড়ম্বরে বেষ্টিত করা হয়, তাহার কিছুই ছিল না। এই অনুশোচনীয় ব্যাপার ঘটাতে রাজ্যের সমস্ত লোক শোকার্ত্ত হইয়াছিল। যাঁহারা স্বদেশের হিত সাধনে সুবোধ যত্ন করেন, যাঁহারা ঈদৃশী শ্রমসাধ্য কার্য্যের প্রতি অভিমান সহকারে লক্ষ্য করেন না, যাঁহারা দেশ হিতৈষিতাকে এত মহৎ বিবেচনা করেন যে তাহা কেবল সাময়িক জয়ের আড়ম্বরে জড়িত হইতে দেন না, যাঁহারা প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া মনুষ্যের পরিচর্য্যায় নিয়োগ করাতে সমস্ত মনুষ্যজাতির উন্নতি সাধন করেন, তাঁহারা কর্ম্মিষ্ঠ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই মহাত্মা, যিনি আপনার প্রশংসনীয় ধীশক্তির প্রভাবে ইদানীন্তন মহৎ লোকদিগের মধ্যে প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার বিয়োগে যে সকলেই যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

ঈদৃশ মহাত্মাদের জীবনচরিত জাতীয় বীরোপাখ্যানের মধ্যে অবশ্যই গণ্য। যদি পূর্ব্বকালে তাঁহাদের জন্ম হইত, তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত যান্ত্রিক আশ্চর্য্য ক্রিয়া দৃষ্টে তাঁহাদের সমকালীন লোকেরা যে বিস্ময় রসে মোহিত হইয়া তাঁহাদিগকে দেবতা পদে উন্নীত করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। আমরা জানি যে, রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনালব্ধ ক্ষণস্থায়ী সুখ এবং শ্রম সম্পাদিত স্থায়ী কার্য্যের মধ্যে যে বৈপরীত্য, তাহা নির্দ্দেশ করিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, অথবা এই দুই প্রকার কার্য্যের মধ্যে কোনটী সমধিক উপকারী, তাহাও দর্শাইবার আবশ্যকতা নাই। এই সাধারণ তত্ত্বের তুলনায় রাজনৈপুণ্য সামান্য ও সমর ক্ষেত্রের জয় তুষের ন্যায় লঘু বোধ হয়, ইহার গতি তড়িৎবৎ; লৌহবর্ত্ম, বাষ্পীয় পোত, তাড়িত বার্ত্তাবহ, প্রভৃতি সভ্যতার প্রধান নিদর্শন। ষ্টিফেন্সনেরাই এই সকলের নির্ম্মাতা। অতএব ষ্টিফেন্সনেদের দেহ যে ওএষ্টমিনিষ্টর আবিতে থাকিবে, ইহা যথার্থ সঙ্গত।"

সহস্র২ লোকে হোলিহেডের সন্নিকট "গ্রেট ইষ্টরাণ" অর্ণবপোত দর্শন, মিসাই অখাতের উপরিস্থ তাঁহার করনির্ম্মিত প্রকাণ্ড কার্য্যের উপর দিয়া গমনাগমন করিয়াছেন, এবং গ্রেটব্রিটনে যে কোটি২ পর্য্যটক লৌহ বর্ত্মযোগে পর্য্যটন করেন, তাঁহারাও তাঁহাদের নিকট ঋণী। পৃথিবী ব্যাপিয়া তাঁহাদেরই শক্তির স্থায়ী দর্শন তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন। এবং ভারতবর্ষও যে তাঁহাদের নিকট ঋণী, তাহারও সন্দেহ নাই।

কোরাণ।

(২ সুরাএ বাকর্—২ অধ্যায়—গাভী।)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

১৬৮। আর অনুগামী লোকেরা কহিবে, আমাদিগের যদ্যপি দ্বিতীয় বার জন্ম হইত, তাহা হইলে তাহারা যেমন আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক হইয়াছে, আমরাও সেই রূপ তাহাদিগের নিকট হইতে পৃথক হইতাম; পরমেশ্বর তাহাদিগের কর্ম্ম এই প্রকারে তাহাদিগকে দর্শাইয়া থাকেন; (তাহাদের) মনস্তাপ হইবে, এবং তাহারা অগ্নি হইতে বহিঃকৃত হইবে না।

১৬৯। হে মানবগণ, পৃথিবীর দ্রব্যাদির মধ্যে যাহা বৈধ এবং উৎকৃষ্ট, তাহাই ভোজন কর; আর শয়তানের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া এক পদও চলিও না, (যেহেতুক) সে তোমাদিগের সর্ব্বতোভাবে শত্রু।

১৭০। সে তোমাদিগকে অসৎকার্য্য বিষয়ে আদেশ করিবে, এবং নির্লজ্জার (বিষয়ে,) এবং এরূপও যে পরমেশ্বর সম্বন্ধে মিথ্যা বল, যদ্বিষয়ে তোমরা জ্ঞাত নহ।

১৭১। আর কেহ যদি তাহাদিগকে, (অর্থাৎ অবিশ্বাসী লোকদিগকে) বলে, যে পরমেশ্বর কর্ত্তৃকপ্রকাশিত (ধর্ম্ম) মতানুযায়ী চল, তাহারা উত্তর করে, না, আমরা আমাদিগের পিতা, পিতামহ (প্রভৃতিকে) যাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে দেখিয়াছি, তাহারই অনুগামী হইব; ভাল, যদ্যপি তাহাদিগের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি অনভিজ্ঞ হয়, এবং ধর্ম্মপথ সম্বন্ধীয় জ্ঞান কিঞ্চিন্মাত্র না পাইয়া থাকে?

১৭২। ঐ অবিশ্বাসী লোকদিগের উপমা এমন এক ব্যক্তির সদৃশ, যে শ্রবণ শক্তি বর্জ্জিত কোন এক পদার্থকে অতি উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে; সে কেবলই মাত্র আহ্বান ও চীৎকার ধ্বনি। তাহারা বধির, অবাক, এবং অন্ধ, এজন্য বুদ্ধিহীন।

১৭৩। হে ভক্তগণ, আমাদিগের প্রদত্ত উৎকৃষ্ট প্রাত্যহিক খাদ্য দ্রব্য ভোজন কর, এবং পরমেশ্বরের নামের ধন্যবাদ কর, যদ্যপি তাঁহার দাস হও।

১৭৪। তোমাদিগের পক্ষে এই সমস্ত নিষিদ্ধ,—মৃত দেহ, শোণিত, শূকরের মাংস, যাহার উপরে পরমেশ্বরের বিনা অন্য নাম উচ্চারিত হইয়াছে। পরে যদি কেহ নিরুপায় হয়, অথচ আজ্ঞা লঙ্ঘনে কিম্বা অন্যায় করণে অনিচ্ছুক, তাহা হইলে তৎপক্ষে (এই বিধির ব্যতিক্রম) পাপরূপে পরিগণিত হইবে না, যেহেতুক পরমেশ্বর ক্ষমাকারী ও দয়াময়।

১৭৫। পরমেশ্বর যাহা (ধর্ম্ম) গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে লোকেরা গোপন করে, এবং স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, তাহারা অগ্নি বিনা অন্য দ্রব্য দ্বারা উদর পূরণ করে না; মহা বিচারের দিনে পরমেশ্বর তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিবেন না, (তিনি) তাহাদিগকে সংশোধন করিবেন না; এবং তাহাদিগের দুঃখদায়ক প্রহার হইবে।

১৭৬। তাহারাই (ধর্ম্ম) পথের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতা, এবং অনুগ্রহের পরিবর্ত্তে প্রহার ক্রয় কারীর সদৃশ, তাহাদিগের অগ্নিদণ্ড ভোগের সমাধা হইবার কি সম্ভাবনা? এই জন্য মহান পরমেশ্বর সত্য (ধর্ম্ম) গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন; আর যাহারা (উক্ত ধর্ম্ম) গ্রন্থ হইতে কোন বিষয়ে পৃথক হয়, তাহারাই নিজ স্বেচ্ছা বশতঃ (ভ্রম পথে) দূরবর্ত্তী হইয়াছে।

১৭৭। প্রার্থনা কালে পূর্ব্ব কিম্বা পশ্চিমদিকে সম্মুখ হইলেই যে ধর্ম্মাচার হইল, এমত নহে, বরং (প্রকৃত) ধর্ম্মাচারী সেই ব্যক্তি, যে পরমেশ্বরকে, এবং পরকালে, এবং (স্বর্গীয়) দূতগণকে, এবং (ধর্ম্ম) গ্রন্থে, এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বিশ্বাস করে; এবং যে বিকৃত শরীর বিশিষ্ট লোকদিগকে, এবং পিতৃ মাতৃহীন বালক বালিকাদিগকে, এবং দীন দরিদ্র লোকদিগকে, এবং পথের পর্য্যটককে, এবং ভিক্ষুককে, স্নেহ ও প্রেমের সহিত নিজ সম্পত্তি দান করে; (যে) বন্দিকে মুক্ত করে, এবং ঈশ্বর উপাসনায় আসক্ত থাকে, ও দান কার্য্যে রত হয়; যে অঙ্গীকার করিলে পর, নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করে; এবং যে কঠিন অবস্থায়, ও ক্লেশের সময়, এবং যুদ্ধ কালে ধৈর্য্যাবলম্বী হয়; এমত ব্যক্তিরাই সত্যাশ্রিত, এবং তাহারাই রক্ষার পথে আগমন করিয়াছে।

১৭৮। হে ভক্ত মানবগণ, তোমাদিগের প্রতি এই আজ্ঞাদত্ত হইয়াছে, যে হত্যাকৃত লোকদিগের নিমিত্তে সমরূপ বিনিময় গ্রহণ করিবা; স্বাধীনের পরিবর্ত্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্ত্তে দাস, স্ত্রীলোকের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোক আর যাহার প্রতি তাহার (আহত লোকের) ভ্রাতার নিকট হইতে ক্ষমাদত্ত হইবে, তাহাকেও বিধি অনুযায়ী ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তদনুসারে কিঞ্চিৎ চলিতে হইবে, এবং তাহার প্রতিও সকরুণ ভাবে দৃষ্টি করিতে হইবে, এই বিশেষ অনুগ্রহ এবং কৃপাদেশ তোমাদিগের প্রভুর নিকট হইতেই আসিয়াছে; এতৎ পরে যদি কেহ (ঐ ক্ষমা প্রাপ্ত লোকের প্রতি) অত্যাচার করে; তবে তাহার দুঃখদায়ক প্রহার হইবে।

১৭৯। হে ধীমান মানবগণ, এই বিষয় (অর্থাৎ দোষীর দণ্ড ব্যবস্থা) দ্বারা তোমাদিগকে জীবন দান হইতেছে, যেন তোমরা রক্ষার পথাবলম্বী হও।

১৮০। তোমাদিগের প্রতি এই আজ্ঞা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যে তোমাদিগের মধ্যে যদি কোন লোকের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, এবং তাহার যদ্যপি কিছু বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ কবিবার থাকে, তবে সে বিধি অনুসারে নিজ পিতা মাতাকে, এবং খঞ্জ, নুলা (প্রভৃতি) লোকদিগকে দান করিবে, ইহা ধর্ম্মপরায়ণ লোকের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

১৮১। ইহার পরে যে কেহ তাহা (মৃত বক্তির দানপত্র) পরিবর্ত্তন করিবে, যদ্বিষয় সে শ্রবণ করিয়াছে, তাহা হইলে তদ্বিষয়ক অপরাধ ঐ পরিবর্ত্তনকারীর হইবে; (যেহেতুক) পরমেশ্বর নিঃসন্দেহ রূপে (সকলই) শ্রবণ করেন এবং অবগত হয়েন।

১৮২। কিন্তু যদি কেহ ঐ দাতার দান পত্র সম্বন্ধে পক্ষপাত কিম্বা অবিচার অনুভব করে, এবং তাহা (সংশোধন পূর্ব্বক

সর্ব্ব পক্ষে) মেল স্থাপন করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তির কোন অপরাধ হইবে না ; পরমেশ্বর অবশ্যই ক্ষমা কারী এবং কৃপাময় আছেন।

১৮৩। হে ভক্ত মানবগণ, তোমাদিগের প্রতি উপবাস করিবার আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, যাদৃশ তোমাদিগের পূর্ব্বস্থিত লোকদিগকে (ঐ বিষয়ক) আজ্ঞা দত্ত হইয়াছিল ; যেন তোমরা (তদ্দ্বারা ধর্ম্ম) নিয়মাচারী হও।

১৮৪। গণনার কএক দিবস (উপবাস করিবা,) কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয়, কিম্বা পর্য্যটন কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে ঐ গণনানুসারে অন্য কএক দিন (উপবাস করিতে হইবে ;) এবং যদ্যপি কোন ব্যক্তি (উপবাস করিতে) সক্ষম থাকিলেও, তাহা পরিবর্ত্তনের (বিধি) অপেক্ষা করে, সে এক ফকিরকে ভোজন করাইবে ; এবং যে কেহ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক (এই রূপ) সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সে আপনারই মঙ্গল সাধন করে ; (নিয়মানুসারে) উপবাস করিলে তোমাদেরই মঙ্গল হইবে, ইহা তোমরা অবগত আছ।

১৮৫। রামজান মাস উপবাসের (অর্থাৎ রোজা রাখিবার) কাল, যে মাসে কোরাণ, মানব গণের জন্য ধর্ম্মোপদেশ, (ধর্ম্ম) পথের চিহ্ন সমূহের ভেদ বৃত্তান্ত, এবং (সর্ব্ব বিষয়ের) মীমাংসা প্রকাশ করণার্থে অবতরণ করে ; এ নিমিত্তে তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ এই মাস প্রাপ্ত হইবে, সে তাহাতে উপবাস করিবে, আর যে তৎকালে পীড়িত থাকিবে, কিম্বা পর্য্যটন করিবে, সে অন্য দিন গণনা করিয়া লইবে। পরমেশ্বর তোমাদিগকে আরাম দিতে চাহেন, এবং ক্লেশ দিতে চাহেন না ; এ জন্য (উপবাসের) দিন সংখ্যা পূর্ণ করিও, এবং পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিও, কারণ তিনি তোমাদিগকে ধর্ম্ম পথ দর্শাইয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ হও।

১৮৬। আর যৎকালে আমার সেবকগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করিবে, তৎকালে আমি সন্নিকট আছি, এবং আমার নিকট প্রার্থনা করিলে আমি প্রার্থনাকারির নিবেদন শ্রবণ করিব ; তাহাদিগের কর্ত্তব্য আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া, এবং আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অবলম্বন করা, যেন (তাহারা তদ্দ্বারা) সৎ পথ গামী হয়।

১৮৭। উপবাসের রাত্রি কালে নিজ স্ত্রী লোকদিগের নিকট গমন করা তোমাদিগের পক্ষে বৈধ ; তাহারা তোমাদিগের বস্ত্র (সদৃশ,) এবং তোমরাও তাহাদিগের বস্ত্র (সদৃশ ;) পরমেশ্বর জানিতে পারিলেন যে তোমরা স্বয়ং চুরি করিতেছিলা, (অর্থাৎ উপবাস কালে স্ত্রী লোকের নিকট গমনে মনে নিবারিত হইলেও, তৎকার্য্য অজানতরূপে সমাধা করিতেছিলা,) এজন্য (তিনি) তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন, এবং তোমাদিগকে অনুমতি দিলেন ; এক্ষণে তাহাদিগের সহিত একত্র হও, এবং যদ্বিষয়ে পরমেশ্বর তোমাদিগকে (নিজ অনুমতি) লিখিয়া দিয়াছেন, তদভিলাষী হও ; এবং যখন শ্বেত সূত্রকে কৃষ্ণ বর্ণ সূত্র হইতে প্রভেদ করিবার জন্য পরিষ্কার দৃষ্টি চলিবে, এমত ঊষাকাল পর্য্যন্ত ভোজন

করিও ও পান করিও, তৎপরে নিশা-রম্ভ পর্য্যন্ত উপবাস করিও, এবং যৎকালে প্রার্থনা গৃহে ইতিকাফে বসিবা, (অর্থাৎ উপবাসের সহিত উপাসনা কার্য্যে নিযুক্ত হইবা ;) সে সময়ে তাহাদিগের (স্ত্রী লোকদিগের) নিকটবর্ত্তী হইও না ; এই সীমা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য (ঐ বিশেষ সময়ে) তাহাদিগের নিকট গমন করিও না ; এই রূপে পরমেশ্বর মানবগণের নিমিত্তে (কোরাণের) পদ মধ্যে নিয়মাদি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন, যেন তাহারা (তদ্দ্বারা) রক্ষা প্রাপ্ত হয় ।

১৮৮ । অন্যের সহিত মেল করিয়া (নিজ) সম্পত্তি বৃথা ব্যয় করিও না ; আর অবিচার পূর্ব্বক, এবং (স্পষ্ট রূপে) জ্ঞাত হইয়া, লোকদিগের সম্পত্তির কিয়-দংশ ভোগ করণার্থে, তাহা বিচার-পতিদিগের নিকট আনিও না ।

১৮৯ । (তাহারা) তোমাকে নূতন চন্দ্রোদয় বিষয়ক প্রশ্ন করিতেছে, তুমি বল, এই সময় মানবগণের (কোন নিরূ-পণের) নিমিত্তে, এবং হজ করিবার (অর্থাৎ মক্কা নগরস্থ কাবা মন্দির দর্শ-নার্থে যাত্রা করিবার) জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে ; আর ছাদ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেই যে ধর্ম্ম হয় তাহা নহে, বরং ধর্ম্ম উহারই যে রক্ষার পথ অবলম্বন করে ; এজন্য গৃহে (আগমন কালে) দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, এবং পরমেশ্বরকে ভয় কর, যেন (চরমে) মনোরথ সিদ্ধ হয় ।

১৯০ । আর যাহারা তোমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের সহিত তোমরাও পরমেশ্বরের ধর্ম্ম জন্য যুদ্ধ কর আর (অন্যায় পূর্ব্বক) অত্যা-চার করিও না ; পরমেশ্বর অত্যাচারী দিগকে (কখনই) প্রেম করেন না ।

১৯১ । আর তাহাদিগকে যে স্থানে পাও, সেই স্থানেই সংহার কর ; এবং যে স্থান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বহিস্কৃত করিয়াছে, তোমরা ও তাহা-দিগকে সে স্থান হইতে বহিস্কৃত করিবা ; (কারণ সত্য) ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হওয়া নরহত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ ; পবিত্র ভজনালয়ে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিও না যদবধি. তাহারা তোমা-দিগের সহিত তথায় যুদ্ধ আরম্ভ না করে ; আর যদ্যপি তাহারা (তথায়) যুদ্ধ করে, তবে তাহাদিগকে (সেই স্থানেই) সংহার কর ; এই দণ্ডবিধান অবিশ্বাসী-দিগের নিমিত্তে নিরূপিত হইয়াছে ।

১৯২ কিন্তু যদ্যপি তাহারা ক্ষান্ত হয়, তবে পরমেশ্বর ক্ষমাকারী এবং কৃপাময় আছেন ।

১৯৩ । যে পর্য্যন্ত এই বিবাদ নির্ম্মূল না হয়, এবং পরমেশ্বরের আজ্ঞা বিদ্যমান থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে থাক ; এতৎপরে যদ্যপি তাহারা ক্ষান্ত হয়, তবে অত্যা-চারের প্রয়োজন নাই, কিন্তু অধার্ম্মিকের প্রতি (তাহার প্রয়োজন আছে ।)

১৯৪ । পবিত্র কিম্বা প্রধান মাসের সম-রূপ পবিত্র কিম্বা প্রধান মাস, কিন্তু তাহা সৌজন্য রক্ষার্থে পরিবর্ত্তিত হই-য়াছে, পুনরায় যাহারা তোমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবে, তোমরাও তা-হাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবা, যাদৃশ

অত্যাচার তাহারা তোমাদিগের প্রতি করিবে (তাদৃশ;) আর পরমেশ্বরকে ভয় কর; এবং ইহা জ্ঞাত হও, যে পরমেশ্বর ধর্ম্মনিয়মাচারীর সহিত অবস্থিতি করেন।

১৯৫। পরমেশ্বরের ধর্ম্ম পথের জন্য অর্থ ব্যয় কর; আর আপনাদিগের জীবন দুঃখার্ণবে নিক্ষেপ করিও না; এবং সদাচার কর; পরমেশ্বর ধর্ম্মচারীদিগকে অভিলাষ করেন।

১৯৬। পরমেশ্বরোদ্দেশে হজ্ এবং দর্শন কার্য্য সমাধা কর; যদ্যপি (শত্রু কর্ত্তৃক) নিবারিত হও, তাহা হইলে যে উৎসর্গীয় দ্রব্য সুলভ হইবে তাহাই প্রেরণ কর; এবং যদবধি ঐ উৎসর্গ দ্রব্য নিয়োজিত স্থানে না আসিবে, তৎকাল পর্য্যন্ত শিরো মুণ্ডন করিবা না; কিন্তু যদ্যপি তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ থাকে, অথবা শিরো রোগাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে (মস্তক মুণ্ডন কার্য্যের) পরিবর্ত্তে উপবাস, অর্থ দান এবং বলিদান করিতে হইবে; এবং যদ্যপি (শত্রু হস্ত হইতে শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, এমত) স্থির প্রতীত মনে অনুভব কর, তাহা হইলে যে কেহ হজকারীদিগের সহিত একত্র হইয়া (সমস্ত) দর্শন লাভাভিলাষী হইবে; সে সুলভ উৎসর্গীয় দ্রব্য প্রেরণ করিবে; এবং যে (উৎসর্গ জন্য কোন দ্রব্য) আয়োজন করিতে অক্ষম হইবে, সে হজ্করণ কালে তিন দিবস, এবং গৃহে পুনর্গমনান্তে সাত দিবস উপবাস করিবে, এইরূপ (উপবাস) পূর্ণ দশ দিবস করিতে হইবে; এই বিধি তাহারই পক্ষে সঙ্গত, যাহার পরিবার পবিত্র ভজনালয়ে অনুপস্থিত থাকিবে; আর পরমেশ্বরকে ভয় কর, এবং পরমেশ্বরের দণ্ড অতি বড় কঠিন, ইহা অবগত হও।

১৯৭। হজ্ করিবার মাস, বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইবা; এবং যে মাসে ইহা কর্ত্তব্য স্থির করিবা, তৎকালে স্ত্রীলোকের নিকট গমন করিবা না, আর কোন পাপ করিবা না, এবং হজ করিবার স্থানে (কাহারও সহিত) বিবাদ করিবা না; যে কিছু সৎ কার্য্য করিবা, তাহা পরমেশ্বর জানিবেন; আর এই (কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য) পর্য্যটনের ব্যয় সঙ্গে লইবা; কিন্তু এই যাত্রায় সকল পাথেয় অপেক্ষা পাপ হইতে পৃথক থাকাই শ্রেষ্ঠ সম্বল; হে ধীমান্ মানবগণ, আমাকেই ভয় কর।

১৯৮। হজ করণ কালে তোমরা নিজ প্রভু হইতে (বাণিজ্য দ্বারা অর্থের) বৃদ্ধি অন্বেষণ করিলে, অপরাধী হইবা না; এবং যখন আরাফাট পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করণার্থে যাত্রা কর, তখন ঐ স্মরণ চিহ্নের নিকট পরমেশ্বরকে স্মরণ কর, যাদৃশ তোমরা শিক্ষিত হইয়াছ, সেই মতে তাঁহাকে স্মরণ কর, যেহেতুক তোমরা ইতি পূর্ব্বে ভ্রান্তি পথাবলম্বী ছিলা।

১৯৯। যে স্থান হইতে লোকেরা গমন করিয়া থাকে, সেই স্থান হইতে ঐ প্রদক্ষিণ (কার্য্য জন্য) গমন কর, এবং পরমেশ্বরের নিকট পাপের ক্ষমা প্রার্থনা কর, পরমেশ্বরই কেবল পাপ ক্ষমাকারী এবং করুণাময়।

২০০। হজ যাত্রার কার্য্য সমাধা হইলে, যাদৃশ পিতা পিতামহকে স্মরণ করিতা, তাদৃশ পরমেশ্বরকে স্মরণ করিও, বরং তদপেক্ষা অধিকতর; কোন২ মনুষ্য

বলিয়া থাকে, হে আমাদিগের প্রভো, আমাদিগকে এই জগতে অধিকার দান কর, কিন্তু পরকালে তাহাদিগের কোনই অধিকার থাকিবে না ।

২০১ । আর তাহাদিগের মধ্যে (অন্য) কেহ২ বলিয়া থাকে, হে আমাদিগের প্রভো, আমাদিগকে ইহকালে উত্তম অধিকার, এবং পরকালেও উত্তম অধিকার দান কর, আর নরকযন্ত্রণা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর ; এমত লোকেরা নিজ কর্ম্ম ফলের ভোগাধিকার প্রাপ্ত হইবে, এবং পরমেশ্বর তাহাদিগের নিকাশ শীঘ্রই লইবেন ।

২০২ । নির্দ্ধারিত সংখ্যার কয় দিবস পরমেশ্বরকে স্মরণ কর ; কিন্তু যদি কেহ (মীনা উপত্যাকা হইতে) দুই দিবসের মধ্যে শীঘ্র প্রস্থান করে, তবে তাহার অপরাধ হইবে না ; এবং যদি কেহ সেই স্থানে (কিঞ্চিৎ কাল) অবস্থিতি করে, এবং পরমেশ্বরকে ভয় করে, তবে তাহারও অপরাধ হইবে না, তন্নিমিত্তে পরমেশ্বরকে ভয় কর, এবং অবগত থাকিও যে তোমরা তাঁহারই সন্নিধানে একত্র হইবা ।

২০৩ । আর এমত লোকও আছে, যাহার জগজ্জীবন বিষয়ক বাক্য দ্বারা তুমি হর্ষিত হইবে, এবং সে তাহার আন্তরিক বাক্যের (সারল্য সপ্রমাণার্থে) পরমেশ্বরকে সাক্ষী মানিবে, কিন্তু সে কঠিন প্রতিকূলাচারী ;

২০৪ । এবং সে তোমার নিকট হইতে অন্তর হইলে জগতে অনিষ্ট করণাভিপ্রায়ে বেগবন্ত হইয়া গমন করে, এবং ক্ষেত্রের ধ্বংস ও জীবন সংহার করিতে (আগ্রহ) হয় ; কিন্তু পরমেশ্বর অত্যাচারীর মিত্র নহেন ।

২০৫ । আর কেহ যদ্যপি তাহাকে বলে, পরমেশ্বরকে ভয় কর, তাহা হইলে অহংকার তাহাকে এক কালেই পাপাচারে সঞ্চালন করে ; তাহার বাসস্থান নরক, এবং তত্রত্য দুর্গতি (তাহার জন্য) প্রস্তুত রহিয়াছে ।

২০৬ । আর অন্য এক ব্যক্তি পরমেশ্বরের সন্তোষ লাভ করণার্থে জীবন বিক্রয় (অর্থাৎ ধর্ম্ম) জন্য ব্যয় করে ; পরমেশ্বর নিজদাসগণের প্রতি সদা স্বানুকূল ।

২০৭ । হে ভক্তিমান মনুজ, মুসলমান ধর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হও, এবং শয়তানের অনুগামী হইয়া চরণার্পণ করিও না, যেহেতুক সে তোমাদিগের সর্ব্বতোভাবে শত্রু ।

২০৮ । নির্ম্মল ধর্ম্মাজ্ঞা প্রাপ্ত হওনান্তর যদ্যপি তোমাদিগের (চরণ) বিচলিত হয়, তবে জ্ঞাত হও যে পরমেশ্বর মহা পরাক্রমী এবং বুদ্ধিময় ।

২০৯ । (অবিশ্বাসী) লোকেরা কি এমত আশা অবলম্বন করে, যে পরমেশ্বর তাহাদিগের উপরে মেঘচ্ছায়া বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশমান হন, এবং দূতগণেরাও, এবং সর্ব্ব কর্ম্মের বিচার সমাধা হয় ? পরমেশ্বরের নিকট সকল কর্ম্মের (সূক্ষ্ম বিচার ও নিষ্পত্তি) স্থিরীকৃত রহিয়াছে ।

২১০ । ইস্রায়েল বংশকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তাহাদিগকে ধর্ম্ম গ্রন্থের কত প্রত্যক্ষপদ দান করিয়াছি ; আর যে কেহ ঐশী প্রসাদ প্রদত্ত হওনান্তে তাহা পরিবর্ত্তন করে, পরমেশ্বর তাহাকে গুরু দণ্ড দিবেন ।

২১১ । অবিশ্বাসী লোকদিগের আনন্দ (কেবল) জাগতিক জীবদ্দশার প্রতি ;

(তাহারা) ভক্তিমান লোকের প্রতি হাস্য করিয়া থাকে, কিন্তু মহাবিচার দিবসে ধর্ম্মাচারীগণ তাহাদিগের উপরে (পরিগণিত) হইবে ; পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অপরিমিত রূপে ভোজ্য দ্রব্য (ও আশীর্ব্বাদ) দান করিবেন।

২১২। মানবের ধর্ম্ম এক ছিল ; তৎপরে পরমেশ্বর সুসম্বাদ প্রচার জন্য, এবং (পাপী লোকদিগকে) ভয় দর্শাইতে, ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাদিগের সঙ্গে সত্য ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রদান করিলেন, যেন তদ্দ্বারা লোকদিগের মধ্যে বিবাদ জনক বাক্যের মীমাংসা হয় ; তাহারা ঐ ধর্ম্ম গ্রন্থের উপরে বিবাদ উপস্থিত করে নাই, যাদৃশ কালান্তরে তচ্ছাস্ত্র প্রাপ্ত লোকেরা করিয়াছিল, তাহাদিগের নিকট নির্ম্মল ধর্ম্মাজ্ঞা আসিলে পরে, তাহারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ প্রযুক্তই তাহা করিয়াছিল ; যে বাক্য লইয়া তাহারা বিবাদ করিত, পরমেশ্বর নিজ আজ্ঞা দ্বারা প্রত্যয়কারী লোকদিগকে ঐ সত্য বাক্যাবলম্বন করিতে এক্ষণে অনুমতি করিয়াছেন ; পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই সরল পথাবলম্বী করেন।

২১৩। স্বর্গ লোকে গমন করিব, এমত আশা কেন অবলম্বন করিতেছ ? তাহার উপযুক্ত অবস্থা তোমরা এক্ষণেও প্রাপ্ত হও নাই, যাহা তোমাদিগের পূর্ব্বকালীয় লোকেরা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের ক্লেশ ও দুঃখ উপস্থিত হইল, এবং এতাদৃশ যন্ত্রণা ঘটিল, যে রসুল এবং তাঁহার সহ বিশ্বাসীগণ কহিতে লাগিলেন, "পরমেশ্বরের সাহায্য কখন আসিবে ; ইহা জ্ঞাত হও যে পরমেশ্বরের সাহায্য নিকটেই আছে।"

২১৪। তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে "কি প্রকারে দ্রব্য দান করিব ?" তুমি বল, যে উপকারার্থে যাহা দান করিবা, সে পিতা মাতার প্রতি, নিকটস্থ শ্বশ্রূ, স্বসা প্রভৃতির প্রতি, পিতৃ মাতৃহীন বালক ও বালিকার প্রতি, দরিদ্র লোকের প্রতি ; এবং পথের পর্য্যটকের প্রতি ; যে কোন সৎকর্ম্ম করিবা, পরমেশ্বর তাহা অবগত আছেন।

২১৫। যুদ্ধ করিবার আজ্ঞা তোমাদিগের প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তোমাদিগকে তাহা মন্দ বোধ হইতেছে ; যদ্যপি তোমাদিগের কোন মঙ্গল-প্রদ বিষয়কে মন্দ বিবেচনা হয়, এবং অমঙ্গল-জনক বিষয়কে প্রিয়জ্ঞান হয়, পরমেশ্বর জ্ঞাত আছেন, এবং তোমরা জ্ঞাত নহ।

২১৬। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, যে পবিত্র মাসে তাহারা কি যুদ্ধ করিতে পারে ? তুমি বল, ঐ (মাসে) যুদ্ধ করা বড় পাপ, কিন্তু পরমেশ্বরের পথ রুদ্ধ করা, এবং তাঁহাকে অমান্য করা, পবিত্র ভজনালয়ে গমনের পথ রুদ্ধ করা, এবং তথা হইতে উপাসক লোকদিগকে দূরীভূত করা, পরমেশ্বর সমীপে গুরুতর পাপ ; এবং ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হওয়া, নরহত্যা অপেক্ষা অধিকতর অপরাধ ; তাহারা সাধ্যানুসারে তোমাদিগকে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করণাভিপ্রায়ে যুদ্ধ করণ জন্য আবিষ্ট রহিয়াছে ; কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ধর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া অবিশ্বাসে প্রাণ ত্যাগ করিবে, তাহাদিগের কর্ম্ম (সমূহ) ইহ লোকে এবং লোকান্তরে

নিষ্ফল হইবে, তাহারা অগ্নিবিশিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে অবস্থিতি করিবে।

২১৭। যাহারা বিশ্বাস করে, (ধর্ম্ম জন্য) পলায়ন করে, এবং পরমেশ্বরের পথের নিমিত্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা পরমেশ্বরের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, এবং পরমেশ্বরও (তাহাদের প্রতি) ক্ষমাশীল এবং কৃপাময়।

২১৮। যাহারা তোমাকে সুরাপান, এবং দ্যূতক্রীড়ার অনুমতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে, তুমি বল এ (উভয়েতেই) বড় পাপ, এবং ইহা লোকের লাভ-জনক, কিন্তু তদ্দ্বারা লাভাপেক্ষা পাপ অধিকতর হয়।

২১৯। তোমাকে আর জিজ্ঞাসা করিতেছে, যে তাহারা কি দান করিবে? তুমি বল, যাহা (তোমাদিগের ব্যয়ান্তরে) উদ্বৃর্ত্ত হইবে; পরমেশ্বর এই রূপে তোমাদিগের নিমিত্তে আজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, যেন তোমরা (তদ্বিষয়ে) এই জগতে এবং পরকালে ধ্যান কর।

২২০। আর তোমাকে পিতৃ মাতহীন বালক ও বালিকা সম্বন্ধে আজ্ঞা বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল, তাহাদিগকে (ধর্ম্মাভরণে) সুসজ্জ করাই উত্তম কার্য্য; এবং যদ্যপি (তাহাদিগের কোন) অর্থ প্রাপ্ত হও; তবে তাহা (যত্নপূর্ব্বক) রক্ষা কর, তাহারা তোমাদিগের ভ্রাতৃক, এবং মন্দ কারী ও হিতকারী (উভয়কেই) পরমেশ্বর জ্ঞাত আছেন, এবং পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের উপর ক্লেশ আনিতে পারেন, কারণ পরমেশ্বর পরাক্রমী এবং সুনিয়মকারী।

২২১। আর পৌত্তলিক স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবা না যে পর্য্যন্ত সে (মুসলমান ধর্ম্মে) বিশ্বাস কারিণী না হয়, এবং পৌত্তলিক স্ত্রীলোক তোমাকে সন্তোষ দান করিলেও, মুসলমান দাসী তদপেক্ষা ভাল, এবং পৌত্তলিক পুরুষও (মুসলমান ধর্ম্মে) বিশ্বাস না করিলে, তাহাকে বিবাহ করিও না; অবশ্য মুসলমান ক্রীত দাসও তোমাকে সন্তোষ দাতা পৌত্তলিক পুরুষ অপেক্ষা ভাল; তাহারা নরকের পথে আহ্বান করিয়া থাকে, এবং পরমেশ্বর স্বর্গধামের প্রতি, এবং নিজ অনুমত্যানুসারে পুরস্কারের প্রতি আহ্বান করেন, এবং তিনি মানবগণকে নিজ আজ্ঞাদি অবগত করেন যেন তাহারা তদ্দ্বারা সতর্কতা লাভ করে।

২২২। আর তাহারা তোমাকে স্ত্রীলোকদিগের রজ কালীন ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি উত্তর করিও, তাহারা (তৎকালে অশুচি, (এজন্য) স্ত্রীলোকেরা রজ যুক্তা হইলে তোমরা অন্তর থাকিবা, এবং তাহারা যে পর্য্যন্ত (সম্পূর্ণরূপে) শুচি না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের নিকট গমন করিবা না; এবং যখন তাহারা পরিষ্কৃত হইবে, তাহাদিগের নিকট গমন করিবা, যেমত পরমেশ্বর তোমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন; পরমেশ্বর অনুতাপ কারিণী এবং পরিষ্কৃতা (নারীগণের) প্রতি সন্তুষ্ট হন।

২২৩। তোমাদিগের স্ত্রীগণেরা তোমাদিগের ক্ষেত্র স্বরূপা, এজন্য নিজ ক্ষেত্রে যে দিক দিয়া ইচ্ছা হয় গমন কর; প্রথমে যে কার্য্য সমাধা করা উপযুক্ত, তাহা আপনার নিমিত্তে নিষ্পাদন কর; পরমেশ্বরকে ভয় কর, এবং তাঁহার নিকট যে তোমাদিগকে উপস্থিত হইতে হইবে,

ইহা অবগত হও; আর ভক্তিমান লোকদিগকে হর্ষজনক সম্বাদ শ্রবণ করাও।
২২৪। তোমরা যে ন্যায়াচারি এবং ধর্ম্ম পরায়ণ হইবা; এবং লোকের মধ্যে শান্তি (স্থাপন) করিবা, এজন্য পরমেশ্বরকে আপনার শপথের বিষয় করিও না, (অর্থাৎ তাঁহার নাম লইয়া শপথ কিম্বা দিব্য করিও না;) কারণ পরমেশ্বর শ্রোতা এবং জ্ঞাতা।
২২৫। তোমাদের শপথের বাক্যানুযায়ী কার্য্য না করিলে পরমেশ্বর তোমাদিগকে অপরাধী গণনা করিবেন না, কিন্তু তোমাদিগের হৃদয় হইতে যে কার্য্য নিষ্পাদিত হয়, তাহাই তিনি গণনা করেন; পরমেশ্বর মার্জ্জনা করেন, কারণ তিনি ধৈর্য্যশীল।
২২৬। যাহারা আপনাদিগের স্ত্রীগণের সঙ্গি হইতে পৃথক থাকিবার শপথ করিয়াছে, তাহারা চারি মাস অন্তর থাকিতে পারে কিন্তু যদ্যপি (এই সময়ের পূর্ব্বে,) একত্র হয়, তবে পরমেশ্বর ক্ষমাকারী এবং দয়াময় আছেন।
২২৭। যদ্যপি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে স্থির কর, তবে পরমেশ্বর সে বিষয়ের শ্রোতা ও জ্ঞাতা আছেন।

শ্রীতারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৌন্দর্য্য।

এই বিচিত্র বিশ্বের যে দিকেই নেত্রপাত করি, সেই দিকেই মনোহর, চিত্তরঞ্জক বস্তু সকল অবলোকন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া আকাশপটে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, নীল নভোমণ্ডলে মনোহর দিবাকর অতি প্রীতিকর নয়নরঞ্জন লোহিত বরণে রঞ্জিত। শিশিরসিক্ত তরুরাজি হইতে নীহারবিন্দু হরিদ্বর্ণ দুর্ব্বাদলোপরি পতিত হইয়া বালাতপ যোগে মুক্তার ন্যায় শোভমান। শাখা উপরি বিচিত্র বিহঙ্গদল মধুর স্বরে গান করিতেছে। স্বচ্ছ সরসী নীরে সরোজিনী বিকশিত হইয়া সমীরহিল্লোলে কখন বামে, কখন দক্ষিণে হেলিতেছে, কখন বা সলিল মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছে। অলিগণ দলে দলে আসিয়া শতদলোপরি বসিয়া মধুরস্বরে গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতেছে। মরাল সারস প্রভৃতি জলচরগণ কখন সলিলে বিচরণ, কখন বা তীরে ভ্রমণ করিতেছে। কোথায় বা গগণস্পর্শী ভূধর উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় বসুন্ধরা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং তাহার শিখর দেশ হইতে নদী ভ্রূকুটি করিয়া বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। রাত্রিকালে নক্ষত্রবিকীর্ণ নভোমণ্ডলের শোভা আরও অধিক মনোহর। তারাপতি নক্ষত্রগণে বেষ্টিত হইয়া সুধাসম শীতল কর বিকীর্ণ করিয়া দর্শক মাত্রেরই মনে হর্ষোৎপাদন করিয়া থাকে।

প্রাণীগণ মধ্যেও সৌন্দর্য্যের অসদ্ভাব নাই, কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী, কি

কীট, কি পতঙ্গ, যাহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহারই সৌন্দর্য্য দর্শনে মন হর্ষোৎফুল্ল হয়। অতি নিবিড় বিটপী, চারিদিকে বৃহৎ আকার মহীরুহগণ পল্লবে আচ্ছাদিত, অতি সুদৃশ্য ফল ভরে শাখা সকল অবনত, সুন্দর বন ফুলে তরুলতা সুশোভিত। হরিদ্বর্ণ শুক, কৃষ্ণবর্ণ কোকিল ও নানা বর্ণের বিচিত্র বিহঙ্গগণ কখন শূন্য মার্গে উড্ডীয়মান কখন বা শাখাপরি উপবেশন করিয়া গান করিতেছে। কোথায় বা অতি সুদৃশ্য মৃগগণ সভয়ে ভ্রমণ করিতেছে। কোথায় বা বৃহৎ আকার মাতঙ্গগণ যূথবদ্ধ হইয়া নির্ভয়ে বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিতেছে। ভীষণ আকার ব্যাঘ্র খাদ্য অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছে। কোথায় বা উদার স্বভাব পশুরাজ সিংহ শীলাতলোপরি সুখে নিদ্রা যাইতেছে। কোথায় বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সর্প সকল সূর্য্যের উত্তাপে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এই সকল অবলোকন করিলে কাহার্ মন আনন্দরসে পরিপূর্ণ না হয়? অতি সুরম্য উদ্যানে তরুগণ বিচিত্র কুসুমে মণ্ডিত। কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর কখন যাতি কখন যুঁই কখন বা মল্লিকা ফুলে বসিয়া মধুপান করিতেছে। বিচিত্র প্রজাপতি অতি সুচিক্কণ পাখা বিস্তার করিয়া কখন গোলাপ, কখন বেল ফুলে উড়িয়া বসিতেছে, দেখিয়া মন অবশ্যই পরম সন্তুষ্ট হয়। নিবিড় নিরদমালায় গগণ মণ্ডল আচ্ছাদিত। স্বর্ণলতা সদৃশ চপলার ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বল আভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত। শিখী কুল প্রমত্ত হইয়া বিচিত্র পাখা বিস্তারিত করত নৃত্য করিতেছে। দেখিলে মন অবশ্যই হর্ষোৎফুল্ল হয়। পরম সুন্দরী রমণীঅঙ্কে নব জাত শিশু শায়িত, অধরে হাস্যভরা, বালক বালিকাগণ নিশ্চিন্ত মনে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত, যুবক যুবতীগণ মনোহর বেশ ভূষায় সুসজ্জিত, দেখিলে কাহার্ মন না সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিবে? কিন্তু এই সকল বাহ্য সৌন্দর্য্য নশ্বর, ক্ষণকাল স্থায়ী। প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইলে কাননের আর সে রমণীয় শোভা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই বিচিত্র কুসুম, সেই নিবিড় পল্লব, সেই সুদৃশ্য ফল আর নয়নপথে পতিত হয় না। কোথায় বা তরুরাজি পত্র, কুসুম, ফলশূন্য হইয়া দণ্ডায়মান, কোথায় বা সমূলে উচ্ছেদিত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। প্রাণীগণও তদ্রূপ, পীড়া, জরা কি মৃত্যু বশতঃ সৌন্দর্য্যবিহীন হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের বাহ্য সৌন্দর্য্য ভিন্ন আর এক প্রকার আন্তরিক সৌন্দর্য্য আছে, তাহা চিরস্থায়ী ও অতি উৎকৃষ্ট, তাহা বর্ণনা করাই আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য।

মনুষ্যের মানসিক সৌন্দর্য্য ত্রিবিধ; বুদ্ধিমাধুর্য্য, নীতি মাধুর্য্য ও পারমার্থিক সৌন্দর্য্য।

অতি গম্ভীর স্বভাব আচার্য্য শিষ্য বৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দ মনে জ্ঞান বিতরণে রত। ছাত্রগণ শ্রবণ করিয়া কখন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া হাস্য করিতেছে, কখন করুণরসবিশিষ্ট বিষয়াদি শ্রবণ করিয়া বিষণ্ন বদনে অশ্রুজল নিপাতিত করিতেছে, কখন বা কোন গুরুতর বিষয় পাঠ করিয়া করতলে কপোলদেশ রাখিয়া গুরু

শিষ্য উভয়েই স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিতেছেন। গ্রহণ, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি নৈসর্গিক নিয়ম সকল মীমাংসা করিবার জন্য অতি বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ মনোযোগ পূর্ব্বক চিন্তা করিতেছেন। স্বীয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া অজানিত দেশ আবিষ্কার করিবার জন্য সাহসী ভূগোলবিত পণ্ডিতগণ অজানিত পথে গমনোদ্যত। কোথায় বা পদার্থবিদ্যাবিত পণ্ডিতগণ মনুষ্যের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির নিমিত্ত নানাবিধ যন্ত্র প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কোথায় কাহার বুদ্ধি প্রাখর্য্য বশতঃ মনুষ্যগণ সুন্দররূপে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে। ধনী সুন্দর বিচিত্র বসনে কলেবর সুসজ্জিত করিতেছেন, শকট, শিবিকা, অশ্ব, বাষ্পীয় শকট ও অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। কোন দুর্ভাগা মনুষ্য পীড়ায় অস্থির, পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ, যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে, চিকিৎসা বিদ্যাবিশারদ কবিরাজ ঔষধ দানে, সেই অতি উৎকট পীড়ার উপশম করিতেছেন। রাজ পথে দরিদ্র বসিয়া রহিয়াছে, ক্ষুৎপিপাসায় অস্থির, অঙ্গে বস্ত্র নাই, বদান্য মনুষ্য তাহার সেই দুঃখ দর্শন করিয়া দয়ার্দ্র হইয়া গোপনে অর্থ দানে তাহার দুঃখের লাঘব করিতেছেন। আহারীয় বস্তু প্রদানে ক্ষুধিত ব্যক্তির ক্ষুধা দূর করিতেছেন, বস্ত্র প্রদানে বস্ত্রহীনের লজ্জা নিবারণ করিতেছেন। পতিশোকে পতিব্রতা রমণীর মৃগবিনিন্দিত আঁখি সলিলে বিগলিত, মস্তকের চাঁচর চিকুর কেশ ধুলাবলুণ্ঠিত, ক্ষণে নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, কখন বা "হা, নাথ, দুঃখিনীকে একাকিনী ফেলিয়া কোথায় গমন করিলে? হা, বিধাতঃ, তুমি কি আমাকে চিরকাল রোদন করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলে? হে বসুন্ধরে, তোমার মুখ ব্যাদান করিয়া আমাকে গ্রাস কর," ইত্যাদি করুণস্বরে রোদন করিতেছে। পরোপকারী ব্যক্তিগণ শোকে মুগ্ধহৃদয় হইয়া তাহার নেত্র জল মুছাইয়া দিতেছেন, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া প্রতিবেশীর মঙ্গল সাধন করিতেছেন, বিপদ দূর করিতেছেন। কোথায় বা দেশ হিতৈষী ব্যক্তিগণ স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য পরিশ্রম, অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কোথায় বা ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিগণ প্রশান্ত মনে শোক দুঃখ ভোগ করিতেছেন। ভক্ত বৃন্দ একত্রিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে একাগ্র মনে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, নয়ন মুদ্রিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। মধুর স্বরে তাঁহার নামের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহার শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন, অন্যকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। এই সকল বিষয় অবলোকন করিয়া কে না মনুষ্যমনের উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিবে?

কিন্তু মনুষ্যের মন ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্ম্মিত ও তাহার সৌন্দর্য্য ঐশিক, ও অতি মনোহর হইলেও পাপ বশতঃ তাহার বিকৃতি হইয়াছে। যে মন প্রথমে ঈশ্বরপরায়ণতা, পবিত্রতা, দয়া, প্রেম, ধৈর্য্য ও পরমার্থ জ্ঞানে ভূষিত ছিল, তাহা

পাপ বশতঃ অপবিত্রতা, নাস্তিকতা, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি অসৎ গুণের বশবর্ত্তী হইয়াছে, পাপ প্রযুক্ত মনুষ্যমনের কি বিষম বিকৃতি হইয়াছে ! পরম সুন্দর পুরুষকে আশী-বিষে দংশন করিলে যেমন তাহার আর সেই রমণীয় রূপ মাধুরী দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই রূপ পাপ রূপ কাল সর্পে মনুষ্যমনকে দংশন করা প্রযুক্ত তাহার সৌন্দর্য্য তিরোহিত হই-য়াছে। কোথায় মনুষ্য ঈশ্বরের নিকটে বাস করিয়া তাঁহার উপাসনা ও তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিবে, না সেই মনুষ্য এক্ষণে ঈশ্বর হইতে অন্তরে বাস করিতে আকাঙ্ক্ষা করে। তাঁহার বিষয় চিন্তা করিলে মনুষ্য মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। কোথায় মনুষ্য আপনার প্রতিবাসির মঙ্গল করিবে, শোকার্ত্তের নেত্র নীর বিমোচন করিবে, দরিদ্রের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিবে, অজ্ঞানকে জ্ঞান প্রদান করিবে, না সেই মনুষ্য এক্ষণে আপনার প্রতিবাসির অনিষ্ট সাধনে সতত যত্নবান। কোথায় মনুষ্য, পবিত্র আচরণ, সৎ ক্রিয়া ও উত্তম কথপোকথন করিয়া, আপনার মঙ্গল সাধন ও ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করিবে, না সেই মনুষ্য এক্ষণে পাপ আচরণ, দুষ্ক্রিয়া, অশ্লীল কথপোকথন করিয়া আপ-নার অহিত সাধন ও ঈশ্বরের অগৌরব করিয়া থাকে। .

কোন স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বস্তুর বিকৃতি হইলে সহজে জানিতে পারা যায় না, কিন্তু কোন উৎকৃষ্ট বস্তু বিকৃত হইলে বিষম অনর্থের মূল হইয়া উঠে। মনুষ্যের মন আদৌ অতি পবিত্র, অতি উত্তম, সুতরাং পাপ বশতঃ তাহার বিকৃতি হওয়াতে বিষম অনর্থের মূল হইয়াছে। মনুষ্যের সুন্দর মনের সদ্গুণ সকল পাপ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, যথার্থ বটে, কিন্তু সেই সকল সদগুণ তাহার অন্তর হইতে একবারে অন্তর্হিত হয় নাই। তাহাদিগের বিকৃতি মাত্র হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য আপনার চেষ্টায় মনের উৎকর্ষ সাধনে অসমর্থ। পাপ তাহার স্বভাবসিদ্ধ, তাহা পরিত্যাগ করা মনু-ষ্যের সাধ্যাতীত। পরমেশ্বর মঙ্গলময়, তিনি প্রেমের আকর, দয়ার উৎস। তাঁহার যে কার্য্যের প্রতিই দৃষ্টিপাত করি, তাহাতেই তাঁহার অনুপম প্রেম ও দয়ার লক্ষণ অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হই। যদ্যপি আকাশমার্গে নেত্রপাত করি, তথায় কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, কি তারাগণ, যাহাই দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহাতেই ঈশ্বরের অতুল প্রেমের, অনুপম দয়ার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হই। আবার যদি ধরাতলে দৃষ্টিক্ষেপ করি, তাহা হইলেও, কি নির্ম্মল সলিল-পূর্ণ জলধি, কি নব দুর্ব্বাদলাচ্ছাদিত ক্ষেত্র, কি নিবিড় পল্লবাকীর্ণ ফলভরে অবনত তরুরাজি, কি বিচিত্র কুসুম-রঞ্জিত লতাকুল, কি সুকণ্ঠ বিহঙ্গ দল, কি অন্য কোন প্রাণী, যাহারই প্রতি দৃষ্টি করি, তাহাতেই পরমেশ্বরের অতুল প্রেমের লক্ষণ দেখিতে পাই। এরূপ প্রেমপূর্ণ পরমেশ্বর মনুষ্যকে ঈদৃশ নিরুপায় দেখিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকি-তে পারেন না। সত্য বটে, নর জাতি

আপনার দোষে এ রূপ বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে; সত্য বটে, পাপ বশতঃ মনুষ্য অনন্ত কাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবার উপযুক্ত। তথাচ পরমেশ্বর যদ্যপি তাহার উদ্ধারের উপায় না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার দয়াময় নামের কলঙ্ক হইত। কিন্তু সেই প্রেমপূর্ণ পরমেশ্বর মনুষ্যকে এ রূপ ঘোর বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন নাই; তিনি আপনার অদ্বীতিয় পুত্রকে নর জাতির পাপের শাস্তি ভোগ করিবার জন্য ও নিষ্কলঙ্ক; নিষ্পাপ জীবনের আদর্শ প্রদর্শিত করিবার জন্য এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাতে বিশ্বাস করিলে, আমাদিগের পাপের ক্ষমা হইবে। তাঁহার অনুকরণ করিলে আমাদিগের পাপ স্বভাব দূর হইবে। মনের বিকৃতি দূর হইবে, তাহা পূর্ব্বের ন্যায় ঈশ্বর পরায়ণতা, পবিত্রতা, দয়া, প্রেম, ধৈর্য্য প্রভৃতি সমুদায় সদগুণে পুনরায় ভূষিত হইবে। সমস্ত দুঃখ, বিপদ দূর হইবে। আর অনন্ত কালের নিমিত্ত বিষম নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। বরং এই পৃথিবীতে আমরা সুখ শান্তিতে বাস করিয়া মরণান্তে ঈশ্বরের নিকটে বাস করিতে পারিব। অনন্তকালের জন্য স্বর্গের বিমল সুখ সম্ভোগ করি। ইহাই উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য।

ভারতবর্ষে প্রটেষ্টাণ্টদিগের দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের ইতিবৃত্ত।

খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের ইতিবৃত্ত অতি চমৎকার। ইহাতে খ্রীষ্টিয়ানদিগের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি অচলা ভক্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানুষিক বিবেচনায় যে কার্য্য দুঃসাধ্য বোধ হয়, ঈশ্বরের কৃপায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। খ্রীষ্টের প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহারা গার্হস্থ মায়া, সভ্যতাপ্রধান দেশের সুখ সচ্ছন্দতা বিসর্জন দিয়া অসভ্য লোকালয়ে জীবন ক্ষেপণ করতঃ ও তদ্বাসীদিগের পারমার্থিক ও লৌকিক হিতসাধনে আপনাদিগের সময়, প্রাণ ন্যাস্ত করেন। খ্রীষ্টের প্রাথমিক শিষ্যেরা এই কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা তাঁহাদিগের পদের যথার্থ যোগ্য, তাঁহারাও তাহা করিয়া থাকেন। এক ভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা যে প্রকার অদ্ভুত নৈতিক ও পারমার্থিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন, ইদানীন্তন প্রচারকদিগের দ্বারা এক্ষণেও তাহা সাধিত হইতেছে। ধর্ম্মাত্মার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তৎকালে জানিত সমস্ত জগতে সুসমাচার প্রচার ও খ্রীষ্টের রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে আমরা অতি প্রাচীনকালের প্রচার কার্য্যের ইতিবৃত্তের বিষয় কিছু উল্লেখ করিব না; ভারতবর্ষে আধুনিক প্রটেষ্টাণ্টদিগের

প্রচার কার্য্যের সংক্ষেপ আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের কি মহাশ্চর্য্য নিবন্ধন! সাংসারিক কার্য্য হইতে পারমার্থিক হিতসাধন হইয়া থাকে। ইউরোপীয় জাতিরা প্রথমে ধন লালসায় বাণিজ্যার্থে ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং তৎ কার্য্যই প্রচার কার্য্যের সূত্রপাত বলিলে বলা যাইতে পারে। ইংরেজ জাতিরা প্রথমে প্রচার কার্য্যে মনোনিবেশ করেন নাই; এ বিষয়ে ওলন্দাজেরা ও দিনেমারেরা তাঁহাদের অনেক অগ্রে যত্ন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে ট্রানকুইবার নামক স্থানে খ্রীষ্টাব্দের শতের শতাব্দীর প্রারম্ভে দিনেমারেরা কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে তাঁহারা সুসমাচার প্রচার দ্বারা দেশীয় লোকদিগকে পরিবর্ত্তিত করিবার কিছু কল্পনা করেন নাই। ডেন্মার্ক দেশের রাজা চতুর্থ ফ্রেড্রিক ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে সুসমাচার প্রচার বিষয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন, এবং সেই বৎসর শেষ না হইতেং ট্রানকুইবারে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। সেই অব্দেই দুই জন প্রচারক এক খান দিনেমার জাহাজে ট্রানকুইবার অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন। ইহাঁদের এক জনের নাম বারথলমুই ঝিজেনবল্জ, এবং আর এক জনের নাম হেনরি প্লুটস্কো। তাঁহারা প্রসিদ্ধ হাল্ নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ফ্রাঙ্কের অধীনে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই অধ্যাপক নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি রাজার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া তাঁহাদিগকে পৌত্তলিকতা তিমিরাবৃত ভারতবর্ষে সুসমাচারগত অনন্ত সত্য প্রচার করিবার নিমিত্ত মনোনীত করিলেন। তাঁহারাও খ্রীষ্টীয়ানোচিত ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া এই গুরুতর ভার গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা প্রভুর কার্য্যের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বে যে সকল রোমান কাথলিক প্রচারক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বাপ্তাইজিত করিতে পারিলেই প্রচার কার্য্য সিদ্ধ হইল, বোধ করিতেন। বাপ্তাইজিত লোকদিগের খ্রীষ্টীয়ানোপযোগী অন্তঃকরণ ও জীবনের বিষয় নিতান্ত উপেক্ষা করিতেন, কিন্তু ইহাঁরা তদ্বিপরীত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল বাপ্তাইজিত নহে, যথার্থ পরিবর্ত্তিত করিতে আসিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় শিক্ষা দান বিষয়ে তাঁহাদিগের মনে যথার্থ নিরাময় ভাব ছিল। ধর্ম্মপুস্তকই তাঁহাদিগের অবলম্বন ছিল; তদনুযায়ী কার্য্য করাতে তাঁহাদিগের ভান কিম্বা ছল করিবার প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহাদিগের এই সংকল্প ছিল যে, ধর্ম্মান্ধ দেবপুজকদিগের সম্মুখে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রের জাজ্বল্যমান সত্যের আলোক উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে পৌত্তলিকতার বিষময় ছায়া হইতে উদ্ধার করিবেন।

এই কার্য্যে তাঁহাদিগের যে ব্যাঘাত জন্মিবে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা অজ্ঞাত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহারা প্রভুর কৃপায় নির্ভর করিয়া যৌবন-সুলভ আগ্রহ সহকারে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া করমাণ্ডেল তীরে যাত্রা করিলেন। পথি-

মধ্যে অনেক বিপদ ঘটিয়াছিল, ও অনেক সময়ও ক্ষেপণ হইয়াছিল। এই অবকাশে যে প্রণালীতে তাঁহারা কার্য্য করিবেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিতেন। করমাণ্ডেল তীরে পঁহুছিয়া দেশস্থ লোকদিগকে দর্শন করিলে পর তাঁহাদের চক্ষু ছল ছল করিয়াছিল। সহানুভূতিতে তাঁহাদের অন্তঃকরণ স্ফুরিত হইয়াছিল। দেশে আগমন করিলে পর তাঁহারা কিছু মাত্র উৎসাহ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগের দেশস্থ লোকেরা তাঁহাদিগকে বাতুলের মতন বোধ করিতেন। এই অবস্থায় তাঁহারা আপনা আপনি সান্ত্বনা করিতেন, এবং প্রেরিতদিগের কথা স্মরণ করিতেন। তাঁহাদিগের প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নাই। কাল সহকারে তাঁহাদের প্রতি লোকেদের যে অভক্তি ছিল, তাহা তিরোহিত হইয়াছিল, এবং নানা স্থান হইতে তাঁহারা উৎসাহবর্দ্ধক উত্তেজনা পাইয়াছিলেন। ১৭০১ অব্দে ইংলণ্ডে বিদেশে সুসমাচার প্রচার করিবার এক সমাজ স্থাপিত হয়। (Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts) ১৭০৯ অব্দে এই সমাজ তাঁহাদিগকে ২০০ শত টাকা এবং কতক গুলি পুস্তক দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী অ্যানের স্বামী জর্জকর্ত্তৃক ইহা দত্ত হইয়াছিল।

প্রথমেই ত কার্য্য আরম্ভের বিশেষ ব্যাঘাত হইয়াছিল। প্রচারকেরা সাধু ওলোন্দাজী ভাষাবাদী ছিলেন। যাহাদিগের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা তামিল ভাষা কহিত ও অন্য কোন ভাষা বুঝিত না। এক্ষণে দুই উপায়ে প্রচার কার্য্য সমাধা হইতে পারিত। প্রথমতঃ, দেশীয়লোকদিগকে ওলন্দাজী ভাষা শিক্ষা দেওন, দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা করন। প্রথম উপায়টী যে অনায়াস সাধ্য নহে, তাহা সহজেই বোধ হইবে, অতএব তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে বিদেশীয়দিগের পক্ষে ভারতবর্ষীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে হয় না; উপযুক্ত শিক্ষক, অভিধান, ব্যাকরণ, ও অন্য২ উপযোগী পুস্তকের কিছু মাত্র অভাব নাই, কিন্তু তৎকালে এ সকলের নিতান্ত অসদ্ভাব ছিল। তাঁহাদিগকে পাঠশালায় ছাত্রদিগের সহিত ভূমিতে অক্ষর লিখিতে হইয়াছিল। বালক ও দেশীয় লোকেরা তাঁহাদিগকে শিক্ষা করিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই প্রণালীতে শিক্ষা করা তাঁহাদিগের পক্ষে কতদূর কষ্টকর হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, পাঠকগণ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অনেক কষ্টে তাঁহাদিগের ভাষায় ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল, এবং পরিণামে হিন্দুদিগের শাস্ত্রও পাঠ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা ভীত হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগের অন্যমত অসহিষ্ণুতা ও দেষ দ্বারা ও তৎকালের ইউরোপীয়দিগের খ্রীষ্টীয়ানের অনুচিত ব্যবহার দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারে অধিকতর ব্যাঘাত হইয়াছিল। তৎকালে এতদ্দেশীয় লোকেদের এই সাধারণ মত ছিল যে, "খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রেতের ধর্ম্ম,

খ্রীষ্টীয়ানেরা অতিশয় মদ্য পান করে, অতিশয় অন্যায় করে, এবং অন্যকে অতিশয় মারে ও গালাগালি দেয়।" কিছু কাল পরে শেষোক্ত ব্যাঘাতের নিবারণ হইয়াছিল। তাঁহাদিগের অমত্ততা, সাধুতা, পবিত্রতা, ও ন্যায়াচরণ দ্বারা তাঁহারা লোকদিগের ভক্তিভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং আপনাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক ক্ষালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রোমানকাথলিক যাজকদিগ-হইতে তাঁহারা বিলক্ষণ প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার অনেক পূর্ব্বে রোমানকাথলিক মত এতদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছিল, অতএব তন্মতাবলম্বী যাজকেরা অনেক দিবসাবধি এদেশে বাস করিতেছিলেন। ইহা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু মহাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রটেষ্টান্ট যাজকেরাও তাঁহাদের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন। যে সকল যাজকেরা বিদেশীয় লোকদের নিকট সুসমাচার প্রচার না করিয়া, গিরজাতে ইউরোপীয়দিগকে উপদেশ দিতেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন। কিন্তু যখন প্রচার হইয়া উঠিল যে, এই প্রচারকেরা রাজার আশ্রয়ে কার্য্য করিতেছেন, তখন সে ভাবের ব্যত্যয় হইল। তৎস্থানের শাসনকর্ত্তা নিজে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন, এবং তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ করিলেন। যাজকেরা তৎস্থানীয় জর্ম্মানদিগের উপকারার্থে তাঁহাদের গিরজায় উপদেশ দিতে অনুরোধ করিলেন। কিছু দিন পরে প্রচারকেরা আপনাদিগের নিমিত্ত একটী গিরজা নির্ম্মাণের কল্পনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দেশীয় এক জন আঢ্য লোক তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য দান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার প্রতি তাঁহার স্বদেশীয় লোকদের এমন বৈরভাব হইয়াছিল যে, কিয়ৎকালের নিমিত্ত তাঁহাকে এদেশ ত্যাগ করিতে হয়।

১৭০৭ অব্দের ৭ মে তারিখে তাঁহারা কয়েক জন দেশীয়কে খ্রীষ্টাশ্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় তাঁহাদিগের বিশেষ গৌরবের কারণ ছিল না, কারণ পরিবর্ত্তিতেরা সমাজে নিম্ন শ্রেণীর লোক—তাহারা দিনেমারদিগের দাস শ্রেণীতে ভুক্ত ছিল। এ অবস্থায় তাহারা যে তাহাদিগের প্রভুদিগের সহিত এক জাতি হইবে, ইহা তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদিগের সদুপদেশ দিবার খ্যাতি এই প্রকারে ব্যাপিয়া পড়িল যে তাঁহাদিগের বাটীতে শ্রোতাদিগের সমাবেশ হইত না। অতএব তাঁহারা একটী ভজনালয় নির্ম্মাণের নিমিত্ত দৃঢ়কল্প হইলেন। ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ে এই কার্য্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। অর্থের অনাটনে কিম্বা অন্য প্রকার সাহায্যের অভাবে এই সৎকার্য্য হইতে স্থগিত হইতে হয় নাই। ১৮০৭ অব্দের ১৩ই জুন তারিখে ইহার ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়, এবং সেই অব্দের ১৪ আগষ্টে ইহা সমাপ্ত হয়। হঠাৎ খ্রীষ্টীয় উপাসনার মন্দির উত্থিত হইতে দেখিয়া দেশীয় লোকেরা বিস্মিত হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে ঝিজেনবল্‌জ বলিয়াছিলেন, এই কার্য্যারম্ভ অবধি ঈশ্বর আমাদের

সহায় আছেন, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল। ভজনালয় প্রস্তুত হইলে পর শ্রোতাদিগের অভাব হয় নাই। এই যুবা প্রচারকেরা পোরটুগিস ও তামিল ভাষায় পোরটুগিস, রোমান কাথলিক, প্রটেষ্টান্ট, হিন্দু, ও মুসলমানদিগকে উপদেশ দিতেন।

অনেকে কৌতুহল তৃপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে, কেহ২ বা উপহাস করিতে তথায় উপস্থিত হইতেন। ঝিজেনবল্জ ও প্লুটস্কো ইহার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেন। একবারে যে দলে দলে খ্রীষ্টীয়ান হইবে, তাঁহারা এ প্রকার আশা করেন নাই, তাঁহারা নামধারী খ্রীষ্টীয়ানের আকাঙ্ক্ষী না হইয়া প্রকৃত পরিবর্ত্তনের প্রত্যাশা করিতেন। পরিবর্ত্তিতমনাদিগের সংখ্যা অতি অল্পে২ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে কাহারও কাপট্যে, ও অধপতনে সময়ে২ তাঁহাদিগকে তগ্নাশ করিত। উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকদের পক্ষে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করা ও সর্ব্বনাশগ্রস্ত হওয়া একই কথা ছিল; খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাঁহাদিগকে ধন মান কুল, সকলই বিসর্জ্জন দিতে হইত। তন্নিবন্ধন প্রচার কার্য্যের ভয়ানক ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। তাঁহাদিগের ইউরোপবাসী বন্ধুরা এ বিষয় সবিশেষ বুঝিতেন না, কিন্তু তাঁহারা ইহাতে উপেক্ষা না করিয়া ইহার প্রতীকার নিমিত্ত নিতান্ত যত্নবান হইলেন।

যাহারা পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিত এবং প্রেরিতেরা তাহাদিগকে কোন না কোন কার্য্য করাইয়া অন্ন বস্ত্র দিতেন। এই হেতু তাহাদের মনোপরিবর্ত্তনের সারল্যের প্রতি অনেকে সন্দিহান হইতেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকেরা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বস্বাস্ত হইতেন ও কষ্টে পড়িতেন; এ কারণ তাঁহারাও তাহা করিতে পারিতেন না। ঝিজনবল্জ ও প্লুটস্কো অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন, এই ব্যাঘাতের দূরীকরণ নিমিত্ত এক কারখানা স্থাপন করিয়া কল্পনা করিলেন যে, পৌত্তলিক ধর্ম্ম হইতে পরিবর্ত্তিত লোকেরা তথায় কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এই সময়ে প্রচার কার্য্য সংশ্লিষ্ট এই প্রকার নানা হিতানুষ্ঠান হইয়াছিল, এবং প্রচারকদিগের তাদৃশ অর্থের সঙ্গতি ছিল না, অতএব তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। সেই সময়ে এখনকার মতন ভারতবর্ষ আর ইউরোপে গমনাগমনের কিম্বা সংবাদ প্রেরণের সুবিধা ছিল না, অতএব এই অবস্থায় কখন্ যে সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, তাহাও তাঁহারা নিশ্চয় জানিতেন না। ট্রানকুইবারের শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য ইউরোপীয়েরা এক্ষণে এই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, রাজা কিম্বা অন্য২ আধিপত্যশালীব্যক্তিরা অনুকূল থাকিলে ইহাদিগের এ অবস্থা হইত না, এ কারণ তাঁহারাও তাঁহাদের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রেরিতেরা পাঠশালা, ভজনালয় নির্ম্মাণ, ইত্যাদি নানা হিত কার্য্যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহা পরিশোধ করিতে না পারাতে ঝিজেন-

বল্‌জকে কারাবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। এই অবস্থায় এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাঁহার প্রত্যয়ের ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি ঈশ্বরে একান্ত ভরসা রাখিয়া সহিষ্ণুতা ও স্থিরভাব অবলম্বন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাকে চারি মাস কাল কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরেই ইউরোপ হইতে সম্যক প্রকার সাহায্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; অর্থ, পুস্তক, সহপরিশ্রমীরা আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন।

তৎপরে এই প্রকার বিপৎ পাতের আর ভয় ছিল না, কারণ ডেন্মার্কের রাজ্ঞী ট্রাংকুইবারের শাসনকর্ত্তাকে এক পত্র লিখিয়া এই অনুজ্ঞা পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি যেন সর্ব্বদা তাঁহাদের তত্ত্বাবধারণ ও যাহাতে তাঁহাদের মঙ্গল হয়, এই প্রকার যত্ন করেন। এক্ষণে ঝিজেনবল্জ নিশ্চিন্ত হইয়া দেশীয়ভাষায় ধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ধর্ম্ম পুস্তকের অন্তভাগ প্রথমেই অনুবাদ করেন। ১৭০৮ অব্দে আক্‌টোবর মাসে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, ১৭১১ অব্দে মার্চ্চ মাসে সমাপ্ত করেন। তৎপরে আদি ভাগের রুথের পুস্তক পর্য্যন্ত অনুবাদ করেন। ধর্ম্মপুস্তক অনুবাদ করিয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনন্ত সত্য পরিজ্ঞাত করিবার এই প্রথম উদ্যোগ। ইতিপূর্ব্বে রোমান কাথলিক যাজকেরা কেবল বাপ্তাইজিত করিয়া ও অপরিজ্ঞাত ভাষায় উপদেশ দান করিয়া বিবেচনা করিতেন যে, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচার করা হইয়াছে। আমাদিগের প্রেরিতদিগের এ পদ্ধতি ছিল না; তাঁহারা নিমগ্নবচ্ছন্ন আত্মাকে ঈশ্বরদত্ত সত্যের দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া ঈশ্বরের কৃপায় তাহাদিগকে নূতন মন ও নূতন জীবন ধারণ করাইতে বিশেষরূপে যত্ন করিতেন। বালকদিগকে পাঠশালায় শিক্ষাদান ও দেশীয় ভাষায় ধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদ দ্বারা খ্রীষ্টীয় সত্য প্রচার করাই তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী ছিল। এই নব প্রণালীতে তাঁহাদের নাম গৌরবাস্পদ করিয়াছে। ধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদ হইয়া প্রথমে তাল পত্রে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু পরে প্রচারকেরা মুদ্রা যন্ত্র স্থাপিত করিলে পর তাহা মুদ্রিত হয়। অনেক কষ্টে মুদ্রা যন্ত্রের নিমিত্ত চাঁদার দ্বারা টাকা সংগ্রহ হইলে পর মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর গুলি অর্ণবপোতে এদেশে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু যে মুদ্রাকর এই সমভিব্যাহারে আসিতেছিলেন, তিনি পথি মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনার পর প্রচার কার্য্য সংশ্লিষ্ট একটী যুবা ব্যক্তি মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং পরে সেই কার্য্যে দক্ষ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইল, কারণ তাঁহাদের কাগজ প্রাপ্ত হইবার উপায় ছিল না। তাঁহারা ইহাতে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া, কাগজ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কারখানা স্থাপন করিলেন। ঝিজেনবল্‌জ আত্যন্তিক পরিশ্রমে জীর্ণ হইয়া শীঘ্রই কাল গ্রাসে পতিত হন। ১৭১৯ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি অনন্ত বিশ্রামে প্রবেশ করেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু ইহার কয়েক বৎসর

পূর্ব্বে প্লুটস্কো ইউরোপে প্রত্যাগমন করেন। এই কার্য্যের আদি স্থাপন কর্ত্তারা লোকান্তরিত হইলে পর তৎকার্য্যের ভার গ্রণ্ডল সাহেবের প্রতি পতিত হয়। তিনি উপরোক্ত প্রচারকদিগের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন; তাঁহার অন্তরে তাঁহাদের মতন প্রচার কার্য্য সম্বন্ধীয় উদ্যোগ উদ্দীপ্ত ছিল, কিন্তু তিনি ভগ্ন-স্বাস্থ্য থাকাতে তাঁহাকে সেই গুরুতর ভার নির্ব্বাহার্থে প্রাণ সমর্পণ করিতে হইয়াছিল। ১৭২০ অব্দে মার্চ্চ মাসে তিনি অমরত্ব প্রাপ্ত হন। তৎপরে তাঁহার পদে অন্যং গুণবান ও কর্ম্মক্ষম লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের প্রচার কার্য্য ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে ক্রমশঃ বিস্তারিত হইতে লাগিল, এবং তাঁহাদের সুচারু কার্য্য প্রণালী দ্বারা মান্দ্রাজের তীরস্থ ইংরেজদিগের বিশ্বাস ভাজন হইয়া তাহাদিগ হইতে সম্যক প্রকারে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। প্রচার কার্য্য উপলক্ষে ঝিজেনবল্জ অনেক বার মান্দ্রাজ নগরে গমন করিয়াছিলেন, এবং মান্দ্রাজবাসী ইংরেজেরা তাঁহাকে যথাযোগ্য সদয়তা ও সম্মান সহকারে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইংরেজ কর্ম্মচারীরা অথবা ইংরেজ যাজকেরা তাঁহার কিম্বা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের প্রতি কোন প্রকার অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই। ঝিজেনবল্জের জীবন চরিতে দুই জন ইংরেজ যাজকের নাম উল্লেখ আছে। এই দিনেমার প্রেরিত মান্দ্রাজে গমন করিলে পাদরি জর্জ লূইস সাদরে তাঁহাকে আপন গৃহে আহ্বান করতঃ ভারতবর্ষবাসী ও ইংলণ্ডস্থ তাঁহার স্বদেশস্থ লোকদিগকে এই পবিত্র কার্য্যে তাঁহাকে আনুকূল্য করিতে অনুরোধ ও উত্তেজনা করিতেন। ১৮১২ অব্দে তিনি এই প্রেরিতদিগের অনুকূলে খ্রীষ্টীয় জ্ঞান প্রচার সমাজের সম্পাদককে (Christian Knowledge Society) পত্র লিখেন; সেই পত্রের মর্ম্ম এই,—ট্রানকুইবারস্থ প্রচার কার্য্যে উৎসাহ দান করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রটেষ্টান্ট দিগের মধ্যে এই প্রচার কার্য্যের প্রথম উদ্যম। সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করা আমাদিগের কোন প্রকারে উচিত নহে, তাহা হইলে আমাদিগের বিপক্ষ রোমান কাথলিকেরা আমাদের উপর বড় আস্ফালন করিবে। জানুয়ারি মাসে যে জাহাজ ইউরোপে গমন করিবে, তদ্দ্বারা আমি সমাজকে ও আপনাকে পত্রের দ্বারা জ্ঞাত করিব যে আপনাদিগের এই সম্মাননীয়, ঈশ্বরপরায়ণ ও খ্রীষ্টীয় কার্য্যের আমি এক জন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।—ইহার দুই বৎসর পরে ঝিজেনবল্জ স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ইউরোপ গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে তিনি মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার পুরাতন বন্ধু লুইস্ সাহেবকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার পরিবর্ত্তে ষ্টিভেনসন সাহেব নামক এক জন নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার মনেও তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীর ন্যায় এই প্রেরিত কার্য্যের প্রতি উদ্যোগ জাজ্বল্যমান ছিল। তিনি এক্ষণে সহশ্রমী প্রেরিতের প্রতি আতিথ্য সৎকার সম্পাদন দ্বারা আপনাকে চরিতার্থ করিলেন। ষ্টিভেন্সন সাহেব প্রচারকার্য্যের

এক জন যথার্থ বন্ধু ছিলেন। ঝিজেনবলজের অনুপস্থিতি কালে ট্রানকুইবারের প্রচার কার্য্যের অর্থের অভাবে অসুবিধা হইয়াছে শুনিয়া, তিনি গ্রগুলর সাহেবকে এই অনুরোধ করেন যে তাঁহাদের অর্থ আসিয়া পঁহুছিবার পূর্ব্বে যত অর্থের আবশ্যক, তাহা যেন তিনি তাঁহা হইতে গ্রহণ করেন। এই যাজকদিগের উৎসাহ এবং খ্রীষ্টীয় জ্ঞান সমাজের আনুকূল্যে দিনেমার প্রেরিতেরা মান্দ্রাজ ও কডালোর নগরে প্রচার কার্য্যালয় স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রচার কার্য্যে তাঁহারা তদানীন্তন ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ হইতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের যে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

ঈশ্বরের কৃপায় গ্রেটবিটনের রাজা জর্জ হইতে ট্রানকুইবারস্থ প্রেরিত সুপণ্ডিত ও ভক্তি ভাজন বারথলমিউ ঝিজেনবলজ ও জন আরনেষ্ট গ্রগুলরের প্রতি।

ভক্তি ও প্রণয়ভাজন মহাশয়েরা ;—

আপনাদের এই বৎসরের ২০ জানুয়ারীর পত্র অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে পাঠ করিয়াছি ; আপনাদের পৌত্তলিকদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করিবার কার্য্যে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিয়াছে, তাহাই নহে, বরং আমাদিগের রাজ্য মধ্যে প্রচার কার্য্যের প্রতি এত উদ্যোগ আছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। আমরা এই প্রার্থনা করি যে, আপনারা শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল প্রাপ্ত হন, ও আপনাদিগের পরিচর্য্যা সাফল্য সহকারে সম্পাদন করেন। আপনাদিগের সাফল্যের সমাচার প্রাপ্ত হইলে বড় আহ্লাদিত হইব এবং যদ্দ্বারা আপনাদের কার্য্যের সহায়তা ও উৎসাহের বর্দ্ধন হয় তাহা করিতে আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি। আমাদিগের রাজকীয় অনুকম্পা আপনাদিগের প্রতি সর্ব্বদা আছে, এ বিষয় আমরা আপনাদিগকে নিশ্চয় জানাইতেছি।

হাম্পটন রাজ বাটী হইতে ২৩ আগষ্ট খ্রীষ্টাব্দ ১৭১৭, তারিখে জর্জের রাজ্যাধিকারের চতুর্থ বৎসরে প্রেরিত।

ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ হইতে আর এক খান পত্র পাইয়া, এই মহাত্মারা তাঁহাকে যে প্রত্যুত্তর লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহার অনুবাদ নিম্নে দিতেছি ; ইহাতে তৎ কালের প্রচার কার্য্যের অবস্থার বিষয় বর্ণিত আছে, ভরসা করি, পাঠকবর্গ তৎপাঠে সন্তোষ প্রাপ্ত হইবেন। পত্রের মর্ম্ম এই ;—

"যত দূর আনন্দ মনে কল্পিত হইতে পারে, ততদূর আনন্দ সহকারে আমরা মহারাজের অনুগ্রহ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তন্মধ্যে রাজকীয় অনুকম্পার এই বাক্য গুলি," যেমন আপনাদিগের কার্য্যের সাফল্য ও পরিবর্দ্ধনের সমাচার পাইয়া তৃপ্ত হইব, তদ্রূপ উপযুক্ত সময় অনুসারে এই কার্য্যের বৃদ্ধির ও আপনাদিগের উৎসাহ উত্তেজনার নিমিত্ত আমরা সাহায্য দান করিতে প্রস্তুত থাকিব ;" পাঠ করিয়া আমরা ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধির উদ্যোগে উত্তেজিত হইয়াছি। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, মহারাজ আমাদিগের প্রচার কার্য্যের বিষয়

বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করিতে অনুমতি দান করিতেছেন, অতএব আমরা বিলক্ষণ ভরসা করি যে মহারাজের ধর্ম্ম রক্ষক যে উপাধি আছে, তাহাতে "ধর্ম্ম প্রচারের উত্তর সাধক" মহোপাধি সংযোজিত করিয়া কেবল যে যীশু খ্রীষ্টের রাজ্য আপনার রাজ্য মধ্যে সংস্থাপন করিবেন তাহা নহে. বরং পৃথিবীস্থ দূরদেশীয় পৌত্তলিক ও অবিশ্বাসিদিগের মধ্যেও তাহা প্রচার করিবেন। আপনার অন্তঃকরণ যে এই পবিত্র কার্য্যে নত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া, এবং আপনার এই অযোগ্য ভৃত্যদিগের আপনি যে মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহা সাতিশয় বিনম্র ভাবে স্বীকার করিয়া, আমরা মহারাজ সমীপে আমাদিগের কার্য্যের অবস্থার বিষয়ে বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করিতেছি, ভরসা করি, অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন।

সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর যে পরিমাণে আমাদের প্রতি তাঁহার বর প্রদান করিয়াছেন, তদনুযায়ী আমরা (প্রেরিতেরা) পৌত্তলিকদিগের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য তাহাদের ভাষায় বাহুল্য রূপে প্রচার করিতে যত্নবান হইয়াছি, কারণ এতদ্ব্যতীত তাহাদের পরিবর্ত্তনার্থে তাহাদের অন্তঃকরণ অন্য কোন প্রকারে স্পর্শ করিবার উপায় নাই। এই কার্য্যে সহায়তার নিমিত্ত আমরা দেশীয় লোকদিগকে প্রথমে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের পরিত্রাণ জনক জ্ঞানে শিক্ষা দিয়া পরে তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশক পদে নিযুক্ত করত পৌত্তলিকদিগের মধ্যে সেই জ্ঞান প্রচার করিতে প্রেরণ করি। যে যে স্থানে খ্রীষ্টীধর্ম্ম বিষয়ে মৌখিক উপদেশ প্রদান করা যাইতে পারে না, সেইং স্থানে আমরা মালাবার দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক প্রেরণ করি, এবং সকল অবস্থার ও সকল প্রকার লোকেরা তাহা পাঠ করিয়া থাকে। আমরা ইহা বিলক্ষণ জানি যে, এই কার্য্যের স্থায়িত্ব ও পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত ধর্ম্ম পুস্তকের অনুবাদ ও অন্য হিতজনক পুস্তক দেশীয় ভাষায় প্রচারের আবশ্যক, তদনুসারে অনেক দিন পূর্ব্বে আমরা অন্ত ভাগের অনুবাদ সমাপ্ত করিয়া প্রচার করিয়াছি, এবং এক্ষণে অত্যন্ত শ্রম সহকারে আদিভাগ মালাবার, দেশীয় ও পোরটুগিশ ভাষায় অনুবাদ করিতে নিযুক্ত আছি। ইহা ব্যতীত, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল উপদেশ সকল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আমরা প্রতি বৎসরে অনেক পুস্তক রচনা করিয়া থাকি। আমাদিগের ইংলণ্ডস্থ হিতাকাঙ্ক্ষীরা আমাদিগকে যে মুদ্রাযন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা এই পুস্তক গুলি মুদ্রিত করিয়া আপনাদিগকে উপকৃত বোধ করি। আমাদের মুদ্রা যন্ত্রে সর্ব্বদা যেন অক্ষর থাকে, এই নিমিত্ত আমরা ছাঁচ কাটিবার ও অক্ষর প্রস্তুত করিবার লোক নিযুক্ত করিয়া রাখি; পুস্তক বন্ধন করিবার নিমিত্তও লোক থাকে, এবং পুস্তক বন্ধনের নিমিত্ত যে পদার্থ ও যন্ত্রের আবশ্যক হয়, তাহা প্রশংসনীয় খ্রীষ্টীয়জ্ঞান সমাজ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। কাগজের অভাবের প্রতীকার করিবার নিমিত্ত অনেক ব্যয়ে আমরা একটা কাগজের কারখানা স্থাপন করিয়াছি। এত-

দ্বারায়, আমরা এই দেবপূজক দেশে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে বাচনিক ও লিখিত উপদেশ দ্বারা, বাহুল্যরূপে সুসমাচারের জ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকি, এবং তদ্দ্বারা লোকদের মনে অনুকূল ভাব উদয় হয়। কেহ কেহ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা আপত্তি ও উপহাস করে; কেহ কেহ বা পৌত্তলিকতার ঘৃর্ণাহতা বুঝিতে পারিয়া তাহা পরিত্যাগ করে; কেহ কেহ বা এই উপদেশ দ্বারা উৎকৃষ্টতর নিয়মাবলী অবলম্বন করিয়া, তাহাদের বচনের ও লিখনের দ্বারা প্রকাশ করে যে তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে; কেহ কেহ বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, কিন্তু সাংসারিক কারণ বশতঃ বাপ্তিস্ম কিম্বা খ্রীষ্টীয়ান নাম ধারণ স্থগিত করিয়া রাখে। কেহ কেহ বা সকল প্রকার ব্যাঘাত অতিক্রমণ করিয়া তাহাদিগের জ্ঞানকে বিশ্বাসের বশীভূত করিয়া দৃঢ়তা সহকারে প্রকাশ্যরূপে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করে; কিছুকালের নিমিত্ত ইহারা আমাদিগের ও দেশীয় ধর্ম্মোপদেশকদের দ্বারা শিক্ষিত হইয়া অনুতাপ ও পরিবর্ত্তনের লক্ষণ প্রকাশ করিলে পর পবিত্র বাপ্তিস্মের দ্বারা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর অন্তর্গত হয়। যাহারা আমাদিগের মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে যত্ন সহকারে শিক্ষা দান করিতেছি, যেন তাহাদের অন্তরে খ্রীষ্ট স্থাপিত হন।

আমরা এই প্রকারে তাহাদের সহিত ধর্ম্ম চর্চ্চা করিয়া থাকি; তাহাদের গৃহে দেশীয় ধর্ম্মোপদেশকদিগকে পাঠাইয়া তাহাদের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্নোত্তর করি, তাহাদের আচার ব্যবহার অবলম্বন করি, ধর্ম্ম বিষয় প্রশ্নোত্তরে তাহাদের পরীক্ষা করি, তাহাদের সহিত প্রার্থনা করি। প্রার্থনার বিষয়ে চর্চ্চা রাখিবার জন্য সপ্তাহের মধ্যে তিন বার তাহাদের নিকট প্রার্থনা ও পাঠ করা হয়। তাহাদের যে কোন বিষয় থাকে, আমরা অবাধে তাহাদিগকে তাহা জানাইতে দিই। আমাদিগের প্রকাশ্য ধর্ম্ম চর্চ্চা এই প্রকারে হইয়া থাকে; প্রত্যেক রবিবার প্রাতে মালবার ভাষায় এবং পোরটুগিশ ভাষায় উপদেশ দান করা হয়, এবং অপরাহ্নে উভয় ভাষাতে আমরা প্রশ্নোত্তর করি। ইহা ব্যতীত ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত আমরা সাধু ওলন্দাজি ভাষায় একটী উপদেশ দিয়া থাকি। প্রত্যেক বুধবারে আমরা ভজনালয়ে পোরটুগিশ ভাষায় ও প্রত্যেক শুক্রবারে মালবার ভাষায় প্রশ্নোত্তর করি। আমাদিগের মণ্ডলীভুক্ত লোক দিগের সন্তান সন্ততিদিগকে আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল উপদেশ, লিখন, পঠন ও অন্যান্য উপকারী শিক্ষা দান করিয়া থাকি। তাহারা সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের ব্যয়ে প্রতিপালিত হয়। যাহারা সুসমাচার প্রচার কার্য্যের বাসনা করে, তাহাদের নিমিত্ত আমরা এক শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছি, এবং তথা হইতে আমরা শিক্ষক, ধর্ম্মোপদেশক, ও পাঠক প্রাপ্ত হইয়া থাকি। যে সকল বালকদিগের যোগ্যতা নাই, আমরা তাহাদিগকে কোন শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিতে নিযুক্ত করি। এই নগরে এবং এতন্নিকটবর্ত্তী জনাকীর্ণ গ্রামে২ আমরা এক একটী

পাঠশালা স্থাপন করিয়াছি, এবং বালক বালিকারা অন্ন বস্ত্র ব্যতীত সর্ব্ব বিধায়ে আমাদের ব্যয়ে, খ্রীষ্টীয় শিক্ষকদিগের দ্বারা, শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের কার্য্যের উপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ এই প্রকার বর্ত্তিয়াছে যে আমাদের নূতন মণ্ডলী বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা প্রথমে যে ভজনালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, তাহাতে আর কুলায় না, অতএব আর একটী বৃহত্তর ভজনালয় নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হই, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ কার্য্য দুই বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত করিতে পারিয়াছি, এবং এক্ষণে আমরা অনবরত তিন ভাষায় সেই স্থানে উপদেশ দিয়া থাকি। এই স্থান বাসী ইংরেজদিগের ইচ্ছানুযায়ী আমরা ফোর্টসেন্ট জর্জ ও ফোর্টসেন্ট ডেভিডে একটী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছি। এক্ষণকার মান্দ্রাজরাজ্যের শাসনকর্ত্তা আমাদিগের প্রচার কার্য্যের এক জন বিশেষ বন্ধু, এবং সম্প্রতি তিনি আমাদিগকে অধিক অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদিগের অন্যং বন্ধুরা আমাদিগের এ বৎসর যাহা অভাব ছিল,তাহা পরিপূরণ করিয়াছেন।

যে প্রভুর কার্য্যেতে আমরা নিযুক্ত আছি, তাঁহার ভাবিদর্শিতায় যেন আমরা ভবিষ্যতে পরিচালিত হই, এবং আমাদের কার্য্যের প্রতিপোষণার্থে যেন ইউরোপীয় সকল লোকের মন উদ্দীপ্ত হয়, ও এই সময় মণ্ডলীর দ্বারা পৌত্তলিকদিগের পরিত্রাণ আগ্রহ সহকারে সুসাধিত এবং তাহাদের মনোপরিবর্ত্তন বর্দ্ধিত হয়। আমাদিগের এই প্রার্থনা যেন আমাদের দয়াবান ঈশ্বর মহারাজকে সকল প্রকার মঙ্গলে সুশোভিত করেন। ইত্যাদি।

ট্রাণ কুইবার ২৪ নবেম্বর ১৭১৮

বারথলমিউ ঝিজেনবল্‌জ
এবং
জন আরনেষ্ট গ্রণ্ডলর,

ঝিজেনবল্‌জ সাহেব অনন্ত বিশ্রামে প্রবেশ করিলে পর গ্রণ্ডলর সাহেব তাঁহার অনুগমন করেন; তৎপরে সল্‌জ নামে এক সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। পরে প্রচার কার্য্যকারকদিগের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তৎসঙ্গে পরিবর্ত্তিতদিগের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রথমে পরিবর্ত্তিতদিগের সংখ্যা অল্পই ছিল, কিন্তু ১৭৫৬ অব্দের যুবাল বৎসরের সময় তাহাদের সংখ্যা তিন সহস্র হয়। ঈশ্বরের বাক্য কখনই ব্যর্থ হয় না। বিশ্বাস সহকারে প্রচারিত হইলে শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, তাহা দ্বারা অবশ্যই ফল ফলিবে; ক্ষুদ্র শর্ষপের বীজের মতন বর্দ্ধিত হইয়া শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষের সদৃশ ঈশ্বরের বাক্য ব্যাপ্ত হয়।

দিবাকর।

১

উদিল সুনীলাকাশে লোহিত তপন ;
ঘুচিল তিমির, শীতল সমীর,
কাঁপায়ে কুসুম বন করে সঞ্চালন,—
বিভুর চরণ মন স্মর না এখন।

২

ফুটিল বিমল নীরে অমল কমল ;
আসি দলে দলে, বসে শত দলে,
ষট পদগণ পেয়ে পদ্ম পরিমল,—
সরসীর শোভা কিবা হইল উজ্জ্বল।

৩

কাননের শোভা হেরি অতি মনোহর ;
কুসুম রতনে, তরু লতাগণে,
সাজাইল সযতনে যেই চিত্রকর,—
হেরিবে কি সেই জনে নয়ন চকোর ?

৪

কলঙ্কের নাহি লেশ তপন বরণে ;
স্বচ্ছ শশধর, মৃণাল নিকর,
নিষ্কলঙ্ক নাহি কেহ এই ত্রিভুবনে,—
কাহার তুলনা দিব দিবাকর সনে ?

৫

গ্রহগণ নৃপ ভানু জ্যোতির আকর ;
মন্ত্রী শশধর, নক্ষত্র কিঙ্কর,
পাইয়া তাহার জ্যোতিঃ হয়েছে সুন্দর,—
সকলের করে হিত এই নৃপবর।

৬

সদাকাল সমভাবে উদয় তপন ;
হ্রাস নাহি পায়, সদা পূর্ণকায়,
অতিশয় সমুজ্জ্বল ভানুর বরণ,—
ক্ষয় নাহি হয় কভু বিধুর মতন।

৭

মেঘধনু হেরি আজি উদয় গগণে ;
চাঁদের কিরণ, হেরেছে নয়ন,
দেখি না এ রূপ রূপ এই ত্রিভুবনে,—
জলদের যেবা শোভা তপন কিরণে।

৮

এই ছিল কোথা গেল রবি মনোহর।
গগণ মলিন, সবে জ্যোতি হীন,
পরিল ধরণী ধনী বিসাদ অম্বর ;
গ্রহণ কারণ নাহি দেখি দিবাকর।

৯

পূর্ব্বদিগে সুখতারা উদয় আকাশে ;
যীশু ত্রাণ হরি, নর দেহ ধরি,
কুমারীর ক্রোড়াকাশে হরিশে বিকাশে,—
পাপঘন তিরোহিত যীশু রবি ত্রাসে।

১০

যীশু দিবাকর কর ক্রমে খরতর ;
নিজ জ্যোতিঃ দানে, পরমার্থ জ্ঞানে,
পূরিত করেন তিনি ভক্তের অন্তর,—
ভ্রম, তম, শোক পাপ হতেছে অন্তর।

১১

ধর্ম্মাচলে যীশুর আজি হয় আরোহণ ;
তাঁর ভক্ত যত, গ্রহগণ মত,
রয়েছে করিয়া তাঁরে যতনে বেষ্টন,—
পাইয়া বিমল আভা উজ্জ্বল কেমন।

১২

কেন নাহি হেরি আজ যীশুর বদন ;
তাঁর ভক্তগণ, করিছে রোদন,
বিষাদ অনলে সব হতেছে দহন,—
কালভেরি শৈলোপরি হেরিয়া গ্রহণ।

সন্দেশাবলী।

— সাধারণ অশ্লীলতা নিবারণার্থ কলিকাতায় একটী সভা স্থাপিত হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের অশ্লীলতা অতি অসুখের কারণ। এ দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইংরাজী সাহিত্যের যথেষ্ট প্রচার দ্বারা বাঙ্গালিরা সাধারণ অশ্লীলতার দোষ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বকার গ্রন্থকারেরা অনেকে আদিরস ঘটিত বিষয় লইয়া আপনাদের কবিত্বের পরিচয় দিতেন। বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী, দাসুরায়ের পাঁচালী, চন্দ্রকান্ত, কামিনীকুমার প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। কেবল ভাষা রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি কয়েক খানি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকে অশ্লীলতা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আজকাল যে সকল নাটক হইতেছে, তাহাও অশ্লীলতা দোষ মিশ্রিত। বটতলা হইতে মধ্যে২ যে সকল চটি পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত রথে ও রাসে অনেক অশ্লীল ছবি ও মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল নিবারিত না হইলে সমাজের ভদ্রস্থতা থাকে না। কলিকাতার মিশনরি সভার উদ্যোগে এই সাধারণ অশ্লীলতা নিবারণী সভা স্থাপিত হইতেছে। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান, সকলেই এই মঙ্গলকর কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, এই সভা বর্ত্তমান লেপ্টেনান্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবের সাহায্যে দেশের সাধারণ অশ্লীলতা নিবারণে সমর্থ হইবেন।

— অবগত হওয়া গেল, পোপ আবার পীড়িত হইয়াছেন।

— উড়িষ্যার অন্তঃপাতী পিপলির ভ্রাতৃগণ আপনাদের উপদেশকের ভরণ পোষণার্থ প্রতি সপ্তাহে কিছু২ দান করিতেছেন। যদিও এই সকল খ্রীষ্টাশ্রিত অতি দরিদ্র, ও কৃষক মাত্র, তথাচ ইহঁাদের এরূপ উদ্যোগের প্রশংসা করিতে হয়। ফলতঃ বিবেচনা করিতে গেলে দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে যে রূপ উদ্যোগ দেখা যায়, কলিকাতার বাবু খ্রীষ্টীয়ানদিগের তেমন নহে।

— পাদরি ষ্টুয়াট সাহেব বিশপস্ কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসিতেছেন। বিশপস্ কলেজের অবস্থা এক্ষণে অতি শোচনীয়। কিয়দ্দিন হইল, একটী বাঙ্গলা শ্রেণী খোলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত ইংরাজী শ্রেণীতেও কয়েকটী যুবক ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। কিন্তু শিক্ষক অভাব। আর প্রপগেশন সোসাইটীর সেরূপ যত্নও নাই। তাহা থাকিলে এই কলেজটী এরূপ অবস্থাপন্ন হইত না। ইহাতে যথেষ্ট ছাত্র নাই, অধ্যাপক ও যথেষ্ট শিক্ষক নাই। ইহার প্রশস্ত বাটী সকল শূন্য পড়িয়া আছে। পাদরি ষ্টুয়ার্ট সাহেব আসিলে, আমরা ভরসা করি, এ কলেজের উন্নতি সাধন চেষ্টা হইবে। কিন্তু এক জন অধ্যক্ষ ও এক

জন অধ্যাপকে কাজ চলিবে না। আরও কয়েক জন অধ্যাপকের প্রয়োজন। পাদরি কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে পাদরি গোপাল চন্দ্র মিত্রকে নিযুক্ত করিলে উত্তম হয়।

—ব্রাহ্মদিগের ভাদ্রোৎসবে কেশব বাবুদের উপাসনা মন্দিরে এক রবিবারে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত উপাসনা, সংকীর্ত্তন, ধ্যান প্রভৃতি হইয়াছিল। ঐ দিবস ১৩ জন যুবক সমাজভুক্ত হন। আমরাও ঐ দিবস উপস্থিত ছিলাম। উপাসনা মন্দিরে এত লোক আসিয়াছিল যে স্থানাভাব হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশই দর্শক। মন্দিরে ব্রাহ্মিকাদিগের সংখ্যা অতি অল্প দেখিলাম, আমরা আরও শুনিলাম, ব্রাহ্মিকাদিগের ধর্ম্মানুরাগ অতি অল্প।

— বম্বের মিশনরি ফ্রাইস সাহেব বলেন যে, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি একবার গোদাবরীর উৎপত্তি স্থানে ত্র্যম্বক নামে যে তীর্থ স্থান আছে, তথায় সুসমাচার প্রচার করিতে গমন করেন, কিন্তু লোকেরা তাঁহাকে প্রস্তরাঘাত করে। কিন্তু এক্ষণে সেই স্থানে অবাধে গমন করিয়া থাকেন, সুসমাচার প্রচার ও বিতরণ করেন। লোকেরা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়া থাকে। এমন কি, তীর্থ স্থানে আগত লোকেরা সেই তীর্থের বিরুদ্ধে যে পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহাই মূল্য দিয়া ক্রয় করে।

— সাপ্তাহিক সংবাদে লিখিত হইয়াছে, কোন২ স্থানের ভ্রাতৃগণ নগর সংকীর্ত্তন করিতেছেন। নগর সংকীর্ত্তন এ দেশে নূতন বিষয় নহে। চৈতন্য সশিষ্য নগরে২ সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। দেশীয় নিয়মানুসারে ধর্ম্ম প্রচার করিলে লোকের হৃদয় সেই প্রচারিত বাক্য স্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা ইউরোপীয় রীত্যনুসারে ইংরাজী স্বরে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহাদের কথা যে লোকের হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে, আমাদের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম যদি বিদেশীয় বেশে এ দেশে আনীত না হইত, তাহা হইলে উহা এ দেশীয় লোকের এত অপ্রিয় হইত না। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রথম হইতে এ দেশে বিদেশীয় রীত্যনুসারে প্রচার হইতেছে, আর বোধ হয়, তাহাতেই এ দেশের লোকের উক্তধর্ম্মের প্রতি এতাদৃশ অশ্রদ্ধা। এ দেশের পক্ষে সংকীর্ত্তন ও কথকতার দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করা বড়ই উত্তম প্রণালী। শুদ্ধ বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে লোকের মনে যত না ধরিবে, সংকীর্ত্তনসহ, বা কথকতাসহ প্রচার করিলে তদপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়রূপে লোকের মনে তাহা অঙ্কিত হইবে। রামায়ণ অপেক্ষা খ্রীষ্টের চরিত্রে করুণরসের আধিক্য অত্যন্ত। কিন্তু খ্রীষ্টের জন্ম, মৃত্যু বৃত্তান্ত বক্তৃতাসহ বর্ণন করিয়া কয় জন প্রচারক হিন্দুর চক্ষে জল আনিতে সক্ষম হইয়াছেন? কিন্তু সেই বিষয় এক বার সঙ্গীতে বলিয়া দেখ, কত লোক কাঁদিবে। কিন্তু তেমন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত আমাদের নাই। সুরচিত কতকগুলি সঙ্গীতের আবশ্যক।

— ত্রিবাঙ্কুরের রাজা দেশীয় ভাষায় সাধারণ লোকের বিদ্যা শিক্ষার জন্য

অনেক স্কুল করিতেছেন, ইহাতে সাধারণ লোকদের বিদ্যাশিক্ষার অনেক সুযোগ হইয়াছে। কিন্তু আমরা শুনিলাম, খ্রীষ্টীয়ানদিগকে সেই সকল বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হইতেছে না। ভারবর্ষের মধ্যে কেবল ত্রিবাঙ্কুরেই খ্রীষ্টীয়ানগণ তাড়িত ও পীড়িত হইয়া থাকেন।

— আলাহাবাদে বিধবা ও পিতৃহীন সন্তানদিগের উপকারার্থ, প্রেসবিটেরিয়ান ফণ্ড নামে একটী পেন্সন ফণ্ড আছে। আমরা উহার এক বিংশতি রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। ফণ্ডের স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ৭৫, বৃত্তি ভোগীর সংখ্যা ১৩। ফণ্ডের মূলধন ২০৭৩০ টাকা। কিন্তু ব্যাঙ্কের হাতে ১০৫৭০৸৶১০ রাখিবার আবশ্যক দেখি না। ব্যাঙ্কে পাঁচ শত টাকা জমা হইলেই তাহা দ্বারা কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা উচিত।

— লণ্ডনে "একসিটার হল" নামে একটী উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত অট্টালিকা আছে। মেমাসে এই অট্টালিকায় আধিকাংশ ধর্ম্মসংক্রান্ত সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে। বাইবেল সোসাইটীর গত বার্ষিক অধিবেশনে আর্ল সাফটসবারি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পাদরি বার্ণ সাহেব সোসাইটীর রিপোর্ট পাঠ করেন। সেই রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে পোপের অভ্রান্ততা লইয়া গোল হইবার পর অবধি ইউরোপে বাইবেল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রয় হইতেছে।— ডাং মোফাটের প্রযত্নে আফ্রিকাতে দুই ভিন্ন ভাষায় বাইবেলের নূতন অনুবাদ হইতেছে। গত বৎসরে সোসাইটীর আয় ১৮৮,৮৩৭০ টাকা ও ব্যয় ২০৫, ২১৩০ টাকা।

— একসিটার হলে বাপ্তিষ্ট মিশন সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশনে আলাহাবাদের মিশনরি টমাস ইভান্স সাহেব অতি চমৎকার বক্তৃতা করেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে "আমি একবার এক হিন্দু তীর্থ স্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণ আমাকে তাহার মধ্যে প্রবেশ ও তত্রত্য বিগ্রহ দর্শন ও স্পর্শ করিতে দিল। পরে যখন আমি চলিয়া আসি, তখন ব্রাহ্মণ আমার কাছে পুরস্কার চাহে। আমি তাহাকে বলিলাম যে যদি তোমার বিগ্রহটী দেও, তবে আমি তোমাকে একটী টাকা দিতে পারি। ব্রাহ্মণ প্রথমে সম্মত হইল না, শেষে বিগ্রহ আনিয়া দিল, আমি এক টাকায় এক হিন্দুর দেবতা ক্রয় করিলাম।" ইভান্স সাহেব আরও বলেন যে আজি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অর্দ্ধেক লোক খ্রীষ্টের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পায় নাই। বাঙ্গালি খ্রীষ্টীয়ানেরা এ কথা শুনুন। অনেক কথা কহা হইয়াছে, কিছু কাজ চাই।

বিমলা।

উপন্যাস।

১৩ অধ্যায়।

বেলা প্রহরেক আছে—অলকা দেবীর বাটীতে বিমলা আপনার কক্ষে পর্য্যঙ্কোপরি কেশ বিন্যাস করিতে বসিয়াছেন। কেশপাশ আলুলায়িত করিয়া উপাধানে প্রশস্ত দর্পণ রাখিয়া, বিমলা কেশ বিন্যাস করিতে বসিয়াছেন।

শরৎকালের জলধর সদৃশ মুক্তকেশ তুষার ধবল পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে। মুক্তকেশী বিমলার রূপরাশি জড়ময় মুকুর আদরে আপনার বক্ষে আঁকিয়াছে। বিমলা শ্বেত প্রস্তর পাত্র স্থিত সুগন্ধি তৈলে কেশরাশি অভিষিক্ত করিলেন। দ্বিরদরদ নির্ম্মিত চিরুনীদ্বারা মুক্তকেশ রচনা করিলেন। পৃষ্ঠদেশ হইতে গুচ্ছ২ করিয়া চম্পককলিকা নিন্দিত অঙ্গুলী দ্বারা মুক্তকেশ বেণীবদ্ধ করিলেন। একাবেণী পৃষ্ঠ দেশে লম্বিত করিলেন। সীমন্তে হীরক খচিত শিথি, কর্ণদ্বয়ে মণিময় কর্ণাভরণ পরিলেন। পরিয়া স্বচ্ছ মুকুরে দৃষ্টিপাত করিলেন। বিমলার মুখ শশী একাই সেই মকুরতল অধিকার করে নাই। বিমলা দেখিলেন, গৃহের ছাত রক্ষার্থ যে সকল কড়িকাষ্ঠ ছিল, তাহার প্রতিবিম্ব মুকুরে পড়িয়াছে। একটী কড়িকাষ্ঠে মাকড়সা জাল পাতিয়া তাহার এক কোণে লুকাইয়াছিল, একটী অবোধ মক্ষিকা উড়িয়া২ সেই জালে পড়িল, মাকড়সা অমনি তাহাকে ধরিল। দর্পণ প্রান্তে বিমলা এই সকল দেখিলেন, ভাবিলেন,—সেই মক্ষিকার দশা দেখিতে২ ভাবিলেন, সেই মাকড়সার ধূর্ত্ততা চিন্তা করিতে২ ভাবিলেন—অলকা দেবীর সঙ্গে সেই মাকড়সার তুলনা করিতে২ ভাবিলেন—আপনাকে সেই মক্ষিকার ন্যায় বিপদগ্রস্ত জানিয়া ভাবিলেন, "আমি যবনের হস্তগত হইয়াছি। যে যবনের ভয়ে পিতা আমাকে রতন সিংহের গৃহে রাখিয়াছিলেন, আমি সেই যবনের হস্তগত হইয়াছি।" এমন সময়ে বিমলার সম্মুখ স্থিত সেই দর্পণে এক জন পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হইল। বিমলা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

সেই প্রতিবিম্ব মিরজা খাঁর। বিমলার দেহ লতা কাঁপিতে লাগিল। শরীরস্থ শীরা সমূহে শোণিত প্রবাহ দ্রুত চলিতে লাগিল। কক্ষের দ্বারদেশে মিরজা খাঁ দাঁড়াইয়াছিল। বিমলা দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া গবাক্ষের দিগে মুখ রাখিয়া বসিয়াছিলেন। সুতরাং মিরজা খাঁর প্রতিমূর্ত্তি দর্পণে পড়িয়াছিল। যদি দর্পণ খানি গবাক্ষ দিয়া ফেলিয়া দিলে দর্পণ সহ মিরজা খাঁর মূর্ত্তি বিলোপ হইত, বিমলা তাহা করিতেন। পশ্চাৎ ফিরিতে বিমলার সাহস হইল না। যবন এতক্ষণ নীরবে ছিল, এখন কথা কহিল। কহিল, "বিমলা, এখন কে রক্ষা করে?" বিমলা কহিলেন, "ঈশ্বর—যিনি এত কাল রক্ষা করিয়াছেন।" এই বলিয়া ওড়না পাড়িয়া পরিলেন। পর্য্যঙ্ক

হইতে নামিয়া দাঁড়াইলেন, যবনের দিগে সম্মুখ করিয়া প্রলয় কালের অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় দাঁড়াইলেন। একাবেণী পৃষ্ঠে দুলিতে লাগিল। বিমলা আর বার বলিলেন, "ঈশ্বর রক্ষা করিবেন।" মিরজা খাঁ বিমলার সাহস ও তৎকালের ভাব দেখিয়া অবাক হইল। সে বলিল, "এখন আমার সঙ্গে চল।"

বিমলা কহিলেন, "তোমার সঙ্গে? প্রাণ থাকিতে না।" মিরজা খাঁ কহিল, "যদি ইচ্ছায় না যাও, অনিচ্ছায় যাইতে হইবে।"

বিমলা ক্রোধ ভরে কহিলেন, "তুমি দূর হও, নচেৎ প্রাণ হারাইবে।"

মিরজা খাঁ কহিল, "আমরা বীর পুরুষ; মরিতে ভয় করি না। বিশেষ তোমার মত সুন্দরীর হাতে মরাও সুখ।"

এই কথায় বিমলার ক্রোধাগ্নি আরো প্রজ্জ্বলিত হইল। তাঁহার স্মরণ হইল, উপাধানের নীচে ছুরিকা আছে, ইহাতে তাঁহার সাহস দ্বিগুণ হইল। তিনি গ্রীবা দেশ বঙ্কিম করিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "শুন মিরজা খাঁ, আমি রাজপুত কুমারী, মরিতে ভয় করি না, মারিতেও ভয় করি না, তবে এই দেখ।" এই বলিয়া উপধানের নীচে হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া মিরজা খাঁকে আক্রমণ করিলেন। ইহাতে মিরজা খাঁ দুই তিন পদ পশ্চাৎ সরিল। কোন আঘাত লাগিল না। ইতিমধ্যে আর এক ব্যক্তির পদ শব্দ শ্রুত হইল। দেখিতে দেখিতে পৃথ্বীসিংহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যবন বাক্য ব্যয় না করিয়া চলিয়া গেল।

১৪ অধ্যায়।

ভগবান দাস আর অমর সিংহ ছদ্মবেশে বেড়াইতেছেন। তাঁহারা এক্ষণে দীল্লি নগরেই আছেন। দীল্লিতে অনেক রাজপুত রাজা ও সৈন্য আছেন। তাঁহাদিগকে হস্তগত করা ভগবান ও অমর সিংহের উদ্দেশ্য। তাঁহারা কাবুলী মেওয়া ওয়ালার বেশে দীল্লি নগরের সর্ব্বত্র গতায়াত করিতেছিলেন। কেহ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে নাই। কেবল যাহারা জানিত, তাহারা চিনিত। অলকাদেবী চিনিলেন। তিনি চিনিয়া মিরজা খাঁকে বলিয়াছিলেন। মিরজা খাঁ তাঁহাদের অন্বেষণে লোক নিযুক্ত করিয়াছেন।

শরৎ কালের রজনী পৃথিবীকে হাস্যময়ী করিয়াছে। সুনীল আকাশপটে শত২ নক্ষত্র পরিবেষ্টিত সুধাকর উদিত হইয়াছে। প্রসন্ন সলিলা যমুনা আদরে সুধাকর শোভিত গগণমণ্ডলের সেই অপূর্ব্ব চিত্র খানি আপনার পক্ষে আঁকিতেছে,—সমীরণ আঁকিতে দিতেছে না—সে জলরাশি আলোড়িত করিতেছে যমুনাকে অস্থির করিতেছে,—আঁকিতে দিতেছে না—সে যেন ঈর্ষ্যাবশতঃ এরূপ করিতেছে। এমন সময়ে দুইজন কাবুলী মেওয়া ওয়ালা যমুনার তটে পাষানময় ঘাটে বসিয়া আছেন। বসিয়া২ তাঁহারা চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাদের হৃদয় তন্ত্রীর তালে২ যমুনার তরঙ্গ সজ্ঘাত হইতেছে। ইহাঁরা ভগবান ও অমর সিংহ। ভগবান কহিলেন ;—

"তবে অদ্য নিশাবসানের পূর্ব্বেই এ নগর পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

অমর। একবার বিমলাকে না দেখিয়া যাব না।

ভগবান। তাহা হইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। কেননা অলকাদেবী হইতেই আমাদের এ ছদ্মবেশ প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি আমাদের মিত্র নহেন।

অমর। তিনি যদি আমাদের মিত্র না হইবেন, তবে অনুপ সিংহ বিমলাকে তাঁহার নিকট রাখিলেন কেন? আর তিনি আমাদের প্রতিও অতিশয় সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ভগবান। অলকাদেবীর চাতুরী বুঝিতে পারা সহজ কথা নহে। আমি এক বৎসর দীল্লিতে থাকিয়া তাঁহাকে বেশ জানিয়াছি।

অমর। তবে বিমলার তাঁর গৃহে থাকা অবিধেয়।

ভগবান। তাহা বলিতে পার; কিন্তু আমাদেরও আর এনগরে থাকা বিধেয় নহে।

অমর। তবে বিমলাকে ফেলিয়া?—

ভগবান। বিমলাকে ফেলিয়াই যাইতে হইবে। তুমি মরিলে দেশের যত ক্ষতি হইবে, বিমলা মরিলে তত হইবে না।

অমর। বিমলা মরিলে আমার যত ক্ষতি হইবে, সমস্ত রাজপুতানা তাহা দিতে পারিবে না।

ভগবান। তবে তুমি, দেখিতেছি, বিমলাকে না দেখিয়া যাইবে না।

অমর। আমি বিমলাকে এ শত্রুপুরী হইতে উদ্ধার না করিয়া যাইব না।

ভগবান। তবে সর্ব্বনাশ করিবে।

অমর। তাহাও স্বীকার।

এমন সময়ে অদূরে স্ত্রীলোকের রোদন শব্দ শ্রুত হইল। স্বর লক্ষ্য করিয়া অমর সিংহ ও ভগবান পশ্চাৎ দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, অদূরে যমুনার ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধা আছে। একজন বলবান যবন একটী স্ত্রীলোককে বলপূর্ব্বক সেই নৌকায় তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। স্ত্রীলোকটীর পশ্চাৎ কয়েক জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা স্ত্রীলোকটীর গাত্রে হস্ত প্রদান করিতেছে না। স্ত্রীলোকটী কোন মতে নৌকায় উঠিতেছে না। দেখিয়া অমর সিংহ কহিলেন, "এ স্ত্রীলোকটীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করা আমাদের কর্ত্তব্য।"

ভগবান। আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট অস্ত্র শস্ত্র নাই, বিশেষ উহাদের জনবল অধিক। স্ত্রীলোকটীকে রক্ষা করিতে গেলে আত্মবিনাশ সম্ভাবনা।

অমর। আত্মবিনাশে—বিশেষ পরের উপকার জন্য—রাজপুত কবে বিমুখ? যদি রাজপুতের সাক্ষাতে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট হইল, তবে আর রাজপুতের হাতে অস্ত্র কেন? আমি চলিলাম।

এই বলিয়া অমর সিংহ উঠিলেন; বায়ুবেগে সেই ঘটনা স্থলাভিমুখে দৌড়িলেন। ভগবান দাসও তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। অমর সিংহ নিকটে যাইয়া সেই বলবান যুবাপুরুষকে দেখিয়া চিনিলেন। সে মিরজা খাঁ, স্ত্রীলোকটীকেও চিনিলেন—তিনি বিমলা। অমর সিংহ যে ক্ষণে মিরজা খাঁ ও বিমলাকে চিনিলেন, সেই ক্ষণেই একবারে ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। তিনি সিংহের ন্যায় গর্জ্জন সহ মিরজা খাঁকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। অমর

সিংহকে আসিতে দেখিয়া মিরজা খাঁ লম্ফ দিয়া নৌকার মধ্যে গেল। যবন-হস্তভ্রষ্ট হইয়া বিমলা যমুনার জলে ঝাঁপ দিলেন। মিরজা খাঁর সঙ্গিরা অমর সিংহ ও ভগবান দাসকে ধরিল। ধরিবার উদ্যোগে তাহাদের দুই তিন জনের প্রাণ গেল, আর কেহ২ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইল।

অমর সিংহ ও ভগবান দাস বন্দী হইয়া আগ্রার দুর্গে নীত হইলেন। তাঁহারা যে ছদ্ম বেশী, তাহা প্রকাশ পাইল। আকবর সাহ তাঁহাদের প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিলেন। আগ্রার দুর্গ মধ্যে একটী অন্ধকারকুঠরী ছিল, তাঁহারা তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগকে অনাহারে নষ্ট করা পরামর্শসিদ্ধ হইল।

সেই দিন রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময়ে যমুনার তীরে একটী মৃতদেহের সংকার হইতেছিল। তাহার অগ্নি শিক্ষা শরৎ-সমীরণে প্রজ্বলিত হইয়াছে। চিতার অনতিদূরে যমুনার তটে বসিয়া একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক কাঁদিতেছেন। তাঁহার নয়নাশ্রু যমুনার জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া অদৃশ্য হইতেছে। এক জন প্রাচীন পুরুষ চিতায় মধ্যে২ এক২ খানি কাষ্ঠ খণ্ড ফেলিয়া দিতেছেন। আর কেহ তথায় ছিল না।

ইতি মধ্যে একটী আর্দ্র বসনা যুবতী মৃদুমন্দ গমনে চিতার অনতিদূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কাহাকে কিছু কহিলেন না। নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রাচীন পুরুষ তাঁহাকে প্রথমে দেখিতে পাইলেন। যুবতী যেখানে দাড়াইয়া ছিলেন, সেই খানে বসিয়া পড়িলেন। প্রাচীন ব্যক্তি নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কে?"

আর্দ্র বসনা যুবতী কোন উত্তর করিলেন না। তিনি আরো বেগে কাঁদিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞাসিলেন, "বৎসে, তুমি, কে—কাঁদিতেছ কেন?" শোক সন্তপ্তা প্রাচীনা স্ত্রীলোকটীর কানে এই কথা গেল। তিনি ক্ষণেক মাত্র নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া যুবতীর নিকটে আসিলেন, এবং উন্মত্তার ন্যায় তাঁহার গলা ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই যে আমার মন্দাকিনী!"

বৃদ্ধ সেই প্রাচীনাকে কহিলেন, "ব্রাহ্মণি, তুমি কি বাস্তবিক উন্মত্তা হইয়াছ? তোমার মন্দাকিনীর দেহ অর্দ্ধ ভস্ম হইয়াছে। স্থির হও, ইনি কে, তাহা জিজ্ঞাসা কর।"

ব্রাহ্মণী গলদশ্রু নয়নে কহিলেন, "এই আমার মন্দাকিনী, ভগবতী যমুনা সদয় হইয়া—আমার দুঃখে কাতরা হইয়া, আমার মন্দাকিনীকে ফিরাইয়া দিয়াছেন।"

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, ব্রাহ্মণীর ভ্রান্তি দূর করিবার চেষ্টা এখন নিষ্ফল। ব্রাহ্মণী এক মাত্র দুহিতা মন্দাকিনীর শোকে উন্মত্তা হইয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি মন্দাকিনীর সংকার কার্য্যে মনোযোগী হইলেন। ব্রাহ্মণী আর্দ্র বসনা যুবতীর গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

আর্দ্রবসনা যুবতী শোকসন্তপ্তা জননীর দুঃখে আত্মদুঃখ বিস্মৃত হইলেন। তিনি কোমল ক্ষীণ স্বরে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "জননি, আমি আপনার মন্দাকিনী নহি। কিন্তু আজি হইতে আমি মন্দাকিনীর

স্থানীয় হইলাম। আজি হইতে আপনি আমার জননী।”

অনেক ক্ষণ পরে ব্রাহ্মণীর ভ্রান্তি দূর হইল। এতক্ষণে মন্দাকিনীর দেহ ভস্মসাৎ হইল। যমুনার জলে চিতা ধৌত হইল। তখন ব্রাহ্মণী আবার উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু আর্দ্রবসনা যুবতী ও ব্রাহ্মণের যত্নে তিনি আবার সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেন। সকলে স্নান করিয়া গৃহে চলিলেন। ব্রাহ্মণী আর্দ্রবসনা যুবতীর স্কন্ধে নির্ভর করিয়া চলিলেন। যাইতে২ ব্রাহ্মণ সেই যুবতীকে জিজ্ঞাসিলেন, “বৎসে, তুমি ত এখন আমার কন্যা স্থানীয় হইলে, তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব? তোমার নাম কি?”

আর্দ্রবসনা যুবতী কহিলেন, “আমার নাম বিমলা, কিন্তু আপনারা আমাকে মন্দাকিনী বলিয়াই ডাকিবেন। তাহাতে আপনাদের সান্ত্বনা ও আমার উপকার হইবে।”

এই ব্রাহ্মণের গৃহ আগ্রার ও দীল্লির মধ্যস্থলে এক পল্লীগ্রামে। বিমলা ব্রাহ্মণের গৃহে রহিলেন। তিন চারি দিনের মধ্যে ব্রাহ্মণী শান্ত হইলেন। বিমলার মুখ দেখিয়া তিনি মন্দাকিনীর শোক কিয়ৎ পরিমাণে বিস্মৃত হইলেন। এক দিন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর অনুরোধে বিমলা আপনার বিবরণ সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিলেন। অমর সিংহ ও ভগবান দাস কাবুলী মেওয়া ওয়ালার বেশে তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিয়া যে ধৃত ও বন্দী হইয়া নীত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণকে তাহাও বলিলেন।

ব্রাহ্মণ আগ্রায় যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, সত্যই তাঁহারা বন্দী হইয়া আগ্রার দুর্গে বদ্ধ আছেন। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইলেন। কেননা আগ্রার দুর্গে যে সকল সিপাহী ছিল, তাহাদের অধিকাংশ রাজপুত। তাহাদের প্রধান ব্যক্তিরা এই ব্রাহ্মণের শিষ্য।

---

১৫ অধ্যায়।

বিমলা গুরুদয়াল ভট্টাচার্য্যের গৃহে আছেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তাঁহাকে আপনাদের কন্যাবৎ স্নেহ করেন। বিমলাও তাঁহাদের তদ্রূপ ভক্তি ও মান্য করেন। পাড়া প্রতিবাসী কেহ বিমলার যথার্থ পরিচয় পাইল না। বিমলা যে কে, তাহা তাহারা জানিত না। কিন্তু যাহারই সঙ্গে বিমলার পরিচয় হইল, সেই বিমলার প্রশংসা করিল। বিমলা কাহারও বাড়ীতে যাইতেন না। স্নান করিবার জন্যও যমুনায় যাইতেন না। সর্ব্বদা গৃহে থাকিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সেবা করিতেন।

কিন্তু বিমলা অমর সিংহের মুক্তির জন্য ব্যস্ত। কিসে তিনি মুক্তি লাভ করিতে পারেন, বিমলা সদাই তাহা ভাবিতেন। গুরুদয়াল ভট্টাচার্য্যকে মিনতি করিয়া বলিলেন, যদি তিনি কোন উপায় করিতে পারেন। ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পত্নী জানিতে পারিলেন যে, বিমলা অমর সিংহের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন।

গুরুদয়াল ভট্টাচার্য্যের বাটীতে অধিক রাত্রে আগ্রার দুর্গ হইতে সুবাদার, জমাদার প্রভৃতিরা আসিতে লাগিল।

তাহারা ভট্টাচার্য্যের বাটীর অনতি দূরে এক আম্র বাগানে বসিয়া রাত্রে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। বিমলা কয়েক দিবস তাহা দেখিলেন। দেখিয়া বিমলার মনে সংশয় হইল। তিনি ভাবিলেন, আবার কোন বিপদ ঘটিবে না কি? তিনি দেখিলেন, ভট্টাচার্য্য গৃহে নাই, ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, "তিনি আমবাগানে গিয়াছেন। সেখানে তাঁর শিষ্যেরা সকলে আসিয়াছে।"

বিমলার সংশয় দূর হইল। কেননা আমবাগানে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা ভট্টাচার্য্যের শিষ্য।

ইহার কয়েক দিবস পরে গুরুদয়াল ভট্টাচার্য্য এক দিন বিমলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, "অমর সিংহকে উদ্ধার করিবার উপায় করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে তোমার কোন প্রকার অনিষ্ট আশঙ্কা আছে।"

"আমার কোন অনিষ্ট ঘটিলেও যদি তিনি মুক্ত হন, তাহাতে আপনি বিমুখ হইবেন না; আমার প্রাণ দিলেও যদি অমর সিংহ মুক্ত হন, আমি তাহা করিব। কি উপায় করিয়াছেন, বলিতে পারেন?"

"তুমি শুনিয়া থাকিবে, দুর্গে দুই সহস্র রাজপুত সিপাহী আছে, তাহাদের অধিকাংশ আমার শিষ্য। আমার অনুরোধে তাহারা কেবল অমর সিংহকে মুক্ত করিবে, এমন নহে; তাহারা অমর সিংহের পক্ষে যবনের সহিত যুদ্ধ করিবে।"

ইহা শুনিয়া বিমলার নয়ন যুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। গুরুদয়াল ভট্টাচার্য্য আবার কহিলেন, "কল্য রাত্রি দুই প্রহর সময়ে এই কাণ্ড হইবে। সুতরাং তোমাকে এখানে রাখিতে পারি না। রাখিলে তোমার অমঙ্গল হইবে।"

"তবে আমি স্থানান্তরে যাইব।"

"কোথায় যাইবে?"

"তাহা জানি না। আপনি যেখানে বলেন, সেই খানে যাইব।"

"আমি সে বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। তোমার পিতা কোথায় আছেন?"

"তাহা জানি না।"

"এক খানি নৌকা করিয়া দি, কাশীতে যাইবে?

"তাহা যাইব না, সে অনেক দূর, আর সেখানে আমার কেহ নাই। আমি পিপুলীতে যাইব।"

"পথ চিনিয়া যাইতে পারিবে?"

"শিবিকা বাহকেরা পথ চিনিয়া যাইবে?"

"তবে তাই যাও।"

"কিন্তু এক নিবেদন।"

"কি?"

"কুমার অমর সিংহকে—"

"একবার দেখিতে চাও?"

বিমলা অধোবদনে কহিলেন, "দেখিতে চাই।"

"তবে এই অঙ্গুরী নেও, দ্বার রক্ষককে ইহা দেখাইলে সে তোমাকে এক জন সুবাদারের নিকট লইয়া যাইবে, আমি যে পত্র দিতেছি, তাহা তাহাকে দিও, সে তোমাকে অমর সিংহের নিকট

লইয়া যাইবে।” এই বলিয়া অঙ্গুরীয় ও পত্র লিখিয়া দিলেন। এবং আবার বলিলেন, “ রাত্রি দুই প্রহরের অগ্রে যাইও না।”

অমর সিংহ ও ভগবান দাস যে কুঠরীতে অবরুদ্ধ আছেন, এক পক্ষ পরে রাত্রি দুই প্রহরের অব্যবহিত পরে সেই কুঠরীর দ্বার মুক্ত হইল। এক রমণী একটী প্রদীপ হস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে বন্দীদ্বয় দেয়ালে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া বসিয়াং নানাবিধ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। দ্বারোদ্‌ঘাটনের শব্দ শুনিয়া ও তৎসহ আলোক হস্তে গৃহ মধ্যে রমণী রূপ দেখিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিলেন। অমর সিংহ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, তাঁহারই বিমলা। ভগবান দাসও দেখিবামাত্র বিমলাকে চিনিলেন। উভয়ে এই দর্শন স্বপ্নবৎ বোধ করিলেন। কেননা দুর্গের প্রধান সুবাদার চেৎ সিংহ তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার যে পরামর্শ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা জ্ঞাত নহেন। চেৎ সিংহের আদেশে এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে প্রতি দিন আহারীয় দ্রব্য দিয়া যাইত, ইহাতে তাঁহারা বোধ করিয়াছিলেন যে, দুর্গস্থ কোন প্রধান পুরুষ তাঁহাদের সাহায্য করিতেছেন। ইহাতেই তাঁহাদের বাঁচিবার ও মুক্ত হইবার আশা সঞ্চার হইতেছিল। এক্ষণে বিমলাকে দেখিয়া উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বিমলা চিত্র পুত্তলির ন্যায় আলোক হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। বহির্দ্দেশ হইতে এক ব্যক্তি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। ভগবান সন্ন্যাসী ব্যস্ততাসহ জিজ্ঞাসিলেন, “বিমলে, তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে ?”

বিমলা হস্তস্থিত অঙ্গুরীয় দেখাইয়া কহিলেন, “ ইহারই সাহায্যে এখানে আসিয়াছি।” অনন্তর যমুনার জলে পতন ও গুরুদাস ভট্টাচার্য্যের বাটীতে গমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া শেষে কহিলেন, “কল্য রাত্রি দুই প্রহরের পর দুর্গস্থিত দুই সহস্র রাজপুত সৈন্য বিদ্রোহী হইবে। তাহারা আপনাদিগকে উদ্ধার করিয়া রাজপুতানায় যাইবে।”

শুনিয়া অমর সিংহ ও ভগবান দাস আনন্দিত হইলেন। অমর সিংহ কহিলেন, “কিন্তু আমরা অস্ত্রশূন্য, যুদ্ধ করিব কি প্রকারে ?” বিমলা কহিলেন, “আপনাদিগের জন্য অশ্ব ও অস্ত্র দ্বারদেশে থাকিবে, আপনারা বাহির হইয়াই সেই অশ্বে আরোহণ করিবেন।” অমর সিংহ কহিলেন, “চেৎ সিংহ কে ?” বিমলা কহিলেন, “তিনি রতন সিংহের ভ্রাতা, তাই আপনাদের প্রতি এত সদয়।” ইহা বলিয়া বিমলা নয়নদ্বয় বাষ্পপূর্ণ করিলেন। অমর সিংহ তাহা দেখিলেন. তিনি অমনি বিমলার হাত ধরিলেন। তাঁহার হস্তস্পর্শে—এই প্রথম—বিমলার শরীর ক্রমে অবশ হইল। তাঁহার হস্ত- হইতে মোমবাতি পড়িয়া গেল। বিমলার হস্ত হইতে পড়িয়া যাইবা মাত্র মোমবাতি নিবিয়া গেল। বিমলা ক্রমে অবশ হইতে লাগিলেন। পরে বসিয়া পড়িলেন, অমর সিংহও বসিলেন। বিমলা অমর সিংহের কোলে মাথা রাখিয়া বসিলেন। চেষ্টা করিয়া অমরের কোলে মস্তক রক্ষা করিতে হইল না—মস্তক আ-

পনি অমরের কোলে রক্ষিত হইল। অমর ডাকিলেন, "বিমলে, কি হইয়াছে?" বিমলার উত্তর নাই। তখন অমর সিংহ ভগবান দাসকে কহিলেন, "ভগবান, তুমি যাইয়া দীপ জ্বালাইয়া আন। বিমলার করে যে অঙ্গুরীয় আছে, তাহা লইয়া যাও, তাহা হইলে কেহ কিছু বলিবে না।"

ভগবান চলিয়া গেলে, অমর সিংহ বিমলাকে কহিলেন, "বিমলে, তুমি এমন হইলে কেন? কি হইয়াছে? তুমি এখানে আসিলে কেন?"

"তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।"

"তবে আমাকে দেখিয়া কাঁদিলে কেন?"

"আর দেখিতে পাইব না, তাই কাঁদিলাম।"

"ভয় কি, তুমি কাঁদিও না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আবার দেখা হইবে।"

"অদ্য রাত্রে যদি বাঁচি, তবে ত দেখা হইবে?"

"না বাঁচিবার কারণ কি?"

"অদ্যই আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে। সে ব্রাহ্মণের গৃহে আর থাকা হবে না। থাকিলে আমা হতে তাঁকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।"

"এ রাত্রে কোথায় যাইবার ইচ্ছা করিয়াছ?"

"যমুনার অতল জলে ঝাঁপ দিব। নহিলে এদেশে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না।"

"যদি আমাকে জীবিত রাখিতে চাও, যদি রাজপুতানা স্বাধীন করিতে চাও, তাহা করিও না। তুমি মরিলে আমি মরিব।"

বিমলা আবার কাঁদিলেন। অমর সিংহের কোলে তাঁহার চক্ষুর জল পতিত হইল। বিমলা কহিলেন, "তোমারই জন্য আজিও বেঁচে আছি, নতুবা এত দিন মরিতাম।"

এমন সময়ে ভগবান দাস আলোক লইয়া আসিলেন। তাঁহাদের কথোপকথন বন্ধ হইল। বিমলা উঠিয়া গমনোদ্যত হইলেন। বিমলা ধীরে২ ঘরের বাহির হইলেন। দ্বার অমনি রুদ্ধ হইল। অমর সিংহ আর ভগবান সেই কুঠরীতে পূর্ব্ববৎ বদ্ধ রহিলেন। কিন্তু এবার তাঁহাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে।

কোরাণ।

(২ সুরাএ বাকর্—২ অধ্যায়—গাভী।)
পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

২২৮। আর ত্যক্তা স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যাশা বিষয় ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যে তাহারা নিজ সম্বন্ধে তিন আর্ত্তবকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে; এবং যদ্যপি তাহারা পরমেশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাসকারিণী হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বর তাহাদের গর্ভে যাহা সৃজন করিয়াছেন, তাহা গোপন করা তাহাদের পক্ষে অবৈধ। তাহাদিগের স্বামিরা, তাহাদিগের সহিত মিলনাভিলাষী হইলে, (পূর্ব্বোক্ত) কালান্তরে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারে; যথার্থ নিয়মানুসারে (যে ব্যবহার) পতিদিগের প্রতি করা কর্ত্তব্য, স্ত্রীদিগের প্রতিও সেই রূপ (ব্যবহার করা স্বামীদিগের) কর্ত্তব্য, কেবল পুরুষদিগের ক্ষমতা এবং প্রাধান্য তাহাদিগের উপরে আছে; পরমেশ্বর পরাক্রমী এবং বুদ্ধিময়।

২২৯। স্ত্রীদিগকে দুইবার ত্যাগ করিতে পার, তৎপরে প্রচলিত নিয়মানুসারে তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিতে পার, অথবা সদাচার পূর্ব্বক অন্তর করিতে পার। স্ত্রীদিগকে যাহা দান করিয়াছ, তাহা পুনশ্চ গ্রহণ করা তোমাদিগের পক্ষে অকর্ত্তব্য, কিন্তু যদ্যপি পরমেশ্বরের নিয়মাদি পালনে উভয়ই শঙ্কিত হও, (তাহাহইলে এই বিধিবদ্ধ নহ।) আর যদ্যপি পরমেশ্বরের নিয়মাদি পালনে উভয়ই শঙ্কিত হও, তাহা হইলে স্ত্রী নিজ মুক্তি জন্য বিনিময় দান করিলে, (এবং পতি তাহা গ্রহণ করিলে,) উভয় পক্ষে কাহারও অপরাধ হইবে না। এই নিয়ম পরমেশ্বর কর্ত্তৃক স্থাপিত, এ জন্য ইহা লঙ্ঘন করিও না, যে কেহ পরমেশ্বরের নিয়ম অতিক্রম করে, সেই অপরাধী।

২৩০। যদ্যপি পতি তাহাকে পুনর্ব্বার (অর্থাৎ তৃতীয়বার) ত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী পূর্ব্বোক্ত পতি বিনা অন্য এক পুরুষকে বিবাহ না করিলে আপাততঃ বিধ্যনুযায়ী গ্রাহ্যা হইবে না; এবং যদ্যপি সে ব্যক্তিও তাহাকে ত্যাগ করে, তৎপরে দুই জন (অর্থাৎ ঐ স্ত্রী এবং পূর্ব্বোক্ত পতি) মিলন করিলে, কাহারও পাপ হইবে না, যদ্যপি তাহারা পরমেশ্বরের নিয়মাদি উপযুক্ত রূপে পালন করিতে মনস্থ করে।

এই বিধি পরমেশ্বর কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, এবং তিনি জ্ঞানান্বেষণকারীর নিমিত্ত প্রকাশ করিতেছেন।

২৩১। আর তোমরা স্ত্রীদিগকে ত্যাগ করিলে পর, তাহাদিগের নিয়োজিত কাল পূর্ণ হইলে, রীত্যনুসারে তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিতে পার, অথবা নিয়ম পূর্ব্বক অন্তর করিতেও পার, কিন্তু দুঃখ দিয়া বল পূর্ব্বক তাহাদিগকে বদ্ধ রাখিও না, তাহা হইলে সে কার্য্য (পাপ জনিত) অত্যাচার হইবে, আর যে কেহ এ রূপ ব্যবহার করে, সে (তজ্জন্য) নিজ অমঙ্গল উৎপাদন করে, পরমেশ্বরের আজ্ঞার প্রতি পরিহাস করিও না; আর

তোমাদিগের প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ স্মরণ কর, তোমাদিগকে ন্যায়াচার জ্ঞাত করণার্থে যে উপদেশ বাণী এবং ধর্ম্মগ্রন্থ দত্ত হইয়াছে, তাহাও (স্মরণ) কর ; আর পরমেশ্বরকে ভয় কর, এবং জ্ঞাত হও যে, পরমেশ্বর সমস্ত বিষয় অবগত আছেন।

২৩২। আর তোমরা স্ত্রীদিগকে ত্যাগ করণান্তে, তাহাদিগের নিয়োজিত কাল পূর্ণ হইলে, তাহাদিগকে আশ্রয় দান কর, যেন তাহারা রীত্যনুসারে এবং স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বামী (প্রাপ্ত হইয়া) পাণি গ্রহণ করে ; তোমাদিগের মধ্যে যাহারা পরমেশ্বরেতে এবং পরকালে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে, তাহারাই এই উপদেশ বাণী প্রাপ্ত হইতে পারে ; এরূপ ব্যবহার দ্বারা তোমাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং নির্ম্মলাচারের আধিক্য (প্রকাশ হইয়া থাকে) পরমেশ্বর জানেন, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নহ।

২৩৩। পরিত্যক্তা স্ত্রীগণের স্তন্যপায়ী সন্তান থাকিলে, (এবং ঐ সন্তানের অধিকারী) স্তন্যপানের কাল পূর্ণ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহারা নিজ সন্তানকে দুই বৎসর পর্য্যন্ত স্তন্য পান করাইবে; আর (এরূপ) সন্তান বিশিষ্টা সীমন্তিনীদিগের অন্ন বস্ত্রের ব্যয় সমূহ তাহাকে (অর্থাৎ সন্তানের পিতাকে) যথা বিধ্যনুসারে স্বীকার করিতে হইবে ; কাহারও কোন কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই, কেবল মাত্র পরিপালন করাই আবশ্যক ; সন্তানের জন্য (পিতার,) অথবা নিজ সন্তানের জন্য (মাতার) অতীব ক্লেশ সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই ; এবং (ঐ পিতার অবর্ত্তমানে) তাহার বিষয়াধিকারীর প্রতিও এই ভার অর্পিত হইয়াছে, আর যদ্যপি উভয়ে এক মত হইয়া, এবং বিবেচনা দ্বারা সন্তানের স্তন্যপান কার্য্য স্থগিত করে, তাহা হইলে কেহই দোষী হইবে না ; আর যদ্যপি তোমাদিগের এমন প্রতিজ্ঞা হয়, যে সন্তানের স্তন্যপান জন্য (ধাত্রী রাখিবা), তাহা হইলে সেই কার্য্য নিয়ম পূর্ব্বক সমাধা করিলে, (অর্থাৎ ধাত্রীকে তজ্জন্যে শ্রমোচিত বেতন দিয়া সন্তান সমর্পণ করিলে,) কোন অপরাধ হইবে না। পরমেশ্বরকে ভয় কর, এবং অবগত হও যে পরমেশ্বর তোমাদিগের সমস্ত কর্ম্ম দৃষ্টি করেন।

২৩৪। আর তোমাদিগের মধ্যে কেহ যদ্যপি স্ত্রীগণ রাখিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ নারীগণ নিজ সম্বন্ধে চারি মাস দশ দিবস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে, এবং এই নির্দ্ধারিত কাল পূর্ণ হওনান্তে, তাহারা যদ্যপি রীত্যনুসারে আপনাদিগের নিমিত্ত কিছু স্থির করে, তাহা হইলে তোমাদিগের কোন অপরাধ হইবে না ; পরমেশ্বর তোমাদিগের সমস্ত কর্ম্ম অবগত আছেন।

২৩৫। (এরূপ) স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ সম্বাদ তাহাদিগকে অন্তঃপুরে প্রকাশ কর, কিম্বা তাহা নিজ অন্তরেই গোপন করিয়া রাখ, পরমেশ্বর জানেন যে, তোমরা অবশ্য তাহাদিগকে স্মরণ করিবা, কিন্তু তাহাদিগের নিকট গোপনে কোন অঙ্গীকার করিও না, কেবল মাত্র এই বিষয় সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যবহারানুসারে একটি কথা উল্লেখ করিতে পার, কিন্তু যদবধি পরমেশ্বর কর্ত্তৃক তাহা-

দিগের নির্দ্ধারিত কাল পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগের উদ্বাহ বন্ধন স্থির করিও না; আর জ্ঞাত হও যে পরমেশ্বর তোমাদিগের আন্তরিক বিষয় সমুদয়ই জ্ঞাত আছেন; তাঁহাকেই ভয় কর, এবং জান যে পরমেশ্বর পাপক্ষমাকারী ও দীর্ঘসহিষ্ণু।

২৩৬। তোমরা যদি স্ত্রীদিগের অঙ্গ স্পর্শ, এবং তাহাদিগকে যৌতুক দান, না করিয়া থাক, তবে তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে তোমরা অপরাধী হইবা না; তাহাদিগের ন্যায্য ব্যয় জন্য অর্থ দান কর; সচ্ছল অবস্থা বিশিষ্ট লোক নিজ অবস্থানুসারে এবং অপ্রতুলগ্রস্ত ব্যক্তিও তাহার অবস্থানুসারে, যাহা সঙ্গত, (তাহাই তাহাদিগের ব্যয় জন্য দান করিতে পারে,) এই কার্য্য সদাচারীর পক্ষে কর্ত্তব্য।

২৩৭। আর যদ্যপি তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করণের পূর্ব্বে, এবং তাহাদিগকে যৌতুক দান করিবার পরে, তাহাদিগকে ত্যাগ কর, তাহা হইলে ঐ যৌতুকের অর্দ্ধাংশ দান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকেরা (ইচ্ছা করিলে) তাহা ত্যাগ করিতে পারে, কিম্বা বিবাহ বন্ধনে যাহার অধিকারে তাহারা পড়িবে, সে ব্যক্তিও তাহা ত্যাগ করিতে পারে, আর যদ্যপি তোমরা সমস্তই দান কর, তাহা হইলে ঐ কার্য্য ধর্ম্মাচারের সন্নিকৃষ্ট হইবে; এবং আপনাদিগের মধ্যে দানশীলতা দ্বারা প্রকৃত মহত্ত্ব রক্ষা করণে বিস্মৃত হইও না; কারণ যাহা কর, তাহা পরমেশ্বর দেখিয়া থাকেন।

২৩৮। (সাধারণ) প্রার্থনায়, (বিশেষতঃ) মধ্যাহ্ন কালের প্রার্থনায় মনোযোগী থাকিও, এবং পরমেশ্বরের সম্মুখে উপযুক্ত আচারবিশিষ্ট হইও।

২৩৯। আর তোমরা যদ্যপি (পর্য্যটন কালে) ভীত হও, তাহা হইলে, দণ্ডায়মান থাকিয়া, কিম্বা অশ্বারোহী হইয়াও, প্রার্থনা করিও, এবং শান্তি প্রাপ্ত হইলে, পরমেশ্বর তোমাদিগকে অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে স্মরণ করিও।

২৪০। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা স্ত্রীগণ রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে, তাহাদিগের এরূপ মুমূর্ষু দান পত্র স্থির করা কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা নিজ স্ত্রীগণ ন্যায্য ব্যয় জন্য অর্থ প্রাপ্ত হইবে, এবং এক বৎসর কাল গৃহ হইতে দূরীভূত হইবে না। কিন্তু তাহারা যদি স্বয়ং অন্তর হয়, এবং নিয়মানুসারে আপনাদিগের নিমিত্তে কোন বিষয় স্থির করে, তাহা হইলে তোমাদিগের কোন দোষ হইবে না, পরমেশ্বর পরাক্রমী এবং জ্ঞানময়।

২৪১। আর ত্যক্তা স্ত্রীদিগের ব্যয় জন্য রীত্যনুসারে অর্থ দান করা ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের কর্ত্তব্য!

২৪২। পরমেশ্বর নিজ ধর্ম্মগ্রন্থের পদমধ্যে (ঐ বিষয়) এই রূপে তোমাদিগের নিমিত্তে প্রকাশ করিয়াছেন, যেন তোমরা (তাহা বিশেষরূপে) প্রণিধান করিতে পার।

২৪৩। তুমি ঐ লোকদিগকে অবলোকন কর নাই, যাহারা মৃত্যুভয়ে নিজগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, এমত লোক সহস্র সহস্র ছিল; এবং পরমেশ্বর তাহাদিগকে কহিয়াছিলেন, "মরিয়া যাও," পরে

(তিনি) তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করিলেন, কারণ পরমেশ্বর মানবগণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন, কিন্তু (অধিকাংশ) লোক সর্ব্বদা (তাঁহার নিকট) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

২৪৪। পরমেশ্বরের ধর্ম্ম পথের জন্য যুদ্ধ কর, এবং অবগত হও যে পরমেশ্বর শ্রোতা এবং জ্ঞাতা।

২৪৫। এমত ব্যক্তি কে আছে যে পরমেশ্বরকে ধার দিবে? এরূপ ধার দেওয়া বড় উত্তম, যেহেতুক তিনি তাহাকে দ্বিগুণ করিয়া দিবেন, (বরং) বহুগুণ; পরমেশ্বর (নিজ হস্ত কখন) সঙ্কোচ করেন, কখন হর্ষচিত্তে প্রসারণ করেন, (অর্থাৎ প্রচুর দান করেন;) এবং তাঁহারই নিকট তোমরা পুণ্যানয়ন কর।

২৪৬। মুসার কালান্তরে তুমি কি ইস্রায়েল বংশের জনসমাজ দৃষ্টি কর নাই, যৎকালে তাহারা আপনাদের ভবিষ্যদ্বক্তাকে (অর্থাৎ শিমুয়েলকে) কহিয়াছিল, যে আপনি আমাদিগের নিমিত্তে এক রাজা স্থির করুন, তাহা হইলে আমরা পরমেশ্বরের ধর্ম্ম জন্য যুদ্ধে প্রবিষ্ট হইব? তিনি বলিয়াছিলেন, ইহা তোমাদিগের কেবল আশা মাত্র, কারণ তোমরা যদ্যপি সংগ্রামাদেশ প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে কি যুদ্ধ করিবা না? ইহাতে তাহারা এই উত্তর করিয়াছিল যে, আমরা যৎকালে নিজ গৃহ হইতে এবং পুত্রগণ হইতে দূরীভূত হইয়াছি, এক্ষণে আমাদিগের পরমেশ্বরের ধর্ম্ম জন্য রণে নিযুক্ত হওনের কি প্রতিবন্ধক? (এমত উক্তি করিলে পর) যখন তাহাদিগকে যুদ্ধ করণের আজ্ঞা দত্ত হইল, তাহাদিগের স্বল্প সংখ্যা বিনা, (আর সকলে ঐ কার্য্য হইতে,) পরাঙ্মুখ হইল, আর এরূপ অধার্ম্মিক জনগণ পরমেশ্বরের গোচরে (সদাবিদ্যমান)।

২৪৭। আর তাহাদিগের ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাদিগকে কহিলেন, পরমেশ্বর তোমাদিগের নিমিত্তে তালুট নামক ব্যক্তিকে (অর্থাৎ শৌলকে) রাজা স্থির করিয়াছেন; তাহারা বলিল, সে ব্যক্তি আমাদিগের উপরে কি প্রকারে রাজত্ব করিবে, যে কালে তাহার অপেক্ষা রাজ্যের উপরে আমাদিগের অধিকার স্বত্ব গুরুতর, এবং সে ব্যক্তি বিশেষ ধনাধিকারীও নহে? (তিনি) বলিলেন, পরমেশ্বর তোমাদিগের অপেক্ষা তাহাকে মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহার বুদ্ধি ও শারীরিক উন্নতিরূপ ধন অধিকতর দান করিয়াছেন; পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই নিজ রাজ্য দান করেন; পরমেশ্বর দানশীল এবং সর্ব্বজ্ঞ।

২৪৮। এবং তাহাদিগের ভবিষ্যদ্বক্তা তাহাদিগকে কহিলেন, তাহার রাজ্যাধিকারের এই লক্ষণ, যে তোমাদিগের নিকট এক সম্পুটক আসিবে, যাহা পরমেশ্বর দত্ত সঞ্চিত শান্তিদ্বারা এবং মুসা ও হারোণের বংশ যে অবশিষ্ট দ্রব্য ত্যাগ করিয়া (পরলোকে) গমন করিয়াছে, তদ্দ্বারা পূরিত থাকিবে; তাহা স্বর্গীয় দূতগণ বহন করিবে; এবং তোমরা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিলে (জানিবা,) যে তাহা তোমাদিগের নিমিত্তে লক্ষণ দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে।

২৪৯। পরে তালুট সৈন্য লইয়া প্রস্থান করণ কালে তাহাদিগকে বলিলেন,

পরমেশ্বর তোমাদিগকে এই নদী দ্বারা পরীক্ষা করিবেন, যে কেহ ইহার জল পান করিয়াছে সে আমার সপক্ষ নহে, এবং যে কেহ তাহার স্বাদ গ্রহণ না করিয়া নিজ হস্ত দ্বারা কেবল এক গণ্ডূষ মাত্র উত্তোলন করিবে, সেই আমার সপক্ষ ; (ইহা শুনিলে পরেও) তাহাদিগের স্বল্প সংখ্যা বিনা, আর সকলে তাহার জল পান করিল ; পরে যখন তাহারা (ঐ নদী) উত্তীর্ণ হইল, তিনি এবং তাঁহার সহবিশ্বাসীগণ তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—জালূত (অর্থাৎ গোলাইয়্যাথ্) এবং তাহার সৈন্যগণের প্রতিকূলে সংগ্রাম করণে অদ্য আমাদিগের সামর্থ্য নাহি, ইহাতে যে লোকদিগের এমত চিন্তা মনে উদয় হইল, যে আমাদিগকে (এক দিন) পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহারা বলিল, অনেক স্থানে ক্ষুদ্রসৈন্যদল পরমেশ্বরের আজ্ঞা দ্বারা বৃহৎ সৈন্যদলকে পরাজয় করিয়াছে, এবং পরমেশ্বর ধৈর্য্যশীল ও উদ্যোগী লোকের সহিত বাস করেন ।

২৫০ । আর (সংগ্রাম জন্য) যৎকালে তাহারা জালূত এবং তাহার সেনাগণের সম্মুখবর্ত্তী হইল, তখন বলিল, হে আমাদিগের প্রভো, এক্ষণে আমাদিগকে সম্পূর্ণ শক্তি ও দৃঢ়তা দান কর, আমাদিগের চরণকে স্থির রাখ, এবং এই অবিশ্বাসী লোকদিগের প্রতিকূলে আমাদিগকে সাহায্য দান কর ।

২৫১ । এই রূপে তাহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা দ্বারা উহাদিগকে পরাজয় করিল, এবং দায়ূদ জালূতকে সংহার করিল ; এবং পরমেশ্বর তাহাদিগকে রাজ্য দান করিলেন, জ্ঞান দান করিলেন, এবং স্বেচ্ছানুসারে শিক্ষা দিলেন । পরমেশ্বর যদ্যপি মনুষ্যদিগকে পরস্পরকে প্রতিরোধ করিবার (প্রবৃত্তি) না দিতেন, তাহা হইলে পৃথিবী মন্দ হইয়া যাইত, কিন্তু পরমেশ্বর জগৎ সংসারের মানবগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখেন ।

২৫২ । এই (ধর্ম্মগ্রন্থের) পদ সমূহ পরমেশ্বরের, এবং আমরা তোমাকে (তদ্দ্বারা) সত্য জ্ঞান অবগত করাইতেছি, আর তুমি নিঃসন্দেহ রূপে (পরমেশ্বরের) প্রেরিতবর্গের মধ্যে পরিগণিত ।

তিসরা সিপারা—তৃতীয় অংশ ।

২৫৩ । এই সমস্ত প্রেরিত ; আমরা ইহাদিগের মধ্য হইতে কাহাকেও২ অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছি ; তাহাদিগের কাহারো সঙ্গে পরমেশ্বর কথা বলিয়াছেন ; অন্যদিগের পদ মহৎ করিয়াছেন ; আর আমরা মরিয়মের পুত্র ইসাকে প্রত্যক্ষ চিহ্ন (অর্থাৎ আশ্চর্য্য ক্রিয়া) দান করিয়াছি ; আর পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তি দান করিয়াছি । পরমেশ্বর যদ্যপি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের (ঐ প্রেরিতদিগের) পশ্চাদাগত লোকেরা, পরমেশ্বরের স্পষ্ট আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে পরে, আপনাদিগের মধ্যে বিবাদ ও সংগ্রাম করিত না ; কিন্তু তাহারা বৈরিতা প্রকাশ করিল ; এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ২ বিশ্বাস করিল, আর আর কেহ২ বিশ্বাস করিল না ; এবং পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে তাহারা যুদ্ধ করিত না ; কিন্তু পরমেশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিয়া থাকেন ।

২৫৪ । হে ভক্ত মানবগণ, যে দিবসে

বাণিজ্য কার্য্য চলিবে না, (যে দিবসে) সৌহার্দ্দ্য এবং সহায়তা প্রকাশ হইবে না, সেই দিবস আসিবার পূর্ব্বে আমরা যাহা প্রথমে দান করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ (ধর্ম্মার্থে) ব্যয় কর ; অবিশ্বাসী লোকেরাই পাপী।

২৫৫। পরমেশ্বর ! তাঁহারবিনা আর কাহারো উপাসনা করা নিষেধ ; তিনি নিত্য জীবিত ; এবং সর্ব্বাশ্রয়, (তিনি) তন্দ্রা কিম্বা নিদ্রার অধীন নহেন, যে সমস্ত পদার্থ স্বর্গ ও পৃথিবীতে অবস্থিতি করে, সে সকলই তাঁহার ; তাঁহার অনুমতি বিনা কে এমন আছে যে তাঁহার সমীপে পরার্থ প্রার্থনা করে ? (তিনি) বিশ্বসংসারকে সম্মুখবর্ত্তীরূপে অবগত আছেন, এবং পশ্চাদ্দিকস্থ ও যাহা আছে (তাহাকে ও তদ্রূপে জানেন) ; তাঁহার জ্ঞান এরূপ যে তাহার কিয়দংশও (কেহই সম্পূর্ণ রূপে) প্রণিধান করিতে পারে না, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক (যে পরিমাণে জ্ঞান দান করেন) তাহাই (মানবিক ক্ষমতার পক্ষে প্রচুর ; তাঁহার সিংহাসন স্বর্গ ও পৃথিবীর উপর বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, এবং তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে কখনই ক্লান্ত হয়েন না ; এবং তিনিই (কেবল) সর্ব্বোপরি মহান।

২৫৬। ধর্ম্মবাণী প্রসঙ্গে বল প্রকাশের প্রয়োজন নাই ; প্রকৃত উপদেশ এবং বক্র বিষয় (উভয়ই) পরিষ্কার রূপে প্রকাশিত হইয়াছে ; এক্ষণে যে কেহ (পাপ প্রবর্ত্তক) দুরাত্মাকে, (অথবা তাগুত নামক দেবমূর্ত্তিকে) অস্বীকার করত, পরমেশ্বরেতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই কেবল এমত দৃঢ় ও স্থায়ী আশ্রয় অবলম্বন করিবে, যাহা কখন ছিন্ন হইবে না ; পরমেশ্বর শ্রোতা এবং জ্ঞাতা।

২৫৭। ভক্তিমান লোকদিগের কার্য্যসাধক পরমেশ্বর ; (তিনি) তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে অন্তর করিয়া জ্যোতির মধ্যে আনয়ন করেন ; আর প্রত্যয়কারী দিগের অভিভাবক শয়তান, যে তাহাদিগকে জ্যোতিঃ হইতে অন্ধকারের মধ্যে আনয়ন করে, তাহারা নরকযোগ্য, এবং সে স্থানেই অবস্থিতি করিবে।

২৫৮। পরমেশ্বর তাহাকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন, এজন্য যে ব্যক্তি ইব্রাহীমের সহিত, তাহার প্রভুর সম্বন্ধে, বিবাদ করিয়াছিল, তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছিলা ? যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিলেন, আমার প্রভু তিনিই, যিনি জীবন দান করেন, এবং (তাহা) সংহার করেন ; সে উত্তর করিয়াছিল, আমিই জীবন দান করি এবং (তাহা) সংহার করি। পরে ইব্রাহীম কহিয়াছিলেন, পরমেশ্বর সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক হইতে উদয় করান, এক্ষণে তুমি তাহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদয় করাও। ইহাতে ঐ অপ্রত্যয়কারী অপ্রতিভ ও নিরুত্তর হইয়াছিল। পরমেশ্বর অন্যায়াচারীর প্রতি তাঁহার ধর্ম্ম জ্ঞান প্রদান করেন না।

২৫৯। আর ছাদ পর্য্যন্ত পতিত (অট্টালিকা বিশিষ্ট) এক বিনষ্ট নগর মধ্যে গমনকারী যাদৃশ (ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা কি তুমি অবলোকন করিয়াছিলা ?) সে কহিয়াছিল, ইহা ধ্বংস হইয়াছে, এখন পরমেশ্বর ইহাকে কি রূপে পুর্নর্জীবিত করিবেন ? পরে

পরমেশ্বর ঐ ব্যক্তিকে এক শত বৎসর পর্য্যন্ত মৃত্যুগ্রাস মধ্যে রাখিয়া, পুনশ্চ জীবিত করিলেন, এবং কহিলেন, তুমি কত কাল এ স্থানে আছ ? সে বলিল, এক দিবস, বরং এক দিবসেরো ন্যূন কাল; (পরমেশ্বর) বলিলেন, না, তুমি এক শত বৎসর এস্থানে অবস্থিতি করিতেছ; এক্ষণে তোমার ভোজন ও পানাদি বিষয় দৃষ্টি কর, তাহা দূষিত হয় নাই; আর তোমার গর্দ্দভকে দৃষ্টি কর; তোমাকে আমরা লোকদিগের নিকট এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ করিতে চাহি; আর দৃষ্টি কর, ঐ (গর্দ্দভের) অস্থি সকল কি প্রকারে উত্তোলন করিতেছি, এবং পরে তদুপরি (বস্ত্র তুল্য) মাংস পরিধান করাইতেছি; (এই সমস্ত) তাহার নিকট প্রদর্শিত হইলে পর, সে বলিল, আমি জানিলাম, পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান।

২৬০। আর যৎকালে ইব্রাহীম বলিয়াছিল, হে প্রভো, তুমি মৃত্যুকে কি প্রকারে সজীব করিবা, তাহা আমাকে দেখাও; (পরমেশ্বর) বলিলেন, তুমি কি এবিষয় (অদ্যাপিও) বিশ্বাস কর নাই ? তিনি কহিলেন, কেন করিব না ? তবে কেবল আমার অন্তরে আনন্দ হইবার জন্যই (বলিতেছি;) পরমেশ্বর আজ্ঞা করিলেন, তুমি এনিমিত্ত চারিটা উরোগামী প্রাণী লও; এবং তাহাদিগকে সঙ্গে রাখিয়া বশীভূত কর; তৎপরে তাহাদিগের এক২ ক্ষুদ্রাংশ প্রত্যেক পর্ব্বতোপরি নিক্ষেপ কর, (ইহার পরে) তাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহা হইলে উহারা দ্রুত গতির সহিত তোমার সন্নিধানে আসিবে; ইহাতে জ্ঞাত হও যে পরমেশ্বর পরাক্রমী এবং বুদ্ধিময়।

২৬১। পরমেশ্বরের ধর্ম্মার্থে যে নিজ অর্থ ব্যয় করে, সে শস্যের এমত এক বীজ সদৃশ, যাহা (বাপিত হইলে,) সপ্ত মঞ্জরী উৎপন্ন করে, এবং প্রত্যেক মঞ্জরীতে শত২ বীজ (দৃষ্ট হয়;) পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই উন্নতি দান করেন; কারণ পরমেশ্বর মঙ্গলপূর্ণ এবং সর্ব্বজ্ঞ।

২৬২। যাহারা পরমেশ্বরের ধর্ম্মার্থে নিজ অর্থ ব্যয় করে, এবং ঐ ব্যয়ান্তে লোককে বাধ্য করিলাম এমত মনে না করে, এবং (কাহাকেও) দুঃখিত না করে, সেই ব্যক্তিই নিজ প্রভুর নিকট হইতে সদনুষ্ঠানের পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, এবং তাহার কখনও ভয় ও দুঃখ হইবে না।

২৬৩। যথোপযুক্ত বাক্য বলা; এবং (অপরাধ) ক্ষমা করা, মনোদুঃখ দিয়া অর্থ দান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; পরমেশ্বর স্বাধীন এবং কৃপাময়।

২৬৪। হে ভক্ত মানবগণ, লোককে বাধ্য করিলাম এমত মনে করিয়া, এবং (বাক্য দ্বারা দান প্রাপ্ত ব্যক্তিকে) দুঃখিত করিয়া, নিজ দান কার্য্য নিষ্ফল করিও না; যাদৃশ কোন ব্যক্তি লোকদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে নিজ দ্রব্য দান করে, এবং সে পরমেশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস করে না; এমত ব্যক্তি এরূপ এক মৃত্তিকা-বেষ্টিত আগ্নেয় প্রস্তর সদৃশ, যাহার উপর বৃষ্টি প্রবলরূপে বর্ষিত হইয়া তাহাকে কঠিন করিয়া

তোলে; তাহাদিগের স্বোপার্জ্জিত ধন কল্যাণযুক্ত হয় না; এবং পরমেশ্বর অপ্রত্যয়কারীদিগকে ধর্ম্মপথ দর্শান না।

২৬৫। পরমেশ্বরের সন্তোষার্থ, এবং আপনার অন্তঃকরণ (ধর্ম্মপথে) দৃঢ় করণাভিপ্রায়ে, যে ব্যক্তি নিজ অর্থ ব্যয় করে, সে এমন এক পার্ব্বতীয় উদ্যান তুল্য, যাহার উপরে প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হইলে তাহার দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হইল, এবং যাহার উপরে বৃষ্টিপাত না হইলে, শিশির পতন হইল; পরমেশ্বর তোমাদিগের কর্ম্ম দৃষ্টি করিয়া থাকেন।

২৬৬। ভাল, তোমাদিগের মধ্যে কাহারো কি এমন অভিলাষ হয়, যে তাহার খর্জ্জূর ও আঙ্গুরের এক উদ্যান থাকে, যাহার নিম্নস্থল দিয়া নদীর স্রোতঃ চলে, এবং যাহাতে নানাবিধ সুখাদ্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহার প্রাচীন কাল আসিবে, এবং তাহার এক দুর্ব্বল সন্তান হইবে, তৎপরে ঐ উদ্যানে এক অগ্নিবিশিষ্ট প্রচণ্ড ঘূর্ণায়মান বায়ু আসিয়া তাহাকে দগ্ধ করিবে? তোমরা যেন (বিশেষ রূপে) চিন্তা কর, এজন্য পরমেশ্বর ধর্ম্মগ্রন্থের পদ মধ্যে (নিজ অভিপ্রায়) তোমাদিগকে এই রূপে অবগত করাইতেছেন।

২৬৭। হে বিশ্বাসী মানবগণ, স্বোপার্জ্জিত দ্রব্য (ধর্ম্মার্থে) দান কর, এবং ভূমি হইতে আমরা যে দ্রব্যাদি তোমাদিগকে উৎপন্ন করিয়া দিয়াছি, তাহাও; এবং স্বচক্ষে দৃষ্টি করত যে মন্দ দ্রব্য লইয়া থাক, তাহা বিনা, আর যাহা তোমরা স্বয়ং গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, (তন্মধ্যে) এমত অপকৃষ্ট দ্রব্য (দান কার্য্য জন্য) মনোনীত করিও না; এবং জ্ঞাত হও যে পরমেশ্বর স্বাধীন এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট (অর্থাৎ গৌরবযুক্ত এবং প্রশংসিত।)

২৬৮। শয়তান তোমাদিগকে দরিদ্রতার বিষয়ে অঙ্গীকার করে, এবং লজ্জাহীনতার বিষয়ে আজ্ঞা করে, আর পরমেশ্বর স্বয়ং (পাপ) ক্ষমা করিবার এবং অনুগ্রহ দান করিবার, অঙ্গীকার করিয়া থাকেন; পরমেশ্বর দানশীল এবং সর্ব্বজ্ঞ।

২৬৯। (তিনি) যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করেন, এবং যে জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে অধিক মঙ্গল লাভ করে; আর ধীমান লোকেরাই প্রণিধান করিতে সক্ষম।

২৭০। আর যে কেহ কোন দান কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিবে, কিম্বা কোন মানত (অর্থাৎ ব্রত) করিবে, তাহা পরমেশ্বর অবগত আছেন; এবং পাপাচারীর সাহায্যকারী কেহই নাই।

২৭১। প্রকাশ্যরূপে যদ্যপি দান কর, সে উত্তম, কিন্তু যদ্যপি গোপনে (দান দ্রব্য) ফকিরদিগের (দরিদ্রদিগের) নিকটে প্রেরণ কর, তাহা হইলে সে তোমাদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট কার্য্য হইবে, এবং (তাহা) তোমাদিগের পাপও কিঞ্চিৎ দূর করিবে (অর্থাৎ এই কার্য্য পাপেরও কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইবে); এবং পরমেশ্বর তোমাদিগের কর্ম্ম সমূহ জ্ঞাত আছেন।

২৭২। তাহাদিগকে (ধর্ম্ম) পথে আনয়ন করিবার ভার তোমাকে অর্পিত হয় নাই; পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই (ধর্ম্ম) পথে আনয়ন করেন; আর যাহারা (ধর্ম্মার্থে)

অর্থ ব্যয় করিবে, (তাহারা) আপনাদিগের (মঙ্গল) জন্যই (করিবে); কিন্তু যে পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের সন্তোষ লাভ করণাভিপ্রায়ে অর্থ ব্যয় না করিবে, (সে কালাবধি ঐ কার্য্যদ্বারা নিজ মঙ্গল সাধিত হইবে না); আর (ধর্ম্মার্থে) যাহা দান করিবা, তাহা তোমরা সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হইবা; এবং তোমাদিগের ন্যায়াধিকার অপ্রাপ্ত ভাবে রহিবে না।

২৭৩। পরমেশ্বরের ধর্ম্মপথে (অর্থাৎ ধর্ম্মজন্য সংগ্রাম করণার্থে) যাহারা বদ্ধ আছে, (এবং তজ্জন্য) দেশে গমনাগমন করিতে অক্ষম, এমত দরিদ্র লোকদিগকে দান করা কর্ত্তব্য; তাহাদিগের যাচ্ঞা না করায়, অজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা করে যে, তাহারা (সম্পন্ন) এবং সুখী; তাহাদিগের মুখভাব দ্বারা তাহারা নির্ণীত হয়; (তাহারা) মনুষ্যের নিকটে ব্যগ্র হইয়া (অর্থ) যাচ্ঞা করে না; আর (প্রকৃত মঙ্গল) কার্য্যার্থে যাহা ব্যয় করিবা, পরমেশ্বর তাহা অবগত আছেন।

২৭৪। যে লোকেরা পরমেশ্বরের ধর্ম্মার্থে প্রকাশ্যরূপে এবং গোপনে রাত্রি দিন নিজ সম্পত্তি ব্যয় করে, তাহারা আপনাদিগের প্রভুর নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে; এবং তাহাদিগের উপর ভয় আসিবে না, ও তাহারা মনস্তাপ পাইবে না।

২৭৫। কুসীদ গ্রাসকারী কিয়ামত দিনে (অর্থাৎ মহাবিচার ও সাধারণ পুনরুত্থান দিবসে) পুনরুত্থিত হইবে না; তবে সেই ব্যক্তির ন্যায় উত্থান করিবে, যাহাকে জিন (নামক ভূত) স্পর্শ করত ইন্দ্রিয়হীন করে; এই (অবস্থা তাহাদিগের ঘটিবে,) কারণ তাহারা বলিয়াছিল, যে বাণিজ্য কার্য্যও তদ্রূপ, (অর্থাৎ) সুদ গ্রহণ করার ন্যায়, কিন্তু পরমেশ্বর বাণিজ্য বৈধ করিয়াছেন, এবং কুসীদ গ্রহণ অবৈধ করিয়াছেন। এতৎপরে যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর নিকট হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, (তৎকার্য্য হইতে) বিরত হয়, তাহার (অবস্থা) গত বিষয়ের যাহা হয় (তাহাই হইবে); এবং তাহার প্রতি আজ্ঞা দান করা (দণ্ড কিম্বা ক্ষমা সম্বন্ধে) কেবল পরমেশ্বরেরই অধিকার; এবং যাহারা পুনরায় (ঐ কার্য্য) করে, তাহারা নরক যোগ্য, তাহারা সেই স্থানেই অবস্থিতি করিবে।

২৭৬। পরমেশ্বর কুসীদ গ্রহণ করা উৎপাটন করিবেন, (অর্থাৎ তদুপরি) আশীর্ব্বাদ করিবেন না; এবং দান কার্য্যে বৃদ্ধি করিবেন; কারণ পরমেশ্বর কোন কৃতঘ্ন কিম্বা অধার্ম্মিক লোককে প্রেম করেন না।

২৭৭। কিন্তু যে লোকেরা বিশ্বাস করে, সদাচারী হয়, প্রার্থনায় অনুরক্ত থাকে, এবং দান কার্য্যে (অনুরাগ প্রকাশ করে,) তাহারা আপনাদিগের প্রভুর নিকট হইতে (নিজ কার্য্যের) বিনিময় (অর্থাৎ পুরস্কার) প্রাপ্ত হইবে, তাহাদিগের উপরে ভয় আসিবে না, এবং তাহারা মনস্তাপও প্রাপ্ত হইবে না।

২৭৮। হে ভক্তিমান মানবগণ, তোমাদিগের যদ্যপি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তবে পরমেশ্বরকে ভয় কর, এবং কুসীদের অবশিষ্টাংশ ত্যাগ কর।

২৭৯। যদ্যপি তাহা না কর, তবে পরমেশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত (মহম্মদের)

প্রতিকূলে যুদ্ধে নিযুক্ত হইতে সতর্ক হও; যদ্যপি (কুসীদ গ্রহণ জন্য) অনুতাপী হও, তাহা হইলে তোমাদিগের মূল ধন প্রাপ্ত হইবা; কাহারও প্রতি অত্যাচার করিও না, তাহা হইলে তোমাদিগের প্রতিও (কেহই অত্যাচার করিবে) না।

২৮০। (তোমাদিগের নিকটে ঋণগ্রস্ত লোকদিগের মধ্যে) যে ব্যক্তি সদাচারী (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করণাভিলাষী, অথচ অনির্ব্বিঘ্ন) তাহার যে পর্য্যন্ত সচ্ছলাবস্থা না হয়, সে কালাবধি তাহাকে সময় দেওয়া কর্ত্তব্য; আর যদ্যপি (ঐ প্রাপ্য অর্থ স্বত্ব রহিত করিয়া তাহাকে একবারেই) দান কর, তাহা হইলে তোমাদিগের পক্ষে বড়ই ভাল হইবে; (ইহা কর) যদ্যপি তোমাদিগের বিবেচনা থাকে।

২৮১। যে দিবসে পরমেশ্বরের নিকটে পুনর্গমন করিবা, সেই দিন (স্মরণ করিয়া) ভীত হও; (সেই দিনে) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কর্ম্ম জন্য পূর্ণরূপে (পুরস্কার) প্রাপ্ত হইবে, এবং কাহারও প্রতি অবিচার হইবে না।

২৮২। হে বিশ্বাসী মানবগণ, যে সময়ে (কোন লোকের সহিত) ঋণ এবং তৎসম্বন্ধীয় অঙ্গীকৃত ও নিরূপিতকাল বিষয়ক সন্ধি স্থাপন করিবা, তাহা লিপিবদ্ধ করিও, এবং তোমাদিগের মধ্যে যথার্থ রূপে লিখিবার নিমিত্তে কোন লেখক (নিযুক্তকরা) প্রয়োজন এবং ঐ লেখককে পরমেশ্বর যাদৃশ শিক্ষা দান করিয়াছেন, তাদৃশ লিখিতে যেন সে অস্বীকার (কিম্বা ত্রুটি) না করে; সে তাহার প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করত ঋণী ব্যক্তির বাক্যানুসারে লিখিবে, এবং তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন এবং অপ্রকৃত না করে; যদ্যপি ঐ ঋণী ব্যক্তি বুদ্ধিহীন, অথবা দুর্ব্বল হয়, কিম্বা (যাহা লিখিতে হইবে তাহা) স্বয়ং ব্যক্ত করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার ঋণ দাতা যথার্থ রূপে (লিখিবার বিষয়) বলিবে; এবং আপনাদের পুরুষদিগের মধ্যে দুই জনকে সাক্ষী রাখিবা; যদ্যপি তাহা না হয়, (অর্থাৎ দুইজন পুরুষ যদ্যপি প্রাপ্ত হওয়া না যায়,) তাহা হইলে যাহাদিগকে সাক্ষী রাখিতে মনোনীত করিবা, তাহাদিগের মধ্যে এক জন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোককে (স্থির করিয়া সাক্ষী রাখিবা,) কারণ যদ্যপি এক জন স্ত্রীলোক বিস্মৃতা হয়, তাহা হইলে অন্য এক জন স্ত্রীলোক তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে; আর সাক্ষীরা আহ্বানিত হইলে যেন (এই কার্য্য জন্য) আসিতে অস্বীকার না করে; এবং (ঐ ঋণ) বৃহৎ হয়, কিম্বা স্বল্প হয়, যে পর্য্যন্ত অঙ্গীকার (মতে তাহা পরিশোধ না হইবে, সে পর্য্যন্ত) তাহা লিখিবার নিমিত্তে অযত্ন করিবা না; ইহাতে (অর্থাৎ এই মতে কার্য্য করিলে) পরমেশ্বর সমীপে অধিক যথার্থ (ব্যবহার প্রকাশ পাইবে); এবং (ইহা) সাক্ষীর পক্ষে উপযুক্ত ও সূক্ষ্ম হইবে; আর (ইহা) ভ্রম উপস্থিত না হইবারও সহজ উপায়; যদ্যপি বর্ত্তমান কালের বাণিজ্য বিষয় হয়, (যাহার কার্য্য উভয় পক্ষের সম্মুখে সমাধিত হইয়া থাকে,) আর (যদ্যপি) আপনাদিগের মধ্যে (দ্রব্যাদি) পরিবর্ত্তন কর, তাহা হইলে, ঐ বিষয় লিপিবদ্ধ ক-

রিলে তোমাদিগের পাপ হইবে না ; বাণিজ্য করণকালে সাক্ষী রাখিবা ; আর (দেখিবা যেন) লেখকের প্রতি এবং সাক্ষীগণের প্রতি, কোন হানি না জন্মে, যদ্যপি তাহা কর, (অর্থাৎ তাহাদিগের হানি জন্মাও,) তাহা হইলে তদ্দ্বারা তোমাদিগের মধ্যে পাপ হইবার কথা ; এবং পরমেশ্বরকে ভয় কর ; পরমেশ্বর তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন ; পরমেশ্বর সকল বিষয় অবগত আছেন।

২৮৩। আর তোমরা যদ্যপি পর্য্যটন কার্য্যে নিযুক্ত থাক, এবং (তজ্জন্য যদ্যপি) লেখক প্রাপ্ত না হও, তাহা হইলে হস্তে বন্ধক (দ্রব্য) রাখিও ; যদ্যপি এক ব্যক্তি অন্যকে বিশ্বাস করে, তাহা হইলে বিশ্বাসকারীর প্রতি (অন্য ব্যক্তি নিজ) বিশ্বস্ততা পূর্ণ করিবে, (অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিবে না,) এবং তাহার প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করিবে ; আর সাক্ষ্য পত্র লুক্কায়িত রাখিও না, আর যে কেহ তাহা লুকাইবে, তাহার হৃদয় পাপপূর্ণ ; এবং পরমেশ্বর তোমাদিগের সর্ব্ব কর্ম্ম জ্ঞাত আছেন।

২৮৪। স্বর্গ ও পৃথিবীতে যে কোন (পদার্থ) আছে সে সকলই পরমেশ্বরের ; আর তোমাদিগের হৃদয়ের বাণী (অর্থাৎ মনোগত ভাব) প্রকাশ কর, কিম্বা গোপন কর, পরমেশ্বর তোমাদিগের হইতে (তাহার) নিকাশ লইবেন ; পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই ক্ষমা করিবেন ; এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই দণ্ড দিবেন ; এবং পরমেশ্বর সর্ব্বপদার্থের উপর ক্ষমতাপন্ন।

২৮৫। প্রেরিত (অর্থাৎ মহম্মদ,) যাহা কিছু তাহার প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছে, (তাহা সমস্তই) মানিয়াছে, এবং মুসলমানেরাও (তাহা মানিয়াছে) ; সকলই পরমেশ্বরকে, তাঁহার দূতগণকে, আর গ্রন্থকে (অর্থাৎ কোরাণকে) আর রসুলকে (অর্থাৎ মহম্মদকে,) মান্য করিয়াছে ; তাঁহার প্রেরিতগণের মধ্যে আমরা কাহাকেও পৃথক করি না, (অর্থাৎ কাহাকে শ্রেষ্ঠ, এবং কাহাকে সামান্য জ্ঞান করি না) ; (তাহারা) বলিয়া থাকে আমরা শ্রবণ করিয়াছি এবং স্বীকার করিয়াছি ; হে আমাদিগের প্রভো, তোমার নিকট হইতে ক্ষমা যাচ্ঞা করি, এবং তোমারই নিকটে (আমাদিগকে) পুন র্গমন করিতে হইবে।

২৮৬। পরমেশ্বর কোন ব্যক্তিকে সাধ্যাতীত ক্লেশ দিতে চাহেন না ; সে যাহা (ইহলোকে) উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহাই (পরলোকে) প্রাপ্ত হইবে ; আর যে কার্য্য সে নিষ্পাদন করিয়াছে, তাহাই তাহার উপর বর্ত্তিবে, হে আমাদিগের প্রভো, আমাদিগের ভ্রম হইলে, অথবা ত্রুটি হইলে, আমাদিগকে ধরিয়া (দণ্ড দিও) না ; হে আমাদিগের প্রভো, আমাদিগের পূর্ব্বকালীয় লোকদিগের উপরে যাদৃশ রাখিয়াছিলা, তাদৃশ বৃহৎ ভার আমাদিগের উপরে রাখিও না ; হে আমাদিগের প্রভো, আমাদিগের সাধ্যাতীত (ভার) আমাদিগের দ্বারা উত্তোলন (এবং বহন) করাইও না ; এবং আমাদিগের উপরে দয়া প্রকাশ কর ; এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর ; এবং আমাদিগের উপর কৃপা দান কর ; তুমি আমাদিগের

প্রভু (এবং কর্ত্তা) অতএব অবিশ্বাসী লোকদিগের প্রতিকূলে আমাদিগকে সাহায্য দান কর।

শ্রীতারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২ সূরাত্র বাক্‌র্—২ অধ্যায়—গাভী

সমাপ্ত।

মুক্তি-তত্ত্ব।

ধর্ম্মব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা।

ইস্রায়েল বংশ সম্বন্ধে যে কয়েকটী সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা এই ;

প্রথম সিদ্ধান্ত।—ইস্রায়েলবংশ বহুকালাবধি একরূপ অবস্থায় থাকাতে তাহাদের মনের ভাব, অভিপ্রায়, ও সংকল্প, সকলই এক রূপ হইয়াছিল। সুতরাং জাতীয় কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে সকলেই তাহার অংশী হইত। এবং মিসর দেশীয় নানা ঘটনা দ্বারা তাহাদের মন পরমকারুনিক পরমেশ্বরের উপদেশ গ্রহণ করিতে সর্ব্বাধিক উপযুক্ত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।—পৌত্তলিক ধর্ম্মে তাহাদের অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। ঈশ্বর তাহাদের নিকটে আপন নাম, প্রকৃতি এবং সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং তাহারা তাঁহার অপরাপর গুণও হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত।—তাহারা ঈশ্বরকে আপনাদিগের রক্ষাকর্ত্তা ও পরিত্রাতা বলিয়া মানিত এবং তাঁহা কর্ত্তৃক বিশেষ অনুগৃহীত হইয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা-ভক্তি ও প্রীতি প্রকাশ করিত।

চতুর্থ সিদ্ধান্ত।—লোহিত সাগরকূলে অভূত পূর্ব্ব ঘটনার পরে, তাহারা সর্ব্বাস্তঃকরণে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে এবং তৎপ্রদত্ত ধর্ম্মব্যবস্থা ও রাজ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে যোগ্য হইয়াছিল।

উল্লিখিত কয়েকটী সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ জন্মিবে যে, ইস্রায়েল বংশ ঈশ্বরের স্বরূপ ও স্বভাবাদির প্রকৃত জ্ঞান, এবং ঈশ্বরের প্রতি ও পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে যথোচিত যোগ্য হইয়াছিল; এবং ঐ রূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। যদ্যপি তাহারা ঐ জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইত, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের নানাবিধ অনুগ্রহ প্রকাশ, এবং তাহাদের নিমিত্ত

নানাবিধ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা নিতান্ত নিষ্ফল হইত।

মানবজাতির ইতিহাস দ্বারা ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে যে, মনুষ্য স্বীয় বুদ্ধিবলে ঈশ্বরের প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রকৃত বিধি কদাপি সংস্থাপন করিতে পারে না। যদিও নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ নানা সময়ে নানা প্রকার নীতিগর্ভ উপদেশ প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু মনুষ্যহৃদয় ও বুদ্ধি প্রভৃতি পাপ দূষিত হওয়াতে, পবিত্র বিধি উদ্ভাবন করা মানবশক্তি ও মানববুদ্ধির অসাধ্য।

কেহ২ নানা আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিধি প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই; মনুষ্য স্বীয় বুদ্ধি ও সদসদ্বিবেকশক্তি সহকারে সাধু ও সত্য পথে থাকিয়া আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। এই অনুমান যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহা অনায়াসেই সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। সদসদ্বিবেক শক্তি সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্বসময়ে হিতাহিত নির্ব্বাচন করিতে পারে না। উহা সর্ব্বদা বুদ্ধিদ্বারা চালিত হয় না, প্রত্যুত বিশ্বাস দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। যাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস শুদ্ধ, তাহার ঐ শক্তিও শুদ্ধ; এবং যাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস অশুদ্ধ, তাহার ঐ শক্তিও অশুদ্ধ। যে ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি, নরহত্যা প্রভৃতি গর্হিত কর্ম্মকে সাধু কর্ম্ম মনে করে, তাহার সদসদ্বিবেবশক্তি তাহাকে সেই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি দেয়, না করিলে তিরস্কার করে; সুতরাং বলিতে হইবে যে, ঐ শক্তি বিশ্বাস দ্বারাই চালিত হয়, যদি মনুষ্য নিষ্পাপ হইত এবং যদি তাহার মনোবৃত্তি সকলও শুদ্ধ হইত, তাহা হইলে বিবেকশক্তি তাহাকে কর্ত্তব্য কর্ম্মবিষয়ে সাধুরূপে পরিচালিত করিতে পারিত। কিন্তু মনুষ্য পাপাচ্ছন্ন, সুতরাং তাহার বিবেক শক্তি ঈশ্বর প্রদত্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিধি দ্বারাই চালিত হওয়া উচিত; অন্যথা উহা মানবকুলকে অজ্ঞানতা রূপ তিমির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া নানা অকল্যাণ উৎপাদন করে।

অধিকন্তু, পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর সকল পদার্থকেই কতক গুলি নিয়মের অধীন করিয়াছেন। গতি, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি নিয়মদ্বারা জড়পদার্থ নিয়মিত হয়। পশুপক্ষী সরীসৃপাদি জন্তু সকল যে নিয়মদ্বারা নিয়মিত হয়, তাহাকে স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার বলে। ঐ সংস্কার বলে বীবরেরা অতি রম্য সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করে। সৃষ্টিকালাবধি ঐ বীবর জাতি কোন এক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া একই প্রকার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে এবং বোধ হয়, শেষ পর্য্যন্ত করিবে। বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যে যে সকল স্থাবর জঙ্গম পদার্থ বিদ্যমান আছে, সকলকেই তাঁহার যথোচিত নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হয়, কেহই উহা অতিক্রম করিতে পারে না, যখন ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, তখন মানবজাতির আত্মাও ঐশ্বরিক কোন না কোন নিয়মের অধীন, ইহাতে সন্দেহ কি? যদি আমরা মনে করি যে, মানবহৃদয় ঈশ্বর প্রকাশিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিধি দ্বারা চালিত হয় না, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে

যে, ঈশ্বর জগতের সামান্য২ বিষয়েরই তত্ত্বাবধারণ করেন, কিন্তু স্বসৃষ্ট পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে মানবহৃদয়, তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রকাশ করেন। এরূপ অবধারিত হইলে ঈশ্বর যে ইস্রায়েল বংশকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিধি গ্রহণার্থ প্রস্তুত ও উপযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে ঐ বিধি দিয়াছেন, তাহাও অগ্রাহ্য করিতে হইবে। কিন্তু এ অনুমান নিতান্ত অমূলক ও যুক্তিবিরুদ্ধ। সুতরাং মনঃকল্পিত ও যুক্তিবিরুদ্ধ বিষয়ে কোন্ বুদ্ধিমান আস্থা করিতে পারেন? অতএব বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ঈশ্বর ইস্রায়েল বংশকে পূর্ব্বোক্ত বিধি প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।

কি প্রাকৃতিক নিয়ম, কি স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার, এ উভয়ের একটীও মনুষ্যের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে মনুষ্যের স্বাধীনতা থাকে না। ঈশ্বর মনুষ্যকে বুদ্ধিজীবী প্রাণী করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই তিনি কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, তাহা বুঝিতে পারেন। তাঁহার বুদ্ধি আছে, ইচ্ছা আছে, এবং সদসদ্বিবেকশক্তিও আছে। ঐ সমস্ত কারণে মানবহৃদয় এমত কোন নিয়মদ্বারা চালিত বা নিয়মিত হইয়া থাকে, যাহা তিনি সহজে বুঝিতে পারেন। নিয়ন্তার নিয়ম যদি বোধগম্যই না হয়, তবে তন্নিমিত্ত কে বা দায়ী হইবে?

অতএব পরমেশ্বর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের নিয়মাবলি প্রথমে ইস্রায়েল বংশকেই দিয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। ঐ নিয়ম দশ আজ্ঞায় সংক্ষেপে লিখিত আছে। নম্রতা ও প্রীতি সহকারে ঈশ্বরের বশীভূততা প্রকাশ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ফলতঃ ঐ রূপ বশীভূততাই যথার্থ বশীভূততা, ঐ রূপে বশীভূত হইতে পারিলেই মানবজন্ম সফল হয়। সুতরাং দয়াবান ঈশ্বর ঐ অভিপ্রায়েই এমত কতক গুলি ঘটনা ঘটিত করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা ইস্রায়েল বংশের মনে তাঁহার প্রতি ঐ রূপ বশীভূততার উৎপত্তি হয়। তিনি তাহাদিগকে এই রূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন—"আমিই তোমাদের প্রভু পরমেশ্বর, আমি তোমাদিগকে মিসরদেশ ও তথাকার বন্ধনাবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছি, অতএব তোমরা আমাকে প্রীতি করিয়া আমার আজ্ঞা সকল পালন কর।"

পবিত্রতা বিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তি এবং ঈশ্বরে ঐ পবিত্রতা গুণের আরোপ।

ইস্রায়েল বংশকে যখন ঈশ্বর দশ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তখনও তাহারা তাঁহার সকল গুণ অবগত হয় নাই; তাহারা কেবল জানিয়াছিল যে, তাঁহার শক্তি অসীম ও তাঁহার করুণা অপার। বিশেষতঃ ঈশ্বর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাহাদিগের প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করাতে তাহারা তাঁহার দয়ারই বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিল। তাঁহার উপাসনা করিতে ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে তাহারা প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তখন ঈশ্বরের গুণসমূহের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ তাঁহার পবিত্রতা, সম্পূর্ণ অপাপবিদ্ধতা বিষয়ে তাহারা

প্রায় কিছুই জানিত না। ঈশ্বরদত্ত ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে, তাঁহার উপাসনা করা, তাঁহার বশীভূত হওয়া ও পরস্পরের প্রতি নিজ২ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করা তাহাদিগের উচিত ; কিন্তু তাহাদের অপবিত্রমন ও অপবিত্র আচার ব্যবহার যে ঈশ্বরের নিতান্ত ঘৃণিত, ইহা তাহারা জানিত না।

যৎকালে তাহারা মিসর দেশ হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ সকল জাতিই পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল ও তাহাদের দেবতাগণের চরিত্র অতীব অপবিত্র ও ঘৃণিত ছিল, সুতরাং ঈশ্বরের নির্ম্মল পবিত্র চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা ইস্রায়েল বংশের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা মিসর দেশীয়দিগের কুৎসিত ঘৃণার্হ পৌত্তলিক ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে মানিত ; এবং মিসর দেশ হইতে মুক্ত হইয়া যে সকল প্রতিমা নির্ম্মাণ ও পূজা করিয়াছিল, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশিত হয় যে, তখনও তাহাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অতি অপকৃষ্ট ও তাহাদের মন অজ্ঞান-তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল। তাহারা স্বর্ণ গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগের উদ্ধারকর্ত্তা জ্ঞানে উহার আরাধনা করে, কিন্তু তদ্দ্বারা স্বয়ম্ভু ঈশ্বরকে অবমাননা করিবার অভিপ্রায় করে নাই, কারণ ঐ স্বর্ণ গোবৎসদেব সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইলে পরে, "এই দেবতা আমাদিগকে মিসর দেশ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন" বলিয়া তাহারা জয়ধ্বনি করিয়াছিল ; এবং ঐ উপলক্ষেই যখন হারোণ উৎসব করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তখন তাহারা ঐ উৎসব মিসর দেশীয় আইসিস্, ওসাইরিস্ প্রভৃতি দেবগণের স্মরণার্থে বা সম্মানার্থে না করিয়া কেবল সত্য ঈশ্বরের সম্মানার্থেই করিয়াছিল। যাহা হউক, মিসরবাসীদিগের ন্যায় ইস্রায়েল বংশও যে আপনাদিগের ঈশ্বরকে অতি কুৎসিতরূপে উপাসনা করিত, তাহার আর সংশয় নাই। এই সমস্ত কারণেই অনুমান করা যায় যে, ইস্রায়েল বংশ তখন পর্য্যন্ত দূষিতচিত্ত ছিল, এবং ঈশ্বরের নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক স্বভাব জ্ঞাত হইতে পারে নাই। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঈশ্বরের ব্যবস্থা সকল সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে সমর্থ হইবার জন্য ঈশ্বরের পবিত্র স্বভাব জ্ঞাত হওয়া ইস্রায়েল বংশের পক্ষে আবশ্যক হইয়াছিল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, কি প্রকারে ঈশ্বরের পবিত্রতা গুণের জ্ঞান তাহাদের মনে অর্পিত হইতে পারিত? মানবহৃদয়ের অবস্থা বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, একমাত্র উপায়দ্বারা উহা প্রদত্ত হইতে পারিত। সুতরাং হয় তদনুসারে দেওয়া, নয় মানবহৃদয়ের অবস্থা পরিবর্ত্তন করা অত্যাবশ্যক, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে মানবহৃদয়ের অবস্থা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই, সুতরাং ঈশ্বর একমাত্র উপায়দ্বারা তাহাদিগকে ঐ জ্ঞান দিয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। এই জগৎসম্বন্ধীয় তাবৎ পদার্থের জ্ঞান আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রাপ্ত হই। যদিও কোন২ পণ্ডিত কহিয়া থাকেন যে কোন২ বিষয়ের জ্ঞান আমরা স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার হইতেই লাভ

করি, তথাপি সাধারণত ইহা স্থির-সিদ্ধান্ত, আমরা যে কোন জ্ঞান লাভ করি না কেন, সে সমুদায়ই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন না কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই প্রাপ্ত হই। এবম্প্রকারে ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা ক্রমশঃ মনে বদ্ধমূল হয়।

ইব্রীয় ভাষার শব্দ বিবরণ সমালোচন করিলে জানিতে পারা যায় যে অনেকানেক শব্দ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অর্থ অনুসারে উৎপাদিত, পরিবর্ত্তিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা "বল" এই অর্থ বুঝাইতে "শৃঙ্গ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পশুগণের মধ্যে অনেককে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহারা শত্রু আক্রমণ বা কোন বস্তু বিদারণ করিতে হইলে শৃঙ্গদ্বারাই করিয়া থাকে; সুতরাং শৃঙ্গই উহাদিগের বল। অপর স্থানে বলার্থ বুঝাইবার সময় শৃঙ্গ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া "হস্ত" শব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য হস্ত দ্বারাই প্রায় সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সুতরাং হস্তই তাহার বল স্বরূপ। পুনশ্চ, "সূর্য্যরশ্মি" এই শব্দদ্বারা "সুখ" অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যিহুদা দেশ শীতপ্রধান, সুতরাং তত্রত্য লোক সূর্য্যোদয় হইলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইত, এই নিমিত্তই সূর্য্যরশ্মি সুখার্থ প্রকাশক শব্দ। অপর, "ন্যায়" "বা" বিচার এই শব্দ "কর্ত্তন" বা "বিভাগ" শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাধগণ মৃগাদি কাটিয়া, ভাগ করিয়া যাহার যে প্রাপ্য, সে তাহা লয়; এতদ্দ্বারা ন্যায় ও বিচার দুই কর্ম্মই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু যে কয়েকটী উল্লিখিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে অনেকানেক শব্দ অর্থানুসারে পরিবর্ত্তিত ও ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে।

অপর নানা পদার্থের উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতার তারতম্য বুঝিতে হইলে বা প্রকাশ করিতে হইলে সেই সকল পদার্থের পরস্পর তুলনা করিতে হয়। যদি দুইটী উৎকৃষ্ট পদার্থ মধ্যে একটী অপরটী হইতে উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথমটীকে উৎকৃষ্ট ও দ্বিতীয়টীকে উৎকৃষ্টতর কহা যায়। যদি তিনটী উৎকৃষ্ট পদার্থ তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমটীকে উৎকৃষ্ট, দ্বিতীয়টীকে উৎকৃষ্টতর তৃতীয়টীকে উৎকৃষ্টতম কহা যায়। তদ্রূপ, একটী পুষ্পকে সুন্দর, অপরটীকে সুন্দরতর ও তৃতীয়টীকে সুন্দরতম বলা যায়। অতএব এক্ষণে নিশ্চয় প্রতিপন্ন হইল যে, অনেক গুলি পদার্থের পরস্পরের সহিত তুলনা করিলে ক্রমশঃ তাহাদের উৎকৃষ্টতার তারতম্য বিষয়ক জ্ঞান জন্মে।

এই সকল সিদ্ধান্ত মনে রাখিয়া এক্ষণে আমরা উল্লিখিত প্রশ্ন সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি—কি প্রকারে ঈশ্বরের পবিত্রতা বিষয়ক জ্ঞান যিহুদীদিগকে প্রদত্ত হইতে পারিত?

এক্ষণে বিবেচনা কর—১ম, পার্থিব কোন পদার্থ দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্রতা বিষয়ক জ্ঞান মানবহৃদয়ে দত্ত হইতে পারিত না। ২য়, ঐ জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা

যথোচিত প্রণালীতে প্রদান করা আবশ্যক। ৩য়, মানব হৃদয়ের অবস্থা বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে কতক গুলি পদার্থের এরূপ পরস্পর তুলনা আবশ্যক, যদ্দ্বারা ঐ জ্ঞান অনায়াসে উৎপন্ন হয়।

যে তিনটী সিদ্ধান্ত লিখিত হইল, ইহার সহিত ইস্রায়েল বংশকে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান দিবার নিমিত্ত যে ধর্ম্মপদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহার সাদৃশ্য বিবেচনা কর।

পিলেষ্টীয় দেশে যে সকল পশু ছিল, তাহা ঈশ্বরের আদেশে পবিত্র ও অপবিত্র এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। সুতরাং তদ্দেশীয়েরা এক শ্রেণীকে অন্য শ্রেণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করিত। অপর, ঐ পবিত্র শ্রেণীর মধ্যে যেটীকে উৎসর্গ করিবার জন্য লইত, সেটী নিষ্কলঙ্ক, সুতরাং সেই নিষ্কলঙ্ক পশুটীকে পবিত্র শ্রেণীস্থ পশু সমূহ মধ্যে পবিত্রতম মনে করিত। অপর, ঐ বলি সকলেই উৎসর্গ করিতে পারিত না। তাহাদিগের মধ্যে কতক গুলি মনুষ্য তদর্থে পবিত্রীকৃত ও পৃথগভূত হইয়াছিল। অতএব তাহাদের পবিত্রতা বিষয়ে জ্ঞান দুই কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; এক পবিত্রীকৃত পুরোহিত ও অপর পবিত্র পশু। ঐ পশু বলি উৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে স্নান করাইয়া পরে পুরোহিত স্বয়ং চর্ম্মপাদুকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নাত হইয়া উৎসর্গাদি পৌরোহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন।

এবম্প্রকারে ঈশ্বরের নিকট পশু বলি উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত যে সকল আয়োজন হইত, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্রতা তাহারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পুরোহিত, কি উৎসর্জ্জনীয় পশু, কেহই ঈশ্বরের অপেক্ষা পবিত্র নয়, ইহা জানাইবার নিমিত্ত তাহারা উৎসর্গাদি ক্রিয়াকলাপ মন্দিরের মত পবিত্র স্থানের বহির্ভাগে করিত। এতদুপায়ে পুরোহিতবর্গ, মনুষ্য সাধারণ, ও উৎসর্জ্জনীয় ছাগাদি পশুর শুদ্ধতা অপেক্ষা ঈশ্বরের পবিত্রতা অসীমগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছিল।

ইস্রায়েল বংশ যে কেবল বলিদান সম্বন্ধে পবিত্রতা বিষয়ক জ্ঞান পাইয়াছিল, তাহা নয়; তাহারা ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধীয় তাবৎ দ্রব্যই পবিত্র করিত। বস্ত্রমন্দির বা তাম্বু পবিত্র করিত, মনুষ্য সাধারণকেও পবিত্র করিত। এবম্প্রকারে তাবৎ দ্রব্য পবিত্র করাতে পবিত্রতা বিষয়ে তাহাদের বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। অতএব যাঁহার উপাসনার্থে দ্রব্য সমুদয় পবিত্র করা আবশ্যক, তিনি যে সম্পূর্ণ পবিত্র, অপাপবিদ্ধ ও পাপবিদ্বেষী, তাহা তাহারা কেন না জানিবে?

লেবীয়পদ্ধতি (ইস্রায়েলদিগের মধ্যে পৌরোহিত্য প্রথা) ও বলিদানাদি প্রথা প্রচলিত থাকাতে তাহাদের মনে পবিত্রতা বিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছিল। কি আদি ভাগ, কি অন্তঃভাগ, উভয় ভাগেই উক্ত পদ্ধতির ভূরি২ উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টমণ্ডলীতে বাপ্তিস্ম প্রথা পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ, অর্থাৎ মস্তকে জল সংস্কার দ্বারা অন্তঃকরণে পবিত্র আত্মার শুদ্ধীকরণ শক্তি প্রকাশিত হয়। পাতমঃ উপদ্বীপে প্রেরিত যোহন যে স্বপ্ন দেখেন, তাহাতে তিনি দেখিয়াছিলেন

যে, স্বর্গে শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিগণ শুদ্ধ শ্বেত বস্ত্র পরিহীত; তদ্দ্বারা এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল যে, যে শুদ্ধ শ্বেত বস্ত্র মহাযাজক পরিধান করিয়া মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতেন, সেই বস্ত্র পবিত্র। ইব্রীয়দিগের প্রতি পত্রে প্রেরিত পৌলও ঐ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কহেন, "স্বর্গীয় বিষয়ের দৃষ্টান্ত যাহা, তাহার এই রূপে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ রীত্যনুসারে শুচীকৃত হওয়া আবশ্যক ছিল, কিন্তু স্বয়ং স্বর্গীয় যাহা, তাহার ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জলদ্বারা পবিত্রীকৃত হওয়া উচিত।" ফলতঃ লেবীয় পদ্ধতির সার মর্ম্ম এই যে, ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থ পারমার্থিক পদার্থের—স্বর্গীয় পদার্থের আদর্শস্বরূপ, সুতরাং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ পদার্থের শুদ্ধীকরণ দ্বারা পারমার্থিক পদার্থের শুদ্ধতা প্রকাশিত হয়।

আমাদের মনের অবস্থা যে রূপ, তাহাতে অগত্যা পার্থিব পদার্থের তাবৎ জ্ঞানই আমাদিগকে ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ করিতে হয়, সুতরাং ঈশ্বরের পবিত্রতা বিষয়ক জ্ঞানও উক্ত উপায় দ্বারা প্রদান করা আবশ্যক হইয়াছিল। লেবীয় পদ্ধতির বিষয় যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে ইস্রায়েল বংশ ইন্দ্রিয় দ্বারাই উক্ত জ্ঞান পাইয়াছিল।

এক্ষণে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল যে, যে উপায় দ্বারা মনুষ্যগণকে ঈশ্বরের পবিত্রতা বিষয়ক জ্ঞান দেওয়া যাইতে পারিত, ঠিক সেই উপায় দ্বারাই উহা প্রদত্ত হইয়াছে।

যজ্ঞসুধানিধি।*

নমঃ সর্ব্বযজ্ঞান্তকৃতে—অর্থাৎ সর্ব্বযজ্ঞান্তকারীকে নমস্কার।

যস্য হ্যুজ্জননং বাচো যঃ সাকল্যঞ্চ বাচয়া।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে জ্ঞানতীর্থং যিহোবণং॥

অর্থাৎ, যাঁহা হইতে বাক্য উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং যিনি বাক্যদ্বারা সকল বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, জ্ঞানাকর সেই যিহোবাকে আমি বন্দনা করি।

প্রথম অধ্যায়—প্রথম যজ্ঞযুগ।

হে যাজ্ঞিকগণ! আমাদিগের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষেরা কহিয়াছেন, যজ্ঞো হি শ্রেষ্ঠতমং কর্ম্ম—অর্থাৎ, যজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম্ম। তাঁহারা যজ্ঞকে জগচ্চক্রের অক্ষদণ্ড, এবং সকল পদার্থের কেন্দ্রস্বরূপ বিবেচনা করিয়া এই রূপ কহিয়াছেন—যজ্ঞো বৈ ভুবনস্য নাভিঃ, অর্থাৎ যজ্ঞ পৃথিবীর নাভিস্বরূপ। তাঁহারা আরো

* Translated from the Rev. F. Kittel's Tract on sacrifice.

কহিয়াছেন—জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভি ঋণবা জায়তে, ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো, যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্যঃ—অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ আজন্মকাল ব্রহ্মচর্য্যের নিমিত্ত ঋষিগণের, যজ্ঞের নিমিত্ত দেবগণের এবং প্রজার নিমিত্ত পিতৃগণের নিকট ঋণী হয়েন। মহাভারতে কথিত আছে—ইজ্যাধ্যয়নদানানি, তপঃ সত্যং ক্ষমা দমঃ। অলোভ ইতি মার্গোয়ং, ধর্ম্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ।। অর্থাৎ—যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, দান, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও অলোভ, ধর্ম্মের এই অষ্টবিধ পথ।

এই সমস্ত প্রমাণদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যজ্ঞকে মহৎ কর্ম্ম জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। প্রকৃত যজ্ঞপথ কি, এই বিষয় বিবেচনা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত যজ্ঞই একমাত্র উপায়, সুতরাং যজ্ঞের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই গুরুতর বিষয়ে যজ্ঞপতি ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

ইতিহাসে লিখিত আছে, কাইন এবং হাবিল নামে ভ্রাতৃদ্বয় সর্ব্বপ্রথমে যজ্ঞারম্ভ করেন। কাইন, ফলমূল এবং হাবিল, পশু উৎসর্গ করেন। প্রায় ৫৭৪০ বৎসর অতীত হইল, ভারতবর্ষের পশ্চিম দিক্‌স্থ আসিয়া খণ্ডের এক জনপদে, তাঁহারা এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তৎকালে ভারতবর্ষ জনশূন্য ছিল, কেবল আরণ্য পশুগণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিত। হাবিলের কয়েক শত বৎসর পরে, শেথ বংশোদ্ভব নোহ, পশুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই শেথ উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্ব্বানুজ ছিলেন। নোহের সময়ে পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হওয়াতে, ঈশ্বর এক মহাজলপ্লাবনদ্বারা উহাকে পরিষ্কৃত করেন। এই মহৌঘের অব্যবহিত পরে নোহ এক বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি যজ্ঞীয় পশু উৎসর্গ করেন। জলপ্লাবনদ্বারা ঈশ্বর ধার্ম্মিকবর নোহ, তাঁহার পুত্রত্রয়, তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং তাঁহার পুত্রবধূত্রয় ব্যতিরেকে, আর সকলকেই স্বর পাপ প্রযুক্ত বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তৎকালে কেবল নোহের পরিবার মধ্যেই দেবভক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। নোহ, প্রায় ৪২২০ বৎসর পূর্ব্বে পশুযজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান কালেও ভারতবর্ষ জনস্থান হয় নাই। ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকস্থিত আরারত পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী আর্ম্মিনিয়া (অর্মন) নামে এক দেশ আছে, এই দেশই নোহের যজ্ঞভূমি ছিল। কাইন, হাবিল এবং নোহ যিহোবা অর্থাৎ সনাতন ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

শাম, হাম এবং যাফেৎ নামে ধর্ম্মনিষ্ঠ নোহের তিন পুত্র ছিল। ধরাবাসী সমস্ত মানব মণ্ডলী এই তিন ব্যক্তির বংশোদ্ভূত। ভারতীয় আর্য্যগণ যাফেৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। কম্বোজ, মহাশক, যবন, মহীষক, তুর্ব্বস, তোকার্যাম, পার্সি, ইংরাজ, জর্ম্মণ, এবং কেল্ট প্রভৃতি জাতি সকলও আর্য্যবংশে পরিগণিত।

এই সমস্ত এবং অপরাপর আর্য্য জাতিদিগের প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষা সমূহে বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া

যায়, এবং ইহাদ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে আর্য্য জাতিরা একই পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। নোহের ৭০০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পৌত্র এবং প্রপৌত্রেরা দশদিকে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়েন। মহৌঘের ১০০ বৎসর পরে, অর্থাৎ প্রায় ৪১২০ বৎসর অতীত হইল, এই রূপ ঘটনা হইয়াছিল। আরারত পর্ব্বতের দক্ষিণ দিক্‌স্থিত বাবিল নগর হইতে, দশমুখী স্রোতস্বতীর ন্যায় তাঁহারা দশদিকে গমন করেন। এই রূপ ঘটনা নিবন্ধন আর্য্যগণ স্ব২ পিতৃ পিতামহের দেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দিকে, পারস্য (ইরাণ বা অর্য্যাণ) এবং বাক্‌ট্রীয়া (বাহ্লিক) প্রভৃতি জনপদে গমন করেন; কিন্তু ঈশ্বর যে মহৌঘের সময়ে নোহকে সপরিবারে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের স্মৃতিপথ হইতে অপসৃত হয় নাই। প্রায় ২০০ বৎসর আর্য্যেরা পূর্ব্বোক্ত দেশসমূহে বাস করিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহারা প্রাচ্য, মাধ্য, এবং পাশ্চাত্য এই তিন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়েন। তৎকালে কি আর্য্য কি অনার্য্য, সাধারণতঃ সকলেই দীর্ঘজীবী ছিলেন; সুতরাং অতি অল্পকাল মধ্যেই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া বিবিধ জাতি সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

আর্য্যদিগের ন্যায় শাম এবং হাম বংশীয় অনার্য্যদিগের মধ্যে কতক লোক বাবিল নগর হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করে, এবং ২০০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করে, ইহাদিগকেই ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী কহা যায়। এই ঘটনার প্রায় ১০০ বৎসর পরে, অর্থাৎ ৩৯০০ বৎসর অতীত হইল, প্রাচ্য আর্য্যদিগের কতক লোক বাহ্লিক দেশ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চনদে (পঞ্জাবে) আগমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত অনার্য্যেরা ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া নগরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা আর্য্যদিগের আগমন প্রতিরোধে নিষ্ফলপ্রযত্ন হইয়াছিল।

আর্য্যগণ ভিন্ন২ জাতিতে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে, ভারতবর্ষ, পারস্য, বাহ্লিক এবং পাশ্চাত্য দেশবাসী সমস্ত আর্য্যজাতি, সত্য এবং সনাতন ঈশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। এই ঘটনা যে মনুষ্য জাতির ইতিহাসে পরম পরিতাপাবহ, তদ্বিষয়ে কাহার সন্দেহ হইতে পারে না। ভারতীয় আর্য্যগণ ইহার অনতিকাল বিলম্বেই ৩৩৯ দেবতার উপাসক হইয়া পড়েন। এই সময় হইতে ভারতবর্ষে মিথ্যা দেবদেবীর অর্চ্চনা আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সীমার বহিঃস্থিত অনার্য্যগণের মধ্যে, সত্য ঈশ্বরের জ্ঞান ও উপাসনা অধিক পরিমাণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। এবং বোধ হয়, এই সময় হইতে, ইজিপ্‌সিয়ান, কিনানীয়, কার্থেজিনিয়ান, বাবিলোনীয়, অসূরীয়, সূরীয়, ইস্কুথীয় (শক) এবং চীন প্রভৃতি জাতি সকল, চন্দ্র, সূর্য্য, এবং গ্রহাদির উপাসনা করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত অনার্য্যদিগের মধ্যে ইজিপ্‌সিয়ান এবং কার্থেজিনিয়ান জাতিদ্বয়, আফ্রিকাখণ্ডে, এবং অবশিষ্ট জাতি সকল আসিয়া খণ্ডে বাস করিতেন।

যৎকালে অপরাপর জাতি, প্রকৃতি ও প্রতিমা উপাসনায় নিমজ্জিত হইয়া পড়েন, তৎকালে কেবল য়িহুদী নামে এক জাতি, সত্য ঈশ্বরের আহ্বান অনুসরণ করিয়া তাঁহারই সেবায় রত ছিলেন। তাঁহারা হাবিল এবং নোহের ন্যায় পশুযজ্ঞের দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। তাঁহারা আর্য্যজাতির আদিপুরুষ যাফেতের অগ্রজ শামের বংশোদ্ভব। পূর্ব্বে তাঁহারা আসিয়া খণ্ডের পশ্চিমদিকস্থ পালেষ্টাইন নামক দেশে বাস করিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বদেশেই বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে ইব্রাহীম, ইস্‌হাক এবং যাকুব নামে তিন জন অতি প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। ইস্রায়েল, যাকুবের নামান্তর। যাঁহারা ইস্রায়েল বংশোদ্ভব, তাঁহাদিগকে ইস্রায়েলীয় বা য়িহুদী কহা যায়। যৎকালে প্রাচ্য আর্য্যগণ পঞ্চনদে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তৎকালে অর্থাৎ ৩৯২৭ বৎসর অতীত হইল, য়িহুদী জাতির আদিপুরুষ ইব্রাহীম জন্মপরিগ্রহ করেন, এবং ১৭৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি লোকান্তর গমন করেন।

যদিও সমস্ত আর্য্যজাতি এবং য়িহুদী ভিন্ন অপরাপর অনার্য্য জাতি, এই রূপ বিষম অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত হইয়াছিলেন, তথাপি যজ্ঞদ্বারা উপাস্যদিগের আরাধনা করা কর্ত্তব্য, তাঁহাদিগের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে হইলে যজ্ঞের প্রয়োজন, সৃষ্টিকর্ত্তা, মনুষ্যমাত্রের হৃৎপত্রে এই রূপ ব্যবস্থা অক্ষয়রূপে খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই রূপে তাবজ্জাতীয় লোক ৪০০০ বৎসর, পশুবলি উৎসর্গ করিয়াছিল এবং আজি পর্য্যন্ত কোন কোন জাতি এই প্রথা অনুসরণ করিতেছে। যৎকালে আমাদিগের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষেরা পারস্য এবং বাহ্লিক দেশে অপরাপর আর্য্যদিগের সহিত বাস করিতেছিলেন, এবং যৎকালে অথর্ব্বাঙ্গিরেরা বর্ত্তমান ছিলেন, তৎকালে তাঁহারা পশুযজ্ঞদ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন, এবং আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার কালেও তাঁহাদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রথম যজ্ঞযুগ সমাপ্ত।

লেডী ভন কুডেনরের জীবন বৃত্তান্ত।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ইউরোপের অধিকাংশ শিক্ষিত খ্রীষ্টীয় জনগণ প্রকৃত বিশ্বাসের বিপর্য্যয় করিয়া র‍্যাসন্যালিজ্‌ম্ (Rationalism) ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়াছিল ; (র‍্যাসন্যালিষ্টেরা যীশু খ্রীষ্টকে কেবল মানুষিক সদ্‌গুরু জ্ঞান করে, এদেশে যাহা ব্রাহ্মমত বলিয়া

প্রসিদ্ধ, ইউরোপে তাহা র‍্যাসন্যালিস্‌ম্ বলিয়া উক্ত হয়।) তখন ঈশ্বর এক স্ত্রীলোক দ্বারা স্বীয় রাজ্যের নিমিত্ত এক অপূর্ব্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ঐ স্ত্রীলোক দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়া যেহ স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তত্তৎ স্থানস্থ শত সহস্র লোক তাঁহার অপূর্ব্ব ধর্ম্মভক্তি ও উদ্যোগে আকর্ষিত হইয়া প্রভুর প্রতি মনঃপরিবর্ত্তন করিয়াছিল। সম্প্রতি আমরা অসামান্য-গুণ-সম্পন্না ঈশ্বরের ঐ দাসীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ইনি অতীব সৎকুলোদ্ভব ধনশালী রুশীয় ভনউইট্টিংহফ্ নামক রাজসচিবের ঔরসে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও অতিশয় বুদ্ধিমতী ও গুণশালিনী ছিলেন, এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করত বহুবিদ্যায় পারদর্শিনী হন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে স্বীয় ইচ্ছার বিপরীতে জনৈক উচ্চ পদান্বিত কুলীনের (Von Krüdener) সহিত পরিণীতা হয়েন। উক্ত ব্যক্তি কোনমতে ঐ গুণবতী কামিনীর পতি হওনের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন না। এই মহাপুরুষ ইতি পূর্ব্বে দুইবার ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে ত্যাগপত্র দিয়া বিদায় করেন। ইনি রুশীয় রাজের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বেনিশ নগরে প্রেরিত হয়েন, পরে উক্ত নগরে অবস্থিতি করণ কালে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি প্রণয় ব্যবহার না করিয়া পরদারাসক্ত হইতে লাগিলেন। উক্ত গুণশালিনী কামিনী স্বীয় ভর্ত্তার প্রণয়োৎপাদনার্থ বিশেষ যত্নবতী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যাবতীয় যত্নই ব্যর্থ হইল। ইহার পরে, তাঁহার স্বামী পুনরায় উক্ত কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া কোপেন-হেগন নগরে অবস্থিতি করণকালেও পূর্ব্ববৎ কুব্যবহার করিতে লাগিলেন। অতঃপর ইনি ফ্রান্স দেশীয় এক জন দার্শনিক পণ্ডিত রুসো প্রণীত নূতন মত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং স্বীয় বনিতাকেও ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা নাশক উক্ত মতের বিষবৎ শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। লেডী ভনক্রুডেনর স্বীয় স্বামীর কুচরিত্র বশতঃ যদিও উত্তরোত্তর তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন, তথাচ তিনি সেই নব্য কুশিক্ষা আগ্রহ সহকারে শিক্ষা করিতেন। তাঁহার একটী কন্যা হইয়াছিল। ঐ কন্যা অসুস্থা হওয়াতে চিকিৎসা করণার্থে তাঁহাকে পারিস নগরে যাইতে হইল। তৎকালে পারিস নগরের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মধ্যে ভলটেয়ার ও রুসো প্রণীত মতসমূহ প্রাদুর্ভূত ও সমাদৃত ছিল। বুদ্ধিমতী ভন ক্রুডেনর ঐ লোকদিগের পরিচিত হইয়া সমাদৃতা হইতে লাগিলেন। তিনি যখন অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়স্কা, তখন অধিক বর্ষ বয়স্ক স্বীয় স্বামীর সম্মতিতে স্বামী সহবাস সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া পারিস নগরে বাস করিতে ও তদবধি সাংসারিক অলীক সুখজালে উত্তরোত্তর জড়ীভূত হইতে লাগিলেন। উক্ত নগরের মহা মহা পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার বুদ্ধির ও গুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডিত্য প্রশংসালাভের জন্য তিনিও স্বয়ং নবন্যাস প্রণয়নে প্রবৃত্তা

হইলেন। তদ্রচিত গ্রন্থ দৃষ্টে পণ্ডিতগণ তাঁহার অতিশয় প্রশংসা করাতে তাঁহার আত্মাভিমান অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল; এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য ও প্রশংসামদে মত্ত হইয়া ভ্রষ্টাচাররূপ কূপে পতিতা হইবার অর্থাৎ সতীত্বনাশের উপক্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর উক্ত বিপদ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তিনি এক্ষণে স্বীয় স্বামীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন; তাহাতে তাঁহার বিবেক জাগরূক হইয়া উঠিল, উক্ত মৃত্যু সংবাদ ঈশ্বরের বিচাররূপ বজ্রপাতের তুল্য তাঁহার অন্তরে পতিত হইল। যদাপিও তিনি আপন মনের উদ্বেগ সময়ে আপনাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে পারিলেন, যে স্বামীর নিকটে ঈশ্বরের সম্মুখে যে সতীত্বের অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহা ভঙ্গ করি নাই; তথাপি বিবেকের অভিযোগ তাহাতে শান্ত হয় নাই বরং আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? বিদ্যুতের ন্যায় এই ভাব তাঁহার তিমিরাবৃত মনে দেদীপ্যমান হইতে লাগিল। তিনি এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, যে আমি এ পর্য্যন্ত যে ভাবে কালাতিপাত করিয়াছি, তাহাতে আমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তিনি ইহার পূর্ব্বে নিতান্ত ধর্ম্মজ্ঞান বিহীনা ছিলেন না, কারণ মধ্যে২ আপন পত্রেতে স্বর্গের ও ঈশ্বরের বিধান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন, কিন্তু মূলে তিনি ঈশ্বরের অন্বেষণ না করিয়া কেবল আপনাকে অর্থাৎ সৌভাগ্য ও প্রশংসা প্রাপ্তির ও সাংসারিক সুখের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মূলে তিনি দেব পূজক ছিলেন; তিনি আপনার পূজা আপনি করিতে লাগিলেন। বস্তুত তিনি আপনিই দেবমন্দির; দেবপ্রতিমা এবং দেবপূজক ছিলেন। কিন্তু এখন সেই সময় উপস্থিত হইল, যাহার বিষয় প্রকাশিত গ্রন্থে প্রভু বলেন, "দেখ আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আঘাত করিতেছি।" স্বর্গীয় মেষপালক এখন আপন হারাণ মেষের তত্ত্ব করিয়া আত্মবল প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "অয়ি নিদ্রাগতে! জাগ্রত হও, মৃত্যু হইতে উঠ, আমি তোমাকে দীপ্তি প্রদান করিব।" (ইফ ৫; ১৪) তিনি জগতের সকল গৌরব, আনন্দ ও সমাদর সমুদায় নিতান্ত অলীক বুঝিয়া মনস্থ করিলেন, সংসার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবেন। পাপের রাজধানী (পারিস) পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু পরিত্রাণের পথ এখনও জ্ঞাত ছিলেন না। রিগা নগরে অবস্থিতি করণকালে একদা গবাক্ষ দ্বারে উদ্ঘাটন করিয়া পূর্ব্বে যাঁহাকে অতিশয় সমাদর করিতেন এমন পরিচিত এক কুলীনের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলেন। উক্ত কুলীন তাঁহার বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া যাত্রাকালে সহসা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ হওয়াতে অভিবাদন করিলেন, কুলীন যেমন অভিবাদন করিলেন, অমনি ভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ব্যাপার দর্শনে লেডী ভন ক্রুডেনর অতিশয় ত্রস্তা হইলেন। জীবন্ত ঈশ্বরের মহিমা সাংঘাতিক বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল, ভাবী বিচারের তর্জ্জন গর্জ্জনধ্বনি তাঁহাকে কম্পমানা

করিতে লাগিল। তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কতিপয় সপ্তাহ আপনাকে এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে অবরুদ্ধা করিলেন, তাঁহার হৃদয় ভয় ও ত্রাসে অভিভূতা হইল। নূতন পাদুকার প্রয়োজন হওয়াতে তিনি একদিন এক জন উপানৎ কারকে আহ্বান করিয়াছিলেন। উপানৎকারয খন তাঁহার পাদের পরিমাণ গ্রহণ করিতেছিল, তখন লেডী ভন ক্রুডেনর মনে করিলেন, এই ব্যক্তি কেমন প্রফুল্লবদন ও সুখী। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উপানৎকার! তোমাকে বড় সুখী দেখিতেছি। ঐ দরিদ্র চর্ম্মকার বলিল, আজ্ঞা হাঁ! আমি বাস্তবিক সুখী, বোধ হয়, জগতে আমা অপেক্ষা অধিক সুখী আর কেহ নাই।

চর্ম্মকার এই কথা মুক্তকণ্ঠে এরূপে ব্যক্ত করিয়াছিল যে তিনি তাহা কদাচ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। উনি সুখী, উনি সকল মনুষ্য অপেক্ষা ভাগ্যবান, আমিই কেবল সকলের মধ্যে হতভাগিনী, এই কথা বলিয়া তিনি সমস্ত রাত্রি আর্ত্তস্বর করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল হইলে, তিনি মনে করিলেন, যে আমি ঐ চর্ম্মকারের নিকটে গিয়া তাহার সুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিব। ঐ উপানৎকার রিগা নগরস্থিত এক ক্ষুদ্র মরেভীয় মণ্ডলীভুক্ত লোক ছিল, ঐ ব্যক্তির সরল ও সজীব বিশ্বাস ছিল। সকল বুদ্ধির অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা ঐ ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রভু যীশুর দুঃখভোগ ও মৃত্যু, তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত কার্য্য ও পুনরুত্থান তাহার একমাত্র আশাভূমি হইয়াছিল; ঐ সকলের গুণে তাহার মনে এতাধিক আনন্দের উদয় হইয়াছিল, যে সেই আনন্দের প্রাচুর্য্যে সে ইহকালীয় যাবতীয় দুঃখ বিস্মরণ করিয়াছিল। লেডী ভন ক্রুডেনর তাহার সদনে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রভুর আশীর্ব্বাদে তিনি চর্ম্মকারের মুখে তাহার সুখের কারণ অবগত হইলেন, তাহা কেবল নয় বরং তিনিও তদ্দণ্ডাবধি উক্ত সুখের অধিকারিণী হইতে লাগিলেন, বুদ্ধি, অথবা যুক্তির প্রমাণে নয়, কিন্তু চর্ম্মকারের বিশ্বাস সম্বলিত আনন্দ ও উদ্যোগ দ্বারা এবং পরিত্রাতার প্রতি তদীয় প্রগাঢ় প্রেমের গুণে ঐ ভদ্র মহিলার চিত্ত আকর্ষিত হইতে লগিল। প্রভু যীশু তাঁহাকেও প্রেম করেন, তাহা তিনি এক্ষণে জানিতে পারিলেন। অল্প দিবস পূর্ব্বে যে ঈশ্বরকে যথার্থ বিচারক ও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছিল, তিনি খ্রীষ্টের গুণে সম্প্রতি আপনাকে ঈশ্বরের প্রেমের পাত্র বলিয়া জ্ঞাত হইতে লাগিলেন। তিনি অন্তঃকরণে আপন ত্রাণকর্ত্তার দয়া ও সৌজন্যের উপলব্ধি পাইয়া আনন্দ পূর্ব্বক বলিতে পারিলেন, যে আমি দয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে যিনি আপনাকে হতভাগিনী জ্ঞান করিতেছিলেন, তিনিই এক্ষণে আপনাকে সকল মনুষ্যের মধ্যে ভাগ্যবতী বলিয়া জ্ঞাত হইলেন। তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে নূতন সৃষ্টি হইয়া উঠিলেন, পুরাতন বিষয় লুপ্ত হইল, সমুদয় নূতন হইল। ইদানীং তিনি যত্ন পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন; এবং ঐ একই সজীব অমূল্য কোণের (ভিত্তির) প্রস্তরের উপরে আপনাকে

অতি দৃঢ়রূপে গ্রথিত হইতে দিলেন। কিন্তু অধুনা ঈশ্বরীয় শান্তি অন্তঃকরণে আস্বাদন করিয়া তাহা কেবল নিজের নিমিত্ত রাখিতে সমর্থা না হইয়া, যত জনের সহিত সাক্ষাৎ হইত সকলেরই নিকটে তিনি তদ্বিষয় সাক্ষ্য দিয়া বলিতেন, যে জগতের মধ্যে কুত্রাপি যথার্থ সুখ পাওয়া যায় না; কেবল খ্রীষ্টেতেই তাহা পাওয়া যায়, "কেননা তাঁহাতেই জ্ঞানের, বিদ্যার, ধন্যতার ও ঐশ্বরিক জীবনের ঐশ্বর্য্য সমূহ নিহিত হইয়া রহিয়াছে;' (কল ২; ৩)। খ্রীষ্ট বিষয়ক এই সাক্ষ্য এত আগ্রহ, অনুরাগ ও বলপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলেন, যে তদ্দত্ত সাক্ষ্য অস্বীকার করা সহজ ব্যাপার ছিল না। সহস্র২ লোক তাঁহার সাক্ষ্যে পরাভব মানিয়া সংসার সেবায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রভুর প্রকৃত সেবক হইয়া উঠিল। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দাবধি তিনি ইউরোপ খণ্ডের অধিকাংশ দেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অনুতাপের বিষয় প্রচার, এবং পরিত্রাণের ধন্যতা ও ভাবী বিচারের ভয়ঙ্করতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কারাবদ্ধ অপরাধীদিগকে তিনি সুসমাচার জাত সান্ত্বনা শিক্ষা দিতেন। ঐহিক বিদ্যা বিশারদবর্গের নিকটে তিনি ক্রুশের মূর্খতা প্রচার করিতেন, রাজা ও অমাত্য বর্গের সমীপে রাজাধিরাজ যীশু খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেন। যে২ স্থানে তিনি অবস্থিতি করিলেন, তত্তৎ স্থানবাসী নিশ্চিন্ত পাপীগণ কম্পবান হইতে লাগিল। পাষাণ হৃদয়েরা অনুতাপরূপ অশ্রুনীরে ভাসিয়া গেল, জনসমাজের উচ্চনীচ তাবৎ পদস্থ অনুতাপী ও ভারগ্রস্ত লোক সকল তাঁহার উপদেশ ও প্রার্থনাতে আশীর্ব্বাদ লাভের নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিল। দুঃখীদিগকে মুক্ত হস্তে দান করিতে লাগিলেন। যে২ স্থলে তিনি পবিত্রাত্মায় অভিষিক্ত স্বীয় বদন ব্যাদান করিলেন, তত্তৎ স্থলে প্রভু যীশুর প্রতি তদীয় হৃদয়স্থ প্রেমরূপ অগ্নি দ্বারা শ্রোতৃগণের অন্তর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ১৮১৫ খ্রীষ্ট অব্দে তিনি পুনরায় পারিস নগরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এক্ষণকার বসতি পূর্ব্ব বসতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্ট হইল। পূর্ব্বে লঘুমনা কবি এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট সমবেত হইত, অধুনা ঈশ্বরের লোক তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। তাঁহার বাটীর প্রধান প্রকোষ্ঠ প্রার্থনা গৃহ হইল, প্রতিদিন পরিত্রাণার্থী লোকেরা তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল। ইউরোপের অদ্বিতীয় ও রুশীয় রাজ্যের রাজাধিরাজ আলেকজাণ্ডারকে ধর্ম্মপুস্তক হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে দেখা গেল। সেই সময়ে প্রথম নেপোলিয়ন পরাজিত হইলে কৈসর আলেকজাণ্ডার পারিসে অবস্থিতি করিতেছিলেন। লেডী ভন ক্রুডেনরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যে তাঁহার হৃদয়ে খ্রীষ্টের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের উদয় হইয়াছিল, তাহার কোন সংশয় নাই। কিন্তু উক্ত রমণী যে জগতের লোক সমাজে কেবল সমাদৃতা হইলেন, তাহা নয়, বরং স্থানে২ তাঁহাকে ও তাঁহার অনুগামীদিগকে অপমান ভোগও করিতে হইয়া-

ছিল। জর্ম্মান দেশের দক্ষিণাঞ্চলে তাঁহার এই ধর্ম্ম ঘোষণা দ্বারা লোক-সমাজে অতীব গোলযোগ হইতে লাগিল। কেহ২ তাঁহার সপক্ষ কেহ২ বা তাঁহার বিপক্ষ হইল। রাজকর্ম্ম-চারীরা ফিরুশিদিগের ন্যায় তাঁহার ধর্ম্মানুরাগে এত অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল, যে তাহাদের দেশে তাঁহাকে অবস্থিতি করিতে নিষেধ করিল। সেই কালে স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা পুলিষের ও অন্যান্য রাজকীয় লোকে জ্ঞাত ছিল না। স্থানে২ তাহারা এত নীচ ব্যবহার করিতে লাগিল, যে তাহাদের নিকট হইতে অনুমতি পত্র প্রাপ্ত না হইলে, কেহ তাঁহার কাছে যাইতে পারিত না। এই সকল অপমান তিনি আনন্দ পূর্ব্বক সহ্য করিয়াছিলেন। কেননা তাহা যে খ্রীষ্টের অনুগামীবর্গের যথার্থ লক্ষণ, ইহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন। এক জন ধার্ম্মিক পুরোহিত তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, যে তাঁহার ক্ষুদ্র দলের মধ্যে প্রেম এত পরিমাণে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল যে, তাদৃশ আমি আর কখন দৃষ্টিগোচর করি নাই, তদবধি "আমি পবিত্রদের সহ-ভাগিতায় বিশ্বাস করি" এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে লাগিলাম। আর যখন দেখি-লাম, যে উচ্চপদান্বিত এবং বহু বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ, যাঁহাদের চরণতলে উপবেশন করিয়া আমি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলাম, তাঁহারা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধ্যাপকগণ ঐ স্ত্রীলোকের মুখে প্রচারিত ঈশ্বরের বাক্যে পরাভব মানি লেন, তখন আমার বিশ্বাস অতিশয় দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। পরিশেষে লেডী ভন ক্রুডেনর তাঁহার পিতামহ যে দেশ জয় করিয়া রুশীয় সাম্রাজ্যের অন্ত-র্ভূত করিয়াছিলেন (ক্রিমিয়া প্রায়দ্বীপ) তিনি তথায় ১৮২৪ খ্রীঃঅব্দের ২৫ এ ডিসেম্বরে দেহ যাত্রা সম্বরণ করিলেন। স্বীয় দুহিতা ও অন্যান্য প্রিয় বিশ্বাসী লোকে বেষ্টিতা হইয়া সম্পূর্ণ ঈশ্বরীয় শান্তিভোগ করত বিনা যাতনায় ঐহিক জীবন পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক তিনি ত্রাণকর্ত্তার নিকটে গমন করিয়াছেন। তাঁহার শেষ কথা এই, "আমা দ্বারা যে কিছু উত্তম কার্য্য সম্পাদিত হই-য়াছে, তাহা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য থা-কিবে, কিন্তু যে সকল মন্দ কার্য্য করিয়াছি, প্রভুর দয়াতে আচ্ছাদিত ও বিলুপ্ত হইবে।"

হরপার্ব্বতী সংবাদ।

আমাদের পাঠকগণের জানা আব-শ্যক যে, মধ্যআশিয়ায় রুশীয়েরা অত্যন্ত গোলযোগ আরম্ভ করাতে এবৎ-সর মহাদেব পার্ব্বতীর সঙ্গে পূজার সময় বঙ্গদেশে আইসেন নাই। সুতরাং বঙ্গদেশে দুর্গার আগমন উপলক্ষে কি রূপ ঘটা হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন।

দশমীর দিন মহাদেব মধ্যাহ্নের আহারান্তে সিংহাসনে বসিয়া গাঁজা টানিতেছিলেন, এমন সময়ে দুর্গা কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সঙ্গে কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে মহাদেব গাঁজার কলিকা নন্দীর হাতে দিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মে মুখ পুঁছিয়া দুর্গাকে সাদরে আপনার বাম পার্শ্বে বসাইলেন। (এরূপ ভদ্রতা মহাদেব কলিকাতায় আসিয়া শিখিয়া গিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় দেখিয়াছিলেন যে ইংরাজেরা লেডিদের সাক্ষাতে চুরুট খায় না।) অন্য সকলে যথা যোগ্য স্থানে বসিলেন।

তখন মহাদেব সাদরে দুর্গাকে জিজ্ঞাসিলেন, "হে প্রেয়সি, এবার তোমার সঙ্গে বঙ্গদেশে না যাইতে পারাতে আমি বড় দুঃখিত ছিলাম। ফলতঃ এবার আমার যাত্রা ও কবি শুনা হয় নাই। যাহা হউক, বঙ্গদেশে এবার কিং দেখিয়া আসিলে, তাহা আমাকে বল।"

গণেশজননী বীণাবিনিন্দিত স্বরে কহিলেন, "হে ভগবন, এবার বঙ্গদেশে অনেক নূতন বিষয় দেখিয়াছি, কিন্তু এক বিষয়ে আমি বড় দুঃখিত ও ভাবিত হইয়াছি। অতএব তাহাই আপনাকে আগে বলিতে হইল। বাঙ্গালীদের অনেককে যে রূপ গোমাংসপ্রিয় দেখিলাম, তাহাতে আপনি আমার সঙ্গে এবার না যাইয়া ভাল করিয়াছেন। গেলে আপনার বৃষটী ফিরাইয়া আনা দুষ্কর হইত। একজন বাঙ্গালী শাস্ত্র অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রমাণ করিয়াছে যে, প্রাচীন কালে হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ করিত।"

শুনিয়া মহাদেব কহিলেন, "আর আমি বৃষ আরোহণে তোমার সঙ্গে বঙ্গদেশে যাইব না। কাশ্মীরের রাজার প্রধান বিচারপতি বাঙ্গালী, তাহাকে বলিয়া কৈলাস হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত ষ্টেট্ রেলওয়ে খোলাইব। তাহা হইলে আমাদের বঙ্গদেশে গমনাগমনের সুবিধা হইবে। প্রেয়সি, তার পর?"

মহামায়া কহিলেন, "হে ভূতনাথ, তার পর আপনার আর একটী অসন্তোষের কারণ দেখিলাম। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা কাম্বেল সাহেব সোমরস পানের বড় বিরুদ্ধ। তিনি অনেক গুলি সুরার দোকান বন্ধ করিয়াছেন। আরও শুনিলাম যে, সুরার শুল্ক বাড়াইতেছেন। খ্রীষ্টীয়ান ও ব্রাহ্মেরা এ বিষয়ে তাঁহার পোষকতা করিতেছে। সুরাপান করিয়া উচ্ছন্ন যাওয়া তাহাদের মতে পাপ কর্ম্ম।"

শুনিয়া মহাদেব সখেদে কহিলেন, "তবে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা, ও খ্রীষ্টীয়ান এবং ব্রাহ্মেরা নিতান্তই চাষা। তাহারা মদের স্বাদ জানিলে মাতলামীর নিবারণ চেষ্টা করিত না। যাহা হউক, ইহা দুঃখের বিষয় বটে। হে মহামায়ে, তার পর?—"

ভগবতী কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ ভাবে কহিলেন, "হে পশুপতে, আপনার একজন প্রধান শিষ্য অতি বিপদে পড়িয়াছে। তারকেশ্বরের মোহন্ত এক ব্রাহ্মণকন্যার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিল, এজন্য সেই ব্রাহ্মণকন্যা তাহার স্বামীকর্ত্তৃক হত হইয়াছে। মোহন্তের বিচার হইতেছে?"

রুদ্রপতি হাসিয়া কহিলেন, "ভয় কি,

আমি তাহাকে উদ্ধার করিব। আমাদের আইন মতে পর স্ত্রী হরণ পাপ নহে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, আর আমার প্রিয় সখা কৃষ্ণ কি না করিয়াছেন? আমি মোহন্তকে উদ্ধার করিব। আমি তাহার সহায়।”

পর্ব্বত নন্দিনী ইহাতে রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “যদি পর স্ত্রী হরণ পাপ না হয়, তবে আর পাপ কি?”

মহাদেব কহিলেন, “প্রিয়ে, এ বিষয়ে ডিসকশন্ করিবার সময় এ নহে। যে নজির দেখাইলাম, তাহা অকাট্য। এখন বল, আর কি দেখিলে?”

ভগবতী কহিলেন, “চন্দ্রচূড়, কলিকাতা নগরে সাধারণ অশ্লীলতা নিবারণী এক সভা হইয়াছে। আপনি যদি এই সভার এক জন সভ্য হইতেন, তাহা হইলে আমার কতক গুলি অপত্তি আছে, তাহা আপনার দ্বারা সভাকে জানাইতাম।”

মহাদেব ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসিলেন, “হে চারুনেত্রে, কি আপত্তি, আমাকে বল।”

ভগবতী কহিলেন, “হে কৈলাস নাথ, হিন্দুরা আমাকে বড় অপমান করে। দেখুন, তাহারা আমার সম্মুখে পূজার তিন রাত্রি, বারবনিতাদিগকে আনিয়া নৃত্য করায়। আর কবিওয়ালাদিগের অশ্রাব্য গীতাদি শুনিলে কানে হাত দিতে হয়। আমি ছেলেদের সাক্ষাতে এ সকল দেখিতে ও শুনিতে বড় লজ্জা বোধ করি। আপনি এই সাধারণ অশ্লীলতা নিবারণী সভার সভাপতি শ্রীমান কালীকৃষ্ণকে বলিবেন যে হিন্দুরা যদি আর এরূপ করে, আমি পিনাল কোড মতে তাহাদের নামে নালিশ করিব।”

মহাদেব এ কথা বড় গায়ে মাখিলেন না, একটু হাসিলেন, এবং কহিলেন, “শশীমুখী, তার পর?”

পর্ব্বতনন্দিনী কহিলেন, “হে নাথ, বঙ্গদেশে বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। শ্রীমান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দীর্ঘজীবী হউক; সে শাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিয়াছে যে, হিন্দুরা যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে না। আহা, সতীনের জ্বালা কি সামান্য জ্বালা?”

ভূতনাথ কহিলেন, “তাহা হইলে তুমি বড় খুসি হও, কিন্তু আমাদের অসুবিধা। সে যাহা হউক, প্রিয়ে কলিকালে বিশেষ ইংরাজের আমলে হিন্দুয়ানী আর থাকে না। দেখ, গঙ্গাসাগরে শিশু নিক্ষেপ বন্ধ হইয়াছে, স্ত্রীলোকের সহমরণের পথ বন্ধ, আর ঐ বিদ্যাসাগর বিধবার বিবাহ চালাইতেছে। এবং বহুবিবাহ প্রথা-নিবারণের চেষ্টায়ও আছে। প্রিয়ে, কিছুই রহিল না। ভাল তার পর?”

এবার ভগবতী দুঃখিতভাবে কহিলেন, “ভগবন, আমার আর বঙ্গদেশে যাইতে মন উঠে না। বাঙ্গালিদের বাড়ীতে আমার আর তেমন আদর নাই। অনেকের বাড়ীতে আমার পূজা ব্রতরক্ষা মাত্র, নব্য বাঙ্গালিরা আমাকে প্রণামই করে না। আর আপনি ত জানেন, অষ্টমীর দিনে কালীঘাটে কত ধূম হইত! এখন তাহার কিছুই নাই, আমার আর বঙ্গদেশে মান থাকে না।”

ইহাতে মহাদেব সমদুঃখতা প্রকাশ করিয়া, অঙ্গুলী নির্দ্দেশ দ্বারা সরস্বতীকে দেখাইয়া কহিলেন, “প্রিয়ে, উনিই অনর্থের মূল। লোকে যত লেখা পড়া

শিখিবে, ততই তোমার অনাদর হইবে।”

দুর্গা কহিলেন, “কেবল স্ত্রীলোক আর চাষাদের নিকট আমার আদর আছে, কিন্তু তাহাও আর থাকে না। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা তাহাদের লেখা পড়া শিখাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাহারা বিদ্যা শিখিলে আর কে আমায় ভক্তি করিবে ? ফলতঃ আর দশ বৎসর পরে বঙ্গদেশে আর কেহ বোধ হয়, আমার পূজা করিবে না।”

মহাদেব কহিলেন, “এ দোষ সরস্বতীর ! (সরস্বতীর প্রতি) বৎসে, তুমি রাগ করিলে না কি ?”

বীণাপাণি, মৃদু মধুরস্বরে কহিলেন, “হে পিতঃ, আমি রাগ করি নাই। আপনি শুনিয়া থাকিবেন, আমার বরপুত্র মধুসূদন মরিয়াছে, আমি সে জন্য বড় দুঃখিত আছি।”

মহাদেব। “হাঁ, ইহা দুঃখের বিষয় বটে। কেননা মধুসূদন তোমাকে কতক গুলি নূতন রকমের অলঙ্কার দিয়াছিল।”

সরস্বতী দুঃখিতভাবে কহিলেন, “সে আমাকে যে অলঙ্কার দিয়াছে, তাহা আর কেহ দিতে পারিবে না। তাহাকে পাইয়া আমি কালিদাসের শোক ভুলিয়াছিলাম।”

মহাদেব। (লক্ষ্মীর প্রতি) “বৎসে, তোমার সংবাদ কি ?”

লক্ষ্মী। “আমি লর্ড নর্থ ব্রুকের একটী অবিচার দেখিয়া বড় রাগত হইয়াছি। দেখুন, বঙ্গদেশের এত আয় যে প্রতি বৎসর ব্যয় বাদে অনেক অর্থ বাঁচে। অথচ বঙ্গদেশের শস্যশালিনী পূর্ব্বাঞ্চলে সর্ব্বত্র আজও রেলওয়ে হইল না। কিন্তু রাজপুতানায়, ও পঞ্জাবে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া ষ্টেট্ রেলওয়ে করা হইতেছে। কি অবিচার !”

মহাদেব। “বৎসে, যথার্থ বলিয়াছ। এবার তোমাকে বিলাতের রাজস্ব কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে পাঠাইব। ভয় নাই, জাতি যাইবে না, সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা হইতে এক ছাড় চিঠি বাহির করিয়া দিব।”

শ্রীউমিচাঁদ গুপ্ত।

জীবন কাহিনী।

১

জীবন কাহিনী মম করিবে শ্রবণ ?
কত দুঃখ এ অন্তরে,
শুনিবে কি দয়া করে ?
পড়িবে কি হৃদয়ের অলোপ্য লিখন ?
হৃদয়ে সে দাবানল,
জ্বলিতেছে অবিরল ;
জানাব তোমারে তার দাহন কেমন ?
শুনিবে এ আঁখি সদা ঝরে কি কারণ ?

২

কেন যে বিরাগী আমি নবীন যৌবনে,
কেন তরু তলে বাস ;
সুখে নাহি অভিলাষ ;
অজীনে আবৃত মম দেহ কি কারণে ?
কহিব তোমারে তাহা,
ঘটিয়াছে যাহা যাহা ;
হে সুহৃদ, অধীনের এ স্বল্প জীবনে ;
শুনিবে কি দয়া করে ও তব শ্রবণে ?

৩

জ্ঞান সখে, প্রিয়াসহ, পর্ব্বত আবাসে,
কত সুখে দুই জনে
আছিলাম নিরজনে ;
সীতাসহ সীতানাথ যথা বনবাসে,
অথবা এদন বনে
আদি নর, নারী সনে
আছিলা যেমত সুখে মনের উল্লাসে।
আছিলাম প্রিয়াসহ পর্ব্বত আবাসে।

৪

আদরে আপনি ঊষা নিশা অবসানে,
গাহিয়া মধুর স্বরে,
জাগাইত দয়া করে।
তুষিত কানন সদা সুকুসুম দানে।
কাননে কাননে উলি,
নানা জাতি ফুল তুলি।
প্রেয়সী গাঁথিত মালা বিবিধ বিধানে,
তুষিত পবন তাঁরে কুসুম আঘ্রাণে।

৫

সাজিতেন ফুল সাজে প্রেয়সী যখন ;
"বন দেবী" বলে পরে
ডাকিতাম প্রেমাদরে,
আদরে মৃগাঙ্কে বারি আসিত তখন।
বৈকালে নির্ঝর তীরে,
বসি প্রিয়া ধীরে২
গাহিলে মধুরে গীত—মানস রঞ্জন—
গাহিত তাঁহার সঙ্গে বিহঙ্গিনীগণ।

৬

হরিণী হেরিয়া তাঁর নয়ন যুগল,
বড় লজ্জা পেয়ে মনে
পলাইত দূর বনে।
সুগৌর বরণ দেখে চম্পকের দল,
জ্বলে পুড়ে ঈর্ষ্যানলে,
পড়িত ধরণী তলে ;
শিখিতে তাঁহার স্বর বিহঙ্গ সকল,
অরণ্যে গাহিত বুঝি তাই অবিরল।

৭

বিগত বসন্তে ভাই, কি কহিব আর,
অতল দুঃখ সাগরে,
ফেলে মোরে চিরতরে,
হরিল দারুণ কাল প্রিয়ারে আমার।
কত যে কাঁদিনু পরে,
হায়, আমি প্রিয়া তরে ;
তরু রাজি পক্ষীকুল সাক্ষী আছে তার,
অসহ্য হইল প্রিয়া বিরহের ভার।

৮

যেখানে যেখানে প্রিয়া যখন যখন,
বেড়াতেন মম সনে,
নদী তীরে কিম্বা বনে,
কাঁদিয়া২ আমি করিনু ভ্রমণ।
কোথাও না পাইলাম,
কোথাও না দেখিলাম,
পূর্ণ শশী সম মম প্রেয়সী বদন।
বৃথায় অরণ্যে একা করিনু রোদন।

৯

দেখিয়া আমার দশা বুঝি দয়া করে,
শিয়রে বসিয়া মম,
স্বর্গীয় দূতের সম,
স্বপনে কহিলা প্রিয়া মৃদু মধু স্বরে ;
"শুনেছ স্বর্গের নাম,
"অনন্ত সুখের ধাম।
"আসিয়াছি আমি সেই অমর নগরে ;
"মম সনে হবে দেখা মরণের পরে।"

১০

অমনি জাগিয়া আমি বসিনু তখন,
বুঝিনু ইহার মর্ম্ম ;
ভুলেছিনু ধর্ম্ম কর্ম্ম,
প্রিয়া সহ সদা সুখে আছিনু যখন।
এবে বুঝিলাম মনে,
সেই পাপে হেন ধনে
হারাইনু এ অকালে আমি অভাজন।
হায় রে পাপের ফল কঠিন এমন !

১১

মলে যে নরকে পাপী যায় চির তরে,
কে না জানে এই ভবে,
আমি পাপী ; হায় তবে
কেমনে যাইব মলে অমর নগরে ?
কেমনে তথায় গিয়া,
দেখিব কেমনে প্রিয়া
আছেন অমর সহ হরিষ অন্তরে,
মলে যে নরকে পাপী যায় চিরতরে !

১২

সেই হেতু করিয়াছি দৃঢ় মনে পণ,
আর না ভুলিব তাঁরে
পাপী তরে আপনারে,
করিলেন ক্রুশোপরি যিনি সমর্পণ,
যত দিন এই ভবে,
এদেহে জীবন রবে,
তাঁহারি সাধনে ব্যয় করিব জীবন।
মলে পরে প্রিয়া সহ হইবে মিলন।

সন্দেশাবলী।

—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম যে, ইংলণ্ডের তিন জন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাধ্যক্ষ পুরোহিতগণের নিকট "পাপ স্বীকার" করার বিপক্ষে মত প্রচার করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে লণ্ডনের বিশপ যাহা লিখেন আমাদেরও সেই মত। অর্থাৎ পাপ স্বীকার পদ্ধতির পোষকতা করায় কেবল যে পুরোহিতগণের দোষ তাহা নহে, যজমানদেরও বিলক্ষণ ত্রুটি আছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই যে কালে উক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ পদ্ধতি নিবারিত হইতে পারে, তখন তাহা না করায় তাঁহাদের দোষ অবশ্যই হইতেছে। ইহাতে বিচারপতিগণের কিছুই বক্তব্য নাই। এ জন্য রাজার দোষ দেওয়া অন্যায়। রিচুয়ালিসম্ হইতেই এই সকল কুরীতির এতদূর প্রাদুর্ভাব। আজও যে উন্নত ইংলণ্ডে পাপস্বীকার পদ্ধতি চলিতেছে, এই আশ্চর্য্য!

—প্যালেস্টাইন আবিষ্কার সভার কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। কতক গুলিন ইংলণ্ডীয় মহোদয় যিরুশালম ও অন্যান্য নগরের জ্ঞাতব্য যত কিছু থাকিবার সম্ভাবনা, প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া কয়েক বৎসরাবধি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম সহকারে ভ্রমণ, ও অনুসন্ধানাদি করিতেছেন। আমরা সভাস্থ এক জনের পত্র পাঠে আহ্লাদিত হইলাম। ভরসা করি, কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিয়া সভা জনসাধারণের ঔৎসুক্য তৃপ্ত করিবেন।

—চর্চ্চ মিশনারী সোসাইটীর ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত সম্পাদকের স্মরণার্থে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ভেন্ সাহেব যীশুর এক জন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। চর্চ্চ মিশনারী সোসাইটীর বর্ত্তমান সৌভাগ্য অনেক অংশে ভেন্ সাহেব হইতেই হইয়াছে। ইনি সুপণ্ডিত, সুবিজ্ঞ ও অত্যন্ত শ্রমশীল ছিলেন। ভারতবর্ষ ইহার নিকট অনেক সৎকার্য্যের জন্য ঋণী। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত খ্রীস্টভক্তগণের এ বিষয়ে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। কলিকাতার বিশপ এজন্য ২০০ টাকা দিয়াছেন। অন্যান্য কয়েক জনও কিছু২ দান করিয়াছেন। আপাততঃ ৪।৫ শত টাকা মাত্র উঠিয়াছে। ভরসা করি, যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইবে।

—চীন দেশে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর অধীনে অনেকগুলি উপদেশক খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। স্থানে২ কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। কোন২ স্থানে বিঘ্নবিপত্তিও উপস্থিত হইতেছে। গত বৎসর হুয়ান নামক

স্থলে খ্রীষ্টভক্তগণ অনেক তাড়না সহ্য করেন। এ বৎসর স্যাড্লার সাহেব লিখেন, কেহ২ খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু পঁচিশ জন বাপ্তাইজিত হইয়াছেন। এবং দেশীয় উপদেশকগণ জ্ঞান ও বহুদর্শিতায় বৃদ্ধি পাইতেছেন। দুঃখের সময়ে খ্রীষ্টভক্তগণের সান্ত্বনা ও বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য স্যাড্লার সাহেব গত বৎসর সাঁইত্রিশ বার তাঁহাদিগের সহিত স্থানে২ সভা করিয়া সদুপদেশ দান ও প্রার্থনাদি করিয়াছেন। জগদীশ্বর করুন, যেন এই সকল তাড়িত ভ্রাতৃগণ বিশ্বাসে সম্বর্দ্ধিত হইয়া ঐশ্বরিক শান্তিভোগ করেন।

— সম্প্রতি ফ্রান্স দেশে এক চমৎকার ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। বিগত তিন শত বৎসরের মধ্যে এমত ঘটনা দৃষ্ট হয় নাই। মরিয়ম এলাকোক্ নাম্নী রমণীর তীর্থে ৬০০ রোমান ক্যাথলিক জনগণ একত্রীত হইয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশ স্ত্রীলোক। এবং পুরুষদের অর্দ্ধেক প্রায় পুরোহিত। ডিউক আব নরফক দল বল সঙ্গে যাত্রীদিগের দলপতি স্বরূপ হইয়া অভিনব তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। এই তীর্থের এক অভিনব লক্ষণ এই যে প্রতিনিধি দ্বারা ইহা সম্পন্ন হইতে পারে, যাঁহারা স্বয়ং তীর্থ স্থলে গমন করিতে অপারক,তাঁহারা অপর যাত্রীর পাথেয় প্রভৃতি দান করিলে পুণ্য লাভে বঞ্চিত হইবেন না। ভারতের লোকেরা তো কই এমত সুবিধা কখন পান নাই। জগন্নাথ ক্ষেত্রে দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিবর্ত্তে অপরাপর লোক পাঠাইবার প্রথা থাকিলে কতকটা ভাল ছিল। তাহা হইলে আপাততঃ যে সকল লোম হর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে ও কলঙ্ক ভয়ে দেশস্থগণ প্রকাশ করেন না, তাহা অনেক অংশে নিবারিত হইবার সম্ভাবনা হইত। মাঃ কোপল ও স্যালফোর্ডের বিশপ পৌরহিত্যের যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। যাত্রীকদের সুবিধা জন্য উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হয়। এদেশে এমত সুবন্দোবস্ত কখন করা হইতে পারে না। লৌহবর্ত্ম যোগে যাত্রীগণ গমনাগমন করিয়াছিলেন। বোধ হয় কোন প্রকারে যাত্রীদিগকে স্থানে২ একত্রীত করিয়া পোপের দল বাড়ান রোমান ক্যাথলিকদিগের গুপ্ত অভিসন্ধি থাকিবেক, নতুবা ক্ষিপ্তা রমণী বিশেষের উদ্দেশে তীর্থ পর্য্যটন কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইত না। মরিয়ম এলাকোকের বিবরণ অতীব অলৌকিক। আর এই জন্যই বোধ হয় পুরোহিতেরা বলিয়াছিলেন যে লোকে যে পরিমাণে অলৌকিক বিবরণে পোপের কথা প্রমাণ বিশ্বাস করিবেক, তাহারা সেই পরিমাণে পুণ্য সঞ্চয় করিবেক। সভ্যতম ফ্রান্সে যে এরূপ কেন হয়, কমটের শিষ্যগণ বোধ হয় বুঝাইয়া দিতে সক্ষম!

— এবৎসর দুর্গার অনেক প্রতিমূর্ত্তি হয় নাই। ইহার প্রকৃত সংখ্যা আমরা যদিও পাঠকগণকে জ্ঞাত করিতে না পারি, তথাপি ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, অন্যান্য বৎসরের সঙ্গে তুলনায় এবৎসর যে অনেক অল্প প্রতিমা দৃষ্ট হইয়াছিল তাহার কোনই সন্দেহ নাই। কালীঘাটে বৎসর বৎসর যে রূপ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে, তাহা বিবেচনা করিলেও এবৎসর অনেক কম বলিতে হইবেক। পূজার হ্রাসতা দৃষ্টে পাঠকবর্গের মনে আনন্দ জন্মিবার সম্ভাবনা, কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ না জানিলে কতদূর উল্লাস করা বিহিত বলা যায় না। জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি ইহার একটী কারণ তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ধর্ম্মে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধাও অন্যতর কারণ বলিয়া বোধ হয়। যে পরিমাণে শেষোক্ত কারণটী আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত, সেই পরিমাণেই আমাদের আনন্দের হ্রাসতা হইবার সম্ভাবনা।
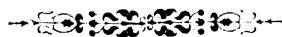
বিমলা ।

উপন্যাস ।

১৬ অধ্যায় ।

রতন সিংহের বাটীতে (পিপুলী গ্রামে) যে গৃহে বিমলা পূর্ব্বে থাকিতেন, সেই গৃহে অনুপ সিংহ আছেন। তিনি মরণাপন্ন পীড়িত। তাঁহার শয্যার এক পার্শ্বে বিমলা, অপর পার্শ্বে মালতী বসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। মালতীর মাতা গৃহ কার্য্যে ব্যস্ত।

গোগুণ্ডার যুদ্ধ অবধি অনুপ সিংহ পীড়িত। তাঁহার ক্ষয় রোগ হইয়াছে। নানা দুর্ভাবনায় সে পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের ভাবনা, বিমলার ভাবনা, সুবল দাসের ভাবনা—নানা ভাবনায় ও পীড়ার যাতনায় তিনি কাতর হইয়াছেন। দুই দিন হইল, বিমলা আসিয়াছেন; তাঁহার আগমনে অনুপ সিংহের এক ভাবনা দূর হইয়াছে; সেই জন্য অদ্য প্রাতঃকালে তাঁহাকে একটু ভাল বোধ হইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সুবলের কোন সংবাদ পান নাই, কেবল বিমলার মুখে শুনিয়াছেন যে, তিনি সৈন্যসহ বাঙ্গালা দেশে প্রেরিত হইয়াছেন।

অনুপ সিংহ বিমলার মুখ প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া দেখিলেন, বিমলা কৃশ ও মলীন হইয়াছেন। তাঁহার সে রূপ লাবণ্য আর নাই।

পিতার অবস্থা দৃষ্টে বিমলা আরও কাতর হইলেন। আগ্রা হইতে পিপুলী আট দিনের পথ, কিন্তু তিনি এক মাসে আসিয়াছেন। এই সমস্ত পথ তিনি পদব্রজে, ভট্টাচার্য্য প্রেরিত লোকের সঙ্গে আসিয়াছেন।

আজি প্রাতঃকালে অনুপ সিংহ একটু ভাল আছেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বিমলাকে কহিলেন, “বৎসে, তুমি আসিয়া ভাল করিয়াছ। আমি আর বাঁচিব না।”

বিমলা কাঁদিলেন না। কেননা কাঁদিলে প্রকাশ পাইবে, তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন, যে অনুপ সিংহ বাঁচিবেন না। অনেক চেষ্টায় চক্ষের জল নিবারণ ও মানসিক শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কহিলেন, “বাবা, অমন কথা বলিবেন না। বাঁচিবেন বৈ কি ?”

অনুপ। “বিমলে, আমি বালক নহি। আমি আমার শরীরের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারি। এ প্রাচীন বয়সে ক্ষয় রোগ হইলে মানুষ বাঁচে না। আর আমার মরিবার বয়স হইয়াছে। মরিতে আমার দুঃখ নাই। কিন্তু তোমাদিগকে একবারে অতলসাগরে ভাসাইয়া চলিলাম।”

বিমলা এবারে চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারিলেন না। তিনি যে ভাবে পিতার শিয়রে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিলেন, সেই ভাবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনন্তর অনুপ সিংহ কহিলেন, “বিমলে, কাঁদিও না। আমি যাহা বলি, কর। লিখিবার সামগ্রী আন, আমি যাহা বলি, তাহা লিখ।”

মালতী উঠিয়া লিখিবার সামগ্রী আনিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটু সুস্থির হইয়া বিমলা পিতার উপাধানে কাগজ রাখিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

অনুপ সিংহের আদেশ মতে প্রতাপ সিংহকে নিম্ন লিখিত পত্র লেখা হইল।

"বন্ধু বরেষু ;—

আমি ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইয়াছি। দুইচারি দিবসের মধ্যে আমি ইহ লোক পরিত্যাগ করিব। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিবার বড় বাসনা ছিল। কিন্তু তাহা হইল না, কেননা তুমি কোথায় আছ, তাহা আমি জানি না। আর কেহও জানে না। কিন্তু তুমি যে জীবিত আছ, তাহা আমার বিশ্বাস হয়। কারণ যবন দমন না হইলে তোমার মরণ হইবে না। তোমা হইতে রাজপুতানা স্বাধীন হইবে, এই আমার বিশ্বাস ও এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

আমি যদিও রাজা ছিলাম না; কিন্তু রাজবংশে আমার জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু এখন দীনহীন ভাবে মরিতেছি। আমার কোনই সম্পত্তি নাই যে, চরম পত্র দ্বারা কাহাকে কিছু দান করিব। আমার সম্পত্তির মধ্যে এক পুত্র আর এক কন্যা। কিন্তু সুবল দাস জীবিত আছে, কি আমার অগ্রেই পরলোকে গিয়াছে,তাহা জানি না। যদি পরলোকে গিয়া থাকে, তবে ত কথাই নাই। বিমলা মৃত্যুকালে আমার নিকটে থাকিবে। এ পৃথিবীতে সে অনেক কাল মাতৃহীন ও গৃহহীন হইয়াছে, আমার মৃত্যু হইলে পিতৃহীন হইবে। বন্ধো, আমার বিমলা পরম রত্ন। এ রত্ন আমি এই পত্র দ্বারা তোমার হাতে দান করিলাম। তোমার পুত্র অমরের সঙ্গে ইহার বিবাহ দিও। প্রার্থনা করি, তুমি মৃত্যুর পূর্ব্বে চিতোর উদ্ধার করিয়া অমরকে রাজ্যভার দিয়া রাজপুতানার মধ্যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিবে।

বশম্বদ।

শ্রী অনুপচন্দ্র সিংহ।"

পত্র লেখা হইলে, অনুপ সিংহ আপনি তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন। পরে বিমলাকে বলিলেন, "বিমলে, এই পত্র তোমার নিকট রাখ, উদ্দেশ পাইলে ইহা প্রতাপ সিংহের নিকট পাঠাইও। আমার মৃত্যুর পরে তিনিই তোমার পিতৃ স্থানীয় হইবেন।"

বিমলার নয়নাশ্রু আরও প্রবল বেগে বহিতে লাগিল।

---

১৭ অধ্যায়।

অপরাহ্নে একজন রাজপুত পত্র বাহক এক পত্র লইয়া আসিল। পত্র অনুপ সিংহের নামীয়। মালতী তাহা লইয়া বিমলার হাতে দিল। হস্তাক্ষর দেখিয়া তিনি চিনিলেন যে, ইহা সুবলের লেখা।

অনুপ সিংহকে বলাতে তিনি পত্র পাঠ করিতে আবেদন করিলেন। বিমলা পড়িতে লাগিলেন।—

"পিতঃ ;—আপনার আশীর্ব্বাদে আমি অদ্যাপি সুস্থ আছি। এক্ষণে আপনাকে আমি রাজপুত জাতির একটী মঙ্গল সমাচার জ্ঞাপন করিতেছি।

গত ১৮ চৈত্র তারিখে আমরা বঙ্গদেশ

হইতে আগ্রার দুর্গে প্রত্যাগমন করি। আমার অধীনে এক সহস্র হিন্দু সৈন্য ছিল, তাহাদের মধ্যে কতক রাজপুত ও কতক অন্য জাতীয়। দুর্গে আসিলে নেহাল সিংহ আমাকে বলিল যে কুমার অমরসিংহ ও ভগবান দাস ধৃত হইয়া এই দুর্গে বন্দী আছেন। তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য অদ্য রাত্রে দুর্গস্থ যাবতীয় হিন্দু সৈন্য বিদ্রোহী হইবে। তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হইবে। শুনিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। আমার সৈন্যদিগের নিকট বলাতে তাহারা সম্মত হইল। স্থির হইল যে, রাত্রি দুই প্রহরের পরে বাহির হইতে হইবে।

রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে সাংকেতিক তুরী ধ্বনি শ্রবণ মাত্র, সমস্ত হিন্দু সৈন্য ও সেনানায়ক সসজ্জ হইয়া বাহির হইল। যবন সৈন্যেরা ভয়ে কিছু প্রতি রোধ করিল না। অমর সিংহ ও ভগবান দাস আমাদের সঙ্গে চলিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে অনেক সৈন্য আমাদের প্রতিরোধ করনার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা হিন্দু, তাহারা আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে আমাদের জনবল আরও বৃদ্ধি হইল। এই রূপে আমরা আগ্রা হইতে আট দিনে কমল মিরে আসি। পথি মধ্যে বিস্তর হিন্দু আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

ফতে আলি খাঁ দুই সহস্র সৈন্য লইয়া কমলমিরের দুর্গে ছিলেন। দুর্গস্থ সৈন্যেরা যখন নিতান্ত অসমর্থভাবে ছিল, এমন সময়ে আমরা আসিয়া দুর্গ অধিকার করিলাম। ফতে আলি প্রাণে২ পলাইয়া বাঁচিয়াছেন। কুমার অমর সিংহও দুর্গ অধিকারকালে বিস্তর সাহাস দেখাইয়াছেন।

গোগুণ্ডার দুর্গও আমাদের অধিকৃত হইয়াছে। মহারাজা প্রতাপ সিংহ এক্ষণে কমলমিরে আছেন। গোগুণ্ডার দুর্গ রক্ষার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। মানসিংহ আবার বিস্তর সৈন্যসহ আসিয়াছেন। প্রায় প্রতি দিন যুদ্ধ হইতেছে। ভরসা করি, দেশে শান্তি-স্থাপন হইলে আপনার চরণ দর্শন করিব। বিমলাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।

সেবক

শ্রীসুবলদাস সিংহ।"

আজি এই পত্রপাঠে অনুপ সিংহের মনে যত আনন্দ উদয় হইল, এমন আর কখনও হয় নাই। তিনি আপনাকে পরম ভাগ্যবান মনে করিলেন। কেননা রাজপুতনা, আবার স্বাধীন দেখিয়া মরিতে পারিবেন, এমত সম্ভাবনা হইল।

এই দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় অনুপ সিংহের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। বিমলার চক্ষে নিদ্রা নাই। পিতার আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া তিনি মালতীকে ডাকিলেন। তখন অনুপ সিংহের স্বর বদ্ধ হইয়াছে। বিমলার হাত তাঁহার বক্ষঃস্থলে ছিল। তাহাতে পাছে নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার কষ্ট হয়, এই ভাবিয়া বিমলা হাত সরাইলেন। অনুপ সিংহ এক দৃষ্টে বিমলার মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষে একটু২ অশ্রুপাত হইল। ইহা দেখিয়া বিমলা

মুখে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই অবসরে অনুপ সিংহের দেহ হইতে প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল।

---

১৮ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত ঘটনার তিন মাস পরে দুই জন ভদ্র লোক এক দিন সন্ধ্যার পরে খেয়া নৌকায় পিপুলজি নদী পার হইতেছেন। আকাশে অর্দ্ধ-চন্দ্র উদিত হইয়াছে। কল্লোলিনী সেই অর্দ্ধ চন্দ্রের ছবি খানি কোলে করিয়া হেলিয়া দুলিয়া কত রঙ্গে চলিতেছে। কবিরা চন্দ্রকে নায়ক ও নদীকে নায়িকা করিয়াছেন। অতএব আমরা এই অর্দ্ধ চন্দ্রের প্রতি নদীর এতাদৃশ আদর উপ লক্ষে এ সংসারের কল্লোলিনীরূপা যুবতীদিগকে এই উপদেশ দিতেছি যে যদি স্বামী কোন কারণে হতশ্রী বা হত-ধন হন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন তাঁ-হাদের অনাদর করেন না। খেয়া নৌ-কাতে নানা শ্রেণীর লোক আছে, তা-হারা পরস্পর নানা বিষয়ে কথা কহি-তেছে। উক্ত দুই জন ভদ্র লোক কোন কথা কহিতেছেন না। তাঁহারা নদীর শোভা, গগনমণ্ডলের শোভা, নদী তর-ঙ্গের ক্রীড়া দেখিতেছেন। তাঁহাদের পার্শ্বে দুই জন বৃদ্ধ বসিয়াছিল। তা-হারা বিগত যুদ্ধের বিষয়ে কথা কহিতে-ছিল। তাহাদের এক জন কুমার অমর সিংহের প্রশংসা করিতেছিল। প্রথম বৃদ্ধ কহিল, "কুমার অমর সিংহ যেমত দেখিতে সুশ্রী, তেমনি যোদ্ধা। এমন বীর পুরুষ চিতোরের সিংহাসনেই শোভা পায়।"

দ্বিতীয় বৃদ্ধ তাহা স্বীকার করিয়া কহিল, "রাজকুমার বড় স্ত্রৈণ।"

প্রথম। স্ত্রৈণ বলিলে কেন?—আর এমন বয়সে কে না যুবতীজনের প্রণয়া-কাংক্ষা করে?

দ্বিতীয়। তা সত্য, কিন্তু তাঁহার পাত্রা-পাত্র বিচার করা আবশ্যক। তুমি কি শোন নাই যে তিনি অনুপ সিংহের কন্যার জন্য পাগল?

প্রথম। তাহা জানি, তাহাতে দোষ কি? দিব্য মেয়েটী!

দ্বিতীয়। কিন্তু যে কন্যা দীল্লিতে গি-য়াছে, যে রোজায় আকবরের অন্তঃ পুরে গিয়াছে, তাহাকে গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে ভাল নহে। সে যদি আমার কন্যা হইত, আমি তাহার প্রাণ নষ্ট করিতাম।

প্রথম। আমিও ঐ রূপ কিছু২ শুনি-য়াছি। সে দিন কমল সরোবরে স্ত্রী-লোকেরা ঐ বিষয়ে কানাকানি করিয়া-কি কহিতেছিল।

এমন সময়ে নৌকা তীরে উত্তীর্ণ হইল। সকলেই নৌকা হইতে অবতরণ করিল। আমাদিগের ভদ্র লোক দুটীও পীপুল গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন। ইহারা কুমার অমর সিংহ ও ভগবান দাস।

ভগবান দাস এখন সন্ন্যাসী বেশ পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। অমর সিংহ তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবান্, এ কি শুনিলাম।"

"যে রূপ জনরব, তাহার প্রতি ধ্বনি শুনিলাম।"

"লোকে মিথ্যা কথা কহে। আমি

উহা বিশ্বাস করি না। তুমি কি বল?”

“তুমি বিশ্বাস না করিতে পার, কিন্তু লোকে বিশ্বাস করে।”

“লোকের কথায় আমার কি আইসে যায়? লোকে কি আমার সুখ দুঃখের ভাগী হইবে?”

“লোকে তোমার সুখ দুঃখের ভাগী না হউক, তোমার ত লোকের সুখ দুঃখের ভাগী হওয়া কর্ত্তব্য।”

“লোকে বুঝে না।”

“লোকে বলে, তুমি বুঝ না।”

“আমি লোকের কথা শুনিব না।”

“তবে লোকে তোমার নিন্দা করিবে।”

“তবে কি বিমলার আশা পরিত্যাগ করা তোমার মত?”

“আমি এ বিষয়ে আমার মত স্পষ্ট ব্যক্ত করিব না।”

---

১৯ অধ্যায়।

পিপুলীর দুর্গের যে গবাক্ষে কুমার অমর সিংহের সঙ্গে বিমলার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, অমর সিংহ পর দিন অপরাহ্নে সেই গবাক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন, তিনি যাহা কখন ভাবেন নাই, যে চিন্তা তাঁহার মনে কখন উদয় হয় নাই, তিনি খেয়া নৌকায় তাহাই দুই জন বৃদ্ধের মুখে শুনিলেন। তাহাতে কি হইল? আমাদের প্রেমধর্ম্ম জ্ঞানবিহীনা সুন্দরী পাঠকেরা হয় ত মনে২ ভাবিতেছেন, তাহাতে বিমলার প্রতি অমর সিংহের অনুরাগ কমিয়াছে। হে, ভুবনমোহিনীগণ, সে ভয় করিও না! নদীপথ রোধ করিলে যেমন স্রোতোবেগ অধিকতর প্রবল হয়, তদ্রূপ প্রতিরুদ্ধ হইলে প্রণয়তৃষ্ণাও বাড়ে, কমে না। অমর সিংহ যদি বৃদ্ধদ্বয়ের কথা শ্রবণ না করিতেন, তাহা হইলে বিমলার বিষয় এত ভাবিতেন না। তিনি গত রাত্রে কেবল বিমলার বিষয়ই চিন্তা করিয়াছেন; এক্ষণে স্থির করিলেন বৃদ্ধদ্বয়ের কথা অবিশ্বাস্য। তাহারা কি তাঁহার সুখ দুঃখের ভাগী হইবে? তবে তিনি তাহাদের কথায় বিমলাকে পরিত্যাগ করিবেন কেন? তিনি আবার ভাবিলেন, “ভগবানের মত নহে যে আমি বিমলাকে বিবাহ করি। ভগবান এ বিষয় কিছু বুঝেন না, তিনি এতকাল সন্ন্যাসী বেশে ছিলেন, এজন্য তাঁহার মনেও অনেক পরিমাণে বৈরাগ্য ভাব প্রবেশ করিয়াছে। যে যাহা বলুক, আমি বিমলাকে পরিত্যাগ করিব না।”

ফলতঃ পরিত্যাগ করা যায় না, রাম সীতাকে—বিবাহিতা পত্নীকে—পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তদবধি তিনি জীবনমৃত হইয়াছিলেন। বিমলা কি দোষ করিয়াছেন যে, অমর সিংহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন? লোকের কথায়? লোকে বুঝে না। পিতার সহিত অরণ্য বাসে অমর সিংহ যাহার রূপ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন—আগ্রার কারাবাসে যিনি তাঁহার কোলে মস্তক রাখিয়া কাঁদিয়াছিলেন, কি দোষে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন!

অমর সিংহ স্থির করিলেন, পরিত্যাগ করিবেন না। লোকাপবাদভয় করিবেন না।

এমন সময় ভগবান তথায় উপস্থিত

হইলেন, তিনি জিজ্ঞাসিলেন, " অমর, কাল থেকে ভাবিতেছ কি ?"

"যাহা ভাবিতেছি, তাহা কি তুমি জান না ?"

"তবে চল রতন সিংহের বাটীতে যাই, বিমলাকে দেখি গিয়া।"

"বিমলাকে দেখিবার পরামর্শ যে আবার দিতেছ ? তোমার মতে ত বিমলাকে পরিত্যাগ করা বিধেয়।"

"আমি এমত কথা বলি নাই, যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা কেবল তোমার মন বুঝিবার জন্য।"

অমর সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "তবে চল, রতন সিংহের বাটীতেই যাই।"

উভয়ে রতন সিংহের বাটী অভিমুখে চলিলেন।

অনুপ সিংহের মরণ সংবাদ ইহাঁরা অগ্রেই শুনিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ সিংহের জন্য তিনি বিমলার কাছে যে পত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে অদ্যাপি দত্ত হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে অমর সিংহ ভগবানের সঙ্গে রতন সিংহের বাটীতে পঁহুছিলেন। মালতীর মাতার কাছে শুনিলেন, বিমলা ঘরে নাই। তাঁহারা কমল সরোবরে পদ্মফুল তুলিতে গিয়াছেন।

অমর সিংহ মনেং ভাবিলেন, তবে সেই দিকে যাওয়াই শ্রেয়। পাছে তাহাতে ভগবান আপত্তি করেন ; এজন্য বলিলেন, ভগবান " চল, শূলপাণির মন্দিরে যাওয়া যাক। সে ত তোমার পূর্ব্ব আশ্রম।"

ভগবান বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "যে জন্য শূলপাণির মন্দিরে যাইতে চাহিতেছ, তাহা বুঝিয়াছি, চল।"

অমর সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "চল, উভয় কর্ম্মই হইবে ; রথও দেখবো, কলাও বেচবো।"

কোরাণ।

৩ সুরাএ ইমরাণ্—৩ অধ্যায়—ইমরাণ্-বংশ—২০০ পদ।

মেদিনা নগরে প্রকাশিত হয়।

বিস্মিল্লা হিররহমা নিররহিম—করুণাময় ও দয়াময় পরমেশ্বরের নামেতে আরম্ভ।

১। আ, লা, মি, আলেফ্, লাম, মিম্।

২। পরমেশ্বর বিনা অন্য কাহারো উপাসনা করা নিষিদ্ধ ; (তিনি নিত্য) জীবিত, (এবং) সর্ব্বাশ্রয়।

৩। যথার্থ (ধর্ম্ম) গ্রন্থ তোমাকেই প্রদত্ত হইয়াছে ; (ইহা) পূর্ব্ব কালীন (ধর্ম্ম) গ্রন্থকে সপ্রমাণ করিতেছে ; লোকদিগকে সৎপথ দর্শাইবার নিমিত্তে ইহার পূর্ব্বে তউরাৎ এবং ইঞ্জিল প্রদত্ত হইয়াছিল ; আর যথার্থ রূপে বিচার (করণার্থে প্রকৃত জ্ঞান) প্রদত্ত হইয়াছিল।

৪। পরমেশ্বরের (ধর্ম্ম) গ্রন্থের পদে যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহাদিগের

নিমিত্তে কঠিন দণ্ড (নিরূপিত) আছে; এবং পরমেশ্বর পরাক্রমী, ও পরিবর্ত্তন গ্রহণ কারী (অর্থাৎ প্রতিফল দাতা।)

৫। স্বর্গ ও পৃথিবী মধ্যে কোন পদার্থ (কোন বিষয়) পরমেশ্বরের (গোচর হইতে) আচ্ছাদিত নহে।

৬। তিনি যাদৃশ ইচ্ছা করেন (সেই প্রকারেই) মাতৃ গর্ভে তোমাদিগের আকৃতি নির্ম্মাণ করেন; তাঁহার বিনা অন্য কাহারো উপাসনা করা নিষেধ; (তিনি) পরাক্রমী (এবং) বুদ্ধিময়।

৭। তোমাকে যিনি (ধর্ম্ম) গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন সে তিনিই, উহার কতক গুলি পদ (মধ্যে) সার উপদেশ আছে তাহা ঐ গ্রন্থের মূল (স্বরূপ;) আর অন্য (পদ সমূহ) কোন২ বিষয়ে মিলিত হয় (অর্থাৎ উপমা সদৃশ); যাহাদিগের হৃদয় (ধর্ম্ম হইতে) পরাঙ্মুখ হইয়াছে, তাহারই নিজ সাদৃশ্য (অর্থাৎ উপমা-সদৃশ পদ গুলিনকেই) মনোনীত করিয়া থাকে, (তাহারা প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষা হইতে অন্তর হইয়া) ভ্রান্তি (অর্থাৎ মতভ্রষ্টতা) অন্বেষণ করে; এবং (তাহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ঐ পদ সমূহের) যন্ত্র প্রকাশ করিতে (অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিতে) সচেষ্ট হয়; কিন্তু তাহাদিগের যন্ত্র (অর্থাৎ প্রকৃত তাৎপর্য্য) পরমেশ্বর বিনা আর কেহই অবগত নহে; যাঁহারা সুবিজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, আমরা উহার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করি, (যেহেতুক) সে সমস্তই আমাদিগের প্রভুর নিকট হইতে আসিয়াছে; আর তাহা ব্যাখ্যা করিলে ধীমান মানবই কেবল প্রনিধান করিতে পারে।

৮। হে আমাদিগের প্রভু, আমাদিগকে (একবার) সৎপথ দর্শাইলে পর, তাহা হইতে আমাদিগের হৃদয়কে পরাঙ্মুখ করিও না; এবং তোমার নিজ স্থান হইতে আমাদিগকে কৃপা বিতরণ কর, (যেহেতুক) নিঃসন্দেহরূপে তুমিই সর্ব্বদাতা।

৯। হে আমাদিগের প্রভু, তুমি মানবগণকে এক নিঃসংশয় দিবসে একত্র করিবার কর্ত্তা; পরমেশ্বর (কখন নিজ) অঙ্গীকার বাণীর অন্যথা করেন না, ইহাতে সন্দেহ নাই।

১০। অবিশ্বাসী লোকদিগের সম্পত্তি এবং তাহাদিগের সন্তান সন্ততি পরমেশ্বরের সম্মুখে, তাহাদিগের কখনই কোন কার্য্যের হইবে না; আর তাহারাই নরকের অগ্নিকাষ্ঠ সদৃশ।

১১। যাদৃশ ফিরৌণ রাজের অনুগামী লোকদিগের, এবং তাহাদিগের পূর্ব্বকালীন লোকদিগের, রীতি ছিল, (সেই রূপে তাহারা) আমাদিগের (ধর্ম্ম গ্রন্থের) পদ সমূহের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিল; কিন্তু পরমেশ্বর তাহাদিগকে পাপযুক্ত ধরিলেন; এবং পরমেশ্বরের প্রহার বড় কঠিন।

১২। অবিশ্বাসী লোকদিগকে বল, যে তোমরা এক্ষণে পরাজিত হইবা, এবং নরকের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবা, এবং (সে স্থানে) কতই মন্দ (অর্থাৎ ক্লেশদায়ক বিষয়) প্রস্তুত রহিয়াছে!

১৩। সম্প্রতি যে (যুদ্ধ কার্য্য) সমাধা হইয়াছে, তাহা কেবল তোমাদিগের প্রতি এক দৃষ্টান্ত সদৃশ; (রণ ক্ষেত্র) দুই সৈন্য দল দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল;

এক সেনাদল পরমেশ্বরের ধর্ম্ম জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, আর অন্য (সেনা দল) অবিশ্বাসীদিগের ছিল; ইহাদিগকে (অর্থাৎ বিশ্বাসী সৈন্যদলকে) তাহারা দিব্য নয়নে আপনাদিগের দ্বিগুণ বিবেচনায় লক্ষ্য করিয়াছিল; আর পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই নিজ সাহায্য দ্বারা বল প্রদান করেন; ইহা দ্বারাই নয়নবিশিষ্ট লোকেরা সতর্ক হইবে।

১৪। মানবিক অভিলাষ ও আমোদ (জাগতিক সুখের প্রতি,) স্ত্রীগণের (প্রতি) ও পুত্রদিগের (প্রতি), এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য রাশির (প্রতি), এবং (যত্ন পূর্ব্বক) পালিত অশ্বের (প্রতি), এবং গোমেষাদি ও ক্ষেত্রের (প্রতি), এই সমস্ত কেবল ঐহিক জীবদ্দশার আয়োজন, আর যে পরমেশ্বর আছেন, তাঁহারই নিকট উত্তম বাসস্থান (প্রস্তুত) রহিয়াছে।

১৫। তুমি বল, আমি তোমাদিগকে এই (লৌকিক) বিষয়াপেক্ষা উৎকৃষ্টতর (সম্বাদ) জ্ঞাত করাইব; ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের নিমিত্তে (তাহাদিগের) নিজ প্রভুর স্থানে নিম্ন স্থলস্থ নদী বিশিষ্ট উদ্যান রহিয়াছে; সেই স্থানেই (তাহারা নিরন্তর) অবস্থিতি করিবে; আর (তথায়) পরমা সুন্দরী রমনীগণ (তাহাদিগের ভোগের জন্য বিরাজিতা) রহিয়াছে; (তথায়) পরমেশ্বরের অনুকম্পা (সদাকাল বিদ্যমান;) এবং (তথায়) সেবকগণ ঈশ্বরোপাসনায় সদাসক্ত।

১৬। তাহারা বলিয়া থাকে, হে আমাদিগের প্রভু, আমরা বিশ্বাস অবলম্বন করিয়াছি, অতএব আমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা কর; এবং নরকযন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর।

১৭। (তাহারা) পরিশ্রমী, সত্য পরায়ণ; এবং সদা সেবাসক্ত; (তাহারা) দান কার্য্যে অনুরক্ত, এবং গত নিশাকালে (অর্থাৎ উষাকালারম্ভের পূর্ব্বে) অপরাধের ক্ষমা যাচ্ঞাকারী।

১৮। পরমেশ্বর সাক্ষ্য দিয়াছেন, যে তাঁহার বিনা অন্য কাহারো উপাসনা করা নিষিদ্ধ, এবং (এ বিষয়ে স্বর্গীয়) দূতগণ, এবং পণ্ডিতগণও (সাক্ষ্য দিয়াছেন;) তিনিই যথার্থ বিচারপতি; তাঁহার বিনা অন্য কাহারো উপাসনা করা নিষেধ; (তিনি) পরাক্রমী এবং বুদ্ধিময়।

১৯। পরমেশ্বর সমীপে (সত্য) ধর্ম্ম হইতেছে মুসলমান মতের অনুগামী হওয়া; আর (ধর্ম্ম) গ্রন্থ প্রাপ্ত লোকেরা (অগ্রে) বিরুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু (তাহারা পরমেশ্বরের একত্ব বিষয়) অবগত হইলে পরে, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রযুক্ত (বিরোধী হইয়া উঠিল;) এবং যে কেহ পরমেশ্বরের আজ্ঞা অস্বীকার করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহার নিকট হইতে ত্বরায় নিকাশ লইবেন।

২০। এক্ষণে তোমার সঙ্গে যাহারা বিতণ্ডা করে, তুমি (তাহাদিগকে) বল, আমি পরমেশ্বরের আজ্ঞার (প্রতি স্থির হইয়া) আপনার মুখ দমন করিয়াছি, এবং আমার সহবর্ত্তী লোকেরাও (তদ্রূপ করিয়াছে;) এবং যাহাদিগের নিকট (ধর্ম্ম) গ্রন্থ আছে (তাহাদিগকে) এবং অজ্ঞ (লোকদিগকেও) বল, তোমরা কি অধীনতা স্বীকার কর, (অর্থাৎ কোরাণ

ধর্ম্ম ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া গ্রহণ কর ?) যদ্যপি তাহারা অধীনতা স্বীকার করে, তবে সৎপথ প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু যদ্যপি পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে পথ দর্শাইবার ভার তোমাকে দত্ত হইয়াছে, এবং পরমেশ্বরের দৃষ্টি ও মনোযোগ তাঁহার সেবকের প্রতি আছে।

২১। যাহারা পরমেশ্বরের (ধর্ম্ম গ্রন্থের) পদে অবিশ্বাস করে,এবং নিষ্কারণে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে সংহার করে, এবং লোকদিগকে যাহারা প্রকৃত ও যথার্থ উপদেশ দান করে, (তাহাদিগকেও) সংহার করে, এমত লোকদিগকে হর্ষপ্রদ সম্বাদ (মধ্যে) দুঃখদায়ক প্রহার (বিষয়ক কথা) অবগত করাও।

২২। উহারাই সেই লোক, যাহাদিগের শ্রম (জনিত কর্ম্ম সমূহ) ইহলোকে ও লোকান্তরে নিষ্ফল হইবে, এবং তাহাদিগের সাহায্যদাতা কেহই হইবে না।

২৩। যাহারা ধর্ম্ম গ্রন্থের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তুমি কি এমত লোকদিগকে অবলোকন কর নাই? তাহারা তৎকর্ত্তৃক বিচারিত হওনার্থে পরমেশ্বরের (ঐ ধর্ম্ম) গ্রন্থের প্রতি নিমন্ত্রিত হইলে পর, তাহাদিগের মধ্যে কেহ২ তাচ্ছল্য প্রকাশ করতঃ পরাঙ্মুখ হইল।

২৪। (তাহারা) ইহা এই জন্যই (করিল,) কারণ তাহারা বলিয়াছিল, যে গণনার কয় দিবস বিনা (অর্থাৎ স্বল্প কাল বিনা) অগ্নি আমাদিগকে কখনই স্পর্শ করিতে পারিবে না; আর তাহারা আপনাদিগের আরোপিত বাক্য দ্বারা নিজধর্ম্ম (বিষয়ে) প্রবঞ্চিত হইল।

২৫। পরে আমরা যখন তাহাদিগকে এক দিবস একত্র করিব, যে বিষয়ে কিছুই সংশয় নাই, তখন তাহাদিগের কি হইবে? (ঐ দিবসে) প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার কার্য্যের পুরস্কার পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবে, এবং তাহার ন্যায্যাধিকার প্রাপ্ত হইবার অপেক্ষা থাকিবে না।

২৬। তুমি বল—হে রাজ্যের কর্ত্তা পরমেশ্বর, তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর, তাহাকেই রাজ্য দান করিয়া থাক, এবং যাহার নিকট হইতে রাজ্য লইতে ইচ্ছা কর, তাহার নিকট হইতেই (তাহা) লইয়া থাক, এবং যাহাকে ইচ্ছা কর তাহাকেই সম্মান দান করিয়া থাক, এবং যাহাকে ইচ্ছা কর, তাহাকেই অধম করিয়া থাক, সমস্ত মঙ্গল তোমারই হস্তে আছে, তুমি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাপন্ন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

২৭। তুমি দিবসের পরে রাত্রি আনয়ন কর, এবং রাত্রির পরে দিবস আনয়ন কর, আর তুমি মৃত হইতে জীবিত (পদার্থ) বহির্গত কর, এবং জীবিত হইতে মৃত (পদার্থ) বহির্গত কর, এবং যাহাকে ইচ্ছা কর, তাহাকেই প্রচুর জীবিকা দান কর।

২৮। মুসলমান (কোন স্থানে যাত্রা কালে) মুসলমান বিনা অবিশ্বাসী লোকদিগকে সঙ্গী করিবে না, যে কেহ এই কার্য্য করে, সে পরমেশ্বরের কেহই নহে, (অর্থাৎ পরমেশ্বরের আশ্রয়ের পাত্র নহে,) কিন্তু যদ্যপি (তাহাদিগের হস্ত হইতে) রক্ষা প্রাপ্ত হওনার্থে তোমরা তাহাদিগের (আশ্রয়) অবলম্বন কর, (তাহা হইলে দোষী হইবা না;) আর

পরমেশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার বিষয়ে ভয় দর্শাইতেছেন, (অর্থাৎ তাঁহার দণ্ড বিষয়ে সতর্ক করাইতেছেন,) এবং পরমেশ্বরের সন্নিধানে গমন করিতে হইবে।

২৯। তুমি বল—তোমরা যদ্যপি আন্তরিক বিষয় গোপন কর, অথবা প্রকাশ কর, পরমেশ্বর তাহা অবগত হইবেন, আর তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সর্ব্ব বিষয়ই অবগত আছেন, এবং তিনি প্রত্যেক পদার্থের উপরে ক্ষমতাপন্ন।

৩০। ধর্ম্মপরায়ণ এবং অধার্ম্মিক (লোকদিগের মধ্যে) প্রত্যেক ব্যক্তি যে দিবসে (নিজ কর্ম্মের ফল) সম্মুখে (প্রাপ্ত হইবে,) তৎকালে প্রার্থনা করিবে যে আমার এবং উহার মধ্যে (ঐ কর্ম্ম—ফলের মধ্যে) অনেক দূরতা উপস্থিত হউক (অর্থাৎ সমুচিত পুরস্কার না হইয়া উন্নতি বিষয়ক মনোভিলাষ পূর্ণ হউক,) এবং পরমেশ্বর তোমাদিগকে আপনার বিষয়ে ভয় দর্শাইতেছেন; এবং পরমেশ্বর নিজদাসগণের প্রতি সানুকূল।

৩১। তুমি বল, তোমরা যদ্যপি পরমেশ্বরকে প্রেম কর, তবে আমারই ধর্ম্মপথানুগামী হও, কারণ পরমেশ্বর তোমাদিগকে প্রেম করিবেন, এবং তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন; পরমেশ্বর পাপ ক্ষমাকারী, এবং দয়াময়।

৩২। তুমি বল, পরমেশ্বরের আজ্ঞা মান্য কর, এবং রসুলেরও (অর্থাৎ মহম্মদেরও আজ্ঞা মান্য কর,) কিন্তু যদ্যপি তাহারা পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বর অবিশ্বাসী লোকদিগকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন না।

৩৩। পরমেশ্বর আদমকে এবং নোহকে এবং ইব্রাহিমের বংশকে, এবং সর্ব্ব মানব অপেক্ষা ইমরাণের বংশকে মনোনীত করিয়াছেন।

৩৪। এক বংশ অন্য বংশ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরমেশ্বর শ্রোতা এবং জ্ঞাতা।

৩৫। যৎকালে ইমরাণের স্ত্রী কহিল, হে আমার প্রভো, আমার গর্ব্ভে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা তোমার সেবায় অর্পণ করিতে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এজন্য তুমি তাহা আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর, তুমিই কেবল প্রকৃত শ্রোতা (এবং) জ্ঞাতা।

৩৬। এবং সে প্রসব হইলে পর বলিল, হে প্রভো, আমার এই কন্যা জন্মিয়াছে, [এবং তাহার যাহা জন্মিয়াছিল পরমেশ্বর তাহা উত্তমরূপে অবগত ছিলেন, আর ঐ কন্যার সদৃশ পুত্র নহে,] এবং আমি তাহার নাম মরিয়ম রাখিয়াছি, আর আমি তাহাকে তোমার আশ্রিতা করিতেছি, এবং তাহার (ভাবী কালের) সন্তানকেও তাড়িত শয়তানের (শক্তি ও ছলনা) হইতে (তোমার আশ্রয়ের প্রতি সমর্পণ করিতেছি)।

৩৭। এতৎ পরে এই (কার্য্য ও) প্রতিজ্ঞা বাণী যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা উহার প্রভু স্বীকার করিলেন, এবং তাহাকে অত্যুৎকৃষ্ট উন্নতি (দান করত) উন্নতা করিলেন, এবং (ঐ কন্যাকে) সিখরিয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন; সিখরিয় যে সময়ে তাহার নিকট ভোজন করণার্থে গমন করিতেন, তখনই তাহার নিকটহইতে ভোজ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেন, (এবং) জিজ্ঞাসা করি-

তেন—হে মরিয়ম, এই (ভোজ্য দ্রব্যাদি) কোথা হইতে তোমার নিকট আসিয়াছে? (সে) কহিত, ইহা পরমেশ্বরের নিকট হইতে (আসিয়াছে;) পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই অনুমানাতিত (পরিমাণে) ভোজ্য দ্রব্য দান করেন।

৩৮। তথায় (একদা) সিখরিয় আপনার প্রভুর নিকটে আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন, (এবং) কহিলেন—হে আমার প্রভো, আপনার নিকট হইতে আমাকে এক পবিত্র সন্তান দান কর, (কারণ) তুমি যে প্রার্থনা শ্রবণকারী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৩৯। তিনি ভোজনগৃহ মধ্যে প্রার্থনা করণ কালে দণ্ডায়মান থাকিলে, স্বর্গীয় দূতগণ তাঁহাকে (আকাশ) ধ্বনি দ্বারা কহিল যে পরমেশ্বর তোমাকে এহিয়া (অর্থাৎ যোহন) বিষয়ক আনন্দ-জনক সম্বাদ দান করিতেছেন, সে পরমেশ্বরের কলিমার (অর্থাৎ বাক্যের) সাক্ষ্য দিবে, (এস্থলে বাক্য শব্দের অর্থ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যেহেতুক তিনি ধর্ম্মগ্রন্থে পরমেশ্বরের বাক্য রূপে বর্ণিত হইয়াছেন, এবং ঐ যোহন তাঁহারই কেবল সাক্ষ্য দিয়াছিল, সে এক জন) প্রধান ব্যক্তি হইবে, (সে) স্ত্রী লোকের নিকট গমন করিবে না, ধর্ম্মপরায়ণ লোকের মধ্যে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা হইবে।

৪০। (তিনি) বলিলেন, হে প্রভো, কি রূপে আমার পুত্র হইবে, আমার উপরে প্রাচীনাবস্থা আসিয়াছে, এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা? (দূত) বলিলেন, পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে এই রূপেও করিতে পারেন, (অর্থাৎ অসম্ভাবনার বিষয় থাকিলেও নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারেন।)

৪১। (সিখরিয়) বলিলেন, হে প্রভো; (আপনার এই অঙ্গীকার বিষয়ে) আমাকে কিঞ্চিৎ চিহ্ন দান করুন; (তিনি) কহিলেন, চিহ্ন তোমারই (মধ্যে হইবে, তাহা এই) যে বিনা ইঙ্গিত দ্বারা, তুমি লোকের সহিত তিন দিবস বাক্যালাপ করিতে পারিবে না; তোমার প্রভুকে সর্ব্বদা স্মরণ কর, এবং সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে (তাঁহার) প্রশংসা কর।

৪২। এতৎ পরে দূত বলিল, যে হে মরিয়ম, পরমেশ্বর তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন, এবং রূপবতী করিয়াছেন, এবং সমস্ত বিশ্বের নারীগণাপেক্ষা তোমাকেই মনোনীত করিয়াছেন;

৪৩। হে মরিয়ম, (তুমি) নিজ প্রভুর সেবা কর, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া (তাঁহাকে) প্রণাম কর, এবং (তাঁহার সমীপে) শিরঃ নতকারীদিগের সহিত শিরঃ নত কর।

৪৪। আমরা তোমাকে এই গোপন বিষয় প্রেরণ করিতেছি, কে মরিয়মকে প্রতিপালন করিবার ভার প্রাপ্ত হইবে, (এই বিষয় স্থির করণাভিপ্রায়ে) যৎ কালে (তাহারা) লেখনী-শর নিক্ষেপ করিল, (অর্থাৎ তদ্দ্বারা গুটিপাত কিম্বা গুলি বাঁট করিল, কারণ তৎকার্য্য সমাধা জন্য ঐ প্রথা সে সময়ে প্রচলিত ছিল,) তৎকালে তুমি তাহাদিগের নিকট উপস্থিত ছিলা না, এবং যখন তাহারা (সেই

বিষয় লইয়া) পরস্পর বিবাদ করিতেছিল, তৎকালেও তুমি তাহাদের নিকট (বর্ত্তমান) ছিলা না।

৪৫। যৎকালে দূতগণ বলিল—হে মরিয়ম, পরমেশ্বর তোমাকে নিজ কলিমা (অর্থাৎ বাক্য) বিষয়ক সম্বাদ দিতেছেন, তাঁহার নাম (হইবে) মসিহ ইসা মরিয়মের পুত্র, (তিনি) পৃথিবীতে ও পরলোকে, এবং পরমেশ্বরের সমীপবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে (এক) মহা মহিমান্বিত (ব্যক্তি হইবেন ;)

৪৬। এবং (তিনি) মাতৃ ক্রোড়স্থ থাকিবার কালে লোকদিগের সহিত কথা বার্ত্তা কহিবেন, এবং (তিনি) পূর্ণ বয়স্ক হইলে পরম সুখী এবং ধর্ম্ম পরায়ণ লোকদিগের মধ্যে (পরিগণিত হইবেন) ;

৪৭। (তৎকালে মরিয়ম) বলিল, হে প্রভো, আমার কি প্রকারে পুত্র হইবে, যখন কোন পুরুষ আমার গাত্র স্পর্শ করে নাই ? (দূত) কহিল, এই রূপেই, (অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করিয়াও,) পরমেশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সৃজন করেন, যৎকালে (তিনি) কোন কার্য্য (নিষ্পাদন জন্য কেবল) এই আজ্ঞা করেন যে, "হও," (তৎক্ষণাৎ) হইয়া থাকে।

৪৮। এবং (পরমেশ্বর) তাঁহাকে (ধর্ম্ম) গ্রন্থ, কার্য্য সমাধার উপদেশ সমূহ, তউরাৎ এবং ইঞ্জিল্ (অর্থাৎ বাইবেল গ্রন্থের পুরাতন ও নূতন নিয়ম উভয়ই) শিক্ষা দিবেন ; এবং তিনি বনি ইস্রায়েলের (অর্থাৎ ইস্রায়েল বংশের) নিমিত্তে (একজন) রসুল (অর্থাৎ প্রেরিত ব্যক্তি) হইবেন ; এবং তাহাদিগকে বলিবেন) যে আমি তোমাদিগের প্রভুর চিহ্ন লইয়া তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি ; এবং তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে এক প্রাণীর আকার করিয়া দিতেছি, এবং তন্মধ্যে আমি ফুৎকার করিলে, সে ঐশী আজ্ঞা দ্বারা এক খেচর প্রাণী হইবে ; এবং জন্মান্ধ ও কুষ্ঠি লোকদিগকে সুস্থ করিব ; ও পরমেশ্বরের অনুমত্যনুসারে মৃত লোকদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিব ; এবং তোমরা যাহা ভোজন করিয়া আইস ও গৃহে সঞ্চয় কর, তাহা (না দেখিয়া) বলিয়া দিব ; তোমরা বিশ্বাস করিলে, এই সমস্ত তোমাদিগের পক্ষে পূর্ণ চিহ্ন হইবে।

৪৯। এবং যে তউরাৎ (অর্থাৎ মুসা লিখিত কয় গ্রন্থ) আমার পূর্ব্বে (প্রকাশিত) হইয়াছে, তাহা আমি সত্য (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণীত) বলিয়া তোমাদিগকে জ্ঞাত করাইতেছি ; আর তোমাদিগের পক্ষে যাহা নিষিদ্ধ ছিল, তাহার কোন২ দ্রব্য তোমাদিগের প্রতি বৈধ করণার্থেও তোমাদিগের প্রভুর নিকট হইতে চিহ্ন লইয়া তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি, এজন্য পরমেশ্বরকে ভয় কর, এবং আমার কথা মান্য কর।

৫০। পরমেশ্বর আমার প্রভু এবং তোমাদিগের প্রভু, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এজন্য তাঁহারই সেবা কর, ইহাই সরল পথ।

৫১। পরে যীশুখ্রীষ্ট ইস্রায়েল বংশের অবিশ্বাস অবগত হইলে পর, কহিলেন, পরমেশ্বরের ধর্ম্ম জন্য আমার সাহায্যকারী কে আছে ? (ইহাতে)

প্রেরিতেরা বলিল—আমরা পরমেশ্বরের সাহায্যকারী (উপস্থিত) আছি, আমরা পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস করিয়াছি, এবং তাঁহার আজ্ঞা যে আমরা স্বীকার করিয়াছি, এ বিষয়ে তুমি সাক্ষী থাক ।

৫২ । হে প্রভু ; তুমি যে (ধর্ম্মগ্রন্থ) প্রদান করিয়াছ, আমরা তদুপরি বিশ্বাস করিয়াছ, আর আমরা তোমার প্রেরিতের (অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের) অনুবর্ত্তী হইয়াছি, এজন্য তুমি আমাদিগকে প্রত্যয় কারীর মধ্যে লিখিয়া রাখ ।

৫৩ । এবং ঐ অবিশ্বাসী লোকেরা (অর্থাৎ যিহুদীরা) প্রতারণা করিল ["আউর ফেরেব কিয়া আল্লানে"] এবং পরমেশ্বরও প্রতারণা করিলেন, আর পরমেশ্বরের প্রতি ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

৫৪ । যৎকালে পরমেশ্বর বলিলেন—হে ইসো ; আমি তোমাকে (লোকালয় হইতে) অন্তর করিয়া লইব, এবং আপনার নিকটে উঠাইয়া লইব ; আর (তোমাকে অবিশ্বাসী লোক হইতে (পৃথক করিয়া) পবিত্র করিব, এবং তোমার অনুগামী লোকদিগকে মহা বিচার দিন পর্য্যন্ত অপ্রত্যয়কারী লোকদিগের উপরে স্থাপন করিব ; পরে তোমরা আমার নিকট পুনরাগমন করিবা, আর যে কথা লইয়া তোমরা বিতণ্ডা করিতা, আমি (সেই বিষয়ে) তোমাদিগের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করিব ।

৫৫ । আর যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে, (আমি) তাহাদিগের উপর দণ্ড প্রদান করিব, বড় কঠিন দণ্ড ইহ লোকে ও পরলোকে (প্রদান করিব,) এবং কেহই তাহাদিগের সাহায্যকারী হইবে না ।

৫৬ । এবং যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, ও সদাচারী হইয়াছে, (আমি) তাহাদিগের ন্যায়াধিকার পূর্ণরূপে দান করিব ; কারণ অধার্ম্মিক লোকেরা পরমেশ্বরের সন্তোষ-জনক নহে ।

৫৭ । আমরা ধর্ম্ম গ্রন্থের পদ সমূহ এবং পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞানোপদেশ তোমার নিকট পাঠ করতঃ ইহাই অবগত করাইতেছি ।

৫৮ । পরমেশ্বর সমীপে ইসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের সদৃশ ; তাহাকে মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মাণ করিলেন, এবং কহিলেন, "হও," সে হইল ।

৫৯ । সত্য বাক্য তোমার প্রভুর নিকট হইতেই আইসে, এ জন্য তুমি সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইও না ।

৬০ । পরে এই কথা লইয়া যে কেহ তোমার সঙ্গে, তোমার ইসা সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রাপ্তির পরে, বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে, তুমি (তাহাকে) বলিও 'আইস, আমরা আহ্বান করি আমাদিগের পুত্রগণকে এবং তোমাদিগের পুত্রগণকে ও আমাদিগের স্ত্রীদিগকে, এবং তোমাদিগের স্ত্রীদিগকে ও আমাদিগের স্বজনদিগকে, এবং তোমাদিগের স্বজনদিগকেও, এবং তৎপরে (ঐশী অভিশাপ জন্য) প্রার্থনা করি ; এবং মিথ্যাবাদীদিগের উপরে পরমেশ্বরের অভিসম্পাত প্রদান করি ।

৬১ । ইহাতে যাহা আছে, সে সত্য প্রকাশিত বিষয়ই আছে, আর পরমেশ্বর বিনা অন্য কাহারো উপাসনা করা নিষিদ্ধ এবং পরমেশ্বর যিনি আছেন, তিনিই

(কেবল মহা) পরাক্রমী এবং বুদ্ধিময়।

৬২। যদ্যপি (তাহারা এই উপদেশ) স্বীকার না করিয়া (পরাঙ্মুখ হয়,) তাহা হইলে অত্যাচারী (ও বিতণ্ডাকারী) যাহারা, তাহা পরমেশ্বরই অবগত আছেন।

৬৩। তুমি বল, হে ধর্ম্ম গ্রন্থ-প্রাপ্ত লোকেরা, আইস আমাদিগের ও তোমাদিগের মধ্যে এক সরল বাক্যের (মীমাংসা ও সঙ্কল্প স্থির করি,) যে পরমেশ্বর বিনা আমরা আর কাহারো উপাসনা করিব না; এবং (সৃষ্ট) পদার্থের মধ্যে কাহাকেও তাঁহার অংশী (কিম্বা সমতুল্য) জ্ঞান করিব না, এবং পরমেশ্বর বিনা আমরা আপনাদিগের মধ্যে পরস্পরের এক২ স্বতন্ত্র প্রভু বলিয়া কাহাকেও অবলম্বন করিব না, যদ্যপি তাহারা (এই কথা) স্বীকার না করে, তাহা হইলে বলিও আমরা যে (পরমেশ্বরের) আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছি, (এই বিষয়ে তোমরা) সাক্ষী থাক।

৬৪। হে ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রাপ্ত লোকেরা, তোমরা ইব্রাহিম সম্বন্ধে কেন বিবাদ করিতেছ? তউরাৎ এবং ইঞ্জিল (অর্থাৎ মুসার গ্রন্থ এবং মঙ্গল সমাচার তো) তাহার পরে প্রদত্ত হইয়াছে; (ইহা অবধান করিতে) তোমাদিগের কি জ্ঞান নাই?

৬৫। তোমরা (সর্ব্বদা) শ্রবণ করিতেছ, যে তোমরা যে বিষয়ের অবগতি প্রাপ্ত হইয়াছ, তদ্বিষয় সম্বন্ধে বিতণ্ডা করিয়া থাক, তবে যে বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হও নাই, সে বিষয় লইয়া এক্ষণে কেন বিবাদ করিতেছ? পরমেশ্বর অবগত আছেন, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নহ।

৬৬। ইব্রাহিম যিহুদী ছিলেন না, এবং নসরালি (অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান) ছিলেন না, তিনি (কেবল) এক পক্ষ হইয়া (পরমেশ্বরের) আজ্ঞা পালন কারী (ছিলেন;) এবং তিনি দেবপূজকও ছিলেন না।

৬৭। লোকদিগের মধ্যে যাহারা ইব্রাহিমের অনুগামী ছিল, তাহাদিগের সম্বন্ধ তাঁহার সঙ্গে অধিকতর নিকট ছিল আর এই ভবিষ্যদ্বক্তার (মহম্মদের) সঙ্গে, এবং বিশ্বাসী লোকদিগের সঙ্গে; আর পরমেশ্বর মুসলমান দিগেরই (কেবল অধিপতি।

৬৮। তোমাদিগকে ধর্ম্ম পথ হইতে কি রূপে ভ্রান্ত করে, কোন২ ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রাপ্ত লোকদিগের এই ঐকান্তিক মনোভীষ্ট, কিন্তু তাহারা (অন্য লোকদিগের) ধর্ম্ম ভ্রান্তি না জন্মাইয়া, আপনাদিগকেই (ভ্রান্ত করে;) এবং (এবিষয়ে) সচেতন নহে।

৬৯। হে ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রাপ্ত লোকেরা, পরমেশ্বরের বাক্য কি জন্য অস্বীকার করিতেছ, (যৎকালে) তোমরা নিরুত্তর হইয়াছ?

৭০। হে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত লোকেরা, সত্যে কেন ভ্রম মিশ্রণ করিতেছ?— এবং সত্য বাক্য অবগত হইয়া কেন তাহা লুকাইয়া রাখিতেছ?

শ্রী তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যাথার্থিকীকৃতি ।

(রোমীয় ৫ ; ১৬, ৮১ ।)

যাথার্থিকীকৃতি (Justification) শব্দটী বিচার বা ব্যবস্থা সম্বন্ধেই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ যাথার্থিকীকৃত হইলেন বলিলে,এরূপ বুঝিতে হইবে, যে তিনি ব্যবস্থার বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য, প্রকাশিত বা অভিহিত হইলেন। দণ্ড প্রাপ্ত হওন, ও যাথার্থিকীকৃত হওন বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শব্দ। ধর্ম্ম শাস্ত্রের মধ্যে (রোম ৫ ; ১৮ । ২ বিবরণ ২৫ ; ১। হিতো ১৭ ; ১৫। মথি ১২ ; ৩৭)যে যাথার্থিকীকৃতি শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ভাবও এই রূপ বুঝিতে হইবে। যাথার্থিকীকৃতি শব্দের অর্থ, যে কাহাকেও বাস্তবিক পবিত্র বা নিষ্পাপ করা, তাহা নহে ; কিন্তু পবিত্র বা নিষ্পাপ বলিয়া গণ্য বা প্রকাশ করা। পণ্ডিতগণ যাথার্থিকীকৃতি শব্দে এই রূপ বুঝিয়া থাকেন, যে ইহা যিহোবার স্বেচ্ছাদত্ত একটী অমূল্য প্রসাদ ; ইহা দ্বারা তিনি আমাদের যাবতীয় পাপের ক্ষমা দান করিয়া থাকেন।

ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিলে, দুই প্রকার যাথার্থিকীকৃতির বিষয় দেখা যায়। ১ম—বিচার বা ব্যবস্থা-অনুযায়ীযাথার্থিকীকৃতি ; ২য়-সুসমাচার বা প্রসাদলব্ধ যাথার্থিকীকৃতি। যদি কাহাকেও এ রূপ দেখা যায়, যে তিনি ঐশিক ব্যবস্থানুসারে গতিবিধি করিয়াছেন, তাহার কণামাত্রও লঙ্ঘন করেন নাই ; তাঁহাকেই বাস্তবিক, ব্যবস্থানুযায়ী যাথার্থিকীকৃত কহা যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রণালীতে, মানব কুলের কেহই যিহোবার দৃষ্টিতে যাথার্থিকীকৃত হইতে পারে না। কারণ "সকলেই পাপ করিয়াছে, যাথার্থিক কেহই নাই, এক জনও না" (রোম ৩ ; ১১।) পাপী বলিয়া সকলেই তাঁহার যথার্থ ব্যবস্থার বিচারে, মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত আছে। এবং সকলেই এক কালে আশা ও প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। আর এক প্রকার যাথার্থিকীকৃতি আছে, ধর্ম্ম শাস্ত্র অধিকতর তাহারই বিষয় আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকে। পাপীগণ কেবল এই যাথার্থিকীকৃতিই লাভ করিতে পারে। এটী তাহাদের নিজের ক্ষমতা দ্বারা হয় না, কিন্তু অন্যের দ্বারা তাহাদিগেতে আরোপিত হইয়া থাকে (রোম ৩ ; ২১ পদ।) ইহা প্রসাদ দ্বারা প্রাপ্য ও সুসমাচারে প্রকাশিত হইয়াছে। তজ্জন্যই পাপীর এই যাথার্থিকীকৃতিকে "প্রসাদের যাথার্থিকীকৃতি" কহা যায়। পাপীদিগকে এই শেষোক্ত প্রণালীতে যাথার্থিকীকৃত করণে যিহোবার ন্যায়পরতা ও অপরিসীম দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও তিনি তাহাদিগের নিকট হইতে ইহার মূল্য লইতেছেন না, তথাচ যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের মূল্য দ্বারা তাহাদের পাপ ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে যাথার্থিকীকৃত করিয়া আপন ন্যায় বিচার নিষ্পন্ন করিয়াছেন। আবার, যাহারা এই রূপে

যাথার্থিকীকৃত হইতেছে, তাহাদের পূর্ব্বকার অবস্থা, ব্যবহার অথবা গুণের প্রতি দৃষ্টি করিলে, যিহোবা যে কেমন দয়াবান, তাহা কাহার না হৃদয়ঙ্গম হইবে? এক্ষণে যাথার্থিকীকৃতির বিষয়ে নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয় বিবেচনার যোগ্য—

১। *কাহার দ্বারা যাথার্থিকীকৃতি বাস্তবিক লাভ করা যায়?*

যিনি যাথার্থিকীকৃত করিবেন, তিনিই ঈশ্বর, যেহেতুক পূর্ণ যাথার্থ্যের আকর ভিন্ন আর কোথাও পূর্ণ যাথার্থিকীকৃতি পাওয়া যাইতে পারে না। অপিচ ঈশ্বরই যাথার্থ্যের আকর, তাঁহা ভিন্ন আর কেহই পূর্ণ যাথার্থ্যের অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাকেই যাথার্থিকীকৃতির কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পাপীগণকে এই রূপে যাথার্থিকীকৃত করণে, যিহোবার ঈশ্বরত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। যেহেতুক তিনি ভিন্ন অপর কেহ তাহাতে সমর্থ হইতে পারে না। লিখিত আছে, "ঈশ্বরই মনুষ্যদিগকে যাথার্থিকীকৃত করেন" (রোম ৮; ৩৩।) আহা! ইহাকে কি অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠা বলিতে হইবে না? যে মহীয়ান রাজাধিরাজের বিরুদ্ধে আমরা যাবতীয় মনুষ্য বিদ্রোহ করিয়াছি, যাঁহার রাজনীতি আমরা সহস্রং বার লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছি, তিনি আপনিই আমাদের পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করণার্থে অধিকন্তু আপনার ব্যবস্থার বিচারে আমাদিগকে যাথার্থিকীকৃত বলিয়া গণ্য করণের জন্য এক মহৎ উপায় আবিষ্কৃত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সেই অনুগ্রহের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা আমাদিগেতে পূর্ণ যাথার্থ্য আরোপিত করিয়াছেন। সেই উপায় দ্বারা, তাঁহার পবিত্র ব্যবস্থালঙ্ঘন জনিত দোষের, প্রতিকার করা গিয়াছে বলিয়া তাঁহার ন্যায়বিচারও রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু যদিও তাঁহাকেই যাথার্থিকীকৃতির কর্ত্তা বলিয়া মনে করা যায়, তথাচ এই কার্য্যে কেবল যে তিনি এককই প্রকাশমান হইয়াছেন, তাহা নহে; পবিত্র ত্রিত্বের তিন ব্যক্তিই এই কার্য্যে লিপ্ত। প্রত্যেকে বিশেষং অংশ সম্পন্ন করিয়া পূর্ণ-পরিত্রাণ কার্য্যটী সমাধা করিয়াছেন। নিত্যস্থায়ী পিতা উক্ত উপায়ের উদ্ভাবনাকর্ত্তা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে আমাদিগকে গ্রাহ্যযোগ্য করণার্থ, আমাদের মূল্যরূপে, তিনি আপন ক্রোড়স্থ অদ্বিতীয় পুত্রকে বলিরূপে প্রদান করিয়াছেন (রোম ৭; ৩২।) ঐশিক পুত্র ব্যবস্থার অভিশাপ দূর করণার্থ ও আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণের জন্য স্বয়ং আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের পরিবর্ত্তে আমাদের দেনা পরিশোধ করিয়াছেন, শেষে আমাদের জন্য যাথার্থ্য সঞ্চয় করিয়াছেন; এখন সেই যাথার্থ্যের গুণেই আমরা যাথার্থিকীকৃত হইয়া উঠিতে পারি (তীত ২; ১৪।) এবং পবিত্র আত্মা আমাদের পথদর্শক হইয়া নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ত্রাণকর্ত্তার কার্য্যের পূর্ণতা, উপযোগিতা ও অমূল্যতার বিষয়ে, পাতকীদিগকে বিশেষরূপে

বুঝাইয়া দিয়া থাকেন এবং ঐশিকপ্রসাদ পূর্ণ সুসমাচার বর্ণিত নিয়মানুসারে উক্ত যাথার্থিকীকৃতি গ্রহণার্থ মনুষ্যদিগকে যোগ্য হওনের উপদেশ দিয়া থাকেন। তিনিই শেষে মনুষ্যদের বিবেক অনুসারে স্বর্গীয় বিচারালয়ে তাহাদের যাথার্থিকীকৃতির বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, (যোহন ১৬ ; ৮, ১৪।)

২ কাহারা যাথার্থিকীকৃত গণিত হইবে।

ধর্ম্মপুস্তক কহে, পাপী ও ভ্রষ্টেরাই যাথার্থিকীকৃত গণিত হইবে; কারণ লিখিত আছে "যে ব্যক্তি কর্ম্মকারী না হইয়া অপরাধীকে যাথার্থিকীকৃত বলিয়া গণনাকারী ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করে, সেই ব্যক্তির বিশ্বাসই যাথার্থ্যের কারণ বলিয়া গণিত হয়।" অতএব কাহারা যাথার্থিকীকৃত হইবে? কি ধার্ম্মিকেরা? না পবিত্রেরা? না সর্ব্বশ্রেষ্ঠপুণ্যবানেরা? না, একথা সত্য যে, নিতান্ত অধার্ম্মিকেরাই তাঁহার দৃষ্টিতে যাথার্থিকীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাদের বিশ্বাসই তাহাদের পক্ষে যাথার্থ্যের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইবে (রোম ৪ ; ৪,৫। গালা ২ ; ১৭।) এই২ পদপাঠে আমরা শিক্ষা পাইতেছি, যে যাথার্থিকীকৃতির পাত্রেরা কেবল যে যাথার্থ্যবিহীন, তাহা নহে; তাহারা তাবৎপ্রকার উত্তমতা হইতেও একেবারে বঞ্চিত। যৎকালে এই যাথার্থিকীকৃতিরূপ মহাশীর্ব্বাদ তাহাদের মস্তকে বর্ষিত হয়, তৎপূর্ব্বে তাহারা নিতান্ত অপরাধী বলিয়া গণিত ও বিবেচিত হইত। কিন্তু তাহারা যে চিরকালই তদ্রূপ অপরাধী হইয়া থাকে, তাহা নহে, যাথার্থিকীকৃতি অর্পিত হইবার, অব্যবহিত পরেই, সেই দণ্ডেই, তাহারা পুণ্যবান হইয়া উঠে। অতএব এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, যে নিতান্ত পাপীরাই যাথার্থিকীকৃতির পাত্র। তবে তাই বলিয়া যাথার্থিকীকৃতি লাভার্থ আমাদিগকে যে চোর বা ডাকাইত হইতে হইবে, এমত নহে। তাহা দূরে থাকুক; বরং তল্লাভার্থ আমাদের আত্মবোধ থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ যদি প্রত্যেকে আপনং অবস্থার বিষয় আলোচনা করেন, তাহা হইলে, তিনি যে কেমন পাপিষ্ঠ, তাহা বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে, প্রত্যেক মনুষ্যই পাপী, যাথার্থিক কেহ নাই, এক জনও না; অতএব এই আত্মজ্ঞান সহকারে যে ব্যক্তি আপনাকে নিতান্ত অযোগ্য ও পাপিষ্ঠ ভাবিয়া যীশু খ্রীষ্টের নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার যাথার্থ্য যাচ্ঞা করে, সেই বিনামূল্যে যাথার্থিকীকৃত হইতে পারিবে। যে কেহ আপনার অযোগ্যতার বিষয় বিশেষরূপে উপলব্ধি পাইয়াছে, সে কখনই যাথার্থিকীকৃতির জন্য পাপ করিবে না; কিন্তু নিজ অযোগ্যতার বিষয় বিবেচনা করিয়া ক্রন্দন করিবে। যাথার্থিকীকৃতি এই প্রকার লোকেরাই প্রাপ্ত হইবে। অনেকে বোধ করেন, যে আমরা ধর্ম্মপুস্তকের বিধি অনুসারে আচার ব্যবহার করি, তাহা হইলেই আমাদের এই সৎকার্য্য গুণে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারিব, কিন্তু এই সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যে কেহ আপনাকে সম্পূর্ণ পাপী ও অযোগ্য ভাবিয়া খ্রীষ্টের যাথার্থ্য না চাহিবে, যাথার্থিকীকৃতিরূপ মহারত্নে তাহার কোনই

অধিকার নাই। যিহোবার আত্মা শাস্ত্রে সর্ব্বদাই কহিতেছেন, যে আমরা তাঁহার প্রসাদ দ্বারাই যাথার্থিকীকৃত হইয়াছি। কিন্তু প্রসাদ ও কার্য্য পরস্পর বিরুদ্ধ প্রকৃতিস্থ। অতএব যিনি প্রসাদদ্বারা যাথার্থিকীকৃত হইয়াছেন, তিনি যে উক্ত আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হওন কালেও নিতান্ত অযোগ্য ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই (রোম ৩; ২৪)। তিনি আপনার কোন গুণ বা ক্ষমতায় নহে, কিন্তু কেবল ঈশ্বরের প্রসাদের গুণে যাথার্থিকীকৃত হইলেন। সেই জন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে যদি আমরা যাথার্থিকীকৃতির পাত্রদের বিষয় বিবেচনা করি, তাহা হইলে ঈশ্বরের অপরিসীম প্রসাদের বিষয়ে দৃঢ় উপলব্ধি পাইতে পারিব।

৩। কি উপায়ে যাথার্থিকীকৃতি পাওয়া যায়?

ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে সেই ন্যায় বিচারক ঐশিক পুরুষ বিচারে অমনি কাহাকেও ছাড়িবেন না। অথচ পূর্ণ যাথার্থ্য না পাইলে, কাহাকেও যাথার্থিকীকৃত হইতে দিবেন না। যাথার্থিকীকতি বাস্তবিক (যেমন প্রথমেই বলা হইয়াছে) বিচার সম্বন্ধীয় বিষয়। উপযুক্ত বিচার না হইলে, যথার্থ বিচার বলা যায় না। সুতরাং তাহাতে উপযুক্ত যাথার্থিকীকৃতিও লাভ হইতে পারে না। অতএব যদি কেহ পূর্ণ যাথার্থ্য বিনা যাথার্থিকীকৃত হয়, তাহা হইলে, সত্যানুযায়ী তাহার বিচার হইল না। এমন হইলে, ঐ রূপ বিচারকে মিথ্যা ও অযথার্থ বিচার কহিতে হইবে। যৎকালে স্বয়ং ন্যায়বানপ্রভু স্বহস্তে আমাদিগকে যাথার্থিকীকৃতি প্রদান করিতে উদ্যত হইবেন, তৎকালে তাঁহার বিচারে কি কোন অন্যায় ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে? আমাদের পাপের পরিমাণে আমাদের জন্য যতটুকু যাথার্থ্যের প্রয়োজন করে, ঠিক ততটুকু যাথার্থ্য দিতে না পারিলে, কোন মতেই আমরা যাথার্থিকীকৃতি লাভ করিতে পারিব না। লোকে এই যাথার্থিকীকৃতির মূল্যের বিষয়ে কত কথাই কহিয়া থাকেন। কিন্তু বোধ হয়, যে পূর্ণ যাথার্থ্যই (Perfect Righteousness) ইহার যথার্থ মূল্য; ব্যবস্থা ইহাই আমাদিগের হইতে চাহিয়া থাকে; এবং সুসমাচারেও ইহা ভিন্ন আর কোন মূল্যের বিষয় উল্লেখিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু কোথায় গেলে, এবং কি প্রকারেই বা আমরা যাথার্থিকীকৃতির জন্য প্রয়োজনীয় এই যথার্থ মূল্য প্রাপ্ত হইতে পারি? আমরা কি আবার সেই ব্যবস্থার শরণাগত হইব? না উক্ত অভিলষিত বিষয়টী পাইবার জন্য নিয়ত দৃঢ় মনোসংযোগ, পরিশ্রম, অথবা ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক আপন২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিতে থাকিব? পাউল প্রেরিত এ বিষয়ে আমাদিগকে একটী শক্ত কথা কহিয়া গিয়াছেন, যথা, কোন ব্যক্তিই ব্যবস্থার কার্য্য দ্বারা যিহোবার সাক্ষাতে গ্রাহ্য হইতে পারিবে না। আমাদের যাথার্থ্য কোন কাজেরই নয়; কাজে কাজেই তাহা দ্বারা আমরা যাথার্থিকীকৃত হইতে পারি না। (প্রথমতঃ) যদি মনুষ্যদের কার্য্যগুণে যাথার্থিকীকৃতি পাওয়া যাইত,

তাহা হইলে, তাহাকে "প্রসাদের যাথার্থিকীকৃতি" বলা যাইতে পারিত না? এবং খ্রীষ্টের যাথার্থ্যের কোনই প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হইত না। দ্বিতীয়তঃ, যদি ব্যবস্থা পালনে মনুষ্য যাথার্থিকীকৃত হইতে পারিত; তাহা হইলে, মনুষ্যের আত্মশ্লাঘা করিবার পথ থাকিত; অহঙ্কারও দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিত; আর তাহা হইলেই, পরিত্রাণ কার্য্যে যিহোবার যাবতীয় অভিপ্রায় ও কল্পনা বিফল হইয়া পড়িত (রোম ৩; ২৭। ইফিসীয় ২; ৮-৯)। (তৃতীয়তঃ) বিশ্বাস স্বয়ং আমাদের যাথার্থ্য হইতে পারে না; অথবা, আমরা বিশ্বাস করিতেছি বলিয়া তাহারই গুণে যাথার্থিকীকৃত হইতে পারি না। যদিও এরূপ লিখিত আছে, যে বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস দ্বারাই যাথার্থিকীকৃত হইবে, তথাচ বিশ্বাসের ক্ষমতা বা গুণে অথবা বিশ্বাস করিতেছেন বলিয়াই তাঁহারা যাথার্থিকীকৃত হইতে পারিবেন না। বিশ্বাসই যাথার্থিকীকৃতির মূল কারণ নহে, কিন্তু সেটী একটী উপায় মাত্র। বিশ্বাস যে বাস্তবিক আমাদের যাথার্থ্য বা প্রায়শ্চিত্তের মূল্য নহে, নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে তাহা প্রমাণীকৃত হইতে পারে। (১) এই পৃথিবীতে কোন মনুষ্যের বিশ্বাস সম্পূর্ণ নহে; যদি তাহাই হইল, তাহা হইলে, ঐশিক ব্যবস্থা আমাদের নিকটে যে সম্পূর্ণ মূল্যের দাওয়া করে, অসম্পূর্ণ বিশ্বাস তাহার সমতুল্য না হওয়াতে কি রূপে আমরা তদ্দ্বারা যাথার্থিকীকৃত হইতে পারিব? অতএব বিচারে পক্ষপাত বিনা, কোন রূপেই আমাদের এই অসম্পূর্ণ বিশ্বাসকে পূর্ণ যাথার্থ্য বলিয়া গণনা করা যাইতে পারিবে না। কিন্তু ঈশ্বরের বিচার (পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে) সত্যানুযায়ী ও ব্যবস্থার ধারামতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব যাহাদ্বারা পাপী যাথার্থিকীকত হইয়া উঠে, তাহাকে "বিশ্বাসের যাথার্থ্য" অথবা "বিশ্বাস দ্বারা যাথার্থ্য" বলা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাকেই, অর্থাৎ সেই মূল্যকেই বিশ্বাস বলা যাইতে পারে না। (২) যাথার্থিকীকৃতি কার্য্যে বিশ্বাস যাবতীয় মনুষ্যের আত্ম কার্য্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন লিখিত আছে, "কার্য্যের দ্বারা নহে, কিন্তু বিশ্বাসদ্বারাই মনুষ্য যাথার্থিকীকৃত হইবে;" অতএব যদি বিশ্বাসকেই যাথার্থিকীকৃতির আবশ্যকীয় যাথার্থ্য বলিয়া বিবেচনা করা যায়; তাহা হইলে, মহা ভ্রমে পতিত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। কারণ তাহা হইলেই, বিশ্বাস আমাদের একটী সৎকার্য্য বা গুণে পরিণত হইল। আমরা বিশ্বাস করিলেই কি অমনি যাথার্থিকীকৃত হইতে পারিব; তাহা অসম্ভব, যেহেতুক আমাদের কার্য্য গুণে কিছুই হইতে পারে না। (৩) যদি বিশ্বাসই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য যোগ্য হওনের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে কোন বিশ্বাসী অধিক যাথার্থ্যের বলে, কেহ বা তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণের বলে, কেহ বা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমিত যাথার্থ্যের বলে, যাথার্থিকীকৃত হইতে পারিবে। কারণ সকলে ত সমান বিশ্বাসী হইতে পারে না; কাহারও সর্ষপ অপেক্ষাও ন্যূন পরিমাণে, আবার কাহারও বা

পরমাণু হইতেও ন্যূন পরিমাণে বিশ্বাস দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু তাহাও অসম্ভব, যেহেতুক যিহোবা বিচারে পক্ষপাত করিয়া কাহারং নিতান্ত অল্প পরিমিত বিশ্বাস নিবন্ধন, তুল্যরূপে সকলকে যাথার্থিকীকৃত করিতে পারেন না। ব্যবস্থা আমাদের হইতে কেবল যাথার্থ্য চাহে, বিশ্বাস চাহে না (রোম ১০;৪); বিশ্বাস কেবল খ্রীষ্টই চাহেন। (৪) যদি বিশ্বাসই আমাদের যাথার্থিকীকৃতির মূল্য বা যাথার্থ্য হয়, তাহা হইলে, আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে কেবল তাহাতেই নির্ভর করিয়া চলিতে পারি; এবং তাহাতেই যাথার্থিকীকৃত হইতে পারিব বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে পারি। তাহা হইলে, খ্রীষ্টকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া না মানিয়া বিশ্বাসকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানা হইল। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে বটে, যে "তাহার বিশ্বাস তাহার পক্ষে যাথার্থ্য বলিয়া পরিগণিত হইল," কিন্তু তাহার ভাব এমত নহে, যে বিশ্বাসই প্রায়শ্চিত্তের মূল্য। উক্ত বাক্য প্রয়োগে ইহাই বুঝিতে হইবে, যে কোন গুণ বা ক্ষমতা দ্বারা নহে, কিন্তু কেবল বিশ্বাস থাকাতেই, যাথার্থ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিশ্বাস করিলে পর, যে যাথার্থ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রায়শ্চিত্তের মূল্য; কিন্তু বিশ্বাস প্রায়শ্চিত্ত নহে। (চতুর্থতঃ) অভিনব ও অপেক্ষাকৃত কোমল ব্যবস্থা স্বরূপ যে সুসমাচার, কেবল তাহার আদেশ পালন প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না; অর্থাৎ কেবল তৎপ্রতিপালনের গুণেই মনুষ্য ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যাথার্থিকীকৃত হইতে পারে না। অনেকে এ রূপ অনুমান করিয়া থাকেন, (কেবল অনুমান কেন? তজ্জন্য অনেক বিতণ্ডাও করিয়া থাকেন) যে "খ্রীষ্ট দ্বারা মূসাদত্ত ব্যবস্থার আদেশেরও কাঠিন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এবং একটী অভিনব কোমল ও স্বাস্থ্যজনক ব্যবস্থা কি না সুসমাচার আনীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার আদেশ কেবল বিশ্বাস, অনুতাপ, পরামনন ও আজ্ঞাবহতা; পরিত্রাণার্থ এই সকল কার্য্য সম্পূর্ণ উপযোগী না হউক, দৃঢ় মনঃসংযোগ পূর্ব্বক এই সকল আদেশ পালন করিলে, যিহোবা ইহাদেরই গুণে আমাদিগকে সম্পূর্ণ যাথার্থিকীকৃতি প্রদান করিবেন।" কিন্তু এই অনুমানের প্রত্যেক অংশই ভ্রমাত্মক; যেহেতুক এই মতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু মূসার ব্যবস্থার কিছুই লোপ হয় নাই, তাহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং তল্লঙ্ঘন জনিত দণ্ডের কিছুই লোপ হয় নাই। খ্রীষ্ট স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি ব্যবস্থা বা ভবিষ্যদ্বক্তৃ গ্রন্থ লোপ করিতে আসি নাই।" অতএব খ্রীষ্টের আগমনে ব্যবস্থার বিন্দু বিসর্গ কিছুই লোপ হয় নাই। পুনশ্চ যদি সুসমাচারাদিষ্ট বিশ্বাস, অনুতাপ, পরামনন অথবা আজ্ঞাবহতা এই পৃথিবীতে কাহারও সম্পূর্ণ না হইল, তবে সেই সকল অসম্পূর্ণ বিষয় দ্বারা কি প্রকারে পূর্ণ যাথার্থিকীকৃতি পাওয়া যাইতে পারে? পৃথিবীতে কোন্ মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে সুসমাচারানুযায়ী আচার ব্যবহার করিতে পারে? তবে এমত স্থলে পূর্ণ বিচারে পূর্ণ

দণ্ড হইতে পূর্ণ নিষ্কৃতি কি রূপে পাওয়া যাইবে? যাথার্থিকীকৃতি যে-রূপ পূর্ণ, তাহার মূল্যও তদ্রূপ পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। লিখিত আছে, যে "শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ করিতে না পারিলে বিচারক তোমাকে কোন মতেই ছাড়িবেন না।" তবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে সুসমাচারের আদেশ পালন মনুষ্যের যাথার্থিকীকৃতির মূল্য হইতে পারে না। বিশ্বাস ও সুসমাচার উপকরণ মাত্র, প্রায়শ্চিত্তের মূল্য নহে। (পঞ্চমতঃ,) ধর্ম্মানুযায়ী আচার ব্যবহার, সরলতা অথবা কোন প্রকার সৎকার্য্যই যাথার্থিকীকৃতির মূল্য হইতে পারে না। আমাদের কোন গুণেই আমরা যিহোবার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হইতে পারিব না। যেহেতুক আমাদের যাথার্থ্য, অসম্পূর্ণ, এমন কি কোন কাজেরই নয়; কাজে কাজেই এই রূপ অকর্ম্মন্য বিষয় দিয়া আমরা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান যাথার্থিকীকৃতি লাভ করিতে পারি না। সাধু পাউল বলেন, "তোমরা অনুগ্রহেতেই বিশ্বাসদ্বারা পরিত্রাণ পাইয়াছ; আর তাহা কর্ম্মের ফলও নহে, অতএব শ্লাঘা করা সকলের অনুচিত।" ইফিষীয় ২; ৮,৯। পুনশ্চ, পবিত্রীকৃতি ও যাথার্থিকীকৃতি দুটী পরস্পর স্বতন্ত্র বিষয়। তাহাদের মধ্যে কেবল এই সম্বন্ধ আছে, যে উভয়ই প্রসাদের গুণে সম্পন্ন হইয়া থাকে; আর যাথার্থিকীকৃত না হইলে পবিত্রীকৃত হইতে পারা যায় না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য সংলক্ষিত হয়; পবিত্রীকৃতি মনুষ্যের মধ্যে থাকিয়া সম্পন্ন, কিন্তু যাথার্থিকীকৃতি মনুষ্যের জন্য বা উদ্দেশে অন্যত্র সাধিত হয়। পবিত্রীকৃতি অসম্পূর্ণ কিন্তু যাথার্থিকীকৃতি সম্পূর্ণ। পবিত্রীকৃতি ক্রমে সাধিত হয়, কিন্তু যাথার্থিকীকৃতি একবারেই পাওয়া যায়। (বারান্তরে পবিত্রীকৃতির বর্ণনা, ও যাথার্থিকীকৃতি ও পবিত্রীকৃতির পরস্পর পার্থক্য বা সম্বন্ধ বিশেষ রূপে বিবৃত করা যাইবে)। তবে মনুষ্যের অসম্পূর্ণ ও ক্রমে২ সাধিত সৎকার্য্য দ্বারা কি রূপে সম্পূর্ণ ও একবারে সাধিত যাথার্থিকীকৃতি পাওয়া যাইতে পারে? তাহা কোন মতেই হইতে পারে না। (ষষ্ঠতঃ,) পবিত্র আত্মার অনুগ্রহও আমাদের যাথার্থিকীকৃতির মূল্য হইতে পারে না। কেননা তাহা হইলে, খ্রীষ্টের আগমন, দুঃখ ভোগ, মৃত্যু, অথবা পুনরুত্থান, এ সকলের কিছুই প্রয়োজন হইত না, কেবল পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দ্বারাই পরিত্রাণ পাওয়া যাইত। তবে যদি আমাদের কোন গুণ, বিশ্বাস, ব্যবস্থা পালন, বিশেষতঃ পবিত্র আত্মার অনুগ্রহও যাথার্থিকীকৃতির মূল্য না হইল, অর্থাৎ যদি আমরা তাহাদের দ্বারা নিষ্কৃতি না পাইলাম, তবে কোথায় গেলে, এ রূপ যাথার্থ্য পাইতে পারিব, যাহাতে করিয়া যাথার্থিকীকৃতি পাওয়া যাইবে? ধর্ম্ম পুস্তক আলোচনা কর, তাহা হইলে এই প্রশ্নের অতি সুন্দর, স্পষ্ট ও তৃপ্তিজনক উত্তর পাইবে। "হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা নিশ্চয় জানিও, এই ব্যক্তি (যীশু খ্রীষ্ট) দ্বারা পাপের মোচন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে। আর মূসার ব্যবস্থাতে তোমরা যে দোষ

হইতে মুক্ত হইতে পারিতে না, সেই সকল দোষ হইতে এই ব্যক্তি দ্বারা প্রত্যেক বিশ্বাসকারী মুক্ত হয়" (প্রেরিত ১৩; ৩৮, ৩৯)। যীশু "আমাদের অপরাধের নিমিত্ত সমর্পিত, এবং আমাদের পুণ্য (যাথার্থিকীকৃতি) প্রাপ্তির নিমিত্ত উত্থাপিত হইলেন" (রোমীয় ৪; ২৪)। "অতএব এখন তাঁহার রক্ত দ্বারা যাথার্থিকীকৃত গণিত হওয়াতে, আমবা তাঁহার দ্বারা ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পাইব, ইহা আরও নিশ্চয়।" (রোমীয় ৫;৯)। ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ব্যবস্থার যাবতীয় আদেশ পালন করাতে তাঁহাতেই বিশ্বাস করিয়া তাঁহার এই যাথার্থ্য প্রাপ্ত হইতে যাজ্ঞা করিলে, সেই যাথার্থ্য আমাদিগেরও হইবে; অর্থাৎ আমাদেরও ব্যবস্থা পালন করা হইবে। বাস্তবিক, ব্যবস্থার বিন্দু বা বিসর্গ কিছুই লোপ পায় নাই, যেমন ছিল, তেমনই আছে; খ্রীষ্ট তাহা সম্পূর্ণ রূপে পালন করিয়াছেন বলিয়া, আমাদের উপরে তাহার আর কোন দাওয়া নাই। সেই সনাতন প্রভু, আপনার পূর্ণ ব্যবস্থা পালন, নিষ্কলঙ্ক আজ্ঞাবহতা, অনির্ব্বচনীয় দুঃখ ভোগ, অভিশপ্ত মৃত্যু ভোগ এবং জয়লব্ধ পুনরুত্থান (রোম ৪;২৪) দ্বারা আমাদের জন্য যে প্রচুর যাথার্থ্য সঞ্চয়, স্থিরীকৃত ও বদ্ধমূল করিয়া গিয়াছেন, সেই যাথার্থ্যের গুণেই পাপীগণ "যিহোবার দৃষ্টিতে যাথার্থিকীকৃত হইতে পারিবে। আমাদিগের নিজের কোন যাথার্থ্য না থাকাতে খ্রীষ্টের যাথার্থ্য যে আমাদিগেতে আরোপিত হয়, ধর্ম্মপুস্তক হইতে তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। "এক জনের অপরাধ দ্বারা যেমন সকলের প্রতি দণ্ড বর্ত্তিল, তাদৃগ্ আর একজনের (যীশু খ্রীষ্টের) যাথার্থ্য দ্বারা সকলের প্রতি জীবন দায়ী পুণ্য (যাথার্থিকীকৃতি) বর্ত্তিবে। কারণ এক জন আজ্ঞালঙ্ঘন করাতে, যেমন অনেকে পাপীগণিত হইল, তেমনি আর এক জন আজ্ঞাপালন করাতে, অনেকে পুণ্যবান (যাথার্থিক) গণিত হইবে (রোমীয় ৫; ১৮, ১৯)।" কেননা আমরা যেন খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরীয় পুণ্য (যাথার্থ্য) স্বরূপ হই, এই জন্য পাপের সহিত যাঁহার পরিচয় ছিলনা, তাঁহাকে তিনি আমাদের পরিবর্ত্তে পাপস্বরূপ করিলেন।" (২ কর ৫; ২১)। "ব্যবস্থা হইতে জাত আমরা নিজ পুণ্যে পুণ্যবান (যাথার্থ্যে যাথার্থিকীকৃত) না হইয়া খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণ দ্বারা যে (যাথার্থ্য) হয়, অর্থাৎ বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্য যে পুণ্য (যাথার্থ্য), তাহাতে পুণ্যবান (যাথার্থিকীকৃত) হইয়া যেন খ্রীষ্টের আশ্রিতরূপে গ্রাহ্য হই" [ফিলিপীয় ৩; ৯] [যিরি ২৩; ৬। দান ৯; ২৪। ২য় অধ্যায় সমুদয় পাঠ করিয়া দেখ]। সার কথা এই [যে, কেবল [১] খ্রীষ্টের গুণে [গালা ২; ১৬] [২] তাঁহার রক্তের গুণে [রোম ৫; ৯;] [৩] তাঁহার জ্ঞানের গুণে [যিশা ৫৩; ১১;] [৪] তাঁহার অমূল্য প্রসাদ দানের গুণে [রোম ৩; ২৪। তীত ৩; ৭।] এবং [৫] বিশ্বাস ও বিশ্বাসযুক্ত কার্য্যের গুণে [গালা ৩; ৮। যাকুব ২; ২১,-২৪,২৫] যে যাথার্থ্য পাওয়া যায়, তাহাই যাথার্থিকীকৃতির মূল্য, অর্থাৎ

তাহারই পরিবর্ত্তে বা তাহাই লইয়া যিহোবা আমাদিগকে যাথার্থিকীকৃত করিবেন সন্দেহ নাই ।

৪ যাথার্থিকীকৃতি পদার্থটী কি ?

ইহা [১] যিহোবার অমূল্য প্রসাদের একটী কার্য্য বিশেষ । ইহা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে যাথার্থিকীকৃতদের কোন গুণ বা যোগ্যতা থাকে না । ইহা [২] যিহোবার ন্যায়পরতা, ও প্রসাদ এতদুভয় মিশ্রিত একটী বিশেষ কার্য্য । খ্রীষ্ট সম্পূর্ণ রূপে ব্যবস্থাপালন করিয়াছিলেন বলিয়া ব্যবস্থা তাহার দ্বারাই পরিতৃপ্ত হইয়াছিল । অধিকন্তু সমুদয় পাপীর পরিবর্ত্তে এইরূপ এক মহান ঐশিক পুরুষের প্রাণ প্রায়শ্চিত্ত মূল্য রূপে গ্রহণ করাতেই ঈশ্বরের অপরিসীম ন্যায়পরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে । এ পক্ষে, নিতান্ত অযোগ্য পাপিষ্ঠ)-এমন কি নিতান্ত হতভাগ্য অকিঞ্চিৎকর মনুষ্যের কোন গুণ না থাকিলেও, বিনামূল্যে খ্রীষ্টের যাথার্থ্য প্রদান দ্বারা তাহাকে যাথার্থিকীকৃত করণের যে উপায় তিনি স্বয়ংই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং স্বীয় ক্রোড়স্থ অদ্বিতীয় প্রাণাধিক পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার যে অসীম প্রসাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, কে তাহার সমীচীন বর্ণনা করিতে পারে ? যাথার্থিকীকৃতি শব্দটী “যথার্থ শব্দ হইতে উৎপন্ন । ‘যথার্থ’ শব্দ হইতে ‘ইক’ প্রত্যয় যোগে যাথার্থিক পদ নিষ্পন্ন করা যায় । তাহাতে ‘কৃ’ ধাতু ও ‘তি’ প্রত্যয় যোগে যাথার্থিকীকৃতি পদ নিষ্পন্ন হয় । কেহ২ যাথার্থিকীকৃতি পদের স্থলে যাথার্থীকৃতি, কেহ বা যাথার্থিকৃতি লিখিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অসঙ্গত । যেহেতুক যথার্থ শব্দের পর কৃ ও তি প্রয়োগ করিলে যাথার্থিকৃতি হয়, আবার যাথার্থিক শব্দের পর কৃ ও তি প্রয়োগে পূর্ব্ব পদে একটীর আগম হয়, তাহা হইলে যাথার্থিকীকৃতি হইল । যাহা হউক, সে বিষয় আমাদের বিশেষ আন্দোলনীয় নহে । ধর্ম্ম পুস্তকে অনেক প্রকার যাথার্থিকীকৃতির বিষয় উল্লিখিত আছে, সেই সমুদায়ের এক রূপ অর্থ নহে । কেহ২ কহিয়া থাকেন, যে যাথার্থিকীকৃতি চারি প্রকার ; [১] বৃথা গর্ব্বজাত (লূক ১০ ; ২৯ ;) [২] সামাজিক (২ বিব ২৫ ; ১) ; [৩] বিচার বা ব্যবস্থানুযায়ী (রোম ৩ ; ২০ । গালা ২ ; ১৬) এবং [৪] সুসমাচার অনুযায়ী (রোম ৫ ; ১) । অধিকন্তু ধর্ম্মপুস্তকে অনেক প্রকার লোকে ‘যাথার্থিক’ (just) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ; [১] সরল ও সৎলোক (লূক ২৩; ৫০ ;) [২] মহান যিহোবা (তিনিই কার্য্যতঃ যাথার্থিক ও যাথার্থিকতার উৎস, (২ বিবঃ ৩২ ; ৪) [৩] বিশ্বস্ত ব্যক্তি (১ যোহন ১ ; ৯) [৪] সম্পূর্ণরূপে ব্যবস্থা পালনকারী (১ পিতর ৩ ; ১৮) এবং [৫] আরোপিত যাথার্থ্য প্রাপ্ত ব্যক্তি (রোম ১ ; ১৭) । পাঠকগণ! দেখিবেন, যে ধর্ম্ম পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদে যেং স্থলে ‘ধার্ম্মিক’ শব্দ লেখা আছে, সেই২ স্থলের প্রকৃত অর্থ ‘যাথার্থিক’ (Righteous), আর যেখানে২ ‘পুণ্যবান’ ও ‘পুণ্য’ লেখা আছে, সেই২ স্থলের ক্রমান্বয়ে ‘যাথার্থিকীকৃত’ ও ‘যাথার্থিকীকৃতি’ (Justified, Justification) অর্থ হইবে । কখন২

'যাথার্থ্যের' (Righteousness) স্থলে কখন বা 'যাথার্থিকীকৃতির' (Justification) স্থলে 'পুণ্য,' কখন বা 'যাথার্থিক শব্দের স্থলে 'পুণ্যবান' লেখা হইয়াছে। আমরা উপরোক্ত যাবতীয় যাথার্থিকীকৃতি ও যাথার্থ্যের বর্ণনা করিতেছি না। সাধু পাউল রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রে ও অন্যান্য স্থলে, যে যাথার্থিকীকৃতির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এবং যে যাথার্থিকীকৃতি আমাদের পরিত্রাণার্থ খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই এই প্রস্তাবের মূল অবলম্বন। ধর্ম্ম পুস্তকের যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে অতি দুরূহ, নিগূঢ় ভাবপূর্ণ এবং সান্ত্বনা দায়ক যে 'রোমীয়দের প্রতি পত্র' তাহার প্রধান অবলম্বন এই যাথার্থিকীকৃতি।

৫। কোন্ সময়ে যাথার্থিকীকৃতির সৃষ্টি হয়?

এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের এক মত নহে। কেহ২ ইহার তিন প্রকার অবস্থার বর্ণনা করেন, যথা (১) উদ্ভাবনীয়, (২) প্রকৃত, (৩) কার্য্যতঃ। যৎকালে যিহোবা নিজ পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে এই জগতে প্রেরণ ও তাঁহা দ্বারা পাপীগণকে যাথার্থিকীকৃত করণের অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তখনই যাথার্থিকীকৃতির উদ্ভাবনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। যখন খ্রীষ্ট দ্বারা ব্যবস্থা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ যখন তিনি পরিত্রাণ কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন, তখনই যাথার্থিকীকৃতির প্রকৃত অবস্থা হইয়াছিল। আর যখন আমরা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাতে সংযোজিত হই, তখনই আমাদের কার্য্যতঃ যাথার্থিকীকৃতি হইয়া থাকে। আবার কেহ২ কহিয়া থাকেন, যে 'যাথার্থিকীকৃতি অনাদি কালাবধিই আছে, যেহেতুক অনাদিকাল স্থায়ী যিহোবা সময় বা কাল সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহার কল্পনা করিয়াছিলেন এবং যখন তিনি যীশু খ্রীষ্ট দিয়া পাপীগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকেন, তখনই তাহারা যাথার্থিকীকৃত হইয়া উঠে।' কিন্তু ইহা সঙ্গত বোধ হয় না, যেহেতুক তাহা হইলে তাঁহার কোন একটী নিয়মের বিষয় বুঝিতে গেলে, বিলক্ষণ গোলযোগ হইয়া দাঁড়ায়। সৃষ্টির নিয়মই বল, আর পরিত্রাণ কার্য্যের নিয়মই বল, কোন নিয়মই সঙ্গত বোধ হয় না। যেহেতুক যদি বলা যায়, যে যিহোবা যখন যাথার্থিকীকৃতির কল্পনা করিয়াছিলেন, তখনই তাহা কার্য্যতঃ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; তাহা হইলে, সহজ বুদ্ধিতে কি রূপ লাগে? তাহা হইলে; এ কথাও অনায়াসে কহা যাইতে পারে, যে যিহোবা যখন কাহাকেও মনঃপরিবর্ত্তন করাইতে ও গৌরবীকৃত করিতে চাহেন, তখনই তাহার মনঃ পরিবর্ত্তিত ও সে গৌরবীকৃত হইয়া উঠে; তাঁহার ইচ্ছাই কার্য্য সিদ্ধি। ইহা কি যুক্তিযুক্ত অথবা সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে? যদি বলা যায়, যে অনাদিকালাবধি যিহোবা এ রূপ অবগত হইয়াছিলেন, যে পৃথিবীতে এ রূপ কতক গুলি মনুষ্য জন্মিবে, যাহারা ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিবে, ও তজ্জন্য খ্রীষ্টের যাথার্থ্য তাহাদিগেতে আরোপিত হইবে; তাহা হইলে বরং এক দিন বুঝা যায়। কিন্তু বাস্তবিক তাহাদের যাথা-

র্থিকীকৃতি যে তখনই অর্থাৎ সেই অনাদি কালেই সাধিত হইয়াছিল, এরূপ বলা কতদূর সঙ্গত, বুঝিতে পারি না। তবে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত না হইলেও হইতে পারে, যে ঈশ্বর অনাদিকালে যাথার্থিকীকৃতির উপায় উদ্ভাবন ও স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন। অপর খ্রীষ্টের জীবন ও মৃত্যু দ্বারা সেই যাথার্থিকীকৃতি কার্য্যতঃ সাধিত হইয়াছিল। আর আমরা যখন পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হই, কেবল তখনই উক্ত যাথার্থিকীকৃতি ও তাহার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হই, ভোগ করি এবং আপনাদিগকে যাথার্থিকীকৃত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। অতএব দেখা যাইতেছে যে খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে, কেহই প্রকৃত যাথার্থিকীকৃতি পাইতে পারে না। (রোমীয় ৫ ; ১)।

৬। যাথার্থিকীকৃতি দ্বারা কিং লাভ পাওয়া যায়?

যাথার্থিকীকৃত হইলে মনুষ্য এইং আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়, যথা, [১] ইহ জগতে ও পরজগতে মারাত্মক অপরাধ ও অনিষ্ট হইতে রক্ষা (১ কর ৩; ২২) [২] যিহোবার সহিত সন্ধি (রোম ৫ ; ১ ;) [৩] যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা যিহোবার নিকটে যাইবার অনুমতি (ইফিষ ৩; ১২) ; [৪] যিহোবার কাছে গ্রাহ্য হওন, (ইফিস ৫ ; ২৭) ; [৫] ইহজীবনে যাবতীয় ক্লেশ ও অনিষ্ট ঘটিলেও খ্রীষ্টেতে স্থির বিশ্বাস ও আশ্রয় গ্রহণ (২ তিম ১ ; ১২) এবং [৬] শেষে অনন্ত পরিত্রাণ (রোম ৮ ; ৩০। ৫ ; ১৮)।

৭। যাথার্থিকীকৃতি প্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থা।

খ্রীষ্টেতে সংলগ্ন হইলে, মনুষ্যের যে বহুবিধ উপকার লাভ হয়, তন্মধ্যে যাথার্থিকীকৃতিই সর্ব্ব প্রথম ও অতীব প্রয়োজনীয়। তাঁহাতে সংযোজিত হইলেই মনুষ্য তাঁহার যাথার্থ্যের ভাগী হইয়া থাকে, যেহেতুক লিখিত আছে "তাঁহার প্রসাদে তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি ঈশ্বর দ্বারা আমাদের জ্ঞান, পুণ্য (যাথার্থ্য,) পবিত্রীকৃতি ও পরিত্রাণ হইয়াছেন (১ কর ১ ; ৩০)। সে তাঁহাতে সংলগ্ন আছে বলিয়া আর দণ্ড গ্রস্ত নহে, কিন্তু নির্দ্দোষীকৃত হইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে যাতায়াত করে।" "এখন যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর আশ্রিত হইয়া শারীরিক ভাবে না চলিয়া আত্মার ভাবে চলে, তাহারা কোন দণ্ডের পাত্র হয় না" (রোমীয় ৮; ১)। সে তাহার যাবতীয় পাপের ক্ষমা পাইল, তাহার পাপের কলঙ্ক একেবারে দূরীকৃত হইল। তাহার দেনা পরিশোধের জন্য তাহার নিকট যে ঋণ পত্র ছিল; তাহা লইয়া খ্রীষ্ট স্বহস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পিতা যিহোবা স্বহস্তে লেখনী ধারণ করিলেন, নিজ পুত্রের রক্তে কলমটী ডুবাইলেন, এবং তাহা দিয়া উক্ত পাতকীর হিসাব কর্ত্তন করিলেন। শেষে তৎসম্বন্ধে তাঁহার যাবতীয় হিসাব পত্র স্বীয় নিত্যস্থায়ী পুস্তক হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পাতকী যখন খ্রীষ্ট হইতে পৃথক ছিল, তখন যিহোবার অনন্ত ক্রোধের পাত্র ছিল; তখন সে ব্যবস্থার বিচারানুসারে নরকরূপ কারাগারে যাইবার নিতান্ত যোগ্য ছিল; তথায় শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ করিতে না পারিলে,

তাহাকে চিরকালের জন্য পড়িয়া থাকিতে হইত। যিহোবার আজ্ঞা ব্যর্থ হইবার যো নাই; তিনি কহিয়াছিলেন, "সদসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিনে তাহা করিবা সেই দিনে নিতান্ত মরিবা," (আদি ২; ১৭।) যদি পাপ-পূর্ণ সামান্য মনুষ্যের একটী মাত্র আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, কাহারও প্রাণ দণ্ড হইতে পারে (১ রাজা ২; ৪২), তবে পবিত্র স্থির-প্রতিজ্ঞ যিহোবার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কে দণ্ড এড়াইতে পারিবে? আদম আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, বলিয়া তাঁহার বংশজাত সকলেই দণ্ডের পাত্র। কিন্তু এখন বিশ্বাসী মনুষ্য খ্রীষ্টেতে সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, যিহোবা কহিতেছেন, "কবরে নামন হইতে ইহাকে মুক্ত কর, আমি প্রায়শ্চিত্ত পাইলাম" (আয়ূব ৩৩; ২৪।) পূর্ব্বে তাহার যে পাপ যিহোবার সম্মুখে ছিল, (৯০ গীত ৮,) যাহা তাঁহার দৃষ্টির অগোচর ছিল না; এখন তিনি তাহা লইয়া তাঁহার পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছেন (যিশা ৩৮; ১৭।) কেবল তাহা নহে, তিনি তাহা সমুদ্রের গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছেন (মীখা ৭; ১৯।) কোন সামান্য জলস্রোতে কিছু পড়িয়া গেলে, অন্বেষণ করিলে, আবার পাওয়া গেলেও যাইতে পারে। কিন্তু একবার সমুদ্রে কিছু নিক্ষিপ্ত হইলে, কে তাহা পাইতে পারে? কিন্তু যদি বল, সমুদ্রেও তো অনেক চড়া আছে, সেখানে পড়িলেও তো পড়িতে পারে! সত্য, কিন্তু তাহার পাপ তো সেখানে পড়ে নাই, সমুদ্রের গহ্বরেই পড়িয়াছে; সেই গহ্বর অতলস্পর্শ, তাহার অগাধ জলে একবার কিছু পড়িলে আর পাইবার যো নাই। কিন্তু সে গুলি যদি না ডুবিয়া থাকে? না, তাহা হইতে পারে না, যিহোবা এত জোরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, যে পড়িবামাত্র তাহারা শীসকের ন্যায় দ্রুতবেগে গভীর জলে—খ্রীষ্টের রক্তে—নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত পাপী আপনার যাবতীয় পাপের যে কেবল ক্ষমা প্রাপ্ত হইল, তাহা নয়; তাহার ঐ সকল পাপ যিহোবা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। যেমন লেখা আছে, "আমি তাহাদের পাপ আর স্মরণে আনিব না" (যিরি ৩১; ৩৪) এবং যদিও ভবিষ্যতে সে কখন২ এরূপ পাপে পড়িলেও পড়িতে পারে; যাহাতে করিয়া যিহোবা পুনরায় তাহার উপর রাগ করেন, অথবা তাহাকে কখন২ সাংসারিক ক্ষতিগ্রস্ত করেন, এবং প্রসাদের নিয়ম অনুসারে পিতার ন্যায় মধ্যে২ তাহাকে অনুযোগ ও শাস্তি দিয়া থাকেন (গীত ৮৯; ৩০-৩৩;) কিন্তু সে পুনরায় কখনও যিহোবার চিরন্তন ক্রোধের পাত্র হইতে পারে না, অথবা ব্যবস্থার অভিশাপের যোগ্য হইয়া উঠে না। যেহেতুক খ্রীষ্টের সহিত সে ব্যক্তি একবার ব্যবস্থার পক্ষে মৃত হইয়াছে, (রোমীয় ৫; ৪।) খ্রীষ্টের সহিত তাহার যে সংযোগ হইয়াছে, তাহা হইতে সে কখনই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। অতএব খ্রীষ্টেতে সংযুক্ত থাকা, আর ব্যবস্থার দণ্ড ভাজন হওয়া এক কালে কি রূপে ঘটিতে পারে? কাজে কাজেই যাথার্থিকীকৃত ব্যক্তিকে

এখন এক জন ধন্য মনুষ্য কহিতে হইতেছে, যিহোবা তাহাতে আর কোন দোষই আরোপ করিতেছেন না (গীত ৩২,২।) পক্ষান্তরে, ঐ বিশ্বাসী এক্ষণে যাথার্থিক বলিয়া যিহোবার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হইয়া উঠিয়াছে (২ কর ৫ ; ২১। যেহেতুক সে "ব্যবস্থা হইতে জাত তাহার নিজ যাথার্থ্যে যাথার্থিকীকৃত না হইয়া খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণ দ্বারা যে যাথার্থ্য হয়, অর্থাৎ বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্য যে যাথার্থ্য, তাহাতে যাথার্থিকীকৃত হইয়া খ্রীষ্টের আশ্রিত রূপে গ্রাহ্য হইয়াছে," (ফিলিপীয় ৩ ; ৯।) তাহার আপনার যাথার্থ্যে নির্ভর করিলে, সে কখনই তাঁহার নিকট গ্রাহ্য হইতে পারিত না। যেহেতুক যাথার্থ্যলাভ করিতে মনুষ্য হাজার চেষ্টাই করুক না কেন, কেহই তাহাতে কৃতার্থ হইতে পারে না। যদিও কোন ব্যক্তির একটু মাত্র থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সেটী নিতান্ত অসম্পূর্ণ (যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) এমন কি, কোন কাজেরই নয়। যাথার্থ্য শব্দ উচ্চারণ করিতে গেলেই, যেন তাহার সঙ্গেং পূর্ণতাও উচ্চারিত হয়। নিয়মানুসারে সম্পন্ন না হইলে, কোন কিছুই যথার্থ হইতে পারে না ; ঠিক না হইলেই খুঁৎযুক্ত হইল। তবে, যেমন পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, যিহোবার সত্যের বিচারে কেহই নিজগুণে তাঁহার দৃষ্টিতে যাথার্থিক হইতে পারে না। কিন্তু এই ব্যক্তি এখন খ্রীষ্টেতে আছে বলিয়াই, তাঁহার যাথার্থ্যে যাথার্থিক হইয়া উঠিয়াছে ; সেই জন্যই যিহোবা এখন তাহাকে যাথার্থিক বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই ব্যক্তি এখন নিশ্চয়ই বলিতে সক্ষম হইয়াছে "কেবল যিহোবাতে (খ্রীষ্টেতে) আমার যাথার্থ্য ও শক্তি আছে" (যিশ, ৪৫ ;২৪)। এক্ষণে ব্যবস্থা পরিতৃপ্ত হইয়াছে ; তাহার আদেশ পালিত হইয়াছে, পাপীর ঋণও পরিশোধ হইয়াছে। এক জন জামীন হইয়া ঐ বিশ্বাসীর দেনা শোধ করিলেন। যে ঋণের জন্য এত দিন পাপীকে পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল ; এক্ষণে এক জন অতুল ধনশালী মহাজন আসিয়া অকাতরে (তাহার হইয়া) সমুদয় দেনা শোধ করিলেন। কি দয়া! যাথার্থিকীকৃত ব্যক্তির অবস্থা এই রূপে সুখ দায়ক হইল। এখন আর তাহার কোন বালাই নাই! ইতিপূর্ব্বে ব্যবস্থার অভিশাপ তাহার পশ্চাৎ২ দৌড়িতেছিল, আর একটু পরেই একেবারে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিত। কিন্তু এই রূপ ভ্রষ্ট পাপীদেরই ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া খ্রীষ্ট আপনি আপনার আত্মার আকর্ষণে তাহাকে আকর্ষণ করিলেন ; আপনার কোলেই তাহাকে টানিয়া লইলেন। সেও এখন বিশ্বাসের বলে খ্রীষ্টকে জড়াইয়া ধরিল। এই রূপে ঐ অযাথার্থ্যময় হতভাগ্য প্রাণী স্বয়ং যাথার্থ্যের মূর্ত্তি যীশু খ্রীষ্টের সহিত সংযুক্ত হইল! এই সংযোগের বলে খ্রীষ্টের অতুল ঐশ্বর্য্য ও যাথার্থ্যনির্ম্মিত শুভ্রবর্ণ বস্ত্র দ্বারা তাহার উলঙ্গ অঙ্গ আচ্ছাদিত হইল (প্রকাশিত ৩ ; ১৮)। এখন খ্রীষ্টের যাথার্থ্য তাহার নিজের হইল। খ্রীষ্ট স্বয়ং আপনার যাথার্থ্য হস্তে লইয়া তাহাতে আরোপিত করিলেন। এই রূপে ব্যবস্থার দাওয়া

সম্পূর্ণ রূপে শোধকারী খ্রীষ্টের যাথার্থ্য তাহাতে থাকাতে, কাজেকাজেই বিশ্বাসী এখন ক্ষমা পাইল। সত্যের বিচারে, তাহার হৃদয়স্থ খ্রীষ্টের যাথার্থ্য এখন তাহার নিজের বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সে এখন যাথার্থিক বলিয়া গ্রাহ্য হইল (যিশা ৪৫; ২২-২৪। রোম ৩;২৪।৫;১)। এখন সে সম্পূর্ণ মুক্তি প্রাপ্ত। হইবেই বা না কেন? ঈশ্বর যাহাকে যাথার্থিকীকৃত করেন, তাহার নামে কে অভিযোগ করিতে পারে? কি ন্যায় বিচার কিছু করিতে পারে? না; সে তো তৃপ্ত হইয়াছে। কি ব্যবস্থা কিছু করিতে পারে? সাধ্য কি! যেহেতুক খ্রীষ্ট সম্পূর্ণরূপে ব্যবস্থা পালন করাতে, ঐ পাপীরও ব্যবস্থা পালন করা হইয়াছে। সে খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশে হত হইয়াছে (গালা ২; ২০)। ব্যবস্থা আর কি চাহে? সে তো ঐ পাতকীর মস্তক-চূর্ণ করিয়াছে। তাহার উপরে পূর্ণ পরিমাণে ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছে! শেষে তাহাকে প্রাণে মারিয়া মৃত্যুর ধূলায় তাহাকে আনয়ন করিয়াছে। যদি বল, কি প্রকারে? উত্তর এই, যে তাহার মস্তক-স্বরূপ (ইফিষ ১;২২), প্রাণ স্বরূপ (প্রেরিত ২;২৫-২৭), এবং তাহার জীবন স্বরূপ (কলস ৩ ;৪) খ্রীষ্টের উপর এই সকল দণ্ডবিধান করাতে, তাহার উপরেও করা হইয়াছে। কিন্তু সে যে বাস্তবিক এখনও ঋণী আছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ যে ঋণ পত্র আছে, সেটীর কি গতি হইবে? সেটী যে তাহার স্বহস্তের লেখা? তাহা সত্য, কিন্তু সেটী কি আর আছে? খ্রীষ্ট তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছেন (কলস ২,১৪)। কিন্তু তাহার কাগজটী থাকিলে, তাহা দেখিয়া বিচারক তো তাহাকে দোষী করিতে পারেন? না; তাহা হইবার নহে? খ্রীষ্ট তাহা, পথে যাইতে যাইতে কাড়িয়া লইয়াছেন, কেবল তাহা নহে, সেটী খণ্ড২ করিয়া ছিঁড়িয়াও ফেলিয়াছেন। পাছে পাপী এই কথা বলে, "ইহা যেমন ছিল, তেমনই আছে," এই জন্য তিনি তাহা একেবারে খণ্ড২ করিয়া ফেলিয়াছেন! কিন্তু সেই খণ্ড গুলি যদি পুনরায় যোড়া দেওয়া যায়? তাহা হইলে কি হইবে? তাহা হইতে পারে না। যেহেতুক তিনি সে গুলিকে লইয়া আপনার ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছেন? সেই ক্রুশ তাঁহার সহিত মৃত্তিকায় কবর প্রাপ্ত হইয়াছে; আর তুলিবার যো নাই, যেহেতুক খ্রীষ্ট তো আর মরিবেন না! ঐ অভিশপ্ত মনুষ্যের মুখের উপরে যে আচ্ছাদন বস্ত্র (ঘোমটা) ছিল, তাহা কোথায়? খ্রীষ্ট তাহা বিনষ্ট করিয়াছেন (যিশা ২৫;৭)। মৃত্যু এখন কোথায়? সে যে এত ক্ষণ ভয়ানক মূর্ত্তিতে, হাঁ করিয়া, তাহাকে গিলিয়া ফেলিবার জন্য সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল? সে খ্রীষ্টকে গ্রাস করিবে কি, খ্রীষ্টই তাহাকে জয় করিয়াছেন (যিশা ২৫;৮)। আহা! যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া নিজরক্তে আমাদের পাপ ধৌত করিয়াছেন, কেবল সেই মৃত্যুঞ্জয় যীশু খ্রীষ্টেরই গৌরব! আর কাহারো নহে।

শ্রী যাকুব বিশ্বাস।

হেনরি মার্টিনের জীবন চরিত।

এই মহাপুরুষ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কর্ণওয়ালের অন্তর্গত ট্রুরো নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা প্রথমে খনিতে কাজ করিতেন; কিন্তু এই ব্যবসায়ে বিলক্ষণ অবকাশ থাকায় তিনি ক্রমশঃ অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া মান্যতর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সপ্তম বৎসর অতিক্রান্ত হইলে মার্টিন নিজ গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বাল্য অবস্থাতেই বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার অন্তঃকরণ নম্র ও দয়াশীল ছিল।

১৭৯৭ সালের অক্টোবর মাসে হেনরি কেম্ব্রিজের সেন্টজন্স কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে অবিলম্বেই বিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার অন্তঃকরণ ঈশ্বর তত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ১৭৯৯ অব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কর্ণওয়ালে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার ভগিনী একজন খ্রীষ্টের দাসী ছিলেন। ইনি হেনরির ঈশ্বরানভিজ্ঞতায় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অধ্যয়ন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। হেনরি নিজই বলেন, "তখন ভগিনী কথিত সুসমাচার শব্দ আমার শ্রবণকে নিরতিশয় উত্যক্ত করিয়াছিল।" যাহা হউক, অক্টোবর মাসে কেম্ব্রিজ প্রত্যাগমন কালে তিনি ভগিনীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ধর্ম্মপুস্তক এবার নিজে পাঠ করিবেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া নিউটনের গণিত পুস্তকে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার জন্মিল। তিনি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। এই অবস্থা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইল। ১৭৯৯ সালের পরীক্ষায় হেনরি প্রথম হইলেন। পর জানুয়ারিতেই তাঁহার পিতা কাল প্রাপ্ত হন। মার্টিন পিতৃশোকে অভিভূত হইলেন। পিতৃশোক সন্তপ্ত হৃদয়ে তিনি ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু চিত্তকে ব্যাপৃত রাখিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে অন্যান্য পুস্তকও পড়িতেন। প্রেরিতদিগের ক্রিয়া আমোদজনক বলিয়া তিনি ঐ ভাগটী প্রথমে আরম্ভ করিলেন। ইহার আখ্যায়িকাংশ তাঁহার মনোরঞ্জন করিল। কিন্তু ইতি মধ্যেই তাঁহার মন প্রেরিতদের মতানুসন্ধানে অজ্ঞাতসারে সমুৎসুক হইয়াছিল।

তিনি ঐ সময়ে ভগিনীকে যে পত্র খানি লিখেন, তাহাতে এই বাক্যগুলি সন্নিবেশিত ছিল—"ভগিনি! পিতার যে আমি কতদূর বিঘ্ন স্বরূপ হইয়াছিলাম, তাহা তোমার অবিদিত নাই। পিতার মৃত্যুর পরে আমি অধিকাংশ

লোকের ন্যায়, যেখানে আমার পিতা গিয়াছেন এবং যেখানে আমাকেও একদিন যাইতে হইবে, সেই অদৃশ্য পরসংসার বিষয়ে চিন্তা করিতাম—কিন্তু চিন্তা করিতাম মাত্র কোন দৃঢ় সংকল্প করিয়া চিন্তা করিতাম না। ধর্ম্ম পুস্তক পড়িতাম—কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক জ্ঞান লাভ করিতাম না। কখন দুই একবার প্রার্থনা করিতাম, ভক্তির সহিত করিতাম না। যাহা হউক শীঘ্রই আমি ধর্ম্মপুস্তকের বাক্য গুলিতে অধিকতর মনোযোগ স্থাপন করিতে লাগিলাম এবং আহ্লাদের সহিত সেগুলি গ্রাস করিতে লাগিলাম। আমি দেখিলাম, মুক্তহস্তে অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রদত্ত হইয়াছে ; তখন আমি সেই অনুগ্রহ পাইবার নিমিত্ত সাগ্রহে প্রার্থনা করিলাম। এখন আমি বিলক্ষণ সান্ত্বনা অনুভব করিতেছি, অতএব সেই পবিত্র ত্রিত্বের ধন্যবাদ করি।"

বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে মার্টিন বি, এ পরীক্ষা দেন। তাঁহার সঙ্গে অনেকগুলি ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল। পরীক্ষায় প্রথম হইতে তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল। পরীক্ষার শুভাশুভ জানিবার নিমিত্ত একান্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। অকস্মাৎ মনে পড়িল, "তুমি কি নিমিত্ত আপনার মহত্ত্ব চেষ্টা করিবা ? তাহা করিও না।" তাহাতে তাঁহার উৎকণ্ঠা অনেক কমিল। তিনি পরীক্ষায় প্রথম হইলেন— এখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কি পরিতৃপ্ত হইলেন ? তাঁহার এ সময়ের বাক্য চিরস্মরণীয় ; তিনি বলিলেন, আমি আমার সর্ব্বোচ্চ অভিলাষ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে আমি ছায়া মাত্র ধরিয়াছি। ইহার পরে কএক বৎসর হেনরি কেম্ব্রিজে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি লাটিন ও গ্রীকভাষায় পরীক্ষা দিলেন, উপাধি পাইলেন। সকল বিষয়েই সহপাঠীদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার খ্রীষ্টনিহিত বিশ্বাস ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছিল।

ইতিমধ্যে পাদরি চার্ল্‌স্ সিমিয়োনের সহিত মার্টিনের বন্ধুতা হয়। সিমিয়োনই হেনরির মনোগত উদ্দেশ্যগুলিকে উন্নত ও পরিশুদ্ধ করেন। ইহারই গৃহে অগ্ন্যুত্তাপ সেবন করিতে করিতে মার্টিন আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিতে মনস্থ করেন। একদা সিমিয়োন কেরি সাহেবের মঙ্গল কার্য্যের উল্লেখ করাতে, মিসনরি কার্য্যে নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা হেনরির মনোমধ্যে উদিত হয়। ব্রেনার্ডের জীবন চরিত পাঠে এই ইচ্ছা বলবতী হয় ; অবশেষে অনেক প্রার্থনা ও উৎকণ্ঠার পর তিনি প্রতিমা পূজকদের মধ্যে খ্রীষ্টের কার্য্যে জীবনাতিপাত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

স্বদেশ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্পে তিনি অত্যন্ত মনোবেদনা পাইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত স্নেহ প্রবণ ছিল। আত্মীয়, কুটুম্ব ও বন্ধুবর্গের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবার ভাবনায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি সঙ্কল্পে দ্বিধা করিলেন না। উৎসাহের

সহিত বলিলেন, "প্রভো! আমি উপস্থিত; আমাকে প্রেরণ করুন।"

১৮০৩ সালের ২৩ আক্টোবর রবিবারে ইলাই নগরে তিনি নিয়োগ পত্র প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু অবিলম্বেই ভারতবর্ষে আসিবার সঙ্কল্প না থাকায় কেম্ব্রিজের ট্রিনিটিচর্চ্চে সিমিয়োনের সহকারী হইয়া প্রভুর কার্য্য আরম্ভ এবং লল্ওয়ার্থের ধর্ম্মসমাজের ভার গ্রহণ করেন।

১৮০৩ সালে তাঁহাকে সেন্টজন্স কলেজের গ্রীক ও লাটিন ভাষায় পরীক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত করা হয়—এবং পরে আরও তিনবার তিনি উক্ত কার্য্যে অভিষিক্ত হন। তিনি বিলক্ষণ বিদ্যা বুদ্ধি প্রদর্শন পূর্ব্বক এই কার্য্য সমাধা করেন। তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব সকল বিষয়েই প্রকাশিত হইত।

১৮০৪ সালে মার্টিন ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। মিসনরি কার্য্য গ্রহণে এই আর একটী প্রতিবন্ধক ঘটিল। ভগিনীর অন্ন বস্ত্রাভাব দেখিয়া ভারতবর্ষে গমন করা তাঁহার অনুপযুক্ত বোধ হইল। কিন্তু তিনি মনস্থ করিলেন, যে চাপ্লেন্ হইয়া ভারতবর্ষে আসিবেন, কেননা তাহা হইলে প্রতিমা পূজকদের উপকারও করিতে পারিবেন, এবং উক্তকার্য্যের আয়ের দ্বারা দারিদ্র্য প্রতিবন্ধকতাও দূর হইবে।

তিনি আপনার উচ্চ ব্যবসায়ের কার্য্য গুলি পরিশ্রম সহকারে সম্পাদন এবং স্বীয় মানসেরও উৎকর্ষ বিধান করিতে লাগিলেন। এই অল্প বয়সেই তিনি অসামান্য নম্রতা প্রদর্শন করেন।

ভারতবর্ষে চাপ্লেন্ পদ প্রাপ্ত হইবার ভরসা পাইয়া মার্টিন ১৮০৪ সালের গ্রীষ্মকালের কিয়দংশ বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করণে অতিপাত করিলেন। কর্ণওয়ালের লিডিয়া নাম্নী এক যুবতীর প্রতি হেনরি নিতান্ত অনুরাগী ছিলেন। এই কামিনী ধর্ম্ম বিষয়ে হেন্‌রির সহিত একমত ছিলেন। কিন্তু ইহাঁদের বিবাহ হইবার বিশেষ প্রতিবন্ধক ছিল; অতএব বাগদান হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট হেন্‌রিকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

১৮০৫ সালের ৭ই এপ্রিলে ট্রিনিটি চর্চ্চে তিনি এক চমৎকার উপদেশ পাঠ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গ সজল নয়নে, পরম স্নেহে তাঁহার কণ্ঠ নিঃসৃত অনন্ত জীবন সম্বন্ধিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিল। পর দিবস তিনি লণ্ডনে যাত্রা করিলেন। লণ্ডনে দুই মাস অবস্থিতির পর ১৭ জুলাই তারিখে, ইউনিয়ন ইস্ট ইণ্ডিয়ান নামক অর্ণবপোতে ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন। এই জল যাত্রায় নয় মাস অতিবাহিত হয়। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত মনোকষ্ট সহ্য করেন। তিনি এখন ঈশ্বরভক্ত মানব সংসর্গ হইতে বৰ্জ্জিত। তিনি যখন সহযাত্রিগণের মঙ্গলসাধনার্থ উপদেশ দিতেন, তাহারা ঘৃণা পূর্ব্বক তাঁহাকে গালি দিত।

জানুয়ারির প্রারম্ভে তিনি উত্তমাশা অন্তরীপে উত্তীর্ণ হইলেন। কিয়দ্দিনানন্তর কেপ্‌টাউন নগরে ডাক্তার ব্যাণ্ডারকেম্পের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইহাঁরই বাটীতে মার্টিন তিন জন কাফ্রি

খ্রীষ্টানের পরিচয় পান। ইহাদিগকে দেখিয়া তিনি যার পর নাই আহ্লাদিত হন। মার্টিনের ভ্রাতৃপ্রেম এত বলবৎ ছিল, যে তিনি রিড্ নামক প্রথম পরিচিত কাফ্রি খ্রীষ্টানকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—রিড্ যে তাঁহা অপেক্ষা কত নিকৃষ্ট, তাহা মনেও করেন নাই।

মার্টিন যে মাসে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন; "আমার দীর্ঘ ক্লান্তিকর জল যাত্রা শেষ হইল। যে দেশে প্রভুর কার্য্যে দিনপাত করিব, তথায় উপনীত হইয়াছি। আমি যে ভারতাগমন সুখ যথার্থ লাভ করিয়াছি, তাহা আমার প্রায় বিশ্বাস হয় না; কিন্তু ঈশ্বর তাহাই করিয়াছেন। তিনি শীত, উষ্ণ প্রভৃতি নানাবিধ বায়ু ও প্রবল ঝটিকোদ্বেলিত পয়োনিধি পার করাইয়া অবশেষে তাঁহার এই অযোগ্য দাসকে কর্ম্ম ক্ষেত্রে উপনীত করিয়াছেন; ভরসা করি, অবিলম্বেই কার্য্যের নিমিত্ত প্রস্তুত করিবেন।"

তিনি কিয়ৎকাল কলিকাতাস্থ খ্রীষ্টানদের সংসর্গসুখ অনুভব করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ অত্যন্ত আগ্রহসহকারে তাঁহাকে কিছু কাল কলিকাতায় থাকিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না; "তিনি ব্রেনার্ড ও সোয়ার্টজের পদ চিহ্ন অনুসরণ করিতে সমুৎসুক ছিলেন, এবং তাঁহাকে প্রতিমাপূজক দিগের নিকট গমন করিতে নিবারণ করিলে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন প্রায় হইয়া যাইত। সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে তিনি দানাপুরের চাপ্লেন্ পদে অভিষিক্ত হন। ১৫ই অক্টোবরে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দানাপুর যাত্রা করেন এবং নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে তথায় উপস্থিত হন।

দানাপুরের তাৎকালিক সৈন্যগণ ধর্ম্মের প্রতি বড় আস্থা করিত না। তাহারা কেবল লোক দেখান ধর্ম্ম কর্ম্ম করিত এবং চাপ্লেন্‌কেও তাহাই করিতে বলিত। কিন্তু মার্টিন আত্মার শুদ্ধি চাহিতেন—আড়ম্বর চাহিতেন না। কিছু কাল তাঁহার চেষ্টা সমস্তই বিফল হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি কতকগুলি ধর্ম্মনিষ্ঠ সৈনিক লইয়া একটী প্রার্থনা সভা স্থাপন করিলেন। অনেক গুলি কর্ম্মচারী তাঁহার ধর্ম্মপুত্র হইল। তিনি অনবরত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। সকলেরই উপকার করিতে চাহিতেন। দানাপুরের সৈনিক স্ত্রীলোকদিগকে নিয়মিত রূপে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই রমণীদের অধিকাংশই পর্টুগিজজাতীয় রোমান কাথলিক এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল তিনি প্রাতঃকালে ৭ টার সময় ইউরোপীয়দিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিতেন; দুই টার সময় হিন্দুস্থানীতে স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন, এবং সন্ধ্যাকালে চিকিৎসালয় পর্য্যবেক্ষণ ও সৈনিকদের প্রার্থনা সভার তত্ত্বাবধারণ করিতেন।

কিন্তু প্রতিমাপূজকদিগকে খ্রীষ্টাবলম্বী করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি তিনটী বিষয় সঙ্কল্প করেন—১ম, দেশীয় বিদ্যালয় সংস্থাপন; ২য়, সুসমাচার প্রচার করিবার নিমিত্ত হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতা করিবার সম্যক্ পারকতা লাভ করা; এবং ৩য়, ধর্ম্মপুস্তক ও ধর্ম্ম বিষয়ক ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র গ্রন্থের অনুবাদ করা।

দানাপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনি নিজ ব্যয়ে পাঁচটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। পরে সংস্কৃত, পারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার লিখিত কোন পত্রে পাঠ করি, "পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়নে প্রাতঃকাল অতিবাহিত করিতাম; বিকালে বেহারের চলিত ভাষায় গল্প শুনিতাম; এবং অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রুত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতাম। কার্য্যের অপরিসীম গুরুত্বে আমার মন প্রপীড়িত হইত; এবং মুহূর্ত্ত মাত্রও অপব্যয় করিলে চতুর্দ্দিকব্যাপী নৃশংসতা ও দুরাত্মতা দৃষ্টে নিরতিশয় ক্লিষ্ট হইত, কেননা যৎকালীন আমি এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছি, তখন বহুতর জাতি অবশ্য তাহার ফল লাভের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। আমি পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভের জন্য রাত্রে সাগ্রহে প্রভাতাগমন প্রতীক্ষা করিতাম।"

মার্টিন কলিকাতা হইতে দানাপুর গমন কালে গল্প গুলির অনুবাদ ও টীকা করিতে মনস্থ করেন। তিনি অবিলম্বেই এই কার্য্য আরম্ভ করিলেন; এবং শীঘ্রই সাধারণ প্রার্থনা পুস্তকের (Book of Common Prayer.) যে যে অংশ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেইং অংশের অনুবাদ করিয়া উল্লিখিত গ্রন্থে সংযুক্ত করিলেন।

কিন্তু "ঈশ্বরবাক্য" অনুবাদ করাতেই তাঁহার প্রধান আনন্দ লাভ হইত। তিনি ১৮০৭ সালের জুন মাসে হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রেরিতদিগের ক্রিয়া পর্য্যন্ত অনুবাদ সাঙ্গ করিলে পাদরি ডেভিড্ ব্রাউনও ঐ কার্য্যে তাঁহাকে হস্তক্ষেপ এবং পারস্য ভাষায় ধর্ম্ম পুস্তকের অনুবাদ পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনুরোধ করায় তিনি যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

হেন্‌রি আগ্রহের সহিত উক্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছিলেন। সুতরাং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেই বলেন, "আমি যখন আনন্দময় অনুবাদ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম, তখন সময় অজ্ঞাতসারে প্রস্থান করিত। দিবস মুহূর্ত্তবৎ গত হইত, ঈশ্বর যে তদীয় বাক্য অনুবাদের অংশী হইতে আমাকে পারক করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি, অতিশয় ঋণী। এ পর্য্যন্ত ঐ পুস্তকে যে এত আশ্চর্য্য বিষয় জ্ঞান, এবং প্রেম আছে তাহা আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই সময়ে আমাকে ইহার প্রত্যেক বাক্য অনুশীলন করিতে হইত। ইহার রহস্যানুশীলনজনিত আনন্দ হইতে মৃত্যুও যে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না, এ চিন্তা কত আহ্লাদ কর।"

১৮০৮ সালের মার্চ্চ মাসে হিন্দুস্থানী অনুবাদ সমাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি যৎকালীন অপরিচিত লোক সমূহের নিমিত্ত রাত্রিদিন পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ জনগণের মঙ্গল কার্য্যে তাঁহার আগ্রহ অণুমাত্র শিথিল হয় নাই। যে পণ্ডিত ও মুন্সি অনুবাদ কার্য্যে তাঁহার সহকারী ছিলেন, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি বিশেষ যত্ন করিতেন।

দানাপুরে তাঁহাকে অনেকবার শোকার্ত্ত হইতে হয়। প্রথমে তাঁহার জেষ্ঠা ভগি-

নীর মৃত্যু। তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন বটে যে, যে পরিত্রাতাকে তাঁহারা ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই প্রেম করিতেন, ভগিনী সেই পরিত্রাতার নিকট অগ্রে নীতা হইয়াছেন; তথাপি তাঁহাকে এই ব্যাপারে প্রগাঢ় স্থায়ী শোক অনুভব করিতে হইয়াছিল।

ইহার পর তিনি আর একটী মহৎ মনোদুঃখ প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁহার অনুরাগ পাত্রী লিডিয়ার নিকট বিবাহ প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ আশা ছিল যে লিডিয়া স্বয়ং ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিতা হইবেন। কিন্তু যখন সেই প্রস্তাবের মার্টিন প্রতিকূল উত্তর পাইলেন, যখন তিনি দেখিলেন যে তিনি যাঁহার প্রতি একান্ত আসক্ত, সেই লিডিযাই তাঁহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহার নৈরাশ্যার্ণব কেমন উচ্ছলিত হইল! তিনি এতদ্বিষয়ে পরে লিখিয়াছিলেন—"আমার চতুঃপার্শ্বে যে নিনিভি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, আমি তাহার চিন্তা না করিয়া ক্ষুদ্র অলাবু ফলস্বরূপ লিডিয়াকে হারাইয়াছি বলিয়া অধিকতর দুঃখিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি, যে পার্থিব দুঃখ ও পার্থিব অনুরাগ সুসমাচার প্রচারের প্রতিবন্ধক। জীবের অকিঞ্চিৎকারীতা সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিকট এই শেষ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, এখন আমি তাঁহার ইচ্ছা বিনা কিছুই না হইতে, কিছুই না পাইতে এবং কিছুই না চাহিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।"

১৮০৯ সালের এপ্রেল মাসে মার্টিন দানাপুর হইতে কানপুরে স্থানান্তরিত হন। ঐ সময়ে বায়ু অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকায় ভ্রমণ কার্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধক হইত। কিন্তু মার্টিন কার্য্যারম্ভ করিবার নিমিত্ত অবিলম্বেই কানপুর যাত্রা, করিলেন।

দানাপুরের ন্যায় কানপুরের সৈনিকদের মধ্যেও তিনি ধর্ম্মচর্চ্চার অভাব দেখিতে পাইলেন। সহস্র সৈন্যের নিকট ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন গ্রীষ্ম এত প্রবল ছিল যে, সূর্য্যের অনুদয়েই দুই এক জন সৈনিক সর্দ্দিগরমি হইয়া মরিত। তিনি দানাপুরের ন্যায় কানপুরেও বিশ্রাবারের কার্য্যপ্রণালী সংস্থাপন করিলেন।

১৮০৯ সালের শেষভাগে তিনি সাধারণে প্রতিমাপূজকদিগের নিকট প্রথম ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। ভিক্ষার্থ সময়ে সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষুক তাঁহার বাটীর সম্মুখে সমবেত হইত। তিনি ইহাদেরই নিকট ঈশ্বর বাক্য প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি কানপুরে যত দিন ছিলেন, প্রতি রবিবারে এইরূপে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রোতৃসংখ্যা পাঁচ শত হইতে আট শত হইয়াছিল। ক্রমশঃ শ্রোতৃবর্গের ধর্ম্ম বাক্য শ্রবণে মনোযোগ ও অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, মার্টিন নিরতিশয় আপ্যায়িত হইলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর তিনি স্বীয় কনিষ্ঠা ভগিনীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন। ১৮১০ সালের ২৩ মার্চ্চে তিনি লিখেন "মেঃ সিমিয়োনের এক খানি পত্রে আমার প্রিয়তমা ভগিনীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হই। এই ঘটনা পূর্ব্বাবধিই প্রতীক্ষা

করিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি ইহাতে আমাকে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। বহুকালাবধি ভগিনী খ্রীষ্টীয় পথে আমার উপদেষ্ট্রী ছিলেন। তিনি সুখে তাঁহার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলেন। যতক্ষণ না স্বর্গে গিয়া তাঁহার দেখা পাই আমার আত্মাও সেইপথ অনুসরণ করিবে—হায়! বৃথা জগৎ! তোমাতে আর এমন কি আছে যে আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিবে?”

এক্ষণে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বন্ধুবর্গের ভয় হইল, পাছে মার্টিন অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। মার্টিন অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে এখনও কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সকলেরই প্রতীতি হইল যে তাঁহার কার্য্যের কিয়দংশ অপর দ্বারা সম্পাদিত হওয়া উচিত। সৌভাগ্যক্রমে কেরি সাহেব এই সময়ে কানপুরে উপস্থিত হন। তিনি মার্টিনের কিয়দংশ কর্ম্মের ভার নিজে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তথাপি হেনরির স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে কিয়ৎকাল ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। প্রথমে তাঁহার ইংলণ্ডে যাইবার কথা হয়। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার অনুবাদিত ধর্ম্ম পুস্তক কলিকাতায় উৎকট রূপে সমালোচিত হইয়া এই স্থির হয়, যে তাঁহার হিন্দু স্থানী অনুবাদটী আক্ষরিক ও সুরচিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার পারস্যানুবাদে আরব্য রচনা কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে; উহার রচনা প্রণালী পণ্ডিতগণের মনোরম্য হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণের উপযুক্ত নহে। এই সমালোচনায় অসন্তুষ্ট হইয়া মার্টিন তাঁহার পারস্যানুবাদ এবং আর এক খানি সমাপ্তপ্রায় আরব্যানুবাদে ঐ ঐ ভাষায় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পারস্য ও আরব দেশে ভ্রমণ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

মার্টিন কানপুরে শেষ উপদেশ পাঠ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। তথায় বন্ধুবর্গের সহিত কিয়দ্দিন অবস্থিতি পুরঃসর ১৮১১ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ২১ মে বুসায়ার নগরে উপনীত হন। বুসায়ার হইতে ৩০ শে মে সিরাজ নগরে যাত্রা করিলেন। বায়ুর উষ্ণতা নিবন্ধন পথে বিবিধ কষ্টভোগ করিয়া ৯ই জুন সিরাজে পঁহুছিলেন। সিরাজ পারস্য বিদ্যার অধিষ্ঠান নগর। তথাকার বিদ্বানদের মত কলিকাতার সহিত মিলিল। তিনি অবিলম্বেই পুনর্ব্বার পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি এক্ষণে সিরাজে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ধর্ম্ম প্রচার ও করিতে লাগিলেন,—মোল্লা, হাফিস, সকলেরই সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। কোথাও মহল্লোকদের প্রাসাদে সম্মানের সহিত আদৃত হইতেন, কোথাও সামান্য লোকদিগের ঘৃণা ও বিকট মুখ ভঙ্গীর পাত্র হইতেন, এবং কোথাও বা বালকদিগের নিক্ষিপ্ত ইষ্টক খণ্ডের লক্ষ্য হইতেন। কিন্তু তাঁহার প্রশান্ত আত্মা কিছুতেই বিচলিত হইত না।

যাহা হউক, তিনি বিফলে প্রচার

করেন নাই। তাঁহার সহকারী স্যুয়েদ আলী এবং আর কতিপয় ব্যক্তির বিষয়ে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সিরাজ হইতে আমার বিদায় হইবার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, 'ধর্ম্মবাক্যের' প্রতি ইহাদের মনোযোগ এবং আমার প্রতি স্নেহ ও অনুরাগ ততই বৃদ্ধি পাই-তেছে।" আগা বাবা নামক এক ব্যক্তি বিশেষ আত্মনধিক উন্নতি প্রদর্শন করি-য়াছিলেন।

২৪ মে তারিখে তিনি সিরাজ পরি-ত্যাগ করিয়া করাচি নগরে যাত্রা করি-লেন—রাজার নিকট তাঁহার অনুবাদিত পারস্য অন্তভাগ খানি উপহার দিবার নিমিত্ত তথায় গমন করেন। রাজশিবিরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, যে সকল ইংরাজকে রাজ দূত স্বয়ং সঙ্গে লইয়া রাজার সম্মুখে যান অথবা যাঁহাদিগকে নিদর্শন পত্র দেন, তাঁহারাই কেবল রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন, অন্য কোন ইংরাজ সাক্ষাৎ করিতে পান না। তখন রাজদূত ঐ স্থানে ছিলেন বলিয়া যে পর্য্যন্ত না রাজা সুল্তানিয়া নগরে উপস্থিত হন, তত দিন তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। মার্টিন টৈব্রিজ নগরে যাত্রা করিলেন, কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিয়া বিষম পথশ্রম ও দুর্ব্বহ গ্রীষ্ম বায়ুর উত্তাপে জ্বর রোগে আক্রান্ত হইলেন। পঞ্চম দিবসে এই রোগ বর্দ্ধিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কিয়দ্দিন পর তিনি টৈব্রিজে উপস্থিত হইলেন। তথায় দুঃসহ জ্বরে দুই মাস শয্যাগত ছিলেন। অতএব তাঁহার অন্ত-ভাগের অনুবাদ রাজাকে উপহার দিবার আশা ভগ্ন হইল। কিন্তু রাজদূত সার গোর উস্লি পুস্তক খানি স্বয়ং রাজ সভায় অর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। উস্লি ও তাঁহার স্ত্রী মার্টিনের পীড়া কালে অনেক উপকার করিয়াছিলেন।

২ রা সেপ্টেম্বরে মার্টিন টৈব্রিজ পরি-ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। সার গোর উস্লি কন্সটান্টিনোপ্ল দিয়া যাইতে তাঁহাকে পরামর্শ দেন।

যাত্রা করিবার অল্প কাল পরেই মার্টিন পুনর্ব্বার জ্বরাক্রান্ত হন। তিনি ভ্রমণ করিতে অক্ষম হইলেও নিষ্ঠুর সঙ্গীরা তাঁহাকে ভ্রমণ করাইত। একে কম্প জ্বর তাহাতে আবার পথশ্রম। এক দিন সমস্ত রাত্রি বৃষ্টিতে ভিজি-লেন। এই প্রকার বিবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে ১৬ অক্টোবরে টোকাট্ নগরে জীবনযাত্রা সমাপ্ত করিলেন।

ভারতবাসিদের উপকারার্থে পূর্ব্বে যে সকল মহোদয় বহুপরিশ্রম জন্য বি-খ্যাত, তন্মধ্যে হেন্‌রি মার্টিন অগ্রগণ্য।

কল্পনা ।

১

বাসনা হয়েছে মনে বর্ণিতে কল্পনা ;
ত্যজি সুরধাম, ভক্ত মনস্কাম,
হে সুর সুন্দরি, আজি কৃপা করি
পূরাও গো মহারাধ্যা কর না বঞ্চনা ॥

২

সাজাইতে বড় সাধ তোমারে সুন্দরি ;
কেমন অম্বর, তব প্রীতিকর,
কোন্ অলঙ্কারে, সাজাব তোমারে,
কহ শুনি গো সুন্দরি তব করে ধরি ॥

৩

অপরূপ রূপ তব, তুলনা বিরল ;
কি কাজ বসনে, কি কাজ ভূষণে,
চপলা নিন্দিত, বরণ লোহিত,
বদন মাধুরি জিনি অমল কমল ।

৪

ভুলায়েছ কত জনে কটাক্ষ করিয়া ;
সংসার বাসনা, সুখের কামনা,
ত্যজি কবিগণ, তোমার চরণ,
সেবে প্রাণপনে সদা বিরলে বসিয়া ।

৫

ভক্ত হৃদি পদ্ম তব বাঞ্ছিত আসন ;
হৃদয় কমল, করহ উজ্জ্বল,
মানস আগার, মধুর ভাণ্ডার,
কর দেবি মম পাশে থাকি প্রতিক্ষণ ।

৬

সাজাইতে সাধ মনে শুদ্ধ শ্বেত বাসে ;
সরল সুজনে, শুন সুলোচনে,
না হেরি নয়নে, না শুনি শ্রবণে,
অন্য বাসে আবরিতে কোথা ভাল বাসে ?

৭

যোগিনীর শ্বেত বাস পরায়ে সুন্দরি ;
বীণা করে দিয়া, সুরে মিলাইয়া,
সুমধুর তানে, বিভু গুণ গানে,
উথলিব ভক্ত মনে আনন্দ লহরি ॥

৮

সুজন সাধকে তুমি সদয় সতত ;
তোমার প্রসাদে মধুর নিনাদে,
নানা গিত গানে, সুযশঃ আঘ্রাণে,
ভুবন ভরেছে মম সম নর কত ॥

৯

ভারতের যশঃ ভার ভারতে ধরে না ;
মধুর মরণে, বঙ্গবাসী জনে,
বিষাদ অনলে, অহ রহ জ্বলে,
কালিদাস যশঃ গান কে বল করে না ?

১০

তোমার প্রসাদে এরা হয়েছে অমর ;
বিতর করুণা, হে সুর ললনা,
দিয়া দরশন, জুড়াও জীবন,
হওনা কখন বাম অধীন উপর ॥

১১

থাক যদি মম পাশে দিবস শর্ব্বরী ;
করি প্রাণ পণ, বন্দীব চরণ,
করিয়া যতন, করিব অর্চ্চন,
ভকতি কুসুমাঞ্জলি দিব তদোপরি ॥

১২

শুনিলে তোমার স্বর দুঃখ পরিহরি ;
শ্রবণ কুহর, তব মধুস্বর,
করিলে শ্রবণ, ভুলে কি কখন ?
উথলে হৃদয় মাঝে অমৃত লহরি ॥

যজ্ঞ সুধানিধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দ্বিতীয় যজ্ঞ যুগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষের সীমার বহিঃস্থিত ইজিপসিয়ান, কিনানীয়, কার্থেজিনীয়, বাবিলোনীয়, অসুরীয়, সুরীয়, ইস্কুথীয় এবং চীন প্রভৃতি অনার্য্য জাতিদিগের বিষয় আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। এই সমস্ত জাতি ইব্রাহীমের সময়াবধি পুরোহিতদিগের দ্বারা বলি এবং যজ্ঞ উৎসর্গ করিতেন। এক্ষণে ঐ সমস্ত বিজাতীয়দিগের এরূপ কতক গুলি যজ্ঞ কর্ম্মের উল্লেখ করা যাইতেছে, যদ্দারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে, যে যাঁহারা ঐ রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহারা প্রকৃত যজ্ঞকাম ছিলেন।

ইজিপসিয়ানেরা অপরাপর দেব দেবীর ন্যায় ইস্ বা আইশিস্ নামে প্রকৃতির উপাসনা করিতেন। উপনিষদ এবং পুরাণে যাহাকে মায়া বা শক্তি কহে, ইজিপসিয়ানেরা তাহাকে ইস্ বা আইশিস্ কহিতেন। তাঁহারা গো মূর্ত্তিতে আইশিসের উপাসনা করিতেন, এবং প্রতিবৎসর শ্রাবণ মাসের প্রতিদিন তিনটি নরবলি এই দেবীর নিকট উৎসর্গ করিতেন। বাবিলোনীয়, কিনানীয়, কার্থেজিনীয়, অসুরীয় এবং সুরীয়েরা ব্যাল (Baal) অর্থাৎ প্রভু নামে এক দেবের উপাসনা করিত। এই দেবের উদ্দেশে তাহারা বৃষ, মেষ, আপনাদিগের অপত্য, বেদীর উপর হোমার্থক বলিরূপে উৎসর্গ করিত। আষ্টারথ নামে তাহাদিগের মধ্যে আর একটী দেবতা ছিল। তাহারা এই দেবীকে ব্যালপত্নী এবং আকাশরাজ্ঞী বলিয়া বিবেচনা করিত, এবং তাঁহার উদ্দেশে (১) পুরডাশ (২) পানেষ্টি উৎসর্গ ও ধূপ প্রজ্জ্বলিত করিত। তাহারা মোলক অর্থাৎ রাজা নামে শনি গ্রহের উপাসনা করিত। এবং তাঁহার উদ্দেশে নিত্য নৈমিত্তিক পশুমেধ যজ্ঞ উৎসর্গ করিত। এই দেবের নিকট তাহারা পশুস্বরূপে আপনাদিগের পুত্র কন্যাদিগকে বলিদান করিত। ইস্কুথিয়েরা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত। তাহারা যজ্ঞাশ্বকে (৩) সংজ্ঞপন করিয়া উৎসর্গ করিত। কখন২ তাহারা নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত। চীনেরা সাংটি অর্থাৎ মহেশ্বর নামে এক দেবের নিকট বৃষ, ছাগ, অশ্বপোত, মেষ, বৃষ, মৃগ, এবং নরবলি উৎসর্গ করিত। পানেষ্টি স্বরূপ এক প্রকার সুরা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ইজিপসিয়ান, বাবিলোনিয়ান, এবং অন্যান্য অনার্য্য জাতীয়েরা ভারতবর্ষের পশ্চিমদিকস্থিত দূরবর্ত্তী জন-

(১) পুরডাশ, A kind of cake.
(২) পানেষ্টি, Drink offering.
(৩) সংজ্ঞপন, শ্বাস বন্ধ করিয়া বধ করা।

পদ সমূহে বাস করিত। এক্ষণে যাবতীয় অনার্য্যদিগের সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ইহারাই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী ছিল। প্রাচ্য আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে আমরা ভারতীয় আর্য্যদিগের ধর্ম্ম বিবরণ কিছুই শুনিতে পাই নাই। কিন্তু আর্য্যেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিলে পর আপনাদিগের মন্ত্রসূক্তে অনার্য্যদিগের ধর্ম্মের বিষয় উল্লেখ করিতে লাগিলেন। অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক আর্য্যদিগের ভারতবর্ষাগমনে প্রতিরোধ ও তাহাদিগের অসভ্যতা প্রযুক্ত আর্য্যগণ আপনাদিগের মন্ত্রসূক্তে অনার্য্যদিগকে নীচ এবং অধম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে মূঢ়দেব (৪) অপব্রত (৫) অনিন্দ্র (৬) অনৃচ (৭) অন্যব্রত (৮) শিশ্নদেব (৯) প্রভৃতি শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন। ইদানী ঐ সকল অনার্য্যেরা বিবিধ নামে বর্ণিত হয়। মহারাষ্ট্র দেশে তাহাদিগকে বারলি, ন্যায়ক, এবং ভিল্ল ; গণ্ডোআনা দেশে গোণ্ড ; উড়িষ্যা দেশে (ওড্রে) খোন্দ (কুস, কুর) ; তুলুদেশ বিল্লব, বন্ট, কোরগ, ভৈয়, মলেকুড়ি, হোলেয় মলয়াল ; এবং তমিল দেশে পরব, ইলব, তীয়ন, নেস্কার, কাণান, কোলয়ান, কোরব, বেত্তুবান, ন্যায়াতি, ন্যায়ন, ইরুল, পেরীয় ; নীলগিরি পর্ব্বতে তোদ, কোট ; কুরুম্ব, কুর্গ (কোড়গু) দেশে কোড়গ, কহা যায়।

"শিশ্নদেব" শব্দটী কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইবে যে অনার্য্যেরা ইজিপ্সিয়ান বাবিলোনিয়ান এবং অন্যান্য অনার্য্য জাতিদিগের ন্যায় নিত্য উপাসনায় আপনাদিগের হস্তকৃত দেবগণের লিঙ্গ পূজা করিত। বোধ হয়, ইহার অনতিকাল বিলম্বে ভারতীয় আর্য্যেরা শিশ্নের উপাসক হইয়া পড়েন। ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত আর্য্যাদিগের মধ্যে যবনেরা এই রূপ অধম উপাসনায় নিপতিত হইয়াছিল। হে যজমানবৃন্দ! আপনাদিগকে এই সমস্ত পরমবিষাদকর বিষয় জ্ঞাত করা যাইতেছে, তাহার কারণ এই যে, যেন আপনারা (৯) প্রথমজাহি (শয়তান) ও পাপ, মনুষ্যের এই দুই শত্রুর বিষয় জ্ঞাত হইয়া সাবধান হইতে পারেন। সর্ব্ব দেশে এই দুই শত্রু মনুষ্যকুলকে সত্য ঈশ্বর হইতে পৃথক করিয়া তাহাদিগের বিনাশ সাধনে যত্নবান হইয়াছে। এই সময়ে লিঙ্গোপাসনা, ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। 'অপব্রত' এবং 'অন্যব্রত' এই দুই শব্দ দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে, যে আর্য্য এবং অনার্য্যেরা ব্রত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, কিন্তু অনার্য্যদিগের ব্রতানুষ্ঠান অন্য প্রকার ছিল। 'অনিন্দ্র' 'মূঢ়দেব' এবং 'অনৃচ' এই তিন বিশেষণ দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, যে অনার্য্যেরা আর্য্যদিগের ন্যায় বেদমন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রের উপাসনা না করিয়া আপনা-

(৪) মূঢ়দেব, যাহাদিগের দেবতারা মূর্খ।
(৫) অপব্রত, যাহাদিগের ব্রত সকল অপকৃষ্ট।
(৬) অনিন্দ্র, যাহারা ইন্দ্রকে উপাসনা করে না।
(৭) অনৃচ, যাহাদিগের বেদমন্ত্র নাই।
(৮) অন্যব্রত, যাহাদিগের ব্রত সকল অন্য প্রকার।
(৯) শিশ্নদেব, যাহাদিগের দেবতাদিগের লিঙ্গ আছে।

দিগের কল্পিত অন্য দেব দেবীর উপাসনা করিত। ইতিহাস মধ্যে তাহাদিগের তদানীন্তন ধর্ম্মের আর অধিক বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। ইহার উত্তর কালে তাহাদিগের ধর্ম্ম বিবরণ, রামায়ণ এবং মহাভারতে কিছু অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। বোধ হয়, অনার্য্যদিগের ভারতবর্ষে অভ্যস্ত প্রথম ধর্ম্ম, অধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ইহা ঋগ্বেদ এবং ইতিহাসে বর্ণিত, তাহাদিগের (১০) ক্রব্য ভোজনরূপ ঘৃণ্য প্রথা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে দূরীকৃত হইতেছে। কিন্তু তাহাদিগের (১১) মনুষ্যাদত্ব বিষয়ে ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতিহাসে লিখিত আছে, যে তাহাদিগের নিকুম্ভিলা দেবীর এক মূর্ত্তি ছিল। ভদ্রকালী, দুর্গা, চামুণ্ডা, মারী প্রভৃতি ঐ দেবীর নামান্তর। তাহারা এই মূর্ত্তির সম্মুখে নৃত্য, এবং যজ্ঞে উৎসৃষ্ট নরমাংস ভোজন করিত। ইহার অল্প কাল পরে আর্য্যেরা দেব দেবীর উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা নিকুম্ভিলাকে (১২) কোকমুখা, (১৩) সীধুমাংসপশুপ্রিয়া সুরামাংসপ্রিয়া এবং সুরাদেবী প্রভৃতি শব্দে স্তুতি, এবং তাহার উদ্দেশে নরবলি প্রদান করিতেন। রুদ্র অর্থাৎ মহাদেব অনার্য্যদের এক অতিপ্রিয় উপাস্য ছিল। তাহারা ইহার নিকট নরবলি এবং কখন কখন আপনাদিগের সন্তানদিগকে উৎসর্গ করিত। উড়িষ্যাদেশবাসী গোণ্ডেরা প্রায় বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নরবলি উৎসর্গ করিত। বর্ত্তমান কোড়গেরা যখন চামুণ্ডা দেবীর নিকট ছাগ উৎসর্গ করে, তখন তাহারা এই কথা কহে—"হে মাতঃ, ইহা মনুষ্য নহে, কিন্তু ছাগ।" তাহাদিগের এই কথা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, তাহারা এক্ষণে নরমেধ যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়াছে।

বৈদিক এবং বর্ত্তমান সময়ের ভারতীয় অনার্য্যদিগের ধর্ম্ম বিবরণ অনুধ্যান করিলে এই সিদ্ধান্ত হইবে যে, তাহারা মনুষ্য, মোহিষ, ছাগ, শূকর পক্ষী প্রভৃতি আপনাদিগের দেবতাদিগের নিকট উৎসর্গ করিত। এই রূপে ইহাও প্রামাণিক যে, যিহুদীজাতি ভিন্ন অন্যান্য অনার্য্যেরা তদ্রূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত। যজ্ঞীয় কর্ম্মে তাহারা (১৪) হুত এবং অহুত এই দুই প্রকার বলি উৎসর্গ করিত। যদিও যজ্ঞ সময়ক্রমে মিথ্যা দেবদেবী দিগের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইত, তথাপি ইহা নিশ্চয় যে, সকল জাতির ইহাই প্রথম ধর্ম্মবিধি ছিল।

(১০) ক্রব্য, কাঁচা মাংস।
(১১) মনুষ্যাদত্ব, Cannibalism.
(১২) কোকমুখা, কোক (নেকড়িয়া ব্যাঘ্র) মুখ।
মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব, ৮০০

(১৩) সীধুমাংসপশুপ্রিয়া, মদ্য মাংস এবং পশুতে যিনি সন্তুষ্ট হয়েন।
(১৪) "হুতোগ্নিহোত্রহোমেনাহুতো বলি কর্ম্মণঃ" অর্থাৎ, হোমদ্বারা অগ্নিতে যাহা প্রক্ষিপ্ত হয় তাহাকে হুত, এবং যাহা কেবল উৎসর্গ করা যায় তাহাকে অহুত বা বলি কহে।

(স্থানাভাব প্রযুক্ত সংবাদ লিখতে পারা গেল না।

মুক্তি-তত্ত্ব ।

ন্যায়শক্তি ও দয়া বিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তি এবং ঐ গুণদ্বয় ঈশ্বরে আরোপ করণ ।

পবিত্রতা ও ন্যায়শক্তি—এই দুইটী গুণ যদিও স্বতন্ত্র বটে, তথাপি তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আছে। যে গুণ ঈশ্বরের প্রকৃতির শুদ্ধতা ও অপাপবিদ্ধতা প্রকাশ করে, তাহাকেই পবিত্রতা কহে। আর যে গুণ দ্বারা ঈশ্বর স্বীয় রাজ্যের প্রজা স্বরূপ মনুষ্যের বিচার করেন, তাহাকেই ন্যায় শক্তি কহে। পবিত্রতা ঈশ্বরের অপাপবিদ্ধতা প্রকাশ করিয়া থাকে ও ন্যায় শক্তি তাঁহার বিধি উল্লঙ্ঘনরূপ পাপের প্রতি বিধান করে। ইস্রায়েল বংশ জানিত যে ঈশ্বর পবিত্র, অতএব শুদ্ধ অন্তঃকরণে সদাচরণ করা কর্ত্তব্য কিন্তু পাপ যে তাঁহার দৃষ্টিতে যৎপরোনাস্তি অশ্রদ্ধেয় ও হেয়, তিনি যে পাপকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন, মনুষ্যগণ তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলে তিনি যে কি পর্য্যন্ত অসন্তুষ্ট, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েন, তাহা তাহারা জানিত না। পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায় তাহারা বিবেচনা করিত যে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনের বা পাপের দণ্ড অত্যন্ত অল্প। ঈশ্বরের ন্যায় শক্তি অটল ও তাঁহার পবিত্র প্রকৃতি পাপের বিরোধী, ইহা তাহাদের জানা আবশ্যক হইয়াছিল।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই ঈশ্বর পাপ ঘৃণা করেন ও তাঁহার ন্যায় শক্তি অটল—অচল, এতদ্বিষয়ক জ্ঞান কি প্রকারে তাহাদের মনে দেওয়া যাইতে পারিত ?

পাপের প্রতি বিদ্বেষ দেখাইবার কেবল এক মাত্র উপায় আছে। কোন ব্যবস্থাপক যদি কোন বিধি দেন, আর যদি কেহ উহা উল্লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে ঐ ব্যবস্থাপক তাঁহার বিধি উল্লঙ্ঘনকারীকে দণ্ড প্রদান করেন। দণ্ড দেওয়াই বিধি উল্লঙ্ঘনরূপ পাপের প্রতি বিদ্বেষ দেখাইবার এক মাত্র উপায়। ব্যবস্থাপকের মনে যে পরিমাণে তাঁহার বিধি উল্লঙ্ঘন জনিত বিদ্বেষ জন্মে, তিনি সেই পরিমাণে বিধি উল্লঙ্ঘনকারীকে দণ্ড প্রদান করেন। যদি কোন পরিবারের কর্ত্তা রবিবারকে বিশ্রামবার বলিয়া না মানেন ও তাঁহার সন্তানগণও না মানে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ঐ অপরাধ জন্য দণ্ড দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু যদি তিনি ঐ দিনকে পবিত্র দিন বলিয়া মানেন, ও তাঁহার সন্তানগণ উহা অগ্রাহ্য করে, তবে তজ্জন্য অবশ্যই তাহাদিগকে দণ্ড দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে পবিত্র ও ন্যায় শক্তিসম্পন্ন তিনি সেই পরিমাণে পাপ বিদ্বেষী, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনকারীকে দণ্ড দিতে বাসনা করেন। ঈশ্বর পবিত্র হইতেও পবিত্র, তিনি পবিত্রতম, সুতরাং পাপের অতীব বিদ্বেষী, অতএব তাঁহার বিধি উল্লঙ্ঘনকারীকে তিনি উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে ঈশ্বর কি পরিমাণে পাপের দণ্ড প্রদান করেন ও তাহা ইস্রায়েল বংশের নিকট কি প্রকারেই বা প্রকাশিত হইতে পারিত?

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যবস্থাপক যে পরিমাণে দোষদ্বেষী হয়েন তিনি সেই পরিমাণে দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড দিয়া থাকেন। অতএব পাপীকে পাপের দণ্ড দেওয়াই যে ঈশ্বরের ন্যায় শক্তির উদ্দেশ্য তাহার আর সংশয় নাই।

যাহা উল্লিখিত হইল দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার যথার্থতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। পিতা পরিবারের শাসন জন্য যদি কোন নিয়ম সংস্থাপন করেন, ও কতক গুলি সন্তান যদি উহা লঙ্ঘন করিয়াও দণ্ড না পায়, তাহা হইলে কি ফল উৎপন্ন হইবে? তাহা হইলে বরং বিপরীতই ঘটিবে। তাঁহার বাধ্য সন্তানেরা নিরুৎসাহিত,—অবাধ্য সন্তানেরা উৎসাহিত হইবে; আর পরিবার মধ্যে তাঁহার আধিপত্য নষ্ট হইবে, এবং সকলে মনে করিবে যে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘিত হউক, বা না হউক তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। অধিকন্তু ঐ নিয়ম যদি পরিবারের হিতার্থে বিহিত হয়, আর উহা লঙ্ঘনকারীকে যদি তিনি দণ্ড প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার বাধ্য সন্তানেরা মনে করিবে যে পিতা আমাদের হিত অন্বেষণ করেন না, বরং নিয়ম উল্লঙ্ঘনকারী সন্তানদের অভিপ্রেত সিদ্ধ করিয়া তাহাদেরই পোষকতা করেন। অথবা যদি তিনি পূর্ব্বোক্ত সন্তানদিগকে অতি অল্প দণ্ড প্রদান করেন, তাহা হইলে নির্দ্দোষ পুত্রগণ মনে করিবে, বিধি উল্লঙ্ঘনকারীকে পিতা সামান্য দোষী জ্ঞান করেন। কিন্তু কোন সন্তান উহা উল্লঙ্ঘন করিলে যদি তাহাকে তিনি যথোচিত শাস্তি না দেন এবং যত দিন পর্য্যন্ত সে নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তত দিন তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে সকলেই তাঁহাকে ভয় করিবে, তাঁহাকে ন্যায়বান বলিয়া বিশ্বাস যাইবে এবং তাঁহার বিধি অনুল্লঙ্ঘনীয় জানিয়া সকলেই উহা পালন করিবে ও সকলেই তাঁহার বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে যত্ন করিবে। এই রূপে নিয়ম অবাধে চলিলে এই রূপে নিয়মের প্রতি যত্ন করিলে এই রূপে শাস্তি দিলে, বাধ্য সন্তানেরা পিতার প্রসন্নতা লাভ করিবে ও অবাধ্যেরা আপনাদিগের প্রতি তাঁহার অকারুণ্য ও বিদ্বেষ ভাব পাষাণ রেখার ন্যায় চিরকাল অঙ্কিত করিয়া রাখিবে।

যদি কোন ব্যক্তি চুরি বা নরহত্যা করে এবং ব্যবস্থাপক যদি তাহাকে অত্যল্প দণ্ড দেন, অথবা কিঞ্চিন্মাত্র শাস্তিও না দেন, তাহা হইলে লোকে মনে করে যে ব্যবস্থাপক ইহা সামান্য দোষ জ্ঞান করেন বা দোষই মনে করেন না। কিন্তু যদি ঐ দোষের সমুচিত দণ্ড বিধান করেন, তাহা হইলে লোকে মনে করে যে ব্যবস্থার প্রতি তাঁহার যথার্থই অনুরাগ এবং উল্লঙ্ঘনের প্রতি তাঁহার যথার্থই বিদ্বেষ ও ঘৃণা আছে।

ঈশ্বর যে অসীম ন্যায় শক্তি সম্পন্ন এবং স্বীয় ব্যবস্থার প্রতি যে অত্যন্ত

অনুরাগ প্রকাশ করেন, ইহা লোকের নিকট প্রকাশ করিবার উপায়ও পূর্ব্বোক্ত রূপ। ঈশ্বর যদি পাপের অতি অল্প পরিমাণে দণ্ড দেন, তাহা হইলে, লোকে মনে করে তিনি পাপকে অতি অল্প ঘৃণা করেন, কিন্তু যদি তিনি অধিক পরিমাণে দণ্ড দেন, তবে লোকে মনে করে যে তিনি পাপকে সমধিক—অসামান্যরূপে ঘৃণা করেন। সুতরাং ঈশ্বরের পাপবিদ্বেষীতার পরিমাণ দোষীর দণ্ড বিধানের পরিমাণ দ্বারাই প্রকাশিত হয় ।

অতঃপর আমরা উল্লিখিত প্রশ্নের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি—অর্থাৎ কি প্রকারে ঈশ্বরের ন্যায়শক্তি ও তাঁহার অসীম পাপ বিদ্বেষীতা বিষয়ক জ্ঞান ইস্রায়েল বংশের মনে দেওয়া যাইতে পারিত ?

সদসদ্বিবেক শক্তিদ্বারা ও ঈশ্বর দত্ত ধর্ম্ম বিধিদ্বারা ইস্রায়েলদের পাপ বিষয়ক জ্ঞান অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে ছিল। বিধি লঙ্ঘন করা, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা,—এবং বিধির উদ্দেশ্য অনুসারে কর্ম্ম না করা,—এই ত্রিবিধ পাপই ঈশ্বরের প্রতিকূলে পাপ ইহা তাহারা জানিতে পারিয়াছিল।

এবম্প্রকারে তাহারা নিষেধ বিধি সম্বন্ধীয় পাপের জ্ঞান পাইয়াছিল। উল্লিখিত বলিদান পদ্ধতি দ্বারা তাহাদের মনে পাপের সমুচিত দণ্ড বিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছিল।

মূসার ব্যবস্থানুসারে তিন প্রকার বলিদান ছিল। প্রথম, উৎসৃষ্ট পশু সম্পূর্ণ রূপে দগ্ধ হইত ; উহাদ্বারা মনুষ্যের সাধারণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রকাশিত হইত। দ্বিতীয়,—কোন বিশেষ ধর্ম্মব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিলে তজ্জনিত পাপের পরিত্রাণার্থে যে প্রায়শ্চিত্ত বলি তাহাকে পাপবলি কহিত। তৃতীয়,—কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করা হেতু যে পাপ জন্মে উহার প্রায়শ্চিত্ত হেতু দোষার্থবলি উৎসর্গ করিত। ফলতঃ ত্রিবিধ বলিদান উৎসর্গ করিবার যে তিনটী অভিপ্রায় লিখিত হইল, তাহা ঠিক হউক বা না হউক, ইহা নিশ্চয় বটে, যে উৎসর্গনীয় পশুর মৃত্যু ও ধ্বংসদ্বারা পাপী যে কি প্রকার দণ্ডার্হ তাহা প্রকাশিত হইত।

যখন কোন ব্যক্তি একটী পশু উৎসর্গ করিতে বাসনা করিত, সে ঐ পশুটীকে লইয়া পুরোহিতকে সমর্পণ করিত, এবং উহার মস্তকে হস্তার্পণ দ্বারা এই ভাব প্রকাশ করিত, যে তাহার নিজের পাপ উহাতে অর্পিত হইল ; এবং তাহার জীবনের পরিবর্ত্তে উহার জীবন নষ্ট করা হইল। ঐ নিয়ম দ্বারা পাপের দণ্ড মৃত্যু ও মনুষ্যের পরিবর্ত্তে পশুনাশ ইহা প্রকাশিত হইত।

অধিকন্তু, যিহুদীরা জানিত যে রক্তই শরীরের জীবনস্বরূপ : এই বিষয় লেবীয় পুস্তকে লিখিত আছে "রক্তের মধ্যে প্রাণির জীবন থাকে, এবং তোমাদের প্রাণের কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমি তাহা বেদির উপরে তোমাদিগকে দিলাম ; প্রাণের কারণ রক্তই প্রায়শ্চিত্ত।"

উৎসৃষ্ট পশুর রক্ত পুরোহিত বারম্বার করুণাসনে ও মহাপবিত্র স্থানে ছড়াইতেন। উহা দ্বারা এই ভাব প্রকাশিত হইত যে তাহাদের আত্মার প্রায়শ্চিত্ত হেতু পশুর জীবন ঈশ্বরোদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইল।

এইরূপে ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহারা এই জ্ঞান পাইয়াছিল, যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পাপের দণ্ড মৃত্যু। অপর, যখন তাহারা দেখিত যে বেদি হইতে ধূমশিখা স্তম্ভ সদৃশ হইয়া গগণমার্গে উঠিতেছে, এবং যখন তাহারা মনে করিত যে পশু সকল তাহাদের পরিবর্ত্তে দগ্ধীভূত হইতেছে, তখন তাহারা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিত যে পাপ অতি ঘৃণিত কর্ম্ম ও উহার দণ্ড অতি ভয়ঙ্কর, এবং ইহাও জানিয়াছিল, যে ঈশ্বরের ন্যায়শক্তি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা স্বরূপ এবং উহা হইতে মনুষ্যগণের আত্মা কেবল এক মাত্র উপায় দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে, সেই উপায় এই যে, তাহাদের পরিবর্ত্তে অপর কাহার মৃত্যুভোগ।

শিশু সন্তানেরা যেমন কোন প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তদ্বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে, তদ্রূপ যিহুদীরা ধর্ম্মজ্ঞানোপার্জ্জনের প্রথমাবস্থায় ইন্দ্রিয় দ্বারা ঈশ্বরের ন্যায়শক্তি ও দয়া এই দুইটী গুণের জ্ঞান পাইয়াছিল।

মনুষ্যগণ নিজ২ পাপ স্বীকার করিয়া আত্মার মৃত্যু পাপের বেতন স্বরূপ জানিলে—আত্মা বিনাশ যোগ্য ইহা জানিতে পারিলে—তাহাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অন্যের জীবন উৎসৃষ্ট হইলে, ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করেন,—এই জ্ঞান দ্বারা ইস্রায়েল বংশ ঈশ্বরের ন্যায়শক্তি ও দয়ার পরিচয় পাইয়াছিল।

এবম্প্রকারে পাপের সমুচিত দণ্ডের,—ঈশ্বরের পাপ বিদ্বেষীতার, এবং তাঁহার করুণার—জ্ঞান পাইয়াছিল। এস্থানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তাহাদের অবস্থা বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিবে যে, যে প্রণালীতে ও যে উপায় দ্বারা তাঁহার ন্যায় ও দয়া গুণ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় দ্বারা উহা তাদৃশ সুপ্রকাশিত হইত না।

৯ অধ্যায়।

ধূপ, দীপ, বলিদান, নৈবিদ্যাদি নানাবিধ উপচারসহ বাহ্য উপাসনা ও তজ্জনিত ধর্ম্মজ্ঞানের বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি, পরে ঐ উপাসনার আন্তরিক উপাসনায় পরিবর্ত্তন, এবং শব্দ দ্বারা ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশ।

মনুষ্যজাতির মধ্যে এককালে ভাষাজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই। প্রথমে উহা সামান্য অবস্থা তৎপরে উত্তরোত্তর অপেক্ষ্যকৃত উৎকৃষ্ট অবস্থা পাইয়া পরিশেষে পরিপক্ক দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে জগতীতলস্থ পদার্থ সমুদায়ের জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারাই লব্ধ হইয়াছে, পরে তৎপ্রকাশক শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, ঐরূপ শব্দ যে অর্থপ্রকাশক তাহা আলোচনা করিবার আর আবশ্যক নাই, কেন না তাহা করিলে ঐ শব্দের সমুচিত সমাদর থাকে না। যথা "আত্মা" এই শব্দ দ্বারা নির্ম্মল চৈতন্য পদার্থের ভাব মনে আইসে, কিন্তু তাহা না ভাবিয়া যদি আমরা তদর্থ "বায়ু" মনে করি, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত আত্মা শব্দের গৌরব নষ্ট করা হয়। এই রূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত স্থল আছে,

এস্থানে উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। অতএব জড়পদার্থ হইতে যে সকল ভাব উৎপন্ন হইয়া শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হয় সেই জড়পদার্থের সহিত তদুৎপন্ন ভাবের কোন সম্বন্ধ রাখা উচিত নয়, কারণ তাহা হইলে ঐ ভাবের গৌরব থাকে না।

মনুষ্য জাতির মধ্যে যত লিখিত ভাষা, চলিত আছে সে সমুদায়েতেই নূতন২ ভাবার্থপ্রকাশক শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে ঐ২ ভাষার ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া আসিয়াছে। এবং ভাষার উন্নতি ও মানব সমাজের উন্নতি পরস্পর সাপেক্ষ।

যাহা উল্লিখিত হইল তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে মূসা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণাদি বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে এবং ঐ গুণাদিভাবপ্রকাশক শব্দ সৃষ্ট হইলে, পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতির কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে কারণের আর কি প্রয়োজন থাকে? আর তখন বাহ্য উপাসনা পদ্ধতির পরিবর্ত্তে আন্তরিক উপাসনা প্রথা প্রচলিত হইবার ঠিক সময় উপস্থিত হইয়াছিল।

বস্ত্রগৃহ প্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এবং পিলেষ্টীয় প্রদেশে ইস্রায়েল বংসের অবস্থান অবধি উক্ত শিবির নির্ম্মাণের রীতি কখনই সুচারুরূপে প্রচলিত হয় নাই। তাহারা বহুকাল প্রান্তরে অবস্থিতি করে এবং যাহারা মিশর দেশ হইতে আসিয়াছিল তাহারা ঐ সময়ের মধ্যে পরলোক প্রাপ্ত হয়। তাহাদের বংশ পরম্পরা মূসা সংস্থাপিত ধর্ম্ম প্রণালী শিক্ষা করাতে উহাদের আচার ব্যবহার পিতৃপিতামহাদি অপেক্ষা শুদ্ধ ও দোষ বিবর্জ্জিত হইয়াছিল, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মূসা সংস্থাপিত বাহ্যাড়ম্বরের সহিত উপাসনা প্রথার পরে— ও খ্রীষ্ট প্রণীত বিশুদ্ধ আন্তরিক উপাসনা পদ্ধতির পূর্ব্বে—ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ইস্রায়েল বংশের নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিতেন। তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে তাঁহারা বাহ্য উপাসনা অপেক্ষা আন্তরিক উপাসনাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া মনুষ্যদিগকে ঐ উপাসনায় তৎপর হইতে প্রবৃত্তি দিতেন। তাঁহারা পূর্ব্বতন লোক অপেক্ষা মূসা সংস্থাপিত ধর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য ও প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; এবং পরে খ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইয়া বিমল ধর্ম্মজ্যোতিঃ—সত্যজ্যোতিঃ—বিকীর্ণ করিবেন ইহাও তাঁহারা অনুভব করিয়াছিলেন।

এই অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইল তাহার সার মর্ম্ম এই, মূসা সংস্থাপিত বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত উপাসনা প্রথা পূর্ব্বকালের লোকদিগের উপযুক্ত ছিল, কিন্তু চিরকাল প্রচলিত থাকিবে এমত উদ্দেশ্য ছিল না। উহার দ্বারা তাহাদের যে পারমার্থিক জ্ঞান জন্মিয়াছিল তাহা অপর সাধারণের প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; ফলতঃ তৎকাল পর্য্যন্ত তাহা মনুষ্য বংশের কিয়দংশ মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই; ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণ নিকরের প্রকৃত জ্ঞান পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের নিকটে প্রচার করিবার কি উপায় হইতে পারিত?

এবিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে,উহার দুইটী মাত্র উপায়

হইতে পারিত;—হয়, পূর্ব্বোল্লিখিত বাহ্য উপাসনা প্রথা সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় মনুষ্য মণ্ডলীর নিকটে প্রচার ও সংস্থাপন করা;—নয়, কোন বিশেষ দেশীয় ও জাতীয় মনুষ্যদিগের নিকটে উক্ত ধর্ম্মপ্রথা প্রচার ও সংস্থাপন পূর্ব্বক যথা নিয়মে বিমল ধর্ম্ম মর্ম্ম তাহাদিগকে এরূপে জ্ঞাত করা আবশ্যক, যাহাতে তাহারা ঐ ধর্ম্ম মর্ম্ম অপরাপর জাতিকে তাহাদের স্ব স্ব ভাষায় জানাইতে পারে। কিন্তু অনেকেই এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিয়া থাকে যে, ঈশ্বর যদি মনুষ্য জাতির নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্ব দেশীয় মানব বৃন্দের নিকটে যুগপৎ শুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই কেন? সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বমঙ্গলালয় অসীমবুদ্ধি জগদীশ্বর তাহা ইচ্ছা করিলে সহজেই সুসিদ্ধ হইত সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহার ইচ্ছা অখণ্ডনীয়। কিন্তু উহা শ্রেয় হইত না বলিয়াই তাহা করেন নাই, করিলে পরস্পর পরস্পরে ধর্ম্মজ্ঞান দিয়া উপচিকীর্ষাদি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল চালিত ও উত্তেজিত করিতে পারিত না, প্রত্যুত যে প্রণালীতে মহিমার্ণব মহেশ্বর যিহুদীদিগকে স্বীয় জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন তাহা পর্য্যালোচনা করিলে, আর মানবপ্রকৃতি সমালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে, ঈশ্বর যে শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং শ্রেয়। মানবের বিচারশক্তি ঈশ্বরের নিকটে অবশ্যই পরাভূত হইবে।

শেষোক্ত উপায় দ্বারা ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রচার করিতে হইলে কতকগুলি বিষয় নিতান্ত প্রয়োজনীয়; তাহার মধ্যে কয়েকটী নিম্নে লিখিত হইল।

প্রথম। যিহুদীরা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান লাভ করাতে উহাদিগের পৃথিবীর ভিন্ন২ দেশে অতি দীর্ঘকাল অবস্থিতি করা আবশ্যক হইয়াছিল, কারণ তদ্দ্বারা তত্তদ্দেশীয় ভাষায় তাহাদের নিকট ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রকাশিত হইত। দীর্ঘকাল একস্থানে না থাকিলে তথাকার ভাষার সম্যক জ্ঞান হয় না এবং ভাষা ভাল করিয়া না জানিলে স্বীয়২ মনোগত ধর্ম্মভাব তদ্দেশীয় লোকদিগের নিকটে প্রকাশ করা যায় না। অতএব বাক্য দ্বারাই হউক বা লিখিত ভাষায় রচিত গ্রন্থ দ্বারাই হউক, স্বীয়২ ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান অন্য জাতীয়দিগের নিকটে প্রকাশ করা একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রকার ভাষাজ্ঞান সাধারণ উপায় দ্বারা বা অসাধারণ উপায় দ্বারা লব্ধ হউক, মনোগত ধর্ম্মভাব অন্য জাতীয়দিগের বোধগম্য করিবার দুইটী মাত্র উপায় হইতে পারিত; হয়, বাক্য দ্বারা ঐ ভাব প্রকাশ করা; নয় অন্যান্য ভাষায় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে উহা প্রকাশ করা।

দ্বিতীয়। নির্ম্মল পবিত্র ধর্ম্মে থাকিতে হইলে—তদনুরূপ বিশুদ্ধ অনুষ্ঠান করিতে হইলে, মানবকে সর্ব্বাগ্রে অতি বিগর্হিত, অশ্রদ্ধেয়, ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিপক্ষ স্বরূপ পৌত্তলিক ধর্ম্মহইতে অতি দূরে থাকিতে হইবে। উহা ধর্ম্মরূপ মনোহর রত্নের পরম অরাতি, অতএব উহার দূষণাবহ আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্মুক্ত হওয়া ইস্রায়েল বংশের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। তাহা

না হইলে পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত বাস করাতে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে ঐ ধর্ম্মের করাল কবলে পতিত হইতে হইত ।

তৃতীয় । ধর্ম্মার্থ প্রকাশক ইব্রীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং শ্রোতৃবর্গের ভাষাকুশল নিপুণতম মানববর্গের নিকট সর্ব্বাদৌ ঐ বিশুদ্ধ আন্তরিক উপাসনা পদ্ধতি প্রচার করা বিধেয়, আর নানাস্থানবাসী যিহুদীদিগের নিকটেও অগ্রে ঐ ধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য, কেননা অপরাপর লোকের নিকটে উহা প্রচার করিতে তাহারাই যথার্থ উপযুক্ত ।

ধর্ম্ম প্রচারার্থে যে তিনটী বিষয় নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা উল্লিখিত হইল । এক্ষণে নিম্নে যে তিনটীর বিষয় লিখিত হইতেছে তাহা প্রকৃত পুরাবৃত্ত সম্মত, তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি বা সন্দেহ উত্থাপিত হইতে পারে না ।

১ ম । নানা ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা যিহুদীয়েরা পৌত্তলিক ধর্ম্ম হইতে এত অন্তরিত হইয়াছিল, যে তাহারা মানব নির্ম্মিত পুত্তলিকাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত ।

২ য় । যিহুদীয়েরা যদিও বহুকালাবধি রোমরাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিতি করিত, তথাপি ধর্ম্ম বিষয়ের জ্ঞান তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে কদাপি বিলুপ্ত হয় নাই। তাহারা নানা দেশ হইতে যিরুশালম নগরে অন্ততঃ সম্বৎসরে এক বার সমবেত হইয়া জগদীশ্বরের উপাসনা করিত। এবম্প্রকারে একদা লোকসমূহ তথায় একত্রিত হইলে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রথমেই তাহাদের নিকটে প্রচারিত হয়, এবং প্রচার কালের আশ্চর্য্য কার্য্য দ্বারা তথাকার সকলে বিস্ময়ান্বিত হইয়া ঐ সুসমাচার ঈশ্বর সংস্থাপিত—ঈশ্বর প্রণীত—ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল ।

৩ য় । ঐ সুসমাচার প্রথমে যে সকল যিহুদীয়দিগের নিকটে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহারা কিয়ৎকাল পিলেষ্টীয় প্রদেশে অবস্থিতি পূর্ব্বক উত্তরোত্তর ধর্ম্ম বিষয়ে সুশিক্ষিত হইলে তাড়না বশতঃ নানা স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিল। তত্তৎ স্থানের লোকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধে পরম পিতা পরমেশ্বর পূর্ব্বোক্তপলায়িত যিহুদীদিগকে স্বীয় অলৌকিক শক্তিসহকারে বিবিধ ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিয়াছিলেন, এমন কি, যখন যে ভাষায় আবশ্যক হইত, তৎক্ষণাৎ তাহারা সেই ভাষায় সহজে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া উত্তমরূপে শিক্ষাদি দিত ।

অতএব যখন পুরাতন বাহ্য উপাসনা পদ্ধতির উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল —যখন যিহুদীয়েরা ধর্ম্ম জ্ঞান কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিল—যখন তাহারা খ্রীষ্টদত্ত বিশুদ্ধ বিমল ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইবার যোগ্য হইয়াছিল—এবং যখন নূতন পদ্ধতি অর্থাৎ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিবার উপায় রাশি প্রস্তুত হইয়াছিল—তখন আর মূসার পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল না। তখন আর বাহ্য উপাসনা প্রথা আন্তরিক উপাসনা পদ্ধতির সহিত মিশ্রিত করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না ।

এবম্প্রকারে খ্রীষ্টের সুসমাচাররূপ

সুদুর্গ সুচারুরূপে প্রস্তুত হইলে—উহার ভিত্তিমুল দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইলে—পুরাতন উপাসনা পদ্ধতির বাস ভূমির স্বরূপ যিরুশালম নগর ও তৎসমেত মন্দির এবং তথাকার তাবৎ পদার্থ একবারে সমুৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল, আর ঐ সঙ্গে২ মূসার পদ্ধতিও অন্তর্হিত হইয়াছিল। এ স্থানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে ঐ ঘটনা উপযুক্ত সময়েই ঘটিয়াছিল, কেননা তখন তাহা দ্বারা অপরাপর প্রায়শ্চিত্ত বলি উৎসর্গ করাও রহিত হইয়া গিয়াছিল। অতএব উপায়ান্তর বিরহিত হইয়া তাহারা নরবংশের পাপ ভার বহন কারী ঈশ্বরাবতার প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে তাহাদের পাপ বলি বলিয়া স্বীকার করিতে ও তাঁহাকেই তাহাদের পাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে মানিতে বাধিত হইয়াছিল। ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনা উপলক্ষে ঈশ্বর যেন তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন যে “হে যিহুদীবংশ যিনি নরবংশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত স্বয়ং আপনাকে পাপবলি রূপে উৎসর্গ করিয়াছেন, এক্ষণে তোমরা সেই খ্রীষ্টকে অবলম্বন কর—তাঁহার শরণাগত হও, নতুবা মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।”

কোরাণ।

(৩ সুরাএ ইমরাণ্—৩ অধ্যায় ইমরাণ্ বংশ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৭১। ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রাপ্ত লোকদিগের মধ্যে এক দলস্থ ব্যক্তিগণ বলিয়াছে মুসলমান্দিগের প্রতি যাহা কিছু প্রদত্ত হইয়াছে তাহা দিবারম্ভে মান্য করিও, এবং দিবাবসান কালে অস্বীকার করিও, তাহারা এই (ধর্ম্মোপরি) বিশ্বাস হইতে পরাঙ্মুখ (হওনাভিপ্রায়ে এ রূপ উক্তি করিয়া থাকে);

৭২। (তাহারা আরো বলিয়াছে,) যে তোমাদিগের ধর্ম্মানুগামী লোকদিগের মত বিনা অন্য কাহারো ধর্ম্ম মত বিশ্বাস করিও না; তুমি বল, পরমেশ্বর যে ধর্ম্মোপদেশ দান করেন, তাহাই (প্রকৃত) ধর্ম্মোপদেশ, এ জন্য ইহা (অর্থাৎ কোরাণ ধর্ম্ম) স্বীকার্য্য;—যে যাদৃশ তোমরা যা কিঞ্চিৎ (ধর্ম্ম গ্রন্থ) প্রাপ্ত হইয়াছিলা, তাদৃশ অন্যেরাও প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা (যদ্যপি এই বিষয় সম্বন্ধে) তোমাদিগের সহিত তোমাদিগের প্রভুর সম্মুখে বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়, (তাহা হইলে) তুমি বলিও; শ্রেষ্ঠত্ব পরমেশ্বরের হস্তে আছে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই তাহা দান করিয়া থাকেন; তিনি প্রচুরতা দাতা এবং চৈতন্য বিশিষ্ট।

৭৩। (তিনি) যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই নিজ কৃপা বিতরণ করেন; এবং পরমেশ্বর দয়া গুণে পূর্ণ।

৭৪। আর ধর্ম্ম-গ্রন্থ-প্রাপ্ত লোক-

দিগের মধ্যে কেহ এরূপ (মনুষ্য) আছে, যাহার নিকটে তুমি অধিক ধন ন্যস্ত করিলে, সে তোমাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া থাকে; আর ঐ (লোকদিগের) মধ্যে ঈদৃশ (ব্যক্তি) কেহ আছে, যে তুমি তাহার নিকট এক স্বর্ণ মুদ্রা গচ্ছিত রাখিলে, সে তাহা তোমাকে প্রত্যর্পণ করে না, যে পর্য্যন্ত তুমি তাহার মস্তকোপরি দণ্ডায়মান না হও, (অর্থাৎ তাহা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য তাহাকে ক্লেশ জনক বৈরক্তি না দেও;) (তাহাদিগের) এ রূপ (ব্যবহারের) কারণ এই; যে তাহারা বলিয়াছে অজ্ঞান লোকদিগের (অর্থাৎ দেবোপাসকদিগের) সম্বন্ধে ন্যায় বিচারের অপরাধ আমাদিগের উপর বর্ত্তিবে না; এবং (তাহারা) জ্ঞান পূর্ব্বক পরমেশ্বরের উপর মিথ্যা আরোপ করিয়া থাকে।

৭৫। যাহারা নিজাঙ্গীকার পূর্ণ করে, তাহারা (সৎ) কেন না (হইবে?) তাহারা (যদ্যপি) ধর্ম্ম পরায়ণ হয়, তবে পরমেশ্বর ধর্ম্ম পরায়ণ লোকদিগকে প্রেম করিয়া থাকেন।

৭৬। যাহারা পরমেশ্বরের অঙ্গীকারের উপর, এবং আপনাদিগের শপথের উপর, স্বল্পমূল্য (স্থাপন করিয়া) ক্রয় করে, তাহাদিগের পরলোকে কোন অধিকার থাকিবে না, এবং পরমেশ্বর তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিবেন না, আর মহাবিচার দিবসে তাহাদিগের উপর (সকরুণভাবে) দৃষ্টিপাত করিবেন না, এবং তাহাদিগকে সংশোধন করিবেন না, এবং তাহাদিগের প্রতি অতি দুঃখদায়ক দণ্ড দত্ত হইবে।

৭৭। তাহাদিগের মধ্যে এমত লোক আছে, যাহারা জিহ্বা বিকৃত করিয়া, (অর্থাৎ মূল ভাষার অন্যথা করিয়া,) ধর্ম্ম গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, যেন তোমরা তদ্দ্বারা অনুভব করিতে পার, যে তাহা (ঐ অন্যথা) ধর্ম্ম গ্রন্থ মধ্যেই আছে, কিন্তু তাহা তন্মধ্যে নাই; এবং তাহারা আরো বলিয়া থাকে, যে তাহা ঈশ্বরবাণী, কিন্তু তাহা ঈশ্বরবাণী নহে, এবং তাহারা (এই রূপে) জ্ঞানপূর্ব্বক পরমেশ্বরের উপর মিথ্যা আরোপ করিয়া থাকে।

৭৮। ইহা কোন মনুষ্যের (সঙ্গত) কার্য্য নহে, যে পরমেশ্বর তাহাকে ধর্ম্মগ্রন্থ ও বিধি সমূহ দান করিলে পর, এবং তাহাকে ভাবিবক্তা করণান্তে, সে লোকদিগকে বলিবে তোমরা পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া আমার সেবক হও, বরং (তাহার বক্তব্য এই) যে তোমরা (প্রকৃত) উপদেশক হও, (যেহেতুক) তোমরা ধর্ম্মগ্রন্থে যে রূপ আছে তদ্রূপ শিক্ষা দিতেছ, এবং যেরূপ আছে, তদ্রূপ ও তাহা পাঠ করিতেছ।

৭৯। আর (পরমেশ্বর) তোমাদিগকে ইহা (কখনই) বলেন না যে দূতদিগকে এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে প্রভু স্বরূপ অবলম্বন কর; তোমরা মুসলমান হইলে পর তিনি কি তোমাদিগকে অবিশ্বাস (বিষয়ক কথা) শিক্ষা দিবেন?

৮০। (স্মরণ কর) পরমেশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ কালে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, যে আমি তোমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মগ্রন্থ এবং জ্ঞানোপদেশ দান করিয়াছি, পরে কোন প্রেরিত ব্যক্তি আসিয়া তোমাদিগের

নিকটস্থ ধর্ম্ম গ্রন্থকে সত্য বলিয়া প্রমাণ দিলে তাহাকে বিশ্বাস করিও, এবং তাহাকে সাহায্য করিও। (পরমেশ্বর) বলিলেন—তোমরা কি (দৃঢ়রূপে) অঙ্গীকার করিলা, এবং এই নিয়মানুসারে আমার অঙ্গীকারও গ্রহণ করিলা? (তাহারা) উত্তর করিল, আমরা অঙ্গীকার করিলাম; পরমেশ্বর বলিলেন,—তবে এক্ষণে সাক্ষী থাক, আর আমিও তোমাদিগের সহিত সাক্ষী থাকি।

৮১। ইহার পরে যাহারা পরাঙ্মুখ হইবে, সেই লোকেরাই অপরাধী।

৮২। পরমেশ্বরের (ধর্ম্ম) বিনা তাহারা কি এক্ষণে অন্য ধর্ম্ম অন্বেষণ করিতেছে? স্বেচ্ছা পূর্ব্বক হউক আর বলপূর্ব্বক হউক, যে কোন পদার্থ স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সকলই তাঁহার আজ্ঞার অধীন, এবং তাঁহারই নিকট পুনর্গমন করিবে।

৮৩। তুমি বল—আমি পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস করিয়াছি, এবং আমাদিগের প্রতি যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তদুপরি, এবং ইব্রাহিম্ ও ইস্মায়েল, ও ইসহাক, ও যাকুব্, ও তাহার সন্তানদিগের প্রতি যাহা প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং যাহা মুসা, ইসা ও সমস্ত ভাবিবক্তৃগণ নিজ প্রভু হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদুপরিও বিশ্বাস (করিয়াছি); আমরা তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও পৃথক জ্ঞান করি না; এবং আমরা তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী।

৮৪। যে কেহ ইস্লাম্ (অর্থাৎ মুসলমান) ধর্ম্মানুগামী হওয়া অপেক্ষা, অন্য কোন ধর্ম্ম মত প্রাপ্তির অভিলাষী হয়, সে কখনই (পরমেশ্বর কর্ত্তৃক) গ্রাহ্য হইবে না; এবং সে পরকালে দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে।

৮৫। যে লোকেরা (এক বার সত্য ধর্ম্ম) মান্য করিয়া (তাহা) অস্বীকার করিল, পরমেশ্বর তাহাদিগকে কি রূপে (ধর্ম্ম) পথ দান করিবেন? তাহারা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়াছে, যে রসুল্ (অর্থাৎ মহম্মদ্) সত্য ব্যক্তি, এবং তাঁহার নিকট (ঈশ্বর দত্ত) লক্ষণ সমস্ত আসিয়াছে; পরমেশ্বর অধার্ম্মিক লোকদিগকে (ধর্ম্ম) পথ দান করেন না।

৮৬। এমত লোকদিগের পুরস্কার এই, যে তাহাদিগের উপর পরমেশ্বরের অভিসম্পাত (আসিবে,) ও দূতগণের, মানবগণের, এবং সর্ব্বলোকেরও;

৮৭। (তাহারা) উহাতেই (ঐ অভিশপ্তাবস্থায়) পতিত থাকিবে; তাহাদিগের উপর দণ্ড (কখনই) লঘু হইবে না এবং (তাহারা ঐ দণ্ডাবস্থা হইতে কখন) বিরাম প্রাপ্ত হইবে না।

৮৮। কিন্তু যাহারা (নিজ অপরাধ জন্য) অনুতাপ করিবে; এবং সংশোধন অবলম্বন করিবে, তাহা হইলে অবশ্য (তাহাদিগের মঙ্গল হইবে।)

৮৯। যে লোকেরা (ধর্ম্ম) মান্য করণান্তে তাহা অস্বীকার করে, এবং অবিশ্বাসের পথে দূরবর্ত্তী হয়, তাহাদিগের (তজ্জন্য) অনুতাপ কখনই গ্রাহ্য হইবে না, এবং তাহারা ধর্ম্মপথভ্রান্ত।

৯০। যাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছিল, এবং ঐ অবিশ্বাসে মৃত হইয়াছে, এমন লোকের মধ্যে কেহ অবনিপূর্ণ সুবর্ণের বিনিময় দ্বারা (মুক্তি প্রার্থনা করিলেও) তাহা কখনই গ্রাহ্য হইবে না; তাহাদি-

গের দুঃখদায়ক প্রহার হইবে ।

৯১ । এবং কেহই তাহাদিগকে সাহায্য দান করিবে না ।

চৌঠা সিপারা—চতুর্থ অংশ ।

৯২ । যে দ্রব্যোপরি তোমরা মনোভিলাষ স্থাপন কর, তাহা (ধর্ম্মার্থে) ব্যয় না করিলে ধর্ম্মাচারের সীমা প্রাপ্ত হইবে না ; এবং যে দ্রব্য (তজ্জন্য) ব্যয় করিবা, তাহা পরমেশ্বর অবগত আছেন ।

৯৩ । তউরাৎ (মূসা লিখিত পঞ্চগ্রন্থ) প্রকাশ হওনাগ্রে ইস্‌রায়েল আপনার প্রতি যাহা নিষেধ জ্ঞান করিল, তাহা বিনা, বনি ইস্‌রায়েলের (ইস্‌রায়েল্ বংশের) পক্ষে সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য বৈধ ছিল ; তুমি বল যদ্যপি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তউরাৎ আনয়ন কর, এবং (তাহা) তোমরা পাঠ কর ।

৯৪ । এতৎ পরে যাহারা পরমেশ্বরের উপর মিথ্যা আরোপ করিবে, তাহারাই অন্যায়াচারী ।

৯৫ । তুমি বল—পরমেশ্বর সত্যাদেশ করিয়াছেন যে (তোমরা) এক্ষণে ইব্রাহিমের ধর্ম্মানুগামী হও, যিনি এক পক্ষ থাকিতেন, এবং দেবোপাসক ছিলেন না ।

৯৬ । ইহা যথার্থ, যে মানবগণের নিমিত্তে যে গৃহ সর্ব্বাগ্রে নিরূপিত হইয়াছে, তাহা ঐ যাহা মক্কানগরে (বিদ্যমান) আছে, সে (গৃহ) আশীস্ কৃত এবং জগজ্জনের ধর্ম্মাচারের পন্থা ।

৯৭ । ইহার মধ্যে যে স্থানে ইব্রাহিম্ (উপাসনা কালে) দণ্ডায়মান হইতেন, (সেইস্থান) চিহ্ন স্বরূপ প্রকাশমান রহিয়াছে , এবং তন্মধ্যে যে কেহ প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই আশ্রয় লাভ করিয়াছে ; আর এই গৃহে হজ্ করা (অর্থাৎ ধর্ম্মার্থে মক্কা নগরস্থ কাবা মন্দির দর্শন জন্য যাত্রা করা) ঐ স্থানে গমনক্ষম মানবগণের পক্ষে পরমেশ্বরের প্রতি এক বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম ; কিন্তু কেহ (যদ্যপি) অবিশ্বাসী হয়, তবে পরমেশ্বর কোন মনুষ্যের অপেক্ষা করেন না ।

৯৮ । তুমি বল,—হে ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রাপ্ত (লোকেরা), পরমেশ্বরের বাক্য কেন অস্বীকার করিতেছ ? যাহা করিতেছ তাহা পরমেশ্বরের সম্মুখে হইতেছে ।

৯৯ । তুমি বল—হে ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রাপ্ত (লোকেরা,) বিশ্বাসী মনুজগণকে পরমেশ্বরের ধর্ম্ম সরণী হইতে কেন প্রতিরোধ করিতেছ ? তাহার প্রতি দোষারোপ করণে সচেষ্ট হইতেছ ; তাহার তত্ত্ব বৃত্তান্তও অবগত হইতেছ, (এবং তদ্দ্বারা তাহার সত্যতা বিষয়ক সাক্ষ্যও দিতেছ) কিন্তু পরমেশ্বর তোমাদিগের কর্ম্ম বিষয়ে অমনোযোগী নহেন ।

১০০ । হে বিশ্বাসী মানবগণ, তোমরা যদ্যপি কোন২ ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রাপ্ত লোকদিগের কথা মান্য কর, তবে তাহারা তোমাদিগকে বিশ্বাস করণান্তে পুনরায় অবিশ্বাসী করিবে ।

১০১ । তোমাদিগের নিকট পরমেশ্বরের ধর্ম্মগ্রন্থ পঠিত হইতেছে, এবং তাঁহার রসুল (প্রেরিত ব্যক্তি মহম্মদ) তোমাদিগের নিকট উপস্থিত রহিয়াছে, তত্রাপি তোমরা কিরূপে অবিশ্বাসী হইতেছ ? যে কেহ পরমেশ্বরকে দৃঢ়রূপে (আশ্রয় স্বরূপ) অবলম্বন করে, সেই (কেবল) সরল পথ প্রাপ্ত হইয়াছে ।

১০২ । হে ভক্ত মানবগণ, পরমে-

শ্বরকে যাদৃশ ভয় করা কর্ত্তব্য, তাদৃশ তাঁহাকে ভয় করিও, এবং মুসলমান না হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিও না।

১০৩। এবং সকলে একত্র হইয়া পরমেশ্বরের (আশ্রয়) রজ্জু দৃঢ়রূপে অবলম্বন কর, এবং (তাহা) ছিন্ন করিও না, (অর্থাৎ তদাশ্রয় পরিহার করিও না,) আর পরমেশ্বরের যেং অনুগ্রহ আপনারা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা স্মরণ কর; তোমরা যৎকালে পরস্পরের শত্রু ছিলা, (তিনি) তোমাদিগের হৃদয়ে প্রণয় প্রদান করিলেন, এবং তোমরা তাঁহার অনুকম্পা দ্বারা (সৌহার্দ্দ বিশিষ্ট) ভ্রাতৃগণ হইয়া উঠিয়াছ; তোমরা অগ্নিকুণ্ডের তটস্থ ছিলা; তিনিই তোমাদিগকে তথা হইতে মুক্তি দান করিয়াছেন; তোমরা যেন ধর্ম্ম-পথ প্রাপ্ত হও এ জন্যই পরমেশ্বর তোমাদিগকে আপনার চিহ্ন সমূহ এই রূপেই প্রকাশ করিয়াছেন।

১০৪। তোমাদিগের মধ্যে এরূপ এক জন-সমাজ থাকা প্রয়োজন, যাহারা (লোকদিগকে) সদাচারের প্রতি আহ্বান করিবে, মনোনীত বাক্যাদেশ করিবে, অমনোনীত বিষয়ে নিষেধ করিবে, এবং তাহারাই (চরমে পরম) সুখাধিকারী হইবে।

১০৫। নির্ম্মলাদেশ প্রাপ্ত হওনান্তে যাহারা পৃথক হইয়া মতান্তর প্রকাশ করে, তাহাদিগের ন্যায় হইও না, তাহাদিগেরই জন্য গুরু দণ্ড নিরূপিত আছে।

১০৬। যে দিবসে কোনং লোকের মুখ শ্বেতবর্ণ হইবে, এবং অন্যান্য লোকের মুখ কৃষ্ণ বর্ণ হইবে, (তৎকালে পরমেশ্বর) ঐ কৃষ্ণ-বর্ণ-মুখ-বিশিষ্ট লোকদিগকে বলিবেন, তোমরা একবার বিশ্বাস করিয়া পুনর্ব্বার অবিশ্বাসী হইয়াছ? এক্ষণে ঐ অবিশ্বাসের প্রতিফল স্বরূপ দণ্ডাস্বাদ গ্রহণ কর।

১০৭। আর যাহারা শ্বেত-বর্ণ-মুখ-বিশিষ্ট, তাহারাই (কেবল) পরমেশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র, এবং তাহাতেই তাহারা অবস্থিতি করিবে।

১০৮। ইহা ঈশ্বরাদেশ, এবং আমরা তাহা সত্য বলিয়া তোমাকে অবগত করাইতেছি; আর পরমেশ্বর (কোন) প্রাণীর প্রতি নৈষ্ঠুর্য্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না।

১০৯। স্বর্গ ও পৃথিবীস্থ সর্ব্ব পদার্থ পরমেশ্বরের; এবং প্রত্যেক কর্ম্মই পরমেশ্বরের সন্নিধানে (বিচার জন্য) উপস্থিত হইবে।

১১০। মানব কুলোদ্ভব সর্ব্ব জাতির মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠতর; তোমরা উৎকৃষ্ট বিষয়ে আদেশ করিয়া থাক; এবং অপকৃষ্ট বিষয় নিষেধ করিয়া থাক; আর পরমেশ্বরোপরি বিশ্বাস কর; (তদ্রূপ) যদ্যপি ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রাপ্ত লোকেরা বিশ্বাস করিত, তবে তাহাদিগেরো মঙ্গল হইত; তাহাদিগের মধ্যে কেহং বিশ্বাস করিয়াছে, কিন্তু অধিকন্তু অনাজ্ঞাবহ।

১১১। তাহারা তোমাদিগের কিছুই হানি করিতে পারিবে না; কেবল (কিঞ্চিৎ) বিরক্ত করিবে; আর তাহারা যদ্যপি তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করে, তাহা হইলে তোমাদিগের সম্মুখে পৃষ্ঠদেশ রাখিবে (অর্থাৎ পলায়ন করিবে), এবং তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না।

১১২। পরমেশ্বর কর্তৃক স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র বিনা, এবং লোক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র বিনাও, তাহারা যে স্থানে দৃষ্ট হইয়াছে (সেই স্থানেই) ঘৃণ্য অবস্থা (স্বরূপ দণ্ড দ্বারা) প্রহারিত হইয়াছে, এবং তাহারা পরমেশ্বরের ক্রোধ সঞ্চয় করিয়াছে, আর দীনতা (স্বরূপ দণ্ড দ্বারাও) আহত হইয়াছে ; পরমেশ্বরের ধর্ম্ম গ্রন্থের (অর্থাৎ কোরাণের) পদ সমূহের প্রতি অবিশ্বাস করণ প্রযুক্তই (তাহাদিগের প্রতি) এইসমস্তই (ঘটিয়াছে,) এবং নিষ্কারণে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণকে বধ করণ জন্যও (তাহারা তদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে,) তাহারা অধার্ম্মিক হইয়াছে, এবং (নিরূপিত ধর্ম্ম) সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, এ জন্যই এ সমস্ত ঘটিল।

১১৩। তাহারা সকলে সমরূপ নহে ; ধর্ম্ম-গ্রন্থ-প্রাপ্ত লোকদিগের মধ্যে এক দলস্থ ব্যক্তিরা সরল পথাবলম্বী, তাহারা রজনীযোগে পরমেশ্বরের ধর্ম্ম গ্রন্থের পদ অধ্যয়ন করিয়া থাকে, এবং তাহারা (উপাসনা কালে) শিরঃনত করিয়া থাকে।

১১৪। তাহারা পরমেশ্বরের উপর এবং শেষ দিনে (অর্থাৎ মহাবিচারের দিনে) বিশ্বাস করিয়া থাকে ; এবং মনোনীত বাক্যাদেশ করিয়া থাকে এবং অমনোনীত বাক্য নিষেধ করিয়া থাকে, এবং ধর্ম্ম কার্য্য সাধন জন্য সভয় হৃদয় ধারণ করে, তাহারাই সাধু।

১১৫। যাহারা ধর্ম্ম কার্য্য সাধন করে, তাহারা অস্বীকৃত হইবে না ; এবং পরমেশ্বর ধর্ম্ম পরায়ণ লোকদিগকে জ্ঞাত আছেন।

শ্রী তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যজ্ঞ সুধানিধি।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভারতীয় আর্য্যদিগের বিবিধ যজ্ঞ।

ন্যূনাধিক ৩৯০০ বৎসর অতীত হইল, যৎকালে প্রাচ্য আর্য্যেরা ভারতবর্ষে অধিবাস করিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে তাঁহারা যজ্ঞীয় কর্ম্মকলাপে বিলক্ষণ নিপুণ হইয়াছিলেন। যৎকালে তাঁহারা ইরান্ এবং বাক্‌ট্রিয়াদেশে বাস করিতেছিলেন অর্থাৎ যে সময়ে তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন নাই, তৎকালে তাঁহারা, পারসিস, গ্রীক্, রোমীয়, ইংরাজ এবং জর্ম্মাণ প্রভৃতি মাধ্য এবং পাশ্চাত্য জাতিদিগের ন্যায়, দাউস্ (১) বরুণ, (২) পর্জ্জন্য, (৩) পাবন, (৪) অগ্নি, (৫) মহী, (৬) গো, (৭) সূর্য্য, (৮) উষা, (৯) অর্জ্জুনী, (১০) ঋভু (১১) এবং সরণ্য, (১২) নামক দেব দেবীর অর্চ্চনা করিতেন। সেই সময়ে, বোধ হয় তাঁহাদিগের ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক উপাস্য দেবতা ছিল।

আর্য্যেরা প্রায় ২০০ বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়া যে সকল যজ্ঞীয় যজু ও

---

(১) *Zeus, Tues.* (২) *Uranus.* (৩) *Perkunes.* (৪) *Fön.* (৫) *Ignis.* (৬) *Máiá.* (৭) *Gei, Gau.* (৮) *Sol, Sun, Helyos.* (৯) *Vásás, Auos, óst-east.* (১০) *Argynnis.* (১১) *Orpheus, Alp. Elf.* (১২) *Herinnus.*

ঋচ্ রচনা করেন তাহাদিগের অধিকাংশ বেদের সংহিতায় আজি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদসংহিতায় ১০২৮টী সূক্ত (১৩) আছে। ইহাদের কতকগুলি প্রার্থনা আর কতকগুলি প্রশংসা।

আর্য্যেরা যজ্ঞীয় মন্ত্র সকলকে অতিশয় সমাদর করিতেন। এই সকলকে কখন২ তাঁহারা বক্রুযজ্ঞ, (১৪) বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

ঋগ্বেদে লিখিত আছে ;——

অগোরুধায় গবিষে দ্যুক্ষায় দস্মাং বচঃ।
ঘৃতাৎস্বাদীয়ো মধুনশ্চ বোচত॥

অর্থাৎ, যিনি (১৫) গোরু ঘৃণা করেন না, বরং যিনি গোরু ইচ্ছা করেন, সেই জ্যোতিষ্মানের নিকট, ঘৃত এবং মধু অপেক্ষা সুস্বাদু এক প্রবল বাক্য কহ।

পুনশ্চঃ

আতে অগ্ন ঋচা হবির্হৃদা তষ্টং ভরামসি।
তে তে ভবন্তু ক্ষণ ঋষভাসো বশা উত॥

হে অগ্নে! ঋচ্দ্বারা আমরা যজ্ঞ করি, আমাদিগের হৃদয় দ্বারা উত্তমরূপে প্রস্তুত ভক্ষ্য বলি তোমার প্রতি হউক, উক্ষা ঋষভ এবং গো তোমাকে প্রদত্ত হউক।

স্বাধ্যায়কে ব্রহ্ম যজ্ঞ কহে। "ঋচ মধু, সাম, ঘৃত এবং যজুঃ দুগ্ধ সদৃশ।" দেব পাঠক যে সমস্ত বাকোবাক্য আবৃত্তি করেন তাহা ক্ষীরোদন এবং মাংসোদন স্বরূপ। বাকোবাক্য এবং ইতিহাস পুরাণজ্ঞেরা প্রতিদিন উহাদিগের আবৃত্তি দ্বারা ক্ষীরোদন এবং মাংসোদন দ্বারা দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করেন।

(১৩) সু+উক্ত=যাহা সুন্দর রূপে উচ্চারিত হয়।
(১৪) বক্রুযজ্ঞ=*sacrifices of the month.*
(১৫) ইন্দ্র।

বেদের ব্রাহ্মণ সকল হইতে আমরা ভারতীয় আর্য্যদিগের পূর্ব্ব এবং উত্তর কালীয় যজ্ঞীয় কল্প জ্ঞাত হই। বেদের ঐ সমস্ত অংশকে ব্রাহ্মণ কহা যায়, তাহার কারণ এই যে ব্রহ্মাপুরোহিতদিগের জন্য কতক গুলি নিয়ম ঐ সমস্তে লিখিত আছে। পুরোহিতেরা এই সকল নিয়মানুসারে যজ্ঞীয় কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করেন। ব্রাহ্মণ সকল গদ্যে রচিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থ এমন বৃহৎ যে উহা হইতে কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়া সূত্র নামে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। সূত্র দুই ভাগে বিভক্ত, যথা শ্রৌত এবং গৃহ্য। শ্রৌত সূত্রে বেদোক্ত মহা যজ্ঞের এবং গৃহ্য সূত্রে গৃহ পতি দ্বারা যজ্ঞীয় কর্ম্মের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

আপনাদিগের আর্য্য পূর্ব্ব বংশ্যেরা যজ্ঞের যে ভিন্ন২ সংস্কার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এক্ষণে সেই সমস্ত সংস্কার বিষয় বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

যজ্ঞ সংস্থা।

অথবা

ভারতীয় আর্য্যদিগের ভিন্ন২ যজ্ঞ কর্ম্ম।

পূর্ব্বকালে আপনাদিগের আর্য্য পিতৃগণ সচরাচর চারি শ্রেণীতে (১) যজ্ঞ বিভক্ত করিতেন, যথা—

১, হবিঃ, হবির্যজ্ঞ বা ইষ্টি।

২, পশুবন্ধ বা পশু।

(১) যদীষ্ট্যা যজেত যদি পশুনা যদি সোমেন। যদি ইষ্টি, যদি পশু অথবা যদি সোমদ্বারা কেহ যজ্ঞ করিতে পারে।

৩, সৌম্য-অধ্বর বা সোম।

৪, পাক যজ্ঞ। (২)

অন্যান্য সময়ে বিশেষতঃ যখন সূত্রকারেরা আপনাদিগের গ্রন্থ সকল রচনা করেন, হবিঃ এবং পশুবন্ধের আর কোন প্রভেদ করা হয় নাই। তৎকালে পশুবন্ধ হবির্যজ্ঞের এক প্রবিভাগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সুতরাং অবশিষ্ট তিন বিভাগ সাতটী প্রবিভাগে এই রূপ বিভক্ত হইয়াছিল, যথা—

১ পাক সংস্থা—

অষ্টকা, পার্ব্বণ, শ্রাদ্ধ, আগ্রহায়ণী, চৈত্রী এবং আস্য যুজী।

২ হবির্যজ্ঞ সংস্থা—

অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দশ পূর্ণ মাস,চাতুর্মাস্য, আগ্রয়নেষ্টি, নিরূড়হ পশুবন্ধ এবং সৌত্রামনী।

৩ সোম সংস্থা—

অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম,উকথ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র, এবং অপ্তোর্যাম।

ইহাতে যজ্ঞে যে সকল বস্তু প্রদত্ত হইত তদ্দ্বারাই হবির্যজ্ঞ এবং সোম যজ্ঞের প্রভেদ দেখা যাইতেছে। পাক বা গৃহ্য যজ্ঞ এবং হবির্যজ্ঞ ও সোম যজ্ঞের মধ্যে এই প্রভেদ যে শেষোক্ত যজ্ঞদ্বয়ে তিনটী এবং প্রাগুক্ত পাক যজ্ঞে একটী শ্রৌতাগ্নির প্রয়োজন। তিন প্রধান শ্রৌতাগ্নিকে অগ্নিত্রেতা, ত্রেতা বা ত্রেতাগ্নি কহে।

গার্হপত্য, আহবনীয়, এবং দক্ষীণ এই তিন প্রধান শ্রৌতাগ্নি। প্রথমোক্ত দুই প্রকার যজ্ঞকে বৈতানিক কর্ম্ম (৩) কহা যায়। পাকযজ্ঞে যে এক শ্রৌতাগ্নির কথা বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহার আরো অনেক নাম আছে, যথা, আবসথ্য অর্থাৎ গার্হ, ঔপাসন অর্থাৎ যাহা গার্হোপাসনায় ব্যবহার হয়; বৈবাহিক অর্থাৎ যাহা বিবাহে ব্যবহৃত হয়; স্মার্ত্ত অর্থাৎ যাহা স্মৃতিতে আদিষ্ট হইয়াছে। পাকযজ্ঞে যে নৈবেদ্য প্রদত্ত হয়, তাহা প্রথমতঃ লৌকিক অর্থাৎ সাধারণ অগ্ন্যুত্তাপে পাক করা হয় তৎপরে উহা স্মার্ত্তাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়। অবশিষ্ট দুই যজ্ঞে নৈবেদ্যাদি অগ্নিত্রেতাতে পাক করিয়া উহাতেই প্রদত্ত হয়।

যজ্ঞদ্রব্য।

আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা পয়ঃ,দধি এবং ঘৃতাদি উৎসর্গ করিতেন। এই সকলকে গব্য কহে। ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য সমূহের মধ্যে তাঁহারা ব্রীহি, যব,গোধুম, গবেধুকা,শ্যামাক,বেণুযব,ইন্দ্রযব বা উপবাক এবং তিল উৎসর্গ করিতেন। বৃক্ষোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কুবল বা বদর, জুজুব, কর্কন্ধু এবং নগ্রোধফল উৎসর্গ করিতেন।

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল অনেক প্রকারে উৎসৃষ্ট হইত যথা, লাজ, ধান্য, চরু, ওদন, পুরোডাশ, করম্ভ, পরিবাপ, পিণ্ড, সক্তু বা পিষ্ট, গবাযু এবং সুরা।

২ পশুযজ্ঞের জন্য আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা পুরুষ, মহিষ, অজ,গো,অবি এবং অশ্ব উৎসর্গ করিতেন। অশ্ব এবং পুরুষমেধ যজ্ঞে আরণ্য পশু গ্রহণ করিয়া প্রত্যগ্নিকরণান্তর অর্থাৎ তাহাদিগের

(২)পাক যজ্ঞেন ইজে-মনু পাকযজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই পাক যজ্ঞকে উত্তরকালে গৃহ্য কর্ম্ম কহা যাইত।

(৩) বৈতানিক কর্ম্ম অর্থাৎ বিস্তৃত কর্ম্ম। এই প্রকার কর্ম্মে অনেক অগ্নি প্রয়োজন এই হেতু ইহার নাম বৈতানিক।

চারিদিগে অগ্নি বহন করিলে পর যুপ অর্থাৎ বন্ধন কাষ্ঠ হইতে বিমুক্ত করা হইত। আরণ্য জন্তু মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, পক্ষী, সর্প, ভেক প্রভৃতি উৎসর্গ হইত। অশ্ব সম্বন্ধে তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে এইরূপ লিখিত আছে, যথা অশ্ব সকল পশুকে অতিক্রমণ করে, এই নিমিত্ত উহা সর্ব্ব-পশুর মধ্যে উচ্চপদে আরূঢ়।

৩ সোমযজ্ঞের নিমিত্ত উপরিউক্ত তাবৎ পদার্থ গ্রহণ করা যাইতে পারিত। কিন্তু ইহাকে সোমযজ্ঞ কহা যায় তাহার কারণ এই যে সোমরস এই যজ্ঞের প্রধান বস্তু। সোমযজ্ঞেরই অধিক অনুষ্ঠান হইত। ঋক্ বেদে এই যজ্ঞের অনেক উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য ব্যতিরেকে আপনাদিগের আর্য্য পিতৃগণ ব্যাঘ্র, বৃক এবং সিংহের লোম গ্রহণ করিয়া সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিতেন।

অধিকন্তু তাঁহারা প্রোক্ষণী বা প্রাণীত দ্বারা ইষ্টি, যজ্ঞীয় পাত্র এবং আয়ুধ, সমিধ, বেদী প্রোক্ষিত করিতেন ইহার কারণ এই যে যেন ঐ সমস্ত মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র বা যজ্ঞের উপযুক্ত হয়। যজমান জলস্পর্শ করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতেন। পবিত্র প্রাণীত দ্বারা পরিষ্কৃত না হইলে তিনি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে পারিতেন না। ধুনা স্বরূপে তাঁহারা পীতুদারু বা পৈতুদারু, গুগ্‌গুলু, সুগন্ধি-তেজ, ঊর্ণাস্তুকা এবং অশ্বশকৃৎ (৪) ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা কখন কখন এই রূপ প্রার্থনা দ্বারা দেবতাদিগকে

(৪) যজ্ঞার্থ পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। ব্রহ্মা আপনি যজ্ঞের নিমিত্ত পশু সৃজন করিয়াছেন।

যজ্ঞীয় ধূম গ্রহণে আহ্বান করিতেন যথা,

জুষস্ব নঃ সমিধং অগ্নে অদ্য শোচা
বৃহদ্ যজতং ধূমং ঋণ্বন্।

হে অগ্নে! অদ্য আমাদিগের দ্বারা সমিদ্ধ (বস্তু সকল) ভোগ করুন এবং এই বৃহৎ এবং গৌরবান্বিত ধূমের নিকট আসিয়া দীপ্তিমান হউন।

যজ্ঞায়ুধ।

হে যজমান ব্রাহ্মণগণ! যজ্ঞার্থে আপনাদিগের পিতৃগণ (৫) মহাবীর, উখা, (৬) শূল, (৭) নীক্ষণ (৮) সাস (৯) বা অসি, স্বধিতি (১০), স্রুচ্ (১১) উপগমনী, (১২) ধ্রুবা, (১৩) স্রুব (১৪) মেক্ষণ, (১৫) সূর্প, (১৬) তিতবু, (১৭) পবিত্র, (১৮) চমস,

(৫) মহাবীর—দুগ্ধাদি পাকার্থে বৃহৎ মৃণ্ময় পাত্র।

(৬) উখা—যজ্ঞার্থে হত পশুর মাংস পাকার্থে পাত্র বিশেষ।

(৭) শূল—যজ্ঞে হত পশুর হৃদ্ এবং অন্যান্য গাত্র দগ্ধকরনার্থে লৌহ শলাকা।

(৮) নীক্ষন—মহাবীরে পচ্যমান মাংস আলোড়নার্থে কাষ্ঠ নির্ম্মিত দণ্ড বিশেষ।

(৯) সাস বা অসি—যজ্ঞে হত পশুর অঙ্গ ছেদনার্থে ছুরিকা।

(১০) স্বধিতি—পশুর পাঁজরা ছেদনার্থে কুঠার বিশেষ।

(১১) স্রুচ্—কাষ্ঠ নির্ম্মিত চামচ। স্রুচ্ ছয় প্রকার, যথা, জুহু, উপভৃৎ, উপগমনী, ধ্রুবা, স্রুবা এবং মেক্ষন। অগ্নিতে নিক্ষেপার্থে অঙ্গযাগে হত পশুর অবদান অর্থাৎ খণ্ডগ্রহণার্থে জুহু এবং উপভৃৎ ব্যবহৃত হইত।

(১২) উপগমনী—যজ্ঞ কর্ত্তার দুগ্ধপানার্থে ব্যবহৃত স্রুচ বিশেষ।

(১৩) ধ্রুবা—ঘৃতাধার বিশেষ।

(১৪) স্রুব—ইহা দ্বারা ধ্রুবা হইতে ঘৃত লইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইত।

(১৫) মেক্ষন—ইহাদ্বারা চরু মন্থিত করিয়া উৎসর্গ করা হইত।

(১৬) সূর্প—কুলা।

(১৭) তিতবু—চালুনী।

(১৮) পবিত্র—সোমরস প্রভৃতি রাখিবার পাত্র।

(১৯) চমস—সোমরস পানার্থে পাত্র বিশেষ।

কলশ,(২০)দ্রোণকলশ,(২১)পরিপ্লবা,(২২) কপাল,(২৩)স্ফ্য,(২৪)ধৃষ্টি, (২৫)ধবিত্র,(২৬) উপবেশ,(২৭) এবং যূপ, (২৮) এই সমস্ত যজ্ঞীয় আয়ুধ ব্যবহার করিতেন।

যজ্ঞভূমি । যজ্ঞবাস্তু, দেবযজন ।

অতি প্রাচীন সময়ে ভারতীয় আর্য্যদিগের দেবপ্রতিমা এবং মন্দির ছিল না। তৎপরে যখন তাঁহারা দেববিগ্রহ ও মন্দির নির্ম্মাণ করেন তখন মন্দির মধ্যে কোন যজ্ঞীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত না। তাঁহারা শ্রৌত যজ্ঞের জন্য যেখানে ইচ্ছা সেই স্থান মনোনীত করিতেন। এই স্থানে তাঁহারা এক শিবির স্থাপন করিতেন, ইহাকে সদস্ কহা যায়। এই সদসে বসিয়া পুরোহিত এবং তাঁহার কুটুম্বেরা যজ্ঞীয় কর্ম্ম সমাধান করিতেন, সোমরস রাখিবার জন্য আর একটি সদস্ ছিল। সোমলতা রাখিবার জন্য একটী শালা নির্ম্মিত হইত। ঐ লতা হইতে রস নিঃসৃত করিবার জন্য উহা একখান তক্তা এবং চর্ম্মের মধ্যে স্থাপিত হইত। গ্রাবণ নামে এক প্রকার প্রস্তর দ্বারা ঐ তক্তাতে আঘাত করিয়া রস নির্গত করা হইতে। নিগ্রাভ্য নামে জল ঐ রসের সহিত মিশ্রিত করা যাইত। ঐ শালাতে যজমান অরণি মন্থন অর্থাৎ কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা অগ্ন্যুৎপন্ন করিতেন। এই অগ্নিকে গার্হপত্যাগ্নি এবং এইরূপ কার্য্যকে অগ্নিমন্থন বলা যায়। গার্হপত্যাগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্জলিত রাখা যাইত এবং উহা দ্বারা আহবনীয়াগ্নি এবং দক্ষিণাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইত। মহা বা শ্রৌত কর্ম্মের নিমিত্ত এই তিন প্রকার অগ্নির সর্ব্বদা প্রয়োজন হইত। আর্য্যেরা অনাবৃত যজ্ঞ প্রাঙ্গণে ধিষ্ণ্য স্থাপন করিতেন। এক ধিষ্ণ্যে ইষ্টি রন্ধন করিয়া অপরাপর ধিষ্ণ্যে প্রদত্ত হইত। ঐ প্রাঙ্গণের সম্মুখে প্রাচীন বংশ নামে এক চতুষ্কোণ মৃণ্ময় বেদী ছিল।

ইহার পশ্চিম দিগে পূর্ণচন্দ্রাকারে গার্হপত্য ধিষ্ণ্য পূর্ব্বদিকে সমচতুষ্কোণাকারে আহবনীয় ধিষ্ণ্য এবং দক্ষিণদিগে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দক্ষিণ ধিষ্ণ্য স্থাপিত হইত। সচরাচর যেরূপ বেদি দেখা যায় প্রাচীন বংশ বেদি তদ্রূপ ছিল না। উহা তিন অঙ্গুলি পরিমাণে খাত এক গর্ত্ত ছিল। পূর্ব্বদিকস্থ ঈষদ্বক্র কোণদ্বয়ের নাম অংশ এবং পশ্চিমদিকস্থ কোণদ্বয়কে শ্রোণি কহা যায়। হব্য সমুদায় অগ্নিতে প্রদান করিবার পূর্ব্বে এই বেদির মধ্যে স্থাপিত হইত। এই বেদি সম্বন্ধীয় গার্হপত্য প্রভৃতি তিন অগ্নিতে কেবল হবনীয় বস্তু সকল নিক্ষিপ্ত হইত। সোম এবং অন্যান্য যজ্ঞে উত্তর বেদি নামে আর একটী উচ্চ বেদি

---

(২০) কলশ-কলশী।

(২১) দ্রোণ কলশ—সোমরস রাখিবার নিমিত্ত কাষ্ঠ নির্ম্মিত বৃহৎপাত্র।

(২২) পরিপ্লব-ইহাদ্বারা দ্রোণ কলশ হইতে সোমরস গ্রহণ করা যাইত।

(২৩) কপাল— পুরোডাশ রাখিবার নিমিত্ত খোলা

(২৪) স্ফ্য—বক্র খড়্গাকার কাষ্ঠখণ্ড বিশেষ। ইহার দৈর্ঘ্য দুই হস্ত। ইহাদ্বারা বেদির এবং যজ্ঞভূমি চতুর্দ্দিগে অনিরুক্ত পরিগ্রহ (mysterious lines) করা হইত। যতদিন যজ্ঞীয় কর্ম্ম থাকিত ততদিন উহা রাক্ষসদিগের দ্বারা যজ্ঞের বিঘ্ন নিবারণার্থ পুরোহিত দ্বারা কোন উচ্চস্থানে রাখা হইত।

(২৫) ধৃষ্টি—অগ্নি গ্রহণ করিবার জন্য হাতা বিশেষ।

(২৬) ধবিত্র—অগ্নি উত্তেজিত করিবার জন্য ব্যজন বিশেষ।

(২৭) উপবেশ—অগ্নি বিলোড়নার্থে দণ্ড বিশেষ।

(২৮) যূপ—যজ্ঞীয় পশু বন্ধনার্থে স্তম্ভ বিশেষ।

প্রাচীন বংশের পূর্ব্বদিগে নির্ম্মিত হইত। আহবনীয় ধিষ্ণ্য হইতে অগ্নি লইয়া অন্য দুই ধিষ্ণ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইত। এই কার্য্যকে অগ্নিপ্রণয়ন কহা যায়। ঐ অগ্নিত্রয়ের মধ্যে এক অগ্নি উত্তর বেদির উপরিভাগে এক নাভিতে অর্থাৎ গর্ত্তে, আগ্নীধ্রীয় নামে আর এক অগ্নি উহার বাম পার্শ্বে এবং মার্জ্জালীয় নামে আর এক অগ্নি ঐ বেদির দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপিত হইত। ঐ বেদির অগ্নিতে পশু, সোম এবং সুরার হবনীয় বস্তু সমস্ত নিক্ষেপ করা হইত। গবাময়ন(২৯)নামেসত্রে এবং অন্যান্য মহা সোমযজ্ঞে ঈগলপক্ষীর (৩০) আকারে ইষ্টক দ্বারা একটী উত্তর বেদি নির্ম্মাণ করা যাইত এবং অগ্নিচিত্য নামে এক অগ্নি উহার উপর স্থাপিত হইত। এই কার্য্যকে অগ্নিচয়ন কহা যায়। উত্তর বেদির পূর্ব্বদিগে হন্তব্য যজ্ঞীয় পশুবন্ধনার্থে যূপ নামে এক স্তম্ভ প্রোথিত (প্রোত) হইত। কিন্তু সকল পশুই যে যজ্ঞভূমিতে হত হইত তাহা নহে। যজমানের গৃহে (৩১) এই কার্য্য সমাধা হইত। যখন যাগকর্ত্তার আবাসে পশুবধ হইত তখন ভূমিতে যূপ স্বরূপে সপল্লবা এক শাখা প্রোত করিয়া উহাতে বধ্যপশু বদ্ধ হইত। এই পশুকে শাখাপশু কহা যায়। সোমযজ্ঞে অগ্নীসোমীয় (৩২) পশু সকল দেব যজনে হত হইত।

(২৯) গবাম্—অয়ন—গবাময়ন,অর্থাৎ গোরুর যাত্রা ঋতুর যাত্রা। ইহা ৩৬০ দিন থাকিত।

(৩০) উৎক্রোশ।

(৩১) যজ্ঞ—বাস্তু—গৃহ।

(৩২) অগ্নি এবং সোমের উদ্দেশে বধ্য পশু।

যজ্ঞ সময়।

হবির্যজ্ঞ সময়।

১ অগ্ন্যাধেয় বা অগ্ন্যাধান। এই কার্য্যে যুবা গৃহপতি প্রথম বার, প্রাত্যহিক অগ্নিহোত্রের নিমিত্ত ঘর্ষণ দ্বারা গার্হপত্যাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া অগার নামে এক স্থানে সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিতেন।

২ অগ্নিহোত্র। অগারস্থ গার্হপত্য দ্বারা প্রজ্জ্বলিত আহবনীয় অগ্নিতে দুগ্ধ প্রদানকে অগ্নিহোত্র কহা যায়। অগ্ন্যাধানের পর গৃহপতি প্রতিদিন প্রাতঃ এবং সায়ং কালে আপনার সমস্ত জীবন দুইবার করিয়া অগ্নিহোত্র করিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে অগ্নিহোত্রী কহা যায়। ইনিই কেবল অন্যান্য ইষ্টি এবং সোমের সহিত যাগ করিতে পারেন।

৩ দর্শপূর্ণমাস। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে এই যাগ নির্ব্বাহ হইত। ইহা এক ভক্ষ্য বলি ছিল। কেহ কেহ বলেন এই কার্য্য ৩০ বৎসর আর কেহ কেহ বলেন ইহা সমস্ত জীবন করিতে হইত।

৪ ঐষ্টিক চাতুর্মাস্য(৩৩)। এই যাগ বসন্ত প্রাবৃষ এবং শরৎ এই তিন ঋতুর আরম্ভে অনুষ্ঠিত হইত। উহা কেবল ৭ বৎসর করিতে হইত।

৫ আগ্রয়ণেষ্টি বা নবশস্যেষ্টি। উৎপন্নশস্যের দ্বারা যে প্রথম যাগ তাহাকে নবশস্যেষ্টি কহা যায়। এই ইষ্টিতে অগ্রপাক যবধান্য, শ্যামাক, বেণুযব বৎসরে দুইবার উৎসৃষ্ট হইত।

(৩৩) প্রত্যেক চতুর্থ মাসে আরম্ভ করা হইত বলিয়া ইহার নাম চাতুর্মাস্য।

পরিচারীকা ।

১ অধ্যায় ।

কথোপকথন ।

"রাম বল্লভ, মহানন্দকে ডাকিয়া আন ত, সে কি করিতেছে তাহা ত বুঝিতে পারি না । পূর্ণচন্দ্র যে দুই বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় গমন করিয়াছে, তাহার ত বাটী আসিবার নাম গন্ধ দেখিতে পাইতেছি না । মাঝেং দুই এক খান পত্র কেবল আসে, তাহাও বোধ করি, টাকার প্রয়োজন না হইলে আসিত না । আজ কাল ছেলেরা কি হল, বাটী থাকিতে চাহে না । আমার এত টা বয়স হইয়াছে, তাহাতে স্বর্গীয় কর্ত্তাদের কেবল মাত্র দুই চারি বার বাটী ছাড়িয়া অন্যত্রে যাইতে দেখিয়াছি । তাহা ও বা কি জন্য গিয়াছিলেন ? একবার মহা মহা বারুণী যোগে গঙ্গা স্নানে গিয়াছিলেন, আর এক বার বৈদ্য নাথে গিয়াছিলেন, আর একং বার শ্রীক্ষেত্রে ও কাশীতে গমন করিয়াছিলেন । কালের গতিকে সকলই হয় ; কলিকাতায় যাইয়া ভাল মতে থাকিলেও এক কথা ছিল । সে খানকার যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে ত প্রাণ কেবল কাঁদিয়া উঠিতেছে । ভাল মতে থাকিলে এত অধিক টাকার প্রয়োজন হইবে কেন ? বার বৎসর নাবালকিতে যে টাকা জমিয়াছিল তাহা প্রায় শেষ হইল ; ইহার পর এরূপ ব্যয় থাকিলে সকলই অচল হইবে । পূর্ণ আমার সবে ধন নীলমণি ; সে ব্যতীত আমার বাড়ী শূন্য হইয়াছে ; আমার ঘরের বাছা এখন ঘরে আসিলে হয় । যাও, মহানন্দকে ডাক, তাহার সহিত পরামর্শ করি ।"

"যে আজ্ঞা মা ঠাকুরণ, আমি এখনই যাচ্ছি, গিয়ে, মামা মহাশয়কে ডেকে আনছি । আপনি যা বল্লেন তা সব সত্তি । এই সংসারের অন্নে আমি বড় হলেম, এমন ত কখন দেখি নাই ; পুন্ন বাবুকে হাতে করে মানুষ করিলাম, মনে করেছিলাম, যে বড় হলে কর্ত্তা মহাশয়ের মতন তাঁহার সেবা করব, কিন্তু আমার ভাগ্যে তা হল না । তিনি আমায় বলেন, আমার সঙ্গে কলিকাতায় চল, আমি তা পারি কৈ ; আমি হরিশপুরের মায়া ছাড়তে পারি না ; যাই এখন গিয়ে, মামা মহাশয় কে ডেকে আনি ।"

রামবল্লভ বাটীর সদর মহলে গমন করত দপ্তর খানায় আসিয়া, মহানন্দ বাবুকে সম্বোধন করিল !

"মামা মহাশয়, মা ঠাকুরাণী আপনাকে ডাকছেন, এক বার অনুগ্রহ করিয়া আসুন ।"

"কি হে রামবল্লভ, ব্যাপার খানা কি, এত কাতু মুতু দেখি কেন, টাকা কড়ির কিছু আবশ্যক আছে না কি ; তা ত আমায়ই বল্লে হতে পারে, দিদির কাছে যাবার প্রয়োজন কি ।"

"আজ্ঞা না, টাকা কড়ির আমার প্রয়োজন নাই ! পুন্ন বাবুকে বাটী আনিবার নিমিত্ত মাঠাকুরাণী আপনার সহিত পরামর্শ করিবেন, তাই ডাকছেন ।"

"পূর্ণ বড় জ্বালাতন করিয়াছে, আমি

কি করিব তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না; চল যাই, কিন্তু যাইয়া আমার মাথা মুণ্ড কি বলিব? আমি ত প্রায় হত বুদ্ধি হইয়াছি।”

মহানন্দ বাবু রাম বল্লভের সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে গমন করিলেন, এবং সহোদরার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কি পরামর্শ দিবেন তাহাই মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। বাটীর মধ্যে তাঁহার ভগিনী তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। রামবল্লভ আর মহানন্দ বাবুকে সন্নিকটে আসিতে দেখিয়া রাম বল্লভকে এই কথা বলিলেন, “মহানন্দকে এক খান আসন আনিয়া দেও।” মহানন্দ বাবু আসীন হইলে পর, তিনি গদ গদ বচনে তাঁহাকে বলিলেন;—

“মহানন্দ পূর্ণ যে বাটী আসিবার নাম করে না, সে কি আমাদের মায়া মমতা সব ত্যাগ করলে না কি? যদি জানতাম কলিকাতায় উত্তম কার্য্য কর্ম্মে রয়েছে, তা হলে মনকে বাঁধতে পারতাম, কিন্তু যে সমাচার পাওয়া গেছে, তা ত জান, এখন কি করবো, আর ভিষ্ঠান যেতে পারে? তাকে বাটীতে আনিবার কোন উপায় কর, আমি এত পত্র লিখিলাম, তাতে ত কোন ফল হল না।”

“আমি আপনকার বাক্যের কি প্রত্যুত্তর দিব, তাহা ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি; গত বারে যাহাতে কলিকাতায় গিয়াছিলাম, তাহাকে বাটী আসিবার নিমিত্ত অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে নোয়াইতে পারিলাম না। আর না বলিয়াই বা কি করি, তিনি একেবারে অধঃপাতে যাইবার পথে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র, মন্দে যতদূর পরিবর্ত্ত হইতে পারে তাহা হইয়াছে। আমি আপনকার নিকট আসিবার পূর্ব্বে পূর্ণ চন্দ্রের ব্যয়ের হিসাব দেখিতেছিলাম, তাহাতে দেখি যে, এই কএক বৎসরে যে পরিমাণে ব্যয় করিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহা করিলে, হরিশপুরের ও অন্যং সকল স্থানের ব্যয় স্থগিত করিয়াও তাহার অভাব পূরণ করা ভার হইবে। এই বেলা ইহার প্রতিকার না করিলে, পশ্চাতে বিশেষ মন্দ হইবে।”

“আমায় যা করতে বলবে তাতেই সম্মত আছি, পূর্ণ কিসে ভাল হয়, কিসে সে সুখী হয়, তার নিমিত্তে আমি সকল করতে প্রস্তুত আছি। আর কি পর্য্যন্ত না করিয়াছি, দেখ দেশের লোকে প্রতিকূল হলেও, আমি তোমার কথাতে বৌমাকে লেখা পড়া শিখাতে সাহস করিয়াছি। এত লোকগঞ্জনা সহিবার আবশ্যকই বা কি? পূর্ণ সুখী হবে বলে না, তাতে আমি দুঃখিত নই কারণ লেখা পড়া শিখবার এক প্রকার ফল হয়েছে। বৌমার মতন গুণবতী মেয়ে ত আমি দেখতে পাই না, তাহার গুণ যেমন চরিত্রও তদ্রূপ। ভাজ ননদে ঝগড়া এক দিনও দেখতে পাই না। এমন কি, দাসীদিগের পর্য্যন্ত উচ্চ করে কথা কয় না। এখন তার বয়েস হয়েছে। সে রূপে গুণে স্বরস্বতী; কি দুঃখের বিষয়, বিবাহের সময় শুভদৃষ্টির পর তার মুখ আর একবারও দেখে নাই।”

“দুঃখের বিষয়, তার আর সন্দেহ কি;

আমি এ বিষয়ে হঠাৎ কিছু বলিতে পারিতেছি না। মনে চিন্তা ও বিহারীর সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহা হয় স্থির করিব, এবং পরে আপনাকে যাহা বলিবার তাহা বলিব।”

“ভাল কথা ত! বিহারী ত ঘরের ছেলের মতন, সে তাকে ছেলেবেলা পড়িয়েছিল; পূর্ণ তার কথা অবশ্য শুনতে পারে, তাকে একবার কলিকাতায় পাঠায়ে দেও না, না হয় এক খান পত্র লিখতে বল না।”

“আপনাকে আমাকে কি সে কথা শিখাতে হবে? আমি বিহারীকে দিয়া দশ খান পত্র লিখাইয়াছি, তাহাতে এক খানারও উত্তর পাই নাই। এনিমিত্ত সে বড় বিরক্ত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু সে বিরক্তে এসে যায় না। এ পরিবারের প্রতি তাহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা আছে, আর পূর্ণকে সে বড় স্নেহ করে; তাহা হইতে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইলে সে শতেক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহা করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে পাঠাইলে আর কিছু হইতে পারে না।”

“এ কথা কেন বলছ, যে এখন পেলে কিছু হতে পারে না?” “আমি যখন স্বয়ং সাধ্যসাধনা করিয়া পারি নাই, তখন কি রিহারী পারিবে? পূর্ণবিহারীকে মান্য করে বটে, কিন্তু আমা অপেক্ষা অধিক মান্য ও ভক্তি করে না। আপনকার নিকট সকল কথা বলা উচিত বিবেচনা করিনা, তাহার যে ভাব দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে তাহাকে সহজে আনা যাইবে না। সে এক্ষণে নিতান্ত বিলাসভোগী হইয়াছে, পল্লিগ্রামে আসিলে অভিলষিত বিলাস প্রাপ্ত হইবে না। এই নিমিত্ত সে বাটী আসিতে চাহে না। তাহাকে কলে কৌশলে আনিতে হইবে। অদ্য আমি বিদায় হই, পরে যাহা স্থির হয়, আপনাকে সম্বাদ দিব।”

“আচ্ছা তাই কর। এই দেখ সমুখে স্বরস্বতী পূজা আসছে। পুরাতন নিয়মানুসারে যে প্রকারে হউক এক প্রকার দেবীর পদে বিল্ব গঙ্গা জল দিয়া অর্চ্চনা করিয়া সকলকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করা যাইবে, না দেখ, যে আমাদের আমোদ প্রমোদের মূল, সে কোথায় রইল। আমাদিগের এ অঞ্চলে অন্য কোন স্থানে এ পূজা হয় না, অতএব সকল ভদ্র লোক এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাদের অভ্যর্থনা ও ও সমাদার করবে, তাদের লয়ে আহ্লাদ আমোদ করবে, না কোথায় বিদেশে পড়িয়া রইল। লোকেই বা কি বিবেচনা করবে, যে ক্রিয়া কলাপের সময় বাটীর কর্ত্তার মুখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই দেখ স্বর্গীয় কর্ত্তার নিয়মানুসারে জেলার সাহেব সুবাদের নিমন্ত্রণ করে আনা হবে, সে কোথা এখানে থেকে তাঁদের সম্মান সমাদর করবে, তাঁদের সহিত আলাপ পরচয় করবে, না সে কলিকাতায় মগ্ন হয়ে রইল? আমার একং বার এই বোধ হয় যে তাকে ইংরেজি লেখা পড়া না শিখালেই হত। ইংরেজি লেখা পড়ারই বা কি দোষ দিব; তুমিও ত শিখেছ, বিহারীও শিখেছে, কৈ তোমরা ত তার মতন বিগড়াও নাই? তবে বোধ করি আমারই অদৃষ্টে এই প্রকার হয়েছে।

অনেক সাধ করে ছিলুম, পূর্ণ পৈত্রিক মান মর্য্যেদা রক্ষা করে সমাজের মধ্যে এক জন গন্য লোক হবে, সুখে গৃহ সংসার করবে, এবং আমি তার পুত্র কন্যার মুখ দেখে স্বর্গীয় কর্ত্তার পরলোক প্রাপ্তির শোক বিস্মরণ হব। কিন্তু এখন যে প্রকার গতিক দেখছি, তাতে বোধ হচ্ছে, আমার আশায় বিধাতা ছাই দিলেন। সে কথা এখন আর কইলে, কি ফল হবে, মনের দুঃখ মনেই রাখা যাক। সে ত নিশ্চিন্ত হয়ে রইল। সকল কর্ম্ম কার্য্যের ভার তোমার উপর, আর আমার উপর। আমি বাটীর ভিতরের তাবৎ দেখব, তুমি বাহিবের সকল তত্ত্বাবধারণ করও, দেখও যেন কিছুই ত্রুটি না হয়। ব্যয়ের জন্য কিছু কুণ্ঠিত হইও না, এক্ষণ সে বিষয় অধিক চিন্তার আবশ্যক নাই। এই ব্যাপার সমাধা হলে পর পূর্ণের বিষয়ে যাহা করবার তা ঠিক কর। তার পর এক দিনও বিলম্ব করা উচিত নয়।"

"আপনি তাহার জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইবেন না, আমি যাহাতে পারি তাহাকে আনিব। কিন্তু এ কথা বিবেচনা করিতে হইবে, সে নিতান্ত শিশু নহে, যে তাহাকে এক বার ধরিয়া বাঁধিয়া সাধ্য সাধনা করিয়া লইয়া আসিলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। একবার আসিয়া আর বার যাইতে কতক্ষণ— আমার মতে এই প্রকার কোন উপায় করা আবশ্যক, যদ্দারা তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সে বড়, শক্ত কর্ম্ম, কল বলেতে হইতে পারে না, কিছু সময়ের আবশ্যক করে। কি করা কর্ত্তব্য তাহা এখন ধার্য্য করিতে পারি নাই, আপততঃ ত হস্তের কার্য্য টা উর্দ্ধার করি তার পর একটু নিশ্বাস ফেলিবার সময় পাইলে, আমি তাহাতে প্রবৃত্ত হইব। যাহা হউক আপনি ভাবিয়া অনর্থক কষ্ট পাইবেন না, পরমেশ্বরকে ডাকুন, তিনি সকলের নিয়ন্তা, তিনি মন্দ হইতে ভাল করিতে পারেন। কে জানে, পূর্ণের এই চিত্র বিকার হইতে কোন ভাবী মঙ্গল উদ্ভব হইতে পারে? আগত উৎসবের বিষয়ে আপনি বাটীর ভিতরের তদারাক করিতে পারিলে, আমি বাহিরের কার্য্য যত উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে করিতে চেষ্টা পাইব। সকলের আয়োজন করা হইয়াছে, কেবল কলিকাতা হইতে নাচ তামাসা প্রভৃতি আসিবার অপেক্ষা। প্রতি বৎসরে যে প্রকার হইয়া থাকে এ বৎসরেও অবিকল তাহা করিয়াছি। দূরের সকল নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে, আগন্তুকদের বাসা স্থির করা হইয়াছে;. সাহেবদের প্রত্যেকের নিমিত্ত এক এক তাঁবু ও তাহার সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঞ্চিত করা হইয়াছে—আমি ব্যয় জন্য কুণ্ঠিত হই নাই।" "তোমার কথাতে অনেক আশ্বাসিত হইলাম—যা করেন মধুসূদন! দেখ সকল যেন ভালরূপে নির্ব্বাহ হয় —কোন নিন্দা না হয়।"

——

২ অধ্যায়।

হরিশপুর।

পাঠকগণ, পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে কথোপ-

কখন পাঠ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারা অবশ্যই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন। আমরা এক্ষণে তাঁহাদিগের কৌতূহল তৃপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে সৎ কুলস্ত্রী ও আঢ্যা মহিলার উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি হরিশপুরের মৃত জমিদার বাবু হরিশ্চন্দ্রের বনিতা। তাঁহার স্বামীর পরলোক প্রাপ্তির পর পুত্রের অপ্রাপ্ত বয়স বশতঃ, তিনি সকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার এই ভরসা ছিল যে পুত্র বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া কৃতবিদ্য হইলে, কার্য্য কর্ম্ম হইতে অবসর হইয়া, ধর্ম্ম কর্ম্মে বিশেষ মনোনিবেশ করিবেন। তাঁহার আশা পরিপূর্ণ হইবার কত দূর সম্ভাবনা, তাহা পাঠকবর্গ পূর্ব্ব অধ্যায়েই জানিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে সে কথার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, পরে যথা স্থানে আলোচিত হইবে। হরিশ্চন্দ্র বাবুর পরিবার পুরাতন পরিবার এবং কুলে শীলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। মহম্মদীয়দিগের আধিপত্য সময় অবধি তাঁহারা বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের অধীনে পুরুষানুক্রমে উচ্চ পদস্থ কার্য্য করিয়া প্রভূত ধন সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বিষয় কর্ম্ম ক্রমাগত সুবিবেচনা দ্বারা সম্পাদিত হওয়াতে উত্তর২ শ্রী বৃদ্ধিই হইয়াছিল। এই কালে তৎ প্রদেশে তাঁহাদের সমান ধনাঢ্য কেহ ছিল না। বাঁকুড়া জেলার উত্তর সীমায় রাণীগঞ্জ হইতে দশ ক্রোশ পশ্চিমে হরিশপুর স্থিত। হরিশপুরের পশ্চিমদিগে চার পাঁচ দিনের পথ ব্যাপিয়া সকলই হরিশ বাবুদের এলেকা। হরিশপুর একটী গণ্ড গ্রাম, কিম্বা একটী ক্ষুদ্র নগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রামটী বড় মনোহর। পশ্চিমে রাণীগঞ্জের পাহাড় সকল ঘন মেঘ মালার স্বরূপ সতত দৃশ্যমান হয়, আর তিন দিকে শাল, পিয়াল, ও মৌল বনের লোচন-তৃপ্তিকর দৃশ্যে নিতান্ত নিরস মনও হর্ষোৎফুল্লিত হয়।

গ্রামটীতে দক্ষিণ দিক হইতে প্রবেশ করিতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে প্রথমেই দুইটী প্রাচীন বট-বৃক্ষ প্রাকৃতিক মুক্ত তোরণের ন্যায় স্থিত রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ দূর গমন করিলেই শত বিঘা ব্যাপৃত এক বৃহৎ দীর্ঘী দেখা যায়, তাহার পাড় প্রায় পাহাড় সমান উচ্চ, এবং তাহারই বা কি চমৎকার শোভা। নানা বিধ তরুলতা ও শর বন তদুপরি উদ্ভব হওয়াতে, পাড় গুলি যেন হরিদ্বর্ণ উপপাহাড়ের মত বোধ হয়। তাহার সন্নিকট ও তদুপরি পালে২ গো, মেষ, ছাগ ইত্যাদি চরে এবং লম্ফ ঝম্ফ করিয়া কেলি করিয়া থাকে। ঐ প্রশস্থ পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে দুই পার্শ্বে নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদের কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে প্রকৃত গ্রামের আরম্ভ। উক্ত কুটীর শ্রেণী পার হইলে পর, পথের পূর্ব্ব পার্শ্বে বাজার ও অপর পার্শ্বে অতিথিশালা দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামস্থ লোকেরা ইহাকে চোক বলিয়া থাকে, যদিচ ইহা দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বা বারানশীর, কি বড় বাজারের চোকের মতন নয়, তথাচ গ্রামবাসীদিগকে তন্নিমিত্ত আত্মশ্লাঘী বলা যাইতে পারে না। হরিশপুর যেমন স্থান, চোকও তদ্রূপযুক্ত। চোকটী পাকা, এক খণ্ড ।০

কিম্বা ।৫ কাঠা চতুষ্কোন ভূমির চারি দিকে একং শ্রেণী এক তালা ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বাটীর একং গৃহে নানা বিধ সামগ্রী বিক্রয়ার্থে সজ্জিত থাকে। মোদকের দোকানে, পূরি কচুরি, জিলেবি মণ্ডা মিঠাই থাকেং বারকস, থালা ইত্যাদিতে সাজান থাকে। তৎপার্শ্বেই আর এক দোকানে ধামা ধামা মুড়ী, মুড়কী, ও বারকসং বাতাসা ইত্যাদি বিক্রীত হয়। গ্রামের ছেলে পিলেরা এক আদটা পয়সা পাইলে এই দিকেই আকর্ষিত হয়, এবং বৃদ্ধরাও যাইবার সময় শূন্য ট্যাঁক না হইলে, দুই এক আনার মিষ্টান্ন লইয়া গৃহে যান। এই স্থানে গ্রামবাসীদিগের উপযোগী সকল সামগ্রীই পাওয়া যায়। মাছ, তরকারি, পান, সুপারি, বাসন, কাপড়, সূচ, সূতা, বিলাতী দেশলাই ইত্যাদি তাবৎ সামগ্রী মিলে। সামান্য বাজার প্রত্যহই হয়, কিন্তু শনি মঙ্গলবারে নিকটবর্ত্তী স্থান সমুহ হইতে ক্রেতা ও বিক্রেতা সমাগত হওয়াতে, বাজার বিশেষ রূপে জমকাইয়া থাকে।

তৎপরে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত পথের দুই ধারে গৃহস্থদিগের বাটী দেখা যায়। হরিশপুরে সঙ্গতিপন্ন লোকের নিতান্ত অভাব নাই, তন্নিমিত্ত মধ্যেং দুই দশখানা কোটা বাড়িও দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যেং ইতঃস্তত একংটা শিব মন্দির ও এক একটা পুষ্করিণী থাকায় ঐ স্থানের শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার পর আনুমানিক এক পোয়া পথ পর্য্যন্ত দুই পার্শ্বে দুই বিস্তারিত ক্ষেত্র স্থিত। ক্ষেত্রের প্রান্তে জমিদার বাবুদিগের বসত বাটী। বাটীর চতুর্দ্দিকে গড়খাই। এই পরিখা বিলক্ষণ গভীর, এবং তথায় স্থানেং পদ্ম ইত্যাদি জলজাত পুষ্প ভাসমান থাকাতে, দেখিতে বড় সুন্দর বোধ হয়। গড়খাইয়ের উপর চারটী সেতু আছে, তদ্দ্বারা বাটীতে প্রবেশ করা যায়। তৎপরে এক উচ্চ প্রাচীর বাড়িটীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; প্রাচীরের মধ্যেং বরুজে কামান পাতা। চার সেতুর উপর চারটী ফাটক, পূর্ব্ব পশ্চিমের ফাটক সচরাচর বন্ধ থাকে, উত্তর দক্ষিণের ফাটক অনবরত মুক্ত। ইদানী প্রাচীর, পরিখা, কামান ইত্যাদির দ্বারা ধন সম্পত্তি রক্ষা করার আবশ্যক করে না। একারণ এই সকল অগত্যা বাহুল্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু পুরাকালে এই সকল অত্যাবশ্যক ছিল। মাঝেং বর্গির হাঙ্গাম হইত, ইহা ব্যতীত ডাকাইতের উৎপাত সর্ব্বদা ঘটিত। বঙ্গদেশের মধ্যে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, এই তিন জেলার উপর তাহাদের অধিক অত্যাচার হইত। এ কারণ ধনিলোকেরা আত্ম রক্ষার নিমিত্ত এই প্রকার করিতেন। চার ফাটকের নিকটবর্ত্তী প্রহরীদিগের আবাস গৃহ। দক্ষিণ ফাটকে প্রহরীদের আবাস গৃহ অতিক্রম করিলে পর, বাবুদিগের দেবালয় দৃশ্য হয়। পথের দুই ধারে ছয়টী করিয়া দ্বাদশ শিব মন্দির। এই মন্দির গুলি উদ্যানের মধ্যস্থিত। উদ্যানে দেশীয় সমস্ত ফুলই বিরাজ করিতেছে। জাঁতি, জুই, গোলাব, বেল, গাঁদা, কৃষ্ণকলি, মল্লিকা ইত্যাদি সুচারুরূপে রোপিত। যথা যোগ্য স্থানে জবা, কামিনী, চম্পক

বৃক্ষও বিকশিত-পুষ্প-শোভিত মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। শিব শ্রীফলের বড় ভক্ত, এ কারণ দুই একটা বিল্ব বৃক্ষ ও ইতস্ততঃ রহিয়াছে। দেবালয় ও তৎসন্নিদ্ধ উদ্যান পার হইলে পর, আর একটী দীঘী দেখিতে পাওয়া যায়, এ দীর্ঘীটীর পাড়ও অত্যুচ্চ, তাহার উপরে তাল বৃক্ষ রোপিত। আর কিঞ্চিৎ দূর গমন করিলে, বাবুদিগের বসত বাটীতে উপনীত হওয়া যায়। বসত বাটী অতি বৃহৎ, পাঁচ মহল, সেকেলে ধরণে নির্ম্মিত, জানালা দরজা বড় বড় নহে। নব্য চক্ষুতে দেখিলে, ও নব্য২ অট্টালিকার সহিত তুলনা করিলে, তাহার সৌন্দর্য্যের কিছু হ্রাস হইতে পারে যথার্থ বটে, কিন্তু ইহাতে আর একটী কথা আছে। সৌন্দর্য্যের বিবেচনা করিতে হইলে কেবল ভৌতিক চাকচক্য ও সুখ সচ্ছন্দতা লইয়া আলোচনা করা বিধেয় নহে, তৎসন্নিষ্ট অন্য২ মানসিক আনুষঙ্গ আছে, তাহাও বিবেচ্য। এই সকল মানসিক আনুষঙ্গের মধ্যে প্রাচীনত্ব একটী প্রধান। মানসিক সংযোগ দ্বারা প্রাচীনত্ব শোভাবৰ্দ্ধিকর হইয়া উঠে। বাড়ীটী এই ভাবে দৃষ্টি করিলে, তাহা যে অতি মনোরম্য বোধ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তদ্ব্যতীত বাস্তবিক তাহাতে কোন নিতান্ত অসুখের কারণ নাই। প্রথম মহল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাহাতে বাবুদিগের পরিচারক ও অনুগত লোকেরা বাস করে; সে মহলটী দোতালা ও চোকমিলন। দ্বিতীয় মহলটী তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেটীও দোতালা ও চোকমিলন, সেইটী কার্য্য কর্ম্মের বাটী। তৃতীয়টী সর্ব্বাপেক্ষা পরিপাটি, এইটী বাবুদিগের বৈঠকখানা ও পূজার বাটী। পূজা ইত্যাদির সময়ে এই বাটীতে পূজা ও নৃত্য গীতাদি হইয়া থাকে। এই মহলটী আকবর পাদসাহের সময়ের প্রচলিত প্রণালীতে সজ্জিত। এক্ষণে যেপ্রকার ইংরেজদিগের সহবাসে নব্য বাঙ্গালি বাবুরা ইংরেজদিগের আচার ব্যবহারের অনুকারী হইয়াছেন, তৎকালের লোকেরা মহাম্মদীয়দের সাহিত্যাদি পাঠ ও তাহাদের সহিত সহবাসে মহম্মদীয় আচার ব্যবহার প্রিয় হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালের প্রচলিত ঝাড় লেন্টান ছবি ইত্যাদির দ্বারা গৃহগুলি শোভিত। চতুর্থ মহলটী অন্তঃপুর। পঞ্চমটী ভাঁড়ার ও রন্ধন শালা, এই মহলটী একতালা। তৎপরে খিড়কীর পুষ্করিণী ও উদ্যান। এই পুষ্করিণী ও উদ্যান একটী স্বতন্ত্র প্রাচীরে বেষ্টিত; তথায় অন্তঃপুরস্থ কামিনীরা স্নান বিহার করিয়া থাকেন।

বাটীর বাহিরে অপর্য্যাপ্ত ভূমি; বাটীর সম্মুখস্থ ভূমিতে পুষ্প উদ্যান। সযত্নে রক্ষিত নানবিধ ফুলের কেয়ারি, তন্মধ্যস্থিত পুষ্পিত লতামণ্ডপে, স্থানটী অত্যন্ত রম্য বোধ হয়। দূরবর্ত্তী স্থলে অন্যবিধ বৃক্ষ রোপিত; ক্ষীণকায় দীর্ঘ২ সৈন্য শ্রেণীর মতন গুবাক বৃক্ষ অনেক স্থান ব্যাপিয়া সারি২ দণ্ডায়মান রহিয়াছে; অন্য২ স্থানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুদৃশ্য উপাদেয় ফল বৃক্ষও রহিয়াছে; মধ্যে২ এক২টা বৃক্ষ ছাঁটা হওয়াতে নৈবিদ্যের উপরের সন্দেশের মতন চূড়াকৃতি ধারণ করিয়া রহিয়াছে; ইতস্ততঃ এক২টা দীঘীও থাকাতে ঐ স্থানের

শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। ফল বৃক্ষের উদ্যান অতিক্রম করিলে নানাবিধ বন দেখিতে পাওয়া যায়। শাল বন, পিয়াল বন, মধু বন, ইত্যাদিতে গড়ের এক দিক যেন প্রকৃত বন বোধ হয়। এই বৃক্ষ গুলি যখন পুষ্পিত হয় তখন কি আনন্দের সময়! আকাশ-ভেদী শালের পীত পুষ্প, এবং তদপেক্ষা নম্র মৌলের শুভ্র মোম নির্ম্মিতবৎ পুষ্পের কি চিত্ত অপহারিণী শোভা! মৌল পুষ্পের কি মধুর সৌরভ! আবার এই বন মধ্যে পোষিত যে সকল হরিণ ঝাঁকে২ বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তদ্দ্বারা দর্শকগণের চক্ষুতে ঐ স্থানের মনোরম্যতা কতই না বৃদ্ধি হয়!

এই বনের প্রান্তভাগে বাবুদিগের পশ্বালয়; এইটী লম্বা এক সারি এক তালা গৃহ, বাহনোপযোগী পশু ব্যতীত অন্য২ নানাবিধ পশুও রহিয়াছে। নানাবিধ অশ্ব—আরবের অশ্ব হইতে দেশীয় টাট্টু পর্য্যন্ত—তথায় রহিয়াছে; বাবুদের নিজের ব্যবহারের জন্য উত্তম২ অশ্ব গুলি, এবং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট গুলি তাঁহাদের কর্ম্মচারিদের নিমিত্ত। চার পাঁচটী হস্তীও রহিয়াছে; প্রাতে কাছারির সময় হস্তী ও অশ্ব গুলি সজ্জিত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান থাকে। ইহা ব্যতীত গাভী, বলদ, মহিষ, মহিষীর অভাব নাই; ইহাদের দ্বারা গার্হস্থ কর্ম্মের অনেক উপকার হয়। পল্লি গ্রামে মহা মহা ধনী লোকেরাও সাংসারিক প্রয়োজনোপযোগী সামগ্রীর নিমিত্ত এই সকল পশু পালেন; চাষ বাষের ও দুগ্ধ ঘৃতের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এই সকল পশু রাখিতে হয়। হরিণ ইত্যাদি পশু কেবল শোভার জন্য।

সময় অভিনব বস্তুকে পুরাতন করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য সময়েই আবার নবীনত্ব উদ্ভব করে। এক সময়ে পুরাতন পদ্ধতি নূতন ছিল, কিন্তু কাল ক্রমে তাহা প্রাচীন হইল, সময়েতেই আবার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হয়। হরিশ বাবু দিগের বহুকাল স্থাপিত ও পুরুষ পরম্পরাগত পদ্ধতি কাল সহকারে কিঞ্চিৎ আলোড়িত হইয়াছিল। যদিচ হরিশ বাবু ইংরেজি বিদ্যায় শিক্ষিত কৃতবিদ্য যুবকের মধ্যে গণ্য ছিলেন না, তথাচ তিনি কালের ক্রম অবরোধ করিতে পারেন নাই। কার্য্য কর্ম্ম উপলক্ষে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন, এবং তথাকার নূতন পদ্ধতি দেখিয়া তাঁহার মন বিমোহিত হইয়াছিল। তাহার পর আবার দুই চার জন কলিকাতাবাসী বন্ধুতে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ করাতে, তিনি তাঁহাদের পরামর্শ গ্রাহ্য করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে নূতন পদ্ধতির অনুগামী হইতে স্বীকার করিয়াছিলেন। এই পরামর্শানুযায়ী পথের পূর্ব্ব পার্শ্বের শিব মন্দির গুলির পূর্ব্বে নূতন প্রণালীতে একটী বৈঠক খানা বাটী আর এক বাগান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না; পরিপাটী বৈঠক খানা ও বাগান শীঘ্রই নির্ম্মিত হইল। বাগান বাটী নির্ম্মিত হইলে পর তাহার সজ্জার প্রয়োজন হইল। লৌহ বর্ত্মের প্রভাবে তাহার আয়োজন করাও দুরূহ হয় নাই। কলি-

কাতার অশ্লর, লেজারস কোম্পানি প্রভৃতি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবা মাত্র তাঁহার বৈঠক খানা সজ্জিত করিয়া দিয়াছিল। নূতনত্বের ইচ্ছা এক বার প্রবল হইলে, তাহা ক্রমাগত উত্তেজিত হইতে থাকে। মৃত হরিশ বাবু কেবল ভৌতিক নবীনত্বে সন্তুষ্ট হন নাই; মানসিক নবীনত্ব সাধনেও রত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি ইস্কুল, পুস্তক ও ঔষধালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নূতনের পুরাতন অপেক্ষা অধিক তেজ। চৌবাড়ী, পাঠশালা, মস্তক অবনত করিতে আরম্ভ করিল, ইস্কুল, ইত্যাদি ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল।

৩ অধ্যায়।

আয়োজন।

গৃহিনীর সহিত কথা বার্ত্তা হইলে পর সেই দিন অমনি গত হইল। পর দিন প্রাতে মহানন্দ বাবু পূজার আয়োজনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। রাম বল্লভকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে রাম বল্লভ, পূজার কায কর্ম্ম সকল হইয়াছে ত?"

"আজ্ঞা হাঁ, আমার যে সকল কাজ সে সবই হয়েছে; কলি ফিরান হলে পরই আমি বৈটক খানা, দেওয়ান খানার ঝাড় লেণ্ঠান ছবি খাটাইয়া, ফরাস পাতিয়া সকল প্রস্তুত করেছি, আর যা যৎকিঞ্চিৎ২ বাকি আছে, তা এই দুই দিনের মধ্যেই সাঙ্গ করিব। মহাশয়, নূতন বৈটক খানার কথা বলিতে পারি না, সে আমার জিম্মা নহে। আর আমরা পুরাণ লোক, আমাদের ও সব ভাল লাগে না; কর্ত্তা মহাশয় থেকে২ শেষ কালটা একটা কি আবার করিয়া বসিলেন। মহাশয়, নূতনের চকমকই সার, ও গুল কেবল ফঙ্গবাহিনে জিনিস। পুরাতন একটা ঝাড়ের দাম দশ হাজার টাকা, অত টাকা হলে এখনকার বাবুদের দশটা বৈটক খানা সাজান হয়ে যায়।"

"কেন হে রাম বল্লভ, নূতনের উপর এত চটা কেন, নূতন সামগ্রীর মধ্যেও অনেক বহুমূল্য সামগ্রী আছে। সামগ্রী কি মহামূল্য হওয়া ভাল, তাহা হইলে অনেকে, তাহা ব্যবহার করিতে পারে না; জিনিস পত্র সুলভ আবার এদিকে ভাল হইলেই ভাল। একটা বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া তোমায় বুঝাইয়া দিতেছি। এই দেখ, সে কালে সঙ্গতিপন্ন লোকেতেও এমন কাপড় পরিত যে তাহা হাঁটুর নিচে নামিত না, এখন দেখ বিলাতী কাপড় সুলভ হওয়াতে অপর সাধারণে ভাল২ কাপড় পরিতে পারিতেছে।"

"মহাশয়, ভাল কথাইত বল্লেন, তাতে আবার কি ভাল হোয়েছে; উপকারের মধ্যে এই হয়েছে যে মুড়ি মিছরির এক দর হয়েছে। ক্ষমা করুন; মহাশয়, আমায় আর ও কথা বলবেন না, দেখে২ প্রাণটা গেল; আমাদের সময়ে মহাশয় ছেলে পিলেরা যদি এক খান নয় হাতি ধুতি কোঁচা করিয়া পরিতে পারিত, এক যোড়া গ্রাম নির্ম্মিত চটি পায়ে দিত, সিক্কিতে গোটা কতক ফুল গুঁজিত, এক খান দোবজা কোঁচাইয়া কাঁদে ফেলিতে পারিত, তাহা হলেই সে ফুল বাবু হইত। ও মহাশয়, এখন কি আর সে কাল আছে, 'সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।' এখন কার ছেলেদের মশমশে

বারনিস করা কালা বুট চাই, বড়২ সরু ধুতি চাই যে কোঁচা ভুঁয়ে লুটিয়া যায়, দেখে ঘৃণা করে, শুয়রের চরবির মতন কি মাথায় লেপে চুলটা টেরি করা চাই, বালিসের খোলের মতন পা পর্য্যন্ত একটা পিরাণ চাই; চাদর এক খান গায়ে দেওয়া কি কান্দে ফেলা সে রেওয়াজ উঠে গেছে, বামুন সজ্জন দেখলে প্রণাম করা নাই; আর মহাশয় হাড় কালি হয়ে গেল, এখন মরণটা হলেই বাঁচি।”

“রাম বল্লভ, বল কি, তোমার কথা শুনে আমার যে ভয় পায়; তুমি যে কথা গুলি বল্লে, তাহার অনেক গুলি যে আমাতেও খাটে; আমাকেও, তুমি নব্য দলের মধ্যে ফেল না কি?”

“আজ্ঞা ভয়ে কইব না, নির্ভয়ে কইব; কসুর মাপ করেন ত বলি; আপনি বড় শিয়ান, আপনার দুই নৌকায় পা; ও টা বড় ভাল না, মহাশয়, ওতে একুল ওকুল দুই কুলই যায়।”

“হাঁ হে রামবল্লভ, যা বলিলে তা ঠিক, কিন্তু কি করি, যেমন কাল সেই প্রকার না ব্যবহার করিলে চলে কি; আমায় দুই দলই বজায় রাখিতে হইয়াছে, পৃথিবীর গতিকই এই। এই প্রকার বাঁচিয়ে না চলিলে কি চলে; সে কেলেদের দলে একেবারে মিশিলে চলে কি; আবার পূর্ণ নব্যদিগের সহিত একেবারে মিশা হইতে পারে না। সে কেলেদের দলভুক্ত হইলে অনেক নব্য২ সুখ স্বচ্ছন্দতা ছাড়িয়া দিতে হয়, নব্যদিগেরও সহিত মিশ্রিত হইলে আবার গুরু গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, কাযে২ ডুবে ডুবে জল খাই, শিবের বাবাও টের পায় না।”

“মহাশয় তা কি বলেন, “চোরের দশ দিন, সাধের এক দিন।”

“হাঁ হাঁ তা বটে, তা বটে, সে যাউক, এখন কারকুনকে একবার ডাক দেখি, এইদিকের ব্যাপারটা দেখা যাউক।”

কারকুন আসিয়া কহিল ঃ—

“আজ্ঞা, আপনি কি আমায় ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন?”

“হাঁ হে, তোমার চুলের টিকি দেখি য়ে দেখতে পাওয়া ভার, এ দিকের সব তবে কি করিলে বল দেখি?”

“আজ্ঞা, যা যা আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা সকলই প্রায় হয়েছে; গড়ের ভিতর বাহির যে যে স্থান পরিস্কার করিবার সে সব পরিস্কার হইয়াছে, গ্রামের আরম্ভ হইতে গড়ের ফাটক পর্য্যন্ত খুঁটি পুঁতিয়া ল্যান্টান খাটান হইয়াছে; এবং আলো জ্বালাইবার নিমিত্ত এক২ জন ফরাস নিযুক্ত করা হইয়াছে। গ্রামে প্রবেশ করিতে যে দুই বট বৃক্ষ তাহা আপাদ মস্তক লম্প দিয়া সাজান হইয়াছে, কেবল গড়ের কয়টী ফাটক বাকি আছে, তাহা আজই সাঙ্গ করিব।”

“আচ্ছা বেস করেছ: দেখ যেন কাযের সময় কোন ব্যাঘাত না হয়; আর এ সকলে মন লাগে না, যার কায সেই ঘরে নাই, কাহার জন্য এত করে মরি।”

“আজ্ঞা, তা বটেই ত, যিনি সকলের মালিক, যিনি সকলকে লইয়া আহ্লাদ আমোদ করিবেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে বড় ক্ষুব্ধ হইতে হয় বৈ কি। আমার প্রতি আর কিছু আজ্ঞা থাকে ত বলুন।”

"না, তোমাকে আর কিছু বলিবার নাই; বাটীর সকল কার্য্যের ভার বরদার উপর অর্পন করা হইয়াছে না; তাহাকে দেখিতে পাও ত একবার পাঠাইয়া দেও।"

"যে আজ্ঞা।"

বরদাকে আসিতে দেখিয়া মহানন্দ বাবু সম্বোধন করিয়া কহিলেন "কি হে বরদা, কেমন, কায কর্ম্ম সব সাঙ্গ হল?"

"আজ্ঞা, ইহার মধ্যে সাঙ্গের কথা কি বলিতেছেন, অর্দ্ধেকও সমাধা করিতে পারি নাই, তবে ভয় কিছু নাই, এখন হাতে দুই দিন আছে, ইহার মধ্যে সকল সারিতে পারিব।"

"সে কি হে, তুমি দেখিতেছি কাযের ব্যাঘাত করিবে; কি করিয়াছ, তা বল দেখি।"

"আমি প্রাণ পণে করিয়াছি; চার জনের কর্ম্ম একলা করিতে হইলে কাযেং বিলম্ব হয়; মহাশয় ঠাকুরটা সাজান কি কম লটখটির কর্ম্ম, দুই দিন অনবরত তাহাতে লাগিয়া তাহা সাঙ্গ করিয়াছি। আজ চাঁদোয়া খাটাইয়া, দালান, উঠান ও বাটীর অন্যং স্থানে ঝাড় ল্যাণ্ঠান খাটাইব; আজ শেষ করিতে না পারি, কাল সকল শেষ করিব।"

"দেখ যেন, সময় কালে ব্যাঘাত ঘটে না। ভাল কথা মনে পড়িল, এবার এক প্রকার কিছু নূতন করিলে হয় না। আমি এই মনে করিয়াছি, কতকগুলি জেলে ডিঙ্গি সংগ্রহ করিয়া সেই গুলি গড়খাইয়ে ও বড় দীঘীতে ভাষাইয়া, তাহাদের উপর আলো জ্বালিলে দেখিতে বড় সুন্দর হইবে।"

"আজ্ঞা, হা তা হবে বটে, কিন্তু এত জেলে ডিঙ্গি কোথা হইতে সংগ্রহ হইতে পারে।"

"সে কি হে, এত সহজ ব্যাপারে হতবুদ্ধির মতন হও কেন; যা দুই দশ খান আছে, তাহা ব্যতীত যাহা প্রয়োজন, প্রস্তুত করিয়া ফেল না; বনে তাল বৃক্ষের অভাব নাই। আজ কাল গ্রামে লোকের ও অভাব নাই। তালের গুড়ি গুল কাটিয়া জলে ভাষাইতে পারিলেই হইল; তাহার উপর মানুষও চড়িতে যাইবে না, কিছু নহে, কেবল সেই গুলা জলে সাজাইয়া তাহার উপর আলো দেওয়া মাত্র। একবার আমায় কার্য্য বশতঃ মুরশিদাবাদে যাইতে হইয়াছিল, সেই সময়ে সেই স্থানে একটা উৎসব ছিল, তাহাকে ডেরা ভাষান কহে। মুরশিদাবাদ গঙ্গা নদীর উপরে এই পর্ব্ব উপলক্ষে তন্নগরবাসী লোকেরা নৌকায় আরোহণ করিয়া আপনং নৌকা দীপ মালায় সজ্জিত করে ও অন্যং নানাবিধ উপায়ে নদীর উপর রোষনাই করিয়া থাকে।"

"কল্পনা ভাল, আপনি যেমন আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই করা যাইবে।"

"আচ্ছা, তবে, এভার তোমার; যাহা যাহা ভারী কর্ম্ম তাহার বিষয়ই এখনও অনুসন্ধান করা হয় নাই। পূজা উপলক্ষে কিছু কম ত দশ সহস্র লোক সমবেত হইবে, ইহাদের আহারের আয়োজন করা ত সামান্য ব্যাপার নহে; এ ভারটা নারয়ণের প্রতি অর্পণ করিয়াছি। সে সব কায সমাধা করিয়াছে, তাহা কি জান।"

"আজ্ঞা, আমি তাহা ত বলিতে পারিলাম না; আমি তাহাকে আপনকার নিকট পাঠাইয়া দিতেছি।"

বরদা নারায়ণের অন্বেষণে দপ্তর খানায় গমন করিলেন, এবং তথায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর, এই প্রকার কথোপকথন আরম্ভ করিলেন; "কেমন হে নারায়ণ, এবার তোমার পোয়া বার দেখিতে পাইতেছি; কেনা বেচার সমুদয়ের ভারটা তোমার উপর পড়িয়াছে; এবার বেস দশ টাকা রোজগার করিবে; আমরা কেবল খেটেং মরিলাম, আমাদের ভাগ্যে বাটী পরিষ্কার করা আর ঝাড় ল্যাণ্ঠান খাটান য়াছে; একটী পয়সাও লাভ নাই, কেবল পরিশ্রমই সার।"

"না ভাই, তোমাদের এত দুঃখ করা ভাল নহে; তোমরা ত ভাই সমস্ত বৎসর বিলক্ষণ দশ টাকা উপরি পাইয়া থাক। কাছারিতে যে আইসে সে তোমাদিগকে এক আধ শিকি দক্ষিণা না দিয়া বাহির হইতে পারে না; আমি নকল নবিস বৈত না, আমার মুখ পানে কেহ চাহে না। আমি সম্বৎসর তীর্থের কাকের মতন চাহিয়া থাকি। পূজাটা পার্ব্বণটা হইলে আমার ভাগ্যে দুই একটা উপরি লাভের সুযোগ হইয়া উঠে।"

"না হে, তোমার রোজগার হইতেছে বলিয়া দুঃখ করি নাই; বলি এবারে আমাদের কিছু হইল না। মহানন্দ বাবু তোমায় ডাকছেন; কায কর্ম্ম কি সমাধা করিতে পারিয়াছ?"

"হাঁ প্রায় সকল সমাধা করিয়াছি; আমি তবে একবার তাঁহার নিকট যাই, কি বলেন শুনিয়া আসি।"

"হাঁ তাই যাও; আমিও তোমায় সেই কথা বলিতে আসিয়াছি"

নারায়ণ মহানন্দ বাবুর নিকট গমন করিয়া করযোড় করিয়া দণ্ডায়মান হইলে পর, তিনি তাহাকে বলিলেন;—"আর ত পূজার দিন নাই, কেনা বেচা সকল হইয়াছে কি না।"

"আজ্ঞা না, সকল হয় নাই; দশ হাজার লোকের আহারের আয়োজন করা কি সামান্য কথা; মিঠাই সন্দেশ ইত্যাদি সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিয়াছি। ব্রাহ্মণেরা ও ময়রারা ভিয়ান আরম্ভ করিয়াছে; চাউল প্রস্তুত হইয়াছে; দধি দুগ্ধের বায়না দিয়া আসিয়াছি, কর্ম্মের সময় সকল উপস্থিত হইবে; কেবল কাঙ্গালি বিদায়ের জলপানের আয়োজন এখন করিতে পারি নাই, তাহা আজ কালের মধ্যে শেষ করিব।"

"ভাল তাই কর; আমাদের আর কিছু কর্ম্ম কি বাকি আছে?"

"আজ্ঞা না, আমাদের যাহাং করিবার সে সকলই হইয়াছে; সাহেব সুবোদের প্রযোজনার্থে যেং সামগ্রী তাহা ত কলিকাতা ও জেলা হইতে আসিবে, সে সকল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। খানসামা ইত্যাদিরা কাল আসিয়া পৌঁছিবে। সকল বিষয় কিঞ্চিৎং অসম্পূর্ণ আছে, তাহা আগত কল্য সমাপ্ত হইবে।"

"তাহা হইলেই ভাল; এখন একটী কর্ম্ম বাকি আছে; নিজ গ্রামে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই; এই ভারটী এক জনকে দেও। আমি নিজে মহুকুমার সকল সরকারি লোক, ও পাদরি সাহে-

বকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিব; তোমরা বাবুর একজন জ্ঞাতি লইয়া অপর সাধারণ সকল স্থানে নিমন্ত্রণ করিও।”

“আচ্ছা, পাদরি সাহেব ও প্রচারককে বৃথা নিমন্ত্রণ করিতেছেন, তাহারা কি আসিতে পারিবে? পূজা উপলক্ষে মেলায় লোক সমবেত হইলে তাহারা অহর্নিশি ভজাইয়া বেড়াইবে, তাহাদের তিলার্দ্ধ সময় থাকিবে না। প্রায় চার বৎসর হইল পাদরি সাহেব, দেশী প্রচারক ও অন্য খ্রীষ্টীয়ানেরা মহুকুমার নিকটে আসিয়া বসতি করিতেছে, তাহাদের কাহাকেও এক বৎসর আসিতে দেখি নাই; আমি শুনিয়াছি তাহারা প্রতিমা পূজাকে বড় দ্বেষ করে, তাহারা তাহার নাম গন্ধে থাকিতে চাহে না।”

“হাঁ, প্রতিমা পূজার দ্বারা ঈশ্বরের অবজ্ঞা করা হয়, এই নিমিত্ত তাহাদের উহার প্রতি বড় দ্বেষ, কিন্তু তাহারা প্রতিমা পূজকদের প্রতি কোন মতে দ্বেষ ভাব ধারণ করে না। প্রতিমা পূজায় কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট না হইয়া অথবা কোন প্রকারে তাহার প্রশ্রয় না করিয়া, প্রতিমা পূজকদের সহিত তাহারা সামাজিক আহ্লাদ আমোদ করিতে অনিচ্ছুক নহে। কেন, গত বার পূজা সাঙ্গ হইলে পর পাদরি সাহেবের মেম সাহেবদিগের তাম্বুতে আসিয়া আহার ও আহ্লাদ আমোদ করিয়াছিলেন।”

“আচ্ছা, তাহা হইতে পারে, আমি তবে তা জানি না; আমিও তাহা মনেং ভাবিতাম, খ্রীষ্টীয়ানদের কাহার সহিত আহার করিলে, কিম্বা বসিয়া আহ্লাদ আমোদ করিলে জাত যাইবার ভয় নাই, তবে কেন তাহারা আমাদের পূজার সময়ে আমাদের সহিত মিশে না?”

“তাহারা জাতি ভ্রষ্ট হইবার ভয় করে না, ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইবার ভয় করে। তাহাদের মতে প্রতিমা পূজা করিলে অথবা প্রতিমা পূজায় মিশ্রিত হইলে পাপ করা হয়। আচ্ছা দেখ নিমন্ত্রণের কার্য্যটা যেন ভুলিও না। আমি একবার বাটীর ভিতর যাইয়া দেখি, তাঁহাদের সকল সমাপ্ত হইয়াছে কি না, এবং কিং প্রয়োজন আছে, তাহা জানিয়া আসি।”

যাজকতা।

হায় রে জগৎ হায় বঞ্চকের দেশ,
এদেশের কথা কি বা কহিব বিশেষ।
কপট যাজক সব এদেশের রাজা,
অবোধ দেশের নর নারীগণ প্রজা।
ধনবান সুবিদ্বান মহাবীর যত,
সকলেই যাজকের কাছে পদানত।
রাজা হয়ে যাজকেরা রাজ্য ভোগ করে,
বহু বিধ কর দিয়া শিষ্য প্রাণে মরে।
নরপতি সেনাপতি কর্ম্মিষ্ঠ প্রধান,
যাজকে না সন্তুষিলে মান নাহি পান।
সম্রাটের বিধি হতে যাজকের বিধি,
সর্ব্বদেশে মহামান্য আছে নিরবধি।
যে সব কল্পিত শাস্ত্র হয়েছে রচনা,
ভণ্ড পুরোহিতদের সকলি বঞ্চনা।
এক দিগে ব্রাহ্মণেরা করে দাগাবাজি,
অন্য দিগে করে সব কাজি কার সাজি।
বুদ্ধি হীন মনুজের চক্ষে ঠুলি দিয়া
ভোগা দিয়ে ধন হরে বাজি দেখাইয়া।
ব্যাধের ফাঁদের ন্যায় পাতিয়া দোকান,
স্থাপিয়াছে কাশী মক্কা নানা তীর্থ স্থান।
দেবালয় যমালয় রূপ এক দিকে,
কবর পিরের স্থান কাল অন্য দিকে।
অবলা সরলা আর মূর্খে তথা ধায়,
মুল্য দিয়া আশীর্ব্বাদ কিনিবারে চায়।
যাজকের দহে পড়ে হাবু ডুবু খায়,
কি উপায়ে পাবে ত্রাণ ভেবে মরে হায়।
গুরু গিরি বলিহারি কাণে ফুঁক দিয়া,
বার্ষিক প্রতি ক্রিয়ায় লয় ভুলাইয়া।
পাছে গুরু শাপ দেন প্রাণে হয় ভয়,
ঘটী বাটী বেচিয়াও তাঁরে দিতে হয়।
পুরোহিত মহাশয় কম বড় নন,
বলেন দ্বাদশ মাসে তেরটী পার্ব্বণ।
দিন গেল কাল এল সকলি অসার,
শ্রাদ্ধ ব্রত করি লহ হবে যদি পার।
মোল্লাজি কোরাণ লয়ে মথণ পড়ান,
আর্ব্বি বলে গোলে মালে অবোধ ভুলান।
দীর্ঘ ফোঁটা পেটমোটা নামাবলী গায়,
কুড়োজালি কাল হাতে গোঁসাইরা ধায়।
বেনে তেলি ধোবা শুঁড়ি মুচি ভুলাইয়া,
হরি বলে টাকা আনে ভড়ং দেখাইয়া।
দরবেস বেশ ধরে যবন ক জনা,
ছলে বলে হিন্দুদের করে গুরু পনা।
মোহন্তরা স্থানে স্থানে হয়ে আকড়া ধারী,
কেহ করে গুরু গিরি কেহ জমীদারী।
ফকির নানক পন্থি রামানুজ আদি,
বুদ্ধি বলে হইয়াছে সবে ধর্ম্মবাদী।
ছদ্মবেশে ধার্ম্মিকের ভাণ করি রয়,
মন সাধে পর ধন ফাঁকি দিয়া লয়।
গুরু হয়ে বসে গিয়ে মস্তক উপরে,
মুর্খ যজমান সব পদ সেবা করে।
এই রূপ নহে বটে ভণ্ড প্রতারক,
আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম মতের যাজক।
সর্ব্ব শাস্ত্র হতে কিন্তু করি আহরণ,
সহজ জ্ঞান ব্রহ্ম জ্ঞান করেন বর্ণন।
পূর্ব্বদেশী শিষ্যদের কাণে মন্ত্র দিয়া,
শিখান পাপের ফল ভুগিবে মরিয়া।
হিন্দু ধর্ম্ম ব্রাহ্ম ধর্ম্ম একত্র করিয়া,
তোষেণ বাঙ্গালী মন খিচুড়ি পাকিয়া।
পাপের অধীন সব রোমী বিপ্রগণ,
ঠিক যেন এদেশের গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্ম রাজ্য যেন তারা কিনিয়া রেখেছে,
তাদের হস্তেতে যেন স্বর্গ চাবি আছে।
লুথরের যদ্যপি না উদয় হইত,
জানি না কো এত দিনে কি দশা ঘটিত।
সত্য বটে প্রটেস্টাণ্ট প্রকৃত ব্রাহ্মণ,
সর্ব্বগুণে গুণান্বিত যেন মহাজন।
তথাচ সকলে নয় নিশ্চয় জেনেছি,
ভ্রান্তি দম্ভ অলসতা সেথা ও দেখেছি।
সত্য মিশনরি কিন্তু নানা স্থলে আছে,
সেই গুণে ভারতের মঙ্গল বাড়িছে।
অতএব নৈরাশ্যের প্রয়োজন নাই,
চল সবে ত্রাতাবর খ্রীষ্ট কাছে যাই।
প্রকৃত যাজক তিনি পতিত পাবন,
তাঁহারি চরণে এস সঁপি দেহ মন।

শ্রীরূপ চাঁদ গুই।

অনুবাদিত ধর্ম্মপুস্তক।

অনেকে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ধর্ম্ম পুস্তক পড়িয়া সন্তোষ লাভ করেন না। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীরা ত করিবেনই, খ্রীষ্ট-ভক্তগণের মধ্যেও বহু সংখ্যক জনগণ বাঙ্গালা ধর্ম্মপুস্তকের রচনা প্রণালীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ২ বাঙ্গালা বাইবেল একবারেই পড়েন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "ভাল লাগে না।" কেহ২ আবার আবশ্যকমতে পুস্তকাদি লিখিবার বা প্রচার করিবার কালে, প্রচলিত অনুবাদ হইতে বচনোদ্ধৃত না করিয়া স্বেচ্ছানুযায়ী অনুবাদ করিয়া কার্য্য সমাধা করেন। ফলতঃ সুশিক্ষিত অসুশিক্ষিত অনেকেই যে বঙ্গভাষায় প্রচলিত অনুবাদিত ধর্ম্ম পুস্তক পাঠে তুষ্টি লাভ করেন না তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আমাদের স্মরণ হয়, "এডুকেশন গেজেটের" সম্ভ্রান্ত সম্পাদক ভূদেব বাবু বঙ্গমিহিরের প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়াই বলিয়াছিলেন, "বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদ পুনরায় হওয়া বিধেয়। এই গ্রন্থের মধ্যে যে সকল মহামূল্য রত্ন নিহিত আছে, কেবল অনুবাদের দোষেই তাহা বাঙ্গালী পাঠকগণের আয়ত্তাধীন হইতে পারে না। প্রত্যুত অনেক স্থলেই হাস্য রসোদ্দীপক হইয়া উঠে। খ্রীষ্ট সম্প্রদায় ভুক্তদের মধ্যে কি এমন কেহ নাই, যিনি কেবল পুণ্যকামনাতেই এই বৃহৎ ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন? পাদরি সাহেবদের হইতে একার্য্য হই-বার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত অধিকার জন্মে না, ইহার কাব্যরস গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন না, এবং কাব্যরস গ্রহণ করিবার শক্তি না থাকিলে বাইবেলের সদৃশ গ্রন্থের প্রকৃত অনুবাদ করা সাধ্যাতীত। বঙ্গমিহিরের সম্পাদক এই পত্রিকা মধ্যে কিঞ্চিৎ২ অনুবাদ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না?" ইহাতে বিলক্ষণ বোধ হয় যে বাঙ্গালা বাইবেল পড়িয়া লোকে আনন্দ লাভ করেন না।

লোকে আনন্দ লাভ করুন আর নাই করুন, আমাদের বিবেচনায়, ধর্ম্মশাস্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ করা সহজ ব্যাপার নহে। আর সেই জন্যই অনুবাদক-দিগের, বিশেষ ধার্ম্মিকবর ডাক্তার ওয়েঙ্গার সাহেবের নিকট আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বোধ হয়, তাঁহারা যত্নশীল না হইলে, বঙ্গভাষায় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করা আপাততঃ অসম্ভব হইত। বাইবেল শাস্ত্রের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে, অভাব পক্ষে পাঁচটী ভাষায় বিশেষ অধিকার থাকা আবশ্যক;—ইব্রীয়, যুনানীয়, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এবং ইংরাজী অথবা জর্ম্মান। প্রথ-মোক্ত ভাষাদ্বয়ে বাইবেল রচিত, সুতরাং জানা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। সংস্কৃত না জানিলে বাঙ্গালা রচনাশুদ্ধি সম্ভবে না, বিশেষ শব্দের সৃষ্টি হইবার উপায় নাই। বাঙ্গালা ভাষা যে জানা আবশ্যক তাহার ত সন্দেহই নাই, কারণ তাহাতেই অনুবাদ করিতে হইবেক। এবং ইংরাজী বা জর্ম্মান ভাষায়ও অধিকার কার্য্যো-পযোগী, যেহেতু তদ্ব্যতিরেকে শাস্ত্রের উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ বোধ সম্ভবে না।

কিন্তু এই পাঁচটী ভাষায় সমীচীন ব্যুৎপন্ন লোক অতি বিরল। দেশীয় খ্রীষ্ট ভক্তগণের মধ্যে দুই এক জন পাওয়া যাইতে পারে। বৈদেশিক উপদেশকগণের মধ্যেও যে ঈদৃশ গুণ সম্পন্ন লোক অনেক আছেন বোধ হয় না; তথাপি তাঁহাদের সংখ্যা যে দেশীয়গণের সংখ্যা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষাজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটী গুণেরও বিশেষ প্রয়োজন;—যথা, শ্রমশীলতা, বহুদর্শীতা, ধর্ম্মনিষ্ঠতা, প্রভৃতি। এই সকল মহদ্‌গুণ যদি কোন বাঙ্গালীর থাকে, তাহা হইলেই ভাল হয়, কারণ যে ভাষা যাঁহার মাতৃ ভাষা নহে, তিনি যদিও অন্য সহস্রাংশে গুণ সম্পন্ন হয়েন তথাপি এই গুরুতর ব্যাপার সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন না। এই জন্যই বোধ হয়, কেরী, ইএটস্, ওয়েঙ্গার প্রভৃতি যে সকল মহোদয় নানা সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা অতি যতনের ধন হইলেও, যথোচিত পরিমাণে শিক্ষিত সমাজের আদরণীয় বা আপামর সাধারণের পাঠ যোগ্য হয় নাই। তাঁহারাও যে এই রহস্য সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ তাহা নহে। আমরা ডাক্তার ওয়েঙ্গারকে অনেক বার এমন কথা বলিতে শুনিয়াছি,—যত দিন না জগদীশ্বরের কৃপায় সুযোগ্য বাঙ্গালীর হস্তে এই মহৎ কার্য্য ন্যস্ত হইতেছে তত দিন সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের ভরসা নাই।

কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বাঙ্গালী কোথায়? তবে কি না এমত কেহ২ আছেন যাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে না হউক বৈদেশিক অনুবাদকের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতে সক্ষম। ভাব সম্বন্ধে যত পারুন বা নাই পারুন, ভাষাটীর বেলা ত পারিবেন। বৈদেশিক সম্ভ্রান্ত অনুবাদকগণ যদি এই কথাটী মনে রাখিয়া দেশীয় সহকারী অনুসন্ধান করিয়া লন, তাহা হইলে অনেক আনুকূল্য পাইবেন ভরসা হয়। আমাদের সামান্য বিবেচনায়, বোধ হয়, কৃতকার্য্য হইবার কাল উপস্থিত হইয়াছে। অভাব পক্ষে চেষ্টা করিয়া দেখাও উচিত। যদি সফল না হন, কেহই তাঁহাদিগকে দোষ দিতে পারিবে না। যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ। কার্য্য যেরূপ গুরুতর, ইহার ব্যয় যে রূপ অসামান্য, উপকারীতা যে রূপ সুদূরব্যাপিনী, প্রয়োজনীয়তার ত কথাই নাই, ইহার আয়োজনও সেই রূপ হওয়া উচিত। দেশীয় কৃতবিদ্য ভক্তগণের সাহায্যে যে যৎ কিঞ্চিৎ উপকার হইবার সম্ভাবনা তাহার উদাহরণ স্বরূপ যোহন লিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ের সম্প্রতি মুদ্রিত ও সংশোধিত অনুবাদ প্রকাশ করা গেল। ইহা কোন২ বঙ্গভাষার রচনাপ্রণালী জ্ঞাত সুপণ্ডিত ও ডাক্তার ওয়েঙ্গার সাহেবকে দেখান হইয়াছিল। তাঁহাদের কথায় উৎসাহিত হওয়ায় সংশোধিত অধ্যায়টী প্রকাশ করিতে আমরা সাহস করিলাম। পাঠকগণও যদি উৎসাহ দান করেন, মধ্যে২ এরূপ চেষ্টা করা যাইতে পারে। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক, যে উক্ত অধ্যায়ের ভাব অনুবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

আমরা সে বিষয়ে ডাক্তার ওয়েঙ্গার যে রূপ অনুবাদ করিয়াছেন তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া, কেবল ভাষা সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনায় যে রূপ উৎকর্ষতা হইতে পারিত, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছি। কেহ বলিবেন "এ ত আক্ষরিক অনুবাদ নয়?" সত্য বটে, আক্ষরিক নয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া দিতেছি। কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদেরই কি প্রয়োজন? না, ডাক্তার ওয়েঙ্গারের অনুবাদই আক্ষরিক? আমরা যত দূর জানি, ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রচলিত ইংরাজী অনুবাদও আক্ষরিক নহে, অথচ তদ্দ্বারা অসংখ্য জনগণের বিশেষ উপকার দর্শিতেছে। আমরা নিশ্চয় জানি, যে আমাদের সমাজে এমত অনেক আছেন যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা এ বিষয়ে সহস্র গুণ অধিক সাহায্য করিতে পারেন।

সংশোধিত অনুবাদ।

১। আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, সেই বাক্য ঈশ্বর।

২। তিনি আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন;

৩। তিনি সর্ব্বস্রষ্টা, তদ্ব্যতিরেকে কোন বস্তুরই সৃষ্টি হয় নাই।

৪। তিনিই স্বয়ংজীবী; তাঁহার জীবনই মনুষ্যের জ্যোতিঃ।

৫। উক্ত জ্যোতিঃ তমোরাশি মধ্যে দেদীপ্যমান হইলেও, অন্ধকার তাহা অগ্রাহ্য করিতেছে।

৬। ঈশ্বর যোহন নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন।

৭। যেন সকলের প্রত্যয় জন্মে, এ জন্য তিনি ঐ জ্যোতির পক্ষে সাক্ষী হইয়া আইলেন।

৮। তিনি যে সেই জ্যোতিঃ ছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু তদ্‌পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য প্রেরিত হন।

৯। যিনি সকল মনুষ্যকে জ্যোতির্ম্ময় করেন, তিনিই সত্য জ্যোতিঃ, তিনিই জগতে অধিষ্ঠিত।

১০। তিনি জগতে আইলেন; জগৎ তৎ-

প্রচলিত অনুবাদ।

১ আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং সেই বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।

২। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন।

৩। সকল (বস্তু) তাঁহারই দ্বারা হইল, এবং যাহা হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি (বস্তুও) তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই।

৪। তাঁহারই মধ্যে জীবন ছিল, এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতিঃ ছিল।

৫। ঐ জ্যোতিঃ অন্ধকার মধ্যে জ্বলিতেছে, কিন্তু অন্ধকার তাহাকে গ্রাহ্য করে নাই।

৬। ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত এক মনুষ্য উৎপন্ন হইল তাহার নাম যোহন।

৭। সে সাক্ষ্যের নিমিত্তে (আসিয়াছিল), অর্থাৎ সকলে যেন তাহার দ্বারা বিশ্বাস করে, এই জন্যে ঐ জ্যোতির বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিল।

৮। সে আপনি ঐ জ্যোতিঃ ছিল না, কিন্তু ঐ জ্যোতির বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে (নিযুক্ত) ছিল।

৯। প্রকৃত জ্যোতিঃ, অথাৎ তিনি যাবতীয় মনুষ্যকে আলো দেন তিনি ছিলেন, (এবং) জগতে আসিতেছিলেন।

১০। তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন, এবং

কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াও তাঁহাকে চিনিল না।

১১। তিনি নিজ অধিকারে আইলেও, তাঁহার অধীনস্থ লোকেরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল না।

১২। তথাপি যাহারা তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাতে প্রত্যয় করিল, তিনি তাঁহাদিগকে ঈশ্বর কুমার হওনের ক্ষমতা দিলেন।

১৩। রক্ত, কি শারীরিক বাসনা, কি মানবাভিলাষ হইতে ইহাঁদের জন্ম হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বরই ইহাঁদের জন্ম দাতা।

১৪। উক্ত বাক্য নরাকার ধারণ পূর্ব্বক অনুগ্রহে ও সত্যতায় পরিপূর্ণ হইয়া আমাদের মধ্যে অবস্থিতি করিলেন; তাহাতে আমরা পিতার অদ্বিতীয় পুত্রের মহিমা সন্দর্শন করিলাম।

১৫। যোহন তাঁহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন;—আমার পরবর্ত্তী হইয়াও যিনি আমার পূর্ব্বজাত হওয়া প্রযুক্ত আমা হইতে অগ্রগণ্য, যাঁহার সম্বন্ধে আমি এই কথা বলিতাম—উনিই তিনি।

১৬। তাঁহার পূর্ণতা হইতে আমরা সকলে অনুগ্রহের বাহুল্য পাইয়াছি।

১৭। মুসা ব্যবস্থাই দিয়া যান, কিন্তু অনুগ্রহ ও সত্যতা যীশু খ্রীষ্ট হইতে উদ্ভূত।

১৮। ঈশ্বরকে কেহ কখন দেখে নাই; পিতার ক্রোড়স্থিত একজাত পুত্রই তাঁহার প্রকাশক।

১৯। যোহন দত্ত সাক্ষ্যের বিবরণ এই; যিরূশালম হইতে যিহুদিগণ যখন যাজক ও

জগৎ তাঁহারই দ্বারা হইয়াছিল, তথাপি জগৎ তাঁহাকে জ্ঞাত ছিল না।

১১। তিনি নিজ অধিকারে আইলেন, কিন্তু তাঁহার নিজলোক তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না।

১২। তথাপি যতলোক তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল তাহাদিগকে, অর্থাৎ তাঁহার নামে বিশ্বাসকারিদিগকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।

১৩। ইহাদের জন্ম রক্ত হইতে কিম্বা শারীরিক বাসনা হইতে কিম্বা মনুষ্যের বাসনা হইতে হইল এমন নয় কিন্তু ঈশ্বর হইতে হইল।

১৪। ঐ বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়াছেন, এবং আমরা তাঁহার মহিমা দেখিয়াছি, সেই মহিমা পিতার নিকট হইতে (আগত) একজাত পুত্রের উপযুক্ত এবং (তিনি) অনুগ্রহে ও সত্যে পরিপূর্ণ।

১৫। যোহন তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্যদিতেছেন, এবং এই কথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, যথা উনি সেই ব্যক্তি যাঁহার বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম, আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য হইলেন, যেহেতুক আমার অগ্রে তিনি ছিলেন।

১৬। বস্তুতঃ তাঁহার ঐ পূর্ণতা হইতে আমরা সকলে অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পাইয়াছি।

১৭। কারণ মোশি দ্বারা ব্যবস্থা দত্ত হইয়াছে, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা অনুগ্রহের ও সত্যের উদ্ভব হইয়াছে।

১৮। ঈশ্বরকে কেহ কখনো দেখে নাই; পিতার ক্রোড়ে স্থিত যে একজাত পুত্র তিনি তাঁহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৯। আর যোহনের দত্ত সাক্ষ্যের বিবরণ এই। তুমি কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যে সময়ে যিহূদিগণ যাজকদিগকে ও লেবীয়

লেবীয়দিগকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসার্থে তাঁহার নিকট পাঠান।

২০। তখন তিনি বঞ্চনা না করিয়া স্পষ্টই বলিলেন, যে তিনি খ্রীষ্ট নহেন।

২১। তাহাতে তাহারা জিজ্ঞাসিল, তবে আপনি কে? কি এলিয়? তিনি কহিলেন, না। তবে আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি কহিলেন না। তখন তাহারা কহিল, তবে আপনি কে বলুন?

২২। আমাদের প্রেরণ কর্ত্তাদিগকে আমরা কি বলিব? আপনার যথার্থ পরিচয় দিউন?

২৩। যাঁহার বিষয়ে যিশায়িয় ভাবিবক্তা লিখিয়াছেন, এক জন প্রান্তরে ঘোষণা করিয়া বলিবেন, প্রভুর পথ সমান কর, আমিই সেই।

২৪। এই প্রেরিতেরা ফিরুশী।

২৫। তাহাতে তাহারা জিজ্ঞাসিল, আপনি খ্রীষ্ট নহেন, এলিয় নহেন, এবং সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজিত করেন কেন?

২৬। যোহন উত্তর করিলেন, আমি জল দ্বারা বাপ্তাইজিত করি বইত না, কিন্তু তোমাদের অজ্ঞাত এমত এক জন এ স্থলে উপস্থিত—

২৭। যিনি আমার পরবর্ত্তী হইলেও আমা হইতে অগ্রগণ্য; আমি তাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিতেও যোগ্য নহি।

২৮। যোহন যে স্থলে বাপ্তাইজিত করিতেছিলেন, যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারস্থ সেই বৈথনিয়া গ্রামে এই সকল ঘটে।

২৯। পরদিনে যীশুকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া যোহন কহিলেন, ঐ দেখ জগতের পাপবাহী ঈশ্বরের মেষশাবক।

দিগকে যিরূশালেম হইতে তাহার কাছে পাঠাইল।

২০। তৎকালে সে অস্বীকার না করিয়া স্বীকার করিল, অর্থাৎ আমি খ্রীষ্ট নহি, ইহা স্বীকার করিল।

২১। তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তবে তুমি কে? কি এলিয়? সে কহিল; না। তবে তুমি কি সেই ভাববাদী? সে উত্তর করিল না।

২২। তখন তাহারা কহিল, তবে তুমি কে? যাহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছে, তাহাদিগকে কি উত্তর দিব?

২৩। তুমি আপনার বিষয়ে কি বল?— সে কহিল, যিশায়াহ ভাববাদী যেমন কহিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি "প্রান্তরে এই বাক্য প্রচারক একজনের বাণী, তোমরা প্রভুর পথ সমান কর।"

২৪। যাহারা প্রেরিত তাহারা ফরীশীলোক।

২৫। তখন তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যদি খ্রীষ্ট নহ, এবং এলিয় নহ, এবং ঐ ভাববাদীও নহ, তবে অবগাহন করাইতেছ কেন?

২৬। যোহন উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, আমি জলে, অবগাহন করাইতেছি কিন্তু যাঁহাকে তোমরা জান না, এমন এক ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে দণ্ডায়মান আছেন।

২৭। তিনি (সেই ব্যক্তি যিনি) আমার পরে আইলেও (আমার অগ্রগণ্য হইলেন;) আমি তাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিতেও যোগ্য নহি।

২৮। যর্দ্দনের [পূর্ব্ব] পারস্থ বৈথনিয়াতে যেস্থানে যোহন অবগাহন করাইত, সেই স্থানে এই সকল ঘটিল।

২৯। পরদিনে যোহন আপনার নিকটে যীশুকে আসিতে দেখিয়া কহিল, ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান।

৩০। যাঁহার বিষয়ে আমি কহিয়াছিলাম, আমার অগ্রে জাত হওন প্রযুক্ত আমার পশ্চাদবর্ত্তী হইলেও আমা হইতে অগ্রগণ্য, ইনিই তিনি।

৩১। আমি তাঁহাকে প্রথমে চিনি নাই, কিন্তু তিনি যেন ইস্রায়েলের প্রত্যক্ষ হন, এই নিমিত্ত আমি জল দ্বারা বাপ্তাইজিত করিতে আসিয়াছি।

৩২। অধিকন্তু স্বর্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আত্মাকে উহাঁর উপরে কপোতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে দেখিয়াছি।

৩৩। আমি উহাঁকে অগ্রে চিনি নাই; কিন্তু যিনি আমাকে জল দ্বারা বাপ্তাইজিত করিতে পাঠান, তিনিই বলিয়া দিলেন, যে যাঁহার উপরে আত্মা অবতরণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিবেন, তিনিই পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজিত করিবেন।

৩৪। আমি সেই রূপ ঘটিতে দেখিয়াছি, এবং ইনিই যে ঈশ্বরের পুত্র তাহার সাক্ষ্য দিতেছি।

৩৫। পরদিবস যোহন পুনরায় দুই জন শিষ্যের সহিত দাঁড়াইয়া আছেন এমত সময়ে যীশুকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া কহিলেন।

৩৬। ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক।

৩৭। তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া উক্ত দুই শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ২ গমন করিল।

৩৮। তাহাতে যীশু মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে পশ্চাদ্‌গমন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কাহার অন্বেষণ কর? তাহারা বলিল রব্বি, (গুরো) আপনি কোথায় থাকেন?

৩৯। তিনি (তাহাদিগকে) বলিলেন, এসেই কেন দেখ না? তাহাতে তাহারা তাঁহার সঙ্গে২ আসিয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইল; এবং বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হওয়াতে সে দিবস তাঁহার সঙ্গেই অবস্থিতি করিল।

৪০। যোহনের কথা শুনিয়া যে দুই জন

৩০। উনি সেই ব্যক্তি যাঁহার বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম, আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য হইলেন, যে হেতুক আমার অগ্রে তিনি ছিলেন।

৩১। আর আমি তাঁহাকে চিনিতাম না, কিন্তু তিনি যেন ইস্রায়েলের প্রত্যক্ষ হন, এই নিমিত্তে আমি জলে অবগাহন করাইতে আসিয়াছি।

৩২। যোহন আরও সাক্ষ্য দিয়া কহিল, আমি আত্মাকে কপোতের ন্যায় স্বর্গ হইতে নামিয়া উহাঁর উপরে অবস্থিতি করিতে দেখিলাম।

৩৩। আর আমি উহাঁকে চিনিতাম না, কিন্তু যিনি জলে অবগাহন করাইতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনিই আমাকে কহিয়াছিলেন, যাঁহার উপরে আত্মাকে নামিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিবা, তিনিই পবিত্র আত্মাতে অবগাহন করাইবেন।

৩৪। আর আমি তাহা দেখিয়াছি, এবং উনি যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহার সাক্ষ্য দিয়াছি।

৩৫। পর দিবসে যোহন পুনরায় দুইজন শিষ্যের সহিত একত্র দাঁড়াইয়া যীশুকে বেড়াইতে দেখিয়া কহিল।

৩৬। ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক।

৩৭। তাহার এই বাক্য শুনিয়া সেই দুই শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ গমন করিল।

৩৮। তাহাতে যীশু মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা জিজ্ঞাসিল, হে রব্বি, অর্থাৎ হে গুরো! আপনি কোথায় থাকেন?

৩৯। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আসিয়া দেখ। তখন তাহারা সঙ্গে২ চলিয়া তাঁহার বাসা দেখিল; এবং সেই দিন তাহার সঙ্গে থাকিল; কেননা তৃতীয় প্রহর বেলা গত হইয়াছিল।

৪০। এই যে দুই জন যোহনের বাক্য

যীশুর পশ্চাদ্ধাবন করে, শিমোন পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয় তাহাদের মধ্যে এক জন।

৪১। সে গিয়া প্রথমেই আপন ভ্রাতা শিমোনের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিল, মশীহকে (খ্রীষ্টকে) পাইয়াছি।

৪২। পরে তাহাকেও যীশুর নিকটে আনিলে, যীশু তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, তুমি যোনার পুত্র শিমোন, তোমার নাম কৈফা, (পিতর—পাষাণ) হইবে।

৪৩। পর দিবসে যীশু গালীলে যাইতেছেন, এমত সময়ে ফিলিপের সাক্ষাৎ পাইয়া কহিলেন, আমার পশ্চাদ্গামী হও।

৪৪। ফিলিপের জন্ম স্থান বৈৎসৈদা, আন্দ্রিয় ও পিতরও সেই নগরের লোক।

৪৫। পরে ফিলিপ নথনেলের সাক্ষাৎ পাইয়া কহিল, মূসা ও ভাববাদিগণ শাস্ত্রে যাঁহার কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাঁহার দর্শন পাইয়াছি; তিনি যুষফের পুত্র নাসরতীয় যীশু।

৪৬। নথনেল কহিল, নাসরত হইতে কি কোন উত্তম বিষয়ের উদ্ভব হইতে পারে? তাহাতে ফিলিপ কহিল, আসিয়া কেন দেখ না?

৪৭। যীশু নথনেলকে (আপন নিকটে) আসিতে দেখিয়া (তাহার উদ্দেশে) কহিলেন, ঐ দেখ এক জন নিরীহ প্রকৃত ইস্রায়েল লোক।

৪৮। নথনেল বলিল, আপনি আমাকে চিনিলেন কি রূপে? যীশু উত্তর করিলেন, ফিলিপের ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি যখন সেই ডুম্বর বৃক্ষের তলে ছিলে, তোমাকে দেখিয়াছিলাম।

৪৯। নথনেল কহিল, রব্বি! আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রায়েলের রাজা।

৫০। যীশু প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন, ডুম্বর বৃক্ষের তলে তোমাকে দেখিয়াছিলাম

শুনিয়া যীশুর পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন শিমোন্ পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয়।

৪১। সে গিয়া প্রথমে আপন ভ্রাতা শিমোনের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিল, আমরা মশীহকে, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে পাইয়াছি।

৪২। পরে সে তাহাকে যীশুর নিকটে আনিল, তখন যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, তুমি যোনার পুত্র শিমোন, তোমার নাম কৈফা অর্থাৎ পিতর (পাষাণ) হইবে।

৪৩। পর দিবসে যীশু গালীলে যাইবার মানস করিলে ফিলিপের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাদ্গামী হও।

৪৪। ঐ ফিলিপের জন্ম স্থান বৈৎসৈদা, এবং আন্দ্রিয় ও পিতরও সেই নগরের লোক।

৪৫। পরে ফিলিপ নথনেলের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে কহিল, মোশি ও ভাববাদিগণ শাস্ত্রে যাঁহার কথা লিখিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা পাইয়াছি; তিনি যোষেফের পুত্র নাসরতীয় যীশু।

৪৬। নথনেল্ তাহাকে কহিল, নাসরৎ হইতে কি কোন উত্তমের উদ্ভব হইতে পারে? তাহাতে ফিলিপ কহিল, আসিয়া দেখ।

৪৭। যীশু আপনার নিকটে নথনেল্‌কে আসিতে দেখিয়া তাহার উদ্দেশে কহিলেন, ঐ দেখ এক জন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যাহার অন্তরে ছল নাই।

৪৮। নথনেল্ তাঁহাকে কহিল, আপনি আমাকে কি রূপে চিনিলেন? যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, ফিলিপের ডাকিবার পূর্ব্বে যখন তুমি সেই ডুম্বুর বৃক্ষের তলে ছিলা, তখন তোমাকে দেখিয়াছিলাম।

৪৯। নথনেল্ কহিল, হে রব্বি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রায়েলের রাজা।

৫০। যীশু প্রত্যুত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, সেই ডুম্বুর বৃক্ষের তলে তোমাকে

বলাতে বিশ্বাস করিলে, ইহা হইতেও মহৎ ব্যাপার দেখিবে ?

৫১। আরও বলিলেন, আমি যথার্থই বলিতেছি, অতঃপর তোমরা স্বর্গ উদ্ঘাটিত ও ঈশ্বরের দূতগণকে মনুষ্য পুত্রের উপর দিয়া উঠিতে ও নামিতে দেখিবে।

দেখিয়াছিলাম, আমার এই বাক্য প্রযুক্ত কি বিশ্বাস করিলা ? ইহা হইতেও মহৎ ব্যাপার দেখিবা।

৫১। আরও কহিলেন, সত্যং আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, (ইহার পরে) তোমরা স্বর্গকে উদ্ঘাটিত এবং ঈশ্বরের দূতগণকে মনুষ্য পুত্রের উপর দিয়া উঠিতে ও নামিতে দেখিবা।

সন্দেশাবলী।

— দুর্গোৎসবের সময় গ্রীষ্ম ও শীতকালে অনেক কার্য্য ও বিদ্যালয় প্রভৃতি বন্ধ থাকে। এ জন্য অনেক ধার্ম্মিক লোকে অবসর পাইয়া প্রার্থনাদি করিবার জন্য স্থানেং সভা করেন। লকনৌয়ের খ্রীষ্টধর্ম্মোপদেশকগণ এ বৎসর দুর্গোৎসবের সময় কৈসর বাগে একত্রীত হইয়া প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। ভবানীপুরেও এক সপ্তাহ ব্যাপিয়া প্রার্থনার সভা করা হয়। মেদিনী পুরের প্রসিদ্ধ উপদেশক ডাক্তার ফিলিপস্ এই উপলক্ষে উপদেশাদি দান করিয়াছেন। মির্জাপুরেও প্রার্থনার সভা হইয়াছিল। এই সকল অবসর কাল উপলক্ষে আর অনেক স্থানে ধর্ম্মোন্নতি উদ্দেশে সভাদি করিলে ভাল হয়। কেহং এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ স্থানেং গমন করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টভক্তগণের এই রূপেই অবসর কাল যাপন করা কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা নিজের মঙ্গল, অন্যের উপকার ও ঈশ্বরের গৌরব হয়। সম্প্রতি ইউনিয়ন চ্যাপেলের সম্ভ্রান্ত উপদেশক রশ সাহেবও ধর্ম্মোন্নতি সাধনার্থ দুই সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া সভা করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা যে অনেকের উপকার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ প্রকার সভা তিনি বা অন্য কেহ পুনর্ব্বার করিলে ভাল হয়।

— আমরা প্রোপেগেসন সোসাইটীর অন্তঃপাতী থাএটমাউ মিশনের শ্রীবৃদ্ধির সমাচার পাঠে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। পাঁচ জন ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব যুবক বৌদ্ধ মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক খ্রীষ্ট যীশুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আর দুই জন বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। একটী বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রী সংখ্যা আপাততঃ ৩৭। ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোকদের যত্নে এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। একটী বালক বিদ্যালয়ও আছে। ইহার ছাত্র সংখ্যা ৮১। তামিল ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য আর একটী ক্ষুদ্র পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার ছাত্র সংখ্যা ১৭। জগদীশ্বর করুন, যেন এই মিশনের উত্তরোত্তর অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে !

পরিচারিকা।

৪ অধ্যায় ।

আয়োজন।

মহানন্দ বাবু অন্তঃপুরে গমন করত, ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের কিং প্রয়োজন এবং বাটীর ভিতরের কর্ম্ম কার্য্য কত দূর হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহিণী বলিলেন "বসো, দাঁড়ইয়েং তোমায় কত কথা বলব ; অনেক কথা আছে, ক্রমেং সকল বলছি।"

মহানন্দ বাবু আসন পরিগ্রহ করিলে, গৃহিণী বলিলেন,"আমাদের সকল কাজই প্রায় সমাপ্ত হয়েছে, এক শ আট খান নৈবিদ্য গোছান হয়েছে,ঠাকুর দালানের চৌকির আলপনা দেওয়া হয়েছে, চাল ডাল সকল বাছা হয়েছে, তরি তরকারি ভাঁড়ারে মৌজুত, এক্ষণে কুটে রাখলে শুখয়ে যাবে নতুবা রাখতাম, সকল উদ্যোগ হয়েছে, কর্ম্ম আরম্ভ হলেই হয়। দেখ জেলেদের মাছের কথা বলে রেখ, তারা যেন সময়ে মাছ দেয়। কৈ তুমি কাপড় আনইয়ে দিলে না, তত্ত্ব তাবাস তবে কবে হবে ? পূজার এক দিন থাকতে তত্ত্ব করা ভাল নয় ? এই দেখ বৌমার কাপড় চাই, বৌকে এনেছি তার ছেলেদের কাপড় চাই, তবে এবার আবার বৌমা গাঙ্গুলিদের মেয়ের সঙ্গে দেখনহাসি পাতয়েছেন, তাদের তত্ত্ব করতে হবে। আমার বিরাজের বেগুনফুলকে তত্ত্ব করতে হবে. তা ব্যতীত প্রতি বৎসরে যেমন বাটীর লোক জনকে ও অন্যং সকলকে বার্ষিক দেওয়া যায়, তাও দিতে হবে।"

"যা যা বলিতেছেন সকল আনিয়া দিব ; আপনার বৌকে আবার নূতন কাপড় দেবার আবশ্যক কি ; সে সাত ছেলের মা, গৃহিণী হয়েছে, তার কি পূজা পার্ব্বনের সাধ আছে ; অনেক কর্ম্ম করিয়াছেন ত দেখি, এত কি আপনিই করতে পেরেছেন ?" "সে কি কথা বল. হলোই বা সাত ছেলের মা. তাই বলে কি বৎসরকার দিন এক খান নূতন কাপড় পরবে না ? তুমি এত কৃপন কবে হলে ; সাত ছেলের মা হউক আর দশ ছেলের মা হউক, সে আমার কাছে যে বৌ সে বৌই আছে ; এত কায কি আমি একলা করে উঠতে পারি, বৌ আমার ডাইন হাতের দোহার হয়েছিল, তাই এত শীঘ্র সমাপ্ত হয়েছে। আর আমাদের বিরাজ ক্রমেং শিখছে ; দেখ, ঠাকুর দালানের চৌকির কি চমৎকার আলপনা দিয়েছে, আমাদের বৌও খুব শিল্পি, সমুদয় শ্রী খান একলা গড়েছে আবার একলা গড়েছে বলেই কি বলছি, তা নয়। কি অপূর্ব্বই গড়েছে, এক শ্রীতেই ঠাকুর দালান উজ্জ্বল করে ফেলবে। আর বৌমাকে আমাদের এসকল কথা কিছু বলি না, সে এসব বড় ভালবাসে না। তবু ভালমানুষের মেয়ে এমন সৎ যে দশবার এসে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, ঠাকুরাণী আমায় কিছু দিউন, আমি বড় অধিক জানি না, যা পারি আপনাদের সাহায্য করি।" আমি কি তাই বলে তাকে এত খাটতে দিতে পারি, সে আমার বৈ নিয়ে লেখা পড়া করে, আর ঐ যে কি যন্ত্রটা এনে

দেছ—তার ছাই নামটা আসতেছে না—তাই নিয়ে বাদ্য করে, আমি তাই দেখতে ভাল বাসি। এমন ঠাণ্ডা মেয়েত দেখি নাই, মুখে এক দিন একটা উচ্চ কথা, কি বিলাপ উক্তি শুন্‌লাম না। দেখ বয়স হয়েছে পূর্ণুর জন্য অবশ্যই দুঃখিত কিন্তু কখনও কারুর কাছে মুখ ফুটে না। আমি কি হত ভাগ্য, যাকে নিয়ে আমার দোল দুর্গোৎসব সেই কোথা রহিল।" "আপনি এত দুঃখ করবেন না, এই পূজাটি গত হলেই আমি পূর্ণকে বাটী আনিবার সুযোগ করিব।"

"আর ভাই, ইচ্ছা করে কি কেউ দুঃখ করে, মন বোঝে কৈ; দেখ এবার বৌমাকে যে খ্রীষ্টীয়ানের মেয়েটী পড়ায় তাঁহাকে আর পাদরি সাহেবের মেমকে নিমন্ত্রণ করেছি! পূজা শেষ হয়ে গেলে পরে তাঁরা এক দিন আসতে স্বীকার হয়েছেন। খ্রীষ্টীয়ানের মেয়েটীর চরিত্র কি উত্তম, তার মধুর স্বভাব দেখে তার প্রতি আমি বড় স্নেহে বাধ্য হয়েছি; আমার বিরাজকে যেমন দেখি তাকেও তেমনি দেখি। দেখ তাঁরা যে দিন আসবেন বাহির হতে তাদের খাবার উপযুক্ত সামগ্রী পাঠিয়ে দিও। পাদরি সাহেবের মেমের সহিত আমার এক্ষণে বিলক্ষণ আলাপ হয়েছে, তাঁদের আদর অভ্যর্থনা করতে পারব; দেখ বাহিরে যে সাহেব ও মেমেরা আসবেন তাঁদের সম্মানের কোন ত্রুটি যেন না হয়।"

"আমি যত দূর পারি তাহা করিব, তাহা সওয়ায় মহুকুমার সাহেবের সহিত আমার ভাল পরিচয় আছে, ও তিনিও আমায় অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে এই অনুরোধ করিব যে তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন দেখেন যে, তাঁহাদের প্রতি কোন ত্রুটি না হয়। আপনি যাহা বলিতেছেন, সে সকলই আমি আনাইয়া দিব। পূজা সাঙ্গ হইলেও তিন চারি দিবস উৎসব থাকিবে। অনুরোধ করিয়া সাহেবদিগকে দুই তিন দিবস রাখা যাইবেক। আপনকার যাহা প্রয়োজন হইবে, আমায় আজ্ঞা করিলেই আমি সকল যোগাইয়া দিব। আমি তবে এক্ষণে বাহিরে যাইয়া অন্যান্য বিষয় সকল তত্ত্বাবধারণ করি।"

"আচ্ছা এস, দেখ যেন কাপড় এসে আজ পোঁছে।"

মহানন্দ বাবু বাহিরে আসিয়া তত্ত্বাবধারণ করিয়া দেখিলেন যে পূজার সকল আয়োজন হইয়াছে; কলিকাতা হইতে নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্র, গোলাপ, আতোর, ও উৎসবোপযোগী সুকুমার পদার্থ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যাহা বাহিরে রাখা আবশ্যক তাহা বাহিরে রাখিলেন, আর অবশিষ্ট সকল গৃহিণীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ইতি মধ্যে বিহারী বাবু তাঁহার নিকট আসাতে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "কি হে, বাবুজী, একবার দেখা দিতে নাই, বুদ্ধি বিবেচনা আছে বলিয়া কি এত গুমর? একটা লোক পাই না যে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি।"

"আজ্ঞা, গুমর নহে, আপনি জানেন ত আমি এসকল কার্য্যে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করি না, সেই নিমিত্ত আসি নাই; আমায় আপনার প্রয়োজন হবে জানিলে আপনিই উপস্থিত হইতাম।

"আর ভাই, তোমাদের অসঙ্গত কথা শুনে শুনে প্রাণ ওষ্ঠাগত হল। 'এ সকল কাযে লিপ্ত থাকতে ইচ্ছা করি না.' কেন এসকল কাযের অপরাধ কি? খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস কর না, তবু দেখি পাদরি বাবু ও পাদরী সাহেব তোমার কাছে ঝকযেরে যায়। ব্রাহ্মও নহে যে ধর্ম্ম নিষিদ্ধ বলিয়া তাহা হইতে বিরত রহ। তোমার প্রভু আগষ্ট কম্পটের মতে কি ইহা নিষিদ্ধ। সে আবার মতের মধ্যে একটা মত, না ধর্ম্মের মধ্যে একটা ধর্ম্ম—সে টা কাঁটালের আমসত্ত্ব বৈত না; তাহা লইয়া এত আড়ম্বর করিলে চলবে কেন? বুড়োরা এই নিমিত্তই নব্যসম্প্রদায়ের উপর চটা. অনর্থক কেন বিবাদ বিসম্বাদ গালি গালাজ কর। এখানে এক জন সে কেলে পঁাচার ব্রাহ্মণ থাক্‌লে দেখাতাম—তা হলে তুমি কেন তোমার বাপ চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত অমৃত ভোজন করে, এই স্থান হতে উঠে যেতে হত।"

"আচ্ছা. আপনার সহিত মতামত লইয়া এক্ষণে তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না, আপনাকে একটা সামান্য কথা বলি. সরলতা ভাল, কি মন্দ? সরলতা যদি ভাল হয়, তা হলে আমি যে প্রকার আচরণ করছি, তাহাই ভাল তাহার সন্দেহ নাই। বুড়োদিগের দুঃখ করবার কোন কারণ নাই, নব্য দল তাহাদের মুখাপেক্ষা করিয়া অনেক সহ্য করেন, এবং অনেক কপটাচরণও করেন। অনেক বিজ্ঞ দেশীয় ও বিদেশীয় ভারত শ্রীবৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষীরা তাহাদিগকে এই নিমিত্ত ভীরু বলিয়া গন্য করেন।"

"আর ভাই দূর কর, তোমায় আমায় ও কথায় মিল হবে না; যাও, ভাই, তুমি আপনার ছাগল লেজের দিগে বেস করে কাট গিয়ে। দেখ দেখি পূর্ণুর কি আচরণ; এত যত্ন করে লেখা পড়া শিখালে, তার শেষে এই ফল হল। আমি তোমায় দোষ দিতেছি না, তুমি যত দূর করিবার করিয়াছ, মানসিক বিষয়ে ইচ্ছানুযায়ী ফল হইয়াছে, ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা চুলায় যাউক, ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া সাংসারিক জ্ঞানে একেবারে ভ্রষ্ট হয়েছে। যাউক, এক্ষণে সে কথা ভাবিতে গেলে হাত পা উঠবে না, পরে এবিষয়ে তোমার সহিত পরামর্শ করিব। চল মেলায় কি হচ্ছে দেখা যাক।"

এই কথা বলিয়া মহানন্দ বাবু ও বিহারী বাবু পদব্রজে গ্রামের পথ দিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাইতে২ গড়ের বাহিরে নিমন্ত্রিত সাহেবদিগের বাসের নিমিত্ত যে সকল তাম্বু পড়িয়াছিল, তাহার যে স্থানে যাহা আবশ্যক তদ্বিষয় পরিচারকদিগকে আদেশ করিয়া গ্রামের বাহিরে গমন করিলেন। গ্রামের প্রবেশ স্থানের উত্তরে এক বৃহৎ বিস্তৃত মাঠ ছিল, প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজার সময়ে সেই মাঠে মহা সমারোহ হইয়া মেলা হইত, এবং মেলা দশ পনের দিন থাকিত। মেলাতে দেশীয় ও বিদেশীয় নানা প্রকার লোকের সমাগম হইত; কাবুলি মেওয়া বিক্রেতা, কাশ্মেরী উর্নাজাত বহুমূল্য বস্ত্রাদি বিক্রেতা, মণিপুরস্থ অশ্ব বিক্রেতা অবধি, কলিকাতা হইতে মণিহারী দোকান্দার পর্য্যন্ত সকলেই

সেই স্থানে সমবেত হইত। তাঁহারা যাইতেং দেখিলেন যে, বিক্রেতা সকল আসিয়া পৌছিতেছে, এবং আপনাপন স্থান মনোনীত করিয়া কেহ বা তাম্বু খাটাইতেছে, কেহ বা শতরঞ্চ ইত্যাদি খাটাইয়া বাসের ও ক্রয় বিক্রয়ের স্থান নির্ম্মাণ করিতেছে, কেহ বা হোগলা ইত্যাদি দিয়া ঘর প্রস্তুত করিতেছে। তাঁহারা কিঞ্চিৎকাল সেই স্থানে থাকিয়া বিক্রেতাদিগের মধ্যে বিবাদ না হয়, এই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তৎপরে মহানন্দ বাবু বলিলেন, ভাই এতদূর যদি আসিয়াছি তবে একটা কাজ সারিয়া যাই, মুহুকুমার সরকারী আমলা, পাদরী বাবু, পাদরী সাহেব ও হাকিম সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাই। চল আমি তোমার উপযুক্ত এক জন লোকের সহিত আলাপ করাইয়া দিতেছি, তুমি যেমন বুনো ওল, পাদরী বাবু তেমনি বাঘা তেঁতুল, তোমাদের ভাল মিলবে, তোমরা দুই জনে বসিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষণ মিষ্টালাপ কর, আমি ততক্ষণ কয়টা ঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আসি।”

এই রূপ কথা কহিতেং তাঁহারা মাঠের প্রান্তস্থিত পাদরি বাবুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন যে তিনি এবং তাঁহার কন্যা বাটীর সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র পুষ্প উদ্যানে বসিয়া কথা কহিতেছেন। তাঁহারা সেই স্থানে গমন করিলে তাহাদিগকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিয়া আসন দিলেন, এবং তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন।

“আপনারা আমার বাটীতে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহাতে আমি বড় অনুগৃহীত হইলাম; অনুমান করি, আপনি যে কারণে অসিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; ললিতাতে আমাতে সেই কথাই হইতেছিল।”

মহানন্দ বাবু বলিলেন, “আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেআসিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া বাবুদিগের বাটীতে এই কয়েক দিন ভোজন পান করিবেন, ও নৃত্য গীতাদি তামাসাতে আপনাদের চিত্ত বিনোদন করিবেন। আপনার কন্যাকে আমার পুনর্ব্বার নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক হইতেছে না, কারণ তিনি ইতিপূর্ব্বে গৃহিণীর দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।”

“আমায় ক্ষমা করিবেন, এই মেলাতে আমার এত কর্ম্ম যে আমি নিশ্বাস ফেলিতে সময় পাইব না; সুসমাচার প্রচার করা আমাদের কর্ম্ম। এবং সচরাচর এই মেলার মতন সুসমাচার প্রচারের সুবিধা পাওয়া যায় না, অতএব আমরা এমন সুবিধা অবহেলা করিতে পারি না। ললিতা এক দিন যাইবে, সে যাইলেই আমার যাওয়া হইল। আপনাদের সহিত আহার ব্যবহারে আমাদের কোন আপত্তি নাই; আমরা আপনাদিগের সহিত আহার করিতে পারি, পান করিতে পারি নৃত্য করিতে পারি, গীত গাইতে পারি, কেবল মাত্র প্রতিমা পূজা, তৎসম্বন্ধীয় ক্রিয়া কলাপ, কিম্বা কোন গর্হিত কর্ম্মে মিশ্রিত হইতে পারি না।”

“তবে আর আপনাকে অধিক অনুরোধ করিতে পারি না—আপনার কন্যাকে অবশ্যং পাঠাইবেন। না পাঠাইলে আমার ভগ্নি বড় দুঃখিত হইবেন। এই বাবুটীর সহিত আপনার পরিচয়

করিয়া দিতেছি; ইহার নাম বিহারী বাবু, ইনি গ্রামস্থ এক জন কৃতবিদ্য যুবক, বাবুর গৃহ-শিক্ষক ছিলেন, এক্ষণে গড়স্থিত ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক—দেখুন যদি আপনি ইহাঁকে খ্রীষ্টীয়ান করিতে পারেন ত করুন,—গ্রামের লোক ইহাঁকে ইহার মধ্যেই খ্রীষ্টীয়ান বলে। আপনারা আলাপ পরিচয় করুন—আমার একটুক বিশেষ কার্য্য আছে, আমি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিতেছি।"

মহানন্দ বাবু যাইলে পর পাদরী বাবুতে ও বিহারী বাবুতে আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। পাদরী বাবু বলিলেন, "মহাশয়, যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলে বাধিত হই। মহানন্দ বাবুকে বলিলাম না কারণ অনুরোধ করিলে তিনি অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেন না।" বিহারী বাবু বলিলেন, "আমার কোন আপত্তি নাই; আপনার অনুগ্রহে বড় আপ্যায়িত হইলাম। অতঃপর ললিতা একখান রেকাবে করিয়া কিঞ্চিৎ মিটাই ও এক গ্লাস জল আনিয়া দিলেন। বিহারী বাবুর শ্রান্তি দূর হইলে, তাঁহাদের নানাবিধ, বিশেষতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। পাদরী বাবু সেকেলে প্রচারক, তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে অত্যন্ত কদর্য্য লোক না হইলে নিরীশ্বর মতাবলম্বী হয় না। তিনি বিহারী বাবুর, মতন নাস্তিক দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন; তাঁহার মনের উচ্চাশা, নৈতিক বিশুদ্ধতা পরহিতৈষিতার আগ্রহতা দেখিয়া, বিস্মৃত হইলেন। তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, অতএব বুঝিতে পারিলেন যে সচরাচর যে প্রকারে পরিত্রাণ জনক সুসমাচার প্রচার করেন, সে প্রণালীতে কার্য্য করিলে, এস্থলে চলিবে না। তিনি তাহার সহিত তর্ক বিতর্ক না করিয়া, তাঁহার মনে আপনার প্রতি ভক্তি জন্মাইবার জন্য চেষ্টা পাইলেন। তাঁহাদের যে স্থলে কথোপকথন হইতেছিল, ললিতা সেই স্থানে বসিয়া কাপড় সিলাই করিতেছিলেন। বিহারী বাবু পূর্ব্বেই জানিতেন যে তিনি তাহার পূর্ব্বতন ছাত্রের স্ত্রীর শিক্ষয়িত্রী। তাঁহারই বিশেষ অনুরোধে প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার শিক্ষা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, অতএব তাঁহার বিদ্যা উপার্জ্জনে কি প্রকারে উন্নতি হইতেছে, তদ্বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন। উৎসাহ জনক প্রত্যুত্তর পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। ইত্যবসরে মহানন্দ বাবু প্রত্যাগত হইয়া পাদরী বাবু ও তাঁহার কন্যার নিকট তাঁহাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করত বিদায় হইবার অনুমতি চাহিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের যথোচিত কুশলেচ্ছা প্রকাশ করিয়া বিদায় দিলেন, ও সময় পাইলে দর্শন দিয়া বাধিত করিতে অনুরোধ করিলেন।

মহানন্দ বাবু যাইতে২ বিহারী বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কেমন তোমার মনের মতন লোকের সহিত আলাপ করিয়া দিই নাই; যাও, যত পার পজিটিবিজম্ উহার কাছে খাটাও গিয়ে; তুমি ত পূজায় কোন ভার গ্রহন করিবে না, তবে যদি অনুগ্রহ করিয়া একটা কায কর, তাহা হইলে বড় উপকার কর।"

"মহাশয় আমার বিবেকের বিরুদ্ধে না হইলে আপনি যাহা বলিবেন, করিতে প্রস্তুত আছি।"

"বোধ করি আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমার বিবেকের বিরুদ্ধে হইবে না। আর সে কাযটা তোমা ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা হইতে পারে না, এই নিমিত্ত তোমায় অনুরোধ করিতেছি। কাল প্রাতে সাহেব সুবারা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, আমায় নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হইবে, আমি ত সেই দিকে থাকিতে পারিব না; তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমায় একটু সাহায্য কর; তোমার নিমিত্ত একটা তাঁম্বু দিতেছি। তথায় থাকিয়া যে সময় যাহা আবশ্যক তাহা যদি পরিচারকগণকে আজ্ঞা কর, তাহা হইলে বড় কর্ম্ম হয়।"

"এই কর্ম্ম বৈত না, আমি তাহা আহ্লাদ সহকারে করিব, তবে প্রয়োজন হইলে দুই এক ঘন্টা স্থানান্তরে যাইতে হইবে।"

"তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই—আমায় বড় বাধ্য করিলে।"

হরিশপুরে আসিতে২ সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। অদ্য রজনীতে হরিশপুর নব রূপ ধারণ করিয়াছিল। বহিঃ গ্রামস্থ ইতর লোকের বসতি অবধি গড়ের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত দীপ-মালায় ও পতাকায় সুশোভিত হইয়াছিল; স্থানে২ নহবোত বসিয়াছিল; উৎসবের প্রতিক্ষায় লোক জনের কোলাহল হইতেছিল; চকের বিপণী সকল শুভ্র ও বিচিত্র বস্ত্রে আরত এবং গেন্ধা পুষ্পে ও আম্র পত্রে সজ্জিত হইয়াছিল; সময়ে২ দূরস্থিত রোসনচৌকির ললিত শব্দ কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয় যুড়াইতেছিল; মাহুত স্বর্ণ রৌপ্যে ভূষিত হস্তি সকল লইয়া গ্রামের পথে ফিরিয়া বেড়াইতেছিল; অশ্বারূঢ়েরা সুসজ্জিত অশ্বারোহণ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছিল; গ্রামে সংখ্য ঘন্টা ও উলুধ্বনিতে মেদিনী কম্পাবান হইতেছিল; যে দিকে নেত্র পাত কর সেই দিকেই উৎসব ও আনন্দের চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছিল। ঈদৃশ চিত্তোৎসাহজনক দৃশ্য দেখিতে২ ও আনন্দ ধ্বনি শুনিতে২ তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

মহানন্দ বাবু বাটীর বাহিরে, সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে কিছুর ত্রুটি হয় নাই, সকল বিষয়েরই আয়োজন হইয়াছে। তৎপরে বাটীর ভিতরে যাইয়া সকল কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে কি না, তাহা জানিতে গেলেন। তাঁহার ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে দেখিলেন যে তিনি এখনও ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন; তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন যে, "একটুকু অপেক্ষা কর, আমি হস্তের কার্য্যটা সমাপ্ত করিয়া আসিতেছি।" কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া, বলিলেন; "অদ্যকার মতন নিশ্চিন্ত হইলাম, যে২ স্থানে তত্ত্ব পাঠাইবার ছিল তাহা পাঠান হইল; ঘরে কতকগুলি চন্দ্রপুলি প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল, নতুবা কত অগ্রে ইহা পাঠান যাইত; বৌমার দেখনহাসির বাটীতে ১০ থাল মিষ্টান্ন, ১থাল আতোর গোলাপ দুই যোড়া সিপাই পেড়ে জামদানি ঢাকাই পাঠাইয়াছি; বিরা-

ক্সের বেগুন ফুলের বাটীতে দুই যোড়া শান্তিপুরে কাপড়, আতর, গোলাপ, ১০থাল মিষ্টান্ন পাঠাইয়াছি ; প্রতিবাসিদের যাহাদের বার্ষিক আছে তাহাদের সকলকে এক২ যোড়া কাপড় ও এক২ থাল মিষ্টান্ন পাঠাইয়াছি। আর পারি না, প্রাতঃকাল অবধি খাটিয়া২ শরীর এলইয়ে পড়েছে।”

“আপনি এত খাটেন কেন, আপনি বসিয়া২ আজ্ঞা করিলেই ত সকল হইতে পারে।”

“এইটী তোমার ভ্রম, আমি যদি বসে আজ্ঞা করি, তা হলে সকলেই আমায় দেখে অলস হবে, কিন্তু আমায় যদি কায করতে দেখে, তা হলে যে অলস, সেও লজ্জায় পড়ে কায কর্ম্ম করবে। কলিকাতা হতে সামগ্রী কে ক্রয় করিয়া পাঠাইয়াছে? উত্তম সামগ্রী পাঠাইয়াছে, বৌমার জন্য দুই যোড়া যে দুল পাঠাইয়াছে সে অতি উত্তম, বৌমা তাহার এক যোড়া লইয়া বিরাজকে দিয়াছে, আবার তাহাকে এক যোড়া বিনামা দিতেছিল ; আমি বারণ করিলাম, কারণ জামতার আর বৈবাহিকের এ বিষয়ে কি মত তাহা না জানিয়া এ কার্য্য করিতে সাহস পাইলাম না। ইহাতে ক্ষতি কিছু নাই, সে ঘরের বৌ পরুক তাতে যে যা বলে বলুক, কুটুম্বের সহিত ত বিবাদ হবে না।”

“উত্তম করিয়াছেন, কাল আবার অনেক পরিশ্রম আছে, আজ এখন বিশ্রাম করুন ; আমি বিদায় হই।”

---

৫ অধ্যায়।

পূজা।

হিন্দুদিগের পার্ব্বনের এক২টীর এক২ ঋতুর সহিত সম্বন্ধ আছে। দুর্গোৎসব মহোৎসবের শরতের সহিত সম্বন্ধ, পৌষ সংক্রান্তির সহিত শীতের সম্বন্ধ, সরস্বতী পূজার সহিত বসন্তের সম্বন্ধ—সচরাচর ইহাকে বসন্ত পঞ্চমীও বলে। এই কালটী অতি মনোহর ; বসন্তের আগমনে তাবৎ প্রকৃতি চেতন ও অচেতন, হর্ষোৎফুল্লিত হইয়া থাকে। শীতের তীব্র বায়ুর পরিবর্ত্তে শরীর স্নিগ্ধকর দক্ষিণ পবন বহিতে থাকে, ধরা নবজাত উদ্ভিজ্জাদিতে শোভিত হইয়া হাস্যমুখী হইয়া নেত্র তৃপ্তি করে, সুখদ ঋতুর ক্রমে তাবৎ জীব জন্তু বিনোদন করে। মধু মক্ষিকা অপরিযাপ্ত সৌরভযুক্ত পুষ্পাদি পাইয়া মধু লোভে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে ; ভ্রমর গুণ গুণ স্বরে গুঞ্জরিয়া শূন্যে বিচরণ করে, লক্ষ্য বিহীন সহস্র লোচন প্রজাপতি আপন সমকক্ষ চিত্র-বিচিত্র পুষ্পোপরি আসীন হইয়া কেলি করিতে থাকে। ক্ষণেক কোমল পুষ্পাসনে বসিতেছে, আবার ক্ষণেক পরেই যেন বিরক্ত হওত উড্ডীন হইয়া নূতন আসনের অনুধাবন করিতেছে, নবপল্লবিত বৃক্ষ শাখা হইতে আগত কোকিলের মিষ্ট ধ্বনি কর্ণকুহর আমোদিত করে। পাপিয়া পিউ পিউ রবে আনন্দে ডাকতে থাকে। বৌ কথা কও “বৌ কথা কও, বৌ কথা কও” করিয়া যেন কুল কামিনীগণকে সম্বোধন করিয়া থাকে, শ্যামা, দয়েল, বুল বুল মধুর স্বরে শীস দিতে থাকে, তৃণ ভূষিত ক্ষেত্রেতে ধেনুগণ হম্বা রবে

আনন্দে ছুটিতে থাকে, মেষ শাবক সকল পুলকিত হইয়া বিচরণ ও লম্ফ ঝম্ফ করে। বোধ হয়, যেন জল, স্থল, আকাশ স্থিত তাবৎ চেতন ও অচেতন প্রকৃতি এক তান মন হইয়া বিশ্ব কর্ত্তার উদ্দেশে উল্লাস ও সংকীর্ত্তন করিতেছে। অদ্য হরিশপুরে এই শুভ দিন প্রকটিত হইল। গ্রাম বাসীরা প্রকৃতির শোভা দেখিয়া বিমোহিত হইল। সূর্য্য পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করিয়া উত্তপ্ত তাম্রের থালার মত উঠিতে না উঠিতে গ্রাম বাসীরা আপনাপন মস্যাধার ধৌত করিয়া নূতন২ লেখনীর আয়োজন করিয়া পুস্তক, পুঁথি, খাতা, বাদ্য যন্ত্র, শিতারা, বেহালা, তানপুরা প্রভৃতি লইয়া, সুদৃশ্য বস্ত্রে আবৃত করিয়া পূজার স্থানে রাখিবার উদ্যোগেই ব্যস্ত। গ্রামে সকল গৃহেই এই পূজা হইয়া থাকে। গ্রাম প্রবেশের ইতর পল্লিতে, চকের বিপণীতে, গ্রামের পথের পার্শ্বস্থিত সকল গৃহেতেই উৎসবের চিহ্ন লক্ষ হয়। অবস্থায় তারতম্য অনুসারে আড়ম্বরের বৈলক্ষন্য হইয়া থাকে। সমস্ত গ্রামই উৎসবোদ্যোগে ব্যস্ত ও হর্ষে পুলকিত। সূর্য্যোদয় না হইতেই গড়ের দিকে এই প্রকার বাদ্য ধ্বনি হইতে লাগিল, যেন বধিরের কর্ণ পর্য্যন্ত প্রসন্ন হয়। ঢাক, ঢোল, তাম্য, কাঁসি, কাড়ানাগড়া, তুরী-ভেরির শব্দেতে যেন মেদিনী ভেদ হইয়া যাইতে লাগিল। এই বাদ্য থামিতে না থামিতে চতুর্দ্দিগের নহবতখানা হইতে নহবত বাজিয়া উঠিল। যে দিকে চক্ষু বা কর্ণ প্রয়োগ কর সেই দিকেই হর্ষের চিহ্ন। হরিশপুরের গড় যেন অদ্য বরের প্রতীক্ষাকারিণী কন্যার মত সজ্জিতা হইয়াছিল। ফাটক সকলে আম্র পত্র ও গাঁদাপুষ্পের মালা ঝুলিতে ছিল। প্রহরীদের পাকড়ি অবধি পায়জামা পর্য্যন্ত বসন্তী রঙ্গের বস্ত্রে প্রস্তুত হইয়াছিল. তাহারা ঢাল, তরয়াল ইত্যাদি লইয়া সুসজ্জিত হইয়া আপন২ পদে দণ্ডায়মান রহিল। বাবুদিগের দেবালয়ে অদ্য বিলক্ষণ আড়ম্বর। প্রতি মন্দিরে সুদৃশ্য ধ্বজা উড়িতেছিল, রাত্রে দীপ জ্বালিবার নিমিত্ত ঝাড় লণ্ঠন টাঙ্গান হইয়াছিল। বসত বাটীর সজ্জার কথা কহিবার নহে, পাঁচ মহলের মধ্যে চার মহল একেবারে ইন্দ্র ভুবনের তুল্য শোভিত হইয়াছিল। প্রত্যেক অঙ্গনের উপর রঞ্জিত চন্দ্রাতপ খাটান হওয়াতে, তন্মধ্য হইতে সূর্য্যের আভা প্রবেশ করাতে সমুদয় বাটী রঞ্জিত বোধ হইতে লাগিল। বাটীর চকের উপর নীচে সমুদয় ঝাড় লণ্ঠন খাটান থাকাতে শোভা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূজার মহলটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অন্য মহল হইতে অধিকতর যত্নে ও সুন্দররূপে শোভিত হইয়াছিল। এই মহলে অন্য মহল হইতে অধিক দীপ্তির আয়োজন হইয়াছিল, এবং অধিকতর বহুমূল্য ও উত্তম২ ঝাড় খাটান হইয়াছিল। প্রাঙ্গনে যে কাষ্ঠস্তম্ভে ঝাড় ঝুলিতেছিল। তাহাতে এক এক খানি বৃহৎ দেবদেবী সম্পর্কীয় জয়পুরে ছবি ঝুলিতেছিল, ছবি গুলি যে রূপ সুন্দর তাহা দেখিয়া স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক তাহা বলা কঠিন হইল। এতদ্দেশীয় লোকদের বিচারে তাহা বহুমূল্য, কারণ তাহা দেশীয় ধর্ম্মের ও শিল্প বিদ্যার অভিজ্ঞান স্বরূপ। ভিতর দালানের

মধ্যের ফুকরে কৃত্রিম পদ্ম বনের মধ্যে বক্রভাবে দেবী দণ্ডায়মানা আছেন, দাঁড়াইবার ভাব ও বর্ণটী অনৈসর্গিক। প্রতিমাখানি মনোমোহিনী রূপলাবন্য বিশিষ্ট নব যুবতীর সদৃশ। প্রতিমার সাজ ও সুন্দর পরিধেয় শাড়ীখানি বসন্তী রঙ্গের, সাচ্চা গোটার পাড় ও সুচারুরূপে চুমকি বসান। মস্তকের মুকুট বাদলার ও তাহার মধ্যে উজ্জ্বল কৃত্রিম রত্ন সকল স্থাপিত। গলদেশ অবধি জানু পর্য্যন্ত বাদলার মালা লম্বমান রহিয়াছে। হস্তদ্বয় বলয়, চুড়ি, তাবিজ,, বাজু, ক্রমশে ভূষিত। পাদদ্বয় মল, চরণ চক্র, গুজরি,ঘুঁগুর,নেপুর ও পঞ্চমে শোভিত। ভিতরের দালান নৈবেদ্যে ও পূজার উপকরণে পরিপূরিত। পূজক ব্রাহ্মণে দালান গশ গশ করিতেছে। তন্ত্রধারক দেবীর সম্মুখে আসীন হইয়া কোশা কুশিতে জল নিক্ষিপ্ত করত পূজার মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন; অন্যং ব্রাহ্মণেরা অগ্নি সংযুক্ত ধূনচীতে ধূনা ছড়াইতেছেন; ক্রমেং দালান এত ধূমে পরিপূর্ণ হইল যে, বোধ হইতে লাগিল যেন কোন আখ্যায়িকায় বর্ণিত স্বর্গ দূতী বীনা হস্তে করিয়া মেঘের অন্তরালে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। কাল্পনিক অর্চ্চনার এই রীতি, বাহিক আড়ম্বরের উপর অনেক নির্ভর করে। দুই এক প্রহর বেলা হইতে না হইতেই পূজা সমাপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল; নিমন্ত্রিত লোকেরা প্রতিমা দর্শন করিতে আসিতে আরম্ভ করিল ও ভূমিষ্ট হইয়া দণ্ডবৎ হওত যাহার যেমন শক্তি সেই রূপ দর্শনি দিল। ব্রাহ্মণেরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কুড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পূজা সমাপ্ত হইলে অঞ্জলি দিবার সময় উপস্থিত হইল। প্রথমে অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণ অঞ্জলি দিলেন। ইতিপূর্ব্বেই সকলে যে যাহার বেশ বিন্যাস করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন, পরিবারস্থ সকলে ভিতর দালানে উপস্থিত হইলে দালানের যবনিকা পতিত হইল। পরে সকলেই করে পুষ্প লইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মানা হইলে, ব্রাহ্মণ সংস্কৃত ভাষায় পূজার মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহার বিন্দু বিসর্গ কেহই বুঝিতে পারিলেন না। তাহা সাঙ্গ হইলে সকলেই দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত ব্রাহ্মণের হস্তে প্রনামি দিলেন! ব্রাহ্মণদের আহ্লাদের ইয়ত্বা রহিল না। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন প্রথমেই যদি এমত ভাগ্য ফলিল তবে পরে আর কত না হইবে। তৎপরে পুরুষদিগের অঞ্জলি হইল; বাবুরা সকলেই পট্ট বস্ত্র পরিয়া বাহির দালানে উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রের শেষ হইলে, তাঁহারাও প্রণাম করিয়া তাঁহাকে প্রণামি দিলেন।

পরে ভৃত্যেরা পালেং যাইয়া অঞ্জলি দিতে লাগিল; ব্রাহ্মণেরা তাহাতে এক টুক কাতর হইলেন না। অঞ্জলি সমাপ্ত হইলে পর, আরতির সময় উপস্থিত হইল; এইটী পূজার সন্ধির সময়, অনেক উপধর্ম্মির মনে এই প্রকার বিশ্বাস আছে যে, এই সময়ে দেবীর বিশেষ আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব সকলেই গল বস্ত্র হইয়া নিতান্ত ভক্তি ভাবে প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি করিতে থাকেন। ব্রাহ্মণেরা

আর বাবুরা বাহির দালানে দণ্ডায়মান রহিলেন, দাস দাসীরা সকলে প্রাঙ্গনে রহিল, বাদ্যকরেরা দেবীর সম্মুখীন প্রাঙ্গনের এক ভাগে রহিল। আরতির উপলক্ষেই ব্রাহ্মণেরা প্রচুর পরিমানে ধূপ জ্বালিতে আরম্ভ করিলেন। পূজক বাম হস্তে ঘন্টা লইয়া ঘন্টাধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং দক্ষিণ হস্তে এক প্রদীপ লইয়া দেবীর সম্মুখে নাড়িতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে বাদ্যকরেরা বাদ্য করিতে২ বাটী ভেদ করিতে আরম্ভ করিল, দেব পূজকেরা সকলেই মনে২ ধ্যান আরম্ভ করিলেন। এক প্রদীপের পর, পঞ্চপ্রদিপ, তৎপরে কর্পূর, শঙ্খ, গাত্রমার্জ্জনি, এবং অবশেষে পুষ্প দিয়া আরতি হইল। আরতি সমাপ্ত হইলে সকলেই ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল, এবং তৎপরে যাহার যে স্থানে ইচ্ছা সে সেই স্থানে গমন করিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণেরা কিঞ্চিৎ বিশ্রামের অবকাশ পাইয়া তামাক খাইতে আরম্ভ করিলেন। কেবল দুই এক জন যে নৈবিদ্য গুলিন বাহিরে বিতরণ হইবে সেই গুলি বাহির করিয়া ভৃত্যদের হস্তে দিতে ছিলেন। এক জন ব্রাহ্মণ এক খান চেলির সাটী দেওয়া চিনির নৈবিদ্য লইবেন বলিয়া আশা করিয়া রহিয়াছিলেন। তাঁহাকে সেই খান লইতে অবরোধ করাতে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অবরোধককে কহিতে লাগিলেন। "ব্যাটা, জানিস্ নি ব্রাহ্মণকে মনোক্ষুন্ন করিস্; শাপে ভষ্ম হয়ে যাবি; অরে অর্ব্বাচীন, আমি আজ প্রাতঃকাল অবধি দুই লক্ষ মধুসূদন নাম জপ করেছি; আমার এই পুরস্কার কি না একখান সামান্য চালের নৈবিদ্য; ব্যাটা দেখ দেখি, এই যে সব পণ্ডিত এসেছে এঁদের কে আমায় বিচারে পরাজিত করতে পারে? আরে ও চূড়ামণি, ও তন্ত্রধারক দেখ ত এ পাষণ্ড ব্যাটা কি বলে?" চূড়ামণি বলিলেন, "কি হে তর্ক পঞ্চানন, তোমাদের নৈয়ায়ীকদিগের দশাই এই, রহাস্য বুঝতে পার না; তোমায় রাগাবার নিমিত্ত এ কথা বলছে। 'তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল' এই করে২ রস কস সকল একবারে গিয়াছে দেখি; তোমার যে খানা ইচ্ছা সেই খান নিও।"

ইহার কিঞ্চিত পরে দেবীর ভোগ হইল, এবং তাহার পর আর একবার আরতি হইলে, দিনের মতন পূজার এক প্রকার শেষ হইল। দেবীর ভোগের পর লোক জন খাওয়াইবার আয়োজন হইতে লাগিল। বাটীর সকল প্রাঙ্গনে পাত পড়িল। বর্ণভেদ অনুসারে নিমন্ত্রিত লোকেরা আপন২ পঙক্তিতে বসিলেন। তৎপরে অন্ন ব্যঞ্জন ইত্যাদি পরিবেশিত হইলে পর, সকলে আহার আরম্ভ করিলেন। ক্রমে২ নানাবিধ উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনাদি বিতরিত হইতে লাগিল। মহানন্দ বাবু স্বয়ং ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিতেছিলেন, এবং যাহার যাহা প্রয়োজন, পরিবেশকদিগকে তাহা দিতে কহিতেছিলেন। আহারের সময় কোলাহলের সীমা রহিল না। এক জন এক দিক হইতে বলিতেছে, "আরে ওহে নবসাকদিগের পঙক্তিতে লবন দিয়া যাও।" আর একজন আর এক দিক হইতে বলিতেছে, "আরে ব্রাহ্মণের পঙক্তি-

তে ঘণ্ট দিয়ে যাও।” আবার আর এক জন বলিতেছে, “ওহে কায়স্থদিগের পঙক্তিতে পায়স দিয়া যাও।” মধ্যে২ মহানন্দ বাবু আর তাঁহার অনুচরেরা যাইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “কি চাই মহাশয়েরা, লজ্জা করিবেন না, যাহা প্রয়োজন হয়, আজ্ঞা করুন।” এক জন এক আর জনের পাতের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, “এই পাতে অম্বল নাই, অম্বল আনিয়া দেও,” আর এক পাতে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, “এ পাতে ডাল নাই, ডাল আনিয়া দেও।” এই প্রকারে নানাবিধ উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি দেওয়া হইলে পর, মিষ্টান্ন বিতরিত হইতে লাগিল। পরিতৃপ্তরূপে আহারাদি হইলে, হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া সকলে বৈঠক খানা ও অন্য২ স্থানে গমন করিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরিচারকেরা তাম্বুল ও হুক্কা আনিয়া দিল, সকলে আনন্দে গল্পগাছা করিতে লাগিলেন। তৎপরে আহারের স্থান পরিষ্কৃত হইল, এবং অবশিষ্ট যাহা ছিল, ইতর জাতিরা তাহা লইয়া গমন করিল।

কেবল বাহিরের ভোজের কথা লিখিলে, ভোজের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকে অতএব বাটীর ভিতরের ভোজের কথাও লেখা আবশ্যক। বাহিরে যত বাটীর ভিতরে তদপেক্ষা অনেক অল্প লোক হইয়াছিল; নিমন্ত্রিত ললনারা অনেকেই প্রত্যূষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, আত্মীয় কুটুম্ব না হইলেও সকলেই গৃহিণীকে মাতৃবৎ স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিত। কেহ বা তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিত, কেহ বা মাসী, কেহ বা ঠাকুরণদিদি বলিত। কেহ আসিয়া বলিল, “এই দেখুন মা ঘরের কায কর্ম্ম ননদের উপর সকল ফেলিয়া এত সকাল সকাল আসিয়াছি, কি২ করতে হবে বলুন, তাই ক'র গিয়ে। তরকারি কুটতে হয় বলুন, মাচ কুটতে হয় বলুন, যে কর্ম্ম হয় বলুন।” গৃহিণী বলিলেন, “সে কি বাছা, আজ বৎসরের এক দিন, আমোদ করে বেড়াবে, আমি কি তোমায় নিমন্ত্রণ করে খাটতে দিতে পারি? বেড়িয়ে বেড়াও, ঠাকুর দেখ, আমোদ কর, অন্য২ নিমন্ত্রিতদের সহিত গল্প কর। নিমন্ত্রিতা বলিলেন, “আজ্ঞা তা ত সত্য, আমোদ করব, গল্প করব, ঠাকুর দেখব, কিন্তু সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি ইহার নিমিত্ত রহিয়াছে; আপনি আমাকে পর ভাবেন, তাই নিতান্ত নিমন্ত্রিতের মতন ব্যবহার করতেছেন।” গৃহিণী বলিলেন, “না বাছা তা ভাব ব কেন; নিতান্তই যদি কর্ম্ম করবে, তবে ভাঁড়ারের ভারটা লও।”

গৃহিণীর সহিত কথা বার্ত্তা করিয়া নিমন্ত্রিতা, তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। ইনি গৃহিণীর কন্যার প্রিয়সখী এবং তাঁহার স্বভাব বড় অমায়িক। এ কারণ সকলেরই প্রিয়া। যাইতে২ই চিৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন, “ওরে ও বিরাজ ও বৌ, তোরা সব কোথায় লো, মরেচিস না কি, শাড়া শব্দ কিছুই পাইনে যে? আয়না কায কর্ম্ম করি গিয়ে, অরে শোন বলি, ‘যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়সীর ঘুম নাই।’ পূজো ফুরলে কি কায কর্ম্ম করতে যাবি।”

বিরাজ নন্দিনী শব্দ পাইবা মাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "এই যে দিদি, এ দিকে এস কর্ম্ম কর্ত্তে যাব বৈকি; ঘরটা ভাল করে সাজিয়ে রাখছি। চল এই বার যাব।" "কেন লো, ঘর সাজাবার এত ধুম কেন? বোনাই এসেছেন দেখছি।' "দিদির কথা শুনে আর বাঁচিনে,তোমার বোনাই না এলে কি আর ঘর সাজাতে নাই, কেন তুমি আসবে বলে সাজাচ্চি।"

"আর যা, সে কথা যেতে দে; সত্য আসেন নি নাকি?"

"না ভাই, কাল পত্র পেয়েছি, লিখেছেন, এবার কাযে বড় ব্যস্ত, আসতে পারলেন না, পারেন ত পূজার পর আসবেন।"

"চল্ ভাই তবে, একবার বৌকে দেখে আসি; পূর্ণ দাদার আসবার খবর কিছু কি জানিস।"

'না ভাই, কিছুই ত আর খবর নাই।'

বৌয়ের গৃহে যাইয়া তাহাকে পুস্তক পাঠ করিতে দেখিয়া কহিলেন, "এই ত সব তোদের অলক্ষণ, তাই স্বামি পাসনি ফেলে দে কচুর বই, রোজ রোজ ১০৮টা করে শিব পূজ কর, তা হলে ভাতার পাবি; চল এখন কাযে যাই; আজ সরস্বতী পূজায় আবার পড়া কি? নাস্তিক হচ্চিস দেখছি।"

বৌ তাঁহার কথায় কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া, তাহাদের সহিত নীচের মহলে গমন করিলেন; অন্যং নিমন্ত্রিতা স্ত্রীরাও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া কেহ বা মৎস্য কুটিতে লাগিলেন, কেহ বা তরকারী বানাইতে লাগিলেন, কেহ বা পাকশালায় যেং সামগ্রীর প্রয়োজন হয়, তাহা বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন, কেহ বা পাকশালায় যাইয়া পাচিকাদিগকে পাকের বিষয় পরামর্শ দিতে লাগিলেন, কেহ বা পান সাজিতে লাগিলেন; এই প্রকারে নানা বিধ কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে পাকের ও অন্যং কর্ম্ম সমাপ্ত হইবার সময়ে গৃহিণী আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,"কি গো বাছারা সব স্নান করতে যাবে না; আরতির সময় উপস্থিত হল, যাও এই বারে স্নানটান করে চুলটুল বেঁধে বেড়ইয়ে বেড়াও; আর কায অল্পই বাকি আছে, সে সব আমি করব।" গৃহিণীর অনুরোধ অনুসারে সকলেই কর্ম্ম কায ত্যাগ করিয়া; একত্র হইয়া সরোবরে স্নান করিতে গমন করিলেন। বেশ, বিন্যাস, ও শোভা প্রিয়তা স্ত্রী জাতির স্বভাব সিদ্ধ, সভ্যতম ইংরেজ জাতি হইতে বর্ব্বর কোল জাতির মধ্যেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য সকল প্রাকৃতিক বৃত্তির ন্যায় এই শোভন স্পৃহার আতিশয্য হইলেই অমঙ্গল, নতুবা ইহার দ্বারা সুখ বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। আমাদিগের বোধ হয়, অপরিষ্কার ও অপরিপাটি স্ত্রী অপেক্ষা আর কদর্য্য দৃষ্টি কুত্রাপি নাই, শোভা ও পারিপাট্য স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক, তাহা না হইলে প্রকৃতির বিকৃতি হইয়া থাকে, এবং ইহা অবশ্য স্বীকৃত কথা যে, উত্তম পদার্থের বিকৃতি অতি কদর্য্য। আমরা তাই বলিয়া শোভন স্পৃহার আতিশয্যের অনুমোদন করি না। শোভার

নিমিত্ত সাধ্যাতীত ও অপরিমিত ব্যয় করা ধর্ম্মতঃ লোকতঃ দুই বিষয়েই দূষ্য, ইহাতে সন্দেহ নাস্তি। হীরা, মুক্তা, মণি, মাণিক্য বহু মূল্য বস্ত্রাদির দ্বারা যে কৃত্রিম শোভা উৎপাদন হইয়া থাকে, আমরা এ প্রকার শোভার উল্লেখ করিতেছি না; দেহ বস্ত্রাদি পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখাতে যে নৈসর্গিক শ্রী বৃদ্ধি হয়, তাহারই কথা কহিতেছি। অত্যন্ত সুন্দরী নারী অপরিষ্কার ও অপরিপাটি হইলে চক্ষের শূল স্বরূপ হয়, ও যৎসামান্য শ্রীযুক্তা নারী পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন হইলে দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। আমরা দেখি, "ধান ভাঙ্গিতে২ শিবের গীত" গাইয়া বসিয়াছি, অতএব এক্ষণে মূল কথার বর্ণন করা যাউক। স্নানের আয়োজনেরই বা ঘটা কি; নানা জাতি বহু মূল্য তৈল, তিলের তৈল, গাজিপুরের চামেলি, বেলা, মাতা ঘষা, সরোবরের ঘাটে অচেল যাইতে আরম্ভ হইল; যাহার যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করিলেন। বেসম ও মাথা ঘষা ও উইণ্ডসরের সাবানেরও অপরিযাপ্ত আবশ্যক হইয়াছিল। উহার মধ্যে যাহারা পুরাতন প্রথার শরণাগত, তাহারা হরিদ্রা ব্যবহারে ক্রটি করেন নাই। গৃহের ও নিমন্ত্রিত স্ত্রীদিগের স্নানান্তর পরিচারিকারাও স্নান করিয়া লইল। তাহাদিগের বেশ ভূষায় অধিক কাল ক্ষেপন করিতে হয় নাই; তাহারা যে রঙ্গীন বস্ত্র পাইয়াছিল, তাহাই পরিধান করিল। অন্য ললনাদিগের বেশ ভূষা আর ফুরায় না; কাহার শিঁতি কাটা আর হয় না; কেহ বা খয়েরের টিপই করিতেছেন, কিছুতেই আর মনোপূত হইতেছে না; বিলাতী পৌডর ও বঙ্গদেশীয় ললনাদিগের নিতান্ত অব্যবহৃত নয়, কেহ বা তাহাই ব্যবহার করিতেছেন। পরে ভূষণাদি পরিধান সমাপ্ত হইল; ভূষণের কত নাম করিব, সকল বর্ণনা করিতে হইলে অধ্যায় বাহুল্য হইয়া পড়ে। অবস্থা বুঝিয়া কাহার বা সমুদয় রৌপ্যের, কাহার বা অধিকাংশ স্বর্ণের, কাহার বা মণি মাণিক্য স্বর্ণ রৌপ্যে মিশ্রিত। অলঙ্কার পরিধান করা হইলে পর সুগন্ধির সেবা আরম্ভ হইল; চন্দন, আতর, গোলাব ইত্যাদি বস্ত্রে ও অঙ্গে মাখাইয়া অঙ্গ রাগ সম্পন্ন হইল। এই সময়ে গৃহিণী আসিয়া বলিলেন "তোমরা সব কি কর্‌চো, আর্‌তির সময় হয়েছে, চল আরতি দেখবে।" তাঁহারা সকলে একটী বারাণ্ডায় চিকের অন্তরাল হইতে আরতি দেখিতে গমন করিলেন। আরতি সাঙ্গ হইলে, পূজক ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অঞ্জলি দিবার সমাচার পাঠাইয়া দিলেন। পশ্চাতে পরিচারিকারা অগ্রে ললনারা মধুর শব্দ করিতে২ গমন করিলেন। অঞ্জলি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া আসিয়া জলযোগ করত সকলে এ দিক ও দিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গৃহিণী আসিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "ওগো বাছারা, তোমরা কি করবে, অপর লোকদের আহার হলে, আহার করবে, না অগ্রে আহার করবে?" "না, আমরা শেষে আহার করব। তাহাদের আহারের সময় আমরা সেই স্থানে থাকিয়া তত্ত্বাবধারণ পরিবেশনাদি করিব।"

পাকশালার প্রাঙ্গনে পাত পাড়িল, এবং অন্যব্যঞ্জনাদি দেওয়া হইলে অপর সাধারণ নিমন্ত্রিত স্ত্রীরা আহার বরিতে বসিল। গৃহিণী স্বয়ং সকল তত্ত্বাবধারন করিতেছিলেন, এবং সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিতে সাধ্য সাধনা করিতেছিলেন। অধিকাংশ ভোজন উপবিষ্ট স্ত্রীরা কৃষিজীবী, তাহাদের পাত্রে উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি দেওয়া হইলেও তাহাতে তাহাদের বড় রুচি হইল না। গৃহিণী এই দেখিয়া তাহাদের বলিলেন? "সে কি গো বাছারা ব্যঞ্জন পড়িয়া রহিল কেন? ব্যঞ্জন কি ভাল পাক হয় নাই?" তাহারা প্রত্যুত্তর করিল, "না মা ঠাকুরন, সব ভাল হইয়াছে, তবে আমাদের মুখে কালিয়া কোপ্তা ভাল লাগে না; আমরা প্রত্যহ যাহা খাই—কড়াইয়ের ডাল ও চুনমাছের অম্বল, তাই আমাদের ভাল লাগে।"

গৃহিণী পরিবেশন কারীদের তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যঞ্জনাদি দিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং তাহারা দধি পায়স মণ্ডা ইত্যাদিতে পরিতৃপ্ত আহার করিয়া তৎপরে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করত পান খাইতে লাগিল। পরে অন্য ললনাদিগের ভোজন আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে যে সাধারণ স্ত্রীরা আহার করিয়াছিল, তাহাদের অপেক্ষা ইহাঁদিগের সংখ্যা অনেক অল্প; বাটীর ভিতরের চকের বারাণ্ডায় ইহাঁদের ভোজনের স্থান হইয়াছিল; এবং সকলে পঙক্তিভুক্ত হইয়া আহার আরম্ভ করিলেন। ইহাঁদের আহারের সময় গৃহিণী তত্ত্বাবধারণ করিতেছিলেন। ইহাঁদের আহারে কিছুকাল বিলম্ব হইয়াছিল; খাইতে২ কতই কথা উপস্থিত হইল। এক জন আর এক জনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ভাই গঙ্গাজলের কপাল টা ভাল, উহার স্বামীর পঞ্চাশ টাকার অধিক বেতন নয় তবু দেখ কত গহনা দিয়াছে।" আর এক জন বলিতেছেন ও ভাই মহাপ্রসাদ তোমার ছেলিটীর সঙ্গে আমার মাধবীর সহিত সম্বন্ধ স্থির কর, আমি পঞ্চাশ ভরি সোণা দিব?" আর এক জন বলিতেছেন, "আজ রাত্রিতে ভাই বাই নাচ দেখব না, নচ্ছার মাগিরে দুটো হাত নেড়ে হিন্দি বুলিতে কি গায়, তার মাতাও নাই মুণ্ডুও নাই, আমাদের যাত্রা ভাল, যা গায় তার অর্থ বুঝা যায়।" এই প্রকার কথোপকথনে আহার সমাপ্ত হইলে, তাঁহারা হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া তাম্বুল সেবন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তৎপরে বিধবারা স্বতন্ত্র আহার করিলেন। এই প্রকারে তিন প্রহর বেলা গত হইল। পূজা উপলক্ষে অনেক কাঙ্গালি সমবেত হইয়াছিল। বৈকালে তাহাদের এক২ মালসা করিয়া জলপান ও এক২ আনা পয়সা বিতরণ করা হইলে, কাঙ্গালি বিদায় হইতে২ সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ইহার পর সন্ধ্যারতির আয়োজন হইল। এই সময়ে গ্রামের অধিংকাশ স্ত্রীরা বেশ বিন্যাস ও অলঙ্কার পরিধান করত সন্তান সন্ততিদিগকে সঙ্গে লইয়া আরতি দেখিতে আইলেন। তাঁহাদের আগমনে প্রাঙ্গন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আরতি সমাপ্ত হইলে, নিমন্ত্রিত লোকদিগকে জলপান

করান এবং যাঁহারা বাটীতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিকট জলপান প্রেরণ করা হইল। ইহার পর তামাসা নৃত্য গীতাদির আয়োজন হইতে লাগিল। বাটী আলোয় আলোময় হইয়া উঠিল। দালান, চক, বারাণ্ডা, ও প্রাঙ্গনের সকল আলো জ্বালান হইল। প্রত্যেক মহলের প্রাঙ্গনে একং দল যাত্রা বসিয়া গেল, কেবল পূজার বাটীর চকে বাই নাচ হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি, সমবেত লোকেরা আনন্দে নৃত্য গীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করিলেন। অধিকাংশ লোকই যাত্রা প্রিয়, কারণ তাহারা তাহার ভাবার্থ বুঝিতে পারে। কেলুয়া ভুলুয়া আসিলে তাহাদের বিকৃতি অঙ্গ ভঙ্গিতে ও তাহাদের হাস্যোৎপাদক রহাস্যে সকলেই খীল খীল করিয়া হাস্য করিয়া উঠেন। কখন বা দূতীর করুণা রস সঞ্চারক আখ্যানের ব্যাখ্যায় ও তদ্বিষয় সম্বন্ধীয় গীত শ্রবন করিয়া তাহাদের নেত্র বারি ভাসিয়া যায়। পূজার বাটীতে বাইজীদিগের নৃত্য গীত হইতে লাগিল, মহানন্দ বাবু আগন্তুক নিমন্ত্রিতগণকে আতর দান হইতে আতর দান করিতেছেন ও গোলাবপাস হইতে তাহাদের গাত্রে গোলাপ বিক্ষেপন করিতেছেন। যাহার যেমন অভিরুচি তদনুরুপ তাহারা নৃত্য গীত জনিত সুখ ভোগ করিতেছেন। দেশীয় নিমন্ত্রিতদিগের প্রতি এই প্রকারে আতিথ্য ক্রিয়া সম্পাদন হইল।

বিদেশীয় নিমন্ত্রিতগণের সৎকারের নিমিত্ত মহানন্দ বাবু সাধ্যমতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি স্বয়ং তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহারে সংশ্রব করিতে পারেন নাই সত্য বটে, কিন্তু তাঁহাদের সুখ সচ্ছন্দতার বিষয় সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিয়াছিলেন, এবং মন্থকুমার সাহেবকেও সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভার লইতে সাধনা করিয়াছিলেন। সাহেবেরা অধিকাংশই বহু পরিশ্রমী ও অবকাশ শূন্য, তাঁহারা সাবকাশ পাইয়া তাহা ভোগ করিতে বিরত হন নাই। এক দল বা শীকার করিতে গমন করিলেন, এক দল বা মাঠে ব্যাট ও বল লইয়া খেলা করিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের লোকেরা বড় হাকিমদের বাল্য ক্রীড়ায় রত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের বিবেচনায় যে সকল ক্রীড়াতে দৌড়াদৌড়ি, কিম্বা ছুটাছুটি করিতে হয়, তাহা বয়স্থ লোকের উপযুক্ত নয়। এ বিবেচনা দেশস্থ ক্ষীণ ও ব্যায়াম পরান্মুখ লোকদের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত নহে। সাহেবদিগের সন্ধ্যা ভোজ হইলে, মহানন্দ বাবু আসিয়া তাহাদের গড়ের ভিতরের তামাসা দেখিতে অনুরোধ করিলেন। সাহেব বিবি একত্রিত হইয়া আগমন করিলেন; পথে তাঁহারা সুন্দর দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন। যে দিকে দৃষ্টি করেন সেই দিকই আলোকে আলোকময়; তমসা যেন যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সেই অঞ্চল হইতে পলায়ন করিয়াছে। আলোকময় ডিঙ্গিগুলি গরখাইয়ে ভাসমান হওয়াতে দেখাইতেছিলে, যেন আকাশের তারা স্তবকেং খসিয়া জলে ভাসিতেছে। কেবল যে দৃশ্যের সুখ তাহা নয়, মধ্যেং নহোবতের মিষ্ট শব্দ কর্ণকুহরে আসিতেছে, এবং তাহা স্থগিত হইলে কোকিলের সপ্তমের রব শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্তি করিতেছে।

মহানন্দ বাবু সাহেব বিবিদের বাটীতে আনিয়া, তাঁহাদের দেওয়ান খানায় বসাইয়া, এতদ্দেশীয় রীতি অনুসারে তাঁহাদের আতর পান দিলে পর তাঁহারা ইতস্ততঃ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কেহ বা প্রাঙ্গনে নাচের স্থানে যাইয়া নাচ দেখিতে আরম্ভ করিলেন, কেহ বা অন্যং প্রাঙ্গনে যাত্রা দেখিতে লাগিলেন। বিবিরা অন্তঃপুর দেখিবার মানস করাতে মহানন্দ বাবু তাঁহাদের অন্তঃপুরে লইয়া যাইয়া তাঁহার ভগিনীর নিকট তাঁহাদের রাখিয়া বাহিরে আসিলেন। বৌয়ের ঘরে তাঁহাদের বসিবার আয়োজন করা হইয়াছিল। তাঁহারা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন, এবং সুকুমার চর্চ্চার উপকরণ সকল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া তৎবিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল, এবং কথোপকথন হইতেং কার্য্যও তাহা হইতে আরম্ভ হইল। বৌ প্রথমে বাদ্য যন্ত্রের সহিত স্বর মিলাইয়া একটী গীত গান করিলেন। পরে দুই এক জন শ্বেতাঙ্গী বাদ্য যন্ত্রের সহিত তানলয় মিলাইয়া দুই একটী ইংরেজী গীত গান করিলেন। অনুরুদ্ধ হইয়া এদেশীয় দুই তিন জন ললনা একত্রীত হইয়া এদেশীয় সচরাচর চলিত আড়া খেমটা সুরের গীত গান করিলেন। এই প্রকার মিষ্টালাপে কিয়ৎকাল গত হইলে তাঁহারা বাহিরে গমন করিলেন। পরে মহানন্দ বাবু তাঁহাদের লইয়া নূতন বৈঠক খানায় গমন করিলেন, এবং সেই স্থানে তাঁহাদের রাত্রি ভোজ হইল। তাঁহাদের বিনোদনার্থ তৎপরে অগ্নি ক্রীড়া হইতে লাগিল। যাত্রাকারকেরা ও নৃত্যকীরা এই অবসরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে লাগিল এবং সকল দর্শক ও শ্রোতারা নূতন বৈঠক খানায় বাগানেরদিকে যাইয়া সমবেত হইতে লাগিল। এক ঘন্টা দুই ঘন্টা ব্যাপিয়া বাজী হইতে লাগিল; গ্রাম্য দর্শকেরা নানা বর্ণের রং মসাল দেখিয়া বিস্মিত হইল; এক বার বোধ হইতে লাগিল শূন্য পর্য্যন্ত সমস্ত গাঢ় রক্ত বর্ণ ধারণ করিয়াছে, আর এক বার বোধ হইতে লাগিল হরিৎ পীত মিশ্র আভায় আকাশমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বাজী সাঙ্গ হইলে সাহেবেরা আপনং স্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং বাটীর প্রাঙ্গনে পুনরায় তামাসা আরম্ভ হওয়াতে, লোক সকল পুনরায় তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল; প্রভাত না হইতেং নৃত্য স্থগিত হইল; কিন্তু যত বেলা হইতে লাগিল তত যেন যাত্রার প্রতি লোকদের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বেলা ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত যাত্রা আর সাঙ্গ হয় না; পরে সাঙ্গ হইলে. সকলে “হরিবোল, হরিবোল,” বলিয়া পলায়ন করিল। পূজাও শেষ হইল।

না দেখিয়া বিশ্বাস ।

কেহ২ কল্পনা করেন যে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রাহ্য না হইয়া বরং উপহাস্যই বটে। কেননা উহাতে দৃশ্য বিষয়ের আলোচনা না থাকিয়া অদৃশ্য বিষয়েরই বিশ্বাস মনুষ্যের প্রতি আদিষ্ট হইয়াছে। ইহাঁরা মনে করেন যে না দেখিয়া বিশ্বাস করা বড় নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম, অতএব ইহাঁদের প্রবোধ নিমিত্ত আমরা যে২ দৈব বিষয়ে বিশ্বাস করি তাহা দৃষ্টিগোচর করিতে অক্ষম হইলেও অদৃশ্য বিষয় যে মনুষ্যের মনোগোচর হইয়া বিশ্বাস্য হয়, ইহা দর্শাইব। প্রথমতঃ যাঁহারা জাড্য প্রযুক্ত মাংসচক্ষুর এমনি পরবশ হইয়াছেন যে, তদ্দ্বারা যাহা অনুভব করেন না তাহা বিশ্বাস্য নহে কল্পনা করেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, চক্ষুর অগোচর কত ভুরি২ বিষয়ে তাঁহারা যে কেবল বিশ্বাস করেন তাহা নহে, নিশ্চয়জ্ঞানও করিতেছেন। আমাদের এই অদৃশ্য আত্মায় অগন্য অদৃশ্য বৃত্তি আছে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, বিশ্বাসবৃত্তি, যদ্দ্বারা বিশ্বাস করিয়া থাকি এবং বুদ্ধিবৃত্তি যদ্দ্বারা কোন২ বিষয়ে আমাদের অবিশ্বাস হইয়া থাকে, এই বৃত্তিদ্বয়ও পূর্ব্বোক্ত চক্ষুর নিতান্ত দর্শনাতীত হইলেও, কে বলিবে যে আত্মার অন্তর্দৃষ্টির পক্ষে ইহারা নিতান্ত সুপ্রকাশ নহে? অতএব শারীরিক চক্ষুর অপ্রয়োগে যখন আমাদের বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নিঃসন্দেহ প্রতীয়মান হয়, তখন শারীরিক চক্ষুর অদৃশ্য বলিয়া কি প্রকারে কোন বিষয়ে অবিশ্বাসী হই?

২। তাঁহারা বলেন, আত্মার, ব্যাপারাদি আত্মাদ্বারাই অনুভব করিতে পারায় তদ্‌জ্ঞানের নিমিত্ত শারীরিক চক্ষুর প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমরা যাহা বিশ্বাস করিতে কহ তাহা আমাদের বাহিরেতেও দেখাও না, যে শরীরের চক্ষুদ্বারা জ্ঞাত হইব; আর আমাদের আত্মার অন্তর্ব্বর্ত্তীও নহে যে চিন্তনদ্বারা দর্শন করিব? এখানে এমন কথা বলা সঙ্গত নহে,কেননা বিশ্বাসের পদার্থ সমীপস্থ ভাবে দৃষ্টিগোচর হইলে কেহই আর বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিবেক না। ফলে যদি না দেখিয়া অনিত্য বিষয়েতেও বিশ্বাস করিতে হয়, তবে বিশ্বাস দ্বারা নিত্য বিষয়ের যে দর্শন হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তুমি না দেখিয়া বিশ্বাস করিতে চাহ না, ভাল, উপস্থিত বাহ্যবস্তু শারীরিক চক্ষুতে দেখিতে পাও, আর যখন যে ইচ্ছা বা বুদ্ধিবৃত্তি তোমার আপন আত্মাতে উদয় হয়, তখন তাহা আত্মাদ্বারাই দেখিতে পাও। কিন্তু বল কোন্ চক্ষুদ্বারা তোমার বন্ধুর স্নেহ দেখিয়া থাক? কোন স্নেহ শারীরিক চক্ষুর দৃশ্য নহে। অন্যের আত্মা কি ভাবাপন্ন হইতেছে, তাহাও কি তোমার আত্মাদ্বারা দেখিতে পাও? যদি না দেখিতে পাও, যদি নিতান্তই যাহা দেখিতে পাও না তাহা বিশ্বাস কর না, তবে কেন তাহার সৌহার্দ্দের পরিশোধে সৌহার্দ্দ করিয়া থাক? হয় তো তুমি কহিবা বন্ধুর আচার ব্যবহারদ্বারা তাঁহার স্নেহ দেখিতে পাই। ক্রিয়া দেখিতে পাও বটে, বাক্যও শুনিয়া থাক, কিন্তু দৃষ্টিশ্রুতির অগোচর

যে তোমার অমাত্যের স্নেহ, তাহাতে বিশ্বাস করিতে হয়। ঐ স্নেহ বর্ণ বা আকৃতি নহে যে, দৃক্‌পথারূঢ় হইবে, শব্দ বা গীত নহে যে কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে, তোমার আপনারও নহে যে, হৃদয়েন্দ্রিয়ে বোধগম্য হইবে। অতএব যাহা দেখিলে না, শুনিলে না, তোমার আপন অন্তরেও ভাসমান নহে, এমন বস্তুতেও বিশ্বাস করিতে হইল, নচেৎ সৌহৃদ্য বিনা একাকী জীবন যাপিত হয় বা তোমার জন্যে অন্যের অনুরাগ ব্যয় হইলে, তাহার বিনিময়ে তুমি আপন অনুরাগ ব্যয় করিতে পার না। তবে যে কহিলে বাহিরে শরীরদ্বারা বা অন্তরে হৃদয়দ্বারা দর্শন না করিলে বিশ্বাস অকর্ত্তব্য, তোমার সে কথা কোথায় রহিল? দেখ যে হৃদয় তোমার নিজ নহে, তাহাতে নিজ হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেছ। আর যেখানে মাংসের বা মনের নেত্র প্রয়োগ হয় না, সেখানে বিশ্বাসদ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিতেছ। তোমার বন্ধুর আকৃতি তোমার শরীরের প্রত্যক্ষ, তোমার আপন বিশ্বাস তোমার আপন আত্মার প্রত্যক্ষ, কিন্তু যদ্দ্বারা বন্ধুতে স্থিত অথচ অদৃশ্য বিষয়ের প্রতীতি হয়, এমন বিশ্বাস তোমারও না থাকিলে, বন্ধুর বিশ্বাসে তোমার অনুরাগ হইত না। মনুষ্য হিংসাভাব গুপ্ত রাখিয়া সদ্‌ভাবাকার অবলম্বন পূর্ব্বক বঞ্চনা করিতে পারে, আর হানি করিবার মানস অসত্ত্বেও কোন উপকার লিপ্সাপ্রযুক্ত কপট স্নেহ ধারণ করে বটে, তত্রাপি পরস্পর বিশ্রম্ভই সুহৃদ্বর্গের ধর্ম্ম।

৩। যদি বল, বন্ধুর হৃদয় দর্শনে অক্ষম হইয়াও প্রত্যয় করিবার কারণ এই যে আমার ক্লেশের সময়ে তাঁহার পরীক্ষা লইয়াছি, আপদ্‌কালে আমাকে পরিত্যাগ না করাতে আমার প্রতি তাঁহার মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছি,—তবে তো তোমার মতে বন্ধুজনের স্নেহ পরীক্ষার্থ বিপদ বাসনা করিতে হয়। দুঃখ সম্পাতে অসুখী না হইলে কেহ আর সৌহৃদ্যসুখানুভব করিতে পারিল না। আপনি শোক বা ভয় যন্ত্রণায় পীড়িত না হইলে অন্যের প্রেম নিঃসংশয়ে ভোগ করিতে পারিল না। যখন দুর্ভাগ্য বিনা সৌগ্যের পরিচয় পাওয়া আসাধ্য তখন প্রকৃত বন্ধুত্ব স্বরূপ যে সৌভাগ্য, তাহা আশঙ্কায় বিষয় না হইয়া কি প্রকারে বাসনার বিষয় হইবে? বিপন্নাবস্থাতেই তাঁহার সূক্ষ্মতর পরীক্ষা হয় যথার্থ বটে, তত্রাপি সম্পন্নাবস্থায়ও প্রকৃত বন্ধু পাওয়া সম্ভব। ফলতঃ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্তে তুমি কি বিশ্বাস অসত্ত্বেও আপনাকে আপদে সমর্পিবে। অতএব পরীক্ষার নিমিত্ত আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করণে পরীক্ষার পূর্ব্বেই বিশ্বাস করিতেছ। অদৃষ্ট বিষয় মাত্রে অবিশ্বাসই যদি কর্ত্তব্য, তবে কেন সূক্ষ্মপরীক্ষা না হইতেই সুহৃদ হৃদয়ে প্রত্যয় করি। এবং আপনাদের দুর্দ্দশাদ্বারা ঐ হৃদয়স্থ সদ্‌গুণের পরিচয় পাইলেও আমাদের প্রতি বন্ধুর স্নেহ দৃষ্টিগোচর না হইয়া বরং প্রত্যয় গোচরই হয়। তবে কি না যাহা বিশ্বাসের মাহাত্ম্যে প্রত্যয় করি তাহা যেন উহার কোন রূপ চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই, এমন অবধারণ অসঙ্গত বোধ হয় না। প্রত্যুত

দর্শনে অক্ষম হওয়াতেই প্রত্যয় করা বিধেয় হইল।

৪। এই বিশ্বাস মনুষ্যের মধ্য হইতে উৎসন্ন হইলে কে না বুঝিতে পারে যে অত্যন্ত গোলযোগ বা ভয়ঙ্কর ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়। যাহা অদৃশ্য তাহা যদি অবিশ্বাস্য হয়, তবে পরস্পর প্রণয় পাশে বদ্ধ হওন কোথায় থাকে? বন্ধুতার সর্ব্বনাশ হয়, কেননা উহা পরস্পর প্রেমেতেই তিষ্ঠে। যখন প্রেম প্রদর্শন একেবারেই অপ্রত্যয়িত হইতেছে, তখন আর কি উহা অন্যের প্রেম গ্রহণে সক্ষম হইবে? অপিচ বন্ধুতার অপনয়নে, বিবাহ জ্ঞাতিত্ব এবং কুটুম্বিতারও বন্ধনী শিথিল হইয়া পড়ে, কেননা উহাও সৌহার্দ্দের ঐক্য সম্বলিত। দম্পতীর পরস্পর স্নেহ সম্ভবে না, কেননা দৃষ্টির বহির্ভূত হওয়াতে একজন অন্যের স্নেহে প্রত্যয় করিতে পারে না। অপত্যকামনাও ঘুচিয়া যায়, কেননা প্রত্যুপকার হইবে এমন বিশ্বাস থাকে না। আর যদিও সন্তান উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তত্রাপি অদৃশ্যে বিশ্বাস প্রশংসনীয় না হইয়া দূষ্য অবিবেচনার কর্ম্ম হওয়াতে, পিতা মাতা তাদৃক্ অপত্য স্নেহ করিবে না; কেননা তাহাদের প্রতি সন্তানদের হৃদয়স্থ অদৃশ্য স্নেহ দেখিতে পাইবে না। আর যদি সন্তানের প্রতি পিতা মাতার এবং পিতা মাতার প্রতি সন্তানের প্রেম অনিশ্চয় ও স্নেহ সংশয়িত হয়, এক জন অন্যেতে যাহা না দেখে তাহাতে প্রত্যয় না থাকাতে পরস্পর সদিচ্ছা বিধেয় বোধ এবং প্রকটিতও না হয়,—তবে আর ভ্রাতা ভগ্নী, জামতা শ্বশুর ইত্যাদি জ্ঞাতিত্ব বা কুটুম্বিতা জনিত প্রেম থাকে না। অপরাপর সম্বন্ধের কথা আর কি কহিব? প্রেমকারির প্রেম অদৃশ্য অতএব অপ্রত্যয়িত হওয়াতে তাহার নিকট কোন মতে আপনাকে বাধ্য বোধ করিব না, প্রেমের পরিশোধও করিব না। এপ্রকার সাবধানতা চতুরতার চিহ্ন নহে বরং নিতান্ত ঘৃণার্হ। কেন না যাহা না দেখি তাহা যদি বিশ্বাস না করি, যদি মনুষ্যের স্নেহাদি বৃত্তি চক্ষুর গোচর নহে বলিয়া অবিশ্বাস্য হয়, তবে মনুষ্যের মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়, সামাজিক প্রণালী সমূলে উৎপাটিত হয়। না দেখিয়া বিশ্বাস করি, এই কারণে যাঁহারা আমাদের অভিযোগ করেন, তাঁহারা আপনারাই জনশ্রুতি বা পুরাবৃত্ত প্রমাণ কতং কথায় প্রত্যয় করেন। আর যেং স্থানে আপনারা কখন গমন করেন নাই, তদ্বিষয়ে কথা কহেন না, বিশ্বাস করেন না, কেননা দেখেন নাই। এরূপ কথা কহিলে, জনক জননীও অবিজ্ঞাত স্বীকার করিতে হয়, কেননা ইহাতে তাঁহাদের যে বিশ্বাস, তাহা অন্য লোকের উক্তি হেতুক; কালাতীত প্রযুক্ত উঁহারা দেখাইতে পারেন না এবং তাঁহাদের আপনাদেরও কোন স্মরণ নাই, তত্রাপি নিঃসন্দেহে অপর লোকের বচন তাঁহারা মানিয়া লইতেছেন। এমন না হইলে যাহা দেখিতে অক্ষম তাহাতে প্রত্যয় করণের দোষ পরিহার করিতে গিয়া, পিতা মাতায় অবিশ্বাসরূপ অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। অতএব যদি অদৃশ্যে প্রত্যয়ের অভাব প্রযুক্ত মনোমিলন নাশে মানুষিক সমাজই অস্থায়ী হয়, তবে না দেখিয়াও দৈব বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস কেমন

বিধেয়। নচেৎ সামান্য বন্ধুতা যে উৎপাটিত হয়, তাহা কেবল নহে, পিতৃমাতৃ ভক্তি স্বরূপ প্রধান ধর্ম্মের বিলোপনেও দুঃখাতিশয্য উপস্থিত হয়।

৫। হয়ত তুমি কহিবা বন্ধুর স্নেহ দেখিতে না পারিলেও নানা সঙ্কেত দ্বারা তাহার সন্ধান পাই, কিন্তু তোমরা যাহা না দেখাইয়া বিশ্বাস করাইতে চাহ, তাহার কোন চিহ্নও দেখাও না। ভাল, ইহাও বড় তুচ্ছ বিষয় নহে; ইহাতে স্বীকার করা হইল যে চিহ্নের স্পষ্টতাধীন অদৃষ্ট বস্তুও বিশ্বাস যোগ্য হয়। কেননা ইহাতে স্থির হইল, অদৃষ্ট হইলেই যে অবিশ্বাস্য এমন নহে; সুতরাং যাহা দেখিতে পাই না তাহাতে বিশ্বাস করা উচিত নহে, একথা অসঙ্গত বলিয়া হেয় হইয়া পড়িয়া রহিল। ফলতঃ যাহারা মনে করে যে খ্রীষ্ট বিষয়ক কোন চিহ্ন বিনা আমরা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করি, তাহাদের নিতান্ত ভ্রম। যেং চিহ্ন আমরা এখন পূর্ব্বোক্ত অথচ সম্পূর্ণ দেখিতেছি, তদপেক্ষা স্পষ্টতর চিহ্ন আর কি আছে? অতএব যেমন তোমরা মনে কর যে কোন নিদর্শন পাইলে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় যাহা দেখিতে পাও না তাহাতে প্রত্যয় করা বিধেয়, সেই জন্য তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, যাহা দেখিতে পাইতেছ তাহাতে প্রণিধান কর। স্বয়ং খ্রীষ্টীয় সভা যেন মাতৃ স্নেহ বচনে তোমাদিগকে বিনয় করিতেছেন, যেন বলিতেছেন, আমি সমস্ত ভূমণ্ডলে ফলবতী ও বর্দ্ধমানা হইতেছি, ইহাতে তোমরা কৌতুকাবিষ্ট হইতেছ, ফলে একদা আমি এরূপ ছিলাম না। কিন্তু তোমার ঔরসে সকল জাতি আশীঃ প্রাপ্ত হইবে এই বলিয়া ঈশ্বর যখন ইব্রাহীমকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন আমারি বিষয়ে অঙ্গীকার করিলেন। খ্রীষ্ট বিষয়ক আশীর্ব্বাদেই আমি সর্ব্ব জাতি মধ্যে বিস্তীর্ণ হইতেছি। খ্রীষ্ট ইব্রাহীমের ঔরস জাত ইহার সাক্ষী বংশাবলির অনুক্রম। উহার সংক্ষেপ সমুচ্চয় এই, ইব্রাহীম ইস্‌হাককে জন্ম দিলেন, ইস্‌হাক্ যাকুব্‌কে, যাকুব্ দ্বাদশ পুত্রকে, যাহাদের হইতে ইস্রায়েল লোক উৎপন্ন হইল। যাকুবেরই অপর নাম ইস্রায়েল। দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে যিহুদা এক জন, যাঁহা হইতে যিহুদীরা আপনাদের নাম পাইয়াছে।

তাঁহাদেরই বংশজাত কুমারী মরিয়ম খ্রীষ্টের গর্ভধারিণী। দেখ ইব্রাহীমের ঔরস জাত খ্রীষ্টেতে সর্ব্বজাতি আশীঃপ্রাপ্ত দেখিয়া তোমরা অবাক্ হইতেছ, তত্রাপি তাঁহাতে বিশ্বাস করিতে ভয় করিতেছ। বরং তাঁহাতে বিশ্বাস না করাই তোমাদের ভয়ের বিষয় হওয়া উচিত ছিল। কুমারী প্রসবনে সন্দেহ কল্পনায় বিশ্বাসে পরাঙ্মুখ হওয়া দূরে থাকুক বরং ঈশ্বরের ঐ রূপে মনুষ্য জন্মই শোভনীয়, ইহা বিশ্বাস করা কি তোমাদের উচিত নহে? প্রবাচক দ্বারা ইহারও পূর্ব্বসম্বাদ গ্রহণকর, দেখ কুমারী গর্ভিণী হইবে ও পুত্র প্রসবিবে এবং লোকে তাঁহার নাম এম্মানুএল (অর্থাৎ আমাদের সহিত ঈশ্বর) কহিবে। অতএব কুমারীর প্রসবনে সন্দিহান না হইয়া বিশ্বাস কর, যে ঈশ্বর জন্মগ্রহণে জগৎ শাসন ত্যাগ করিলেন অথচ মনু-

ষোর নিকট মনুষ্য হইয়া আইলেন, আপন মাতাকে ফলবতী করিলেন, অথচ তাঁহার কুমারীত্ব অপহৃত হইল না। এই রূপে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ সমীচীন, যদিও তিনি নিত্য ঈশ্বর, তথাপি এই জন্মদ্বারা তিনি প্রকৃতরূপে আমাদের ঈশ্বর হইলেন। এই হেতু তাঁহার উদ্দেশে পুনশ্চ প্রবাচক কহেন, হে ঈশ্বর তোমার সিংহাসন চিরস্থায়ী, আর্জ্জবদণ্ডই তোমার রাজ্যের দণ্ড, তুমি যাথার্থ্য ভালবাসিয়াছ, দুষ্টতা দ্বেষ করিয়াছ, এই হেতু, হে ঈশ্বর তোমার ঈশ্বর তদীয় সঙ্গিগণাপেক্ষা তোমাকে আনন্দ-তৈলে অভিষেক করিয়াছেন। এই অভিষেক আত্মিক, ইহাতে ঈশ্বর ঈশ্বরকে পিতা পুত্রকে, অভিষিক্ত করিলেন, এই অভিষেক বাচক খ্রীষ্টশব্দ হইতে খ্রীষ্টাখ্যাত পুণ্যতমকে জ্ঞাত হইয়াছি। আমিই ঐ সভা, যাহার উদ্দেশে ভবিষ্যৎ ঘটনা ঐ গীতেতেই ভূতবৎ তাঁহার প্রতি নিবেদিত হইতেছে। যথা স্বর্ণময় বস্ত্রে বিচিত্রবর্ণের বসনে অর্থাৎ ভাষার বিচিত্রতায় ভূষিতা, রাণী তোমার দক্ষিণে অধিষ্ঠিতা। ইহা আমারই প্রতি উক্ত হইয়াছে, যথা শুন হে কন্যা! এবং দেখ ও তোমার কর্ণপাত কর, এবং আপন লোক তথা তোমার পিতার গৃহ বিস্মরণ কর; কেন না রাজা তোমার রূপের অভিলাষী; তিনিই তোমার প্রভু পরমেশ্বর। সুরের কন্যাগণ উপহার দিয়া তাঁহার আরাধনা করিবে, জনপদস্থ সকল ধনাঢ্যেরা তোমার মুখ প্রসাদনার্থ বিনয় করিবে। ঐ রাজ কন্যার সমস্ত শোভা অন্তরস্থা, স্বর্ণের পাড়ীযুক্ত বিচিত্র বসনাবৃতা। তাঁহার পশ্চাৎ কুমারীরা রাজার নিকটে আনীত হইবে, তাঁহার সখীরা তোমার নিকটে আনীত হইবে, আনন্দ ও উল্লাসপূর্ব্বক তাহারা আনীত হইবে, তাহারা রাজার মন্দিরে আনীত হইবে। তোমার পিতৃলোকের পরিবর্ত্তে তোমার পুত্রগণ জন্মিয়াছে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে তুমি তাহাদিগকে অধ্যক্ষ করিবা। বংশেং তাহারা তোমার নাম স্মরণে রাখিবে। অতএব নিত্যং চিরকাল লোকেরা তোমার যশোকীর্ত্তন করিবে।

৬। এই রাণী এখন রাজসন্তিতেও ফলবতী হইয়াছেন, ইহাঁকে যদি না দেখ, কাহাকে দেখিবে? ইহাঁরই প্রতি উক্ত হইল, শুন হে কন্যা এবং দেখ। ইহাঁকেই উক্ত হইল, আপন লোক তথা তোমার পিতার গৃহ বিস্মরণ কর। ইহাঁকেই উক্ত হইল রাজা তোমার রূপের অভিলাষী, তিনিই তোমার প্রভু পরমেশ্বর। ইহাঁকেই খ্রীষ্টোদ্দেশে উক্ত হইল, সুরের কন্যাগণ উপহার দিয়া তাঁহার আরাধনা করিবে। ইহাঁকেই উক্ত হইল, জনপদস্থ সকল ধনাঢ্যেরা তোমার মুখ প্রসাদনার্থ বিনয় করিবে। ইহাঁরই বিষয়ে উক্ত হইল, ঐ রাজ কন্যার সমস্ত শোভা অন্তরস্থা। খ্রীষ্টের বিষয়ে এবং খ্রীষ্টের প্রতি উক্ত হইল, কুমারীরা তাঁহার পশ্চাৎ রাজার নিকটে আনীত হইবে, তাঁহার সখীরা তোমার নিকটে আনীত হইবে। আর পাছে এমন দেখায় যে তাহারা কোন কারাগারে বন্দীবৎ আনীত হইবে এই হেতু কথিত আছে, আনন্দ ও উল্লাসপূর্ব্বক

তাহারা আনীত হইবে, তাহারা রাজার মন্দিরে আনীত হইবে। পূর্ব্বোক্তির পরে লেখা আছে, বংশের তাহারা তোমার নাম স্মরণে রাখিবে। এই সমস্ত যদি এমন সুস্পষ্ট প্রতীয়মান না হয় যে প্রতি-পক্ষীয়েরা ঐ সুস্পষ্টতা হইতে আপনা-দের চক্ষু কোন দিগে ফিরাইয়া আঘাত হইতে রক্ষা করিতে না পারিয়া সুপ্র-কাশিত বিষয় স্বীকার করণে প্রবর্ত্তিত হয়, তবে হয়তো তোমরা যথার্থ কহিতে পার যে তোমাদের নিকট এমন কোন চিহ্ন প্রকটিত হয় নাই, যাহা দেখিয়া অপ্রত্যক্ষ বিষয়েতেও প্রত্যয় করিতে পার। যাহা দেখিতেছ, তাহা যদি অনেক পূর্ব্বে উক্ত হইয়াও এতাদৃশ সুস্পষ্ট ভাবে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, যদি পূর্ব্বপশ্চাৎ ঘটনাক্রমে সত্য স্বয়ং প্র-কাশমান হইয়া থাকেন, তবে উদ্ধৃত অশ্রদ্ধা পরিহার পুরঃসর যাহা দেখি-তেছ তজ্জন্য লজ্জা পাইয়া যাহা না দেখিতেছ তাহাতেও প্রত্যয় কর।

৭। সভা তোমাদিগকে কহেন আমার প্রতি প্রণিধান কর। দেখিতে অনিচ্ছুক হইয়াও দেখিতেছ, আমার প্রতি মনো-যোগ কর। যিহুদীদেশস্থ তাৎকালিক বিশ্বাসীবর্গ কুমারী হইতে খ্রীষ্টের অপূর্ব্ব জন্ম এবং তাঁহার দুঃখভোগ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ, তাঁহার সমস্ত দৈব বাক্য এবং ক্রিয়া উপস্থিত থাকিয়া উপস্থিত ভাবে জ্ঞাত হইল। তোমরা দেখ নাই বলিয়া প্রত্যয় করিতে সঙ্কুচিত হও। ভাল,—তবে যাহা অতীতবৎ বর্ণিত নহে, ভবিষ্যদ্বৎ পূর্ব্বোক্ত নহে, ফলে উপস্থিত প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহাই অবলোকন কর;—তাহাই নিরীক্ষণ কর—অনুভূত বিষয়েরই আন্দোলন কর। ইহা কি তোমাদের দৃষ্টিতে একটা তুচ্ছ বা লঘু বিষয়, ইহা কি তোমাদের বিবেচনায় একটা নকিঞ্চিৎকর বা ক্ষুদ্র দৈব লক্ষণ, যে এক জন ক্রুশার্পিতের নামে সমস্ত মনুষ্যকুল ধাবমান হইতেছে। দেখ কুমারী গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, এই রূপ বচনে খ্রীষ্টের মনুষ্য জন্মো-পলক্ষে যাহা পূর্ব্বোক্ত হইয়া সফল হইল তাহা দেখ নাই; কিন্তু তোমার বংশে সকল জাতি আশীঃপ্রাপ্ত হইবে, ইব্রাহীমের প্রতি ঈশ্বরের এই ভব্য কথার তো সিদ্ধি দেখিতেছ। খ্রীষ্ট অক্রিমর্ত্তা সাধন করিবেন ইহার ভবি-ষ্যদ্বাণী ছিল,—যথা আইস এবং প্রভুর কার্য্য দেখ, কিরূ আশ্চর্য্য তিনি পৃথিবীর উপর স্থাপন করিলেন। এই সকল আ-শ্চর্য্য তোমরা দেখ নাই কিন্তু তাঁহাররাজ্য বিস্তার দেখিতেছ। তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছিল,-যথা প্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিলাম, আমার নিকটে চাহ আমি জাতিদিগকে তোমার অধিকার, পৃথিবীর সীমা তোমার সত্ব করিয়া দিব। খ্রীষ্টের দুঃখভোগ সূচক ভাবিবর্ণন ছিল যথা, তাহারা আমার হস্তপদ বিন্ধিল, আমার সমস্ত অস্থি গণিল, তাহারা আপনারাই আলোচনাপূর্ব্বক আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, আমার পরিচ্ছদ আপ-নাদের মধ্যেই বিভাগ করিল, আমার বস্ত্রের নিমিত্ত গুলিবাঁট করিল। ইহার সম্পূর্ত্তি তোমরা দেখ নাই, কিন্তু ঐ গীতেতে যাহা প্রাগুক্ত হইয়া এখন

সুস্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে তাহা তো দেখিতে পাইতেছ। যথা পৃথিবীর সমস্ত সীমা প্রভুকে স্মরণ করত তাঁহার প্রতি ফিরিবে, জাতিদের সমস্ত বংশ তাহার সমক্ষে আরাধনা করিবে; কেননা রাজত্ব প্রভুরই এবং জাতিদের উপর তিনিই প্রভুত্ব করিবেন। ভবিষ্যদবাক্য মতে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান সংঘটন তোমরা দেখ নাই। অন্য এক গীতে খ্রীষ্ট যেন আপনি প্রথমে আপনার তাড়নাকারিগণের ও পরহস্ত সমর্পকের উদ্দেশে কহিতেছেন, তাহারা দ্বারের বাহিরে গেল এবং একত্র কথোপকথন করিল, আমার সকল শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে কর্ণাকর্ণি করিল, আমার বিরুদ্ধে মন্দ কল্পনা করিল, অন্যায় কথা আমার বিরুদ্ধে সজ্জিত করিল। পুনরুত্থানদ্বারা আপন হত্যাকারিদের অভিপ্রায় ব্যর্থ করিবেন। ইহা জানাইবার নিমিত্ত আরও কহেন, যিনি নিদ্রা যান তিনি কি পুনরুত্থানও করিবেন না? কিঞ্চিৎপরে বিশ্বাসঘাতক বিষয়ক যে বচন সুসমাচারেও উদ্ধৃত আছে, তাহা ঐ ভবাবাণীর মধ্যে গ্রথিত হইয়াছে, যথা, মদীয় রুটী খাদক মমোপরি গুল্‌ফ প্রসারিত করিয়াছে অর্থাৎ আমাকে পদমর্দ্দিত করিয়াছে। অব্যবহিত পরেই কহেন, কিন্তু তুমি হে প্রভো আমার উপর সদয় হও এবং আমাকে পুনর্জীবিত কর তাহাতে আমি তাহাদিগকে প্রতিফল দিব। ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে, খ্রীষ্ট মৃত্যুতে নিদ্রিত হইলেন, পুনরুত্থানে জাগরিত হইলেন। গীতান্তরে কহেন, আমি নিদ্রিত হইয়া বিশ্রাম করিলাম, পুনশ্চ উঠিলাম; কেন না প্রভু আমাকে ধারণ করেন। ইহা তোমরা দেখ নাই বটে কিন্তু যাহার উদ্দেশে ঐরূপ ভবিষ্যদুক্তি সফল হইয়াছে তাঁহার সেই সত্তাকে দেখিতেছ। যথা, হে প্রভো আমার ঈশ্বর! পৃথিবীর অন্ত হইতে জাতিরা তোমার নিকটে আসিয়া কহিবে, সত্য আমাদের পিতৃলোক মিথ্যাময় এবং অকর্ম্মণ্য প্রতিমাগণের পূজা করিল। এই বাক্যের যাথার্থ্য তোমরা ইচ্ছা বা অনিচ্ছাপূর্ব্বক নিশ্চয়ই দেখিতেছ। যদ্যপি এখনও পর্য্যন্ত তোমরা মনে কর যে প্রতিমাগণেতে কোন রূপ কর্ম্মণ্যতা আছে বা ছিল, তোমরা নিশ্চয় শুনিতেছ, নানা জাতীয় অসংখ্য লোকে এবম্বিধ অসার নিচয় ত্যাগ বা নিঃক্ষেপ বা ভগ্ন করিয়া কহিতেছে, সত্যই আমাদের পিতৃলোক মিথ্যাময় এবং অকর্ম্মণ্য প্রতিমাগণের পূজা করিল। যদি মনুষ্যই দেবতার গঠন করে তবে বুঝিয়া দেখ তাহা দেবতা নহে। আর যে উক্ত আছে পৃথিবীর অন্ত হইতে জাতিরা তোমার নিকটে আসিবে, ইহাতে এমন কল্পনা করিও না যে কোন এক বিশেষ স্থান ঈশ্বরের আছে যে খানে জাতিদের আগমন পূর্ব্বোক্ত হইল। যদি পার বুঝিয়া দেখ যে, পরম এবং প্রকৃত ঈশ্বর—খ্রীষ্টীয়ানদের ঈশ্বরের নিকটে নানা জাতীয় লোক পদব্রজে না আসিয়া, বিশ্বাস সহকারেই আসিতেছে। ঐ আগমন অপর এক প্রবচাক দ্বারা এই রূপে পূর্ব্ব ঘোষিত হইয়াছে। যথা প্রভু তাহাদের বিরুদ্ধে প্রবল হইবেন এবং পৃথিবীস্থ জাতিদের সকল দেবগণকে নির্ম্মূল করি-

বেন ; আর জাতিদের দ্বীপসমূহ তাঁহার আরাধনা করিবে ; প্রত্যেক জন আপনং স্থান হইতে করিবে। সকল জাতিরা তোমার নিকটে আসিবে এবং তাঁহার আরাধনা করিবে, প্রত্যেক জন আপনং স্থান হইতে করিবে, এই বচনদ্বয়ের ভাবার্থ এক মাত্র। তাহারা আপনং স্থান হইতে নির্গত না হইয়া তাঁহার নিকটে আসিবে, কেন না বিশ্বাসযোগে আপনং হৃদয়ে তাঁহাকে পাইবে। খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত ছিল, হে ঈশ্বর স্বর্গোপরি উন্নত হও, ইহার সম্পূরণ দেখ নাই। কিন্তু অব্যবহিত পরে যাহা কথিত আছে তাহা দেখিতেছ। যথা, এবং সমস্ত পৃথিবীর উপরে তোমার গৌরব হইবে। খ্রীষ্টসম্বন্ধে যাহাং ইতিপূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়া অতীত হইয়াগিয়াছে, তৎ সমস্ত তোমরা দেখ নাই কিন্তু তাঁহার সভায় যাহাং এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা যে তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা অস্বীকার কর না। উভয়ের প্রাগুক্তি আমরা তোমাদিগকে দেখাইয়া দিই। কিন্তু উভয়ের সম্পূরণ এই জন্য দেখাইয়া দিতে পারি না, কেন না অতীত ঘটনা পুনরায় চক্ষুর্গোচর করা আমাদের সাধ্যাতিক্রান্ত।

৮। কিন্তু যেমন সুহৃৎ জনের মনোবৃত্তি দৃষ্টিগোচর না হইলেও দৃশ্য চিহ্ন দ্বারা বিশ্বাস যোগ্য হয়, তেমনি এক্ষণে দর্শনীয়া সভা, যেং গ্রন্থে উহার পূর্ব্ব সংবাদ আছে তাহাতেই বর্ণিত অথচ অদৃশ্য, ভূত ঘটনার প্রদর্শয়িত্রী ও ভাবী বার্ত্তার পূর্ব্ব প্রচারিকা হইয়াছেন। কেননা যাহাং অতীত হওয়াতে এখন দৃশ্য নহে, আর যাহাং উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত দৃশ্য নহে, পূর্ব্ব প্রচারিত হওনকালে ইহাদের কিছু মাত্রই দেখা যাইতে পারিত না। ভবিষ্যদ্বাণীর সংসিদ্ধি আরব্ধাহইলে খ্রীষ্ট ও সভাবিষয়ক যেং পূর্ব্বোক্তি ছিল, তাহাদের কতক গুলিন ঘটিয়া গিয়াছে· আর কতক গুলিন ঘটিয়া আসিতেছে। কিন্তু সমস্তই নিরূপিত ধারার অনুবর্ত্তী। ঐ ধারাবদ্ধ বিচার দিন, মৃতদের পুনরুত্থান শয়তানের সহিত অধার্ম্মিকদের অনন্ত দণ্ড এবং খ্রীষ্টের সহিত ধার্ম্মিকদের অনন্ত পুরস্কার সম্বন্ধীয় কথাও ঐরূপে পূর্ব্বোক্ত হইয়াছে এবং আগামী কালে সফল হইবে। ভব্যবাচি গ্রন্থে সংঘটনের পূর্ব্বে প্রচারিত যাহাং শ্রবণ বা পাঠ করি তাহার মধ্যে কতক অতীত কতক উপস্থিত কতক বা এখনও ভবিষ্যৎ আছে। বিবেচনা কর দেখি বর্ত্তমান অথচ দৃশ্য সংবাদ উভয় পার্শ্ববর্ত্তী ভূত ও ভবিষ্যৎ অদৃশ্য সংবাদের সাক্ষী স্বরূপ থাকাতে, কি প্রকারে মধ্যমে প্রত্যয় পুরঃসর অগ্র পশ্চাৎ সংবাদে অশ্রদ্ধা করি ? হয় ত অবিশ্বাসী লোকে কল্পনা করে যে ঘটনা হইবার পূর্ব্বে অঙ্গীকৃত বোধে খ্রীষ্টীয়ানদের বিশ্বাস যেন সমধিক প্রমাণ বিশিষ্ট হয় এই অভিপ্রায়ে উহারাই ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী লিপি বদ্ধ করিয়াছে।

৯ এই রূপে সন্দিহান জন গণের কর্ত্তব্য যে আমাদের প্রতিপক্ষ যিহুদীদের গ্রন্থের বিশেষ পর্য্যালোচনা করে। যে খ্রীষ্টে আমরা বিশ্বাস করিতেছি আর

যাঁহাতে ভক্তি হেতুক আদৌ ক্লেশ সহ্যমানা অন্তে চিরস্থায়ী রাজ্যে পর্য্যাপ্তা যে সভাকে আমরা দেখিতেছি, এই উভয়ের বিষয়ে যাহার উল্লেখ করিয়াছি তাহা ঐ গ্রন্থে বর্ণিত আছে কি না ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। তৎরক্ষকেরা বৈরান্ধকার প্রযুক্ত উহার অর্থানুভবে অসমর্থ ইহাতে, আশ্চর্য্যজ্ঞান করিও না। কেননা ঐ ভবাবাচিরাই কহেন যে, উহারা সত্যার্থ বোধে পরাঙ্মুখ হইবে। অন্যান্য পূর্ব্বোক্তির ন্যায় ইহাও সটীক সম্পূর্ণ হওয়াতে ঈশ্বরের দুরূহ অথচ ন্যায্য বিচারে যিহুদীরা আপনাদের দুর্নীতির সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইল। যাঁহাকে তাহারা ক্রুশার্পিত করিয়া পিত্ত ও অম্লরস দিল, যিনি কাষ্ঠোপরি লম্বমান হওত যাহাদিগকে অন্ধকার হইতে দীপ্তিতে আনয়নে উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনি তাহাদের নিমিত্ত পিতাকে কহিলেন বটে, তাহাদিগকে ক্ষমা কর; কেননা কি করিতেছে জানে না। কিন্তু অপর যাহাদিগকে গূঢ়তর কারণ প্রযুক্ত ত্যাগ করনোন্মুখ হইয়াছিলেন, তাহাদের উদ্দেশে প্রবাচক দ্বারা সমধিক পূর্ব্বে কহিলেন: আমার আহারার্থে তাহারা পিত্ত দিল এবং আমার পিপাসায় আমাকে অম্লরস পান করাইল; তাহাদের মেজ আপনাদের সমীপে ফাঁদ ও প্রতিফল এবং বাধার্থ হউক। তাহাদের চক্ষু অন্ধীভূত হউক যেন তাহারা দেখিতে না পায়, এবং তাহাদিগকে সর্ব্বদা নত পৃষ্ঠ করুক। যিহুদীরা অস্মদীয় বাদের সমুজ্জ্বল সাক্ষ্যধারী হইয়া, চতুর্দ্দিকে অন্ধীভূত নয়নে পরিচালন করায়, তাহাদের আপনাদের অনুযোগ গর্ব্ব ঐ সাক্ষ্য সমূহই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব এই হেতুক তাহারা একেবারে উৎসন্ন হয় নাই, কেননা আমাদের প্রতি দত্ত অনুগ্রহের ভব্য বাণী রক্ষক ঐ সম্প্রদায়ের তিরোভাব না হইয়া মহীমণ্ডলে বিকীর্ণতা প্রযুক্ত অবিশ্বাসিদের মত পরিবর্ত্ত করিবার সুসার আমাদের পক্ষে সর্ব্বত্র হইবে। এই কথার প্রসঙ্গ ভবিষ্যদ্বচনে আছে। যথা, তাহাদিগকে হত করিও না, পাছে তাহারা কখন তোমার নিয়ম বিস্মরণ করে, তোমার পরাক্রমে তাহাদিগকে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ কর। যাহার আপনাদের মধ্যে পাঠ বা শ্রবণ করিত, তাহা বিস্মরণ না করাতেই তাহারা হনন হইতে রক্ষা পাইল। পবিত্র লেখন তাহারা বুঝে না বটে, কিন্তু যদি একেবারেই বিস্মৃত হইত, তবে যিহুদীয় রীতি মতেই তাহারা হত হইত। কেননা ব্যবস্থা ও প্রবাচকগণের কিছুই না জানাতে যিহুদীদের হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মের সাক্ষ্যোপলক্ষে কোন ফল দর্শিত না। অতএব তাহারা হত না হইয়া বিকীর্ণ হওয়ায় যাহাতে তাহাদের পরিত্রাণ হইতে পারিত তাহা বিশ্বাসে অবলম্বন না করিয়াও যাহাতে আমাদের সাহায্য হয়, তাহা স্মৃতিতে ধারণ করিতেছে। তাহাদের পুস্তকচয় আমাদের পোষকতা করে। তাহারা অন্তরে আমাদের শত্রু কিন্তু গ্রন্থে আমাদের সাক্ষী।

১০। যদি খ্রীষ্ট ও সভা বিষয়ক কোন পূর্ব্ববর্ত্তী সাক্ষ্যই না থাকিত, তত্রাপি যখন দেখা যাইতেছে যে মিথ্যাদেবগণ

পরিত্যক্ত হইতেছে, তদীয় প্রতিমা সর্ব্বত্র ভগ্ন হইতেছে, তদীয় মন্দির হয় একেবারে উৎসন্ন কিম্বা অপরাপর প্রয়োজনার্থ ব্যবহৃত হইতেছে, আর অতি প্রাচীন কালাবধি প্রচলিত নানা অনর্থ ক্রিয়াকাণ্ড সমাজ হইতে সমূলোৎপাটিত হইতেছে, এবং এক সত্য ঈশ্বরই সকলের আরাধ্য হইতেছেন ; এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া কে না বিশ্বাস করিতে উদ্যত হইবে যে, ঈশ্বরীয় আলোক হঠাৎ মনুষ্যকুলোপরি দেদীপমান হইতেছে। এই অপূর্ব্ব ঘটনা এক মনুষ্যদ্বারা সম্পন্ন হইল। মনুষ্যেরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল, ধরিল, বাঁধিল, কোড়াঘাত করিল, চপেটাঘাত করিল, কুৎসা করিল, ক্রুশে দিল, হত করিল। যে শিষ্যগণের উপরে তাঁহার উপদেশ প্রচারের ভার হইল, তাহারা সামান্য লোক ছিল, তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি অধিক ছিল না, তাহাদের কেহ মৎস্যধারী কেহ বা কর সঞ্চয়কারী ছিল। ইহারাই তাঁহার পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ আপনাদের চক্ষুর গোচর বলিয়া ঘোষণা করিল এবং পবিত্র আত্মার আবেশে তাহাদের অশিক্ষিত সর্ব্বভাষায় এই সুসমাচার ধ্বনিত করিল। শ্রোতাদের মধ্যে কতক বিশ্বাস করিল কতক অবিশ্বাস পুরঃসর প্রচারকদিগের ঘোরতর বিরোধী হইল। কিন্তু তাহারা মৃত্যুপর্য্যন্ত সত্যের বিশ্বস্ত সাক্ষী হইয়া রহিল ; সত্যের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যাচারের পরিশোধে অত্যাচার না করিয়া, বরং সহ্যই করিল। হনন না করিয়া বরং মরণদ্বারাই জয়ী হইল। এই রূপে ভূমণ্ডল ঐ ধর্ম্মাক্রান্ত হইল। এই রূপে নর ও নারী, ক্ষুদ্র ও মহান্ বিদ্বান্ ও অবিদ্বান, জ্ঞানবান ও অনভিজ্ঞ, বলবান ও দুর্ব্বল, ভদ্র ও ইতর, উচ্চ ও নীচ, সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণ এই সুসমাচারে পরিবর্ত্তিত হইল। ইহাতে সর্ব্বজাতির মধ্যে সভা বিস্তীর্ণ হইয়া এমনি বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, সর্ব্ব বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন কুটিল দল, কোন প্রকার ভ্রান্ত মত উদিত হয় নাই, যাহা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিপক্ষ ভাবাবলম্বনেও খ্রীষ্টের নাম স্বীকার করত তাহাতেই প্রতিষ্ঠান্বিত হইতে যত্ন না করে, পৃথিবীতলে এবম্বিধ মতের ব্যাপ্তিতে বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হওয়ায় সত্য ধর্ম্মের নিয়মাদিই সুচারু শৃঙ্খলায় নিবদ্ধ হইয়াছে। যদিও প্রবাচকগণ ভাবি ঘটনা ব্যক্ত না করিতেন তত্রাপি ঐ ক্রুশার্পিত জনের ঈদৃশ প্রভাব দৃষ্টে কি প্রতীতি হয় না যে তিনি ঈশ্বর, মনুষ্য স্বভাব ধারণ করিলেন ? ধর্ম্মের এই মহানিগূঢ়ের বার্ত্তাবহ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবাচক ও দূতেরা দৈব বাক্য দ্বারা যেমন পূর্ব্ব সংবাদ দিয়াছিলেন, তেমনি সমস্তই সম্পন্ন হওয়াতে কে এমন হতবুদ্ধি হইয়া কহিবেক যে, প্রেরিতেরা মিথ্যা কল্পনা করিয়া কহিয়াছিল যে ভব্যবাদিদের পূর্ব্ব বচনানুসারে খ্রীষ্ট আগত হইলেন। ভবিষ্যদ্বক্তারা প্রেরিতদের ও ভাবি ক্রিয়াদির বিষয়ে মৌন ছিলেন না। এমন কোন বাক্য বা ভাষা নাই যথায় তাহাদের শব্দ শুনা যায় না, তাহাদের রব সমস্ত পৃথিবীতে তাহাদের কথা ভূমণ্ডলে নির্গত হইল। এপর্য্যন্ত খ্রীষ্টকে মাংস চক্ষুতে দেখি নাই বটে কিন্তু ভূমণ্ডলে পূর্ব্বোক্ত বচনের সিদ্ধি

আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অতএব নিতান্ত হতবুদ্ধিতে অন্ধীভূত বা নিতান্ত স্বৈরতায় লৌহবৎ কঠিন চিত্ত না হইলে, কে না সেই ধর্ম্ম পুস্তকে বিশ্বাস করিতে উদ্যত হইবে, যাহাতে সর্ব্ব মেদিনী ব্যাপ্ত বিশ্বাসের প্রাগুক্তি আছে?

১১। কিন্তু পাঠকবর্গ! তোমাদের কাহারো এই বিশ্বাস পূর্ব্বাপর আছে, কেহ২ বা নূতন প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমাদিগেতে ইহার পরিপোষণ ও সম্বর্দ্ধন হইতে থাকুক। কেননা (এত বহুকাল পূর্ব্বে উক্ত ঐহিক বার্ত্তার সংঘটন দ্বারা প্রতীতি হইতেছে) এই সংসারের মধ্যে যাহা২ ঘটিবেক তদ্বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী যদি সফল হইল, তবে অবশ্য নিত্যাবস্থার উপলক্ষে যে২ অঙ্গীকার আছে তাহাও সিদ্ধ হইবে। অতএব মূঢ় প্রতিমা পূজকদের বা অবিশ্বস্ত যিহুদীদের বা প্রবঞ্চক পাষণ্ডদের বা সর্ব্ব সভাস্থ মন্দ খ্রীস্টীয়ানদের কূহকে মুগ্ধ হইও না। এই শেষোক্তেরা অন্তরবর্ত্তী শত্রু, সুতরাং সর্ব্বাধিক ক্ষতিকর। দুর্ব্বল লোকেরা যেন উদ্বিগ্ন না হয়, এই হেতু দৈব প্রবাচনা এ বিষয়ে মৌনাবলম্বন করেন নাই, বরং পরমগীতে বর কন্যাকে অর্থাৎ প্রভু খ্রীষ্ট সভাকে কহিতেছেন। যথা, যেমন কন্টকের মধ্যে পদ্মপুষ্প তেমনি কন্যাগণের মধ্যে আমার প্রিয়তমা। কহিলেন না বহিঃস্থদের মধ্যে কিন্তু কন্যাগণের মধ্যে। যাহার শুনিবার কর্ণ আছে সে শুনুক। আর যে পর্য্যন্ত না জাল সমুদ্রে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বজাতি মৎস্য আহরণ করিয়া তীরে অর্থাৎ জগতের শেষে আকর্ষিত হইতেছে, তদবধি শরীরে নহে কিন্তু হৃদয়ে পবিত্রজাল ছিন্ন না করিয়া মন্দ রীতির পরিবর্ত্তনে আপনাকে মন্দ মৎস্য হইতে পৃথক করুক; পাছে যাহারা মনোনীত হইয়াও এক্ষণে অগ্রাহ্যবর্গের সহিত মিশ্রিত বোধ হইতেছে, তাহারা তীরে প্রভেদারম্ভে জীবনে বঞ্চিত হইয়া চিরব্যাপী দণ্ড প্রাপ্ত হয়!

যজ্ঞ সুধানিধি।

হবির্যজ্ঞ সময়।

৬। নিরূঢ়হ পশু বন্ধ বা স্বতন্ত্র পশু বন্ধ। এই উভয় শব্দের অর্থ স্বাধীন পশু যজ্ঞ অর্থাৎ এই কার্য্যে যে পশু বধ করা হইত তাহা নৈমিত্তিক না হইয়া নিত্য হইত। যজ্ঞ কর্ত্তার গৃহে প্রতি বৎসর বর্ষার প্রারম্ভে একবার এই কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। ইহাতে অজ এবং ইষ্টি প্রদত্ত হইত।

৭। সৌত্রামণি। সোম যজ্ঞের এই শেষ কার্য্য। ইহাদ্বারা প্রথমতঃ, যদ্যপি ঋত্বিজ অধিক সোমরস পান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে পূত করা হইত এবং তৎপরে যজ্ঞকর্ত্তাকে তাঁহার সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করা হইত। ইহার নিমিত্ত তিনটী পশুর প্রয়োজন যথা অজ, মেষ, এবং উস্র অর্থাৎ বৃষ। ইষ্টির মধ্যে সুরা প্রদত্ত হইত।

২ সোম যজ্ঞ সময়।

ক একাহ অর্থাৎ এক দিন ব্যাপী।

১। অগ্নি বা জ্যোতিস্তোম। সোমযজ্ঞ এক হইতে দ্বাদশ বা ততোধিক দিবস পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইত। এই কয়েক দিন সোমরস উক্ত লতা হইতে নিঃসৃত করা হইত। যদ্যপি দুই কিম্বা ততোধিক দিবস সোম যজ্ঞ থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে অহীন কহা যাইত। অগ্নিষ্টোম বা জ্যোতিষ্টোম কেবল এক দিন থাকিত, এই জন্য ইহাকে একাহ কহা যায়। ইহাতে কেবল এক সুত্যা বা সৌত্যা অহ ছিল। ইহা প্রতি বৎসর বসন্ত কালে একবার হইত। ইহার পূর্ব্ব দিনে অর্থাৎ যাহাকে শেষ উপবসথ কহে, একটী অগ্নিসোমীয় অজ হত হইত। পর দিন (সুত্যা) প্রাতঃকালীয় সোম যজ্ঞে (প্রাতঃ সবন) হয়। একটী নায় এগারটী পশু হত করিতে হইত। এই সকল পশুকে সবনীয় কহা যায়। সায়ং সবনে অবভৃতের পর, অনুবন্ধ্যা (১) নামে একটী বশা (২) বলিরূপে প্রদত্ত হইত, উক্ষাও ব্যবহৃত হইতে পারিত।

২। অত্যগ্নিষ্টোম। (৩) এই যজ্ঞেও কেবল এক দিন সোম নির্যাস নিঃসৃত করা হইত। অহীন সোমযজ্ঞে ইহা একাহ ছিল। অগ্নিষ্টোম এবং অত্যগ্নিষ্টোমের মধ্যে আর একটী প্রভেদ এই যে— অগ্নিষ্টোমে কেবল ১২ এবং অত্যগ্নিষ্টোমে ১৩টী স্তোম বা স্তোত্র ব্যবহৃত হইত।

(১) প্রাধান কার্য্য সকল শেষ হইলে যাহাকে বলিদান দেওয়া যাইবে (২) গবী।

(৩) অগ্নির আরো প্রশংসা।

৩। উকথ্য অর্থাৎ স্তবে পূর্ণ। ইহাতে ১৫টী স্তব ছিল। যখন ইহা অনুষ্ঠিত হইত তখন ইহা অহীন সোমের এক দিন হইত। ইহাতে দুইটী সবনীয় পশুর প্রয়োজন ছিল।

৪। ষোড়শি অর্থাৎ যাহাতে ষোলটী স্তোত্র থাকিত। ইহাও অহীন সোমের এক দিন ছিল। ইহাতে তিনটী সবনীয় পশু হত হইত।

৫। বাজপেয়। (সোমপান) ইহাতে সতরটী স্তোত্র ছিল। ইহাও অহীন সোমের এক দিন ছিল। দশাহিক সর্ব্ব-মেধের ইহা ষষ্ঠ দিবস ছিল। অগ্নিষ্টো-মের ন্যায় ইহা এক স্বতন্ত্র যজ্ঞ ছিল। প্রতি বৎসর শরৎকালে ইহা অনুষ্ঠিত হইত। ইহাতে ১৭টী সবনীয় পশুর প্রয়োজন ছিল।

৬। অতিরাত্র। ২৯ স্তব সমেত। ইহাও অহীন সোম যজ্ঞের এক দিন, ইহাতে ৪টী সবনীয় পশু প্রদত্ত হইত। ইহাকে অতিরাত্র কহা যায়, তাহার কারণ এই যে পূর্ব্ব রাত্রিও ইহার মধ্যে পরি-গত হইত।

৭। আপ্তোর্য্যাম অর্থাৎ অভিপ্রেত বস্তু প্রাপ্তি। ইহাতে ৩০টী স্তব ছিল। অহীন সোমের এক দিন। সর্ব্বমেধের সপ্তম দিনার্থে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান। কিম্বা অশ্বমেধ যজ্ঞের এক দিন। ইহাতে ৪টী সবনীয় পশু ছিল।

৮। অগ্নিচয়ন। ইহাতে ৭৫৬ খানি ইষ্টক দ্বারা অগ্নির নিমিত্ত উত্তর বেদি নির্ম্মিত হইত। সোম যজ্ঞে এবং সোম যজ্ঞ কর্ত্তা দ্বারা এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে পারিত। যদ্যপি সোমযজ্ঞে

মহাব্রত ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে অগ্নিচয়নের আবশ্যক। ইহা বৎসরের প্রথম রাত্রিতে হইত। ৫টী পশু বধ হইত। এক পুরুষ, এক অশ্ব, এক গো, এক অবি এবং এক অজ। অগ্নিচয়নের বিষয়ে ইহা কথিত আছে যে ইহা "সর্ব্বযজ্ঞ" এবং সোম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

খ-অহীন। সোমযজ্ঞ একাধিক দিন ব্যাপী হইলে তাহাকে অহীন কহা যায়। পূর্ব্বোক্ত এবং অন্যান্য একাহও অহীন বলিয়া গণিত হইত।

১। রাজসূয় অর্থাৎ সার্ব্বভৌমের জন্য। ইহা ভবিষ্যৎ ভূপতির দীক্ষার সহিত বসন্ত ঋতুতে প্রারব্ধ হইত। ইহার সম্বন্ধে কার্য্য সকল সমস্ত বৎসর অনুষ্ঠিত হইত। আর এক দীক্ষার পর অভিষেক সমাধা হইত। রাজসূয়ে গো, ছাগ প্রভৃতির প্রয়োজন ছিল। পূর্ব্বকালে এই যজ্ঞে নরবলিও হইত। আহুতির মধ্যে সুরা এক প্রধান দ্রব্য ছিল।

২। অশ্বমেধ অর্থাৎ অশ্বযজ্ঞ। এক বৎসর আয়োজন করিয়া এই যজ্ঞ সর্ব্ব পাপের মুক্তির নিমিত্ত শরৎ বা গ্রীষ্ম কালে সম্পাদিত হইত। ইহাতে তিনটী সুত্যা দিন ছিল। অশ্বের সহিত ৬০৯ টী পশুর প্রয়োজন ছিল। এই সকল পশুর মধ্যে ২৬০ টী আরণ্য ছিল। দ্বিতীয় অর্থাৎ মধ্যম দিনে এই সমস্ত পশু ২১ টী যূপে বদ্ধ হইত। প্রত্যগ্নিকৃত হইলে আরণ্য পশুদিগকে মুক্ত করিয়া কেবল ৩৪৯ টী পশু হত করা হইত। অবভৃথেষ্টিতে নরবলি প্রদত্ত হইত। সহস্র শব যে অশ্বমেধের নামান্তর তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

৩। পুরুষমেধ অর্থাৎ নরবলি। ভারতীয় আর্য্যগণ ইহাকে দেবাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ইহাতে ৪ টী সুত্যা দিন ছিল। অশ্বমেধ দ্বারা যে ফল না লভ্য হইত তাহা ইহা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর্য্যেরা এই রূপ মনে করিতেন।

দ্বিতীয় দিবসে এক জন মনুষ্য (যিনি যজ্ঞীয় অশ্বের ন্যায় এক পরিবৎসর ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়াছেন) একটী গোমৃগ (bos gavaeus) এবং একটী নিঃশৃঙ্গ ছাগ প্রজাপতির উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইত। সেই সময়ে ২৫×২৫ অর্থাৎ ৬২৫ অন্য অন্য পশুবলি ২৫ যূপে বদ্ধ হইয়া ২৫টী চাতুর্ম্মাস্য দেবতাদিগের নিকট (অর্থাৎ যে সকল দেবতা প্রধান তিন ঋতুর উপর আধিপত্য করিত) বলিরূপে প্রদত্ত হইত। ইহাই পুরুষমেধের অতিশয় সামান্য প্রকৃতি। ইহাতে বাস্তবিক এক জন মনুষ্যকে বধ করা হইত।

বৈদিক পুস্তক সকলে আর এক প্রকারের পুরুষমেধ বর্ণিত আছে। ইহাতে ৫টী সুত্যা দিন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকল বর্ণ হইতে ১৮৪টী মানব বলির প্রয়োজন ছিল। ঐ সমস্ত পুস্তকে কথিত আছে যে মানব বলিদিগকে এগারটী যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করিলে পর, তাহাদের উপর প্রসিদ্ধ পুরুষ-সূক্ত অর্থাৎ ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত উচ্চারিত হইত এবং তৎপরে তাহাদের চতুর্দ্দিকে অগ্নি লইয়া গমন করিলে পর তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে অজ্যাহুতি প্রদত্ত হইত। উক্ত ১৮৪ জনকে বাস্তবিক কোন সময়ে বধ

করা হইত কি না এবিষয়ে নিশ্চয় কিছু বলা যায় না। সেযাহা হউক, এই পরুষমেধ সম্বন্ধে ইহা পুনঃ পুনঃ কথিত আছে যে—'সর্ব্বং খর্ব্বং পরুষমেধাঃ সর্ব্বস্যাপ্ত্যৈ সর্ব্বস্যাবরুদ্ধ্যৈ" অর্থাৎ সকল বিষয় প্রাপ্তি এবং সকল বিষয় অবরোধের নিমিত্ত পরুষমেধই সর্ব্বে সর্ব্বা। "এতেন (যজমানঃ) সর্ব্বমাপ্নোতি" অর্থাৎ যজ্ঞকর্ত্তা ইহা দ্বারা সকলই প্রাপ্ত হন।

কোরাণ।

(৩ সুরাএ ইমরাণ—৩ অধ্যায়
ইমরাণ বংশ!
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১১৬। পরমেশ্বরের সম্মুখে অবিশ্বাসী লোকদিগের সম্পত্তি এবং তাহাদিগের সন্তান সন্ততি কোন কার্য্যের হইবে না; তাহারা নরক যোগ্য, এবং সে স্থানেই অবস্থিত হইবে।

১১৭। যাহারা (কেবল) ঐহিক জীবদ্দশার (সুখ) জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাহারা তুষার বিশিষ্ট এমত এক বায়ু সদৃশ, যাহা আত্ম অনিষ্টকারীদিগের ক্ষেত্র আক্রমন করত তাহা (সম্পূর্ণরূপে) ধ্বংশ করিল; পরমেশ্বর তাহাদিগের উপর কোন অত্যাচার করিলেন না, তাহারা আপনাদিগের অনিষ্ট আপনারাই করিল।

১১৮। হে ভক্ত মানবগণ, (স্বজন বিনা) অন্য ব্যক্তিদিগকে বিশ্বস্ত বন্ধু স্বরূপ গ্রহণ করিও না; তাহারা (আন্তরিক) দৌর্জ্জন্য হেতু তোমাদিগের কোন উপকার করিবে না, তোমরা যে কোন প্রকারে ক্লেশ পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়, তাহাদিগের বাক্য দ্বারাই শত্রুতা প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং তাহাদিগের অভ্যন্তরে যাহা অপ্রকাশ রহিয়াছে, তাহা তদপেক্ষা অধিকতর; তোমাদিগের যদ্যপি প্রণিধান করিবার শক্তি থাকে, (তাহা হইলে জানিতে পারিবা) যে আমরা তোমাদিগকে এ সমস্তই অবগত করাইয়াছি।

১১৯। (তোমরা) শুনিতেছ যে তোমরা তাহাদিগের সুহৃৎ, কিন্তু তাহারা তোমাদিগের সুহৃৎ নহে; আর তোমরা (ঈশ্বর প্রণিত) সমস্ত গ্রন্থ মান্য করিয়া থাক; তাহারা তোমাদিগের সহিত একত্র হইলে বলিয়া থাকে যে "আমরা মুসলমান," কিন্তু বিরল হইলে তোমাদিগের প্রতি বিদ্বেষের সহিত নিজ অঙ্গুলি দংশন করিতে থাকে; তুমি বল—তোমরা আপনাদিগের বিদ্বেষে প্রাণ ত্যাগ কর, পরমেশ্বর তোমাদিগের অন্তরস্থ বিষয় (সমস্তই) অবগত আছেন।

১২০। তোমাদিগের কিঞ্চিৎ মঙ্গল হইলে তাহারা (হিংসা প্রযুক্ত) দুঃখ অনুভব করে; এবং তোমাদিগের অমঙ্গল হইলে তাহারা তজ্জন্যে আনন্দিত হয়; তোমরা যদ্যপি (নিজ ধর্ম্মে) স্থির থাকিয়া রক্ষার পথ অবলম্বন কর, তাহা

হইলে তাহাদিগের প্রতারণাদ্বারা তোমাদিগের কিছুই হানি হইবে না ; তাহারা যা কিছু করিতেছে সে সমস্তই পরমেশ্বরের শক্তির অধীন ।

১২১ । আর তুমি উষাকালে গৃহ হইতে বহির্গমন করিয়া মুসলমানদিগের রণ স্থলস্থ শিবিরে উপবিষ্ট হইলে পরমেশ্বর (সমস্তই) শ্রবন করিলেন, এবং অবগত হইলেন ।

১২২ । যৎকালে তোমাদিগের মধ্যে দুই সেনাদল দুর্ব্বল না হইবার জন্য (অর্থাৎ পরাজিত না হইবার কারণ বিশেষ) অভিলাষী হইয়াছিল, পরমেশ্বর তাহাদিগকে সাহায্য দান করিলেন, (এনিমিত্তে) মুসলমানদিগের কর্ত্তব্য পরমেশ্বরের উপরই কেবল ভরসা স্থাপন করা ।

১২৩ । আর তোমরা বদর নামক স্থানে সংগ্রাম কালে হীনাবস্থা বিশিষ্ট হইলে পরমেশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য দান করত (জয় যুক্ত করিলেন,) এজন্য যদ্যপি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর তবে পরমেশ্বরকে ভয় কর ।

১২৪ । তুমি যৎকালে মুসলমানদিগকে বলিলা —তোমাদিগের প্রভু স্বর্গ হইতে তিন সহস্র দূত প্রেরণ পূর্ব্বক সাহায্য দান করিলে কি তোমাদিগের উপকার হইবে না ?

১২৫ । তোমরা যদ্যপি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম সাধন কর, তাহা হইলে যৎকালে তাহারা (শত্রুগণ) তোমাদিগকে আক্রমন করিবে, তোমাদিগের প্রভু তদ্দণ্ডেই পাঁচ সহস্র সুসজ্জ অশ্বারোহী দূতগণকে তোমাদিগের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিবেন ।

১২৬ । পরমেশ্বর তোমাদিগের হৃদয়ানন্দ জন্য ইহা স্থির করিয়াছেন, ইহাদ্বারা তোমাদিগের অন্তঃকরণ সন্তোষপূর্ণ হইবে ! যিনি পরাক্রমী এবং বুদ্ধিময় (সেই) পরমেশ্বরের নিকট হইতেই কেবল সাহায্য আসিয়া থাকে ।

১২৭ । (তিনি) যদ্যপি কোন২ অবিশ্বাসী লোকদিগকে সংহার করেন ! কিম্বা তাহাদিগকে নিম্নস্থলে নিক্ষেপ করেন (অর্থাৎ তাহাদিগের উপরে ঘৃন্যাবস্থা প্রদান করেন ;) কিম্বা তাহারা অক্ষম ও পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করে ।

১২৮ । তাহা হইলে (তদ্বিষয়ে) তোমার কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষমতা নাই ; (পরমেশ্বর) তাহাদিগকে অনুতাপ প্রদান করেন, অথবা তাহাদিগের উপর ক্লেশার্পণ করেন, অথবা তাহারা ভ্রান্ত হইয়া অধর্ম্মে থাকে, (সে বিষয়ে তোমার কোন ক্ষমতা নাই) !

১২৯ । স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে কোন পদার্থ আছে সে সকলই পরমেশ্বরের দ্রব্য ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই ক্ষমা করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই দণ্ড প্রদান করেন, কারণ পরমেশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়াময় ।

১৩০ । হে ভক্তগণ, দ্বিগুণের উপর দ্বিগুণ কুসীদ গ্রাস করিও না, আর পরমেশ্বরকে ভয় কর যেন তদ্দ্বারা তোমাদিগের মঙ্গল জন্মে ।

১৩১ । আর যে অগ্নি অবিশ্বাসী লোকদিগের নিমিত্তে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা হইতে রক্ষা অন্বেষণ কর ।

১৩২। তোমরা যেন কৃপা প্রাপ্ত হও এজন্য পরমেশ্বরের এবং তাঁহার রসুলের (অর্থাৎ মহম্মদের) আজ্ঞা সমূহ মান্য করতঃ (পালন কর;)

১৩৩। আর নিজ প্রভুর কৃপার প্রতি ধাবমান হও; এবং স্বর্গের প্রতিও যাহার বিশালতা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম পরায়ণ লোকদিগের নিমিত্তে প্রস্তুত রহিয়াছে;

১৩৪। যাহারা সুঅবস্থায় এবং দুর অবস্থায় অর্থ দান করে, এবং ক্রোধ সম্বরণ করে, এবং (অপরাধী) মনুষ্যদিগকে ক্ষমা করে; পরমেশ্বর সদাচারী ও পরোপকারী লোকদিগকে প্রেম করিয়া থাকেন।

১৩৫। আর ঐ লোকেরা যদ্যপি কোন প্রকাশ্য পাপে পতিত হয়; অথবা আপনাদিগের আত্মার প্রতি কোন হানি করে, তাহা হইলে যদ্যপি পরমেশ্বরকে স্মরণ করতঃ আপনাদিগের অপরাধের ক্ষমা যাচ্ঞা করে, [কারণ পরমেশ্বর বিনা কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে?] এবং যদ্যপি নিজকৃত (পাপাচারে) জ্ঞান পূর্ব্বক আসক্ত না থাকে,

১৩৬। তাহারা আপনাদিগের প্রভুর নিকট হইতে ক্ষমা স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, নিম্ন স্থলস্থ নদী বিশিষ্ট উদ্যানও (প্রাপ্ত হইবে,) আর সে স্থানেই অবস্থান করিবে, এবং ধর্ম্ম কার্য্য নিষ্পাদন কারীর পুরস্কার প্রচুর এবং উৎকৃষ্ট হইবে।

১৩৭। তোমাদিগের পূর্ব্বে এ রীতি প্রকাশ হইয়াছে, (যে অবিশ্বাসী লোকেরা দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে,) এজন্য পৃথিবীতে পর্য্যটন করিলে (সত্য ধর্ম্মের প্রতি) মিথ্যা আরোপ কারীর চরমে কিরূপ দুর্গতি হইয়াছে তাহা দেখিবা।

১৩৮। এই (গ্রন্থের) উল্লিখিত বিষয় সাধারণ মানবগণের নিমিত্তে, এবং ইহার ত্রাণ সম্বন্ধীয়-শিক্ষা ও সদুপদেশ (সমূহ ঈশ্বর) ভয়কারীর নিমিত্তে (প্রকাশিত হইয়াছে)।

১৩৯। এবং (ভয়প্রযুক্ত) বলহীন হইওনা, আর দুঃখিত হইওনা, এবং তোমরা বিশ্বাসে স্থির থাকিলে (চরমে অবিশ্বাসী লোকদিগের উপরে) জয়যুক্ত হইবা।

১৪০। আর তোমরা যদ্যপি (সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া) আঘাত প্রাপ্ত হও, (তাহা হইলে স্মরণ করিও) যে তাহারাও (ঐ অবিশ্বাসী লোকেরাও) সেই প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে; আর এই কালে আমরা জনগণের মধ্যে (যুদ্ধ সম্বন্ধীয় জয়ের) পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি; আর কে বিশ্বাসী ইহা পরমেশ্বর জানিতে পারিবেন এজন্যই ইহা (করিয়া থাকেন;) (এবং যাহারা ধর্ম্মার্থ প্রাণ দেয়) তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে এমত লোকদিগকে (সত্যের) সাক্ষী স্বরূপ করিয়া লইয়াছেন; পরমেশ্বর পাপাচারীকে প্রেম করেন না।

১৪১। (এবং তিনি) ভক্তিমান লোকদিগকে (সুক্ষ্মরূপে) পৃথক করণার্থে, এবং অবিশ্বাসী জনগণকে ধ্বংস করণ জন্য (ইহা করিয়া থাকেন)।

১৪২। আর স্বর্গলোকে গমন করিব এমত চিন্তা আন্দোলন করিতেছ, কিন্তু তোমাদিগের মধ্যে (তাঁহার ধর্ম্ম জন্য)

কে (প্রকৃত) যোদ্ধা তাহা পরমেশ্বর এখনও জানিতে পারেন নাই, এবং কে (শেষ পর্য্যন্ত) ধৈর্য্যাবলম্বী হইবে তাহাও অবগত হন নাই।

১৪৩। আর তোমরা মৃত্যু দর্শন করিবার পূর্ব্বে তাহা প্রাপ্ত হওনার্থে অভিলাষী হইয়াছিলা, কিন্তু এক্ষণে তোমরা তাহা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছ।

১৪৪। আর মহম্মদ পরমেশ্বরের এক প্রেরিত ব্যক্তি, এবং তাহার পূর্ব্বে অনেক প্রেরিত আসিয়া (লোকান্তরে) গমন করিয়াছে, এবং তিনি যদ্যপি মৃত্যুমুখে পতিত হন, অথবা লোককর্ত্তৃক সংহৃত হন, তাহা হইলে তোমরা কি চরণ বিপরীতদিকে রাখিয়া পরাঙ্মুখ হইবা? আর যে কেহ বিপরীতদিকে পদার্পণ করত পরাঙ্মুখ হইবে, সে পরমেশ্বরের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিবে না, এবং পরমেশ্বর সদ্বিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞ লোকদিগকে পুরস্কার করিবেন।

১৪৫। পরমেশ্বরের অনুমতি বিনা মৃত্যু কোন প্রাণীকে গ্রাস করিতে পারে না; (এ বিষয়ক) অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আর যে কেহ পুরস্কারস্বরূপ কোন জাগতিক বিনিময় প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিবে, আমরা তাহাকে তাহা হইতেই (অভিলষিত বিষয়) দান করিব; আর যে কেহ পরজগতে (পুরস্কারস্বরূপ) কোন বিনিময় প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিবে, আমরা তাহাকে তাহা হইতেই (বাঞ্ছিত বিষয়) দান করিব; এবং কৃতজ্ঞ লোকদিগকেও পুরস্কার করিব।

১৪৬। অনেক ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের সহিত একত্র হইয়া বিস্তর ঈশ্বর উদ্দেশকারী মানবগণ (শত্রুদিগের প্রতিকূলে যুদ্ধ) করিয়াছিল; (তাহারা) পরমেশ্বরের ধর্ম্ম জন্য কিঞ্চিৎ ক্লেশ প্রাপ্ত হইলেও (কখন) পরাজিত হয় নাই; (তাহারা কখন) দুর্ব্বলও হয় নাই; এবং ভীরুস্বভাবও প্রকাশ করে নাই; পরমেশ্বর ধৈর্য্যশীল লোকদিগকে প্রেম করিয়া থাকেন।

১৪৭। তাহারা অন্য কথা না কহিয়া কেবল এই বাক্য বলিত—হে আমাদিগের প্রভো; আমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা কর, এবং আমাদিগের (রণস্থলের) কার্য্য সম্বন্ধে যাহা ত্রুটি ও অন্যায় হইয়াছে (তাহাও ক্ষমা কর;) আমাদিগের চরণকে (এই কার্য্যে) স্থির রাখ; এবং অবিশ্বাসীদিগের প্রতিকূলে আমাদিগকে সাহায্য দান কর।

১৪৮। তদন্তে পরমেশ্বর তাহাদিগকে জাগতিক উন্নতিরূপ পুরস্কার দান করিলেন, এবং প্রচুর পারলৌকিক পুরস্কারও প্রদান করিলেন; পরমেশ্বর সদাচারী লোকদিগকে প্রেম করিয়া থাকেন।

১৪৯। হে বিশ্বাসীমানবগণ, তোমরা যদ্যপি অবিশ্বাসী লোকদিগের কথা মান্য করিয়া (তদনুসারে চল,) তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগের চরণকে বিপরীত পথগামী করিবে, এবং (তোমরা তদ্দ্বারা চরমে) সর্ব্বনাশে মগ্ন হইবা।

১৫০। কিন্তু পরমেশ্বর তোমাদিগের সাহায্যদাতা আছেন, এবং তাঁহার সাহায্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

১৫১। আমরা এক্ষণে অধার্ম্মিক লোকদিগের হৃদয়ে আতঙ্ক প্রদান করিব,

যেহেতুক তাহারা পরমেশ্বরের সমতুল সঙ্গির (অস্তিত্ব বিবেচনা করিয়া ভক্তি মার্গে তাহাকে) স্থাপন করিয়াছে, এবং সে জন্য তিনি (অর্থাৎ পরমেশ্বর) আপনার সংস্থাপন বিষয়ক অনুমতি প্রদান করেন নাই; তাহাদিগের বাসস্থান নরক; এবং (সকল) অন্যায়াচারীদিগের বসতি স্থান অতিবড় মন্দ।

১৫২। তোমরা, যৎকালে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে (অবিশ্বাসী লোকদিগকে) অক্ষম হওনকাল পর্য্যন্ত সংহার করিতে ছিলা, তৎকালে পরমেশ্বর তোমাদিগের প্রতি নিজ অঙ্গীকার সত্যরূপে পালন করিলেন, (কিন্তু তোমরা রণস্থলের) কার্য্য বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত করিলা, এবং (পরমেশ্বর) তোমাদিগকে মনোরথের সাফল্য দর্শাইলে পরও তোমরা ধর্ম্মাজ্ঞার বিপরীতাচারী হইলা।

১৫৩। তোমাদিগের মধ্যে কেহ২ জাগতিক বিষয় অভিলাষ করিয়াছিল; আর তোমাদিগের মধ্যে কেহ২ পারলৌকিক বিষয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল; এতৎপরে তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করণাভিপ্রায়ে পরিবর্ত্তন (অর্থাৎ শত্রুদিগের সম্মুখে পলায়ন করিবার অবস্থা তোমাদিগের উপর আনয়ন করিলেন) কিন্তু এক্ষণে তিনি তোমাদিগের ক্ষমা করিয়াছেন, এবং পরমেশ্বর ভক্তিমান লোকদিগের উপর সদা কৃপাদৃষ্টি করেন।

১৫৪। পশ্চাদ্দিকে কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া যৎকালে তোমরা (রণক্ষেত্র) ত্যাগকরণ পূর্ব্বক গমন করিতেছিলা, রসুল (অর্থাৎ মহম্মদ) পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, (কিন্তু তোমরা তাঁহার আহ্বানবাণী শ্রবণ না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কেবলই অগ্রসর হইলা; এজন্য পরমেশ্বর তোমাদিগের প্রতি) দুঃখের উপর দুঃখ আনয়ন করিলেন, (এই বিষয় অনুধাবন করত) হস্তগত দ্রব্যের ক্ষতি অথবা অন্য দ্রব্যাদি সম্মুখে প্রাপ্তির বিষয়ে দুঃখিত হইও না, কারণ পরমেশ্বর তোমাদিগের সর্ব্বকর্ম্মই জ্ঞাত আছেন।

খ্রীষ্ট সংগীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অষ্টম অধ্যায়।

সন্নায়কনক্ষত্রোদয়।

যিশায়িয় ১১ ও ৪৯ এবং মথি ২।

গুরু। যিহুদী দেশে সদ্দীপ্তির উদয় অন্য বংশীয় দূরবাসী ভদ্রদিগের নিতান্ত অজ্ঞাত ছিল না। তৎকালে পূর্ব্বদিগ্ হইতে পারশীকীয় জ্যোতির্জ্ঞ পণ্ডিতেরা ঈশপ্রেরিত হইয়া যিরূষালমে আগমনান্তর আপনাদের অজ্ঞাত বিভুর সংপুরে অনেক পথ যাইয়া ইস্রায়েলদিগকে আশ্চর্য্য কথা জিজ্ঞাসিল, যথা, অধুনা এখানে যিহুদীদিগের যিনি রাজা জন্মিয়াছেন তিনি কোথায়? পূর্ব্বদিকে তাঁহার নক্ষত্র দেখিয়া তাঁহার অর্চ্চনার্থ

আমরা আসিয়াছি। হেরোদনৃপ অন্যজদিগের এই উক্তি শুনিয়া যিরূষালমীয় সকলের সহিত মহাক্ষোভগত হইয়া ঐ নগরস্থ প্রধান যাজক ও ধর্ম্মোপদেশকদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন, আমাদের অভীষ্ট খ্রীষ্ট কোথায় জন্মিবেন, ইহা আপনাদের হইতে জানিতে ইচ্ছা করি। শাস্ত্রাধ্যাপকেরা কহিল, মহারাজ যাহা জিজ্ঞাসিলেন তাহা আহাজ নৃপের সময়ে মীখা প্রবাচক স্পষ্ট কহিয়া গিয়াছেন। হে বৈথলেহম ইত্যাদি বাক্যেতে যিহূদীয় পুর বৈথলেহমই প্রভুর জন্মস্থল আমাদের নিশ্চয় প্রতীত হইতেছে। ঐ পুর ক্ষুদ্র হইলেও ইস্রায়েলের অনাদিনির্গমনযুক্ত নায়ক তথা হইতেই কালক্রমে উৎপন্ন হইবেন, ইহার সন্দেহ নাই। এইরূপ কহিয়া অধ্যাপকেরা চলিয়া গেলে, উহাদের কথায় অতি তুষ্ট ঐ ধূর্ত্ত নৃপ বিদেশী পণ্ডিতদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, হে মহাভাগেরা, আমি এই দেশের রাজা, যে জন্য এখানে তোমাদের আসা হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ সাহায্য আমি করিব নিশ্চয় জানিও,ফলে কি প্রকারে বা কোন্ সময়ে তোমরা ঐ জন্ম-নক্ষত্র দেখিয়াছ, তাহার বিস্তার বিবরণ শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছি। ইহা শুনিয়া ঐ সরল পণ্ডিতেরা সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে পর হেরোদ তাহাদের জিজ্ঞাসিতের উত্তর শঠতা পূর্ব্বক দিলেন, যথা, হে ঈশনীত জ্যোতির্জ্ঞেরা, আমার অজ্ঞান প্রজাদিগকে এই অদ্ভুত রহস্যের বার্ত্তা কদাচ জিজ্ঞাসিও না। যাহা লোকেরা মূর্খতা প্রযুক্ত আর যাজকেরা ঈর্ষা হেতু কহে নাই,তাহা আমি সাহ্লাদে তোমাদিগকে জানাইতেছি, পবিত্রাত্মার আদেশে পুরারচিত আমাদের শাস্ত্রের স্পষ্ট-বচন-প্রমাণ বৈথলেহমই তোমাদের পৃষ্ট জন্মস্থান। ঐ পুর এখান হইতে ক্রোশত্রয় দক্ষিণে স্থিত, সেখানে গিয়া মহা যত্নে শিশুর অন্বেষণ কর, উদ্দেশ পাইলে আমা বিনা আর কাহাকেও জানাইও না, আমি জ্ঞাত হইলে তথায় গিয়া সেই রাজার অর্চ্চনা করিব। ইহাতে তাহারা মহানন্দে তখন ঐ অঙ্গীকার করিল। তাহারা ঋজু, ধূর্ত্ত ভূপতির জিঘাংসুত্ব জানিত না। ঈশদত্ত রাজলক্ষণ নক্ষত্র সেই মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে যিরূষালম পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়াছিল, কেননা তথায় পরাত্মার আলয়ে শাস্ত্রজ্ঞদিগের হইতে সর্ব্বলোকেশ্বরের জন্ম স্থান জানিয়া লইবে। অতএব এখন তথা জ্ঞাত হইয়া হেরোদের সহিত আলাপের পর পুণ্য পুরে আর না থাকিয়া শিশু-রাজার দিদৃক্ষায় বৈথলেহমে গমন করিল। যিহূদিদিগের কেহ তাহাদের সহিত ছিল না। ঐ ভদ্রচিত্তেরা মহাপুর হইতে নির্গত হইয়া প্রথমে পূর্ব্বাঞ্চলেদৃষ্ট,জাত রাজার লক্ষণ স্বরূপ নক্ষত্র পুনরায় দেখিয়া মহা আনন্দ করিল। ঐ তারা অগ্রের পথ প্রদর্শনার্থ বৈথলেহমাবধি চলিয়া তাহাদের দায়ূদপুরে প্রবেশের পর এক গৃহোপরি স্থগিত হইল। ইহাতে ঈশনীতিজ্ঞ বুধেরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ধন্য মরিয়ম মাতার সহিত সংশিশুকে দেখিয়া তাঁহাকে চিরোক্ত নক্ষত্রের উদ্দেশ্য, লোকদিগের দণ্ডদাতা, তেজস্বী, সকল পুন্যবানের ইষ্ট জ্ঞানে দণ্ডবৎ প্রণাম পুরঃসর দূরস্থিত স্বদেশ হইতে

আনীত উত্তম উপহার দান করিল। তাহারা তাঁহাকে রাজা বলিয়া সুবর্ণ,সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া কুন্দুরু, এবং নরভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন,এইহেতু রসগন্ধক উপঢৌকন দিল। এই প্রকারে তাহারা দ্রব্যদান দ্বারা কুমারী মাতার অঙ্কস্থ অস্মৎমহেশের সেবা করিয়া নির্গত হইল। স্বস্থানে প্রস্থানোদ্যত ঐ সাধুরা স্বপ্নযোগে ঈশ্বরের বাক্য প্রাপ্ত হইল, যথা, আততায়ী হেরোদ তোমাদের প্রতি যে আদেশ করিয়াছে তদনুসারে তাহার নিকটে যাইও না, তোমাদের প্রার্থনা সিদ্ধ হইয়াছে, এখন অন্যপথ দিয়া স্বদেশে যাত্রা কর। দৈব-বাণীমতে উত্তরে যিরূষালমের দিকে না যাইয়া তাহারা পূর্ব্বপথে স্বদেশাভিমুখে গমন করিল। আপন রাজার পরিচয় শূন্যা মহাপুরী ত্যাগ করিয়া পারশিক ভূমিতে পঁহুছিয়া তত্রস্থ মুমুক্ষু জনকে সর্ব্ব লোকের তমোহারী যিহূদ্যাধিপের উৎপত্তি জানাইল। যাঁহার মহামুক্তি প্রচার দ্বারা ত্রিংশৎ বর্ষ পরে সকল অন্য বংশীয়েরা পুণ্য খ্রীষ্টীয় সভায় আহূত হইল। ফলে অনৈস্রায়েলীদের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বপ্রথম দায়ূদের পুরে খ্রীষ্টের সেবা করিল। অতএব পবিত্র আত্মার শক্তিতে প্রবাচীরা খ্রীষ্টকালীয় ক্রিয়ার যেং উক্তি করিয়াছিলেন তৎসমস্তের পূরণারম্ভ এই জ্যোতির্জ্ঞদিগেতেই হইল। দায়ূদাদি ভব্যবাচীদিগের কথা অজ্ঞবর্গে বুঝিতে পারে নাই কিন্তু পরগোত্রীয়েরা তদ্রাজ পুত্রের অর্চ্চনা করিবে,ইহা তাঁহারা পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন। প্রাগুদিত যিশায়িয়ের পুস্তকে অন্য জাতিদের আহ্বান বিষয়ক যে সকল বর্ণনা আছে তাহার মধ্যে একটী শ্রবণ কর, যথা,—যিশয়ের গুঁড়ি হইতে বৃহৎ শাখী ও এক উৎকৃষ্ট পল্লব উৎপন্ন হইবে। তাঁহাকে বুদ্ধি মন্ত্রণা শক্তি ভক্তিপ্রদাতা ঈশ্বরের আর্য্য আত্মা আচ্ছাদন করাতে, অন্যরাষ্ট্রোদ্ভব সকল বর্গে তাহাকে পৃথিবীতে ধ্বজাস্বরূপ উত্থাপিত দেখিয়া অন্বেষণ পূর্ব্বক তাঁহার তেজস্বী বিরাম প্রাপ্ত হইবে। ইস্রায়েলের মুক্তির নিমিত্ত যিনি ঐ পল্লব সৃজিলেন,সেই ঈশ্বর কহেন, উহা সিদ্ধ না হইলেও তোমার ঐশ্বর্য্য দাতা বিভুর সাক্ষাতে তুমি গৌরবান্বিত হইবে। ইহা অতি লঘু বিষয় যে তুমি কেবল যাকূবোদ্ভব কুলের বন্ধন মোচন করিয়া পুনঃস্থাপন করিবে, বরং সকলের সম্মুক্তি সাধনার্থ তোমাকে অপর জাতিদিগেরও তমোঘ্ন করিব। তুমি নরের অবজ্ঞাত, স্ববর্গের ঘৃণাস্পদ হইবে বটে, কিন্তু দূর হইতে নৃপেরা আসিয়া তোমাকে অর্চ্চিবে, তুমিই আমার সংবিদের স্থাপয়িতা, জগতের অসভ্য লোক সমূহও তোমার হস্তগত হইবে। তোমার আজ্ঞাতে তমোগর্ত্তবাসীরা উদ্ধৃত হইয়া রম্যস্থলে নীত হইবে, মেদিনীর সর্ব্বদিক্ হইতে ইহারা বিমুক্ত হইয়া আসিবে, ইহাদের নিমিত্তে আমি পর্ব্বতেও মার্গ প্রস্তুত করিব। হে অন্তরিক্ষ! গান কর, হে পৃথিবি! আনন্দ কর, মহেশের আর্য্য ভূমি পূর্ব্বে অপুত্রা ছিল, এখন তাহা সমস্ত উর্ব্বী হইতে সমাগত বহু সুত দর্শনে হৃষ্ট হইতেছে।

---

৯ অধ্যায়।

অস্মৎমহেশ্বরপ্রতিষ্ঠা।

যাত্রা, লেবীয়, গণনা, য়িহোশূয়, রূথ, গীত, হগায় ২, মথি ২, লূক ২।

গুরু তদা সেই দুর্নৃপ যিরুষালমে বুধদিগের পুনরাগতির অপেক্ষায় থাকিয়া নিয়ত এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিল, যথা আমি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব মদ্ভিন্ন দায়ূদুদ্ভব্য রাজার প্রতীক্ষণ আমাকে যত্ন পূর্ব্বক বিনাশ করিতে হইবে। সেই প্রতীক্ষা প্রাচীন বাক্য হইতে উৎপন্না, সমস্ত যিহুদীরা বিশেষতঃ শাস্ত্রবেত্তারা সদাই রক্ষা করে। ইহারা ভয়েতে কহিল, খ্রীষ্ট পরেতে জন্মিবেন, কিন্তু তিনি জন্মিয়াছেন ইহা অন্তরে নিশ্চয় আশংসা করিতেছে। শুনিয়াছি পুরনির্ম্মাণের পর হইতে গণনা ক্রমে খ্রীষ্টকালের যে অব্দ দানিয়েল স্থির করিয়াছেন, তাহা আগতপ্রায়। কেহ২ আমাকে বা আমার বংশোদ্ভবকে খ্রীষ্ট কহে বটে, কিন্তু তাহারা শাস্ত্রোপদেশকদিগের নিকট পাষণ্ড আখ্যাত হয় অনুজন্মাখ্য ধর্ম্ম বশতঃ আমি শাস্ত্র প্রমাণ ইস্রায়েল্য হইয়াছি, ফলে সকলই জানে আমি ভিন্ন জাতীয়। ইদুম মদ্বংশের আদি পুরুষ, যাকুব নহেন। ঐ যাকুব কহিয়াছেন, তাঁহার পুত্র যিহুদার কুলে রাজদণ্ড স্থাপিত হইবে। অতএব যে এখন জন্মিয়াছে, যাহাকে জ্যোতির্জ্ঞেরা অন্বেষণ করিতেছে, তাহাকে যদি আমি নষ্ট না করি, সকলেই নৃপ কহিবে। খ্রীষ্টেতে শ্রদ্ধা প্রযুক্ত কৈশরের বলে ভীত হইবে না এবং রৌম্যেরা আমার সপক্ষ থাকিলেও আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিবে। এই হেতু যে বালককে পরদেশীরা মদ্দেশের রাজা কহিল সে আমার বিরোধী অতএব হন্তব্য। সেই শিশুর অন্বেষণে প্রেরিত পণ্ডিতদিগের এত বিলম্ব কেন? হয় ত তাহারা এখনও বৈথলেহমে তাহার উদ্দেশ পায় নাই, হেরোদ এই রূপ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, জানিতে পারেন নাই, যে তাহার আপনার রাজধানীতে ঐ শিশু আনীত হইয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

শিষ্য। জন্মের চত্বারিংশ দিবসে তিনি কি প্রকারে যিরূষালমে এই সংস্কার প্রাপ্ত হইলেন; তাহা শুনিতে বাসনা করি?

বিদ্বান ব্যক্তিদের কারাবাস।

বিদ্বানগণ কারারুদ্ধ হইয়া অধ্যয়নামোদে সর্ব্বদা যে বঞ্চিত হন এমত নহে, প্রত্যুত দেখা গিয়াছে যে কোন২ স্থলে কারাবাস অবস্থায়ও বিদ্যালোচনা পূর্ব্বক উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

বিথিয়স্, বিজ্ঞান-প্রবোধ নামক গ্রন্থ কারাবাসে থাকিয়া রচনা করিয়াছেন।

গ্রোসিয়স্, অন্যান্য গ্রন্থ ব্যতিরেকে মথি লিখিত সুসমাচারের টীকা লিখিয়াছেন। আর তাঁহার কারাবাস কালে তিনি বিবিধ প্রকার অধ্যয়ন কার্য্যে কাল যাপনের যে নিয়ম করিয়াছিলেন,

তাহাও সাতিশয় উপদেশ-পূর্ণ।

বুকালন্, পর্ত্তুগাল দেশে সন্ন্যাসাশ্রম কারাকূপে থাকিয়া দায়ূদের গীত পুস্তকের ভাষ্যরচনা করিয়াছেন।

সের বাটীস, বাররারিতে বন্দিভাবে অবস্থান কালে স্পেইন ভাষায় অতি সুমধুর একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

দ্বাদশ লুয়ী যখন অর্লিয়ান্সের নায়ক (Duke) ছিলেন, তদবস্থায় বর্জেস্ নামক দুর্গে বহুকাল আবদ্ধ ছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি অধ্যয়নে বিস্তর শৈথিল্য করেন। কারাবাসে থাকিয়া বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন দ্বারা এমত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে পরে তিনি জ্ঞানালোকসম্পন্ন নৃপতি হন।

ফ্রান্সের চতুর্থ হেনরির রাজমহিষী মারগারেট, লোবরী নামক স্থানে আবদ্ধ ছিলেন। তথায় তিনি আগ্রহ সহকারে সুললিত সাহিত্য আলোচনা পূর্ব্বক আপন চরিত্র ঘটিত আপত্তি অতি নৈপুণ্যের সহিত রচনা করিয়াছেন।

সর ওয়ালটর র‍্যালে, একাদশ বর্ষ কারারুদ্ধ থাকিয়া পৃথিবীর ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাহা তিনি সমাধা করিতে পারেন নাই।

বল্‌টেয়ার কারাবস্থায় প্রায় আব হেনরিয়েড নামক গ্রন্থের অধিকাংশ লিখেন।

বনিয়ান, কারাবস্থার যাত্রিকের গতি নামে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা সকলেরই আদরণীয় হইয়াছে।

হাউয়েল ক্লিট, কারাগারে রুদ্ধ হইয়া অনেক গুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

লীভিয়েট ঋণগ্রস্ত হইয়া কারারুদ্ধ হইলে পেরিয়ান ইতিহাসের টীকা লিখেন।

বিজ্ঞবর সেলডেন দশমাংশ দান ও রাজ ক্ষমতা বিরুদ্ধে আপন লেখনী সঞ্চালন দোষে কারারুদ্ধ হইলে তদবস্থায় ইডমেরের ইতিহাস লিখিয়াছেন ও টিপ্পনী দ্বারা তাহার বিস্তর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

কার্ডিনাল পলিনাক, আন্টি লুক্রিশিয়স নামে যে গ্রন্থ খানি লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার বিচারালয়ে প্রাপ্ত অপমানের এক নিদর্শন।

দেশীয় কারাগার সমূহের যেরূপ অবস্থা, ইচ্ছা ও যোগ্যতা সত্ত্বেও কেহ তথায় বিদ্যালোচনা বা পুস্তক রচনা করিতে পারেন না। শাসনকর্ত্তৃগণ কারাগার সমূহে বিদ্যালোচনার পক্ষে সুনিয়ম সংস্থাপন দ্বারা উৎসাহ প্রদান করিলে, দেশের অনেক মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই।

শ্রী পিঃ,।

নব বর্ষ।

নব বর্ষ এবে সমাগত প্রায়,
সকলি নবীন নিরখি ধরায়,
ত্যাজিয়া প্রকৃতি পুরাতন কায়,
নব জাত প্রায় উদয় আসি;

ভাবুকের নেত্রে সকলি নবীন,
একেবারে গত পুরাতন দিন,
ভাব রসে হায়! মানস বিলীন,
প্রফুল্লিত মন সে রসে ভাসি।

নবীন ভানুর নবীন কিরণ,
নব বিহঙ্গের নবীন সুস্বন,
নবীন পাতার নবীন বরণ,
ভাবুক সকলি হেরিছে নব ;
নবীন আকাশে নব শশধর,
চারি দিকে নব নক্ষত্র নিকর,
নব সরোবরে নব পদ্ম কর,
নবীন শোভায় শোভিত ভব ।

নবীন প্রান্তরে নব শস্য চয়,
নবীন কান্তার সুকুসুম ময়,
কিছু পুরাতন দৃষ্ট নাহি হয়,
সকলি সেজেছে নবীন বেশে ;
কিন্তু কেন মন ! হয়ে অচেতন,
ভুলিয়া ভবেশে রয়েছ এখন ;
পরিধান করি বেশ পুরাতন,
কেন বা রয়েছে পাপের দেশে ?

উঠ—জাগ—দেখ মেলিয়া নয়ন,
বিগত সকলি যত পুরাতন,
প্রকৃতি পরেছে সুবেশ নূতন,
সকলি রঞ্জিত নবীন রাগে ;
সকলেই সব ত্যাজি পুরাতন,
পরেছে কেমন সুচারু বসন !
থেকনা২ হয়ে অচেতন,
লভ নব ত্রাণ নবানুরাগে ।

পক্ষ মাস ঋতু হায় ! কতবার,
ধরিল নূতন২ আকার,
তবু ওরে চিত ! প্রকৃতি তোমার,
বিবর্ত্তিত কিছু না হলো হায় !
বুঝাইনু কত শত২ বার,
তবু নাহি ফির একি চমৎকার,
লঘু বোধ কর গুরু পাপ ভার,
বল কি সুরস পেয়েছ তায় ?

কত শত বার ভানুর মণ্ডল,
করিল উজ্জ্বল নীল নভণ্ডল,
কিন্তু সেই ত্রাণ ভানু সমুজ্জ্বল,
তোমায় প্রদীপ্ত করিল কই ?

হায়,মন তুমি পাষাণ এমন,
না করিলে সেই মশী আরাধন,
হেলায় হারালে অনন্ত জীবন,
স্মরিলে মরমে মরিয়া রই !

কত শত বার কমল সরসে,
বিকশিত হয়ে যাহার স্বরসে,
পূরণ করিল মধুপ মানসে,
কিন্তু মন ! তুমি অভাগা অতি ;
হায় ! যীশুরূপ বিকচ কমল,
যার মনোলোভা শোভা নিরমল,
প্রদান করিয়া পীযূষ বিমল,
হলো কি সদয় তোমার প্রতি ?

তাঁরে মিছে কেন দোষ মূঢ় মতি ?
সদয়ে সদয় তিনি তব প্রতি,
দয়ার সাগর সেই নরপতি,
তবে কেন নিন্দ সে হেন ধনে ?
হায়২ ! তুমি নিজ কর্ম্ম ফলে,
বদ্ধ আছ পাপ কেতকীর দলে,
না পাও দেখিতে সে রম্য কমলে,
তুমিই অভাগা ভব ভবনে ।

এখন সময় আছে ওরে মন !
এই বেলা ত্যজ ভাব পুরাতন,
গ্রহণ করহ নবীন জনন,
পরিধান কর সদাত্মা বেশ ।
পুণ্য পথে এস মনের হরষে,
থেক নাহে আর পাপাত্মার বশে,
মজ যীশু প্রেমে হে মন ! সরসে,
তবে ত হেরিবে সুখদ দেশ !

শুনেছ ত স্বর্গ কি সুখের স্থান !
সর্ব্বেশ্বর ঈশ যথা বিদ্যমান,
পুত্র সদাত্মার যথা অধিষ্ঠান,
কে তথা যেতে না বাসনা করে ?
কিন্তু মন ! শুন আমার এ ভাষ,
ত্যাজ২ তুমি পুরাতন বাস,
পবিত্রতাময় সেই স্বর্গবাস,
পশিতে না পারে পাতকী নরে ।

তাই বলি আজি ওরে ভ্রান্ত মন !
নবীনা প্রকৃতি করিলা লোকন,
ত্যাগ কর পাপ বাস পুরাতন,
স্মরণ লওরে যীশুর পদে;
পাপ কেতকীতে ওরে মন ভৃঙ্গ,
না করিও আর আসার সে সঙ্গ,
ধরং সেই যীশু সাধু সঙ্গ,
পান কর মধু সেই কোকনদে।

দেখ ত্রাণ ভানু উদয় এখন,
ভারত-সন্তান ! কেন অচেতন?
ত্যাগ কর যত রীতি পুরাতন,
এস এ নবীন ত্রাতার কাছে;
ইঁহাতেই আছে অনন্ত জীবন,
ইনিই পাপীর ত্রাণের কারণ,
যদি যেতে চাও অমর ভুবন,
এই একমাত্র সরণী আছে।

শ্রীপঞ্চানন বিশ্বাস।

সন্দেশাবলী।

— পাঠকগণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে অত্রত্য বাইবেল ও ট্রাক্ট সোসাইটির জন্য একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ বা ক্রয় করণের সংকল্প হইয়াছে। ইংলণ্ডে এবিষয় জানান হয়; তাহাতে তত্রত্য বাইবেল ও ট্রাক্ট সোসাইটির প্রযত্নে ব্যয়ের দুই অংশ সংগৃহীত হইবে এবং দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান ভার্ণাকিউলার এডুকেশন সোসাইটিও পাঁচ সহস্র টাকা দিবেন। শ্রীযুক্ত পাদরি পেন ও পাদরি উইলকিন্স সাহেব স্থানীয় চাঁদা সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আর কেহং তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ভরসা করি অল্পদিনের মধ্যে অর্থ সংগৃহীত ও এই মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে। বোধ হয় চৌরঙ্গীতে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

— উড়িষ্যা দেশে ৬০ লক্ষের অধিক লোক বসতি করে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ড ও ইউনাইটেডষ্টেটস্ দেশীয় ব্যাপটিষ্ট মিশনারীগণ তথায় মিশন কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তথায় সহস্রাধিক লোক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। উড়িষ্যার ইংলিশ ব্যাপটিষ্ট মণ্ডলীর ১৮৭২-৭৩-অব্দের কার্য্য বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, ঐ সময়ের মধ্যে মণ্ডলীতে যদিও কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই, তথাপি কার্য্যাদির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। দুই প্রধান মণ্ডলীতে প্রচার, শিক্ষা, মুদ্রাঙ্কন ও বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ প্রভৃতি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে এবং ৩২ জন অবগাহিত হওয়ায় মণ্ডলীভুক্ত লোক সংখ্যা বর্ত্তমানে ৬৫১ জন হইয়াছে। দেশীয় শিক্ষকগণ সাধারণের উপকারার্থে পুস্তক ও ট্রাক্টাদি প্রস্তুত করণে মনোযোগ করিতেছেন। দেশীয় সাহিত্য শাস্ত্র দেশীয় লোক দ্বারা রচিত হওয়াই কর্ত্তব্য এবং যিনি সেই মহৎ কার্য্যে দেশীয় ভ্রাতৃগণের মনোযোগাকর্ষণ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, তিনি সাধারণের মহোপকারী সন্দেহ নাই।

শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, উড়িষ্যা দেশস্থ আমেরিকান মিশন সত্বর স্বদেশ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

পরিচারিকা।

৬ অধ্যায়।

বিসর্জ্জন।

ভোজ অবসান হইলে ভোজের স্থান দেখিতে যে প্রকার বিকৃত, নাট্যাভিনয় সাঙ্গ হইলে নাট্যের স্থান সেই প্রকার। দীপ সকল নির্ব্বাণ হইয়াছে, এক আধটী বা স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছে, লোকাকীর্ণ বাটী যেন জন শূন্য বোধ হইতেছে, সুসজ্জিত সুদৃশ্য আসন সকল বিশৃ-ঙ্খল হইয়া রহিয়াছে; কেহ বা রাত্রি জাগরণ বশতঃ নিদ্রাবেগ সংবরণ ক-রিতে না পারিয়া যে স্থানে পাইয়াছে, সেই স্থানে নিদ্রা যাইতেছে। পূজার পর দিন প্রাতে এই প্রকার দৃশ্য বাবু-দিগের বাটীতে দৃষ্ট হইয়াছিল; বেলা এক প্রহর না হইতে ভৃত্যেরা পুনরায় সকল সুশৃঙ্খল করিয়া সজ্জিত করিল। পূজা সাঙ্গ হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদ্যা-বধি তাহার ছিট বাকি ছিল। গত ক-ল্যের ন্যায় অদ্যও আরতি হইয়াছিল; কিন্তু ভোগের অধিক বাহুল্য আয়োজন হয় নাই। অদ্য দেবী কেবল দই কড়্যা, অর্থাৎ দধি, চিড়া, সন্দেশ ইত্যাদি সেবা করিয়াছিলেন। যে সকল নিমন্ত্রিত লো-কেরা গ্রামে বাসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা অদ্য ঘরে আসিয়া ভোজন করিবেন না, অতএব তাঁহাদের বাসায় সিঁধা পাঠান হইল। সকলে সকাল২ আহার করিয়া গত রাত্রের জাগরণের ক্লেশ দূর করিতে ব্যস্ত হইলেন। এই প্রকারে, দুই প্রহর কাল শীঘ্র গত হইয়া গেল। তিন প্রহ-রের সময় অন্তঃপুরস্থ ললনা সকলে জাগরিত হইয়া দেবীকে বরণ করিবার উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। বি-ধবাদের কেমন দুরদৃষ্ট, তাহাদের কোন মঙ্গলাচরণে মিলিত হইবার ক্ষমতা নাই, তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া রহিল; সধবারা বেশ ভূষা করিয়া দেবীকে বরণ করিতে গমন করিলেন। ললনারা ঠাকুর দালানে আসিয়া হুলু হুলু ধ্বনি করিতে লাগি-লেন, পরে বরণ ডালা লইয়া দেবীকে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া, বরণ সাঙ্গ করিলেন। তৎপরে গৃহের কর্ত্তা, অথবা তাঁহার প্রতিনিধি আসিয়া কনক অঞ্জলি প্রদান করিলেন। এই ব্যাপার সমাধা হইলে, ললনারা অন্তঃপুরে গমন করিলেন। এক্ষণে ঘরে পুনরায় কোলা-হল হইতে লাগিল; বাহকেরা দেবীকে বাহির করিতে আগমন করিল। দে-বীকে বিসর্জ্জন দিবার ঘটা অল্প নহে; প্রথমে সজ্জিত অশ্ব ও হস্তী গমন ক-রিতে লাগিল, পরে এক শত দুই শত লোক পতাকা লইয়া গমন করিতে লা-গিল, ইহাদের মধ্যে২ এক২ দল বাদ্য-কর ছিল; বাদ্যের শব্দে গ্রাম পর্য্যন্ত যেন কম্পবান হইতে লাগিল। পতা-কাধারীদের পরে সুসজ্জিত প্রহরী রৌপ্য নির্ম্মিত আশা শোটা লইয়া গমন করিতেছিল; পরে বাবুরা গমন করিতে-ছিলেন; সর্ব্বশেষে বাহকদের স্কন্ধে প্রতিমা যাইতেছিল। এই প্রকার আ-ড়ম্বর সহকারে প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল; গ্রামের বর্ত্ম দর্শকে পরিপূর্ণ, পথ পার্শ্বস্থিত গৃহ

সকলের ছাদে কুলবধূরা বেশভূষা করতঃ পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে প্রতিমা দেখিবার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন; দর্শকদিগের সুবিধার নিমিত্ত বাহকেরা স্থানেং প্রতিমা লইয়া কিঞ্চিৎক্ষণ দণ্ডায়মান হইতেছে; ইত্যবসরে বাদ্যকরেরা আপনং নৈপুণ্য প্রকাশার্থে লম্ফ ঝম্ফ বিকট মুখভঙ্গি করিয়া প্রাণপণে বাদ্য করিতেছে। এই ভাবে গ্রামের বাহিরের বড় দীঘীর নিকট আসিতে বেলা প্রায় অবসান হইয়াছিল; প্রতিমাকে লইয়া বাচ খেলাইবার নিমিত্ত দীঘীতে দুই খান নৌকা প্রস্তুত ছিল। বাহকেরা এবং অন্যং দুই দশ জন লোক প্রতিমা লইয়া নৌকা আরোহণ করিয়া, দীঘীর মধ্য স্থলে নৌকা বাহিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে নৌকা কয়েক বার ফিরিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রতিমা বিসর্জ্জন করা স্থির হইয়াছিল। বিসর্জ্জনের অগ্রে পূর্ব্বায়োজিত একটা নীলকণ্ঠ পক্ষী উড়িয়াছিল। পাড়স্থিত লোকেরা প্রতিমাকে মগ্ন করিবার সময় দেখিয়া সকলে সশঙ্কিত হইয়া "জয় মা, জয় মা বলিয়া" ভক্তিভাবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের অনেকের মনে এই প্রতীতি ছিল, প্রতিমা মগ্ন করিবার সময় কোন ব্যাঘাত হইলে ভবিষ্যতে অনিষ্টাপাত হইবে, একারণ প্রতিমা কি প্রকারে মগ্ন করা হয়, তাহা একাগ্র চিত্তে দেখিতেছিল। নির্ব্বিঘ্নে প্রতিমা মগ্ন হওয়া দেখিয়া তাহারা পুনরায় "জয় মা জয় মা" ধ্বনি করিয়া উঠিল, এবং কেহং এই প্রার্থনা করিল যে "মা আমাদের কুশলে রাখ, আমরা পুনরায় যেন আগামী বৎসরে তোমার অর্চ্চনা করিতে পারি।" এক জন বৃদ্ধ বলিতেছিল, "পুনরায় কি মা আমায় দর্শন দিবেন,—তিনি আসিতেং হয়ত আমি পঞ্চত্ব পাইব।"

প্রতিমা মগ্ন করা হইলে, পুরোহিত একটী জলপূর্ণ ঘট বাটীর কর্ত্তার মস্তকে চাপাইয়া দিলেন, তিনি তাহা বহন করিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন। প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে লইয়া যাইবার সময়ে যে প্রকার শৃঙ্খলা ও আড়ম্বর হইয়াছিল, এক্ষণে তদ্রূপ ছিল না; অনেক লোক বিসর্জ্জন দেখিয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তথাচ এক কালে বিশৃঙ্খলা হয় নাই, যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, এবং মহানন্দ বাবু ঘট বহন করিয়া তাহাদের মধ্যস্থিত হইয়া গমন করিতেছিলেন। বাদ্যকরেরা বাদ্য করিতেং তাঁহাদের অগ্রে গমন করিতেছিল, এবং মধ্যেং কেহ কেহ নানা প্রকার রংমসাল জ্বালাইতেং যাইতেছিল। এই ভাবে সকলে বাটীতে পৌঁহুছিলেন; বাদ্যকরেরা বাটী পৌঁহুছিয়া যত পারিল মনের সাধে বাদ্যযন্ত্রের উপর অত্যাচার করিয়া উপস্থিত লোকদের কর্ণে তালা পড়াইয়া দিল। তৎপরে দালানে, যে যাহার যথাযোগ্য স্থানে বসিলেন, এবং পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সকলের গাত্রে শান্তিজল দিলেন। শান্তিজল প্রদান সমাধা হইলে পর সমবেত সকলে পরস্পর কোলাকুলি ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। বাহিরে শান্তি জল দেওয়া হইলে,

পুরোহিত বাটীর ভিতর শান্তি জল লইয়া গমন করিলেন, এবং অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণ সকলে এক স্থানে সমবেত হইয়া শান্তি জল গ্রহণ করিলেন; তাঁহারাও পরস্পর প্রণাম ও আলিঙ্গন করিলেন। বিসর্জ্জন ক্রিয়া ইহাতেই যে সমাপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে; অদ্য রাত্রিতেও ভোজ ছিল। রাত্রি এক প্রহর না হইতে নিমন্ত্রিতগণ সকলে আসিতে আরম্ভ করিলেন; কেহ বা মহানন্দ বাবুর বৈঠক খানায় বসিয়া কথা বার্ত্তা করিতে লাগিলেন, কেহ বা তাঁহার সহিত এক বার সাক্ষাৎ করিয়া অন্য কাহার গৃহে যাইয়া বসিলেন। কনিষ্ঠেরা প্রায়ই এই প্রকার করিয়াছিল, কারণ তাহারা তাঁহার সম্মুখে তামাক সেবন কিম্বা স্বাধীনতার সহিত কথোপকন করিতে পারিবেন না। এক জন চাটুকার মহানন্দ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয় আমি অনেক স্থানে পূজা দর্শন করিয়াছি, কলিকাতায় কয়েক বৎসর দেখিয়াছি, বর্দ্ধমানে দেখিয়াছি, কিন্তু এমন পূজা কোথাও দেখি নাই; পূজার কি শৃঙ্খলা, বাটীর লোকদের কি ভক্তি; নিমন্ত্রিত লোকদের কি সমাদর, গৃহ ইত্যাদির কি উৎকৃষ্ট সজ্জা; নাট্য ইত্যাদির কি চমৎকারিত্ব; মহাশয়, বোশানিরা বাই যে কি চমৎকার গজল গাইয়াছিল, তাহা আর কি বলিব; এখনকার ইংরাজিতে কৃতবিদ্য লোকের তাহার রস গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই, আমরা সে কেলে দুই চার জন আখুনজীর শিষ্য যে আছি, আমরাই যৎ কিঞ্চিৎ যা কিছু বুঝিতে পারিয়াছি, এখনকার বাবুদের আড়াখেমটায় মালিনীর গীত, "রাজকুমারী বদন ভারী কি জন্যে," ইত্যাদি না হইলে মনে ধরে না; মহাশয় দুই পাত ইংরাজী পড়িয়া হাফেজে ও শওদায় দন্তস্ফুট করিবার কি ক্ষমতা হয়।"

এক জন নব্যসম্প্রদায় যুবক সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি নিন্দা আর সহ্য করিতে না পারিয়া শ্লেষ সহকারে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "শেলাম আলেকম, শেক সাহেব, আপ কা ভেলাইৎ কাঁহা; আপ কি শেরাজ সে তশরিফ লাতে হেঁ।" মহানন্দ বাবুর গৃহে এই প্রকার হাস্য বিদ্রূপ হইতেছিল। আর এক গৃহে নব্য কৃতবিদ্য যুবকেরা বসিয়া তাম্রকূট সেবন ও কথোপকথন করিতেছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে এক জন বলিলেন, এবার ভাই, যাত্রাটা বড় চমৎকার হইয়াছিল, অধিকারী কি মানভঞ্জনই যাত্রা করিয়াছে, এক বার হাসাইয়াছে, একবার কাঁদাইয়াছে; " আর এক জন বলিয়া উঠিলেন, ভাই, মহানন্দ বাবুর কি অবিবেচনা, তিনি আমাদের মাচ ভেতোর দলে ফেলিয়াছেন; আমরা যেন বিফ ষ্টীক ও ফাউল খাইতে জানি না। আর ভাই, চল, কোন গুড়ক টেনেং পেট রান্নাঘর হইয়া গেল; এই সময়ে এক আদ পাত্র পাইলে তৃষ্ণা নিবারণ করা যাইত। তাঁবুর দিকে বিহারী বাবুর কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে, সেই দিকে যাইয়া দুই এক পাত্র খাইয়া আসিতাম; তিনি দেখিলে ভর্ৎসনা করিবেন।"

এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে মহানন্দ বাবু এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন যে, "যাই, কোথা কি হই-

তেছে তাহা একবার দেখিয়া আইসি।” সকল ঘরে২ যাইয়া লোকদিগকে মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন; এক ঘরে যাইয়া বলিলেন, “কেমন মহাশয় আহারের বিলম্বে ত আপনাদের কষ্ট বোধ হইতেছে না; আর বড় বিলম্ব নাই, এই বারে পাত পড়িবে,” আর এক ঘরে যাইয়া বলিলেন, “ মহাশয়েরা যে কেবল গল্প করিতেছেন, তামাকের গন্ধটী ত পাইতেছি না; আরে এখানে কে আছিস, হুক্কাবরদারকে এ ঘরে তামাক দিতে বলে দে,” নব্য বাবুদিগের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কৈ গো বাবুজীরা যে নিতান্ত চুপ চাপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছ; তোমাদের যাহার যাহা আবশ্যক, আজ্ঞা করিলেই, তাহা পাইবে।” উহাদিগের মধ্যে এক জন ঠেঁটা ও ঠোঁট কাটা বলিয়া উঠিল, “কৈ, মহাশয়, যাহা প্রয়োজন, তাহা কৈ পাইয়া উঠি; যদি বা পাইবার উপায় ছিল, তাও আবার বিহারী বাবুকে সে দিকে রাখিয়া সে গুড়ে বালি দিয়াছেন।” মহানন্দ বাবু উত্তর করিলেন, “ও এখন আমি বুঝিতে পারিলাম, তোমাদের এত দূর আশা, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই; আচ্ছা, বিবেচনা কর তোমাদের আশা পূর্ণ হইল. কিন্তু তাহার মধ্যে একটী কথা আছে, লোকে জানতে পারিলে কি বলিবে, এই ইনি গ্রামের ছেলে খারাপ করিতেছেন।” এক জন যুবক উত্তর করিল, “লোকে যা ইচ্ছা তাহা বলিতে পারে, কিন্তু আপনি এমন বিবেচনা করিবেন না যে আপনি আমাদের খারাপ করিতেছেন; আমরা ইচড়ে পাকা, আপনাকে আমরা খারাপ না করিলে বাঁচি; ইহার আবার খারাপ কি?” মহানন্দ বাবু বলিলেন, “আচ্ছা, তবে আমায় সিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে প্রবেশ করিতে হইল; একটুকু অপেক্ষা কর, আমি একবার তাম্বুতে যাইয়া সাহেবদিগের কি হইতেছে, তাহা দেখিয়া আইসি।”

মহানন্দ বাবু তাম্বুতে যাইয়া সাহেবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তাঁহারা আগামী কল্য বিদায় হইবার মানস প্রকাশ করিলেন; তিনি তাঁহাদের আর এক দিন থাকিতে সাধ্য সাধনা করিলে তাঁহারা সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন যে “পূজার নিমিত্ত তাঁহারা গ্রামের পাঠশালা, স্কুল, বালিকাবিদ্যালয়, চিকিৎসালয় দেখিতে পারেন নাই, কল্য থাকিলে সে সকল তাঁহাদিগকে দেখাইবেন। সাহেবদের সহিত এই প্রকার ধার্য্য করিয়া বাটীতে আসিয়া নব্য সম্প্রদায়কদের নিকট যাইয়া বলিলেন, “দেখ তোমরা উত্তরের কামরায় যাইয়া বৈস গিয়ে, আমি নিমন্ত্রিত লোকদিগকে আহার করিতে বসাইয়া আসিতেছি; অধিক বিলম্ব হইবে না, তাঁহারা আহার করিতে আরম্ভ করিলে তত্ত্বাবধারণের ভার আর এক জনের উপর অর্পণ করিয়া, আমি চলিয়া আসিতেছি।”

এ দিকে আহারের উদ্যোগ সকল হইয়া রহিয়াছিল, মহানন্দ বাবু সকলকে আহার করিতে অনুরোধ করিলে, তাঁহারা যাইয়া “আহারে বসিলেন। কিঞ্চিৎকাল সেই স্থানে থাকিয়া, তিনি নিমন্ত্রিতগণকে বলিলেন, “মহাশয়দিগের

অনুমতি যদি হয়, তবে আমি এক্ষণে বিদায় হই, আজ ঘন্টাটা বহিয়া আনাতে আমার শরীর কিছু কাতর আছে। ওহে, তোমরা সকল এই দিকে দেখ, যেন কিছুর ত্রুটী হয় না।" তাঁহাদিগের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, তিনিও উত্তরের কামরায় প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রতীক্ষায় সকলে ছিলেন, তাঁহার দর্শন পাইয়া তাঁহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। মহানন্দ বাবু তাঁহাদিগকে বলিলেন, অদ্য রাত্রের আহারের ব্যাপারের নিমিত্ত মৌলভি সাহেবের বাবুর্চিকে আনাইয়াছি; পানের বিষয় তোমাদের যেমন অভিরুচি তেমন হইবে; আপাততঃ তবে গোটা কতক সাম্পেন খোলা যাউক" তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, "যে আজ্ঞা, তাই হউক, তবে একটা কথা "শেকরার টুকঠাক কামারের এক ঘা" এক গেলাশ ব্রাণ্ডিপানি কামারের একঘা, আর চুকং করে সাম্পেন খাওয়া শেকরার ঠুক ঠাক।" মহানন্দ বাবু বলিলেন, "না বাবুজীরা তোমরা বুঝনা, পানের বিলাস করিতে হইবে ও শরীরটাও বজায় রাখিতে হইবে; ব্রেরাণ্ডি পানিতে শরীর নষ্ট হয়; আমার এই কথাটা শুন, মাচও ধর, কাদাও মেখ না।" খানসামা সাম্পেন গেলাস ও বোতল লইয়া উপস্থিত হইল। পটাপট সাম্পেনের ছিপি উঠিতে লাগিল, এবং বোতল স্থিত সুধা বাবুদিগের উদরে গল গল করিয়া নামিতে লাগিল। হাসিমখাঁ এ দিকে দস্তখার উপর বাসনং পোলাও কালিয়া, কোপ্তা, কাবাব ইত্যাদি বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল; আহারের সময় বাবুদিগের কত কথা বার্ত্তা তর্ক কিতর্ক উঠিল, শিখিলে সমুদায় পুস্তকেও স্থান হইবে না। আহারের পর কিঞ্চিৎক্ষন মদীরা সেবন চলিতে লাগিল; গত রাত্রে সকলেরই জাগরণ হইয়াছিল, অতএব শীঘ্রং এই ক্ষুদ্র "জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার" অধিবেশন ভঙ্গ হইয়াছিল, এবং এই অধিবেশনের সঙ্গে বিসর্জ্জনেরও সাঙ্গ হইয়াছিল।

---

৭ অধ্যায়।

মেলা।

পর দিন প্রাতে মহানন্দ বাবু সাহেবদিগের তাম্বুতে আসিয়া তাঁহাদিগকে মেলা দর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং অপরাহ্নে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় দেখিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। সাহেবরা, বিবিরা ও তিনি একত্র হইয়া পদব্রজে মেলার স্থানে গমন করিলেন। এখনও বেলা অধিক হয় নাই, এ কারণ মেলা স্থানে ক্রেতারা অধিক সমবেত হয় নাই। তাঁহারাই ক্রেতা হইলেন, এবং এক বিপণি হইতে অন্য বিপণিতে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। কেহ বা একখান নেপালী ছুরিকা ক্রয় করিলেন, কেহ বা একটা গেঁজিয়া ক্রয় করিলেন, কোন বিবি বা এতদ্দেশীয় শিল্প কার্য্যের অভিজ্ঞান স্বরূপ এক যোড়া বালা ক্রয় করিলেন, কেহ বা এক টা কাশ্মিরী চোগা ক্রয় করিলেন। এই রূপ করিতেং কিছু বেলা হইয়া গেল, এবং আশপাশের গ্রাম হইতে ক্রেতারা আগমন করাতে মেলা লোকাকীর্ণ হইয়া উঠিল। আগন্তুকের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক; এই মেলাতে ললনাদিগের দশবৎসরের মতন যাঁহার

যাহা সুকুমার পদার্থ আবশ্যক, তিনি তাহা ক্রয় করিয়া রাখিতেন। লোকাগম হওয়াতে বিক্রেতাদিগের প্রলোভনের বাণী ফুটিতে আরম্ভ হইল। এক জন ছুরি কাঁচি বিক্রেতা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "বাবু সাহেব চার পয়সকা মাল এক এক পয়সা যাতে হেঁ, বহুত বেড়িয়া চিজ; ভিলাইতি রজরস কি ছুরি কাঁচি।" আর এক জন মোদক লোকের সমাগম দেখিয়া এই প্রকারে লোভাকর্ষণ কথা কহিতে লাগিল, "বাবু গরমং লুচী, কোচুরি, মণ্ডা, মিঠাই, গজা, রস্করা "যে খায় সে হয় মনোহরা।" আর এক বিপণিতে এক বৃদ্ধা বসিয়া বলিতেছে, "মিসি মাঞ্জন নেবে গো, আমার এমন মিসি নয়, মিসি দাঁতে দিলে ভাতার সোহাগী হয়।" দুই জন কুল বধূ সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠাটী জ্যেষ্ঠাকে সম্বোধিয়া কহিল "দিদি, তুমি দুই আনার মিসি কেন, তা হলে তুমি বড় ঠাকুরের সোহাগী হইবে।" জ্যেষ্ঠাটী উত্তর করিলেন, "আর হাবী, তোর বড় ঠাকুরের যদি সোহাগী হইতাম, তাহা হইলে অমনি হইতাম; আর কি মিসি কিনে সোহাগী হইতে পারি; এ মাগীর কথা শুনিস্ কেন। তোর দরকার হয় তুই কেন।" আর এক জন বেদিনী বসিয়া বলিতেছে, "বাত ভাল করি, কোমরের ব্যথা ভাল করি, দাঁতের পোকা বার করি, ভাতার না ভাল বাসলে ভাতার সোহাগী করি।" ঐ দুই কুল বধূর মধ্যে জ্যেষ্ঠা মনিহারির দোকানে মালা, ঘুন্সি, আর্সি কিনিতেছিলেন, ইত্যবসরে কনিষ্ঠাটী বেদেনীর নিকট গমন করিয়া তাহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। মিসি ক্রয় উপলক্ষে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার সহিত যে কথাবার্ত্তা করিয়াছিলেন, বেদেনী তাহা শুনিয়াছিল, কনিষ্ঠাকে তাহার নিকট দেখিয়া তাহাকে এই প্রকারে সম্বোধন করিল, "কি চাস লো, তোর বাত হয়েছে, না তোর দাঁতের পোকা হয়েচে।" "না বেদিনী, শত্রুর হউক, আমার কেন বাত হবে, আমার দাঁতে কেন পোকা হবে; তুই তন্ত্র মন্ত্র ছিটে ফোটা যে জানিস, বল দেখি, আমি কেন আসিয়াছি।" "আচ্ছা দেখ আমি যদি বল্‌তে পারি তা হলে কি দিবি বল।" "তুই যদি বলিতে পারিস তাহা হইলে এক্ষণই তোকে একটা সিকি দিব, আর যদি তার প্রতীকার করিতে পারিস তাহা হইলে তোকে ভাল বকশিস দিব," "আচ্ছা দেখ তবে বলি, তোর কেউ আছে, তাকে তার ভাতার ভাল বাসে না" ও বেদিনি, ও বেদিনি ঠিক বলেছিস, নে তোর সিকি নে; আচ্ছা বল দেখি, ইহার কি উপায় করি" "আমরা বেদিয়ার মেয়ে আমরা সব পারি, আমরা তন্ত্র জানি, মন্ত্র জানি, গাচ গাচড়া জানি, মন্ত্র বলে সব পারি; আচ্ছা কি দিবি বল, এমন ঔষধ দিব এক হপ্তায় তার ভাতার বশ হবে—৫ টাকার কম এ ওষুধ দিব না।" "না বেদিনী অত পারব না, দেখ একটা আছুলিতে পারিস ত দেখ" "আচ্ছা নে, দেখ এই শিকড়টী বেটে শনি মঙ্গলবারে ঘরের ছাঁচতলায় বসে খাওয়াস, দেখবি এক হপ্তায় উপকার হবে—নে এখন আছুলি নিয়ে আয়, যাই শিঘ্‌ঘির করে,

শেয়াল ডাকলে ঘরে নেবে না।”
“আলো এ যে সকাল বেলা ইহার মধ্যে শেয়াল ডাকা কি লো,—এই নে তোর আদুলি নে।” কনিষ্ঠা ঔষধ লইয়া জ্যেষ্ঠার কাছে গমন করিলেন।

জ্যেষ্ঠার সহিত কথোপকথনের অবকাশ পাইয়া কনিষ্ঠা বধূ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, “দিদি আমার মাতা খাও, আমার উপরোধে একটী কাজ করিতে হইবে; আমি ঐ বেদিনী হইতে একটা ঔষধ কিনিয়া লইয়াছি, শনি মঙ্গল বারে ঘরের ছাঁচ তলায় বসিয়া খাইলে বড় ঠাকুর বশ হইবেন, আমার মাতার দিব্বি, দিদি আমার এই কথাটা ঠেলো না।”

“আরে ক্ষেপী, এত দিব্বির আবশ্যক কি, এই ঔষধ খাইলে যদি মনস্কামনা সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে একশ বার ঔষধ খাইতে পারিতাম; তুই যেমন হাবী, তাই ঐ সব কথায় ভুলিস। ও মাগীদের কি, ওদের এই প্রকারে টাকা টা সিকি টা ঠকাইতে পারিলেই হইল।”

এক স্থানে এক জন কাবুলি বসিয়া বলিতেছে, “বাবু, বেদানা, কিশ মিশ, খোবানী, আখরোট, পেস্তা, লোও।” আর এক স্থানে বিলাতী কাপড়ের দোকান সারি সারি বসিয়াছে; বিক্রেতারা ক্রেতাদিগকে মোহিত করিয়া আকর্ষণ করিবার উদ্দেশে নানা প্রকার দৌড় দাড় শাড়ী, কলকাওয়ালাও ফুলদার কাপড় দোকানে খাটাইয়া রাখিয়াছে; আর এক স্থানে দুই চার বিপণিতে মাড়ওয়াড়ি বিক্রেতা গঁটরি গাঁটরি শাল, দোশালা লইয়া বসিয়া রহিয়াছে, আর বাছিয়া২ দুই চার খান বা দোকানে খাটাইয়া রাখিয়াছে; এক স্থানে বা কাবুলি মহাজনেরা উত্তম২ সূচের কার্য্যের টুপি, সুদৃশ্য আসন ও গালিচা লইয়া বসিয়া রহিয়াছে; এক স্থানে বা কলিকাতার বাসন ওয়লারা বসিয়া রহিয়াছে, মুসলমান ক্রেতারা যাইয়া তাহাদের দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে, এবং দুই এক জন নব্য সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু বাবুরা কাঁচের পান পাত্র, কিম্বা চিনের পিয়ালা ইত্যাদি ক্রয় করিতেছেন। এক স্থানে বা এক জন ভস্মমাখা অবধূত ধূনি জ্বালাইয়া গাঁজায় দম লাগাইতেছে, আর “বোম কেদার, বোম কেদার” বলিয়া চীৎকার করিতেছে। এক জন বৃদ্ধা ভদ্রনারী একটী যুবতী বধূকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঐ উদাসীনের নিকট গমন করতঃ উভয়ে তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। বাবাজী শঠের শিরমনি, ঐ দুই নারীকে দেখিয়া তাঁহাদের যাহা উদ্দেশ্য তাহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন, “কেঁও মাই, কেয়া বাৎ, ছোটী মাই কি লেড়কা নেই ভই, কুচ ফেকের নেই লেড়কা হোগা, হাম দাওয়াই দেতা, খেলায় দেও, এক পয়সা নেই মাঙ্গতা; পাঁচ রোপেয়া দেও হাম কেদারনাথ মে যাকে ঠাকুর জীকা ভোগ লাগেও—কুচ আন্দেশা নেই হয়, কেদারনাথ কা আশীশ সে আলবত্তা লেড়কা হোগা।”

বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া গাঢ় ভক্তি সহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত, কহিতে লাগিল, “হাঁ বাবা জী, আমার বৌমার ছেলে হয় নাই বলিয়া বড় কাতর; আমার একটী বৈ আর ছেলে

নাই, ইহার ছেলে হইলে আমার বংশ রক্ষা, আর চোদ্দ পুরুষ জল পায়; দেও বাবাজী কি ঔষধ দেবে দেও, আর কি করিয়া খাওয়াইতে হইবে, তাহা বলিয়া দেও; বাবাজী আমার বৌকে আর আমার ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি কেদারনাথের ভোগের টাকা এক্ষণই দিতেছি।"

এই কথা শুনিয়া বাবাজী ত থলি হাঁটকাইয়া২ দেখিতে লাগিলেন, আর একটী কৌটা বাহির করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ভস্ম পূর্ণ করিয়া, সেই কৌটাটী লইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করতঃ ধ্যান আরম্ভ করিলেন। অর্দ্ধ ঘন্টা ধ্যানে যাপন করিয়া পরে বৃদ্ধাকে কহিতে লাগিলেন; —"লেও মাই, দাওয়াই বড়া সহেল হ্যায়, ধ্যানই ইস্কা আসল বাৎ; ভগবান মে রাজি হুয়া, বার মাহিনা কা বিচ মে তোম পোতা কি মুখ দেখো গি; এই দাওয়াই দুধ মে মিসাকে সাত রোজ খেলাও—ফজরেই কুচ নেহি খাতে২ খেলাও, আউর হয় একাদশী মে এক২ ব্রাহ্মণ খেলাও আউর লেড়কা যব হোগা তব এক শ ব্রাহ্মণ খেলাও।" বৃদ্ধা পুনরায় প্রণাম করিলেন, আর পুত্র বধূকে অবধূতকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদ ধূলি লইতে বলিলেন; বধূ কি করেন, ভক্তি হউক আর না হউক শাশুড়ীর মন রক্ষার্থ প্রণাম করত উদাসীনের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। উদাসীন হস্তদ্বয় উন্নত করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন আর বলিলেন "কুচ ভয় নেই মাই, ভগবান তোম কো লেড়কা দেগা।" বৃদ্ধা গেজিয়া হইতে পাঁচ টাকা বাহির করিয়া উদাসীনকে দিয়া প্রস্থান করিলেন।

এক স্থানে এক জন কুলবধূ চীৎকার শব্দে এই বলিয়া রোদন করিতেছেন, "ও ছোটঠাকুরঝি, আমার কোমরের চন্দ্রহার কে নিয়েছে; ও গো আমার সে সাধের জিনিস গো; তাঁর প্রথম কর্ম্ম হইলে আমায় এই টা কলিকাতা হইতে গড়াইয়া আনিয়া দিয়াছিলেন, গো; এমন চন্দ্রহার যে গ্রামে কাদের নেই গো; ও কি হলে গো।"

ছোট ঠাকুরঝি উত্তর করিল, "তাইত গা, এ কি কথা গা, কোমর থেকে চন্দ্রহার নিলে, আর তুমি কিছু জানিতে পারিলেনা, কি করিব তা ত কিছু ভেবে ঠিক করিতে পারিতেছি না।"

কিঞ্চিৎ পরে আর একজন বৃদ্ধ গোল করিয়া উঠিল, "ওগো আমার কোঁচার খুঁট হইতে দুই টাকা কে কাটিয়া নিয়াছে, গা।" এই রূপ নিকটে২ দুই টা গোলযোগ হওয়াতে সেই স্থানে অনেক লোকের ভিড় হইল, এবং তাঁহারা এই অবধারণ করিলেন, যে, মেলাতে গাঁইট কাটা আসিয়াছে। প্রহরীরা এই সম্বাদ পাইয়া, তাহাকে ধৃত করিবার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক স্থানে এক টা কোলাহল উপস্থিত হইল এবং কেবল এই শব্দ শুনা যাইতে লাগিল, "মার বেটাকে, মার বেটা চোরকে।" অবশেষে জানা গেল, এক জন প্রহরী অপহৃত আভরণ সহিত দস্যুকে ধৃত করিয়াছে; হারা ধন পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশায় বধূর আহ্লাদের আর ইয়ত্তা রহিল না; দর্শকেরা কেহ২ ধৃত দস্যুকে সম্বো-

ধন করিয়া কহিল, "ও রে বেটা পাজী, তোর ও দুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘটিয়াছিল? বেটা, শ্রীঘরে যাইবার নিমিত্ত কি হাত চুঁলকাইতেছিল।" দস্যু বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, "নেও মহাশয়, নেও, মহাশয় নেও, শ্রীঘরের জন্যে আবার ভাবনা টা কি, সেখানে যাচ্চি আবার আসচি, সে ত শ্বশুরালয় মহাশয়।"

আর এক স্থানে এক জন বেদিয়া বসিয়া ভোজ বাজী করিতেছে, এবং বলিতেছে, "দেখ বাবু মরা ছাগলকে জল খাওয়াই, হাতের গুলি উড়াইয়া দিই, কৌটার ভিতরে পয়সা রাখ ভেলকিতে উড়াইয়া দিই; লাগ, লাগ, মামীর মার খেল।"

আর এক স্থানে বেদিয়ারা বাঁশবাজী করিতেছে, তাহাদের অবস্থা বড় হীন, অধিক চাকচিক্য নাই, বেশ ভূষা অতিশয় যৎসামান্য নচেৎ তাহারা যে প্রকার ঐন্দ্রজালিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করে, তাহা প্রশংসার যোগ্য। এক জন যুবতী স্ত্রী শাড়ীর অঞ্চল কটি বন্ধের ন্যায় কটিতে বান্ধিয়া, হস্তে এক গাছ যষ্টি লইয়া, দুই শত হস্ত দূর স্থিত দুই বাঁশের মধ্য স্থিত দুই রজ্জুতে গতায়াত করিতেছিল; এই ব্যায়াম তাহার এমন আশ্চর্য্য অভ্যাসিত ছিল যে সে কিছু মাত্র ভীতা হয় নাই, কিম্বা তাহার শরীর কিছু মাত্র হেলে নাই ও দুলে নাই। আর এক স্থানে কুপানের ছক বসিয়াছে, ক্রীড়াকারক বলিতেছে, "বাবু লাগাও, এক পয়সা মে চার পয়সা।" অনেকে প্রলোভনে পড়িয়া ছকের উপর দু এক পয়সা ফেলিয়া দিলেন; এক জন বা জিতিয়া প্রফুল্ল মুখে গমন করিলেন, আর দশ জন বা হারিয়া বিষণ্ণ বদনে প্রস্থান করিলেন।

আর এক স্থানে পাদরি সাহেব ও পাদরি বাবু দণ্ডায়মান হইয়া লোকদের সমবেত করিবার অভিপ্রায়ে সাদরে লোকদিগকে ডাকিতেছেন। দুই এক জন বা তাঁহাদিগের মিষ্ট সম্ভাষণে তুষ্ট হইয়া তাহারদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন, অনেকেই বলিল "চল ওদের কথা শুনিয়া কি হইবে, দুর্গা কালীর বিরুদ্ধে কতক গুলা বলিবে, ওদের কথা শুনা আছে, চল যাই গিয়ে বাঁশ বাজী দেখি গে।"

মনুষ্য প্রকৃতির পক্ষে এ অসঙ্গত কথা নহে—সামান্য অশিক্ষিত লোকে পরিত্রাণের কথা ফেলিয়া বেদিয়ার ইন্দ্রজাল দেখিতে গমন করে; অনেক সভ্য বিজ্ঞ লোকেও পারমার্থিক ও পরিত্রাণের কথা অবহেলা করিয়া অন্য প্রকার ইন্দ্র জালে লোলুপ হন; কেহ বা পদ, কেহ বা ধন, কেহ বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে এত বিমোহিত হন যে একেবারে কাণ্ড জ্ঞান রহিত হইয়া পড়েন।

এই প্রকারে কথোপকথন করিতে২ অনেক লোক সেই স্থানে সমবেত হইল; মনুষ্যও এক প্রকার ভেড়ার মতন, জন কতক লোক এক বার একদিকে গেলে হয়, তাহা হইলে অনেকেই সেইদিকে ধাবমান হয়। লোক সমবেত হইলে পাদরী সাহেব এক উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়া তাহাদিগকে এই প্রকারে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন;—"হে সহপাপী ভ্রাতৃগণ, এই মায়া হট্টে কেন কেবল বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট করিতেছ; সাংসারিক ক্ষণস্থায়ী পদার্থ সকল ক্রয় করা

অপেক্ষা পরিত্রাণের পথ ও জ্ঞান অবলম্বন কর, তন্নিমিত্ত তোমাদের শরীরের শ্রম হইবে না, অর্থ ব্যয় হইবে না, বিনা মূল্যে তাহা প্রাপ্ত হইবে ; ঈশ্বর তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, যাচিতেছেন,—যে কেহ তৃষ্ণার্ত্ত, সে আইস্থক, বিনা মূল্যে দুগ্ধ মধু পাইবে। হে ভ্রাতৃগণ, সেই আহ্বান অগ্রাহ্য করিও না, অগ্রাহ্য করিলে আপনারাই বিনষ্ট হইবে। মনুষ্য মাত্রেই পাপী, পরম পবিত্র ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন—পাপীকে অমনি নিষ্কৃতি দিতে পারেন না। তবে কি পাপীরা সকলেই নরকগামী হইবে,—না তিনি পরিত্রাণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, যে কেহ সেই উপায় অবলম্বন করিবে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন। ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, পাপাদের ত্রাণার্থ আপন অদ্বিতীয় পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে জগতে পাঠাইলেন, এবং তিনি পাপীদের পরিত্রাণ জন্য আপন প্রাণ দান করিলেন ; যে কেহ মন ফিরাইয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে, সে অনন্ত পরমায়ু প্রাপ্ত হইবে। আপন২ পাপের বিষয়ে চেতনযুক্ত হও, এবং অনুতাপ সহকারে পাপীদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের শরণ লও। দয়াল যীশুর এই কথা বলেন যে, ‘ যে কেহ আমাতে থাকিবে আমি কখন তাহাকে পরিত্যাগ করিব না ’ অতএব হে ভ্রাতৃগণ, আর কাল বিলম্ব করিও না, তাঁহার পদাশ্রিত হও।” এই প্রকারে পাদরি সাহেব বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ২ তাঁহাকে মধ্যে২ এক২ টা প্রশ্ন করিতেছে, এবং তিনিও তাহার উত্তর দিতেছেন। পাদরী সাহেব স্থগিত হইলে, পাদরী বাবু উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন, এই প্রকারে তাঁহারা অনবরত সমস্ত দিন লোকসমূহের নিকট পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন। কখন২ বা লোকেরা মনোনিবেশ করিয়া শ্রবণ করিতেছে, আর কখন২ দুর্ব্বৃত্ত দুষ্ট লোকেরা গোল করিয়া উপদেশের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করিতেছে। এক স্থানে বা গায়কেরা বসিয়া একতারা ও খঞ্জনির সহিত মেল করিয়া কৃষ্ণের লীলার বিষয় গান করিতেছে ; কেহ বা ভক্তিবশতঃ, কেহ বা গান শুনিবার অভিলাষে, সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, এবং পরিতৃপ্তরূপে শ্রবণ করা হইলে পর গায়কদিগকে কিঞ্চিৎ২ অর্থ দান করিয়া প্রস্থান করিতেছে। মেলা এক প্রকারে পৃথিবীর অনুরূপ সদৃশ, সকল প্রকার কার্য্যই এ স্থানে চলিতেছে, সকল প্রকার লোক এই স্থানে সমবেত হইয়াছে। পৃথিবীতে যেমন, এস্থানেও তদ্রূপ, এক স্থানে পবিত্র পরমায়ুদায়ক বাক্য প্রচারিত হইতেছে, আবার এক স্থানে মিথ্যা ধর্ম্ম শোভানুভাবকতা বৃত্তিকে ইন্দ্রিয় বিলাস দ্বারা তৃপ্ত করিয়া সত্যানুধ্যায়ী মনুষ্য-আত্মাকে প্রবঞ্চনা করিতেছে ; এই প্রকারে মেলার ব্যাপার সমাধা হইতেছিল। নিমন্ত্রিত সাহেবেরা সেই দিন মধ্যাহ্নে গড়ের মধ্য দিয়া স্কুল, পাঠশালা। বালিকা বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় দর্শন করিয়া সেই সকল কল্যাণসাধক অনুষ্ঠানের প্রতি আপনাদিগের সন্তোষ প্রকাশ করিয়া, এবং বাবুদের সৌজন্যের

ও সৎকারের নিমিত্ত ধন্যবাদ করিয়া, বিদায় হইলেন।

সেই দিন অপরাহ্নে পাদরী সাহেবের বিবির ও শ্রীমতি ললিতার বাবুদিগের বাটীতে আসিবার কথা ছিল, গৃহিনী তাঁহাদিগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। অপরাহ্ন গত হইবার উপক্রম দেখিয়া, গৃহিনী মহানন্দ বাবুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ও মহানন্দ, মেম সাহেবের আর ললিতার আজ বৈকালে আসিবার কথা ছিল যে, কৈ তাঁহারা ত এখন আসিলেন না, কি বল, এক বার তাঁহাদের সমাচার টা লইলে ভাল হয় না?"

"আজ্ঞা, হাঁ, সমাচার লইতে হইবে বৈকি; আমি এক্ষণই যাইয়া সমাচার আনিতেছি।"

মহানন্দ বাবু উপরিভাগেরদিগে সমাচার জানিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

মুক্তিতত্ত্ব।

মনুষ্যদিগের নিকটে ধর্ম্ম সিদ্ধান্ত ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিবার উপায়।

যিহূদীয়েরা পুরাণে পদ্ধতিজনিত ধর্ম্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া শব্দ দ্বারা উহা অন্যান্য ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিল। পরে মূসা সংস্থাপিত প্রথার উদ্দেশ্য সফল হইলে, তাহার পরিবর্ত্তে নূতন আন্তরিক উপাসনা পদ্ধতি স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ পদ্ধতির সাহায্যে মনুষ্যগণের পারমার্থিক জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি ও পৃথিবীতে তাহাদিগের সমধিক পরিশুদ্ধ হইবার উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা, এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে কি বোধ হয়? কি উপায়ে ঈশ্বর পরিশুদ্ধ পূর্ণ ধর্ম্মধারা মনুষ্যদের নিকটে প্রকাশ করিতেন?

ঐশী জ্ঞান প্রকাশক নিগূঢ় ভাব সকল মনুষ্যগণ বুঝিতে পারিলে, ভাষা দ্বারা সেই সমুদায় প্রকাশিত লইয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা ভিন্ন জগতে অণুমাত্র ঘটনা ঘটিতে পারে না, সুতরাং ঐশীজ্ঞান প্রকাশক নিগূঢ় ভাব সকল ভাষায় প্রকাশিত হওয়া পরমেশ্বরের অভিপ্রেত বলিতেই হইবে। অপর, যখন উল্লিখিত ভাব সকল প্রস্তুত হইল, যখন ভাষা দ্বারা প্রকাশ-যোগ্য হইলা তখন ইহাও নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল যে এক জন উপদেশক মনুষ্য সাধারণের নিকটে দৃষ্টান্তাদি উপায় দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া সম্যকরূপে বুঝাইয়া দেন।

অধিকন্তু, জগৎপিতা জগদীশ্বর মনুষ্যের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিশক্তিকে বাহ্য-পদার্থের উপযোগী করিয়া সৃজন করিয়াছেন, এবং তাহার বুদ্ধিশক্তিকে অপরাপর মনুষ্যের সহিত বিভিন্ন প্রকার বাক্য রচনা করিবার ও তাহাদের বিভিন্ন প্রকার কথার মর্ম্মার্থ বোধ করিবার উপযোগী করিয়াছেন। মনুষ্যের কর্ণ এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা

নানাবিধ জন্তুর নানাবিধ স্বর অনায়াসেই অনুভূত হইয়া থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন, এবং মুখ চক্ষু ভঙ্গিমা প্রভৃতি ইঙ্গিত দ্বারা উপদেশ কথা ও সামান্য বক্তৃতার অনেক পোষকতা হইয়া থাকে। আর মনুষ্যের দন্ত রসনাদি ত কথোপকথনের প্রধান উপযোগী, সুতরাং মানব শরীর, মানব বুদ্ধি ও মানব প্রকৃতি সকলই পরস্পরের সহিত কথোপকথনের ও পরস্পরের নিকটে অভিপ্রায় প্রকাশ করণের উপযোগী। অতএব ঈশ্বর যদি নর বংশকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত একটী স্বর্গীয় দূতকে পাঠাইতেন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত দুয়ের একটী ঘটনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইত,—হয়, মানব অবস্থা স্বর্গীয় দূতের ন্যায় উন্নত করিতে হইত,— নয়, স্বর্গীয় দূতকে মানবের নিকৃষ্ট অবস্থার সদৃশ হইতে হইত, কেননা তাহা না হইলে তদ্দত্ত উপদেশ মনুষ্যের বোধাগম্য হইত, সুতরাং তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল হইত। অপর, ঐ উপদেশকের মানব সমাজে উন্নত পদাধিষ্টিত হওয়া বা উপদেশ দানে অন্যান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা উভয়ই নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, কারণ তদ্দ্বারা মানব সাধারণের কোন বিশেষ উপকার হইতে পারিত না। সামান্য লোকের উপদেশার্থে সামান্য ভাষা—সামান্য দৃষ্টান্তাদির প্রয়োজন। অধিক কি? ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যকে উপদেশ দানার্থে আবির্ভূত হইলে তাঁহাকেও উল্লিখিত সামান্য মনুষ্য অবস্থায় অবতীর্ণ হইতে হইত। মনুষ্যের মনের যেরূপ অবস্থা তাহাতে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত দ্বারা সে অধিক শিখিতে পারে। ফলতঃ দৃষ্টান্ত বিহীন উপদেশ দ্বারা কোন বিষয় সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ভূপরিমাণ-বিদ্যা যদিও নানা প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে পঠিত হয় বটে তথাপি দৃষ্টান্ত না দেখিলে কেহই ঐ বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইতে পারে না। কোন শিল্পকর তাহার শিষ্যদিগকে নিজ বিদ্যা শিখাইবার জন্য প্রচুর উপদেশ দিলেও যদি তাহারা দৃষ্টান্ত না দেখে, অর্থাৎ কিরূপে উক্ত শিল্প কর্ম্ম করিতে হয় তাহা না দেখিলে কখনই তাহারা সম্যকরূপে উহা শিখিতে পারে না। অতএব মানব প্রকৃতি যেরূপ তাহাতে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত উভয়ই অতীব প্রয়োজনীয়।

মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে সে আর মনুষ্য পদবাচ্য হইত না, সুতরাং তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত না; এবং সে পৃথিবীর উপযুক্ত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া পৃথিবী হইতে অন্য কোন স্থানে অর্থাৎ গ্রহাদিতে নীত হওয়া সম্ভব নহে সুতরাং ঈশ্বর যদি তাহার নিকটে কোন প্রকৃত ধর্ম্মপদ্ধতি প্রকাশ করিতে অভিলায করিয়া থাকেন তবে এমন কোন বিশুদ্ধ মনুষ্যাকার ও মানব প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিকে পৃথিবীতে পাঠান আবশ্যক হইয়াছিল। যিনি বিবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তদনুযায়ি সদাচার ও সদব্যবহার করিতেন—যিনি সংসারের নানা উৎকণ্ঠা ক্লেশ এবং বিপদ সাধুভাবে সহ্য করিয়া, ঈশ্বর ও স্বজাতি নর বংশের প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে কায়-

মনোবাক্যে ধর্ম্মাচরণরূপ ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন পূর্ব্বক, মানব প্রকৃতির পাপ বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ আদর্শ-স্বরূপ হইতেন। স্বর্গীয় দূতের দৃষ্টান্ত দেখিলে মনুষ্যের কিছু মাত্র উপকার হইতে পারিত না, কেননা ঐ দূত স্বতন্ত্র জীব। মনুষ্য সাধারণে কোন এক সাধু পবিত্র মনুষ্যের সাধু আচার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া সাধু হইতে পারিত। তাঁহার পবিত্র চরিত্র সন্দর্শন করিয়া বিবেচনা করিতে পারিত যে উনি মনুষ্য হইয়া যদি ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান ও পবিত্ররূপে আচার ব্যবহার করিতে পারেন তবে আমরাও তাঁহার ন্যায় হইতে চেষ্টা করি। এইরূপে বিবেচনা করিয়া তাঁহার অনুকরণ করিতে মানব জাতি প্রবৃত্ত হইত, কারণ এক দৃষ্টান্ত সহস্র উপদেশ অপেক্ষা অধিকতর ফলোপধায়ক হয়।

জগতের সৃষ্টি কালাবধি মনুষ্য জাতির পুরাবৃত্তমালা পাঠ করিলে অবগতি হয়, যে যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যের আবাস ভূমি পৃথিবীতে মানব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনি মনুষ্য ভাষায় মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ঈশ্বরদত্ত বিধির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা ও নিগূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন; তিনি মনুষ্যের ভিন্ন২ অবস্থার ভিন্ন২ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে ভিন্ন২ উপদেশ দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ঐ রূপ ব্যবহার ও বিধিসম্মত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

মনুষ্য মণ্ডলীর আদর্শ স্বরূপ হইবার নিমিত্ত মনুষ্য যত প্রকার অবস্থায় অবস্থাপিত হইতে পারে, সেই পরিত্রাতা তৎসমুদয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, এবং সকল অবস্থায় সমভাবে সাধুরূপে আচরণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যের ন্যায় তিনিও পাপক্ষীণ পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়াছিলেন। মনুষ্য নানা অবস্থার কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিল,—তিনি তৎসমুদয়ই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মনুষ্যের ন্যায় তিনি বহুজন বেষ্টিত—আবার মনুষ্যের ন্যায় তিনি বন্ধুপরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বকামপ্রদ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করত শান্তি লাভ করিতেন। মনুষ্যবৎ তিনিও পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত যথোচিত আচার ব্যবহার করিতেন এবং ঐ অবকাশে তাঁহাদের নিকটে ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন। মনুষ্যের ন্যায় তিনিও দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিবিধ উপদেশ দিতেন। মনুষ্যবৎ তিনিও বন্ধু বান্ধব সঙ্গে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ অনুভব করিয়াছিলেন। মনুষ্যের ন্যায় তিনিও পরদুঃখে দুঃখিত ও শোকে শোকাকুল হইয়াছিলেন—সেই ঈশ্বরাবতার "যীশু অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।"

এবম্প্রকারে তিনি কি জলে কি স্থলে কি সজনে কি নির্জ্জনে, সর্ব্ব অবস্থায় ও সর্ব্ব সময়ে সাধু ব্যবহার করিয়া মনুষ্যের ধর্ম্ম কর্ম্মের যথার্থ আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা জানাইয়াছিলেন—হে মানবগণ! তোমরা আমার পশ্চাদ্গামী হও—আমার অনুরূপ আচরণ কর।

অতএব এক্ষণে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল যে যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যদিগকে প্রকৃত

ধর্ম্মোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ঈশ্বর ও স্ব-জাতীয় মনুষ্যবর্গের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান প্রথা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণ কর্ত্তৃত্বের প্রমাণ নিচয়।

খ্রীষ্ট যে পরিত্রাণ কর্ত্তা ইহা পুরাবৃত্ত দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়। প্রথমতঃ, খ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইবার শত শতাব্দীর পূর্ব্বে যিহুদীয় ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ তাঁহার আগমন বার্ত্তা লিখিয়াছিলেন, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, খ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইবার সময়ে যিহুদীয় লোকেরা মনে করিয়াছিল যে তিনি তাহাদিগকে পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবেন, এবং তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পরাক্রান্ত জাতি করিবেন। তাহারা আরও মনে করিয়াছিল, যে তিনি মহাবল প্রতাপান্বিত রাজা হইয়া রাজত্ব করিবেন এবং যাজক হইয়া মূসা সংস্থাপিত বিধি প্রযত্ন সহকারে পালন করিবেন। যদিও অল্প সংখ্যক সাধারণ লোক তাঁহার রাজ্যের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছিল বটে তথাপি অধিকাংশ ও প্রধান লোক মনে করিয়াছিল, যে তাঁহার রাজ্য প্রধানতঃ সাংসারিক রাজ্য হইবে—পারমার্থিক রাজ্য হইবে না। বস্তুতঃ ঐ সময় তাঁহার রাজ্যের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারাও আবশ্যক ছিল, কেননা তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে যদি তাঁহারা সম্যক রূপে জানিতে পারিত যে তাঁহার রাজ্য পারমার্থিক রাজ্য তাহা হইলে মূসার পদ্ধতি পালন তাহাদের ভার বোধ হইত, সুতরাং উহা অমান্য ও অগ্রাহ্য করিত।

অতএব উল্লিখিত দুইটী ঘটনা এই,—প্রথম, খ্রীষ্ট শকের শত শত বৎসর পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়, তাহাতে খ্রীষ্টের জন্মাদি বিবরণ বর্ণিত ছিল। ঐ সকল ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ঈশ্বরোপদিষ্ট ছিল কি না তাহা এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য নয়, আমরা কেবল এক্ষণে এই বলিতেছি যে তাহাদের গ্রন্থে এমত কোন বর্ণনা ছিল যদ্দারা যিহুদীয়েরা পরিত্রাতার অবতীর্ণ হইবার অবশ্যম্ভাবিত্বে বিশ্বস্ত হইয়াছিল। অপর ঐ পরিত্রাতার চরিত্র বিষয়ে তাহাদের ভ্রান্তি জন্মিবার কারণও এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য নয়। আমরা কেবল পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেছি। ভবিষ্যদ্বাণীর অস্তিত্বের প্রতি সন্দেহমাত্র নাই, উহাতে লিখিত ছিল যে অতি কীর্ত্তিমান একজন রাজা জন্মিবেন,—তাঁহার রাজ্য অপ্রতিহত দিগন্তব্যাপী ও অসীম হইবে,—তাঁহার নির্ম্মল সিদ্ধান্ত সকল পারমার্থিক হইবে,—তাঁহার রাজ্য শাসন প্রণালী কি যিহুদি কি অন্য জাতি সকলেরই সুখকর ও আদরণীয় হইবে, কিন্তু তিনি নিজে অতি সামান্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন,—তিনি অশেষ ক্লেশ পাইবেন এবং পরিশেষে মূসার পদ্ধতি শেষ করিয়া মনুষ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত অশেষ ক্লেশজনক মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিবেন। যিশায়ীয় ৫৩। দানিএল ৯,২৪-২৭। মাইকা ৫;১,২। মলাকীয় ৩,১-৩। সিখরীয় ৯,৯-১০। যিশায়ীয় ৯,১-৭।

উল্লেখিত বিষয় বিবেচিত হইলে কি বোধ হয়? প্রকৃত পরিত্রাণ কর্ত্তার এই রূপে এই প্রকার চরিত্রবিশিষ্ট হইয়া মনুষ্যদিগকে উপদেশ দানার্থে আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল।

খ্রীষ্ট যিহূদীদিগের আশানুসারে আচার ব্যবহার করিলে স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইত যে তিনি বঞ্চক, কারণ তাঁহার চরিত্র ও রাজ্য বিষয়ে তাহারা যাহা কিছু মনে করিয়াছিল সে সমুদায় পরিত্রাতার যোগ্য নহে। যিনি মনুষ্যদের নিকটে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়েন, তিনি আর কাহারো ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে পারেন না, তিনি কেবল আপনার প্রেরয়িতার অভিপ্রায়ানুসারে—আজ্ঞানুসারে কার্য্য করেন।

সেই সময়ে যদি কোন প্রবঞ্চক পরিত্রাণকর্ত্তা রূপে পরিচয় দিয়া যিহুদীয়দের মধ্যে উপস্থিত হইবার অভিপ্রায় করিত তাহা হইলে সে তাহাদের আশানুসারে চলিতই চলিত, নতুবা তদন্যথাচরণ করিলে তাহার স্বাভিষ্ট সুসিদ্ধ হইত না। কিন্তু খ্রীষ্ট তাহাদের আশানুসারে না চলিয়া বরং তদবিপরীতাচরণ করাতে স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইতেছে যে তিনি প্রবঞ্চক ছিলেন না—প্রত্যুতঃ প্রকৃত ত্রাণকর্ত্তাই ছিলেন।

অপর দুইটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ;—প্রথম, ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ পরিত্রাতার চরিত্র, চরিত ও মৃত্যুর বিষয় বর্ণনা করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, যিহুদীয়েরা ঐ বর্ণনাকে অযথাভূত বলিয়া উহা অন্যান্য লোকের প্রতি প্রয়োগ করাতে সুতরাং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ বর্ণিত পরিত্রাতার চরিত্র তাহাদের বাঞ্ছিত পরিত্রাতার চরিত্রের বিপরীত ছিল।

মীমাংসা করিলে বোধ হইবে, যদি খ্রীষ্ট যিহুদীয়দের বাসনানুসারে আচরণ করিতেন তাহা হইলে তিনটী কারণ বশতঃ স্পষ্টই সপ্রমাণ হইত যে তিনি কদাপি ঈশ্বর প্রেরিত হইতে পারেন না। ১ম, তাহাদের আশা অযোগ্য ছিল; ২য়, তাহাদের আশানুসারে কার্য্য করিলে তিনি প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশক হইতে পারিতেন না। ৩য়। তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তাহা সফল হইত না। একদিকে ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী করা, অন্যথা যিহুদীয়দিগের দ্বারা অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত হওয়া স্থির সিদ্ধান্ত। অতএব যখন ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়া যিহুদীয়দের মনোরথ পুর্ণ করেন নাই, তখন নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল যে খ্রীষ্টই পরিত্রাণ কর্ত্তা ছিলেন, কারণ তাঁহার ন্যায় আচার ব্যবহার প্রবঞ্চকের কদাপী সম্ভবে না, উহা প্রকৃত পরিত্রাণ কর্ত্তারই উপযুক্ত।

অধিকন্তু, খ্রীষ্ট যে পরিত্রাণ কর্ত্তা ইহা আশ্চর্য্য কর্ম্মদ্বারা সপ্রমাণ করা আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালের যিহুদীয়দের অবস্থা আলোচনা করিলে প্রতীতি জন্মিবে যে পশ্চাল্লিখিত কারণ বশতঃ অতি সাবধান হইয়া আশ্চর্য্য ক্রিয়া না করিলে বিপরীত ফল উৎপন্ন হইত। তিনি যদি প্রকাশ্য ভাবে যিরুশালম নগরে উপস্থিত হইয়া লোকাতীত বিস্ময়াবহ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতেন, তাহা হইলে ঐ কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃত

পরিত্রাণ কর্ত্তা জানিয়া তাহারা রোম রাজ্যের প্রতিকূলে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত করিত এবং বলপূর্ব্বক তাঁহাকে যিহুদীয়দিগের অধিপতি পদে অভিষিক্ত করিত। যদিও এই মহানর্থ উৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল, তথাপি তিনি যে ঈশ্বর প্রেরিত, ইহা জানাইবার জন্য আশ্চর্য্য কর্ম্ম করাও আবশ্যক হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা, খ্রীস্ট কি রূপে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলে যিহুদীয়দের মধ্যে কোন রাজ বিদ্রোহের উৎপত্তি হইত না।

যিহুদীয়দের তাৎকালিক অবস্থা সমালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে খ্রীষ্টের এরূপ সতর্ক হইয়া অনতিপ্রকাশ্যভাবে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা উচিত বোধ হইয়াছিল যেন প্রধান২ পদাধিষ্ঠিতেরা তদ্দর্শনে রোম রাজ্যেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ না করে, সরলহৃদয় অকপট ব্যক্তিরা তদ্দ্বারা তাঁহাকে ঈশ্বর প্রেরিত পরিত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্মাবলী মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অবগতি হয় যে, যে রূপ করা উচিত ছিল তিনি ঠিক সেই রূপই করিয়াছিলেন। তিনি বহুতর আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু উহা অধিক প্রকাশ পায়, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, পরিত্রাণ কর্ত্তার যে২ লক্ষণ হওয়া বিধেয় তৎ সমুদায়ই খ্রীষ্টেতে বিদ্যমান ছিল। এস্থানে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে যিহুদীয়দিগের তাৎকালিক অবস্থাতে এতদ্ভিন্ন প্রকৃত ত্রাণকর্ত্তা অন্য কোন রূপ চরিত্র বিশিষ্ট হইয়া অন্য কোন রূপ আচার ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া অবতীর্ণ হইলে কার্য্য সফল করিতে পারিতেন না।

খ্রীষ্টসংগীতা।

৯ অধ্যায়।

অস্মৎমহেশ্বর প্রতিষ্ঠা।

(পূর্ব্ব প্রকাশের পর।)

শিষ্য। জন্মের চত্বারিংশ দিবসে তিনি কি প্রকারে যিরূষলেমে এই সংস্কার প্রাপ্ত হইলেন, তাহা শুনিতে বাসনা করি।

গুরু। শিশুর সেবা করিয়া পণ্ডিতেরা চলিয়া গেলে কতিপয় দিনান্তে ধন্যা মাতার যথাবিধ অশৌচ শেষ হইলে তিনি পতির সহিত ঐ চল্লিশ দিবসীয় বালককে বেথ্লহম হইতে মহাপুরে ঈশ বেদীর অগ্রে আনয়ন করিলেন, কেননা ঈশ্বর মোষের শাস্ত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসূতিদিগকে অশৌচাবসানে আদেশ করিয়াছিলেন, যথা মৈশ্রজাতীয় প্রথমজদিগের হনন কালে তোমাদের প্রথমজাতেরা উগ্রলয় হইতে রক্ষা পাইল, এই কারণে তোমাদের নর বা পশুদিগের জরায়ুমোচনকারী পুংসন্তানদিগকে আমি পবিত্র করিলাম। ঈশ্বরের বচন মান্য করিয়া মোশের উক্ত বলি উৎস-

র্গাভিপ্রায়ে মরীয়ম পতিপুত্রের সহিত সীয়োন পর্ব্বতে অভ্যাগত হইলেন যে খানে জরুবাবিল নির্ম্মিত দ্বিতীয় মন্দির হেরোদের যত্নে সুভনীকৃত প্রায় হইয়া শোভা পাইতেছিল। উহার প্রথম বাহ্য অঙ্গন যেখানে পরদেশীয়েরা যাইতে পারিত, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া ভাসমান গোপুর দিয়া দ্বিতীয় নারীদিগের অঙ্গন যেখানে দানাগারও ছিল, তাহায় প্রবেশ পূর্ব্বক অতিক্রমণানন্তর, তৃতীয় ঐস্রায়েলা অঙ্গন যাহা বলিদানের উপলক্ষ বিনা নারীদিগের অপ্রবেশ্য এবং যাহার অন্তরে যাজক ভিন্ন অন্যের অগম্য বিভুর পুণ্য আলয় ছিল, সেখানে গিয়া তাঁহারা স্থিত হইয়াছেন এমন সময়ে বৃদ্ধ যৈরুষলেমীয় সিম্মোন নাম ধার্ম্মিক পবিত্র আত্মায় নীত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি অনেক দিনাবধি ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষায় থাকাতে ঈশ্বর তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে খ্রীষ্টকে না দেখিয়া তিনি মরিবেন না। ইদানীং ঐ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিরপূরণ দর্শনে হৃষ্টচিত্তে সন্ধিশুকে অঙ্কে লইয়া বিভুর স্তব করিলেন। যথা, হে ঈশ্বর অদ্য তোমার সেবককে তোমার উক্তি প্রমাণ শান্তিময় নিঃসৃতি দিতেছ, কেননা হে বরদাতা অধুনা আমি আপন চক্ষে ত্বদীয় মুক্তিবীজ অত্রস্থ দেখিতেছি, যাহা তুমি অন্য লোকদিগের অজ্ঞান তিমির ধ্বংসনার্থ এবং তোমার ইস্রায়েলের গৌরব বর্দ্ধনার্থ সংপ্রতি অখিল ভূবাসীদিগের সমীপে অর্পণ করিলা। এবম্প্রকার স্তবে বিস্ময়াপন্ন বালকের পিতামাতাকে সিম্মোন আশীর্ব্বাদ করিয়া মরীয়মকে আশ্চর্য্য কথা কহিলেন। যথা তোমার এই শিশু ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থান অনেকের গুপ্ত হৃদ্ভাবের আবিষ্কার ও জুগুপ্সার লক্ষ্যনার্থ স্থিত হইবায় তোমার হৃদয় দুঃখ শূলে বিদ্ধ হইবে। তৎকালে যাসের বংশীয়া হন্না নাম্নি প্রাচীনা যিনি পূর্ব্বে সপ্ত বৎসর সাধব্যে থাকিয়া পরে চতুরশীতি বর্ষ নিষ্কলঙ্ক বৈধব্যে সদা প্রার্থনা এবং উপবাস পুরঃসর অহোরাত্র মন্দিরে পরমাত্মার অর্চ্চনে রত ছিলেন, তিনি পবিত্রাত্মার আবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া যিরুষলেমীয় মুক্তি প্রতীক্ষাকারী ঈশার্চ্চীদিগকে ঐ শিশুর বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। তদনন্তর যুসফ ও মরীয়ম যথাবিধ আপনাদিগের কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া মন্দির হইতে নির্গত হইলেন। এই রূপে খ্রীষ্টের আগমনে দ্বিতীয় মন্দিরের গৌরব সূচক যেং কথা ভবাবাচীরা কহিয়াছিলেন তাহার সিদ্ধি আরম্ভ হইল। উহার নির্ম্মিতকালে উগ্র শত্রুদিগের নিন্দাবাদে পারসিক রাজের অনুগ্রহ হ্রাস হওয়াতে যখন ইস্রায়েল ভয়াকুল হইল এবং বৃদ্ধেরা প্রদগ্ধপূর্ব্ব মন্দিরের তুলনায় ইহা নগণ্য ভাবিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন হগ্গায় প্রবাচী কহিয়াছিলেন যথা, পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের মধ্যে এখানে কে এমন অবশিষ্ট আছে যে এই আবাসের পূর্ব্বতেজ দেখিয়াছিল? ইহা এখন তোমরা কি রূপ দেখিতেছ? ইহা কি তোমাদের সাক্ষাতে বিনষ্টবৎ নহে? তথাপি হে জরুবাবিল রাজা, হে মহাযাজক যোশদক পুত্র য়েশূ, তোমরা উভয়ে দেশস্থ সকলকে

লইয়া নব মন্দিরের কার্য্যে স্থির মতি হও। মিশ্র হইতে নির্গমনকালে যে সংবিৎ করিয়াছিলাম তদনুসারে আমি ঈশ্বর তোমাদের সহিত আছি, মদীয় আত্মা তোমাদের অন্তরে সদাই তিষ্ঠিতেছে, অতএব কিছুতেই তোমরা ভীত হইও না। ক্ষণেক পরে আমি বিভু, স্বর্গ এবং সসাগরা পৃথ্বীকে ও কম্পিতা জাতীয়দিগকে বিচলিত করিব, তদনন্তর যিনি সকল বংশীয়দের বাঞ্ছিত তিনি এই স্থানে মহা পরাক্রমে উপস্থিত হইবেন। তাহাতে এই গৃহকে মহাদীপ্তিতে ব্যাপ্ত করিব। আমি স্বর্গসেনেশ রজত কাঞ্চনের অধিকারী সলোমরচিত পূর্ব্ব গৃহ হইতে এই উত্তর গৃহকে দীপ্তিতর করিব, কেননা এই খানে আমি সন্ধি দান করিব। পঞ্চশতাব্দ পূর্ব্বে ভব্যবাচী এই যে কথা কহিয়াছিলেন তাহা সন্ধিনাথ সেই বালকের আগমনেই আরব্ধ পূর্ত্তি হইল। ঐ মন্দিরে সিমোন তাঁহাকে ইস্রায়েলের গৌরবার্থে কেবল তাহাদেরই দীপস্বরূপ নহে বরং অখিলোর্ব্বীর তিমিরনাশক কহিলেন।

শিষ্য। হগগায় সকল বংশীয়দের বাঞ্ছিতের কথা কহিলেন, তাঁহার উপস্থিত বাদী সদৃশ্বও তাহার উল্লেখ করিলেন কিন্তু উহা কি প্রকারে সীয়োন মন্দিরে সম্পূর্ণ হইবে? কেননা ঐ মন্দির ইস্রায়েলীয়েরা আপনাদেরই নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিল উহায় অন্য বংশীয় কেহ কি বিভুর অর্চ্চনা এবং দাবীদকুলে উৎপদ্য মুক্তির প্রার্থনা করিত?

গুরু। হে শিষ্য, অব্রাহমের প্রতি কথিত বাক্য প্রথমে স্মরণীয় যথা, তোমার বংশ হইতে সর্ব্ব জনে আশীঃপ্রাপ্ত হইবে। এই সংবিদ্ভাগী হওনার্থ অন্যজাতীয় যাহারা মৌশ্যধর্ম্ম পালন করিত তাহাদিগকে বিভু অগ্রাহ্য করিতেন না। যেমন যিরীখুবাসিনী রখাবা স্বপুরের প্রতিযোদ্ধা ইস্রায়েলীয়দিগের ঈশ্বরে সুবিশ্বাস করাতে নূনজ য়েশূ কর্ত্তৃক উহা সম্যক নষ্ট হইলে ইস্রায়েলের মধ্যে আপনার জ্ঞাতি কুটুম্ব সমেত মুক্তি ও ভাগ প্রাপ্ত হইলেন, আর যেমন ভদ্রা মবাবিনী রূথ আপনার দেশ ও দেবতা ত্যাগ পুরঃসর বেথ্লহমে অবস্থিতি ক্রমে যহূদীয় কুলোদ্ভব ধনী বোজ কর্ত্তৃক ব্যূঢ়া হইয়া মহারাজ দাবীদের প্রপিতামহী হইলেন। অন্যজ পুরুষেরাও বাবিল্য বন্ধনের পর অনেকে আপন ইচ্ছায় পরিচ্ছেদাদি ধর্ম্ম লাভ করিল। তাহারা প্রথমে জল সংস্কারে অনুজন্ম অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রমতে অব্রাহমজ গণ্য হইয়াছিল।

শিষ্য। যাহারা স্বকুল ত্যাগ করিয়া পুনর্জ্জন্মাবলম্বনে দত্তপুত্র হইত তদ্ভিন্ন অন্যেতে কি এই সান্ধির স্পৃহা করিত না?

গুরু। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ধর্ম্মগ্রাহী ব্যতিরেকে অন্য পরদেশীরাও ঈশ বিশ্বাসী ছিল। পরিচ্ছেদাদিহীন হওয়াতে অব্রাহম্যদিগের মধ্যে তাহারা গনিত হইত না, কিন্তু মন্দিরের বহিস্থদ্বারে আসিয়া প্রাগুদিত পরদেশ্যাজিরে পরাত্মার অর্চ্চনা করিত ও আপন২ বলি যাজ্ঞাদিগের নিকট ভাসমান গোপুরে পাঠাইতে শাস্ত্রে নিষেধ থাকায়,তদন্তস্থ হইয়া সেবা করণে অসমর্থ ছিল। য়িহূদীরা

ইহারদিগকে দ্বারগ ভক্ত কহিত। পুরাকালে মোশের শ্বশুর আরবীয় যিত্রু হইতে উৎপন্ন কীনীয় এবং বিকাবীয়েরা ঐরূপে ইস্রায়েলের হিতকারী এবং সত্য অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সেবক ছিল, ফলে স্বরীতি বর্জ্জিয়া মৌশিক আচার ধারণ করে নাই। দ্বারাশ্রিত ভক্তগণদের প্রতি দশ মহাজ্ঞা পালনেরই নিয়োগ ছিল।

শিষ্য। অব্রাহম্য সংস্কারহীন ভক্তদিগের সম্যক মাননীয় এই দশ মহাজ্ঞা কি?

গুরু। অগম্য সীনায় পর্ব্বতে বিদ্যুৎ ধূম এবং বজ্রধ্বনির মধ্যে ঈশ্বর এইরূপে মোশেকে ঐ আজ্ঞা দিয়াছিলেন যথা—আমিই বিভু তোমার ঈশ্বর মিস্রীয় বন্ধন গৃহ হইতে তোমাকে এখানে আনিয়াছি অতএব আমা বিনা আর কাহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিও না। স্বর্গ মর্ত্য পাতালস্থ কিছুরই প্রতিমা প্রণাম বা সেবার্থ রচনা করিও না, আমি বিভু তোমার ঈশ্বর প্রচণ্ডচিত্ত পরাসহিষ্ণু ঈশ্বর, আমার বিদ্রোহীদিগের পৌত্রের পৌত্রাবধি বংশজের দণ্ডদায়ী, আর আমাতে অনুরক্ত আজ্ঞাপালক সজ্জনগণের সদা প্রিয়কারী এবং তাহাদের নিমিত্ত ভূরি সহস্রের প্রতি দয়া প্রকাশী। বিভু তোমার ঈশ্বরের নাম ভীষণ পুণ্যবান, কদাচ বৃথা মুখে লইও না, লইলে তিনি মহা পাপ গণ্য করিবেন। সপ্তাহের শেষ বিশ্রাম বার পবিত্র মানিবে; পূর্ব্ব ছয় দিনে আপনার সকল কর্ম্ম সযত্ন পরিশ্রমে সমাধা করিয়া তোমার পুত্র কন্যা দাসদাসী পশু এবং বিদেশী অতিথি সমেত কার্য্যত্যাগে বিভু ঈশ্বরের আর্য্য বিশ্রাম রক্ষা কর, কেননা তিনি স্বর্গ ও পৃথিবী এবং সমুদ্র, তৎস্থিত সমস্তের সৃষ্টি করিয়া আপনার বিশ্রাম দিনেতে পুন্যময় উৎকৃষ্ট আশীর্ব্বাদ অর্পিলেন। তোমার স্বকীয় পিতামাতাকে সতত বিনীতভাবে সমাদর করিও, তাহাতে ঈশ্বরের দত্ত ভূমিতে দীর্ঘজীবী হইতে পারিবা। তুমি কোন নরকে হত্যা করিও না। তুমি চৌর্য্য করিও না। ব্যভিচার করিও না। প্রতিবাসীর গৃহ বা স্ত্রী দাস দাসী গো বা গর্দ্দভ কিম্বা তাহার কোন বস্তুতে লোভ করিও না। এই দশাজ্ঞা ঐ দ্বারাশ্রিত ভক্তেরা তদ্বিপরীত স্বং আচার ত্যাগ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক পালন করিত। এমন মনে করিও না যে ইস্রায়েলীয় আচারাবলম্বী অল্প লোকদিগেতেই প্রবাচীদিগের ভিন্ন জাতি বিষয়ক উক্তি সম্পূর্ণ হইল। যিশায়াদি সকলে অনেক কালাবধি কহিয়াছিলেন যে আগামী সময়ে দ্বার বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে। সর্ব্ব লোকেন্ট প্রৌঢ় হইলে পর এই নিগূঢ় আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন উক্ত হইয়াছে, তাঁহার শৈশবেতেও নিতান্ত অব্যক্ত ছিল না। তখনই সেই অস্মৎসহবাসী ঈশ্বরকে ইস্রায়েলজমাত্র যে তুষ্ট মনে প্রণমিল তাহা নহে, অন্য বংশজ বুধেরা হর্ষপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করণার্থ যহুদ ভূমেতে আসিয়াছিল।

---

১০ অধ্যায়।

নরমুক্তি প্রতিশ্রবঃ।

আদি যাত্রা গণনা আয়োব ভারত পারসিক যাবন রোম্য নানা গ্রন্থ।

শিষ্য। হে গুরো, আপনার কথা প্রমাণ এখন জানিতে পারিলাম, যহুদ্য-

দিগের উত্তর মন্দিরে মুক্তিদায়িকা মহতী দীপ্তি কেবল ঐ মতাবলম্বী অল্প মনুষ্য দিগের জন্য নহে, কিন্তু ধরণীস্থ সর্ব্ববংশীয় সল্লোকের নিমিত্ত প্রকাশ পাইবে, কিন্তু এই সুকালের পূর্ব্বে ইস্রায়েলীয় শাস্ত্রানভিজ্ঞদিগের অবস্থা বিষয়ে আমি সংশয়াকুল হইতেছি।

গুরু। পূর্ব্বকালে সমস্ত মনুষ্যকুলের প্রতি যে মুক্তি তত্ত্ব আদিষ্ট হইল, তাহা পুণ্য শাস্ত্র হইতে কহি শুন। প্রথমসৃষ্ট নরদম্পতী মহানাগের কুমন্ত্রণায় পাপসমুদ্রে পতিত হইলে পর, দয়ালু বিভু তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, পতির সহিত দণ্ডিতা নারীর সুত ঐ নাগ কর্ত্তৃক পার্ষ্ণিতে আহত হইয়াও উহারই মস্তক চূর্ণ করিবেন। তাহাদের হইতে সমুদ্ভূত অগ্রিম মনুষ্যেরা এই বাক্য শুনিয়াছিলেন, সংসার পাপে পরিপ্লুত হইলে, অল্প সংখ্যক পুণ্যবান লোকেরা ইহারই প্রতীক্ষায় থাকিতেন, আর যখন নরকুল মহামায়ায় মুগ্ধ হইয়া দেববাহুল্যে আসক্ত হইল তখনও এই বাক্য সম্যক বিস্মৃত হইল না। শব্দ-ঈশ্বরই ঐ বাক্যের সম্পূরক। তিনি কেবল নারী হইতে জাত মহামায়ার অধিকারী নাগ কর্ত্তৃক আহত শরীর, ফলে অন্তে তাহার জগদ্ব্যাপিনী শক্তি ধ্বংসিবেন।

শিষ্য। হে গুরো, এই বাক্য সন্তোষে বিশ্বাস বিনা গ্রাহ্য হয় না, অতএব জিজ্ঞাসা করি, কি বিধায়ে আদ্য সৃষ্টনর হইতে ইহা পরম্পরা প্রাপ্ত হইল?

গুরু। প্রথম নর আদম এবং তাঁহার পঞ্জর হইতে সৃষ্টা হবা পাপ করিলে পর ঐ গূঢ়ার্থ সান্ত্বনাবাক্য বিভু হইতে পাইলেন। তাঁহাদিগের পুত্র প্রভৃতির মধ্যে হাবিলাদি ধার্ম্মিকেরা উহা রক্ষা করিত, কৈনাদি শঠেরা অবজ্ঞা করিত। অনন্তর অসুরদিগের ন্যায় দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোকের অধর্ম্মে পৃথিবী ব্যাপ্তা হইলে, ধার্ম্মিক হনোক ঐ সত্য প্রচার করিতেন। শেষে উদ্বীপ্সিত পাপপুঞ্জ বিভুর সহিষ্ণুতা অতিক্রম করাতে ঘোর সলিল আসিয়া যখন গৃহ ও শৈলের সহিত পৃথ্বীকে মগ্ন করিল, তখন কেবল ধার্ম্মিক নোহ বিভুর আদেশ মতে নির্ম্মিত নৌকাযোগে সপ্তপরিজনের সহিত ঐ প্রলয় হইতে রক্ষিত হইলেন। এই নোহকে ব্রাহ্মণেরা মনু নামে বর্ণন করিয়াছেন। ইনিই জল হইতে পুনস্রষ্টা পৃথিবীর অধীশ্বর ও ত্রিকুলে বিভক্ত মনুষ্যদিগের পিতা; কেননা ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যাপিত হইতে তুরস্ক যবন শক ইত্যাদি, কনিষ্ঠ খাম হইতে মিস্রে কনানীয় ইত্যাদি, মধ্যম প্রিয় পুত্র সেম হইতে মিস্রের পূর্ব্বদিকস্থ কল্দায় আরব সুর ইত্যাদি জাতিরা উৎপন্ন হইল। সর্পমস্তক বিমর্দ্দকের পূর্ব্বপুরুষ অব্রাহম বিশ্বাসীদিগের শ্রেষ্ঠ পিতা এই সেমের গোত্রে জন্মিলেন। ঐ কুলের লোক সাধারণে তারা নক্ষত্রাদির অর্চ্চনায় মগ্ন হইলেও কেহ২ মোক্ষপ্রতিশ্রবদাতা সত্যেশ্বরকে মানিত যথা, অব্রাহমের ভ্রাতৃজ লোট, যিনি ঘুমুর সুতুমাদিগের ভ্রষ্টপুরে থাকিয়া পাপদণ্ড হইতে রক্ষা পাইলেন,—যথা রাজা মল্কীশদক, যাঁহার নামের অর্থ ধর্ম্মরাজ যিনি একাকী কনানদেশে ঈশযাজক ছিলেন এবং যিনি অব্রাহম শত্রুপরাজয় করিলে পর তাঁহাকে উৎকৃষ্ট আশীর্ব্বাদ দিয়াছিলেন,

যথা, ঈশার্চ্চী দম্যানীয় যাজক যিত্রো, যিনি মিশ্র হইতে পলায়িত তোমাকে আপন কন্যা সম্প্রদান করিলে পর তিনি জ্বলৎ স্তম্ভ নির্গতা বিভুর আজ্ঞা পাইয়া মিশ্র দেশে ফিরিয়া গিয়া আপন লোক দিগকে বন্ধন হইতে উদ্ধার করিলেন, —এবং যথা, আরবীয় ধার্ম্মিক আয়োব, যিনি স্বদেশীয়দিগের ন্যায় অর্কেন্দুতারার্চ্চী ছিলেন না;—যিনি মহানাগের শক্তিদ্বারা হৃতসর্ব্বস্ব হত সন্তান এবং উগ্ররোগার্ত্ত হইয়া অতি দীনাবস্থাতেও ঈশ্বরকে বিস্মরণ করা দূরে থাকুক স্পষ্ট কহিয়াছেন যে, তিনি মৃত্যুর পর মুক্তিদাতা ঈশ্বরকে এই পৃথিবীতে স্বচক্ষুতে দেখিবেন। তাদৃশ অল্প লোক ভিন্ন ইস্রায়েলের বংশ এসারোদ্ভব ঐ দূমাক বংশ তথা লোটোদ্ভূত মবার এবং অম্মোন কুল সকলই কুপথগামী ওক্রূরদেবসেবাব্যাপ্ত হইলেও সৎপ্রবন্ধ হইতে জানা যাইতেছে যে অব্রাহম ব্যতীত সেমের অবশিষ্ট বিস্তারিত বংশে সত্যেশপূজক ছিল। স্বদেশে বলায়াম ঈশ্বরের প্রবাচক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন; তিনি বিভুর বাক্য পালন করিয়া শেষে ধন লোভে বঞ্চিত হইলেন। যখন মবাবীদিগের ভূনূপ ইস্রায়েলকে প্রান্তরে স্থিত দেখিয়া ভয়াকুল হইয়া উহাদের সকলকে অভিসম্পাত করণার্থ ঐ বলায়ামকে স্বদেশ হইতে আহ্বান করিলেন, তখন তিনি অধর্ম্মের পুরস্কার লিপ্সায় অভিসম্পাতনে যত্নবান হইলেও সমর্থ হইলেন না। বরং বিভুর শাসনে ঐ রাজার সাক্ষাতে তাঁহার শত্রুদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং পবিত্র আত্মায় ব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বজয়ী রাজদণ্ড লক্ষণে এক নক্ষত্র ঐ বর্গ হইতে উদয় পাইয়া দর্শনীয় হইবেন এমন উক্তিও করিলেন। ইহার বহু শত বর্ষ পরে যখন দাবীদের তনয় খ্রীষ্ট ভূমিষ্ঠ হইলেন তখন ঐ তারা উদয় হইল। এই বিখ্যাত বচনের প্রবাচক মন্দ বলায়াম ভিন্ন অন্যং ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষেরা ছিলেন সন্দেহ নাই।

শিষ্য। হে গুরো যাঁহাদিগের কথা আপনি কহিলেন তাঁহারা সকলেই মনুর প্রিয়সুত, ঈশ্বরের বিশিষ্টালয়বাসী সেমের কুলোত্থিত কিন্তু মনুর অন্য দুই পুত্র যাপিত ও হাম হইতে যাহারা উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ ক্ষিতিকে পরিপূর্ণ করিল তাহাদের কি দশা হইল ?

গুরু। নাগহন্তার প্রতিশ্রব হবোৎপন্ন সকলেরই উপকারার্থ, অতএব এমন মনে করিও না যে মোশে যাহাদের উক্তি করিয়াছেন কেবল তাঁহারাই উহা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অশেষ নূলোকের নিমিত্ত যে দীপ্তি পরমাত্মা দিয়াছিলেন তাহা কোথাও একেবারে ত্যক্তা হয় নাই, সর্ব্বত্রই রক্ষিতা হইয়াছিল। আয়োবের ন্যায় যাহারা ইস্রায়েলের শাস্ত্র না জানিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ জ্ঞানের সম্মান করিত তাহারা সর্ব্বভূতকর্ত্তা বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরকে মনুষ্য নির্ম্মিত প্রতিমাবর্ত্তী মানিত না, অনন্ত কারণকে কার্য্য প্রপঞ্চেতে আধানও করে নাই, এবং মায়ালহরি কল্পিত বহু কর্ত্তৃগণেরও অর্চ্চনায় মগ্ন হয় নাই। যখন ঐ গুপ্ত যবনাদিদেশে ভূরিং পণ্ডিতেরা অবতার বাহুল্য এবং মূর্ত্তিপূজার আদেশ করিত,

যখন ভারত ভূমিতে ব্রাহ্মণেরা ঈশ্বরের সত্ব খণ্ডায়িয়া বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও ক্ষয়কে ত্রিগুণোৎপন্ন কহিত এবং স্বীয়জাত্যভিমানে এক নৃজাতির সৃষ্টি অবধি চতুর্ধা বিভিন্নতা কল্পনা করিত, যখন ইহাদিগের বিরোধী ম্যাধোত্থিত সৌগতেরা সকল পরাক্রম স্বং সংকল্প প্রাপ্য কহিত এবং পরমেশকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল গৌতমাদি নির্ব্বাণ গত অইতদিগকেই অর্চ্চনীয় খ্যাত করিত, যখন ইহাদিগের শত্রু ব্রহ্মনলিষ্ণু শিবাৰ্চ্চীরা অসুরাদিবধার্থ পূর্ব্বে অন্টাবতার কল্পনা করিয়া নাস্তিকতা শিক্ষাইয়া নৃধর্ম্ম উচ্ছিন্ন করণার্থ বুদ্ধাবতারকে বিষ্ণুর নবম অবতার কহিত, এই রূপে যখন তাহারা মহাভ্রান্তি প্রযুক্ত পাপবিনাশার্থ আবির্ভাবী আর্য্য পাতারও মিথ্যাবাদিত্ব কল্পনা করিত, তখনও আমার বোধে এই বিখ্যাত দেশে অল্প সংখ্যক ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। যাঁহারা উক্ত মায়ায় মগ্ন হয়েন নাই বরং পরমাত্মার দয়ায় নরমুক্তি মার্গ দর্শাইবার নিমিত্ত ঐশ রূপের দ্বিতীয় নরক্কনাশী সতত সত্যবাদী পাতা ঈশ শব্দের একমাত্র অবতার প্রতীক্ষা করিতেন এবং তাঁহার অনুগ্রহের হেলনকারী পাপাশক্ত মনুষ্যেরা ঐ বিশ্ব পাতার স্থিরীকৃত দণ্ড ভুঞ্জিবেক ইহাও মানিতেন ফলতঃ তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের বিপরীতার্থ মীমাংসা ন্যায় ও সাংখ্য দর্শনে বিভ্রান্ত না হইয়া ঐ আগন্তুক ত্রাতার আশা করিতেন, শক্তার্চ্চীদিগের অপূত তন্ত্রে মলীকৃত হয়েন নাই আর চার্বকাদি শাস্ত্রের নাস্তিক্য গর্ত্তেও পতিত হয়েন নাই।

শিষ্য। হে গুরো, জ্ঞান ও দয়া সিন্ধু ভগবান্ অস্মদ্দেশীয় বিষয়ক আপনার এই বাক্য সত্যই করুন; কিন্তু কি বিতর্ক প্রমাণে বোধ হয় যে তৎকালে তাদৃক্ বিশ্বাসযুক্ত মনুষ্য ছিল?

গুরু। হে শিষ্য, যাহার অভ্যন্তরে সন্দীপ্তি আছে সে ব্যক্তি উর্ব্বীতে অবতীর্ণাবহিঃস্থা মহাদীপ্তিকে গ্রহণ করে। ভারত ভূমির ন্যায় ভ্রান্তিতমোব্যাপ্ত অন্য দেশেতে ঐ রূপ দীপ্তিযুক্ত মনুষ্য ছিল জানা যাইতেছে। তন্নিকটস্থ পারসিক দেশে যখন বিপ্রসন্নিভ মজাখেয়রা জরাতস্টার মতানুসারে মূর্ত্তিহীন সূর্য্যাদির সেবা ও তুল্যজ্ঞান শক্তিযুক্ত ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের দুই প্রভুতে প্রত্যয় স্বরূপ আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিত, তখনও ঐ মজদিগের মধ্যে বুধেরা ধর্ম্মবীজের একত্ববাদী হওয়ায় ঈশ্বরেতে বিশ্বাস রক্ষা পাইয়াছিল। ইহারাই বিশ্বাসীদিগের চিরাভীষ্ট বল্যামোক্ত নক্ষত্রোদয় বিভুর উপদেশে দূর হইতে দেখিয়াছিলেন। ঐ নরমুক্তিসূচক নক্ষত্রোদয় ঈশ্বরের বিধানবশে বিক্রমাদিত্য এবং শালিবাহন শকদ্বয়ের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল। হে শিষ্য, পণ্ডিতেরা যে তদনুসারে রাজোৎপত্তি স্থলে আসিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য সদ্বিশ্বাসেরই লক্ষণ কহিতে হইবেক।

শিষ্য। সর্ব্বদিক্ হইতে দাবীদ্কুলজের প্রতি যাহারা সমবেত হইবে, তাহাদের মধ্যে ঐ পণ্ডিতেরা প্রথমে পারসিক দেশ হইতে আইলেন, ইহা শুনিলাম বটে কিন্তু ইহাঁরা ভিন্ন অন্যত্রস্থ লোকেরা কি সৃষ্টিপর্ব্বোক্ত নাগত্রাতা

বচনের পূরণ কোথাও অনুমান করে নাই ?

গুরু। যেমন পারসিক এবং আরবাদি পূর্ব্বদিকস্থ দেশে নূতন রাজ্যের প্রতীক্ষার কথা নানা প্রবন্ধে উক্ত আছে এবং এই পণ্ডিতদিগের দৃষ্টান্তে নির্ণীত হইয়াছে, তেমনি দূরস্থ পশ্চিম অঞ্চলেও ঐরূপ প্রতীক্ষার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। কেননা তাৎকালিক বিজ্ঞেরা নূতন সত্য যুগাধিপের উৎপত্তি হইবে মানিতেন কিন্তু কোথায় হইবে জানিতেন না। ঈতলাদেশের কুমাখ্য পুরে গহ্বরবাসিনী মন্ত্রদাত্রী শিবুল্লা কহিয়াছিলেন যে ঐ অধীপ ঔগুস্তরাজের সময়ে উৎপন্ন হইবেন এবং য়িশায়ার তুল্য বাক্যেতেই তাঁহার রাজ্যের সদ্ধর্ম্ম এবং সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী সন্ধির বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইস্রায়েলীয় ঐশ শাস্ত্রানভিজ্ঞ ঈতল্যভূমিবাসী রোমীয়দিগের মধ্যে এই আর্য্য বচনের রটনা ছিল এবং তৎপূর্ত্তির প্রাক্কালেই ঔগুস্ত কৈশরের মিত্র বীর্গিল্য কবি উহার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। কুমীয়া শিবুল্লার সমগ্র প্রবন্ধ এখানে কহিবার কোন প্রয়োজন নাই উহা ঐশবাদীদিগের উক্তি তুল্য নহে। য়িশায়ার বাক্যই যথেষ্ট যাহা পণ্ডিতদিগের আগমনে পূর্ত্ত্যারম্ভ পাইয়া পশ্চাৎ সর্ব্বত্র সফল হইতে লাগিল।

কুসুম কুমারী।

প্রথম অধ্যায়।

পশ্চিম গগণে সূর্য্য রক্তিমা বেশে জন হৃদয় আলোকিত করিতেছে; সন্ধ্যা সমাগত জানিয়া সকলেই তাৎকালিক কর্ম্ম সমাধা বাসনায় উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ধ্বান্তরূপ সিংহ সূর্য্যকে গ্রাস করিবার বাসনায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে,—কিন্তু পারিতেছে না। সকলেই দৈন কার্য্য সমাধা করিয়া নিশাকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে; প্রকৃতি ধবল বিজিত শুভ্রকান্তি পরিত্যাগ করিয়া তমসা বসনে ভূষিত হইবার জন্য প্রস্তুত আছেন; পক্ষীগণ সমস্ত দিন নিরাপদে চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণান্তে বিধাতার গুণ সংকীর্ত্তনে নিযুক্ত হইয়াছে, স্রোতস্বতী সমস্ত দিন প্রবহমান থাকিয়া এক্ষণে স্থিরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। নৌকা সমস্ত তীরে নঙ্গর বদ্ধ আছে।—মুসলমান নাবিকেরা নৌকার খোলে বসিয়া আপনাদের খাদ্য প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হইয়াছে—হিন্দু নাবিকেরা নৌকা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বৃক্ষতলে আপনাদের খাদ্য প্রস্তুত করিতেছে; ফলতঃ সন্ধ্যা আগমনটী সকলের নিকটই মনোহর। কেহ বা ইহার মনোহারিতা আস্বাদন করিয়া আহ্বান করিতেছে, কেহ বা আপনাকে অক্ষম ভাবিয়া মনোদুঃখে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ যে একটী অবলা বালা এক খানি পত্র হাতে করিয়া গঙ্গাতীরে বিজন উদ্যানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন—কেন? মূর্ত্তিটী অতি অস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইতেছে

বটে, কিন্তু তাঁহার শোকাচ্ছাদিত সকরুন-ক্রন্দন ধ্বনি তথাকার প্রত্যেকেরই শ্রবণ পটহে ধ্বনিত হইয়া প্রত্যেকরই হৃদয়ে শোকভাব উত্তেজিত করিয়া দিতেছে।

এরূপ উদ্যানে শোক কেন? এখানেও কি দুঃখের অধিকার আছে? হা! নিষ্ঠুর দুঃখ, তুমি এখানেও কি রাজত্ব করিয়া থাক? এ উদ্যানে তোমারও কি প্রবেশাধিকার আছে? দুঃখ বিকাতর জনগণ তোমার হস্ত হইতে মুক্তি বাসনায় ত এই স্থানে আসিয়া থাকে। তুমি কি এখানে আসিয়াও তাহাদিগকে এই প্রকারে কাঁদাইয়া থাক? ধন্য, তোমার নিষ্ঠুর হৃদয়! লোককে কাঁদানই তোমার কাজ; এ কাজের ভার তুমি কেন লইয়াছ? রাজা ও প্রজা প্রত্যেকেরই বক্ষঃস্থলে রাজত্ব করিয়া থাক। আহা! এমন মনোরম্য উদ্যান, অদ্য এই কোমলা বালার রোদন ধ্বনিতে শোকালয় হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে আর এ উদ্যান নয়ন রঞ্জক নহে। ইহা ক্লেশোৎপাদক হইয়াছে। বৃহৎ মহীরুহগণ সেই কামিনীর দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য শির নত করিয়া আছে; যে সকল পুষ্প সৌগন্ধ বিতরণ পূর্ব্বক তাপিতের হৃদয় শীতল করিত, অদ্য তাহা সংকুচিত হইয়া সেই কামিনীকে বলিতেছে, "জগতে কিছুই স্থায়ী নয়; সময়ে সুখ, সময়ে দুঃখ।"

কামিনীটী কোথায় দাঁড়াইয়া আছেন? দেখিতেছ, অল্পং বায়ু হিল্লোলে কদলী পত্র পরিচালিত হইয়া পরস্পর খেলা করিতেছে, আবার তদুপরি একটী আনারস বৃক্ষের সকন্টক পত্র তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া উপরের ঐ সহাস্য সংযুক্ত জবাকুসুমটীকে আন্দোলিত করিতেছে, উহারই নিম্নভাগে ঐ শোক বিকাতরা রমনী স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মানা আছেন। পাঠক! দুঃখকে যদি মূর্ত্তিমান দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে এই বেলা ঐ রমনীর লোচনযুগলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়া লও।

দেখিতেং সন্ধ্যা সমাগত হইল। ধ্বান্তরূপ সিংহ প্রবল প্রতাপশালী সূর্য্যকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিল। সকলই তমসাময়, যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়; তমসা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। যে রমনী বিজন উদ্যানে দণ্ডায়মানা হইয়া এতক্ষণ কাঁদিতেছিলেন, তিনিও নিশার ক্রোড়ে লুক্কায়িত হইলেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, নিশাচর পক্ষীগণ সময়েং কলরবধ্বনি করিয়া নিশার নিস্তব্ধতা নষ্ট করিতেছিল, এই নিমিত্ত নিশা সক্রোধে একবার গর্জ্জন করিয়া সকলকে চেতনা প্রদান করিলেন। তাঁহার চক্ষু ক্রোধে অগ্নি সদৃশ হইয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। যে দুই এক জন মনুষ্য বাহিরে ছিল, তাহারা নিশাকে ক্রোধিত দেখিয়া আপনং আলয়ে প্রত্যাগমন করিল। রমনীগণ ভীত হইয়া আপনং মুক্তাখচিত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া শয্যায় প্রবেশ করিলেন। সকল রমনীই কি আপনং অলঙ্কার উন্মোচন করিয়াছে? না; যাহারা ভীতা তাহারাই কেবল অলঙ্কার খুলিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতি যাহাদের অলঙ্কার তাহারা কি খুলিয়াছে? না; ঐ দেখিতেছ, মুক্তাসদৃশ একটী ধতুরাফুল

প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিক আলো করিয়া রহিয়াছে, উহা কাহার মস্তক শোভা করিয়া আছে? নিশাই উহা প.রধান করেন। উনিই এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ কেশ বাশে সজ্জিত হইয়া ঐ মুক্তাটী মধ্যস্থানে ধারণ করিয়াছেন, এখন উনিই আমাদের রাজা। আমরা সকলেই উহাঁর প্রজা; আচ্ছা, তবে স্ত্রীলোকের দেশে স্ত্রীলোক কষ্ট পায় কেন? সে কামিনী যে দুঃখের জন্য রোরুদ্দমানা তাহা নিবারণ করিতে বিধাতা পারেন। তবে করেন না কেন? তাঁহার ইচ্ছা আমরা কেহই পরিজ্ঞাত নহি। অবশ্য তাঁহার কোন মঙ্গল অভিপ্রায় থাকিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ক্রমে রাত্রি গভীরা হইল। এখন আর কোন শব্দ নাই। কেবল একটী শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। শব্দটী যদিও অস্পষ্ট, তথাচ তাহার অবয়বটী বড় ভয়ঙ্কর। শব্দটী দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বহির্গত হইতেছে। এ দীর্ঘ নিশ্বাসটী কৌতুকব্যঞ্জক। কিন্তু কে সে সময়ে কৌতুক করিবে? একটী লোক আছে? দেখিতেছ, ঐ বাঁশবনের বংশ সকল নম্রভাবে নত হইয়া একটী রাস্তা পড়িয়াছে; হঠাৎ দেখিলে বোধ হইবে, যেন একটী গৃহ খিলান করিয়া রাখা হইয়াছিল।—দেখিতেছ নিশা সহস্র চক্ষু হইয়া উহার মধ্য হইতে দৃষ্টিপাত করিতেছে; আর একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবে, একটী যুবক দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছে। কি ভাবিতেছে? তাহা তিনিই জানেন। তবে, ভাবনার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার নিকট হইতে কিছু অপহৃত হইয়াছে। তিনি একবার পশ্চাৎদিকে, একবার উর্দ্ধভাগে, একবার বৃক্ষান্তরালে এই রূপে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া যখন নিস্ফল প্রযত্ন হইতেছেন, তখন বক্ষঃস্থলে হাত দিতেছেন। এই রূপে কিয়ৎক্ষণ গত হইল। তিনি আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। ত্বরিত পদে চলিতে লাগিলেন। ক্ষণেক দূরে আসিয়া শুনিলেন, "হা ভ্রজ হৃদয় তুমি এখনও কেন বহির্গত হইতেছ না।" শব্দটী স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল।—হইবামাত্র বোধ করিলেন, ইহা নিশ্চয় স্ত্রীকণ্ঠোচ্চারিত। এই বিঘোরা রজনীতে কোন্ কামিনী এই প্রকারে কাঁদিবে, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। এক স্থানে স্তম্ভিতের ন্যায় হইয়া ভাবিলেন, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অনুসন্ধান করা শ্রেয় বোধ করিলেন। উদ্যানের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া একটী জবা গাছের নিকট আসিয়া শুনিলেন,—"বিধাতঃ! তুমি কেন আমাকে এখনও জীবিত রাখিয়াছ? দগ্ধ হৃদয়! তুমি এখনই বহির্গত হইয়া আমার কষ্টের শেষ করিয়া দেও।" যুবক কথা গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিলেন বটে, কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তথাচ তিনি কৌতুহল প্রবৃত্তি চরিতার্থ বাসনায় সেই রমণীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কে?" উত্তর নাই; যুবক তিনবার বলিলেন, কিন্তু তথাচ তিনি

একটী কথাও কহিলেন না। পুনশ্চ যুবক বলিলেন,—

"আমাকে বল, তোমার কোন ভাবনা নাই; আমি ক্ষমতা সাধ্য কর্ম্মদ্বারা তোমার উপকার করিতে বিস্মৃত হইব না।"

কামিনী অনেকক্ষণ পরে কাঁদিতে২ বলিলেন,—

"আমি কুসুম কুমারী।"

"কাঁদিতেছ কেন?"

"বিধাতা কাঁদাইয়াছেন, তাই কাঁদিতেছি।"

"কেন? তোমার কি হইয়াছে?"

"মহাশয়! আর তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমার সে কথা স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়; আর আমি তাহা স্মরণ করিতে চাহি না। কিন্তু মন শুনে না; সর্ব্বদাই আমার নিকট সেই কথা আনিয়া আমাকে কাঁদাইয়া থাকে।"

"কি হইয়াছে আমাকে বল দেখি?"

"মহাশয়! তাহা বলিতে পারিতেছি না, আমার নিকটে এক খানি পত্র আছে, সেই খানি পাঠ করিলে আপনি সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।"

"পত্র খানি কই?"

(পত্র প্রদান)

নিকটে আলো নাই, যে পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম অবগত হয়েন। সুতরাং যুবক একটী আলোর প্রত্যাশায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার। সুতরাং তাঁহার সমস্ত প্রত্যাশা বিফল হইল। যুবতী তাঁহাকে পত্র প্রদান করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ভয় ও শোকের যন্ত্রণায় একবারে মৃতবৎ হইয়া রহিলেন। কিন্তু তথাচ তিনি আশার আশ্বাসিনী-শক্তি বিস্মৃত হয়েন নাই।

আর অধিক রাত্রি নাই। ক্রমে২ চতুর্দ্দিক পরিষ্কার হইতে লাগিল। যুবক পত্র খানি উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন—

"জীবিতেশ্বরী;—

মনে বড় খেদ রহিল যে আর তোমাকে দেখিতে পাইব না। আমি এখন মৃত্যুর করে,—জানি না, তৎপরে কি হইবে। আমি ভয়ানক পীড়ায় কষ্ট পাইয়াছি; বোধ হয়, আমি আর বাঁচিব না। যখন তোমার সরল ভাব মনে আইসে,—যখন ভাল বাসা হৃদয় পটে অঙ্কিত করি, তখন বোধ হয়, তোমার বিচ্ছেদে থাকা অপেক্ষা মরণই ভাল। আমি এত দিন সুখে শান্তিতে ছিলাম, কিন্তু অদ্য আমি তোমার সরল ভাব হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া মরিতেছি, এই জন্য সাংসারিক ভাবে আমি আর সুখী নই। মরণ সময়ে তোমাকে আর কিছু বলিতে চাহি না, কেবল দুটী কথা বলিব। প্রথম এই, আমাকে ভুলিও না, যদিচ আমার দ্বারা অনেক কষ্ট পাইয়াছ; তথাচ আমাকে ভুলিও না। দ্বিতীয়—যে পাপী-বন্ধু যীশুর কথা তোমাকে সর্ব্বদা কহিতাম, এবং পত্রেতে অনেক বার লিখিতাম, তাঁহাকেও ভুলিও না। যদি তুমি আমার ন্যায় যীশুতে বিশ্বাস করিয়া মরিতে পার, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার নিশ্চয় দেখা হইবে। নতুবা তোমার সঙ্গে চির-বিচ্ছেদ। আর বেশি লিখিতে

পারিলাম না। হস্ত অবশ হইয়া আসিতেছে।

তোমারই
স্বরেন্দ্র নাথ——"

যুবক পত্র খানি পাঠ করিয়া স্বরেন্দ্রর বিষয় সমস্ত বুঝিলেন, তৎপরে তিনি কুসুম কুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি এখানে কেন ?"

কুসুম কহিল, "এখানে কাঁদিতে আসিয়াছি। আর মনে করিয়াছি, 'তিনি' যে পথে গিয়াছেন, সেই পদচিহ্ন দিয়া গমন করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।"

"তোমার বাড়ী কোথায় ?"

"হরিশপুর"

"তুমি কার মেয়ে ?"

"ভগবান দত্তের"

"তুমি বাড়ী যেতে চাও ?"

"না।"

"কেন ?"

(ক্রন্দন)

যুবক আর কিছু বলিলেন না। কুসুম "কেন ?" এই কথার উত্তর দিবার সময়ে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি মূর্চ্ছা যাইলেন। যুবকের যত্নে পুনশ্চেতন লাভ করিয়া বসিয়া রহিলেন। যুবক অনেক কথা বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই বুঝিলেন না। স্বতরাং তিনি আর সেখানে দাঁড়াইয়া না থাকিয়া হরিশপুরে আসিলেন। আসিবার সময় কুসুমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল আমার আসা পর্য্যন্ত তুমি এই স্থানে থাকিবে?"

"থাকিব।"

———

তৃতীয় অধ্যায়।

যুবক কুসুমের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদে হরিশপুরে আসিলেন। এখান হইতে হরিশপুর দুই ক্রোশ। যুবকের হৃদয় সরল। পরের দুঃখে তিনি বড়ই কাতর, পরোপকার রূপ ব্রত পালনই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অতএব এরূপ বিপদ পতিতা একটী স্ত্রীলোকের যে তিনি সাহায্য করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে সময়ে যুবক হরিশপুরে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন বেলা আন্দাজ ৭ টা। সূর্য্যের নব রাগ। নগরটী অতি স্বদৃশ্য। হরিশপুর চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরের ধারেং ছোটং অশ্বত্থ বৃক্ষগণ মস্তক নত করিয়া যেন পথিকদিগকে নগর প্রবেশের আজ্ঞা প্রদান করিতেছে। পুষ্পোদ্যানের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া যেন নগরের কুশলবার্ত্তা জ্ঞাত করিতেছে। ফলতঃ এমন স্বদৃশ্য নগর চক্ষে পতিত হইলে কেহই তাহাতে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারে না। যুবক প্রবেশ করিলেন, ইনি পূর্ব্বে কখন হরিশপুরে আগমন করেন নাই অনেক বার ইহার গৌরবের কথা শুনিয়াছিলেন, স্বতরাং এই সময়ে ইনি যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তিনি নবং কৌতূহল প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আপনার আগমনের অভিপ্রায় পর্য্যন্ত এক প্রকার বিস্মৃত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ চতুর্দ্দিক বেড়াইয়া একটী দোকানে উপস্থিত হইলেন। দোকানীর একটী বালক ভৃত্য ছিল ; সে এক জন আগন্তুককে উপস্থিত

দেখিয়া সবিনয়ে বলিল, "মহাশয়! আপনি কি এখানে থাকিবেন?" যুবক বলিলেন. "হাঁ থাকিব।" বালক তামাক সাজিয়া আগন্তুক যুবককে খাইতে দিলেন, কিন্তু তিনি খাইলেন না। যুবকের মন স্থির নাই। তিনি ক্ষণেং অন্যমনস্ক হইয়া, যেন একটী বৃহৎ চিন্তাতে মগ্ন হইতেছেন। অবার ক্ষণেং মনোযোগভঙ্গ হইলে চমকিয়া যেন কিছু বলিবার জন্য একটী দুঃখব্যঞ্জক শব্দ করিতেছেন। তাঁহার নিকটে আর কয়েকটী বাবু বসিয়া ছিলেন; তন্মধ্যে একটী বাবু ঢাকা নিবাসী, অপরটী কলিকাতার। সকলেই সকলের অপরিচিত। কিন্তু তথাপি পাঞ্জাবাসের আলাপের ন্যায় উভয়ের কথার উত্তর ও প্রত্যুত্তর হইতেছে। ঢাকার বাবু অপর বাবুটীকে বলিলেন, "মহাশয়! দেখিতেছেন, আমাদের নিকটে যে লোকটী বসিয়া আছেন, বোধ হয়, উহাঁর কোন মহাবিপদ হইয়াছে।"

"সেই রূপ বোধ হয়। তা, জিজ্ঞাসা করিলে কি ভাল হয় না?"

"তবে আপনি জিজ্ঞাসা করুন।"

"আচ্ছা দেখা যাউক,"—"মহাশয়! কোথা হ'তে আশ্চেন?"

যুবক এতক্ষণ অন্য মনস্ক ছিলেন; একটী চিন্তা সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয় সাগরে ঢেউ খেলিতে ছিল।" ঢেউ যখন উথলিয়া তাঁহার গলনালীতে এক বার প্রহৃত হইল, তখন তিনি অমনি মৃদু স্বরে বলিলেন, " তাই ত, যদি মরে যায়, আর ইহা আমার কার্য্য প্রকাশ হয়, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয় ফাঁসি যাইতে হইবে। তা হলেই ত সব আশা ভরসা ফুরাইল। আবার এ দিকে দেখিতেছি, ও না মলেও, আমাকে এই রূপে দগ্ধেং মর্‌তে হবে।" এই কথা গুলি অতি মৃদু স্বরে উচ্চারণ করিয়া সেখান হইতে উঠিবেন, এই রূপ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে সেই ভদ্র লোকটী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মহাশয়ের কোথা হতে আসা হচ্চে?"

"আজ্ঞে! গঙ্গার নিকট থেকে।"

"সেখানে বুঝি কোন দরকারের জন্য যাওয়া হয়ে ছিল?"

"আজ্ঞে।"

"মহাশয়ের নাম?"

"হেমেন্দ্রনাথ মিত্র।"

হেমেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন; আর তাঁহাদিগকে কোন কথা বলিতেও দিলে না, আপনিও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। দোকান হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন? অনেক ক্ষণ এই বিষয় ভাবিয়া তাঁহার একটী কথা মনে হইল। তিনি যে সময়ে বাড়ী হইতে আসেন, সেই সময়ে গোপনে আপনার পরম বন্ধু ডাক্তার কমলকৃষ্ণকে একখানি পত্র লিখিয়া বলিয়াছিলেন, "ঔষধ সেবনের পর সুরেন্দ্র কেমন থাকে, তাহা আমাকে লিখিও। আর যে ঔষধ দিবে, তাহা তুমি নিজে খাওয়াইয়া দিও। আমি জানি সুরেন্দ্র আজ চারি দিন জ্বরে কষ্ট পাইতেছে। সে তোমাকে চিনে বলিয়াছে। তুমি বেড়াতেং গিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এইটী করিও। নতুবা আমার যে কি কষ্ট হইবে, তাহা তোমাকে সে দিন সব বলিয়াছি। যদি আমার জীবন তোমার বাঞ্ছনীয় হয়,

তাহা হইলে যে করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি ঔষধ সেবন করাইয়াছ শুনিলে তোমার সঙ্গে যেমন কথা ছিল, সেই মত করিব। আর সমস্ত বিবরণ পত্রে লিখিয়া হরিশ পুরের ডাক ঘরে পাঠাইবে। আমি সেই স্থানে তোমার পত্রের অপেক্ষা করিব।”

হেমেন্দ্রের এই কথাটী স্মরণ হইল। তিনি ডাক ঘরে আইলেন, কিন্তু নিস্ফল প্রযত্ন হইয়া আবার সেখান হইতে আর দিকে পদ সঞ্চালন করিলেন। পাঠক! বল দেখি, কোন দিকে তাঁহার পদ দুখানি যাইতেছে? বোধ হয়, বলিবে, কুসুমকুমারী যেখানে আছে। তাহাই বটে। দ্রুত পদে চলিতে লাগিলেন। পাছে; কুসুম সেখান হইতে চলিয়া যান, তাঁহার এই ভয় হইল। তথাপি আশার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন। দেখিতে২ তিনি সেই গঙ্গাতীরের বিজন উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। কুসুম যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে অন্বেষণে করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। তিনি একবারে হতাশ। সকল আশা ভরসা গেল। তিনি এত ক্ষণ কাঁদেন নাই;—কুসুম কাঁদিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কাঁদেন নাই, কিন্তু এবার না কাঁদিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ভাবিলেন,—“যার জন্য এমন গর্হিত কর্ম্ম করিয়া মহাপাতকী হইলাম,—যার জন্য প্রতীক্ষায় আত্ম বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম,—যার জন্য পার্থিব তাবৎ সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছি,—সেই কুসুমকে কি আর দেখিতে পাইব না? ভাবিতেছেন—ক্রমাগত ভাবিতেছেন, কিন্তু এ ভাবনার কি আর কুল কিনারা আছে? যে এরূপ ভাবনা ভাবিয়াছে, সেই এ কথার সাক্ষ্য দিবে।

সে যাহা হউক বেলা অধিক হইয়াছে; হেমেন্দ্র আপনাকে ক্ষুধিত বোধ করিলেন। কিন্তু সেখানে কে তাঁহাকে খাবার দিবে? চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। যত দূর পারিলেন তীক্ষ্ন দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিলেন, তথাপি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। বাগানে অনেক গাছ পালা ছিল; সে দিকেও একবার তাকাইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একটী ফলও দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক স্থির হইয়া রহিলেন, এক বৃক্ষের ছায়া হইতে অন্য বৃক্ষের ছায়ায় গমন করিলেন। সেখানে ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া একটু ভাবিলেন। কি ভাবিলেন; কি খাবেন তাহাই কি? না; কুসুমকে আর দেখ্‌তে পাবেন কি না। আবার উঠিলেন; কয়েক পদ গমন করিবা মাত্র তিনি একটী কোলাহল শব্দ শুনিতে পাইলেন। কোলাহলটী শ্রুতি গোচর হইবা মাত্র মনে করিলেন, কুসুম বুঝি কোন বিপদে পড়িয়াছে। এইটী মনে করিয়া তিনি দৌড়িতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ দৌড়িয়া দেখিলেন, একটী বৃহৎ বটবৃক্ষতলে কতকগুলি স্ত্রীলোক গঙ্গাস্নান করিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। এখন তাহারা সকলে বাড়ী যাইবে, এই জন্য নিরাপদ লাভ করিবার জন্য সকলে এক স্বরে বলিয়া উঠিল, “হরি হরি বল।” হেমচন্দ্র এই কথাটী শুনিয়া কুসুমের বিপদাশঙ্কা

করিয়াছিলেন। ফলতঃ এ শব্দটী তাঁহার প্রকৃত উপকারকই হইয়াছিল। হেমেন্দ্র দেখিলেন, সকল যাত্রী একেং উঠিয়া আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কিন্তু একটী স্ত্রীলোক আর উঠিল না।

হেমেন্দ্র নিকটে গিয়া স্ত্রীলোকটীকে চিনিলেন। তিনি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কুসুম! কিছু খেয়েছ কি?"

"হাঁ,"

"কোথায় পাইলে?"

"যাত্রীরা দিয়াছে।"

হেমেন্দ্র আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। একটু দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি মনে করিলেন, কুসুম যে, আমার সঙ্গে অসঙ্কুচিত ভাবে কথা কহিতেছে,—আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহারই উত্তর দিতেছে, ইহার কারণ কি? আমার মনের মত কি ইহারও মন? ভাল একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

"কুসুম! তোমাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি কি উত্তর দিবে?"

"অবশ্য দিব।"

"আচ্ছা! তুমি আমার সঙ্গে পরিচিতের ন্যায় কথা বার্ত্তা করিতেছ কেন? আমার দ্বারা তোমার কি কোন বিপদাশঙ্কা নাই।"

"আপনি আমার জন্য যে প্রকার করিতেছেন, তাহাতে আমার কোন বিপদাশঙ্কা নাই। উপকারী জনের দ্বারা যদি বিপদে পতিত হইব, তবে বিশ্বাসের পাত্র কে? আপনি আমার দুঃখে যে প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আপনার কাছে আমার কোন ভয় নাই। বিশেষতঃ কল্য রাত্রে যে কালে আমাকে তাদৃশ অবস্থায় আপনি রক্ষা করিলেন,—কত সান্ত্বনা কথা বলিলেন, সেকালে আপনি যে, আমার বন্ধু, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

"তুমি এ বাগানে কেমন করিয়া আসিয়াছিলে?

"একবার গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া আমি ইহা দেখিয়া গিয়াছিলাম; আমি কষ্ট আর সহ্য করিতে না পারিয়া এই স্থানে আসিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, অদ্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গিনী হইব। কিন্তু তবু না মরিয়া বাঁচিয়া আছি। যদি আপনার সঙ্গে দেখা না হইত, তাহা হইলে, এতক্ষণ আপনি আর আমাকে দেখিতে পাইতেন না।"

"এখন তুমি কোথায় যাবে?"

"বীর নগর।"

"সেখানে তোমার কে আছে?"

"বীর নগরের চিন্তামণি বলে একটী মেয়ে মানুষ আমাদের বাড়ী দাসী ছিল। সে ছেলে বেলায় আমাকে মানুষ করেছিল। আমি তাহাকে তখন মা,মা, বলিয়া ডাকিতাম। সেও আমাকে বাস্তবিক মেয়ের মত দেখিত। আমি অনেকবার তাহাকে দেখিতে তাহার বাড়ী আসিয়াছিলাম। এখন আমি তাহার বাটীতে গিয়া থাকিব।"

"আর কি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে?"

"হবে না কেন? আপনি অনুগ্রহ করিয়া বীর নগরের ভারত মণ্ডলের

বাড়ীতে আমাকে তল্লাস করিবেন; আমি সেই স্থানে থাকিব, আপনি গেলেই দেখা হবে।"

"আচ্ছা তবে এখন যাও, আমি সুরেন্দ্র বাবুর বিষয়ে সমস্ত সমাচার লইয়া অতি শীঘ্র তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।"

"তাহা হইলে আপনি আমাকে যে কি পর্য্যন্ত বাধিত রাখিবেন, তাহা বলিতে পারি না। আপনার নাম আমি কখন ভুলিব না।"

"আমার নাম তুমি জান?"

"না; আমি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে ছিলাম।"

"আমার নাম হেমেন্দ্র।"

"বাড়ী কোথায়?"

"কৃষ্টগঞ্জ।"

"আমার সেখানে মামার বাড়ী।"

"আমি তাহা জানি, তোমাকে সেই খানে অনেকবার দেখিয়াছি।"

"কেমন করে?"

"তুমি যে বাড়ী থাকিতে তাহার অপর পার্শ্বেই আমাদের বাড়ী"

"তবে আপনি এখানে কোথায় আসিয়াছিলেন।"

"পরে শুনিতে পাইবে।"

এই কথা বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন। কুসুম কাঁদিতে২ বীর নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হেমেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার আর কিছু কথা বর্ত্তা কহিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাদৃশ দুঃখের সময় তাহা আর অধিকক্ষণ ভাল লাগিল না।

চতুর্থ অধ্যায়।

হেমেন্দ্র কুসুমকে পরিত্যাগ করিয়া একেবার হরিশপুরে উপস্থিত হইলেন। হরিশপুরে আসিতে২ তাঁহার রাত্রি হইয়া গেল। সুতরাং তিনি সে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে ডাকঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই, ডাক পেয়াদা তাঁহাকে একখানি পত্র আনিয়া দিল। পত্র পাইয়া হেমেন্দ্র কাঁপিতে২ পাঠ করিলেন,—

"মিত্রবর,

তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। সুরেন্দ্র মরিয়াছে। তোমার পত্র পাইয়াই আমি তাহার নিকট গিয়াছিলাম। দেখিলাম যে জ্বরে শয্যাগত। আমাকে দেখিবামাত্র সে অতি মৃদুস্বরে বলিল, 'ডাক্তার বাবু! এবার বুঝি বাঁচিলাম না,' আমি তাহার কথা শুনিয়া বলিলাম, 'আমি সেই রূপ শুনিয়াই তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি, এই বলিয়া তাহার নাড়ী দেখিয়া বলিলাম, তোমার যে প্রকার পীড়া তাহাতে বোধ হয়, দুই ঘন্টার মধ্যে হঠাৎ মৃত্যু হইবে। আমার এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র একটু ভীত হইল। এবং কাগজ কলম লইয়া কাহাকে এক খানি চিটী লিখিল। দেখিলাম, তৎপরে আর একটী ক্ষুদ্র কাগজে কি লিখিয়া এক খানা বাইবেলের মধ্যে রাখিয়া শয্যাগত হইল। আমি বলিলাম, আমার একটা ওষুধ আছে, সেইটে যদি খাও, তাহা হইলে তোমার পীড়া আরোগ্য হইলেও হইতে পারে। সুরেন্দ্র চাহিল; আমি তাহাকে একটী বিষপূর্ণ ঔষধ দিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে, দেখিতে২ তাহার প্রান বিয়োগ হইল। সকলে আসিল;

এক পাদরি সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তা আমি বেশ করিয়া সব বলিলাম। তৎপরে পাদরি সাহেব তাঁহার সেই বাইবেল খানি বিছানা হইতে কুড়াইয়া লইয়া খুলিলেই দেখা গেল, এক খানি চিটী লিখিয়া তাহা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আর অপর একটু চিরকুট কাগজে লিখিয়া রাখিয়াছে, 'যদি কেহ আমার বন্ধু থাকেন, তাহা হইলে, 'কুসুম কুমারী' শীরোনামের চিটী খানি হরিশপুরের ভগবান দত্তের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবেন। মৃত্যু সময়ে এই আমার ভিক্ষা। চিটী খানি যেন গোপনে কুসুম কুমারী পায়।' পাদরী সাহেব এই কথা পাঠ করিবামাত্র একটী স্ত্রীলোক দ্বারা সুরেন্দ্রের চিটী খানি পাঠাইয়া দিলেন। আর যাবার সময় বলিয়া দিলেন, চিটী খানি যদি গোপনে দিয়া আসিতে পার, তোমায় পুরস্কৃত করিব। পাদরি সাহেব জানিতেন, যে কুসুম কুমারী সুরেন্দ্রের স্ত্রী। তবে এই পর্য্যন্ত, দেখিবা, যেন এ রহস্য কখন ভেদ না হয়।

তোমার প্রণয় ভাজন,

কমল কৃষ্ট———"

হেমেন্দ্র চিটী খানি পাঠ করিয়া একটু দুঃখিতও হইলেন, কিন্তু কুসুমকে পাইবার আশা তাঁহার মনে সঞ্চারিত হওয়াতে তিনি সুখও অনুভব করিলেন। যাহা হউক এত দিনে হেমেন্দ্রের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল।

সুরেন্দ্র খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, কুসুম প্রায় এক মাস স্বীয় মাতুলাশ্রম কৃষ্ণগঞ্জে ছিলেন। কুসুম যে বাড়ীতে থাকিতেন, তাহার ঠিক. অপর পার্শ্বে হেমেন্দ্রদের বাড়ী ছিল। সুতরাং হেমেন্দ্র সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখাতে বিলক্ষণ প্রেম জন্মিয়াছিল। সেই পর্য্যন্ত তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি কুসুমকে বিবাহ করিবেন। কিন্তু পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, কুসুমের বিবাহ হইয়াছে। সেই অবধি আত্মাভিলাষ সিদ্ধি বাসনায় এত যত্ন করিতেছিলেন, অদ্য তাহা সফল হইল।

কৃষ্ণ গঞ্জের উত্তরাংশে মেহেরপুর নামক একটী গ্রাম আছে। তথায় সুরেন্দ্র থাকিতেন, হেমেন্দ্রও আপন অভিপ্রায় সিদ্ধি বাসনায় এই মেহেরপুরে বাসা করিয়াছিলেন। প্রায় তিন মাস হইল, হেমেন্দ্র মেহেরপুর ছাড়িয়াছিলেন। অদ্য তিনি পুনর্ব্বার মেহের পুরে উপস্থিত হইলেন। প্রিয় বন্ধু ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করিলেন। ডাক্তার বাবুর নিকট তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া, সুরেন্দ্র সম্বন্ধে আরো অনেক কথা শুনিলেন। তৎপরে দুই জনে সুরেন্দ্রের কবর স্থান দেখিয়া আসিলেন। কবর স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনে একটু দুঃখ হইছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে দুঃখ অতি অল্প ক্ষণের জন্য। দুই জনে ফিরিয়া এক রাত্রি যাপন করিলেন। তৎপর দিন হেমেন্দ্র স্বীয় নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্বীয় নগরে ভারত মণ্ডলের বাড়ী তল্লাস করিয়া কুসুমের সঙ্গে দেখা করিলেন। আহা! এখন মলিনা, দীনা, ক্ষীণা কুসুমের সে রূপ রাশী যেন কোথায় লুকাইয়াছে। কুসুম হেমেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলেন। তৎপরে

কাঁদিতে২ বলিলেন, "হেমেন্দ্র বাবু আপনি আমার জন্য এত করিলেন আর একটী কাজ যদি করেন, তাহা হইলে আমাকে চির দিনের মত কিনে রাখবেন ।" হেমেন্দ্র বলিলেন,—"কি কাজ বল ?"

"আমি এখানে আসিয়া শুনিয়াছি, যে খ্রীষ্টানেরা মরিলে, কবর দিয়া থাকে। অতএব আপনি যদি এক বার 'তাঁর' কবর স্থানটা আমাকে দেখাইয়া আনেন ।"

তার আশ্চর্য্য কি ?"

তবে আপনি অদ্য ঐ মাঠে আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন, আমি আপনার সঙ্গে যাইব ।"

হেমেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন। উপযুক্ত সময়ে মাঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কুসুম তাঁহার অগ্রেই আসিয়াছেন। দুই জনে কথাবার্ত্তা করিতে২ প্রায় ৫টার সময় মেহেরপুরের কবর স্থানে পৌঁছিলেন। হেমেন্দ্র, কুসুমকে সুরেন্দ্রের কবর দেখাইয়া দিলেন। কুসুম সেই খানে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। হেমেন্দ্র অনেক যত্ন করিয়া তাঁহাকে চৈতন্য করিলেন। তৎপরে কাঁদিতে২ বলিলেন,—

"হেমেন্দ্র বাবু ! আপনার নিকট হইতে অনেক উপকার পাইলাম, ইহার শোধ আর কিছুতেই দিতে পারিব না, আপনি এখন যান, আমি এই স্থানে থাকিলাম।"

হেমেন্দ্র ভীত হইয়া যেমন তাঁহাকে বুঝাইতে গেলেন, কুসুম অমনি এক খানি শানিত ছুরিকা দ্বারা,—("নাথ ! অদ্য তোমার সঙ্গিনী হইলাম")—এই কথা বলিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। হেমেন্দ্র বিস্মিত ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া একবারে কবর স্থানের বাহিরে আসিলেন। তৎপরে ভাবিলেন, আর এ জীবনের ফল কি ? যাহাকে মন, প্রাণ দিয়াছিলাম, সেই যদি আপন জীবন বিসর্জ্জন দিল, তবে আমার আর প্রাণ-ধারণে কাজ কি ? আহা ! গঙ্গাতীরে সেই উদ্যানে কি কুক্ষণে বায়ু সেবন করিতে গিয়াছিলাম। সকলই ঈশ্বরের হাত। তা নহিলে, কেন পথ ভ্রান্ত হইয়া বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইব ? কেনই বা কুসুমের সঙ্গে দেখা হইবে ? যাহা হউক, মরিব, তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু এ পাতকীর যে নরকেও স্থান হইবে না।

হেমেন্দ্র এই রূপ ভাবিতে২ পুনর্ব্বার কবর স্থানে প্রবেশ করিয়া কুসুমের ছিন্ন শবের নিকট দাঁড়াইলেন। যে ছুরিকাটীর দ্বারা কুসুম আপনার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিল, হেমেন্দ্র সেই ছুরিকা গ্রহণ করিলেন। করুণস্বরে বলিলেন,—"দয়াময় ঈশ্বর, আমি পাতকী, আমি তোমার শ্রীচরণে স্থান প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি একটু স্থান দান করিবে না ! তুমি ত প্রেমময় ! তোমার দয়া ত অসীম ; প্রভো, আমায় গ্রহণ কর !" এই কথা কয়েকটী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া, শানিত ছুরিকা দ্বারা প্রাণ নষ্ট করিলেন।

সমাপ্ত

ঐশ্বরিক প্রেম।

বিশ্বপতি তব পদে, করি নমস্কার।
আজ্ঞা কর বর্ণি তব কীর্ত্তন অপার॥
আমি ছার কি বর্ণিব, তব গুণ চয়।
শক্তি, বুদ্ধি, দেহ পিতঃ, দেহ পদাশ্রয়॥
জ্ঞান শূন্য ব্যক্তি আমি, পাপী অভাজন।
তব স্তুতি বর্ণিবারে, নহি যোগ্য জন॥
কলুষিত চিত্ত মম, কর পরিষ্কার।
গাই যেন শুদ্ধ মনে, কীর্ত্তন তোমার॥
ধন্য তব প্রেম ওহে, ধন্য বিশ্বপতি।
যদ্‌গুণে কৈলা দূর, মানব দুর্গতি॥
তুমি ছিলা আত্মা রূপা, নিত্য নির্ব্বিকার।
ক্ষিতি মাঝে হৈলা তুমি, মানব প্রচার॥
অনাদি অনন্ত আত্মা, বিভু পরাৎপর।
ধারণ করিলা তুমি মাংস কলেবর॥
সর্ব্ব সৃষ্টি কর্ত্তা তুমি, বিশ্বের পালক।
হইলা মানব সৃষ্ট, ভাব হে সাধক॥
ছাড়ি পিতৃ বক্ষঃ ত্যজি, স্বর্গ সিংহাসন।
আইলা মৃত্যুর দেশে, এ ছার ভুবন॥
অদ্ভুত ব্যাপার মানি, ক্ষুদ্র জীব আমি।
নররূপে সপ্রকাশ, স্বর্গলোক স্বামি॥
স্বর্গবাসী কোটি কোটি, মহা শক্তিগণ।
যদি হয় কীট রূপ, আশ্চর্য্য বচন॥
আদিতে আঁধার পূর্ণ, ছিল এ সংসার।
তদ্রূপ পৃথিবী যদি, হয় পুনর্ব্বার॥
এ বড় আশ্চর্য্য নহে, শুন নর সুত।
স্রষ্টা হৈয়ে সৃষ্ট হওয়া, যেমন অদ্ভুত॥
সৃষ্টি কালাবধি জানি, সর্ব্বশক্তিমান।
করিত স্বর্গীয় দূতে, যাঁর স্তুতি গান॥
সেই সর্ব্ব শক্তিমন্তে, হেরি নরকায়।
আশ্চর্য্য হইলা তাঁরা, প্রতিমার প্রায়॥
আবশ্যক ছিল যদি, মনুষ্যের লাগি।
তাঁহারে হইতে হবে, স্বর্গ স্থল ত্যাগী॥
কি হেতু নাহি ধরিলা, সম্রাটের বেশ।?
রাজারে, করিলে প্রজা, থাকিত না ক্লেশ॥
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালাদি, ছিল হে তোমার।
কি হেতু দুঃখীর বেশে, ভুবনে প্রচার॥?
তব এই নম্র বেশে, মানবের প্রতি।
মহা দয়া হইয়াছে, সুপ্রকাশ অতি॥
যাহার ঈশ্বর তুমি, ছিলা সর্ব্বভূপ।
কাল ক্রমে হৈলা তার, দাসের স্বরূপ॥
স্বর্গ মধ্যে ছিল যাঁর, দীপ্তির বসন।
ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত, হেরিল ভুবন॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রকাশিছে, মহিমা যাঁহার।
গোশালা হইল তাঁর, শয়ন আগার॥
সর্ব্বশক্তিমান যিনি, সর্ব্বের পালক।
মাতৃ স্তনে স্নিগ্ধ তিনি, শুন হে পাঠক॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য হয় যাঁর, হস্তের রচনা।
সূত্রধর কার্য্যে তিনি, না কৈলেন ঘৃণা॥
পাপাত্মা সম্মুখে যাঁর, হয় কম্পান্বিত।
সেই মন্দ আত্মা দ্বারা, তিনি পরিক্ষিত॥
অভাব নাহিক কিছু, সকলি যাঁহার।
সহিলেন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আর তিরস্কার॥
সর্ব্ব বিচারক যিনি, সম্রাট মহান।
দোষী বলি লোকে তাঁরে, কৈল সপ্রমাণ॥
জীবনের প্রভু যিনি, শুন নরগণ।
অভিশপ্ত কাষ্টে তাঁর, বধিল জীবন॥
অনাদি অবধি জাত, ঈশ্বর কুমার।
সহিলেন পিতৃক্রোধ, আশ্চর্য্য ব্যাপার॥
"পিতা আমি দুই এক," কহিলেন যিনি।
ঘর্ম্ম তাঁর রক্ত বিন্দু, বাইবেলে শুনি॥
পরলোক, মৃত্যু চাবি, যাঁর হস্ত স্থিত।
অপর কবরে তিনি, দেখ হে শায়িত॥
ধন্য তব প্রেম ওহে, ধন্য পরিত্রাতা।
প্রেম গুণে হৈলা তুমি, মানবের ভ্রাতা॥
হত ভাগ্য নর আমি, আমার কারণ।
পবিত্র জীবন তব, হৈল বিসর্জ্জন॥
পবিত্র শোনিতে মোরে, কর পরিষ্কার।
এই ভিক্ষা চাহি প্রভু, চরণে তোমার॥

শ্রীভুবন মোহন সরকার।

সন্তপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ।

কেন আজ আমার চির-সুখাভিলাষী চিত্ত বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করিতেছে? আর কেনই বা হর্ষে প্রশান্ত হৃদয় বাত্যাঘাতে বিলাড়িত জলধিবৎ আন্দোলিত হইতেছে? কি জন্যই নয়নের ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখ-বর্দ্ধন ব্যাপার গুলি হৃদয়কে সুখী করিতে পারিতেছে না? ক্রমশঃ হৃদয়ে উন্মত্ত-ভাবের সঞ্চার হইতেছে—ক্রমশই বিষম বিষাদ-বীষে আমার পূর্ব্বমনস্ফূর্ত্তি দূরীভূত করিয়া সর্ব্বাবয়ব অবষণ্ণ করিয়া তুলিতেছে? কি কোন বীষ-বান অলক্ষ্যভাবে হৃদয় ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে?—আমি তো কিছুই মীমাংসা করিতে সক্ষম হইতেছি না—অনেক সময়ে তো এ হৃদয় চঞ্চল হইয়াছে—চিন্তায় চিন্তিত হইয়াছে, অতীব বিপদে পতিত হইয়াছে,—আমার এই চারু নয়ন কত বার অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছে—আমার এই বদন হইতে অনেক বার তো বিলাপ ধ্বনি নির্গত হইয়াছে—কিন্তু সে ভাব অবিচলিত থাকে নাই, পরক্ষণেই এ মনমন্দিরে হর্ষভাবের আবির্ভাব হইয়াছে—কিন্তু এবার আমার এ কি দশা উপস্থিত হইল? উদ্বিগ্ন-চিত্ত যে আর স্থিরভাব অবলম্বন করিতেছে না; যেন নিতান্তই নিরাশ-অর্ণবে পতিত হইয়াছে—কোন প্রলোভনে, প্রবোধ বচনে, চিত্ত "স্থৈর্য্যাবলম্বন করিতেছে না;—নয়ন-সুখপ্রদ-পুলিনে, অত্যুত্তম শৃঙ্গধর গিরী-সন্নিদ্ধে, বিশাল-বাহু-বিস্তৃত, বিবিধ পুষ্প-প্রস্ফুটিত, বৃক্ষ পরিপুরিত-কাননে, কৌশল-নিপুণ কারু-রচিত-বিচিত্র চিত্র শালিকায় গিয়াও দেখিলাম, কোন মতে হৃদয় সুস্থির হইল না; সুমধুর তান-লয়-সম্বলিত সঙ্গীতধ্বনিতেও তৃপ্তিবোধ হইল না; ইহার কারণই বা কি? কিছুই উপলব্ধি করিতে হৃদয় সক্ষম হইতেছে না! যতই এই অখিল ধরাধামে দৃষ্টিপাত করিতেছি, ততই যেন উদ্বেগানল পুনঃপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। আমি ঊর্দ্ধদিগে অবলোকন করিলে তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে এভাবের আবির্ভাব হইতেছে, যেন কোন মহাত্মা অদৃশ্যভাবে আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া মদীয় কর্ণ-কুহরে সুস্পষ্টরূপে কহিতেছেন, "রে নীচাশয় অকৃতজ্ঞ! ইতিপূর্ব্বে আমি তোমার হৃদয়-ধামে যে নিজ পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া দিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্ব চাকচক্য ভাব বিকৃত করিলে কেন? কেনই বা সেই বহুমূল্য আলেখ্যটি পরিদূষিত করিয়া তুলিলে?" যখন আমি তাঁহার এতাদৃশ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিলাম, তখন হৃদয়ে আরো উদ্বিগ্নভাব আবির্ভূত হইল—সযতনে হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে, দ্বারদেশে হৃদ্মধ্যভাগ লম্বায়মান হওত নয়নপথের পথিক হওয়ায়, উহা সেই মহাত্মার বাক্যানুযায়ী অপরিষ্কার ঘোরতর অপবিত্র দেখিলাম; দেখিয়া নয়নের অশ্রুজল আর সম্বরণ করিতে পারিলাম না। দেখিলাম সেই চিত্রপটিকে যতই নানা বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত করিতে যত্নবান হইয়াছি, ততই তাহার সুদৃশ্য ভাব দূরীকৃত হইয়াছে; আমি

যতই তাহার উজ্জ্বলতা বর্দ্ধনার্থ চেষ্টিত হইয়াছি, ততই সে প্রতিমূর্ত্তির মুখ-ভঙ্গিমা অন্যবিধ ভাব অবলম্বন করিয়াছে। এতাবৎ ভাবিতেং হৃদয়ে এভাব অবলম্বিত হইল, যে হায়, কি চমৎকার! এ তো সামান্য পট নহে! এ পট মধ্যে নানাবিধ বিষয়ের আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে; কোথায় বা প্রবল হিংসা—স্রোতের ভাব অঙ্কিত হইয়া অতি বেগে গমন করিতেছে, আর কোথায় বা প্রেম-স্রোতস্বতি যেন শৈলশ্রেণীর অন্তরদেশ দিয়া অপ্রকাশ্যভাবে মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। এতাবৎ দর্শন করিতেছি, হঠাৎ যেন কেহ কর্ণ সমীপে কহিয়া দিল “রে নীচাশয়! তোমারই দোষে ঐ প্রেম-স্রোতস্বতী শৈল-গহ্বর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; বিশেষ দৃষ্টি করিয়া দেখ দেখি, পট-অঙ্কিত প্রবল বেগে প্রবাহিতা ঐ যে নদী উহা প্রকৃত পটে অঙ্কিত ছিল কি না? না কখনই নহে, উহা আধুনিক কোন মন্দ উৎস হইতে বিনির্গত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। দেখ দেখি, পটাঙ্কিত কানন মধ্যে রিপুগণ সদৃশ বনপশু সকল কে অঙ্কিত করিল? ঈদৃশ পটের চতুর্দ্দিকে বন ও বন্য জন্তুতে কি শোভা পায়? রে নরাধম! তোমার নিকট যে বহু মূল পবিত্রতা রত্নটি ঐ পটাঙ্কিত ব্যক্তির কর্ণাভরণে পরিশোভিত ছিল, সেটি যে মূলেও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কোথায় অপচয় করিলে? কাহার প্রলোভনে কোন হস্তে সমর্পণ করিলে? আরো দেখ দেখি ঐ মূর্ত্তির বক্ষোপরি মদীয় অঙ্গুলিতে অঙ্কিত, আমার মুদ্রাঙ্কিত যে পত্রাবলীটি রাখা গিয়াছিল তদুপরি দৃষ্টি করিলে ইহাই অনুভূত হইতেছে, যে তাহা একেবারেই পাঠের অনুপযুক্ত হইয়াছে। রে, রে, দুর্ভাগা! আমাকে যৎসামান্য লোক বিবেচনা করিও না, তুমি একবার অনুধাবন করিয়া দেখিলে জানিবা যে তোমার মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে।” যখন তাঁহার এপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিলাম, হৃদয় ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, চিত্ত বিলাপে পরিপূর্ণ হইল, ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম; পরিতাপ বৃদ্ধিই হইতে লাগিল, আর কাহাকে কি বলিব? আপনাকেই ধিক্কার দিতে লাগিলাম, “রে স্বেচ্ছাচারি হৃদয়! চিরন্তন পবিত্র ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া কি অন্যায় ব্যবহার করিলে! অহো! চঞ্চল চিত্ত! কখনই কোন সুখে তৃপ্তিবোধ কর নাই! রে বিলাস-প্রিয় অভিলাষ! কতবিধ সুখাবস্থায় সংলিপ্ত হইলাম! কখনও ত তোমায় পরিতৃপ্ত হইতে দেখিলাম না! রে স্বগর্ব্বি জ্ঞান! তুমি যাহার আত্ম-প্রীতিকর বোধ করিয়াছিলে, দেখ দেখি পরিণামে তাহারা কি হইয়া উঠিল। রে অবিধি-প্রিয় অসৎ বিবেক! স্ববিচারে যাহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিয়াছিলে, পরিণামে তোমার সেই বিচারে কি ফল প্রসব করিল? রে মানসিক ইচ্ছা! তোমারেও ধিক্! এবং যে তোমার পরিপোষক তাহারেও ধিক! দেখ দেখি, তোমাকে সন্তোষ প্রদানার্থ আমি কত জনের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিয়াছি, তোমারই ইচ্ছা সাধনার্থ কতবার আমি আপনাকে ঘোরতর বিপদ-পাশে আবদ্ধ

করিয়াছি ! তোমারই আদেশ বশীভূত হইয়া আমি কতবার বিশ্বপতির বিশ্ববিখ্যাত বিধি অমান্য করিয়াছি ! বলিতে কি ? আমি তোমারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্বর্গাধিপের প্রেরিত অদ্বিতীয় মহাত্মাকেও উপেক্ষা করিয়াছি । তোমার প্রলোভনে তব পক্ষ হইয়া আমার চিত্তগৃহস্থিত প্রবীণ সহোদর সহিত কতবার বিরোধ করিয়াছি । করিয়াছি কেন ? এখনও যে করিতেছি, দেখ রে নীচাশয় তোমারই ইচ্ছানুযায়ী চলিয়া আমি কতবার চতুষ্পদ পশু বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছি, তোমারই জন্য আমার হৃদয় পশুভাব অবলম্বন করিয়াছে, তুমি তো আমার উর্দ্ধদিগে দৃষ্টি প্রক্ষেপের প্রতিবন্ধক, তুমিই সকল অনিষ্টের উৎপাদক । হায় আমি কেন, আহা কেন আমি পয়োমুখ বীষকুম্ভ যে তুমি, তোমাকে এ হৃদয়ে আশ্রয় দিয়াছিলাম, এখন আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে যে, তুমিই না সেই প্রলয়যুগে প্রলয় করিয়াছিলে ? আহা ! ধন্য সেই অর্ণবপোতবাসীরা, যাহারা, তোমাকে আশ্রয় প্রদান করে নাই । তুমি ছাদোপরি পর্যটনকারী জনৈক ধার্মিকের (দাবিদের) সমীপে ছদ্মবেশে উপনীত হইয়া তাহাকে মুহূর্ত্তেক মধ্যে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে । তোমার প্রলোভন চমৎকার ! কখন্ কোন্ বেশে কাহার্ সমীপে উপস্থিত হও, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে ? তুমিই তো প্রান্তরে চল্লিশ দিন উপবাসির সমক্ষে দূতবেশে গিয়াছিলে, মুখে শিষ্টাচার—সৎকথা বলিতেও ত্রুটি কর নাই—কিন্তু কেমন লাঞ্ছনা পাইয়াছিলে ! পরিশেষে ছদ্মবেশে তিষ্ঠিতে না পারিয় নিজমূর্ত্তি ধারণ করায় কেমন অপ্রতিভ হইয়াছিলে— এখন আমি তোমার ভাব ভঙ্গী বুঝিতে পারিয়াছি । হায় ! আমি কেন তোমার প্রলোভনে ভুলিলাম ? কেন তোমার মায়াবী শৃঙ্খলে আপনাকে আবদ্ধ হইতে দিলাম ? তোমাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়ায় গৃহের শোভাবর্দ্ধনকারী পবিত্র প্রতিমূর্ত্তিটি এক কালীন কলূষিত হইয়া গিয়াছে ! হায়, আমি আর কোন্ সুনিপুণ চিত্রকরকে পাইব, যে পুনরপি চিত্র করিয়া পূর্ব্বভাব বজায় রাখিব ? কে আর আমার অপহৃত পবিত্রতা রত্নটি পুনরায় আমায় আনিয়া দিবে ? কে আর আমার গৃহস্থিত হৃদপত্রের লেখা গুলি পুনরায় উদ্দীপন করিয়া তুলিবে ?—হে ত্রিদিব নাথ ! তুমি এখন কোথায় ! কোথায় নাথ ! এ বিপদ সময় এক বার স্নেহনেত্রে আমায় দেখিয়া যাও । নাথ, তুমি যে ভাবে প্রথমে আমার হৃদয় চিত্রিত করিয়াছিলা, এখন এক বার আসিয়া কৃপা বিতরিয়া সেই ভাবে পুনরায় আমার এই কলঙ্কিত চিত্তকে বিশুদ্ধ চিত্রে চিত্রিত কর । আমি না বুঝিয়া তোমার প্রদত্ত অক্ষয় ধনটি অবহেলায় হারাইয়াছি । আর কি করিব ? কোথায় যাইব ? কোথায় গেলেই বা মুক্তি পাইব ? কে আছে—হে নাথ, আমার আর কে আছে ! কাহার নিকট গেলে সেই অপহৃত ধনটি ফিরিয়া পাইব ; আহা ! দুঃখেতে মর্ম্ম-বিগলিত হইতেছে, পরিতাপে হৃদয় শুষ্ক হইতেছে । হায়, আমি কি করিলাম ? হে নাথ দয়া কর, এক

বার এ পাপাচারীর প্রতি কৃপা নেত্রে দৃক্‌পাত কর! শ্রীযাঃ—

সন্দেশাবলী।

— দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত অহম্মদ নগরের উত্তরাংশে আমেরিকান বোর্ডের মিশনারীগণ ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত মিশন কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ঐ স্থানে ১৩টী সমাজ গৃহ ও তৎসমুদয়ে প্রায় ৩০০ জন মণ্ডলী ভুক্ত লোক আছে, কিন্তু সেই সমস্ত লোকের অধিকাংশই ইতর জাতীয়। কুনাবি প্রভৃতি সুসভ্য জাতির মধ্যে কদাচিৎ দুই একজন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। মিশনারীগণ অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন বটে, কিন্তু এপর্য্যন্ত আশানুযায়ী কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যাহা হউক তত্রত্য বর্ত্তমান মিশনারী যে প্রকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, ঐ প্রদেশ সত্য ধর্ম্মালোকে শীঘ্রই প্রদীপ্ত হইবে। তিনি ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে যাদৃশ আশা ভরসা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাদৃশ আর কখনও হন নাই। কুনাবি পরিবার ভুক্ত বালকগন এক্ষণে মিশন বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এবং উন্নাবস্থ ব্যক্তিগণ খ্রীষ্টধর্ম্মকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন এবং যে যে স্থানে মিশন বিদ্যালয় নাই সেই২ স্থানে তাহা সংস্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা আশা করি যে এই সমস্ত লক্ষণ ঐ প্রদেশীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর অসাধারণ উন্নতির চিহ্ন। যদিও কুনাবি জাতির অন্তঃকরণ সাতিশয় কঠিন ও ধারণাশক্তি-বিহীন, তথাপি আমরা নিশ্চয় জানি যে, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, প্রচারিত বাক্যরূপ বীজ হইতে ফলোৎপন্ন হইবেই হইবে—তৎ সমুদায় কখনও ব্যর্থ হইবে না।

— ক্যান্টার্ব্বরির ডিন অন্য মতাবলম্বী খ্রীষ্ট ভক্তগণের হস্তে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করাতে অনেকে নানা প্রকার কথা কহিতেছেন। যাঁহারা কেবল চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের মতকে খ্রীষ্টধর্ম্মের একমাত্র সত্য মত বলিয়া মানেন, তাঁহারা বলেন, যে ডিন উক্ত উপাসনাকালে যোগ দিয়া বিষম পাপ করিয়াছেন। যাঁহারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত গুলিকে মিথ্যা মনে করেন না, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ২ বলেন যে, ডিন উক্ত প্রকার কর্ম্ম করিয়া আপনার প্রতি হস্তার্পণ কালীন অঙ্গিকার ভঙ্গ করিয়াছেন। কেহ২ বলেন, যদিও তাঁহার অন্য কোন দোষ হয় নাই, তথাচ তিনি অনেক খ্রীষ্টভক্ত লোকের মনে বৃথা কষ্ট প্রদান করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, খ্রীষ্ট মণ্ডলির মধ্যে মত ভেদ অনেক অনর্থের মূল। উহা যত শীঘ্র অন্তর্হিত হয় ততই ভাল। সুতরাং ডিন অন্য মণ্ডলিস্থগণের উপাসনায় অংশ গ্রহণ করিয়া সৎপথ প্রদর্শক হইয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার কার্য্য দোষনীয় না হইয়া বরং প্রশংসনীয় হইয়াছে। ডিন নিজে বলেন, যে যদ্যপি

তিনি আপনার মণ্ডলীতে অন্য মতে প্রভুর ভোজ দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য অবশ্য দোষনীয় হইত। কিন্তু তিনি অন্য মণ্ডলীর উপাসনায় সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া আপনাকে দোষী বিবেচনা করেন না। কি আশ্চর্য্য! অদ্যাপি দলাদলী ঘুচিল না। দলাদলী দ্বারা ইহাঁরা যে কেবল আপনাদের ক্ষতি করিতেছেন তাহা নহে, আমাদেরও যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছেন। কত দিনে খ্রীষ্টধর্ম্মের যথার্থ রীতি পৃথিবীর সর্ব্বত্রে পরিব্যাপ্ত হইবেক!

— সম্প্রতি লাহোরে চর্চ্চ মিসনারি সোসাইটির একটী সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সেই সভায় মেজর জেনরেল টেলর সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৪৭ সালে পঞ্জাবে গমন করেন। তিনি উদ্যোগ করিয়া দিরাজতে মিশন স্থাপন করেন। প্রথমে তত্রস্থ লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম্মের অতিশয় বিরুদ্ধাচারী ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহাদিগের আর সেরূপ বিদ্বেষভাব নাই। পাদরি ক্লার্ক সাহেব অমৃত সহরের মিশন বৃত্তান্ত বর্ণনাকালে বলেন যে, ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত না হইবার কারণ দেশের পুরাতন ধর্ম্ম। তত্রাচ এই স্থলে খ্রীষ্টধর্ম্মের উন্নতি অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ম্লান হয় নাই। পাদরি হিউস্ সাহেব পেশোহারের মিশনের বৃত্তান্ত বর্ণনাকালে বলেন, যে নয় বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি প্রথমে কার্য্য আরম্ভ করেন দেশীয় লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম্মের এরূপ বিরুদ্ধাচারী ছিলেন যে পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে, তাঁহার সাহস হইত না। কিন্তু এক্ষণে তিনি নিঃশঙ্ক মনে সর্ব্ব স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং লোকেরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। পাদরি ফোরম্যান্ সাহেব লাহোর মিশনের ইতিহাস বর্ণনা কালে বলেন যে, ১৮৩৪ সালে পাদরি লাউরি সাহেব রণজিত সিংহ দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া লাহোরে আইসেন। রাজা তাঁহাকে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে বলেন কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম পুস্তক শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করাতে, রাজা তাহাতে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করেন। তৎপরে ১৮৪৯ সালে পাদরি নিউটন্ এবং উক্ত ফোরম্যান্ সাহেব লাহোরে নিযুক্ত হন এবং একটি ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমে তিনটী মাত্র ছাত্র লইয়া বিদ্যালয় আরম্ভ হয় কিন্তু পরে দুই সহস্র বালক হইয়াছিল। আমাদিগের মতে সময়ে২ এই রূপ সভা হওয়া অতি হিতকর বলিয়া বোধ হয়।

— ইংলণ্ডে বৈদেশিক দরিদ্র লোকদের জন্য কয়েক বৎসর হইল, একটী আবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহারা সময়ে২ সেই গৃহে বাস করে, তাহাদের মঙ্গলার্থে এক জন মিশনারী নিযুক্ত আছেন। তাঁহার গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠে জানা গেল, যে গত বৎসর তিনি ২২৯৪ জন মাল্লা প্রভৃতির সঙ্গে জাহাজে ও অনাথালয়ে ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছেন। এই সকল লোকেরা নানাদেশবাসী। কেহ কাফ্রি, কেহ মিশরীয়, কেহ বা আসিয়া নিবাসী, বিশেষ মুসলমান। ভারতবাসী ৯০২, তুরস্ক বাসী বা মিশরীয় ৪৮০, পূর্ব্ব আফ্রিকা বাসী ২৮১,

মলয়া বাসী ২১১, ব্রহ্মদেশ বাসী ৩৬, অন্যান্য ১৯৬ জন। ইহাদের মধ্যে ২৫৫ জন আশ্রম বাসী, ৬০ জন ইংলণ্ডের নানা স্থানে বাসকারী, ১৯৭৯ জন বিবিধ অর্ণবযানে নিযুক্ত ছিল। পূর্ব্ব আফ্রিকা বাসীদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে ক্রীত কিঙ্কর ছিল; ইহারা অত্যন্ত উপধর্ম্ম প্রিয়; অথচ খ্রীস্টের সুসমাচার শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক। অনেকে সানন্দে উক্ত মিশনারীর মুখ নিঃসৃত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়াছে। ইহাদিগকে ২১ টী ভাষায় রচিত ২৯৫ খণ্ড ধর্ম্ম শাস্ত্রের অংশ এবং ২৭৫৮ খণ্ড ট্রাক্ট বিতরণ করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর এই সকল লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে সুতরাং তাহাদের নিকট প্রচারার্থে অধিক প্রচারকের প্রয়োজন। জগদীশ্বর করুন, যেন উক্ত লোকদের মধ্যে কৃত সৎকার্য্য সবিশেষ ফলোপধায়ী হয়।

— ধর্ম্ম পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়েঙ্গার সাহেবের নাম দেশে চিরস্মরণীয় রহিল। এই মহাত্মা এতৎ সম্বন্ধে যে কত পরিশ্রম করিয়াছেন,তাহা বোধ হয় খ্রীস্টীয়ান মাত্রেই জ্ঞাত আছেন কিছু দিন হইল সুমুদ্রিত অন্তভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। আবার শুনিতেছি দুই এক মাসের মধ্যে সমুদায় ধর্ম্ম পুস্তকের অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত হইবেক। এক খানি সামান্য পুস্তকের সংশোধিত সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা কত দূর শ্রম সাধ্য, ইহা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে সমীচীণ ধর্ম্ম পুস্তকের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করা কত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু ওয়েঙ্গার মহোদয় সেই দুরূহ ব্যাপার একবার নয় কয়েকবার সমাধা করিলেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন! কত দিনে দেশীয় লোকেরা এই রূপ পরিশ্রম করিতে শিখিবে!

— মিশনারীরা হিন্দুদের জন্য যেরূপ মুসলমানদের জন্য তদ্রূপ যত্ন করেন না, এই কথা সচরাচর সকলেই বলিয়া থাকেন। ফলে কথাও মিথ্যা নয়। ভরসা করি এই অপবাদ শীঘ্র ঘুচিবেক; সম্পূর্ণ রূপে যদিও না হউক, অনেক অংশে যে ঘুচিবেক তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বোধ হয় "সেনশস্ রিপোর্টের" দরুন এইরূপ হইয়া থাকিবেক। কারণ বঙ্গদেশে যে অনেক মুসলমান আছে,হিন্দুদের অপেক্ষা অধিক যদিও না হউক, তাহা উক্ত চমৎকার পুস্তক পাঠে অনেকে জানিতে পারিয়াছেন। সম্প্রতি মিশনারী কনফরেন্স (উপদেশক সমাজে) মুসলমান দের নিকট কত দূর খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার হইতেছে, তদ্বিষয়ে বিচার হয়। শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, যে স্থানীয় ট্রাক্ট সোসাইটীও বুঝিতে পারিয়াছেন, যে মুসলমানদের উপযুক্ত অতি অল্পই পুস্তকাদি মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহাদের ইচ্ছা যে শীঘ্র এই অভাব দূরীভূত হয়। তাঁহারা জানিতে চাহেন, যে মুসলমানদের পুস্তকাদি কোন্ ভাষায় রচিত হইলে ভাল হয়, বাঙ্গালা ভাষায় না মুসলমানী বাঙ্গালায়? ভরসা করি আড়ম্বর বৃথা হইবেক না।